প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

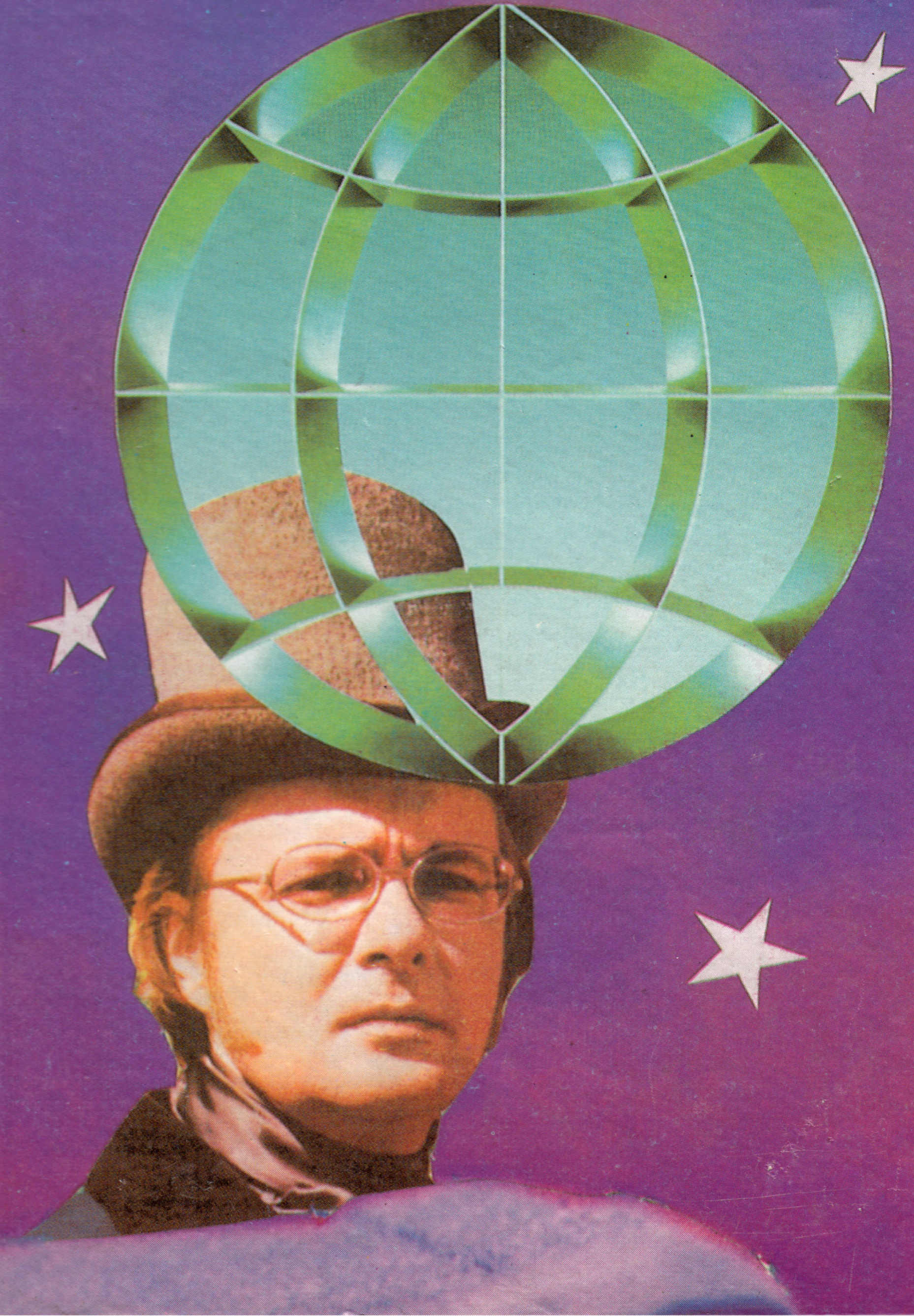

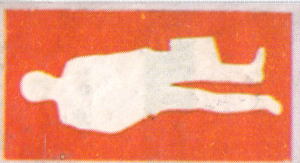

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

তুলি-কলম

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র

আর্থার কোনান ডয়েলের
বৈজ্ঞানিক চরিত্র
প্রফেসর জর্জ এডওয়ার্ড
চ্যালেঞ্জারের সমগ্র
উপন্যাস ও গল্পের
অখণ্ড সংস্করণ

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

সম্পাদনা

শুভপতি দত্ত

অনুবাদ

মণীন্দ্র দত্ত ও সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম ❑ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : বইমেলা ১৪০৬, জানুয়ারী ২০০০

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ।। তুলি-কলম।। ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

লেজার কম্পোজ : এস টি লেজার ইউনিট, কলকাতা—৭৩

মুদ্রক : এসার গ্রাফিক, ১সি, গৌর লাহা স্ট্রীট, কলকাতা—৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

প্রাপ্তিস্থান : সাহিত্য তীর্থ ।। ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষাক্ত ভূখণ্ড
The Poison Belt ৭

ধরিত্রীর আর্তনাদ
When the World Screamed ৬০

হারানো জগৎ
The Lost World ৮৮

ভেলকি-বাজির কল
The Disintegration Machine . ১৯২

কুয়াশার দেশে
The Land of Mist ২০৪

ভূমিকা

বিজ্ঞান-সুবাসিত কাহিনী পৃথিবীতে অনেক লেখা হয়েছে এবং এই ধরনের 'ফ্যান্টাসি' বা কল্পকাহিনী নানা বিচিত্র পথে পরিভ্রমণ করেছে। জুলে ভার্ন, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, এইচ. জি. ওয়েলস্ এবং আরও অনেক দিকপাল লেখকের রচনায় গল্প-উপন্যাসের এই ধারাটি খুবই পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ছিলেন একজন অনবদ্য গল্পকার। রহস্য গল্পের সাথে সাথে কল্পবিজ্ঞানের গল্পেও সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রহস্য গল্পের একচ্ছত্র নায়ক বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস আর কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র বয়োপ্রবীণ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর জর্জ এডওয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।

১৮৫৯ সালে এডিনবরাতে একটি আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সাউথসি অঞ্চলে ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু ১৮৯১ সালে গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়েন এবং দক্ষিণ নরউডের একটি বাড়িতে উঠে আসেন। এই সময় তিনি সাহিত্যকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও বিশ্বসাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শার্লক হোমসই স্যার কোনান ডয়েল সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের স্থান ঠিক তার পরেই। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি, অনন্য সাধারণ আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও কর্মোদ্যম সমৃদ্ধ বিচিত্রকীর্তি পাঠকবর্গকে দুর্দমনীয়ভাবে আকর্ষণ করে।

পাঠকবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর সুযোগ্য সঙ্গী ম্যালনকে নিয়ে একের পর এক অভিযানে মেতে ওঠেন। এই সমস্ত অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড' সবথেকে বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাস আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের মধ্যে নিয়ে যায়।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অন্যান্য অ্যাডভেঞ্চারগুলি হলো—'দি পয়জন বেল্ট', 'দি ল্যান্ড অফ মিস্ট', 'দি ডিসইন্টিগ্রেশন মেশিন' এবং 'হোয়েন দি ওয়ার্ল্ড স্ক্রিমড্'। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কাহিনীগুলি রহস্য-রোমাঞ্চের প্রতি পাঠকবর্গের স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে অনেকখানিই পরিতৃপ্ত করে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সমস্ত অভিযানের কাহিনী নিয়ে সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। বলা বাহুল্য এই বইটির বাংলা অনুবাদ আনন্দপ্রদ ও বেশ স্বচ্ছন্দ হয়েছে। শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ও শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ প্রাঞ্জল ভাষায় কাহিনীগুলির অনুবাদে দারুণ সফল, তাই পড়বার সময় কোথাও কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। অনুবাদে এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে! প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সাথে গল্পকথার কল্পলোকে আপনারা যথেষ্ট আনন্দলাভ করবেন এই আশাই করছি।

—শুভপতি দত্ত

বিষাক্ত ভূখণ্ড

THE POISON BELT

অধ্যায় ১
রেখাগুলি মুছে যাচ্ছে

সে-দিনের এই সব অতি অদ্ভুত ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ হয় তো কালের হস্তাবলেপনে একদিন মুছে যেতে পারে। তাই আমার স্মৃতি-পটে সেগুলি সুস্পষ্ট থাকতে থাকতে এখনই লিপিবদ্ধ করে রাখা আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আর সেই কাজটি করতে বসে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখছি যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, প্রফেসর সামারলী, লর্ড জন রক্সটন এবং স্বয়ং আমি—''হারানো পৃথিবী'-র আমাদের একই ছোট দলটি এই বিস্ময়কর পথটাও পার হয়েছিল।

কয়েক বছর আগে যখন আমি "ডেইলি গেজেট" পত্রিকায় আমাদের যুগান্তকারী দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলাম, তখন আমি ভাবতেও পারিনি যে তার চাইতেও অধিকতর বিস্ময়কর এমন একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শোনাতে হবে যেটা মানুষের ইতিহাসে দ্বিতীয়রহিত এবং ইতিহাসের পাতায় অনুচ্চ পর্বতমালার মধ্যে এক মহান গিরিশৃঙ্গ বলে গণ্য হবার যোগ্য। সেটা তো সর্বকালেরই এক পরমাশ্চর্য ঘটনা হয়েই থাকবে, কিন্তু এই অসাধারণ অধ্যায়টির সূচনাকালে যে পরিবেশের মধ্যে আমরা চারটি প্রাণী একত্র হয়েছিলাম সেটা কিন্তু রচিত হয়েছিল খুবই স্বাভাবিক এবং প্রকৃতপক্ষেই অনিবার্যভাবে। যে ঘটনাগুলির সূত্র ধরে এই পরিবেশটি গড়ে উঠেছিল তাকে আমার সাধ্যমতো সংক্ষেপে এবং পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করব, যদিও আমি ভাল করেই জানি যে এ রকম একটি বিষয়কে আমি যত বেশি বিস্তারিত ভাবে বলতে পারব, পাঠক তত বেশি আগ্রহের সঙ্গে সেটাকে গ্রহণ করবেন, কারণ সাধারণ মানুষের কৌতূহল আগে যতটা অতৃপ্ত ছিল এখনও তাই আছে।

এক সাতাশে অগাস্ট শুক্রবার—তারিখটি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে—আমার পত্রিকার আপিসে গিয়ে সংবাদ বিভাগের অধিকর্তা মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল-এর কাছে তিন দিনের ছুটি চাইলাম। ভাল মানুষ বুড়ো স্কচ লোকটি

প্রায় উঠে যাওয়া স্বল্প কিছু লালচে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বারকয়েক মাথা নাড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত তার অনিচ্ছাকে ভাষায় প্রকাশ করলেন।

"মিঃ ম্যালোন, আমি ভাবছিলাম কয়েকটা দিনের জন্য আপনাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেব। আমি ভাবছিলাম—এমন একটা গল্প পাওয়া গেছে যেটাকে একমাত্র আপনিই যথাযথভাবে গড়ে-পিটে তুলতে পারবেন।"

আমার হতাশাকে লুকোবার চেষ্টায় আমি বললাম, "এ বিষয়ে আমি দুঃখিত। অবশ্যি আপনি যদি আমাকে কাজে লাগাতে চান তাহলে তো ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার কাজটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিগত। আমাকে যদি ছেড়ে দিতে পারেন—"

"দেখুন, আপনি ছাড়া পাবেন বলে তো মনে হয় না।"

অবস্থাটা তেতো তো বটেই, কিন্তু আমাকে সোনামুখ করেই সেটা মেনে নিতে হলো। আসলে, দোষটা তো আমারই; এতদিনে আমার জানা উচিত ছিল যে নিজের মতো কোনও পরিকল্পনা করার অধিকার একজন সাংবাদিকের থাকতে পারে না।

এত অল্প সময়ের নোটিসে যতটা খুশি-খুশি ভাব মুখে আনা যায় সে ভাবেই আমি বললাম, "ও ব্যাপারটা নিয়ে তাহলে আর আমি কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করছি না। আপনি আমাকে কি কাজের কথা বলছিলেন?"

"আরে, সেটা তো রদারফিল্ড-এর সেই শয়তান লোকটার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যাপার মাত্র।"

"আপনি নিশ্চয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার-এর কথা বলছেন না?" আমি গলা তুলে বললাম।

"আরে, আমি তো ঠিক তার কথাই বলছিলাম। গত সপ্তাহে তিনিই তো বড় রাস্তায় 'কুরিয়ার'-এর এলেক সিম্পসনকে এক হাত নিয়েছেন। আপনিও হয় তো পুলিশের প্রতিবেদনে খবরটা পড়েছেন। শীঘ্রই আমাদের ছেলেরাই চিড়িয়াখানার এক মুক্ত কুমীরের সাক্ষাৎকার নেবে। কিন্তু এ-কাজটা তো আপনিও করতে পারেন—আপনি আমাদের পুরনো বন্ধু লোক।"

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম; বললাম, "সে কি, তাহলে তো ব্যাপারটাই সহজ হয়ে গেল। এটাই ঘটনা যে রদারফিল্ডে গিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি ছুটিটা চেয়েছিলাম। আসলে তিন বছর আগে উপত্যকা অঞ্চলে আমরা যে বড় মাপের অভিযানটা করেছিলাম, এটা তারই বার্ষিক উৎসব। তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং উৎসব পালন করতে তিনিই তো আমাদের পুরো দলটাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"বহুৎ আচ্ছা!" ম্যাকআর্ডল চেঁচিয়ে বলে উঠলেন। "তাহলে তো তাঁর মনের সব কথা আপনি টেনে বার করতে পারবেন। অন্য কারও ব্যাপার হলে বলতাম যে সবই মরীচিকামাত্র, কিন্তু এই লোকটি তো একবার ভাল কাজই করেছেন, আর কে জানে আবারও তা করতে পারেন।"

"তাঁর কাছ থেকে কি টেনে বার করব?" আমি প্রশ্ন করলাম। "তিনি এমন কি কাজ করে চলেছেন?"

"আজকের "টাইমস" পত্রিকায় "বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা" লেখাটি প্রসঙ্গে তার চিঠিটা আপনি পড়েননি?"

"না।"

ম্যাকআর্ডল মাথাটা নিচু করে মেঝে থেকে একখানি পত্রিকা তুলে নিলেন। আঙুল দিয়ে একটা কলাম দেখিয়ে বললেন, "গলা তুলে এটা পড়ুন। আরও একবার ওটা শুনতে পেলে আমি খুশিই হব। কারণ লোকটির বক্তব্যের অর্থটা আমার মাথায় ঠিক-ঠিক ঢুকেছে কি না সে বিষয়ে এখনও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।"

"গেজেট"-এর বার্তা-সম্পাদককে যে চিঠিটা পড়ে শোনালাম সেটা এই:

"বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা"

"মহাশয়,—গ্রহ এবং স্থির নক্ষত্র উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণচ্ছটা (Spectrum) থেকে ফ্রাউয়েন হোপার-এর রেখাগুলি ক্রমশ মুছে যাবার বিষয়টির প্রসঙ্গে আপনাদের কলাম-এ জেমস উইলসন ম্যাকফাইল-এর আত্মতুষ্টিসূচক ও অতিশয় দুর্বল যে পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে সেটা আমি খোশমেজাজেই পড়েছি—অবশ্য সেই সঙ্গে কিছুটা অপ্রশংসার আবেগও অনুভব করেছি। তিনি তো একেবারে তাৎপর্যহীন বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়েই দিয়েছেন। ব্যাপকতর বুদ্ধির অধিকারী কোনও মানুষের কাছে এটাকে তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনার আকর বলেও মনে হতে পারে, এমন কি এই গ্রহের প্রতিটি নর, নারী ও শিশুর পরম কল্যাণও তার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ দৈনিক সংবাদপত্রের কলাম থেকেই তাদের ধ্যান-ধারণাগুলি গড়ে তোলে। তাই আমি কোনও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখানে ব্যবহার করব না। তাদের সীমাবদ্ধতার স্তরে নেমে গিয়ে এমন একটি সহজ, সরল উপমা ব্যবহার করে আমি পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করব যাতে আপনাদের পাঠকবর্গের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমানার মধ্যেই সেটা থাকে।"

চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে মাথাটা নাড়তে নাড়তে ম্যাক্আর্ডল বললেন, "বাপু হে, তিনি একটি পরম আশ্চর্য—এক জীবন্ত আশ্চর্য! লোকটি তো দেখছি ঘুঘুর পালক খুলে দেবেন, যাজকদের সভায় দাঙ্গা বাধাবেন। তাঁর পক্ষে তো এখন লন্ডনে বাস করাই কঠিন হবে। খুবই দুঃখের কথা মিঃ ম্যালোন, কারণ একখানা মাথা বটে! ঠিক আছে, এবার উপমাটা শোনা যাক।"

আমি পড়তে শুরু করলাম, "আমাদের ধরে নিতে হবে—একটার পর একটা কর্ক জুড়ে দিয়ে বানানো একটা ছোট বান্ডিলকে অতলান্তিক মহাসাগর পার হবার অভিযানে মন্থরগতি স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। দিনের পর দিন একই পরিবেশের মধ্যে কর্কগুলো ধীরে ধীরে ভেসে চলল। কর্কগুলোর যদি বোধশক্তি থাকত তাহলে আমরা কল্পনা করতে পারতাম যে তারা এই পরিবেশটাকেই স্থায়ী এবং নিশ্চিত বলে ধরে নেবে। কিন্তু উন্নততর জ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে এমন অনেক কিছুই

ঘটতে পারে যাতে কর্কগুলিও অবাক হয়ে যাবে। হয়তো তারা একটা জাহাজের সঙ্গে, একটা ঘুমন্ত তিমি মাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে, অথবা সমুদ্র-শেওলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে। যাই ঘটুক না কেন, লাব্রাডর-এর পাহাড়ি উপকূলে ধাক্কা খেয়েই তাদের অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে।

"তোমার পাঠকবৃন্দ হয় তো বুঝতে পারবে যে এই নীতিমূলক উপকথায় অতলান্তিক মহাসাগর মানে মহাশক্তিমান এক ইথার-সমুদ্র যার বুকে আমরা ভেসে চলেছি, আর কর্কের বাণ্ডিলটা হচ্ছে একটি অতি ক্ষুদ্র, অজ্ঞাত, অস্পষ্ট জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল যেখানে আমরা বাস করি। একটা তৃতীয় শ্রেণীর সূর্য আর তার অতি তুচ্ছ, ওঁছা উপগ্রহমণ্ডলীতে সেই একই দৈনন্দিন পরিবেশের মধ্যে আমরা ভেসে চলেছি এক অজানা পরিণতির দিকে, এমন একটা নোংরা বিপদের মধ্যে যা শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রাস করবে; আমাদের আছড়ে ফেলবে একটা ইথারময় নায়েগ্রার উপর, অথবা আমরা ছিটকে পড়ব একটা অচিন্ত্যনীয় লাব্রাডর-এর গায়ে। এখানে তোমাদের সংবাদদাতা মিঃ জেমস উইলসন ম্যাকফাইলের অজ্ঞানতাপ্রসূত ভাসা ভাসা আশাবাদের কোনও অবকাশ আছে বলে তো আমার চোখে পড়ছে না। কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু যুক্তি আছে যার জন্য আমাদের জাগতিক পরিবেশের যে কোনও প্রকার পরিবর্তনের উপর সাগ্রহ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য।"

ম্যাকআর্ডল বলে উঠলেন, "বাপুহে, লোকটি একজন ভাল পরামর্শদাতা হতে পারতেন। তাঁর কথাগুলো যেন অর্গ্যান বাদ্যযন্ত্রের মতো ঝংকার দিয়ে ওঠে। আমরা বরং আরও ভাল করে জানতে চেষ্টা করি কিসের জন্য তিনি এতটা বিপদের কথা ভাবছেন।"

"আমার মতে বর্ণচ্ছটার ফ্রাউয়েন হোপার-এর রেখাগুলির মুছে যাওয়া ও স্থান-পরিবর্তন সূক্ষ্ম ও অসাধারণ একটি ব্যাপক জাগতিক পরিবর্তনেরই নির্দেশ দিচ্ছে। কোনও গ্রহ থেকে যে আলো আসে সেটা সূর্যের প্রতিফলিত আলো। একটা নক্ষত্র থেকে যে আলো আসে সেটা তার নিজস্ব আলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রহ এবং নক্ষত্র থেকে আগত সব বর্ণচ্ছটারই একই পরিবর্তন ঘটেছে। এটা কি তাহলে ঐ সব গ্রহ ও নক্ষত্রেরই পরিবর্তন? এ রকম একটা ধারণা তো আমার পক্ষে অভাবনীয়। কি সেই একই পরিবর্তন যেটা একই সঙ্গে তাদের সকলের মধ্যেই ঘটতে পারে? এটা কি আমাদের বায়ুমণ্ডলেরই কোনও পরিবর্তন? এটা সম্ভবও হতে পারে, কিন্তু অসম্ভাবনার মাত্রাটাই তো তুঙ্গে, কারণ আমাদের চারপাশে তার কোনও লক্ষণ আমরা দেখছি না, আর রাসায়নিক বিশ্লেষণেও সেটা ধরা পড়ছে না। তাহলে তৃতীয় সম্ভাবনাটা কি? সেটা হতে পারে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইথার-তরঙ্গের একটা পরিবর্তন যেটা ছড়িয়ে আছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে মহাবিশ্বে। সেই মহাসমুদ্রের একটা ধীরগতি স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। কোনও না কোনও স্থানে একটা পরিবর্তন ঘটেছেই। বর্ণচ্ছটার এই জাগতিক গণ্ডগোলই তার প্রমাণ। এই পরিবর্তন ভাল হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। আবার নিরপেক্ষও হতে পারে। আমরা কিছুই

জানি না। পল্লবগ্রাহী পর্যবেক্ষকরা ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব নাও দিতে পারে, কিন্তু আমার মতোই যাঁরা দার্শনিকসুলভ গভীরতর বুদ্ধির অধিকারী তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এই বিশ্বের সম্ভাবনার কোনও হিসাব হয় না ; তাই তিনিই বিজ্ঞতম মানুষ যিনি অপ্রত্যাশিতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখেন। একটি সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আজই সকালে তোমাদের কলামে সুমাত্রার আদিবাসী সমাজের মানুষদের মধ্যে যে রহস্যময় সার্বিক মহামারীর খবর ছাপা হয়েছে, তার সঙ্গে এই জাগতিক পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক নেই এ-কথা কে বলতে পারে? প্রশ্নটাকে আমি তুলে ধরলাম মাত্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাকে সমর্থন করা বা অস্বীকার করা দুই-ই সমান নিষ্ফল, কিন্তু এটা যে বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার মধ্যেই পড়ে এই সত্যটাকেও যে উপলব্ধি করতে পারে না সে তো একটি কল্পনাশক্তিহীন মহামূর্খ।

ভবদীয়

"বন্যগোলাপ, রদারফিল্ড" জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার

কি যেন ভাবতে ভাবতে একটা লম্বা কাঁচের নলের মধ্যে সিগারেটটাকে ঠিকমতো বসিয়ে ম্যাকআর্ডল বললেন, "চিঠিটা বেশ উত্তেজক। এ সম্পর্কে আপনার কি মত মিঃ ম্যালোন ?"

আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আমার সামগ্রিক ও নিন্দার্হ অজ্ঞতার কথাটা স্বীকার করতেই হলো। যেমন, ফ্রাউয়েন হোপারের রেখাগুলি আসলে কি ? আপিসের এক ভীরু বিজ্ঞানীর সাহায্যে ম্যাকআর্ডল বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। নিজের লেখার ডেস্ক থেকে তিনি দুটো নানা রংয়ের বর্ণচ্ছটার ফিতে বের করলেন। সেগুলি দেখতে অনেকটা ক্রিকেট ক্লাবের উঠতি যুবকদের টুপির ফিতের মতো। তার উপর আঙুল দিয়ে তিনি আমাকে কতকগুলি কালো রেখা দেখালেন যেগুলি এক প্রান্তে উজ্জ্বল লাল থেকে আরম্ভ করে পরপর উজ্জ্বল জরদ, হলুদ, সবুজ, নীল হয়ে অপর প্রান্তে উজ্জ্বল বেগুনি রংয়ের উপর আড়াআড়িভাবে আঁকা ক্রুশ-চিহ্নের মতো দেখতে।

তিনি বললেন, "ওই কালো ফিতেগুলোই হলো ফ্রাউয়েন হোপারের রেখা। আর রংগুলি রং ছাড়া অন্য কিছু নয়। একটি ত্রিশির কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে একই রং দেখা যাবে। রং দেখে আমরা কিছু জানতে পারি না। রেখাগুলিই আসল। গত এক সপ্তাহ ধরে এই রেখাগুলি উজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্তে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যত জ্যোতির্বিদ সব এর কারণ নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। এই হচ্ছে অস্পষ্ট রেখাগুলির একখানি ফটোগ্রাফ যেটা আমাদের আগামী কালের কাগজে ছাপা হবে। এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারটা নিয়ে জনসাধারণের কোনও আগ্রহ নেই, কিন্তু "দি টাইমস"-এ প্রকাশিত চ্যালেঞ্জারের এই চিঠি তাদের ঘুম ভাঙাবে বলে মনে হচ্ছে।"

"আর এই সুমাত্রার ব্যাপারটা কি ?"

"আরে, বর্ণচ্ছটায় অস্পষ্ট রেখা থেকে সুমাত্রার এক রুগ্ন নিগার—দুইয়ের মধ্যে যে অনেক ফারাক। তবে—আমাদের এই উপরওয়ালা আগেও একবার দেখিয়েছেন

যে তিনি যা বলেন জেনে-বুঝেই বলেন। অনেক দূরের ভাঁটিতে যে একটা অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, আবার এইমাত্র সিঙ্গাপুর থেকে একটা তার এসেছে যে সুন্দাযোজকের আলোক-স্তম্ভগুলো অকেজো হয়ে গেছে, এবং তার ফলে উপকূলবর্তী দুটো জাহাজের অবস্থাও তথৈবচ। যাই হোক, চ্যালেঞ্জারের একটা সাক্ষাৎকার নিলে আপনার পক্ষে কাজটা ভালই হবে। যদি আপনি সঠিক কিছু পেয়ে যান তাহলে সোমবারের মধ্যে আমরা যেন একটা কলাম পেয়ে যাই।"

নতুন কাজের কথাটা মাথায় রেখে আমি বার্তা-সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, এমন সময় নিচের বিশ্রাম-কক্ষ থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। একটি টেলিগ্রাফ-বয় আমার স্ট্রেথাম-এর বাসা থেকে পাঠানো তার-বার্তা নিয়ে এসেছে। খবরটা এসেছে ঠিক সেই মানুষটির কাছ থেকেই যার কথা আমরা এতক্ষণ বলাবলি করছিলাম। বার্তাটা এই রকম:

"ম্যালোন, ১৭, হিল স্ট্রীট, স্ট্রেথাম।—অক্সিজেন নিয়ে আসুন,—চ্যালেঞ্জার।"

"অক্সিজেন নিয়ে আসুন!" আমার যতদূর মনে পড়ে এই প্রফেসার ভদ্রলোকটি গজবৎ রসিকতায় অভ্যস্ত ছিলেন; অত্যন্ত এলেবেলে ও অর্থহীন লম্ফঝম্ফও করে থাকেন। এটাও কি তারই একটা নমুনা? শব্দগুলি আর একবার পড়লাম, কিন্তু তার মধ্যে রসিকতার কণামাত্রও খুঁজে পেলাম না। তাহলে এটা নির্ঘাৎ একটি সংক্ষিপ্ত হুকুম—যদিও খুবই বিস্ময়কর হুকুম। তিনি ছিলেন পৃথিবীর এমন একটি মানুষ যার ইচ্ছাকৃত হুকুমকে আমি অমান্য করতে পারি না। হয় তো কোনও রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; হয় তো—আচ্ছা, কেন তিনি এই বস্তুটি চেয়ে পাঠিয়েছেন সেটা তো আমার ভাববার কথা নয়। এটা আমাকে পেতেই হবে। ভিক্টোরিয়া থেকে ট্রেন ধরতে হলে প্রায় এক ঘণ্টা সময় হাতে আছে। আমি একটা ট্যাক্সি নিলাম। টেলিফোনের বই থেকে ঠিকানাটা দেখে নিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের "অক্সিজেন টিউব সাপ্লাই কর্পোরেশন"-এর দিকে যাত্রা করলাম।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যখন পাকা রাস্তায় নেমে পড়লাম তখন দুটি যুবক একটি লোহার সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে দোকানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। বেশ কষ্ট করেই তারা একটা অপেক্ষমাণ মোটর গাড়িতে সিলিন্ডারটা তুলে দিল। একটি বয়স্ক লোক ভাঙা-ভাঙা কর্কশ গলায় বকুনি দিতে দিতে তাদের পিছন পিছন এল। লোকটি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেই গুরুগম্ভীর চেহারা আর ছাগুলে দাড়িকে ভুল করবার কোনও কারণ ছিল না। এ তো আমার রসকসহীন পুরনো বন্ধু প্রফেসর সামারলী।

তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "সে কি? তুমিও কি আমাকে বলবে যে অক্সিজেনের জন্য এই রকম একটা অদ্ভুত টেলিগ্রাম তুমিও পেয়েছ?"

আমি টেলিগ্রামটা দেখালাম।

"আচ্ছা, আচ্ছা! আমিও একটা পেয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছ যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তদনুযায়ী কাজও করেছি। আমাদের ভাল মানুষ বন্ধুটিকে সামাল দেওয়াই কঠিন। যদি অক্সিজেনের জরুরি দরকারই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কি সরাসরি নিজেই কিনে নিতে পারতেন না?"

হয় তো এই মুহূর্তেই তিনি এটা পেতে চেয়েছিলেন—আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারলাম।

"তিনি হয়তো এই রকমটাই ভেবেছিলেন, কিন্তু সেটা তো অন্য ব্যাপার। এখনকার মতো আমি যখন হুকুমমতো মালটা কিনেই ফেলেছি তখন তোমার আর একটা কেনা তো অনাবশ্যক।"

"তবু, যে কারণেই হোক তিনি হয় তো চাইছেন যে আমিও একটা অক্সিজেন নিয়ে যাই। তিনি আমাকে যা বলেছেন সেইমতো কাজ করাটাই নিরাপদ।"

অতএব সামারলীর অনেক রকম ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও আমি একটা বাড়তি টিউবের অর্ডার দিলাম, আর সেটাকেও তাঁর গাড়িতেই তুলে দেওয়া হলো, কারণ নিজের থেকেই তিনি আমাকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত লিফট দিতে চেয়েছিলেন।

আমার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে আমি তার কাছে ফিরে গেলাম। বাড়তি ভাড়া দাবি করায় তার সঙ্গে কিছুটা ঝামেলা হলো। তারপর প্রফেসর সামারলীর কাছে ফিরে গিয়ে দেখি, যে দুটি লোক তার অক্সিজেনটা বয়ে এনেছিল তাদের সঙ্গে তার ভয়ংকর কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। প্রচণ্ড বিক্ষোভে তার ছোটখাট পাকা ছাগুলে দাড়ি এদিক-ওদিক নড়ছে। এখনও আমার মনে আছে তাদের একজন তো তাকে বলেই ফেলল, 'তুমি একটা ছাল-ছাড়ানো বোকা বুড়ো কাকাতুয়া।' সে-কথা শুনে তার শোফার এতই রেগে গিয়েছিল যে এক লাফে সিট থেকে বেরিয়ে এসে সে অপমানিত মালিকের সঙ্গে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে আমরা গণ্ডগোলটা থামিয়ে দিয়েছিলাম।

এই তুচ্ছ ঘটনাটা এখানে সবিস্তারে বলাটা হয় তো অবান্তর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এখন পিছন ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছি তাতে এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব অনেক।

তখন আমার মনে হয়েছিল যে শোফারটি নেহাৎ আনাড়ি, অথবা গণ্ডগোলে তার মেজাজটাই বিগড়ে গিয়েছিল, কারণ স্টেশনে পৌঁছবার পথে সে খুবই বাজেভাবে গাড়িটা চালিয়েছিল। দুই-দুই বার তো ঐ একই রকম এলোপাথাড়িভাবে চলা দুটো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবার জো করে ফেলেছিল। মনে পড়ছে, তখন আমি সামারলীকে বলেছিলাম যে লন্ডনে গাড়ি চালানোর মান খুব নেমে গেছে। একবার তো একটা বড় রকম ভিড়ের একেবারে গা ঘেঁষে আমরা বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাল-এর এক কোণে অনেক লোক ভিড় করে একটা লড়াই দেখছিল। লোকগুলো খুব উত্তেজিত অবস্থায়ই ছিল। বেপরোয়া গাড়ি চালানো দেখে তারা তো রেগে হৈ-চৈ ফেলে দিল। একটা লোক তো লাফিয়ে গাড়ির পা-দানিতে উঠে আমাদের মাথার উপর একটা লাঠি পর্যন্ত চালিয়েছিল। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম, এবং ভিড় ঠেলে নিরাপদে পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। একটার পর একটা এই রকম ছোট ছোট ঘটনার ফলে আমার স্নায়ুর উপর বেশ চাপ পড়েছিল ; আমার সঙ্গীর খিটখিটে মেজাজ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে তার নিজের ধৈর্যেও বেশ ভাঁটার টান পড়েছে।

তবে যখন দেখতে পেলাম যে লর্ড জন রক্সটন প্লাটফর্মে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন আমাদেরও মেজাজটাও ভাল হয়ে গেল। হলদে টুইডের শুটিং-সুট পরিহিত দীর্ঘ ক্ষীণ তনু; তীক্ষ্ণ মুখ, দুটি অবিস্মরণীয় চোখ, ভয়ংকর অথচ রসসিক্ত; আমাদের দেখতে পেয়ে খুশিতে আরক্তিম। লাল চুলে সাদার ছোপ পড়েছে; কপালে মহাকালের হাতে আঁকা গভীর বলিরেখা। কিন্তু অন্য সব কিছুর বিচারে এখনও তিনি সেই লর্ড জন, যিনি একদা ছিলেন আমাদের আনন্দ-সঙ্গী।

আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হাল্লো হের প্রফেসর। হাল্লো যুবক বন্ধু।"

আমাদের পিছনে পোর্টারের ট্রলিতে সিলিন্ডার দুটো দেখে তিনি সকৌতুকে হো-হো করে হেসে বললেন, "তাহলে আপনারাও দুটো এনেছেন! আমারটা ভ্যান-এ আছে। আমাদের প্রিয় বুড়োটির ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

"আপনি কি 'দি টাইমস'-এ তার চিঠিটা দেখেছেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেটাতে কি ছিল?"

"ছাঁইপাশ—মাথামুণ্ডু!" কর্কশ কণ্ঠে সামারলী বলে উঠলেন।

"আহা, আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি, তাহলে এই অক্সিজেন ব্যাপারটার গোড়াতেই সেটা আছে।"

অকারণ কঠোর কণ্ঠে সামারলী আবার চেঁচিয়ে বললেন, "ছাঁইপাশ আর মাথামুণ্ডু!"

আমরা সকলেই একটা প্রথম শ্রেণীর ধূমপান-ঘরে ঢুকে পড়লাম। ইতিমধ্যেই তিনি আগুনে ঝলসানো বুনো গোলাপের পুরনো পাইপটাতে আগুন ধরিয়েছেন।

প্রচণ্ড আগ্রহে তিনি বলতে লাগলেন, "বন্ধুবর চ্যালেঞ্জার বুদ্ধিমান মানুষ। সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ-কথা যে অস্বীকার করে সে মূর্খ। তার টুপিটার দিকে তাকাও। তার ভিতরে আছে একটি যাট-আউন্সের মস্তিষ্ক—একটা মস্তবড় ইঞ্জিন—সহজভাবে চলছে, পরিষ্কার কাজ দিচ্ছে। ইঞ্জিন-ঘরটা আমাকে দেখাও, তাহলেই ইঞ্জিনের আয়তনটা আমি বলে দিতে পারব। তিনি এক জন্ম-শার্লাটান—আপনারা শুনেছেন তার মুখের উপরেই তাকে আমি এ-কথাটা বলেছি—প্রসিদ্ধিলাভের এক নাটকীয় কৌশল তার করায়ত্ত। আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না যে ইথারের পরিবর্তন আর মনুষ্যজাতির বিপদ সংক্রান্ত এই সব অর্থহীন কথাকে তিনি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেন। জীবনে কেউ কখনও এ রকম গাঁজাখুরি গল্প শুনেছে?"

একটা বুড়ো সাদা কাকের মতো বসে তিনি কা-কা করে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলেন।

সামারলীর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মধ্যে একটা ক্রোধের ঢেউ খেলে গেল। যিনি ছিলেন আমাদের নেতা, আমাদের সমস্ত খ্যাতির যিনি উৎস ছিলেন, যিনি আমাদের এমন একটা অভিজ্ঞতার স্বাদ দিয়েছিলেন যা কোনও মানুষ আজ পর্যন্ত ভোগ করেনি, তাঁর সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা খুবই লজ্জার ব্যাপার। একটা

উচিত জবাব দেবার জন্য আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় লর্ড জন আমার আগেই মুখ খুললেন।

কঠোর কণ্ঠে তিনি বললেন, "আগেও একবার বৃদ্ধ চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আপনার একটা খিটিমিটি বেধেছিল, আর দশ মিনিটের মধ্যেই আপনি কুপোকাত হয়েছিলেন। আমার মনে হয় প্রফেসর সামারলী, তিনি আপনার মতো লোকদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোক, আর তাঁর সঙ্গে চলতে হলে আপনার সেরা পথ হবে তাঁর চাইতে অনেক দূরত্ব রেখে চলা এবং তাঁকে একা থাকতে দেওয়া।"

"তা ছাড়া," আমি বললাম, "তিনি আগাগোড়াই আমাদের প্রত্যেকের একজন সৎ বন্ধু। তাঁর দোষ-ত্রুটি যাই থাকুক, তিনি একটা রেখার মতো সরল, এবং আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি কখনও তাঁর সহকর্মীদের অগোচরে তাদের নিন্দাবাদ করেন।"

লর্ড জন রক্সটন বললেন, "আমার পুত্রসম সহকর্মী যুবক, তুমি খুব ভাল কথা বলেছ।" তারপর সদয় হাসি হেসে প্রফেসর সামারলীর পিঠটা চাপড়ে দিলেন। "দেখুন হের প্রফেসার, দিনের এই সময়টাতে আমাদের কোনও রকম ঝগড়া-বিবাদ করা ঠিক নয়। আমরা বড় বেশিদিন একসঙ্গে থেকেছি। কিন্তু চ্যালেঞ্জারের কাছে যখন যাবেন, তখন একটু সাবধানে পা ফেলবেন, কারণ এই বৃদ্ধ প্রিয় মানুষটি সম্পর্কে এই যুবক সহকর্মী ও আমার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে।"

কিন্তু সামারলীর মনে তখন আপোসের কোনও স্থান ছিল না। কঠোর অসম্মতিতে তার মুখটা বন্ধই রয়ে গেল। তার পাইপ থেকে ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলিগুলো যেন ক্রোধভরে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগল।

তিনি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বলে উঠলেন, "আপনাকেও বলি লর্ড জন রক্সটন, নতুন ধরনের একটা গাদা-বন্দুক সম্পর্কে আমার মতামতের যতটা মূল্য, বিজ্ঞানের ব্যাপারে আপনার মতামতের মূল্যও কিন্তু আমার চোখে ঠিক ততটাই। আমারও বিচার-বিবেচনা আছে, আর সেটাকে আমি আমার মতো করেই ব্যবহার করি। আমি আপনাকে বলতে চাই স্যার, আমারও একটা মাথা আছে, আর সেটাকে যদি কাজে না লাগাই তাহলে তো নিজেকেই একটা ইতর ও ক্রীতদাস বলে ভাবব। ইথার এবং বর্ণচ্ছটার উপর ফ্রাউয়েন হোপারের রেখা নিয়ে এই সব অসার বকবকানিকে বিশ্বাস করে আপনি যদি খুশি থাকেন তো থাকুন, কিন্তু যে লোকটি বয়সে এবং জ্ঞানে আপনার চাইতে বড় তাকে আপনার বোকামির অংশীদার হতে বলবেন না। তার কথামতো ইথারের যদি এতটাই পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং সেটা যদি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এতটাই দূষণীয় হয়, তাহলে কি তার ফলাফলটা এর মধ্যেই আমাদের মধ্যে প্রকাশ পেত না ?" এই পর্যন্ত বলেই তিনি স্বীয় যুক্তির সাফল্যে হো-হো করে হেসে উঠলেন, "হ্যাঁ স্যার, ইতিমধ্যেই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক ছিটকে যাওয়া উচিত ছিল, আর একটা রেলগাড়িতে শান্ত হয়ে বসে বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে যে বিষটা আমাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার আসল লক্ষণগুলি আমাদের দেহে ফুটে ওঠা উচিত ছিল। এই জাগতিক বিষক্রিয়ার কোনও লক্ষণ কি

আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে দিন স্যার! উত্তর দিন! বলুন, বলুন, এড়িয়ে যাবেন না! একটা উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ছি না!"

আমার রাগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। সামারলীর আচরণটা ছিল খুবই বিরক্তিকর ও আক্রমণাত্মক।

আমি বললাম, "আমার তো মনে হয় আপনি যদি ব্যাপারটাকে আরও ভাল করে জানতেন তাহলে আমার মতটা এতখানি সুনিশ্চিত হত না।"

পাইপটাকে মুখ থেকে হাতে নিয়ে সামারলী পাথরের মতো কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

"তোমার এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যের মানেটা কি সেটা দয়া করে বলবে কি মশায়?"

"আমি বলতে চাই, আপিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় বার্তা-সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন যে সুমাত্রার আদিবাসীদের মহামারীকে সমর্থন করে একটা টেলিগ্রাম এসেছে; তাতে আরও জানানো হয়েছে যে সুন্ডা যোজকে আলোই জ্বলেনি।"

এবার সত্যি সত্যি রেগে উঠে সামারলী চিৎকার করে বললেন, "সত্যি, মানুষের বোকামিরও একটা সীমা থাকা উচিত! চ্যালেঞ্জারের অযৌক্তিক ধারণাটাকে যদি এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেই, তা হলেও ইথার যে একটি সার্বভৌমিক পদার্থ যা এখানে যেমন পৃথিবীর উল্টো দিকেও ঠিক তেমনই থাকে এই সত্যটা তোমরা বুঝতে পারছ না তাও কি সম্ভব? তোমরা কি ক্ষণিকের জন্যও ভাবতে পার যে একটা ইংলিশ ইথার এবং একটা সুমাত্রার ইথার বলে কিছু আছে? হয় তো তোমরা এটাও কল্পনা করতে পার, যে সারে অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ট্রেনটা এখন আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে তার ইথারের চাইতে কেন্ট-এর ইথার উন্নত মানের। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা ও অজ্ঞতার সত্যি কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এটা কি ভাবা যায় যে সুমাত্রার ইথার যখন এতখানি মারাত্মক হয়ে উঠেছে, ঠিক একই সময়ে এখানকার ইথারের কোনওরকম প্রভাবই আমাদের উপর পড়ছে না? ব্যক্তিগতভাবে আমি সত্যি বলতে পারি সারা জীবনে আমি কখনও দেহে অধিকতর শক্তিশালী অথবা মনে অধিকতর স্থিতি-স্থাপকতা অনুভব করিনি।"

আমি বললাম, "তা হতে পারে। নিজেকে আমি একজন বিজ্ঞানবিদ বলে জাহির করতে চাই না, যদিও কোথায় যেন শুনেছি যে এক পুরুষের বিজ্ঞান সচরাচরই পরবর্তী পুরুষের কাছে কূটতর্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু এটা বুঝতে খুব বেশি সাধারণ বুদ্ধির দরকার হয় না যেহেতু ইথার সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানি তাই এমনও হতে পারে যে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের ইথার কতকগুলি স্থানীয় অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং অন্য কোনও অঞ্চলের ইথারের পরিবর্তনের ফলটা আমাদের কাছে কিছু দিন পরেও আসতে পারে।"

সামারলী ভীষণভাবে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ও সব 'হয়' এবং 'হতে পারে' দিয়ে কোনও কিছু প্রমাণ করা যায় না। শুয়োরের বাচ্চারা হয়তো উড়তে পারে।

হ্যাঁ স্যার, হয় তো পারে,—কিন্তু তারা উড়তে পারে না। তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। চ্যালেঞ্জার তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন, তাই তোমাদের দু'জনেরই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কোনওদিন আমিও হয় তো রেলের আসনগুলোর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেব।"

এবার লর্ড জনও তীব্র কণ্ঠে বললেন, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি প্রফেসর সামারলী, আপনার সঙ্গে শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তার পর থেকে আপনার আচরণের কোনও রকম উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না।"

তেতো হাসি হেসে সামারলী উত্তর দিলেন, "আপনারা লর্ড সাহেবরা সত্য কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। কেউ যখন আপনাদের বুঝিয়ে দেয় যে বড় বড় উপাধি থাকা সত্ত্বেও আপনারা সেই হদ্দ মূর্খই থেকে যান তখন সেটা আপনাদের বুকে বড় বাজে, তাই না?"

লর্ড জন কঠিন কণ্ঠে বললেন, "দিব্যি করে বলছি মশায়, আপনার বয়সটা যদি আরও কম হত তাহলে আমাকে এ রকম আপত্তিকর কথা বলার সাহস আপনার হত না।"

ছাগুলে দাড়িটা ঈষৎ দুলিয়ে সামারলী তার থুতনিটা বাড়িয়ে দিলেন।

"স্যার, আপনাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে যৌবনে বা বার্ধক্যে আমার জীবনে কখনও এমন সময় আসেনি যখন একটি জাঁকসর্বস্ব মূর্খ লোককে আমার মনের কথাটি বলতে আমি ভয় পেয়েছি—হ্যাঁ স্যার, ক্রীতদাসরা আবিষ্কার করতে পারে আর মূর্খরা গ্রহণ করতে পারে এমন যত উপাধির মালিকই আপনি হোন না কেন আসলে আপনি একটি জাঁকসর্বস্ব মহামূর্খ।"

মুহূর্তের জন্য লর্ড জন-এর চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল, আর তারপরেই প্রচণ্ড চেষ্টার ফলে তিনি সেই ক্রোধকে সংবরণ করলেন, এবং দুটি হাত ভাঁজ করে আর মুখের উপর একটা তিক্ততার হাসি ছড়িয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। এ সব কিছুই আমার কাছে ভয়ংকর ও শোচনীয় বলে মনে হচ্ছিল। একটা ঢেউয়ের মতো অতীতের স্মৃতি আমার উপর আছড়ে পড়ল, সৎ বন্ধুত্ব, সুখী, রোমাঞ্চকর দিনগুলি—সেইসব কিছু যার জন্য আমরা কষ্ট সয়েছি, কাজ করেছি এবং জয়লাভ করেছি। আর এই তার পরিণতি—এই অপমান ও তিরস্কার। হঠাৎ আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। সঙ্গীরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি দুই হাতে মুখটা ঢাকলাম।

বললাম, "সব ঠিক আছে। কেবল—কেবল বড়ই সকরুণ!"

লর্ড জন বললেন, "তুমি অসুস্থ যুবক-বন্ধু। প্রথম থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি একটি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।"

মাথাটা ঝাঁকিয়ে সামারলী বললেন, আপনার অভ্যাসগুলো স্যার, তিন বছরেও শোধরায়নি। দেখা হওয়া মাত্রই আপনার আশ্চর্য সব রকম-সকম আমার দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। আপনার সহানুভূতির অপব্যয় করার কোনও দরকার নেই লর্ড

জন। ওই চোখের জল তো নির্ভেজাল মদ্যপ্রসূত। ছেলেটা সারাদিন মদ গিলেছে। ভাল কথা লর্ড জন, এইমাত্র আমি আপনাকে বেহদ্দ মূর্খ বলেছি; সেটা হয় তো বড় বেশি কঠোর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ শব্দটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল আমার একটা ছোট্ট বিদ্যার কথা। বিদ্যাটা তুচ্ছ হলেও মজাদার। আপনি আমাকে একজন গম্ভীর প্রকৃতির বিজ্ঞানের মানুষ বলেই জানেন। আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে এক সময় আমি বেশ কয়েকটা নার্সারিতে খামার বাড়ির হরবোলা হিসাবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলাম ? সময়টা যাতে বেশ আনন্দে কেটে যায় সে ব্যাপারে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি। আমি যদি একটা মোরগের ডাক ডাকতে পারি, সেটা শুনে কি আপনারা মজা পাবেন ?”

লর্ড জন তখনও খুবই রুষ্ট হয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, “না স্যার, ওতে আমি কোনও রকম মজা পাব না।”

“এইমাত্র ডিম পেড়েছে এরকম একটি কুক্কুটির ডাক আমি অবিকল নকল করতে পারতাম। সেটা শোনাব কি ?”

“না স্যার, না—নিশ্চয়ই না।”

কিন্তু এই একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও প্রফেসর সামারলী তার পাইপটা নামিয়ে রেখে আমাদের ভ্রমণের বাকি সময়টা পর পর নানা রকম পাখি এবং অন্য জন্তুর ডাক শুনিয়ে আনন্দ দিলেন বা দিতে পারলেন না, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এতই উপহাস্য হয়েছিল যে হঠাৎই আমার কান্নাটা অট্টহাসিতে পরিবর্তিত হয়েছিল। তখন আমার হাসিটা নির্ঘাৎ মৃগীরোগীর আক্ষেপের মতোই হয়েছিল। একবার তো লর্ড জন তার সংবাদপত্রখানা আমাদের দিকে ঠেলে দিলেন, আর তার মার্জিনে পেন্সিলে লিখে দিলেন, “বেচারা শয়তান! এক টুপিওয়ালা জাদুকরের মতোই পাগল।” ব্যাপারটা পাগলামির খুবই কাছাকাছি পৌঁছেছিল; তবু তার হরবোলার অভিনয়টা আমার কাছে অসাধারণ ও মজাদারই মনে হয়েছিল।

যাই হোক, নানা রকম গল্প-গুজবে আমরা যখন একেবারে চরমে পৌঁছেছি ঠিক তখনই ট্রেনটা জার্ভিস ব্রুক-এ ঢুকল। আমাদের আগেই জানানো হয়েছিল যে ওটাই রদারফিল্ড যাবার রেল-স্টেশন।

আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চ্যালেঞ্জার স্টেশনেই অপেক্ষা করছিলেন। কী গৌরবমণ্ডিত চেহারা! তার অতীতদিনের চেহারার যদি কোনও পরিবর্তন ঘটে থাকে সেটা তার আকৃতিতেই সীমাবদ্ধ। তার প্রকাণ্ড মাথা, প্রশস্ত ললাট, মসৃণ কালো চুল—সবই যেন আগের থেকেও বড় দেখাচ্ছে। তার কালো দাড়ি যেন আরও মনোহর ভঙ্গিতে জলপ্রপাতের মতো দোলায়িত হচ্ছে; আর তার পরিষ্কার দুটি ধূসর চোখ আর উদ্ধত ও বিদ্রূপাত্মক চোখের পাতা যেন আগের চাইতেও অধিক প্রভুত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে।

তিনি হাসিমুখে আমার সঙ্গে কর-মর্দন করলেন। অন্যদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সকলের ঝোলা-ঝুলি ও অক্সিজেন-সিলিন্ডারের যথাযথ ব্যবস্থা করে সবাইকে নিয়ে

একটা ঢাউস মোটর-গাড়িতে তুললেন। গাড়ির চালক সেই শান্তশিষ্ট অস্টিন। অল্প কথার মানুষ। প্রথমবার প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে আমি খানসামার চরিত্রে দেখেছিলাম। সুন্দর পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা একটা পাহাড় বেয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। আমি বসেছিলাম সামনের সিটে শোফারের পাশে। আমার তিন সঙ্গী পিছনে বসে উঁচু গলায় সাংঘাতিক এক বৈজ্ঞানিক বিতর্ক নিয়ে মেতে উঠলেন। অস্টিন হঠাৎ স্টিয়ারিং-এর চাকায় হাত রেখেই তার মেহগেনি মুখটা আমার দিকে ফেরাল।

বলল, "আমাকে নোটিস দেওয়া হয়েছে।"

"বল কি?" আমি বললাম।

আজ সব কিছুই কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। সকলেই অপ্রত্যাশিত, বিদ্ঘুটে কথা বলছে। যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।

চিন্তিত গলায় অস্টিন বলল, "এই সাতচল্লিশ বার হলো।"

অন্য কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "তুমি কবে চলে যাচ্ছ?"

"চলে যাচ্ছি না তো," অস্টিন বলল।

তখনকার মতো বাক্যালাপ শেষ হলো বলেই মনে হলো, কিন্তু সে আবার সেই কথায়ই ফিরে গেল।

"আমি চলে গেলে ওর দেখাশুনা কে করবে?" সে মালিকের দিকে মাথাটা বাঁকালো। "সেবা করার লোক পাবেন কাকে?"

"অন্য যে কাউকে," আমি হঠাৎই বলে ফেললাম।

"কাউকে পাবেন না। একটা সপ্তাহও কেউ টিকবে না। আমি চলে গেলে এই বাড়িটাও মূল স্প্রিংটা থেমে-যাওয়া ঘড়ির মতোই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি ওর বন্ধু বলেই আপনাকে বলছি, আর জানাটা আপনার দরকার। ওর কথা শুনে চলতে হলে তো—কিন্তু না। সেটা আমি পারব না। আমিই তো সব। আর উনি আমাকেই নোটিস দিচ্ছেন।"

"কেউ টিকবে না কেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"আহা, তারা তো বুঝবে না যে উনি যা বলেন তা করেন না। তাহলে শুনুন ওঁর সব কীর্তি-কথা। উনি প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশবেন না। তাদের অনেকেই তো মনে করেন যে আপনি যে সব দৈত্য-দানবদের কথা লিখেছেন তাদের সঙ্গে যখন উনি ছিলেন তখন তো সেটাই ছিল আমার মালিকের কাছে 'বাড়ি—আমার মধুর বাড়ি'। তারা তো এই সব কথাই বলে। কিন্তু আমি তো দশ বছর ধরে তার সেবা করছি, আর ওনাকে ভালও বাসি। তাছাড়া, মনে রাখবেন, যে যাই বলুক উনি একটি মহাপুরুষ লোক, ওঁকে সেবা করা তো একটা সম্মানের কাজ। তবে মাঝে মাঝে কেমন যেন নিষ্ঠুর হয়ে যান। এবার ওটার দিকে একবার তাকান স্যার। একটিবার শুধু পড়ুন।"

তখন গাড়িটা খুব ধীর গতিতে চলছিল। সামনেই একটা খাড়া ঘোরানো চড়াই।

তার কোণেই একটা ঝোপের সঙ্গে নোটিস-বোর্ডটা আটকানো ছিল। অস্টিনই বলে দিল, ওটা পড়তে কষ্ট হবে না, কারণ অল্প কয়েকটা শব্দ হলেও সেগুলি বেশ আকর্ষণীয়—

> **সতর্ক-বার্তা**
>
> দর্শনার্থী, সাংবাদিক এবং সন্ন্যাসীরা
>
> বাঞ্ছনীয় নয়
>
> **জি. ই. চ্যালেঞ্জার**

শোচনীয় বিজ্ঞাপনটির দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়তে নাড়তে অস্টিন বলল, "না, যাকে আপনারা 'সহৃদয়' বলেন এটা সে রকম কিছু নয়। ক্রিস্টমাস-কার্ড-এও এটা মানায় না। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, অনেক বছর হয়ে গেল আমি এত কথা বলিনি, কিন্তু আজ আর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। উনি আমাকে ছাঁটাই করতে পারেন, কিন্তু আমি যাচ্ছি না। এটা আমার সাফ জবাব। আমি ওনার লোক আর উনি আমার প্রভু। আশা করি, এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তাই থাকবে।"

রাস্তার দুই পাশে রডোডেনড্রনের ঝোপ পেরিয়ে আমরা সিংদরজার দুটো সাদা থামের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেলাম। অদূরেই একটা নিচু ইঁটের বাড়ি, তাতে সাদা কাঠের কাজ, দেখতে বেশ আরামদায়ক ও সুন্দর। আমাদের অভ্যর্থনা করতে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোটখাটো, সুন্দর চেহারার হাস্যমুখী মিসেস চ্যালেঞ্জার।

শশব্যস্তে গাড়ি থেকে নেমে চ্যালেঞ্জার বললেন, "শোন প্রিয়তমে, এরাই আমাদের অতিথি। আমাদের কাছে অতিথি আসাটা একটা নতুন ব্যাপার, তাই না? এদের নিয়ে আমাদের এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনও ঝামেলা হবে না, কি বল?"

মহিলাটি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "কী সাংঘাতিক—কী সাংঘাতিক! জর্জ যাকে পায় তার সঙ্গেই ঝগড়া করে। আশেপাশে আমাদের একটিও বন্ধু নেই।"

ছোট, মোটা হাত দিয়ে মহিলাটির কোমরটা জড়িয়ে ধরে চ্যালেঞ্জার বললেন, "তাই তো আমার তুলনাহীনা স্ত্রীটির প্রতি আমার সব মনোযোগ ঢেলে দিতে পারি।" মনে মনে একটি গরিলা এবং একটি সুন্দর হরিণের ছবি আঁকুন, তার মধ্যেই যুগলকে পেয়ে যাবেন। "চল—চল, ভদ্রলোকরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন; আগে লাঞ্চ তৈরি করা চাই। সারা ফিরেছে কি?"

মহিলা সখেদে মাথা নাড়লেন, আর প্রফেসর গৃহকর্তার ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "অস্টিন, গাড়িটা তুলে দিয়ে দয়া করে লাঞ্চটা সাজাতে তোমার কর্ত্রীকে একটু সাহায্য করবে। এবার মশাইরা, দয়া করে একবার আমার স্টাডিতে

চলুন, কারণ দু'একটা খুবই জরুরি কথা আপনাদের বলার জন্য আমি উৎসুক হয়ে আছি।"

অধ্যায় ২
মৃত্যুর জোয়ার

আমরা হলটা পার হতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল, আর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের প্রান্ত থেকে যে সংলাপ শুরু হলো আমরাও তার অনিচ্ছাকৃত শ্রোতা হয়ে গেলাম। আমি বললাম বটে "আমরা", কিন্তু সেই রাক্ষুসে কণ্ঠস্বরের গর্জন সমস্ত বাড়িটাতে এমনভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যে একশো গজের মধ্যে যে কোনও মানুষের সেটা না শোনার উপায় ছিল না। তার জবাবী কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, আমিই বলছি...হ্যাঁ, নিশ্চয়, বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আবার কে ?...অবশ্যই, এর প্রতিটি অক্ষর, অন্যথায় আমি এটা লিখতামই না।...আমার অবাক হওয়া উচিত নয়...এর সব রকম ইঙ্গিত তাতে আছে...খুব বেশি হলে একটা দিন, বা তার কাছাকাছি...দেখুন, এ ব্যাপারে আমি নিরুপায়, নয় কি ?...খুবই অপ্রীতিকর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি তো মনে করি আপনার চাইতেও অনেক বেশি তালেবর মানুষরাও এতে আঘাত পাবে...এ নিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান করে কোনও লাভ নেই।...না, সম্ভবত আমি পারিনি। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।...সেটাই যথেষ্ট মশায়। বাজে কথা! এই সব বকবকানি শোনার চাইতে অনেক বড় কাজ আমার আছে।"

সশব্দে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে উপরতলার একটা বড়, খোলামেলা ঘরে উঠে গেলেন। সেটাই তাঁর স্টাডি। মেহগেনি কাঠের মস্ত বড় ডেস্কটার উপর সাত-আটটা না-খোলা টেলিগ্রাম পড়ে ছিল।

সেগুলো তুলে নিতে নিতে তিনি বলতে লাগলেন, "সত্যি, আমি ভাবছি যে আমার একটা টেলিগ্রাফের ঠিকানার ব্যবস্থা করতে পারলে আমার সংবাদদাতাদের অনেকগুলি টাকা বেঁচে যায়। সম্ভবত 'নোয়া, রদারফিল্ড'-ই সব চাইতে উপযোগী হবে।"

যে কোনও রকম ঠাট্টা-তামাশার সময়ই তিনি যেটা করে থাকেন সেই মতোই ডেস্কটাতে হেলান দিয়ে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, আর তাঁর হাত দুটো এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে তিনি খামগুলি খুলতেই পারছিলেন না।

বীটপালংয়ের শিকড়ের মতো মুখ করে তিনি "নোয়া! নোয়া!" বলে হাঁপাতে লাগলেন। লর্ড জন ও আমি সহানুভূতির হাসি হাসলাম, আর সামারলী কপট মতানৈক্য জানাতে একটা পেট-রোগা ছাগলের মতো মাথাটা নাড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জার কোনও রকমে টেলিগ্রামগুলি খুলতে শুরু করলেন। আমরা তিনটি প্রাণী অর্ধচন্দ্রাকার জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে বাইরের চমৎকার দৃশ্যাবলীর প্রশংসা করতে লাগলাম।

সত্যি, চোখ মেলে চেয়ে দেখার যোগ্য বটে। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল বেশ কিছুটা উচ্চতায়—পরে জেনেছিলাম, সাতশো ফুট উঁচু। চ্যালেঞ্জারের বাড়িটা ছিল একটা পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে, জানালাটা ছিল দক্ষিণমুখী—যতদূর চোখ যায় ঢেউ-খেলানো বনভূমি আন্দোলিত দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুটা দক্ষিণে দেখতে পেলাম লন্ডন থেকে ব্রাইটন-এ যাবার প্রধান রেল-পথের একটা অংশ। বাড়িটার ঠিক সম্মুখে একেবারে আমাদের নাকের ডগায় ছিল একটা ঘেরা উঠোন; সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল সেই গাড়িটা যাতে চেপে আমরা স্টেশন থেকে এসেছি।

চ্যালেঞ্জারের একটা উচ্ছ্বসিত কথা কানে যেতেই আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। টেলিগ্রামগুলো পড়া হয়ে গেলে তিনি সেগুলিকে বেশ নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখছিলেন। দাড়ির জঞ্জালে ঢাকা প্রশস্ত মুখের যতটা চোখে পড়ছিল সেটা তখনও বেশ রক্তিম দেখাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল তিনি যেন খুবই উত্তেজিত হয়েছিলেন।

যেন কোনও জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন সেই রকম গলায় তিনি বলে উঠলেন, "শুনুন ভদ্রজনরা, এটা একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুনর্মিলন, আর সেটা ঘটছে একটা অসাধারণ—বলতে পারি অভূতপূর্ব—পরিবেশে। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে শহর থেকে আসার পথে আপনারা কি কিছু লক্ষ্য করেছেন?"

একটু খিটখিটে হাসি হেসে সামারলী বললেন, "একমাত্র যে জিনিসটি আমি লক্ষ্য করেছি সেটা এই যে বিগত কয়েকটা বছর পরেও এখানে উপস্থিত আমাদের যুবক বন্ধুটির আচরণের কোনও উন্নতি ঘটেনি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে ট্রেনের মধ্যে তার আচরণ সম্পর্কে আমার গুরুতর অভিযোগ ছিল এবং আছে, এবং যদি আমি না বলি যে তার আচরণ আমার মনে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা দাগ ফেলেছে সেটাই হবে আমার খোলা মনের অভাবের নিদর্শন।"

লর্ড জন বলে উঠলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, কখনও কখনও আমরা সকলেই কিছুটা গদ্যময় হয়ে উঠি। যুবা মানুষটি কিন্তু আমাদের কোনও রকম সত্যিকারের আঘাত দিতে চায়নি। আর যাই হোক, সে একটি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, কাজেই সে যদি একটা ফুটবল খেলার বিবরণ দিতে আধা ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, তাহলেও সেটা করার অধিকার অধিকাংশ মানুষের চাইতে তার কিছু বেশিই আছে।"

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলাম, "একটা খেলার বিবরণ দিতে আধা ঘণ্টা! সে কি, মহিষ সম্পর্কে একটা লম্বা, টানা গল্প বলতে আপনারও তো আধা ঘণ্টা লেগেছিল। প্রফেসর সামারলীই আমার সাক্ষী আছে।"

সামারলী বলে উঠলেন, "তোমাদের মধ্যে কে যে পুরোপুরিই ক্লান্তিকর ছিল তার বিচার আমি করতে পারব না। আর চ্যালেঞ্জার আপনাকেও বলে দিচ্ছি যে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমি কখনও ফুটবল অথবা মহিষের কথা শুনতে চাইব না।"

"আজ কিন্তু আমি ফুটবল সম্পর্কে একটা কথাও বলিনি!" আমি প্রতিবাদ জানালাম।

লর্ড জন একটা কর্কশ শিস দিলেন, আর সামারলী বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন।

একসময় লর্ড জন বললেন, "দেখা যাচ্ছে যে অন্যে কে কি করেছে সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, কিন্তু স্বয়ং কি করছেন সেটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না। তাই একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর ধূমপানের ঘরে ঢুকলাম; ঠিক আছে, তাই তো? তারপরেই 'দি টাইম্‌স'-এ প্রকাশিত বন্ধুবর চ্যালেঞ্জারের একটা চিঠি নিয়ে আমরা ঝগড়া শুরু করে দিলাম।"

আমাদের গৃহকর্তার চোখের পাতা তখন বুজে আসছিল। তিনি হড়হড় করে বললেন, "ওঃ, তাই বুঝি? সত্যি নাকি?"

"সামারলী, আপনিই তো বলেছিলেন যে তার বক্তব্যের মধ্যে সত্যের লেশমাত্র ছিল না।"

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চ্যালেঞ্জার বুক চিতিয়ে বলে উঠলেন, "বলেন কি! লেশমাত্র নয়! মনে হচ্ছে কথাটা আগেও শুনেছি। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, একটি সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের দুঃসাহস করেছিল বলে তাকে ধূলিসাৎ করবার জন্য বিখ্যাত মহান প্রফেসর সামারলী মহোদয় কি কি যুক্তির অবতারণা করেছিলেন?"

স্বীয় গজবৎ রসিকতার কথাগুলি বলতে বলতে তিনি নতমস্তকে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে খোলা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

একগুঁয়ে স্বভাবের সামারলী বললেন, "কারণটি যথেষ্ট সহজ, সরল। আমার বক্তব্য ছিল, পৃথিবীর চারদিককার ইথার যদি একটা অঞ্চলে এতই বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে তার ফলে সেখানে ভয়ংকর সব লক্ষণ দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে একটা রেলের কামরার মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণীই সম্পূর্ণ অনাক্রান্ত থাকব সেটা কখনও হতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যা শুনে চ্যালেঞ্জার তো হেসেই খুন। তার সেই হাসির দাপটে কামরার সব জিনিসপত্র খটাখট শব্দে কাঁপতে শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত ভুরুকে মুছতে মুছতে তিনি বলতে লাগলেন, "আমাদের সুযোগ্য সামারলীর যে বর্তমান ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই, এটাই তার প্রথম প্রকাশ নয়। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার বলি, আজকের সকালবেলায় আমি কি করেছি সেটা আপনাদের সবিস্তারে বলার চাইতে অন্য কোনও ভাবে আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারব না। বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের সংসারে সারা নাম্নী একজন গৃহরক্ষিকা আছেন—যার দ্বিতীয় নামটা আমি কখনও মনে রাখার চেষ্টাও করিনি। তিনি একজন কঠোর এবং অপ্রীতিকর স্বভাবের মানুষ; অত্যন্ত উদাসীন, তার মধ্যে কখনও কোনও আবেগের লক্ষণ আমরা দেখিনি। আমি একাই প্রাতরাশে বসেছিলাম—সকালটা নিজের ঘরে কাটানোই মিসেস চ্যালেঞ্জারের স্বভাব। হঠাৎই আমার মাথায় ঢুকল যে সেই নারীটির স্থির প্রশান্তির সীমা-পরিসীমাটা কতদূর সেটা আবিষ্কার করাটা অবশ্যই মজাদার ও শিক্ষণীয় হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সরল ও ফলপ্রসূ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিকল্পনাও আমার মাথায় এসে গেল। চাদরের ঠিক

কেন্দ্রস্থলে বসানো ছোট ফুলদানিটাকে উল্টে দিয়ে আমি ঘণ্টাটা বাজিয়েই টেবিলটার নিচে ঢুকে পড়লাম। তিনি ঘরে ঢুকলেন, ঘরটা ফাঁকা দেখে ধরে নিলেন আমি স্টাডিতে চলে গিয়েছি। আমার প্রত্যাশা মতোই তিনি এগিয়ে এসে ফুলদানিটা বসিয়ে দেবার জন্য টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। আমি দেখতে পেলাম একটি সুতীর মোজা আর ইলাস্টিক লাগানো একপাটি জুতো। মাথাটা বাড়িয়ে আমি তার পায়ের গুলিটাতে দাঁত বসিয়ে দিলাম। আমার হাতে-কলমে পরীক্ষাটা আশাতীত রকমের সাফল্য লাভ করল। আমার মাথার দিকে তাকিয়ে তিনি কয়েকটা মুহূর্ত অবশের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটা আর্তনাদ করে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি তার পিছু নিলাম, কিন্তু তিনি যেন উড়াল দিয়ে পথে নেমে গেলেন, এবং কয়েক মিনিট পরে আমি ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখতে পেলাম তিনি অতি দ্রুত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছেন। ঘটনাটা আমি যথাযথভাবেই আপনাদের বললাম। সব কিছু আপনাদের মস্তিষ্কে ঢেলে দিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। কোনও রকম আলোকপাত হচ্ছে কি? এটা আপনাদের মনের কাছে কিছু পৌঁছে দিয়েছে কি? এ বিষয়ে, আপনি কি ভাবছেন লর্ড জন?"

লর্ড জন গম্ভীরমুখে মাথাটা ঝাঁকাতে লাগলেন। বললেন, "এসব কাণ্ড-কারখানা না থামলে যে কোনওদিন আপনি মহা বিপদে পড়বেন।"

"সামারলী, আপনার হয় তো কিছু বলার আছে?"

তিনি বললেন, "শুনুন চ্যালেঞ্জার, এই মুহূর্তে আপনার সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া উচিত। জার্মানির কোনও খনিজ জলের অঞ্চলে গিয়ে তিনটে মাস কাটিয়ে আসুন।"

চ্যালেঞ্জার চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী গভীর! গম্ভীর! তাহলে, তরুণ বন্ধু আমার, যেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা এমন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তখন তুমি সব কিছু বুঝতে পারবে এটা কি সম্ভব হতে পারে?"

কিন্তু সেটাই হয়েছিল। আমি সবিনয়েই বলছি, এটাই হয়েছিল। অবশ্য, যা ঘটেছিল সেটা জানবার পরে সব কিছুই সহজবোধ্য মনে হয়, কিন্তু এ সব কিছুই যখন ঘটেছিল তখন কিন্তু এতটা পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু এ জ্ঞানটা দৃঢ় প্রত্যয়ের পূর্ণ শক্তি নিয়ে হঠাৎই আমার মনে উদয় হয়েছিল।

"বিষ!" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

এই কথাটা যখন আমি বললাম তখনই আমার মনের পটে ভেসে উঠল গোটা সকালবেলার অভিজ্ঞতাগুলি—লর্ড জন ও তার মহিষ, আমার মৃগীরোগগ্রস্তের মতো চোখের জল, প্রফেসর সামারলীর উৎকট আচরণ থেকে আরম্ভ করে লন্ডনের বিচিত্র কাণ্ডগুলি, শোফারের মোটর চালানো, অক্সিজেনের দোকানের ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত সব কিছু। হঠাৎ সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে গেল।

আমি আবার চেঁচিয়ে বললাম, "নির্ঘাৎ এটা বিষ। আমরা সকলেই বিষদুষ্ট।"

দুই হাত ঘষতে ঘষতে চ্যালেঞ্জার বললেন, "ঠিক তাই, আমরা সকলেই বিষদুষ্ট

হয়েছি। আমাদের গৃহটাই ইথারের বিষাক্ত অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এবং এখনও প্রতি মিনিটে কয়েক লক্ষ মাইল গতিতে তার গভীর থেকে গভীরতর অঞ্চলের অভ্যন্তরে উড়ে চলেছে। আমাদের যুবক বন্ধুটি একটি মাত্র শব্দে আমাদের সব বিপদ ও হতবুদ্ধিকর সংকটকে প্রকাশ করেছে, আর সে শব্দটি হচ্ছে—বিষ।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই পরিস্থিতিকে কোনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চ্যালেঞ্জার বলতে শুরু করলেন, "এক ধরনের মানসিক সংযমের দ্বারা এই সব লক্ষণকে আটকানো যায় এবং নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। সেই শক্তিটা আমাদের সকলের মধ্যে একই স্তরে উন্নীত হবে এটা আমি আশা করতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের এই যুবক বন্ধুটির মধ্যেও সেটা উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান আছে। শুরুতেই কিছু হৈ-চৈ তোলায় আমরা শংকিত হয়ে পড়লেও আমি শান্ত হয়ে বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। নিজেকেই বোঝালাম যে আগে তো কখনও আমি আমার পরিবারের কাউকে কামড়ে দেবার কথা ভাবতেই পারিনি। সেই প্রবণতাটা তো অস্বাভাবিকই ছিল। তখন মুহূর্তের মধ্যেই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম আমার নাড়ির গতি ছিল স্বাভাবিকের চাইতে দশবার বেশি, আর আমার রিফ্লেক্সগুলি খুবই বেড়ে গিয়েছিল। আমি স্মরণ করলাম আমার উচ্চতর ও বিস্তৃতর সত্তাকে, আমার প্রকৃত জি. ই. সি.-কে; আমার সব আণবিক গোলযোগের পিছনে সেই তো বসে আছে শান্ত ও দুর্জয় রূপে। সত্যি বলছি, বিষ যে আমাদের নিয়ে অর্থহীন মানসিক ভেল্কি খেলতে পারে সেগুলি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি তাকে আহ্বান করলাম। তখনই বুঝতে পারলাম যে আমিই প্রকৃত মালিক। আমি চিনতে পারলাম আমার বিশৃঙ্খল মনটাকে, তাকে নিয়ন্ত্রণে আনলাম। সেটাই ছিল বস্তুর উপর মনের জয়লাভের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আমি বরং এটাও বলতে পারি যে ত্রুটিটা ছিল মনের, আর ব্যক্তিত্ব তাকে নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। এইভাবে আমার স্ত্রী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন তখন আমার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ি, এবং একটা বিরাট চিৎকার করে তাকে ভয় দেখাই, কিন্তু আমি সে ইচ্ছাটার গলা টিপে ধরেছিলাম এবং মর্যাদা ও সংযমের সঙ্গে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। সেই একইভাবে পাতিহাঁসের মতো প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকার দুর্বার ইচ্ছাটাকেও জয় করেছিলাম। পরে যখন আমি গাড়িটাকে ডাকতে নিচে নেমে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে অস্টিন গাড়িটার উপর উপুড় হয়ে মেরামতির কাজে ব্যস্ত আছে, তখন একবার আমার খোলা হাতটাকে তুলেও সেটাকে নিয়ন্ত্রণে আনলাম। তাকে আঘাত তো করলামই না, বরং তার কাঁধের উপর হাতটা রেখে তাকে হুকুম করলাম সে যেন আপনাদের ট্রেনের সময় হলে গাড়িটাকে দরজায় এনে হাজির করে। এই মুহূর্তে আমার খুবই লোভ হচ্ছে প্রফেসর সামারলীর পাকা দাড়িটা চেপে ধরি, এবং তার মাথাটাকে সজোরে একবার পিছনে, একবার সমুখে নেড়ে দেই। অথচ, আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছি। আমার এই দৃষ্টান্তটিকে আপনাদের জন্যও সুপারিশ করতে চাই।"

একটু চুপ করে থেকে চ্যালেঞ্জার মার্জিত গলায় বললেন, "আবার এটাও হতে পারে যে আপনাদের কথাই ঠিক। আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছি যে আমার মনের অবস্থা এখন যতটা গঠনমূলক তার চাইতে বেশি সমালোচনামুখী। তাছাড়া, কোনও নতুন মতবাদকে আমি সহজে মেনে নিতে পারিও না, বিশেষ করে সেটা যদি অসাধারণ এবং কিম্ভুত কিছু হয়। যাই হোক, সব কিছু ভেবেচিন্তে আমিও সহজেই বিশ্বাস করতে পারছি যে কোনওরকম একটা তীব্র বিষই এইসব লক্ষণের কারণ।"

চ্যালেঞ্জার খোশ মেজাজেই সহকর্মীদের গর্দানে চড়-চাপাটি মারলেন। বললেন, "আমরা আরও এগিয়ে যাব। নির্ঘাৎ এগিয়ে যাব।"

সামারলী বিনীতভাবে বললেন, "দয়া করে বলুন তো স্যার, বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আপনার মতামতটা কি ?"

"আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলব।"

নিজের ডেস্কটার উপর বসে ছোট কাঠের মতো পা দুটো সমুখে ঝুলিয়ে তিনি বললেন, "আমরা একটা প্রচণ্ড ভয়ংকর কর্তব্যের অংশীদার হতে চলেছি। আমার মতে, এই জগৎটার অবসান আসন্ন।"

জগতের অবসান! আমাদের সকলেরই চোখ ঘুরে গেল অর্ধচন্দ্রাকার জানালাটার দিকে। দেখতে পেলাম পল্লী অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন সৌন্দর্য। জগতের অবসান! কথাগুলি প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু সেটা যে কোনও দিন বাস্তবে ঘটবে, আর ঘটবে কোনও একটা অজানা তারিখে নয়, ঘটবে এখনই, আজই, এটা তো একটা ভয়ংকর ও হতবুদ্ধিকর চিন্তা। আমরা সকলেই থ হয়ে চ্যালেঞ্জারের বাকি কথাগুলি শোনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "আপনারা অবশ্যই এমন এক থোকা আঙুরের কল্পনা করতে পারেন যেটাকে ঘিরে ধরেছে অপরিমেয় সূক্ষ্ম কিন্তু মারাত্মক সব জীবাণু। বাগানের মালী সংক্রমণবিরোধী কোনও মাধ্যমের সাহায্যে ফলগুলি শোধন করে নিল। এমনও হতে পারে যে সে তার আঙুরগুলোকে সংক্রমণমুক্ত করতেই চায়। এমনও হতে পারে যে প্রাগুক্ত জীবাণুর চাইতে স্বল্পতর মারাত্মক কোনও জীবাণু সে সৃষ্টি করতে চায়। তারপর সেই জীবাণুকে বিষের মধ্যে ডুবিয়ে তার বিষক্রিয়াকে নষ্ট করে দিতে চায়। আমার মতে আমাদের মহান মালী গোটা সৌরজগৎকেই ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছেন। আর মানবরূপী জীবাণু অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মরণশীল পোকাগুলি পৃথিবীর বহিরাবরণের উপর এঁকেবেঁকে কিলবিল করছে সেগুলি মুহূর্তকালের মধ্যেই অনুর্বর হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।"

আবার নেমে এল নীরবতা। আর সে নীরবতা ভাঙল টেলিফোনের ঝংকারে।

কুটিল হাসি হেসে তিনি বলে উঠলেন, "ঐ আমাদের আর এক জীবাণু কর্কশ গলায় সাহায্য প্রার্থনা করছে। তারা বুঝতে শুরু করেছে যে তাদের অবিরাম বেঁচে থাকাটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে কোনও অন্যতম প্রয়োজন নয়।"

মিনিট দু'য়েকের জন্য তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার বেশ মনে আছে

তার অনুপস্থিতিতে আমরা কেউ একটা কথাও বলিনি। তখন পরিস্থিতিটাই হয়ে গিয়েছিল সব কথা, সব মন্তব্যের বাইরে।

ফিরে এসে তিনি বললেন, "ব্রাইটন-এর স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তারবাবু। যে কারণেই হোক সাগরের সমতলে লক্ষণগুলি বড় বেশি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আমরা সাতশো ফুট উচ্চতায় আছি বলে কিছু সুবিধা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সাধারণ মানুষরা জেনেই গেছে যে এ সমস্যায় আমিই সেরা বিশেষজ্ঞ। এটা যে 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত আমার চিঠির জন্যই হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে পৌঁছেই আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি একজন প্রাদেশিক শহরের মেয়র। টেলিফোনে আমার কথাবার্তা হয় তো আপনারাও শুনে থাকবেন।"

সামারলী উঠে গিয়ে জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাড়সর্বস্ব সরু হাত দুটো আবেগে কাঁপছিল।

তিনি সাগ্রহে বললেন, "শুনুন চ্যালেঞ্জার, ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে ব্যর্থ আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। তবু আমি যদি কোনও প্রশ্ন করি তাহলে ভাববেন না যে আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই। আমি শুধু বলতে চাই, আপনার এই সব তথ্য আর যুক্তিতে কোনও ভুল-ত্রুটি আছে কি না। নীল আকাশে সূর্যটা তো আগেকার মতোই কিরণ দিচ্ছে। লতাপাতা, ফুল, পাখি—সবই তো আছে। মানুষরা গল্‌ফ খেলছে, কিষাণরাও ফসল কাটছে। আর আপনি বলছেন যে তারা এবং আমরা সকলেই ধ্বংসের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি—যে দিনটার জন্য গোটা মানব জাতি এতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছে, আজকের এই সূর্যালোকিত দিনটাই হতে পারে সেই শেষ বিচারের দিন। কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি এই চরম রায়টা দিচ্ছেন? একটা বর্ণচ্ছটার মধ্যে কয়েকটা অস্বাভাবিক রেখার উপর—সুমাত্রা থেকে পাওয়া কিছু গুজবের উপর—আমাদের মধ্যে কয়েকজনের কিছু ব্যক্তিগত উত্তেজনার উপর। শেষোক্ত লক্ষণটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। দেখুন চ্যালেঞ্জার, এ ব্যাপারে আপনিও আমাদের দলে নাম লেখাতে পারেন না। এর আগেও আমরা একসঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। খোলাখুলি কথা বলুন, আমাদের সঠিক জানতে দিন আমাদের অবস্থানটা কোথায়, আর আমাদের ভবিষ্যৎটাই বা কেমন?"

বৃদ্ধ প্রাণীবিজ্ঞানীর কথাগুলি যেমন সাহসিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। লর্ড জন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

সামারলী বললেন, "আমাদের কথা থাক। আপনি বলুন চ্যালেঞ্জার, আমরা কোথায় আছি। আপনি ভালভাবেই জানেন যে আমরা দুর্বল মনের লোক নই, কিন্তু একটা সপ্তাহান্তিক ভ্রমণে এসে যখন দেখছি যে আপনার সমস্ত মনটা জুড়ে আছে শেষ বিচারের দিনটি, তখন তো তার একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই দিতে হবে। বিপদটা কি, এবং তার পরিমাণ কতটা, আর সেটার মোকাবিলার জন্য আমরা কি করতে যাচ্ছি?"

বাদামি হাতখানা সামারলীর কাঁধের উপর রেখে প্রফেসর জানালাটার পাশে রোদে

দাঁড়িয়েছিলেন। আমি একটা হাতল-চেয়ারে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম। আমার দুই ঠোঁটের মধ্যে ধরা ছিল একটা নেভানো সিগারেট। আমি ছিলাম একজন দর্শকমাত্র। ব্যাপারটাকে আমার নিজস্ব কিছু বলেও মনে হয়নি। কিন্তু সেখানে তিনটি শক্তিমান মানুষ একটা মহাসংকটে পড়েছিলেন। চ্যালেঞ্জার তাঁর মোটা ভুরু যুগল বাঁকিয়ে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছিলেন। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে তিনি বেশ মেপে কথা বলছিলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনারা যখন লন্ডন থেকে বেরিয়েছিলেন তখন সর্বশেষ খবরটা কি ছিল?"

আমি বললাম, "দশটা নাগাদ আমি 'গেজেট' আপিসে ছিলাম। সিঙ্গাপুর থেকে সবে খবর এসেছিল যে সুমাত্রায় মহামারী দেখা দিয়েছে, আর তার ফলে লাইটহাউসে আলো জ্বালানো হয়নি।"

টেলিগ্রামগুলি গুছিয়ে নিতে নিতে চ্যালেঞ্জার বললেন, "তারপর থেকেই ঘটনার স্রোত বেশ দ্রুতবেগে বয়ে চলেছে। আমি কর্তৃপক্ষ এবং সংবাদপত্র উভয়ের সঙ্গেই নিবিড় যোগাযোগ রাখছি। তার ফলে সব জায়গা থেকেই আমার কাছে খবর আসছে। বস্তুত, সকলেই পীড়াপীড়ি করছে যে আমাকে লন্ডনে যেতে হবে, কিন্তু আমি তার কোনও দরকার বোধ করছি না। যতদূর বুঝতে পারছি, বিষের ক্রিয়াটা শুরু হয় মানসিক উত্তেজনা দিয়ে, আজ সকালে প্যারিসের দাঙ্গা-হাঙ্গামাটা বেশ বড় রকমেরই হয়েছে, আর ওয়েলশ-এর কয়লাখনির মালিকরা তো হৈ-চৈ শুরু করেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা হাতে এসেছে তাতে বুঝতে পারছি যে এই ছোঁয়াচে প্রতিক্রিয়ার পরেই দেখা দিচ্ছে এক ধরনের উল্লাস ও মানসিক উচ্ছ্বাস—তার কিছু কিছু লক্ষণ এখানে আমার তরুণ বন্ধুটির মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি—যেটা বেশ কিছু সময় পরে পরে কোমায় পরিণত হয় এবং অচিরেই মৃত্যু ঘটে। আমার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যতটা বহর তাতে তো মনে হচ্ছে যে এমন কোনও বিষাক্ত উদ্ভিদ আছে—"

সামারলীই নামটা বলে দিলেন, "ডেটুরা (ধুতুরা?)।"

"চমৎকার!" চ্যালেঞ্জারও চেঁচিয়ে উঠলেন। "এটার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হোক 'ডেটুরন'। আমাদের ধ্বংসের দেবতা মহান উদ্যানপালের এই সংক্রমণ-নিয়ামক উদ্ভিদটির নামকরণের সম্মানটি আমার প্রিয়জন সামারলীরই প্রাপ্য—হায় রে! সে সম্মানটি মরণোত্তর হলেও অদ্বিতীয় তো বটেই। তাহলে ডেটুরন-এর লক্ষণগুলি কিন্তু আমার নির্দেশমতোই নির্ধারিত হবে। গোটা পৃথিবীই এর আওতায় আসবে; আমি নিশ্চিত যে একটি প্রাণীও এ ব্যাপারে বঞ্চিত থাকতে পারে না, কারণ ইথার একটি সর্বব্যাপক মাধ্যম। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি—" এখানে তিনি একবার টেলিগ্রামগুলোর দিকে তাকালেন—"অনগ্রসর জাতির মানুষরাই সর্বপ্রথম এই রোগের শিকার হয়েছে। আফ্রিকা থেকে যে বিবরণ এসেছে সেটা তো শোচনীয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা তো নির্মূল প্রায়। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণীদের চাইতে উত্তরের মানুষরাই রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাটা বেশি রাখে। এই দেখুন, মার্সিলেস থেকে পাঠানো এই তার-বার্তাটির তারিখ লেখা আছে আজ সকাল ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আমি প্রতিটি শব্দ হুবহু শুনিয়ে দিচ্ছি:—

'গোটা প্রদেশ জুড়ে সবিকার উত্তেজনা। নিমেস্-এ দ্রাক্ষা-চাষীদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড। তুলোঁ-তে সমাজবাদী অভ্যুত্থান। আজই সকালে ছড়িয়ে পড়েছে কোমাসহ অসুখ। রাজপথে মৃতদেহের স্তূপ। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ আর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা।'

"এক ঘণ্টা পরে সেই একই জায়গা থেকেই এটা এসেছে:—

—'আমরা সমূলে উচ্ছেদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। প্রধান গির্জা আর ছোট ছোট গির্জাগুলি লোকে-লোকারণ্য। জীবিতের চাইতে মৃতের সংখ্যা বেশি। অবস্থা ধারণার অতীত, ভয়ংকর। রোগটা দেখলে মনে হবে বেদনাবিহীন, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায় এবং অনিবার্য।'

"অনুরূপ টেলিগ্রাম এসেছে প্যারিস থেকে, সেখানে অবস্থাটা এখনও ততটা তীব্র নয়। ভারতবর্ষ এবং পারস্য তো মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। অস্ট্রিয়ার স্রাভ—জনসংখ্যা নিম্নমুখী, আর টিউটানিকদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। আমার হাতে যে সীমিত সংবাদ পৌঁছেছে তা থেকে সাধারণভাবে বলা যায়, যারা সমুদ্র-তীর থেকে দূরে অথবা পাহাড়ের উচ্চতায় বাস করে তাদের তুলনায় সমতলে এবং সমুদ্র-তীরে বসবাসকারীদের উপরেই আঘাতটা বেশি করে পড়েছে। এমন কি সামান্যমাত্র উচ্চতায়ও তফাৎটা হচ্ছে অনেকটা বেশি। এমন কি আমাদের ছোট পাহাড়টাকেও এখনও পর্যন্ত বিপদ-সমুদ্রের মধ্যে একটা সাময়িক দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু যে হারে বিপদ বাড়ছে তাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারবে।"

লর্ড জন রক্সটন নিজের ভুরুটা মুছলেন। মুখে বললেন, "একগাদা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে আপনি ওখানে বসে হাসছেন কেমন করে সেটা ভেবেই তো আমার তাক লেগে যাচ্ছে। অন্য অনেকের মতো আমিও অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু এমন সার্বিক মৃত্যু—এ যে এক ভয়াবহ কাণ্ড!"

চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "হাসির কথাই যদি তোলেন তাহলেও মনে রাখবেন যে ইথারীয় বিষের প্রভাবে মস্তিষ্কের যে বিকার সৃষ্টি হচ্ছে তার কবল থেকে আপনাদের মতোই আমিও রেহাই পাইনি। কিন্তু এই সার্বিক মৃত্যু আপনাদের মনে যে আতংকের সৃষ্টি করেছে সেটাকে কিন্তু আমি কিছুটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে করছি। যদি একটা খোলা নৌকোতে চাপিয়ে আপনাকে একাকি সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয় কোনও অজ্ঞাত গন্তব্যের দিকে, তাহলে মনের দিক থেকে আপনার ভরাডুবি ঘটতেই পারে। একাকিত্ব, অনিশ্চয়তা আপনাকে চেপে ধরতে পারেই। কিন্তু আপনার যাত্রা যদি শুরু হয় একটা সুদৃশ্য জাহাজে, আর তাতে যদি সঙ্গী হয় আপনার সকল আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব, তাহলে কিন্তু আপনার গন্তব্যস্থানটি যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের সকলের মধ্যে যে সম-ভাবনা ও সম-অভিজ্ঞতা জন্মাবে সেটাই শেষ পর্যন্ত আপনাদের এক সূত্রে বেঁধে রাখবে। একটি নিঃসঙ্গ মৃত্যু ভয়ংকর হতে পারে, কিন্তু এই যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর মতো যে কোনও সার্বিক মৃত্যুই, অন্তত আমার বিচারে, আতংকের কারণ হতে পারে না।"

এই প্রথম একজন ভাই-সমান বিজ্ঞানীর যুক্তিকে স্বীকৃতি জানাতে সামারলী মাথাটা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তাহলে কি করতে চাইছেন ?"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমাদের লাঞ্চটা সেরে নিতে চাই।" তাঁর কণ্ঠস্বর শংখধ্বনির মতো সারা বাড়িটাতে গম্-গম্ করতে লাগল। "আমাদের একজন রাঁধুনি আছে যার হাতের ওমলেটকে হাড় মানাতে পারে কেবল তারই হাতের কাটলেট। আমাদের বিশ্বাস, কোনও মহাজাগতিক দুর্যোগই তার সেই চমৎকার ক্ষমতাটাকে ভোঁতা করে দিতে পারেনি। তাই বলছি, আসুন-বসুন, যদি তিলমাত্র সময়ও আমাদের হাতে থাকে তো তাকে আমরা একটি সংযত এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে উপভোগ করে নেই।"

সত্যি, খাবারটা খুবই মজাদার ছিল। এ কথা সত্যি যে আমাদের ভয়ংকর পরিস্থিতিকে আমরা ভুলে যেতে পারিনি। আমাদের জীবনের সেই মহালগ্নে একত্র সমবেত তিনটি পুরুষের প্রত্যেকের চোখেই মৃত্যু বুঝি এসে দাঁড়িয়েছিল এক পরিচিত বন্ধুর মতো। আর মহিলাটি তো তাঁর মহান স্বামীটির একেবারে পায়ে পায়ে ঘুরছিলেন। তখন আমাদের ভবিষ্যৎ ছিল ভাগ্যের হাতে, আর বর্তমান ছিল আমাদের নিজের হাতে। পরম বন্ধুত্বের সঙ্গে মহা আনন্দে আমরা সময়টা কাটিয়ে দিলাম। আর চ্যালেঞ্জারের কথা—তিনি তো এক আশ্চর্য মানুষ! সে মানুষটি যে এতই মহান সেটা আমি আগে কখনও বুঝিনি। সামারলী তাঁর কটু সমালোচনা সমানেই চালিয়ে গেলেন। দু'জনের লড়াই দেখে জন লর্ড ও আমি হেসেই বাঁচি না; ওদিকে মহিলাটি স্বামীর আস্তিনটা চেপে ধরে দার্শনিকপ্রবরের তর্জন-গর্জন থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জীবন, মৃত্যু, ভাগ্য, নিয়তি—সেই স্মরণীয় মুহূর্তে এই সবই ছিল আলোচ্য বিষয়বস্তু। আর তখনই ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা। আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা আকস্মিক উল্লাস। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শির-শির করতে লাগল। তারা যেন ঘোষণা করল, এক অদৃশ্য মৃত্যুর জোয়ার ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে আমাদের ঘিরে ধরছে। একবার দেখলাম, লর্ড জন হঠাৎই তাঁর হাতটা চোখ দুটোর উপর রাখলেন। আর সামারলীও মুহূর্তের জন্য তাঁর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। আমাদের প্রতিটি প্রশ্বাস যেন এক আশ্চর্য শক্তিতে ভরপুর হতে লাগল। অথচ আমাদের মন ছিল খুশি ও সরল। ইতিমধ্যে অস্টিন সিগারেটগুলো টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

"অস্টিন," তার মনিব হাঁক দিলেন।

"বলুন স্যার ?"

"তোমার বিশ্বস্ত সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।"

সেবকের মোচড়ানো মুখে একটু হাসি দেখা দিল।

"আমি আমার কর্তব্য পালন করছি স্যার।"

"আমি আশা করছি অস্টিন, আজই বিশ্বের শেষ দিন।"

"হ্যাঁ স্যার। কখন স্যার ?"

"তা বলতে পারি না অস্টিন। সন্ধ্যার আগে।"

"খুব ভাল স্যার।"

স্বল্পভাষী অস্টিন একটা সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে চ্যালেঞ্জার তাঁর চেয়ারটা স্ত্রীর কাছে টেনে নিয়ে তাঁর একটা হাত নিজের হাতের উপর রাখলেন।

তারপর বললেন, "অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে তা তো তুমি জান প্রিয়া। আমার বন্ধুদেরও সব কথা বুঝিয়ে বলেছি। তুমি ভয় পাওনি তো?"

"সেটা বেদনাদায়ক হবে না তো জর্জ?"

"দাঁতের ডাক্তারের লাফিং-গ্যাসের চাইতে বেশি কিছু নয়। প্রতিবারই সেটা নিতে গিয়ে তুমি তো মরতেই বসেছ।"

"কিন্তু সে অনুভূতিটা বেশ আরামের।"

"মৃত্যুও সেই রকমই হবে হয় তো। আমাদের জীর্ণ দেহ-যন্ত্রটি তার দাগগুলি রেকর্ড করে রাখতে পারে না, কিন্তু স্বপ্নে অথবা অচৈতন্য অবস্থায় যে মানসিক সুখের উদয় হয় সেটা তো আমরা জানি। না সামারলী, আপনার জড়বাদকে আমি মেনে নেব না। আমার দেহটা, অর্থাৎ এক প্যাকেট লবণ আর তিন বালতি জলের সমষ্টিই তো আমার সত্তা নয় যে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও শেষ হয়ে যাব। এখানে—এখানে—" নিজের মস্ত বড় লোমশ মুষ্টিটা দিয়ে মাথায় আঘাত করতে করতে তিনি বলে উঠলেন, "এখানে এমন কিছু আছে যা জড়বস্তুকে ব্যবহার করে, কিন্তু নিজে তার অংশ নয়—সে এমন কিছু যা মৃত্যুকেও ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু মৃত্যু যাকে কদাপি ধ্বংস করতে পারে না।"

একসময় কথাপ্রসঙ্গে সামারলী প্রশ্ন করলেন, "বলুন তো চ্যালেঞ্জার, এটা কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এ ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারি না?"

চ্যালেঞ্জার জবাব দিলেন, "আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে—কিছু করার নেই। আমাদের জীবনকে আরও কয়েক ঘণ্টা প্রলম্বিত করে নিজেরাও এক মহতী ট্র্যাজিডি-র সামিল হবার আগে তার বিবর্তনটাকে চাক্ষুষ করা—সেটা হয় তো আমার ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হতে পারে। আমি কতকগুলি পদক্ষেপ করেছি—"

"অক্সিজেন?"

"ঠিক তাই। অক্সিজেন।"

"কিন্তু ইথারই যদি বিষাক্ত হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেন কোন কাজে লাগবে? অক্সিজেন এবং ইথার তো দুটো ভিন্ন স্তরের পদার্থ। তারা তো একজন আরেক জনের উপর চেপে বসতে পারে না। অতএব চ্যালেঞ্জার, এ রকম একটা প্রস্তাবকে আপনি সমর্থন করতে পারেন না।"

"দেখুন ভাল মানুষ সামারলী, এটা খুবই নিশ্চিত যে ইথারীয় বিষ কতকগুলি বাস্তব শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই আমি বেশ জোরের সঙ্গেই মনে করি যে অক্সিজেনের মতো একটা গ্যাস যা দেহের প্রাণ-শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় সেটা অবশ্যই আপনারা যাকে-ডেটুরন আখ্যা দিয়েছেন তার ক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারে। হতে পারে যে আমিই ভুল করছি, কিন্তু আমার যুক্তির সত্যতা সম্পর্কে আমি খুবই আস্থাবান।"

লর্ড জন বলে উঠলেন, "আরে বাবা, আপনারা যদি খোকা-খুকীদের মতো বোতল চোষার বদলে টিউব চুষতে শুরু করে দেন তো তার মধ্যে আমি অন্তত থাকছি না।"

চ্যালেঞ্জার জবাবে বললেন, "তার কোনও প্রয়োজনই হবে না। আমরা ব্যবস্থা করে ফেলেছি—আর আমার স্ত্রীর কল্যাণেই সেটা হয়েছে—মহিলাটির বুদোয়ার (নিভৃত কথা)-টিকে যথাসম্ভব বায়ু-নিরোধক করা হবে। মাদুর এবং বার্নিশ-করা কাগজ দিয়ে।"

"ঈশ্বরের দোহাই চ্যালেঞ্জার, আপনি কি ভেবেছেন, বার্নিশ-করা কাগজ দিয়ে ইথারকে ঠেকানো যায়?"

"সত্যি, বন্ধু আমার, আসল কথাটাই তো আপনি ধরতে পারেননি। ইথারকে ঠেকাতে আমরা এত ঝামেলা করতে যাইনি। আমরা চেয়েছি অক্সিজেনটাকে ভিতরে আটকে রাখতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা বায়ুমণ্ডলকে কিছু পরিমাণে অম্লজান-বাষ্পয়িত করতে পারি তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অক্ষুন্ন রাখতে পারব। গ্যাসের দুটো টিউব আমাদেরই ছিল, আর আপনারা নিয়ে এসেছেন আরও তিনটে। সেটাও যথেষ্ট নয়, কিন্তু কিছুটা তো বটেই।"

"তাতে কতটা সময় চলবে?"

"আমার কোনও ধারণা নেই। আমাদের লক্ষণগুলো অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেগুলি খুলবই না। জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলেই একটু একটু করে গ্যাসের মুখ খুলে দেব। তাতে আমরা হয় তো কয়েক ঘণ্টা, এমন কি কয়েকটা দিন সময় হাতে পাব এবং চোখের সামনে দেখতে পাব একটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের ভাগ্যটা ততদিন বিলম্বিত হবে, আর আমরা পাব একটা বিরল অভিজ্ঞতা—গোটা মানবজাতি যখন যাত্রা শুরু করবে অজানার পথে তখন হয় তো আমরা পাঁচজনই হব তাদের একমাত্র পশ্চাদ্বর্তী রক্ষীদল। এবার আপনারা দয়া করে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে সিলিন্ডারগুলোতে হাত লাগান। মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই বায়ুমণ্ডল কিছুটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে।"

অধ্যায় ৩

প্লাবনের কবলে

বিধির বিধানে যে কক্ষটি আমাদের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার দৃশ্যপট হবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেটা চোদ্দ অথবা ষোল বর্গফুটের মনোরম একটি মেয়েদের বসবার ঘর। তার শেষ প্রান্তে ছিল লাল ভেলভেটের পর্দা দিয়ে আলাদা করে দেওয়া একটা ছোট ঘর। সেটাই প্রফেসরের বেশ-কক্ষ। তারপরেই ছিল একটা বড় শয়ন-কক্ষ। পর্দাটা তখনও ঝোলানোই ছিল, কিন্তু আমাদের নিরীক্ষা-কার্যের সময় দুটো ঘরকে একটা ঘর হিসাবেই ব্যবহার করা চলবে। একটি দরজা এবং জানালার কাঠামোটাকে বার্নিশ-করা কাগজ দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে দিয়ে একেবারে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর দিককার অপর দরজাটির মাথার উপরে ঝোলানো ছিল একটা

ফ্যানলাইট; বায়ু-চলাচলের বিশেষ প্রয়োজনের সময় একটা দড়ির সাহায্যে সেটাকে নামিয়ে দেওয়া যায়। ঘরের প্রত্যেকটি কোণেই টবের মধ্যে একটা করে বড় ঝাঁটা রাখা ছিল।

বারান্দার উপর একটা প্রশস্ত, নিচু জানালা ছিল। সেখান থেকে যে দৃশ্যটি চোখে পড়ে তার প্রশংসা আগেই করেছি। বাইরে তাকিয়ে কোথাও কোনওরকম বিশৃঙ্খলা চোখে পড়ল না। ঐতিহাসিক যুগের একটা সেকেলে গাড়ি স্টেশন থেকে পাহাড়ি পথ বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছিল। তারও নিচে একটি নার্স-মেয়ে এক হাতে দ্বিতীয় শিশুটিকে ধরে অন্য হাতে একটা পেরামবুলেটর চালিয়ে আসছিল। নিচের বাড়িগুলো থেকে যে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডুলিগুলো উঠে আসছিল তাতে সমগ্র পল্লী-দৃশ্যেই ফুটে উঠছিল একটা সুশৃংখল, আরামদায়ক জীবনযাত্রার আভাস। দূরের নীল আকাশে অথবা সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর কোথাও কোনও বিপদের আভাসমাত্রও ছিল না। ফসল-কাটা মানুষগুলো আবার মাঠে ফিরে এসেছিল, গল্ফ-খেলোয়াড়রা দু'জন করে এবং চারজন করে দল বেঁধে লিংকের চারদিকে ঘুরছিল। আমার মাথার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত গোলমাল চলছিল, আর আমার ক্লান্ত স্নায়ুগুলো এমন এলোমেলো হয়ে পড়ছিল যে ঐ লোকগুলোর উদাসীনতা আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর ঠেকছিল।

এরই মধ্যে আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল।

লাঞ্চ খাবার সময় এবং তারপরেও মাঝে মাঝেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠছিল, আর প্রফেসরেরও ডাক পড়ছিল। কয়েকটা কাটা-কাটা বাক্যে তিনি আমাদের সংবাদগুলো দিচ্ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও এমন ভয়ংকর সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়নি। দক্ষিণ দিক থেকে মৃত্যুর উত্তাল জোয়ারের মতো একটা বিরাট ছায়া ধীরে ধীরে উঠে আসছে। মিশর প্রলাপ বকার পরে এখন কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্পেন ও পর্তুগাল পাগলের মতো দুর্দান্ত লড়াই চালিয়ে এখন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কোনও খবর আসছেই না। দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্র সমূহ কিছু ভয়ংকর জাতি-দাঙ্গার পরে বিষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মেরিল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর কানাডায় কিছুই চোখে পড়ছে না। বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং ডেনমার্ক পর পর আক্রান্ত হয়েছিল। প্রত্যেক জায়গা থেকেই হতাশাপূর্ণ সংবাদ আসছে বিদ্যার বড় বড় পীঠস্থানগুলিতে এবং বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ ও ডাক্তারদের কাছে। সকলের কাছেই তারা পরামর্শ চাইছে। জ্যোতির্বিদরাও অনুসন্ধানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন। অথচ কিছুই করার নেই। ব্যাপারটা সর্বজনীন এবং মানুষের জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ তো মৃত্যু—বেদনাহীন কিন্তু অনিবার্য—মৃত্যু যুবক ও বৃদ্ধের, দুর্বল ও শক্তিমানের, ধনী ও দরিদ্রের,—আশা নেই, কারও পালাবার পথও নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া এই সব খবরই টেলিফোনে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

আমরা বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনে হলো কিছু গুজব হয় তো এর

মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ আমরা দেখলাম ধান-কাটারা দ্রুত মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন গল্‌ফ-খেলোয়াড় ক্লাব-ঘরে ফিরে যাচ্ছে। তাদের দৌড়ে যেতে দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বৃষ্টির জন্যে কোথাও আশ্রয় খুঁজছে। নার্সটিও ঘুরে গিয়ে পেরাম্বুলেটারটাকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপর দিকে ঠেলে তুলছে। অথচ মাথার উপর গ্রীষ্মকালের চমৎকার আকাশটা যেন টানা নীল রংয়ের একটা খিলান ছাদ—তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু সাদা পশমের মতো মেঘ। মানুষ জাতটাকে যদি আজই মরতে হয় তাহলে আর যাই হোক সেটাই হবে একটা গৌরবময় মৃত্যু-শয্যা।

কিন্তু আগেই বললাম যে টেলিফোনটা আরও একবার বেজে উঠেছে। হঠাৎ হল থেকে ভেসে এল চ্যালেঞ্জারের ভয়ংকর কণ্ঠস্বর।

তিনি চিৎকার করে বললেন, "ম্যালোন, তোমার ডাক পড়েছে।"

আমি ছুটে যন্ত্রটার কাছে চলে গেলাম। লন্ডন থেকে কথা বলছিলেন ম্যাক আর্ডল।

তাঁর পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, "কে? মিঃ ম্যালোন? শুনুন মিঃ ম্যালোন, লন্ডনে সাংঘাতিক সব কাণ্ড-কারখানা চলছে। ঈশ্বরের দোহাই, দেখুন তো প্রফেসর চ্যালেঞ্জার আমাদের কি করণীয় সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেন কি না।"

আমি জবাব দিলাম, "তিনি কিছুই বলতে পারবেন না স্যার। এই সংকটকে তিনি সর্বজনীন এবং অনিবার্য বলে মনে করছেন। এখানে আমাদের কাছে কিছুটা অক্সিজেন আছে, কিন্তু তা দিয়ে আমাদের নিয়তিকে কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া যাবে মাত্র।"

যন্ত্রণা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠল, "অক্সিজেন! সেটা পাবার মতো সময়ই তো নেই। সকালে আপনি চলে যাবার পর থেকেই এখানে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড চলছে। কর্মচারীদের মধ্যে অর্ধেক তো অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমারও মাথাটা কেমন যেন ভারী-ভারী লাগছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ফ্লীট স্ট্রীট ভর্তি করে মানুষ পড়ে আছে। সব যান-বাহন বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ টেলিগ্রামের খবর হচ্ছে, সমগ্র জগৎটাই—"

তাঁর কণ্ঠস্বর একটু একটু করে ক্ষীণ হয়ে আসছিল, হঠাৎ থেমেই গেল। মুহূর্তকাল পরেই টেলিফোনের মারফৎ "ধপাস" করে একটা শব্দ শুনতে পেলাম; মনে হলো, বুঝি তাঁর মাথাটাই সোজা ডেস্কের উপর ঢলে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "মিঃ ম্যাক আর্ডল! মিঃ ম্যাক আর্ডল!"

কোনও জবাব এল না। রিসিভারটা রাখতে রাখতেই জেনে গেলাম যে তাঁর কণ্ঠস্বর আর কোনওদিন শুনতে পাব না।

ঠিক সেই মুহূর্তে সবে পিছনের দিকে একটা পা ফেলেছি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আমাদের উপরেও চেপে বসল। মনে হলো আমরা বুঝি স্নান করছি, গলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেছে, হঠাৎই একটা ঘূর্ণি-ঢেউ এসে আমাদের অর্ধ-জলমগ্ন করে ফেলেছে। মনে হলো, একটা অদৃশ্য হাত নিঃশব্দে এসে আমার গলাটাকে চেপে ধরে একটু একটু করে আমার জীবনটাকে নিঙড়ে বের করে দিচ্ছে। আমি তখনও সচেতন

ভাবে বুঝতে পারছিলাম যে আমার বুকের উপর একটা প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, মাথার ভিতরটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে, দুটো কানেই ভোঁ-ভোঁ শব্দ হচ্ছে, আর চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি খেলছে। টলমল করতে করতে কোনও রকমে সিঁড়ির রেলিং-এর কাছে পৌঁছনোমাত্রই আহত মহিষের মতো নাক দিয়ে গর্জন করতে করতে তীরবেগে ছুটে এসে চ্যালেঞ্জার আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! রক্ত-রাঙা মুখ, ঠেলে-ওঠা দুটো চোখ, কুঁচির মতো খাড়া চুল। তাঁর অচেতন, ছোটখাট চেহারার স্ত্রীকে কাঁধের উপর ফেলে তিনি সম্পূর্ণ মনের জোরেই একটা সাময়িক নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে আমিও হাঁচোড়-পাঁচোড় করে, কখনও উঠে কখনও পড়ে, রেলিংটা ধরে উঠতে উঠতে এক সময় অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় উপরের ল্যান্ডিং-এ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। লর্ড জনের ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলো আমার কলারটা চেপে ধরল, আর একটা মুহূর্ত পরেই আমাকে চিৎ করে সটান শুইয়ে দেওয়া হলো বুদোয়ারের কার্পেটের উপর। তখন আমার অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ। একটা কথা বলারও শক্তি ছিল না। মহিলাটি শুয়েছিলেন আমার ঠিক পাশে। সামারলীকে জুবুথুবু করে বেঁধে রাখা হয়েছিল জানালার ধারে একটা চেয়ারের সঙ্গে; তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছিল প্রায় তাঁর দুই হাঁটুর উপর। যেন স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম চ্যালেঞ্জার একটা রাক্ষুসে গুবরে পোকার মতো মেঝের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছেন। মুহূর্তকাল পরেই শুনতে পেলাম বেরিয়ে আসা অক্সিজেনের মৃদু হিস্‌হিস্‌ শব্দ। চ্যালেঞ্জার বেশ বড় বড় ক্ষেপে দু'তিনবার প্রশ্বাস টানলেন; সেই প্রাণদায়ী গ্যাসটা টানার সময় তাঁর ফুসফুস থেকে গড়-গড় শব্দ বের হতে লাগল।

তিনি জয়োল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এই তো কাজ হচ্ছে। আমার যুক্তিটাই প্রমাণিত হলো।" সতর্কভাবে তিনি সদর্পে আবার উঠে দাঁড়ালেন। একটা টিউব হাতে নিয়ে ছুটে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর মুখের কাছে ধরলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি একটু কাতরালেন, নড়াচড়া করলেন, তারপর উঠে বসলেন। ভদ্রলোক এবার আমার দিকে ফিরলেন। আমার মনে হলো, জীবনের জোয়ার অলক্ষ্যে আমার ধমনীতে বইতে শুরু করেছে। জীবনের এই আকস্মিক প্লাবনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস তখন অনুভব করেছিলাম তেমনটি আগে কখনও করিনি। আমার ফুসফুসের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, ভুরু থেকে বাঁধনটা যেন খুলে গেল, শান্তি এবং মৃদু আরামের একটা মধুর অনুভূতি আমার উপর ছড়িয়ে পড়ল। শুয়ে থেকেই আমি দেখতে পেলাম সামারলীও সেই একই ওষুধে পুনর্জীবন লাভ করলেন, এবং সব শেষে লর্ড জনের পালা এল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে টেনে তোলার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, আর চ্যালেঞ্জার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে একটা সেটির উপর শুইয়ে দিলেন।

স্বামীর হাতটা চেপে ধরে তিনি বললেন, "ওহ্ জর্জ, তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনায় আমার কী যে দুঃখ হচ্ছে! তুমিই তো বলেছিলে যে মৃত্যুর দরজায় কত

সুন্দর, ঝলমলে পর্দা ঝোলানো থাকে; দম বন্ধ হবার অনুভূতিটা চলে যাওয়ামাত্রই সব কিছুই এত শান্ত ও সুন্দর মনে হয়েছিল যে সেটা বলে বোঝানো যায় না। কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে?"

"কারণ আমার ইচ্ছাটা হচ্ছে সে-মহাযাত্রাটা আমরা দু'জন একসঙ্গেই করব। অনেক বছর ধরে দু'জন একসঙ্গেই আছি। সেই পরম মুহূর্তে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সেটা খুবই দুঃখের হত।"

সামারলীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠস্বরে আনন্দের এবং বৈজ্ঞানিক জয়োল্লাসের ছোঁয়া লাগিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, "এত মানুষ থাকতে একমাত্র আমিই এই শোচনীয় বিপদটা দেখতে পেয়েছিলাম এবং তার পূর্বাভাসও দিয়েছিলাম। এবার বলুন ভালমানুষ সামারলী, বর্ণচ্ছটার ভিতরকার রেখাগুলি মুছে যাবার অর্থটা অবশ্যই আপনি বুঝতে পেরেছেন; এবং এর পরেও আপনি কখনও বলবেন না যে 'দি টাইমস'-এ প্রকাশিত আমার চিঠিটা একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

এই একবারই দেখলাম যে আমাদের বিতর্কপ্রিয় সহকর্মীটি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ডাকে সাড়া দিলেন না। তখনও যে তিনি সত্যি সত্যি এই গ্রহেই বাস করছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যই তিনি যথাস্থানে বসেই লম্বা, লিকলিকে হাত-পাগুলি টান-টান করতে লাগলেন। চ্যালেঞ্জার অক্সিজেন টিউবটার কাছে এগিয়ে গেলেন। উচ্চগ্রামের হিস্-হিস্ শব্দটা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল।

তিনি বললেন, "আমাদের গ্যাসের ব্যবহারটা ভেবেচিন্তে করতে হবে। আমাদের ঘরের বায়ুমণ্ডলটা বড় বেশি মাত্রায় অম্লজান-বাষ্পায়িত হয়ে আছে, এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের মধ্যে কেউই কোনওরকম কষ্টদায়ক লক্ষণ অনুভব করছেন না। বাতাসের সঙ্গে কত পরিমাণ অক্সিজেন যোগ করলে তার বিষক্রিয়াটা নষ্ট করা যায় সেটা আমাদের স্থির করতে হবে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে। এখন দেখা যাক সেটা কি ভাবে করা যায়।"

নিজ নিজ অনুভূতির উপর নজর রেখে আমরা নিঃশব্দ স্নায়বিক চাপের মধ্যে পাঁচ মিনিট অথবা কিঞ্চিৎ অধিক সময় বসে থাকলাম। ঠিক তখনই আমার মনে হতে লাগল আমি যেন কপালের চারদিকে আবার একটা সংকোচন অনুভব করছি। মিসেস চ্যালেঞ্জার তাঁর চেয়ারে বসেই ডেকে বললেন যে তাঁর মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। তাঁর স্বামী গ্যাসের পরিমাণ বাড়াবার জন্য নবটা ঘোরালেন।

তারপর বলতে শুরু করলেন, "প্রাক-বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যেকটা ডুবোজাহাজে একটা করে সাদা ইঁদুর রাখা হত, কারণ ইঁদুরের দেহ-গঠনটি এতই স্পর্শকাতর যে আবহাওয়ায় কোনও রকম ক্ষতিকর লক্ষণ দেখা দিলে নাবিকরা সেটা বুঝবার আগেই ইঁদুরের শরীরে সেটা প্রকাশ পেত। ওগো প্রিয়তমা, তুমিই হবে আমাদের শ্বেত মূষিক। এখন আমি গ্যাসের সরবরাহটা বাড়িয়ে দিলাম, আর তুমিও ভাল হয়ে উঠছ।"

"হ্যাঁ, আমি আগের চাইতে ভাল বোধ করছি।"

"সম্ভবত আমরা সঠিক মিশ্রণটা ধরতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইতিমধ্যেই আমরা গ্যাসের প্রথম টিউবটার অনেকটাই খরচ করে ফেলেছি।"

লর্ড জন এতক্ষণ দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে জানালাটার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "তাতে কি কিছু যায়-আসে? চলেই যদি যেতে হয়, তাহলে কিছুটা বেশি সময় বেঁচে থাকার দরকারটা কি? আপনি নিশ্চয় মনে করেন না যে আমাদের বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা আছে?"

চ্যালেঞ্জার হেসে হেসে মাথাটা নাড়তে লাগলেন।

"আচ্ছা, আপনি কি তাহলে মনে করেন না যে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার জন্য অপেক্ষা না করে ঝাঁপ দেওয়াটাই অধিক মর্যাদার যোগ্য? মরতেই যদি হয় তো আমি চাই যে প্রার্থনাটা সারা হোক, গ্যাসের নবটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়া হোক, আর জানালাটাও খুলে দেওয়া হোক।"

মহিলাটিও সাহসিকার মতো বলে উঠলেন, "কেন নয়? সত্যি জর্জ, লর্ড জন ঠিকই বলেছেন, আর সেটা করাই শ্রেয়।"

সামারলী অসন্তুষ্ট গলায় চেঁচিয়ে বললেন, "আমি তীব্রভাবে আপত্তি জানাচ্ছি। মরতেই যখন হবে, তখন আসুন, আমরা মরার মতোই মরি; চিন্তা-ভাবনা করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকাটা তো আমার মতে একটা বোকামি, একটা অযৌক্তিক কাজ।"

"আমাদের যুবক বন্ধুটি কি বলেন?" চ্যালেঞ্জার প্রশ্ন করলেন।

"আমি তো মনে করি আমাদের শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত।"

"আর আমিও ভীষণভাবে ঐ একই মতের পক্ষে," তিনি বললেন।

"তাহলে জর্জ, তুমি যদি এ কথা বল, তাহলে আমিও সেটাই মনে করি," মহিলাটি চেঁচিয়ে বললেন।

এবার লর্ড জন বলে উঠলেন, "আমি তো কথাটা বলেছিলাম তর্কের খাতিরে; আপনারা সকলেই যদি শেষ পর্যন্ত দেখতে চান তো আমিও আছি আপনাদের দলে।"

সামারলীও চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আমিও বেশ জোরের সঙ্গে ঐ মতটাকেই সমর্থন করছি।"

লর্ড জন বলে উঠলেন, "বিনা বিরোধিতায় প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। এবার জর্জকে বলছি, আপনার যে হতভাগ্য শোফারটি নিচের উঠোনেই ছিল তার তো শেষ যাত্রা হয়ে গেছে। সেই অবরুদ্ধ সৈনিককে উদ্ধার করে ভিতরে আনার কি কোনও দরকার আছে?"

সামারলী চেঁচিয়ে বললেন, "সেটা তো হবে নেহাৎ পাগলামি।"

লর্ড জন বললেন, "তা—আমারও তাই মনে হয়। বরং আমি বলি কি, গাছটার নিচে যে ছোট পাখিগুলো পড়ে আছে সেদিকে একটু নজর দিন।"

চারটে চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা টানা জানালাটার কাছে বসলাম। মহিলাটি তখনও দুই চোখ বন্ধ করে সেটিটার উপরেই বিশ্রাম করছিলেন।

আমাদের চোখের ঠিক নিচেই ছোট উঠোনটাতে অর্ধেক ধোয়া-মোছা মোটর গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। শোফার অস্টিন অনেক আগেই শেষ নোটিসটা পেয়ে গিয়েছিল। গাড়ির

চাকার পাশেই সে হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার কপালের উপরে থেঁতলে-যাওয়ার একটা মস্ত বড় কালো দাগ। ঢলে পড়ার আগে পা-দানি বা মাড-গার্ডের উপরেই কপালটা ঠুকে গিয়েছিল। নলের মুখটা তখনও তার হাতের মধ্যেই ধরা ছিল। সেই নলটা দিয়েই সে গাড়িটা ধুচ্ছিল। উঠোনের এক কোণে ছিল একজোড়া ছোট গাছ, আর তার নিচেই ছোট ছোট পাগুলো উপরের দিকে তুলে পড়ে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট নরম পালকের বল। ছোট-বড় সব কিছুর উপরেই পড়েছিল মৃত্যুর করাল খড়্গ।

উঠোনের পাঁচিলের উপর দিয়ে তাকাতেই আমাদের চোখে পড়ল স্টেশনে যাবার আঁকা-বাঁকা রাস্তাটা। কিছুক্ষণ আগেই যে ফসল-কাটা মানুষগুলোকে আমরা মাঠ থেকে ছুটে যেতে দেখেছিলাম তারা সকলেই একে অপরের মৃতদেহের উপর এলোপাথাড়ি হয়ে পড়েছিল রাস্তাটার একেবারে নিচে। তার কিছুটা উপরে ঘাসে-ঢাকা ঢালুর উপরে মাথা ও গলাটা আটকে পড়েছিল নার্স-মেয়েটি। পেরাম্বুলেটার থেকে সে শিশুটিকে তুলেও নিয়েছিল; শিশুটি তখন তার হাতের একটা নিথর পুঁটুলিমাত্র। তার ঠিক পিছনেই রাস্তার ধারে ছোট ছেলেটি টান-টান হয়ে পড়েছিল। আমাদের আরও কাছে গাড়ি-টানা ঘোড়াটা হাঁটু ভেঙে গাড়ির দণ্ডের সঙ্গে ঝুলছিল, আর বুড়ো গাড়োয়ানটা দুই হাত ছড়িয়ে অদ্ভুতদর্শন একটা কাক-তাড়ুয়ার মতো ঝুলে ছিল। আরও কত বিচিত্র সব শোচনীয় দৃশ্য। নীল আকাশে একটাও পাখি উড়ছে না। যতদূর চোখ যায় একটা মানুষ নেই, একটা জন্তু নেই। অস্তসূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, কিন্তু সেই উজ্জ্বল, শান্ত পরিবেশকেও আচ্ছন্ন করে আছে মহামরণের নিস্তব্ধ নীরবতা—অচিরেই আমরাও যার অংশীদার হব। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! এক সময় গ্যাস ফুরিয়ে যাবে, আমরাও বুদোয়ারের চেরিফুল-রঙের জাজিমের উপর হাঁস-ফাঁস করতে থাকব, এবং মানবজাতির ভাগ্য আর সমস্ত পার্থিব জীবনের অবসান হবে। একটা অবর্ণনীয় মানসিকতা নিয়ে আমরাও আরও দীর্ঘ সময় একটি শোচনীয় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকব।

শেষ পর্যন্ত গাছ-গাছালির উপর দিয়ে উঠে-আসা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। আমি আশা করছি এ রকম আরও অনেক বাড়িতেই ঘটবে—হয় তো সব শহরেই আগুন লাগবে। এই আগুন লাগাটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাতটি এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এবং এখন যা কিছু ঘটছে সেটা ইথারের দোষে। আহা, ক্রোবরো পাহাড়ের মাথায় আরও একটা অগ্নিকাণ্ড দেখতে পাচ্ছি। ওটাই তো গল্ফ ক্লাব-হাউস। ওই তো গির্জার ঘড়িটা ঢং ঢং করে বাজছে। আমাদের দার্শনিকরা জেনে খুশি হবেন—মানুষের হাতে তৈরি একটা যন্ত্র মানবজাতির মৃত্যুর পরেও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।"

এমন সময় লর্ড জন খুবই উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "জর্জের দোহাই, ওটা কিসের ধোঁয়া? এ যে একটা ট্রেন।"

গর্জনটা আমাদের কানেও এল। অচিরেই সেটা আমাদের দৃষ্টিগোচরও হলো।

ট্রেনটা খুবই বিস্ময়কর গতিতে ছুটছে। কোথা থেকে আসছে, কতদূর যাবে তা জানবার কোনও উপায় আমাদের ছিল না। কিন্তু তখনই আমাদের দেখতে হলো ট্রেনটির একটা ভয়ংকর অন্তিম দশা। লাইনের উপর অচল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়লাবাহী ট্রাকের একটা ট্রেন। সেই একই লাইন ধরে এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে সগর্জনে ছুটে যেতে দেখে আমাদের দম আটকে গেল। ভয়ংকর একটা সংঘর্ষ ঘটল। ইঞ্জিন এবং গাড়িগুলো ভাঙাচোরা কাঠ ও মোচড়ানো লোহার একটা পাহাড়ে পরিণত হল। ধ্বংসস্তূপটা জ্বলে-পড়ে খাক হয়ে গেল। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমরা আধা ঘণ্টা সময় হতবাক হয়ে বসে ছিলাম।

একসময় মিসেস চ্যালেঞ্জার স্বামীর হাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন, "বেচারি, আহা বেচারি মানুষগুলো!"

স্ত্রীর হাতটা ধরে চ্যালেঞ্জার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ট্রেনটা ভিক্টোরিয়া থেকে যাত্রা করেছিল জীবন্ত মানুষদের নিয়েই, কিন্তু অন্তিমদশা ঘটবার অনেক আগেই সেটা মৃতদেহে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল।"

তাঁর কথাগুলি শুনে আমার চোখের সামনে যে বিস্ময়কর ঘটনার ছবি ভেসে উঠল তা দেখে আমি বললাম, "সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলির কথা একবার ভাবুন—বাষ্পের টানে চলতেই থাকবে যতক্ষণ না অগ্নিকুণ্ডগুলি নিভে যাবে, অথবা কোনও সৈকতে আছড়ে পড়বে। হয় তো আজ থেকে এক শতাব্দী পরে অতলান্তিকের বুকে ভেসে বেড়াবে শতধা বিভক্ত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।"

লর্ড জন মন্তব্য করলেন, "এসব কথা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এই সব কাণ্ডকারখানার পরে পৃথিবীটাই 'ভাড়া দেওয়া হবে, খালি আছে' হয়ে যাবে। একবার যখন পৃথিবী থেকে মানুষের ভিড় মুছে যাবে, তারপরেও আবার সেখানে মানুষ আসবে কোথা থেকে?"

চ্যালেঞ্জার গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "জগৎটা তো আগেও খালি হয়েছে; কিন্তু কোন নিয়মে আবার নতুন মানুষরা এসেছে সেটা আমাদের ধারণার অতীত। সেই একই পদ্ধতি আবার কেন ঘটবে না?"

"প্রিয় চ্যালেঞ্জার, এটা অবশ্যই আপনার মনের কথা নয়?"

"প্রফেসর সামারলী, যেটা আমি মানি না তেমন কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। আপনার মন্তব্যটা অতি তুচ্ছ।" তারপরেই দাড়ি বিদায় হলো, আর চোখের পাতা নেমে এল।

সামারলী কটুকণ্ঠে বললেন, "আপনি স্বমতে দাম্ভিক হয়েই জীবনটা কাটালেন, আর সেইভাবেই মরতেও চান।"

"আর আপনি তো মশায় কল্পনাহীন বিরোধী হয়েই বেঁচে আছেন, আর সেই খোলসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার আশাও আপনি করেন না।"

লর্ড জন বলে উঠলেন, "সত্যি বলছি! আপনারা দু'জন যদি পরস্পরকে গাল-মন্দ করতেই আমাদের অক্সিজেনের সবটাই ফুরিয়ে ফেলতেন তো সেটাই হত আপনাদের

মনের মতো কাজ। মানুষ আবার ফিরে এল কি না এল তাতে আমাদের কি যায়-আসে? সেটা তো আমাদের কালে ঘটছে না।"

দূরের গাছপালার পিছনে যে বাড়িটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল এবার সেটা জ্বলে উঠল। আমাদের চোখের সামনে আগুনের শিখাগুলি লকলক করতে লাগল।

লর্ড জন বললেন, "খুবই দুঃখের বিষয়।"

আমি মন্তব্য করলাম, "তা ঠিক, তবে ওতে কি যায়-আসে? পৃথিবীটা তো মরে গেছে। দাহকর্মই তো শ্রেষ্ঠ শেষকৃত্য।"

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চ্যালেঞ্জার বললেন, "এ সব কথা থাক। এদিকে ডিনারের সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে। যা হোক কিছু খাবার ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আমার ভাঁড়ারে ঠাণ্ডা মাংস, রুটি আর চাটনি আছে; তার সঙ্গে দুই বোতল ক্লারেট যুক্ত হলে খানাটা মন্দ হবে না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয়তমা—তুমি তো চিরদিনের দ্রৌপদী।"

কী আশ্চর্য, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিসেস চ্যালেঞ্জার কেন্দ্রস্থিত টেবিলের উপর বরফ-সাদা চাদরটা পাতলেন, তার উপর সাজিয়ে রাখলেন তোয়ালেগুলো, মাঝখানে বসিয়ে দিলেন বৈদ্যুতিক বাতিদানটা, এবং সভ্য সমাজের রীতিমাফিক সাদাসিদে আহার্যগুলি পরিবেশন করলেন। আরও এক অবাক ব্যাপার যে আমাদের ক্ষিধেটাও ছিল সর্বগ্রাসী।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমাদের মানসিক অবস্থাটা তো বোঝাই যাচ্ছে। একটা মস্তবড় সংকট আমরা পার হয়েছি। তার মানে আণবিক বিক্ষোভ। তার মানেই মেরামতের দরকার। বিরাট দুঃখ বা বিরাট আনন্দ—দুটোই তীব্র ক্ষুধার জনক—যদিও আমাদের উপন্যাসকারগণ উপবাসের কথাই বলে থাকেন।"

আমি অসংকোচেই বললাম, "সেই জন্যই তো গ্রামের মানুষরা শেষকৃত্যের সময় প্রচুর ভোজের আয়োজন করে থাকে।"

"ঠিক তাই। আমাদের যুবক বন্ধুটি চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। তোমাকে আরেক টুকরো জিভ দিচ্ছি।"

গো-মাংসের টুকরোটা কাটতে কাটতে লর্ড জন বললেন, "অসভ্য মানুষরাও ঐ কাজটাই করে। আরুউইমি নদীর উজানে এক প্রধানকে কবরস্থ করার ঘটনাটা আমি দেখেছি—একটা বৃহদাকার জলহস্তীকে তারা ভক্ষণ করেছিল। নিউগিনির উজান অঞ্চলে অনেকে তো প্রয়াত মানুষটাকেই খেয়ে ফেলে। তবে—পৃথিবীতে যত রকম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজ হয় তার মধ্যে হয় তো আমাদের আজকের ভোজটাই অদ্ভুততম।"

সামারলী আপত্তিসূচক গলায় বললেন, "যাই বলেন না কেন, সর্বজনীন মৃত্যু কিন্তু ভয়াবহ।"

চ্যালেঞ্জারও পালটা জবাব দিলেন, "আমি কিন্তু আগেই বুঝিয়ে বলেছি, যে কোনও একক মৃত্যুর চাইতে সর্বজনীন মৃত্যুর ভয়াবহতা স্বল্পতর হতে বাধ্য।"

লর্ড জন মন্তব্য করলেন, "যুদ্ধের বেলাতেও ঠিক তাই। আপনি যদি দেখেন

যে একটি মানুষ মেঝেতে পড়ে আছে, তার বুকটা ভেঙে গেছে, মুখে একটা গর্ত হয়েছে, তাহলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কিন্তু সৌদান-এ আমি নিজের চোখে দেখেছি দশ হাজার মানুষ মরে পড়ে আছে, কিন্তু তাতে আমার মনে সে রকম কোনও অনুভূতি জাগেনি, কারণ আপনি যখন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করছেন, তখন যে কোনও একটি মানুষের জীবন এতই ক্ষুদ্র মনে হয় যে তা নিয়ে মনে ক্ষোভ জাগে না। যখন একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে, যেমন আজ ঘটেছে, তখন সেই অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আপনার নিজের মানুষটিকে আপনি খুঁজে নিতেই পারেন না।"

মহিলাটি ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "আমি চাই এ-প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হোক। উঃ জর্জ, আমার বড় ভয় করছে।"

"আমার ছোট্ট লক্ষ্মীটি, সময় যখন আসবে তখন তুমিই হবে সকলের চাইতে বেশি সাহসী। এতকাল আমি ছিলাম তোমার এক তর্জন-গর্জন সার বৃদ্ধ স্বামী, কিন্তু তুমি শুধু এই কথাটা মনে রেখো যে জি. ই. সিকে যেমনটি তৈরি করা হয়েছে সে ঠিক তেমনটিই হয়েছে, এ ব্যাপারে তার কোনও হাত ছিল না। আর যাই হোক, তুমি কি অন্য কাউকে পেতে চাইতে?"

"এত বড় পৃথিবীর আর কাউকে নয় প্রিয়তম," কথাগুলি বলে মহিলাটি মিঃ চ্যালেঞ্জারের বৃষস্কন্ধটিকে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা তিনজন জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে যে দৃশ্যটি আমাদের চোখে পড়ল তাতে আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

অন্ধকার নেমে এসেছে। মৃত জগৎটা বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঠিক দক্ষিণ দিগন্তব্যাপী একটা দীর্ঘ সুস্পষ্ট রক্তিম রেখা যেন জীবনের প্রত্যক্ষ স্পন্দনের মতো একবার বাড়ছে, একবার কমছে, হঠাৎ লাফিয়ে একটা গাঢ় লাল শীর্ষবিন্দুতে উঠছে এবং তারপরেই মৃতবৎ নেমে যাচ্ছে, একটা উজ্জ্বল অগ্নি-রেখার উপর।

"লিউয়েস জ্বলছে," আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম।

এক পা এগিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, "না, ব্রাইটন জ্বলছে। উজ্জ্বল পটভূমিতে বালিয়াড়ির বাঁকানো পিঠটা তো সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। অগ্নিকাণ্ডটা ঘটছে ওই বক্ররেখাটা থেকে কয়েক মাইল দূরে। গোটা শহরই আলোয় আলো হয়ে যাবে।"

বিভিন্ন বিন্দুতে বেশ কয়েকটা রক্তিম ঝলক চোখে পড়ছিল; ওদিকে রেল লাইনের উপরকার ধ্বংসস্তূপ তখনও ধিকিধিকি জ্বলছিল; কিন্তু পাহাড়ের ওপারে যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চলছে তার তুলনায় সে সবই তো আলোর সূচাগ্র বিন্দুমাত্র। আহা, এ নিয়ে, "গেজেট"-এ কী চমৎকার কপিই না লেখা যাবে! কোনও সাংবাদিক কি কখনও এমন একটা সুযোগ পেয়েছে—সব স্কুপের সেরা স্কুপ, আর তার মূল্য বুঝবার মতো কেউ কি আছে?

আর তখনই হঠাৎ আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা রেকর্ড সৃষ্টি

করার সহজাত জ্ঞান। এই সব বিজ্ঞানীরা যদি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাদের মহৎকর্মে অনুরক্ত থাকতে পারে, আমিই বা নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকতে পারব না কেন? আমি যা চোখে দেখেছি, কোনও মানুষের চোখ তো আজ পর্যন্ত তা দেখেনি। কিন্তু যে ভাবেই হোক একটা দীর্ঘ রাত তো কাটাতেই হবে, আর অন্তত আমার পক্ষে তো ঘুমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যে সমস্ত তথ্য ও বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছি তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেই রাতের ক্লান্ত ঘণ্টাগুলি কেটে যাবে।

তাইতো এই মুহূর্তে আমার নিজের হাতে লেখা টিকা-টিপ্পনিসহ অন্য সব বিবরণ যে নোট-বইটাতে লিখে রেখেছি, আমাদের একটিমাত্র বৈদ্যুতিক টর্চের ম্লান আলোয় সেটাকেই আমার হাঁটুর উপর রেখে বসে আছি। আমার হাতে যদি একটু সাহিত্যের ছোঁয়া থাকত, তাহলে এক্ষেত্রে সেটা খুব কাজে লাগত। তবু যা আছে, সেই ভয়ংকর রাতের দীর্ঘায়ত আবেগ ও কম্পনগুলিকে অন্য অনেকের মনে পৌঁছে দেবার কাজটা তাতেই চলে যাবে বলেই মনে হয়।

অধ্যায় ৪
মৃত্যুপথযাত্রীর দিনপঞ্জী

আমার খাতার ফাঁকা পাতার উপরের দিকে লেখা শব্দগুলোকে কেমন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। তার চাইতেও অধিক বিস্ময়ের কথা যে-আমি এডোয়ার্ড ম্যালোন শব্দগুলো লিখেছি, বারো ঘণ্টা আগে সেই-আমি যখন আমার স্ট্রেথাম-এর বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিলাম তখন কিন্তু ভাবতেও পাড়িনি যে সেই দিনটিতে এত সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে! মনের পটে ভেসে উঠছে একটার পর একটা ঘটনা—ম্যাক আর্ডলের সঙ্গে দেখা, "দি টাইমস"-এ চ্যালেঞ্জারের প্রথম সতর্ক-বাণী, ট্রেনের মধ্যে যুক্তিহীন কথাবার্তা, সুস্বাদু লাঞ্চ, মহাবিপর্যয়, আর এই পরিণতি—একটা শূন্য গ্রহে কেবল আমরাই বেঁচে আছি, আর আমাদের পরিণাম এতই নিশ্চিত যে আমার এই বৃত্তিগত যান্ত্রিক লেখাগুলো হয় তো কোনওদিনই মানুষের চোখেও পড়বে না, কারণ ততদিনে সেও মরে ভূত হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি চ্যালেঞ্জারের কথাগুলি কত জ্ঞানগর্ভ ও সত্য ছিল। তিনি সেদিন বলেছিলেন, পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ, সৎ ও সুন্দর সে সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরেও আমরা যদি বেঁচে থাকি তো সেটাই হবে আসল ট্র্যাজিডি। তবে সে বিপদটা ঘটবে না। এর মধ্যেই আমাদের অক্সিজেনের দ্বিতীয় টিউবটিও শেষ হবার মুখে। আমাদের জীবনটাই তো একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে।

চ্যালেঞ্জার এইমাত্র আমাদের উদ্দেশে একটা পনেরো মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়েছেন। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি ষাঁড়ের মতো গর্জন করছিলেন। সেন্টার টেবিলটার পাশে তিনি বসেছিলেন। যে মাইক্রোস্কোপটাকে তিনি ড্রেসিং-রুম থেকে নিয়ে এসেছিলেন তার স্লাইডটা বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল করছিল। সেদিকে আঙুলটা বাড়িয়ে তিনি বললেন, "ঠিক কেন্দ্রস্থলে যে ছোট পিনের মতো বস্তুগুলি

দেখা যাচ্ছে সেগুলি ডায়াটোম, ওগুলো তেমন কিছু নয়। কিন্তু ঠিক ডান দিকে আপনারা দেখতে পাবেন একটা 'এমিবা' মন্থরগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই এসে নিজের চোখেই দেখুন না।"

ইশারায় তিনি আমাদের ডাকলেন। সামারলী উঠে গিয়ে ভাল করে সব কিছু দেখলেন। আমিও তাই করলাম। তবে লর্ড জন চেয়ার থেকে উঠলেন না। বললেন, "দেখার আর কি দরকার। আপনার কথাই যথেষ্ট। তাছাড়া, ওটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।"

লর্ড জনের কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। তাতেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার খাপ্পা হয়ে গেলেন। রুষ্ট চোখে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী মাইক্রোস্কোপটার উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "প্রিয় জর্জ, অল্পেতেই এত চটে যাও কেন? এমিবাটা বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাতে কি যায়-আসে?"

"অনেক কিছু যায়-আসে," চ্যালেঞ্জার কঠিন কণ্ঠে বললেন।

ভাল মানুষটির মতো ঈষৎ হেসে লর্ড জন বলে উঠলেন, "বেশ তো, উনি কি বলতে চান সেটা শোনাই যাক না। আমার কথায় যদি উনি আঘাত পেয়ে থাকেন তো আমি মাপ চাইছি।"

সামারলী কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো গলায় টিপ্পনি কেটে বললেন, "আমি কিন্তু বুঝতেই পারছি না একটা জীবাণু বেঁচে আছে কি না সেটার উপর আপনিই বা এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন। ওটা তো আমাদের মতো একই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আছে, অতএব স্বাভাবিক ভাবেই বিষটা ওর উপর কার্যকরী হচ্ছে না। ওটা যদি এই ঘরের বাইরে থাকত তাহলে হয় তো ওটাও অন্যসব জীবন্ত প্রাণীর মতোই মরে যেত।"

এবার কিন্তু চ্যালেঞ্জার একটু মাতব্বরি চালেই বলে উঠলেন, "আমার প্রিয় বন্ধু সামারলী, আপনার কথাগুলি শুনে মনে হচ্ছে যে পরিস্থিতিটাকে আপনি সঠিক ভাবে বুঝতেই পারেননি। এই জীবাণুটিকে মাত্র গতকালই সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং রসায়ন-বিদ্যাসম্মতভাবেই সেটাকে সিল করে রাখা হয়েছিল! ফলে আমরা যে অক্সিজেনটা পেয়েছি সেটা ওর ধারেকাছেও যেতে পারেনি। কিন্তু জগতের অন্য যে কোনও স্থানের মতোই তার কাছেও ইথার ঠিকই পৌঁছেছে। সেই জন্যই সেটা বিষ-ক্রিয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে। সুতরাং আমরা এ কথাটা বলতে পারি যে এই ঘরটার বাইরে প্রতিটি জীবাণুই এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, অথচ আপনি ভুল করে ধরেই নিয়েছেন যে অন্য সব জীবাণুই মারা গেছে।"

"বেশ তো, তাই যদি হয় তা নিয়েই বা এত হৈ-চৈ করবার কি আছে?" লর্ড জন প্রশ্ন করলেন।

"অনেক কিছু আছে। আসলে জগৎটা মরে যায়নি; সেটা বেঁচে আছে; আর বেঁচে থাকবেও। আপনার যদি বিজ্ঞানীসুলভ কল্পনাশক্তি থাকত, আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর ভবিষ্যতের দিকে আপনার দৃষ্টিটাকে যদি প্রসারিত করতে পারতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে এই ছোট্ট জীবাণুটা থেকে জন্ম নেওয়া জীবিত জন্তু ও মানুষের

ভিড়ে সমগ্র জগৎটাই পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে দাবানল জ্বলতে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। লেলিহান অগ্নিশিখা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেয় ঘাসের প্রতিটি শিস, প্রতিটি বৃক্ষের সবুজ কিশলয়, পিছনে পড়ে থাকে শুধুমাত্র কালো ভগ্নস্তূপ। দেখে আপনার মনে হবে গোটা বনাঞ্চল চিরদিনের মতো একটা মরুভূমিতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই দগ্ধ তৃণভূমিতেও কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে জীবনের অদৃশ্য অংকুর। আর মাত্র কয়েকটা বছর পরে আবার যদি আপনি সেই দগ্ধ তৃণভূমিতে গিয়ে হাজির হন, তখন কিন্তু সেই ভগ্নস্তূপের কালো দাগটাকে আপনি খুঁজেই পাবেন না। এখানেও এই ক্ষুদ্র জীবাণুটির মধ্যেও রয়েছে নবজন্মের অংকুর। বিবর্তনের পথ ধরে এই অংকুরই একদিন আজকের এই তুলনাবিহীন মহাসংকটের সব চিহ্নকে নিঃশেষে মুছে দেবে।”

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও প্রফেসর সামারলীর এই কূট-তর্ক অনেকক্ষণ ধরে চলল। দু’জনের মুখে বড় বড় সব বৈজ্ঞানিক কথাবার্তার খৈ ফুটতে লাগল। তার প্রতিটি শব্দ আমি সাধ্যমতো টুকে নিয়েছি, কিন্তু বুঝতে পেরেছি নামমাত্র। লর্ড জনের অবস্থাও তথৈবচ। একসময় লর্ড জন আমার পাশেই এসে দাঁড়ালেন। আমরা দু’জনই বাইরের রাতের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম।

আকাশে একটি বিবর্ণ বাঁকা চাঁদ—মানুষের দৃষ্টি-গোচরে আসা শেষ চাঁদ—আর তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে। দক্ষিণ আমেরিকার পরিষ্কার আকাশেও আমি কখনও এর চাইতে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র দেখতে পাইনি। হয় তো ইথারের পরিবর্তনের জন্যই আলোর এই পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রাইটনের চিতার আগুন তখনও জ্বলছে। পশ্চিম আকাশে দূরে দেখা যাচ্ছে আগুনের আভা, তার অর্থ অরুন্ডেল বা চিচেস্টারেও বিপদ দেখা দিয়েছে, এমন কি পোর্টস্‌মাউথেও। আমি বসে বসে ভাবি আর মাঝে মাঝে কলম চালাই। বাতাসে একটা মিষ্টি বিষাদের ঘ্রাণ। যৌবন, সৌন্দর্য, রসিকতা, ভালবাসা—সব কিছুই কি এখানেই শেষ হবে? তারার আলোয় উজ্জ্বল পৃথিবীটাকে একটা স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছে। কে ভাবতে পারে যে এটাই মানুষের মৃতদেহে আকীর্ণ একটা ভয়ংকর গলগোথা? হঠাৎই আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

কিন্তু—এ সব ছাঁইপাশ কি লিখছি আমি? মিসেস চ্যালেঞ্জার ভিতরের ড্রেসিং-রুমে চলে গেছেন। প্রফেসর বললেন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি স্বয়ং সেন্টার-টেবিলে বসে নানান বই দেখে-দেখে কি সব লিখে নিচ্ছেন। যে পাখের কলমটা দিয়ে তিনি লেখেন সেটাতে এমন একটা খস্-খস্ আওয়াজ হয় যা কানে এলে মনে হয় তিনি কাউকে বকুনি দিচ্ছেন।

সামারলী চেয়ারেই মাথাটা এলিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর নাকও ডাকছে। লর্ড জন পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এই পরিস্থিতিতে কোনও মানুষ ঘুমতে পারে সেটা তো আমি কল্পনাও করতে পারি না।

তিনটে তিরিশ এ. এম। আচমকা আমি জেগে উঠলাম। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় আমি ঘড়িটা দেখেছিলাম। সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট যে সংক্ষিপ্ত সময়টুকু হাতে আছে তার থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় আমি বৃথাই নষ্ট করেছি। তবু নিজেকে কেমন যেন তরতাজা মনে হচ্ছে। ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত।

মিসেস চ্যালেঞ্জার এখনও ড্রেসিং-রুমেই আছেন। চ্যালেঞ্জার তাঁর চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকার সঙ্গে তাল রেখে তিনি কাঁপছেন। ওদিক থেকে সামারলীর নাসিকা-গর্জনও সঙ্গত করে চলেছে। একটা বাস্কেট-চেয়ারে বসে লর্ড জনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

ভোরের ঠাণ্ডা আলোর প্রথম রশ্মিটা সবে ঘরে ঢুকেছে। সব কিছুই কেমন যেন ধূসর ও শোকমগ্ন দেখাচ্ছে।

সূর্যোদয় দেখতে বাইরে চোখ রাখলাম—এ যে সেই মারাত্মক সূর্যোদয় যার আলো ছড়িয়ে পড়বে একটা জন-মনুষ্যবিহীন জগতের উপর। একদিনে মানবজাতিটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গ্রহগুলি ঘুরেই চলেছে, জোয়ার-ভাঁটা খেলছে, বাতাস চুপি চুপি কথা বলছে। নিচের উঠোনে অস্টিন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার মুখের উপর ভোরের আলো পড়ে চিক-চিক করছে। সে যেন গোটা মানবজাতিরই এক বিধ্বস্ত প্রতীক। যে যন্ত্রটিকে সে চালাত তার পাশেই সে অসহায়ের মতো পড়ে আছে।

সেই সময়ে যা কিছু লিখেছিলাম এখানেই তার সমাপ্তি ঘটল। তার পর থেকেই ঘটনাগুলি ছিল এতই তীব্র ও দ্রুতগতি যে সে সব লিখে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু সে সব ঘটনা আমার স্মৃতিতে এতই সুস্পষ্ট হয়ে আছে যে তার কোনও বিবরণই বাদ পড়তে পারে না।

আমার গলাটা ধরে আসায় অক্সিজেন সিলিন্ডারটার দিকে তাকালাম, আর যা দেখলাম তাতে আমি চমকে উঠলাম। আমাদের জীবনের বালুকা-রেখাটা খুবই নিচে নেমে যাচ্ছিল। সেই রাতের কোনও এক সময়ে চ্যালেঞ্জার টিউবের সুইচটা তৃতীয় থেকে চতুর্থ সিলিন্ডারে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে সেটাও প্রায় খালি হয়ে আসছে। গলাটা আটকে আসায় একটা ভয়ংকর অনুভূতি ক্রমেই আমাকে চেপে ধরতে লাগল। ছুটে গিয়ে নলের মুখটা খুলে নিয়ে সেটাকে সর্বশেষ সিলিন্ডারে লাগিয়ে দিলাম। আর ঠিক তখনই ভিতরের ঘর থেকে ভেসে এল মহিলাটির আর্ত চিৎকার:

"জর্জ, জর্জ, আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

অন্য সবাই উঠে দাঁড়ালেন। আমি বলে উঠলাম, "সব ঠিক আছে মিসেস চ্যালেঞ্জার। এইমাত্র আমি একটা নতুন সিলিন্ডার চালু করে দিয়েছি।"

টিউবটার দিকে তাকিয়ে লর্ড জন বলে উঠলেন, "পঞ্চম এবং শেষটি। আচ্ছা, তরুণ বন্ধুটি, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে সারাক্ষণই তুমি হাঁটুর উপর খাতাটা রেখে লিখেই যাচ্ছিলে।"

"সময় কাটাবার জন্য কয়েকটা মাত্র কথা লিখেছি।"

চ্যালেঞ্জার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, ভোরের কুয়াশা প্রবল বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। পেঁজা তুলোর মতো সমুদ্রের বুক থেকে একটা-দুটো গাছ-গাছালির পাহাড় মাথা তুলতে শুরু করেছে।

ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে জড়িয়ে মিসেস চ্যালেঞ্জার ঘরে ঢুকে বললেন, "এটা একটা শবাচ্ছাদন-বস্ত্রও হতে পারত। কিন্তু—আপনারা সকলেই তো কাঁপছেন। আমি তো সারা রাত বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বেশ গরমেই কাটিয়েছি, কিন্তু আপনারা সকলেই তো চেয়ারে বসে ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। ঠিক আছে। এখনই ব্যবস্থা করছি।"

সাহসিকা মহিলাটি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অচিরেই কেটলির হিস্-হিস্ শব্দ শুনতে পেলাম। ট্রের উপরে ধূমায়িত কোকোর পাঁচটা কাপ সাজিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

বললেন, "চুমুক দিন। অনেকটা ভাল বোধ করবেন।"

সকলেই তাঁর হুকুম তামিল করলাম। সামারলী জানতে চাইলেন, তাঁর পাইপটা ধরানো চলবে কি না। আমাদের সকলের সঙ্গেই ছিল সিগারেট। মনে হলো, এতক্ষণে আমাদের স্নায়ুগুলো যথাযথ শক্তি পেল। কিন্তু আমরা হয়তো একটা ভুল কাজই করে বসলাম। বন্ধ ঘরের আবহাওয়াটা ভয়ংকর হয়ে উঠল। চ্যালেঞ্জার ঘরের জানালাগুলো খুলে দিলেন।

লর্ড জন শুধালেন, "কতক্ষণ চলবে চ্যালেঞ্জার?"

কাঁধ নাচিয়ে তিনি জবাব দিলেন, "সম্ভবত ঘণ্টা তিনেক।"

তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন, "আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু বিপদ যতই কাছে আসছে ততই যেন সেটাকে সহজতর মনে হচ্ছে। জর্জ, তুমি কি ভাবছ না যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত?"

বৃহৎবপু লোকটি শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো প্রার্থনা করবে। আমাদের সকলেরই প্রার্থনার নিজস্ব পথ আছে। ভাগ্য আমাকে যা পাঠাবে সেটাকে একান্তভাবে মেনে নেওয়াই আমার প্রার্থনার রীতি—আর তাকে মেনে নিতে হবে আনন্দিত চিত্তে। আমার তো মনে হয় পরমতম ধর্ম এবং পরমতম বিজ্ঞান সেখানেই এক হয়ে যায়।"

এই বিষয়টিকে নিয়ে আবার একপ্রস্থ বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল। একসময় মিসেস চ্যালেঞ্জার মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, "আপনারা যে যাই বলুন, ভোরের এই তরতাজা বাতাসে যদি আমরা সকলে মিলে এই সুন্দর প্রকৃতির বুকে একবার বেড়িয়ে আসতে পারি তো তাকে ফেলে আর কিছুই আমি চাই না!"

আমাদের সকলেরই অন্তরে তাঁর কথাগুলি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কুয়াশার আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে এল ভোরের সূর্য। তার সোনালি আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল সমুখের দিগন্তবিস্তৃত বনভূমি। তখনকার সেই অন্ধকার বিষাক্ত আবহাওয়ায় বসে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিচ্ছন্ন, গৌরবমাখা, বাতাসে আন্দোলিত পল্লী-পরিবেশটি আমাদের কাছে একটা স্বপ্নের দেশ হয়ে দেখা দিল। মনের আনন্দে মিসেস চ্যালেঞ্জার সেই দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারগুলো তুলে নিয়ে আমরা অর্ধবৃত্তাকারে জানালাটাকে ঘিরে বসে পড়লাম। তখন পরিবেশের আবহাওয়াটা আমাদের খুবই কাছে এসে গেল। আমার তো মনে হলো, মৃত্যুর ছায়া যেন আমাদের উপর নেমে

আসছে—আর আমরাই তো মানবজাতির শেষ প্রতিনিধি। মনে হতে লাগল যেন একটা অদৃশ্য যবনিকা চারদিক থেকে আমাদের উপর নেমে আসছে।

একসময় লর্ড জন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "এই সিলিন্ডারটা মোটেই বেশি সময় চলল না।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "একটা সিলিন্ডারে ভর্তি করা অক্সিজেনের পরিমাণটা কম-বেশি হতেই পারে, আর সেটা নির্ভর করে গ্যাসটা ভর্তি করার সময় কতটা চাপ ও সতর্কতা ছিল তার উপরে। আমার ধারণা এই সিলিন্ডারটার কিছু খামতি ছিল।"

সামারলী তিক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের জীবনের শেষ ঘণ্টাটা পর্যন্ত আমরা প্রতারিত হয়েছি। কী এক জঘন্য যুগে যে আমরা বাস করছি এটা তো তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত।"

চ্যালেঞ্জার স্ত্রীকে বললেন, "আমার হাঁটুর কাছে টুলটার উপর বসে তোমার হাতটা ধর। আর প্রিয় বন্ধুগণ, আমি মনে করি এই দুঃসহ আবহাওয়ার মধ্যে আর মুহূর্তমাত্রও কাটানো আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। আর তুমিও নিশ্চয় সেটা চাও না?"

তাঁর স্ত্রী ঈষৎ আর্তনাদ করে মুখটা স্বামীর পায়ের উপর ডুবিয়ে দিলেন।

লর্ড জনের দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি জানালাটা খুলে দিয়ে ইথারের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান?"

"দম বন্ধ হয়ে মরার চাইতে বিষের ক্রিয়া অনেক ভাল।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি জানিয়ে সামারলী চ্যালেঞ্জারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

মুখে বললেন, "অনেক ঝগড়া-ঝাটি করেছি, এবার সে পালার অবসান হোক। আমরা পরস্পরের প্রিয় বন্ধুই ছিলাম। একে অন্যকে শ্রদ্ধা করেই চলেছি। এবার বিদায় বন্ধু!"

লর্ড জন বললেন, "বিদায়। জানালাটা পলস্তারা করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওটা খোলা যাবে না।"

চ্যালেঞ্জার উবু হয়ে স্ত্রীকে তুলে বুকে চেপে ধরলেন। স্ত্রী দুই হাতে তাঁর গলাটা জড়িয়ে ধরলেন।

চ্যালেঞ্জার গম্ভীর গলায় বললেন, "ফিল্ড-গ্লাসটা আমাকে দিন ম্যালোন।"

আমি যন্ত্রটা তাঁর হাতে দিলাম।

"যে মহাশক্তি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার হাতেই আবার নিজেদের সঁপে দিলাম," বজ্রকণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ করে তিনি ফিল্ড-গ্লাসটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

যন্ত্রটার ভাঙা অংশগুলির শেষ টুকরোটার টুং-টাং শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই কোথা থেকে একটা মিষ্টি ঝড়ো হাওয়া এসে আমাদের মুখ-চোখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা যে কতক্ষণ নীরবে বসে ছিলাম জানি না। তারপরেই বুঝি বা স্বপ্নের মধ্যেই আর একবার কানে এল চ্যালেঞ্জারের কণ্ঠস্বর!

তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, “আবার আমরা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরে এসেছি। জগতের বিষাক্ত ভূখণ্ডটি মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু গোটা মানবজাতির মধ্যে কেবলমাত্র আমরাই রক্ষা পেয়েছি।”

অধ্যায় ৫

আজও মনে পড়ে আমরা সকলেই চেয়ারে বসে হাঁপাচ্ছিলাম। সমুদ্র থেকে উঠে-আসা একটা মিষ্টি, জলীয় বাতাসে মসলিনের পর্দাগুলি উড়ছিল ; তার শীতল ছোঁয়ায় আমাদের ঝলসানো মুখগুলিও স্বস্তিবোধ করছিল। অবাক হয়ে ভাবি, কতক্ষণ আমরা সেইভাবে বসেছিলাম। পরবর্তী কালে আমরা কেউই সে বিষয়ে একমত হতে পারিনি। আমরা হয়ে গিয়েছিলাম বিহ্বল, অভিভূত, অর্ধচেতন। আমরা সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিলাম, কিন্তু এই আকস্মিক ও ভয়ংকর নতুন ঘটনাটা—অর্থাৎ যে জীব-জগতের আমরা শরিক ছিলাম তার সার্বিক মৃত্যুর পরেও আমাদের বেঁচে থাকা—এটা যেন একটা প্রচণ্ড শারীরিক আঘাত হয়ে আমাদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে অচল দেহ-যন্ত্রটা আবার চলতে শুরু করল ; স্মৃতির মাকুগুলি আগেকার মতোই কাজ করতে লাগল ; মনের চিন্তা-ভাবনাগুলো আপনা থেকেই নিজেদের একসাথে বুনতে লাগল। নির্মম স্পষ্টতার সঙ্গে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্কটা বুঝতে পারলাম—চোখের সামনে দেখতে পেলাম আমাদের অতীত জীবন এবং যে জীবন নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

যন্ত্রণা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মহিলাটি বললেন, “এ যে ভয়ংকর জর্জ, বড় ভয়ংকর। অন্য সকলের সঙ্গে আমরাও যদি চলে যেতে পারতাম! কেন তুমি আমাদের বাঁচালে ? মনে হচ্ছে যেন আমরাই মরে গেছি, আর অন্য সবাই বেঁচে আছে।”

চ্যালেঞ্জারের মোটা ভুরুযুগল গভীর চিন্তায় ঝুলে পড়ছিল। তিনি শুধু বললেন, “চরম ভাগ্যবাদী না হলেও আমি সব ক্ষেত্রেই দেখেছি যে বাস্তবকে মেনে নেওয়াটাই পরম জ্ঞানের পরিচায়ক।” ধীরে ধীরে তিনি কথাগুলি বললেন ; তাঁর কণ্ঠস্বরে বাজতে লাগল গভীর অনুভূতির অনুরণন।

সামারলী দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, “আমি মেনে নিচ্ছি না।”

লর্ড জন টিপ্পনি কাটলেন, “আপনি মেনে নিচ্ছেন বা মেনে নিচ্ছেন না—তাতে কার কি যায়-আসে সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। ঘটনাটাকে তো আপনাদের মেনে নিতেই হবে, তা সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই হোক, আর নিঃশব্দে মাথা পেতেই হোক ; সুতরাং এ ব্যাপারে আপনাদের মেনে নেওয়া আর না নেওয়ায় কী যায়-আসে ? আর দুটোর মধ্যে তফাৎটাই বা কি ?”

স্ত্রীর হাতটাকে মৃদুমন্দভাবে আঘাত করতে করতে চ্যালেঞ্জার বললেন, “সুখ আর দুঃখের মধ্যে যে তফাৎ এটাও ঠিক তাই। জোয়ারের জলে সাঁতরে আপনি মনের ও আত্মার শান্তি পেতে পারেন, অথবা তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত হতে পারেন। এ ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাইরে ; কাজেই দ্বিরুক্তি না করে আসুন আমরা সকলেই এটাকে মেনে নিই।”

বেপরোয়া ভঙ্গিতে ফাঁকা, নীল আকাশের কাছে আর্জি জানাতে আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু এই জগতে জীবনটাকে নিয়ে আমরা কি করব? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, আমি কি করব? সংবাদপত্রই যখন নেই, তখন আমার চাকরিটাও তো ফুরিয়েছে।"

লর্ড জন বললেন, "আর শিকারই যখন নেই তখন আমারও কোনও কাজ নেই।"

সামারলী চড়াগলায় বলে উঠলেন, "আর যেহেতু ছাত্র নেই, তাই আমার কাজও শেষ হয়ে গেছে।"

মহিলাটি বলে উঠলেন, "কিন্তু আমার তো স্বামী আছে, সংসার আছে, সুতরাং আমি উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ দিতে পারি যে আমার কাজের শেষ নেই।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমার কাজেরও শেষ নেই, কারণ বিজ্ঞানের মৃত্যু নেই, আর এই সমূহ বিপদপাত এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে যা নিয়ে গবেষণা চালানো দরকার।"

ততক্ষণে তিনি জানালাগুলোকে সপাটে খুলে দিয়েছেন, আর আমরা সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম নিথর নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে।

আগেকার কথার রেশ টেনে তিনি আরও বললেন, "একটু ভেবে দেখতে হচ্ছে। গত পরশু বিকেল তিনটে নাগাদ, বা তারও কিছু পরে, জগৎটা এতটাই বিষাক্ত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল যে সেই অঞ্চলটা প্রায় ডুবেই গিয়েছিল। এখন ন'টা বাজে। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, ঠিক ক'টার সময় আমরা সেই বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম?"

"দিনের শুরুতে বাতাসটা খুবই খারাপ ছিল," আমি বললাম।

মিসেস চ্যালেঞ্জার বললেন, "সেটা আরও পরে। অন্তত আটটা পর্যন্ত সেই একই রকম দম আটকে আসার অনুভূতিটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যেটা একেবারে গোড়াতেই ছিল।"

"তাহলে আমাদের বলতে হবে যে সেই অবস্থাটা কেটে গিয়েছিল ঠিক আটটার পরে। সতেরোটা ঘণ্টা ধরে জগৎটা বিষাক্ত ইথারে ডুবে ছিল! আর ঠিক ততটা সময়ই আমাদের মহান উদ্যানকার মানুষের ছাঁচটাকে জীবাণুহীন করে রেখেছিলেন। এটাও কি সম্ভব যে তাঁর মহান হাতের কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল—মানে, আমরা ছাড়া আরও অনেকেই হয় তো বেঁচে আছে?"

লর্ড জন বলে উঠলেন, "আমিও তো অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরাই বা সাগর-সৈকতের একমাত্র উপলখণ্ড হলাম কেন?"

সামারলীও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "আমরা ছাড়া আরও কেউ কেউ হয় তো বেঁচে থাকতে পারে এটা ধরে নেওয়াই তো একটা অবাস্তব ব্যাপার। ভেবে দেখুন, বিষটা এতই তীব্র ছিল যে একটা মানুষ যদি ষাঁড়ের মতো বলবান হয় এবং তার শরীরে স্নায়ুনামক বস্তুটি না থাকে, যেমন আমাদের ম্যালোনের মতো, সেও কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ে যাবার আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারত না। তাহলে এটা কি সম্ভব যে ঘণ্টার হিসাব ছেড়ে দিলেও মাত্র সতেরোটা মিনিটও কেউ কি সেই বিষ-ক্রিয়া সহ্য করতে পারে?"

"পারে, যদি আমাদের পুরনো বন্ধু চ্যালেঞ্জারের মতো অন্য কোনও মানুষ বুঝতে পারে যে একটা মহাবিপদ আসছে এবং তার জন্য প্রস্তুত হয়।"

দাড়িটা বাড়িয়ে এবং চোখের পাতা দুটি নামিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, "আমার তো মনে হয় যে সেটা সব সম্ভাবনার বাইরে। পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও আগাম কল্পনা—এই তিন শক্তির মিলনের ফলে আমি আগে থেকেই বিপদটাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা একই পুরুষে দু'বার ঘটবে সে আশাটা দূর অস্ত।"

"তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাকি সব মানুষেরই নিশ্চিত মৃত্যু ঘটেছে?"

"সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিষক্রিয়াটা ঘটেছে নিচ থেকে উপরের দিকে, আর সম্ভবত বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে ক্রমেই তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এর থেকে সহজেই কল্পনা করা যায় যে যারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের খোঁজ পেতে হলে আমাদের চোখ দুটোকে ফেরাতে হবে সমুদ্র-বলয় থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত কোনও তিব্বতী গ্রামে অথবা আল্পস্ পর্বতের কোনও খামার-বাড়িতে।"

সামারলী বকের মতো গলাটা বাড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালেন।

চ্যালেঞ্জার তাঁর দুটি কাঁধ উঁচু করলেন।

লর্ড জন কিন্তু একটা কাজের কথা বললেন। "আমার তো মনে হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে পা দুটোকে একটু টান-টান করা এবং একটু বায়ুসেবন করা। যেহেতু আমাদের অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে, এখন তো আমাদের কাছে ভিতর-বাহির একাকার হয়ে গেছে।"

খুবই আশ্চর্যের কথা যে এরই মধ্যে আমরা সকলেই যেন একান্তই আলস্যপরায়ণ হয়ে উঠেছিলাম। একটু নড়েচড়ে বসতেও ইচ্ছা করছিল না। যাই হোক, কোনও রকমে একবার যখন আমাদের সেই ছোট্ট পাখির বাসার আরাম ছেড়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনের বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে পা ফেলতে পেরেছি, তখন ধীরে ধীরে আবার ফিরে পেলাম আমাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা।

কিন্তু—কাজটা কি করব? প্রথমেই আমরা রান্নাঘরে নেমে গেলাম। দুটি কাজের মানুষই হতচেতন হয়ে যার যার বিছানায় পড়ে ছিল। তারপর বেচারি অস্টিনকে উঠোন থেকে তুলে আনলাম। তারপর?

প্রস্তাবটা চ্যালেঞ্জারই করলেন, "লর্ড জন, দয়া করে আপনি বলুন, আমাদের এখন কি করা উচিত?"

"একটু চলা-ফেরা করা এবং ঘটনাগুলো চাক্ষুষ করা।"

"আমি নিজেও সেই প্রস্তাবই করতাম।"

"কিন্তু এই ছোট গ্রামে গিয়ে নয়।"

তাহলে আমাদের কোথায় যেতে হবে?"

"লন্ডনে!"

"খুব ভাল কথা," সামারলী বললেন। "কিন্তু কি ভাবে যাব? হেঁটে?"

লর্ড জন বললেন, "কেন? হাঁটতে যাব কেন?"

"আপনি কি তা হলে ট্রেনের কথা বলছেন?" চ্যালেঞ্জার প্রশ্ন করলেন।

"মোটর-গাড়িটার কি হলো? সেটাতে চড়ে কি যাওয়া যাবে না?"

দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে চ্যালেঞ্জার বললেন, "গাড়ি চালানোর কাজে আমি খুব দক্ষ নেই। তবু আপনি প্রস্তাবটা খাসা করেছেন লর্ড জন। আমিই গাড়ি চালিয়ে আপনাদের লন্ডনে নিয়ে যাব।"

সামারলী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, "ও কাজটা আপনাকে করতে হবে না।"

মহিলাটিও চিৎকার করে বলে উঠলেন, "তুমি সত্যি ও কাজটা করো না। তুমি একবার ও চেষ্টাটা করেছিলে। মনে করে দেখ, সেবার তুমি গ্যারেজের ফটকটাই ভেঙে দিয়েছিলে।"

চ্যালেঞ্জার অকাতরে বললেন, "সেটা তো ঘটেছিল এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতার জন্য। তুমি ধরেই নাও যে ও ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেছে।"

লর্ড জন প্রশ্ন করলেন, "কোন গাড়িটা যাবে?"

"কুড়ি হর্স-পাওয়ারের 'হাম্বার'।"

"আরে, সে-গাড়িটা তো আমি কত বছর ধরে চালিয়ে আসছি। যতদূর মনে আছে, সে গাড়িটাতে তো পাঁচ জন বসতে পারে। আপনাদের মালপত্র সব তুলে দিন, ঠিক দশটায় আমি দরজায় হাজির থাকব।"

ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই ঘড়-ঘড় ঝড়-ঝড় শব্দ করতে করতে গাড়িটা যথাস্থানে এসে হাজির হলো। চালকের আসনে লর্ড জন সমাসীন। আমি তাঁর পাশেই বসে পড়লাম; আর মহিলাটি বসলেন পিছনের আসনে—দুটি রাগী মানুষের মাঝখানে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে। লর্ড জন ব্রেকটা ঠিক করলেন, লেভারটাকে এক থেকে তিনের ঘরে ঠেলে দিলেন। আমাদের যাত্রা শুরু হলো পৃথিবীর আদিমতম কাল থেকে মানুষের পথ-চলার সব চাইতে বিস্ময়কর অভিযানে।

আপনারাই কল্পনায় এঁকে নিন অগাস্ট মাসের যে কোনও একটি দিনের এক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য। সকাল বেলাকার মৃদুমন্দ বাতাস, গ্রীষ্মঋতুর সূর্যের সোনালি আলো, সাসেক্স অরণ্যের ঘন সবুজ আভা, দিগন্ত-বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্র, আর সেই সব সৌন্দর্যকে ঘিরে আছে এক গম্ভীর, সর্বব্যাপী নীরবতা। সে মারাত্মক নীরবতা বড়ই মর্মবিদারী। আমাদের চারদিকে এক বিষণ্ণ, ঝিম-ধরা প্রকৃতি; দূর থেকে দূরে চোখে পড়ছে অনেকগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে-যাওয়া অট্টালিকা থেকে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধোঁয়া। সে দিকে তাকিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের বুকের ভিতরটা হিম-শীতল হয়ে উঠল।

তারপরেও ছিল মৃত্যুর মিছিল। পথের দুই ধারে অগণিত মৃতদেহের স্তূপ, আতংক-বিস্ফারিত উৎকট, বিকৃত সব মুখ। "স্টেশন হিল" থেকে নামবার পথে দেখতে পেলাম দুটি শিশুসহ নার্স-মেয়েটিকে; দুটি শকট-দণ্ডের মাঝখানে হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে একটা বুড়ো ঘোড়া; কোচোয়ানটি তার আসনেই দলা-মোচড়া হয়ে

পড়ে আছে; গাড়ির ভিতরে দেখতে পেলাম যুবক যাত্রীটি দরজায় হাত রেখে উল্লম্ফনের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। আরও নিচে দেখতে পেলাম ছ'টি ফসল-কাটা মানুষ ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছে—তাদের পলকহীন চোখ তাকিয়ে আছে রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে। মনে হচ্ছিল যেন কতকগুলি ফটোগ্রাফ দেখছি।...

কিন্তু—সেদিন বোধ হয় এই মৃত্যু-মিছিলের কোনও শেষ ছিল না। অতএব সে বিবরণ এখানেই শেষ হোক। অনেক বুক-কাঁপানো ও চোখ-ভেজানো দৃশ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। যতই আমরা টেমস্ নদীর কাছাকাছি পৌঁছতে লাগলাম ততই যেন পথের বিঘ্ন-বাধাও বাড়তে লাগল। অনেক কষ্টে লন্ডন ব্রীজও পার হলাম। কিন্তু তারপরেও আর এগোবে সাধ্য কার। মিডলসেক্সের দিকটা একেবারে জমাট-বাঁধা ভিড়। যান-জটের এ-পার ও-পার দৃষ্টির অগোচর। ব্রীজের একদিকে জাহাজ-ঘাটায় একটা জাহাজ তখনও আগুনে জ্বলছিল। পার্লামেন্ট হাউসের দিকে চোখে পড়ল একটা ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘ। ঘটনাস্থলটা যে ঠিক কোথায় ছিল সেটা বোঝাও সম্ভব ছিল না।

গাড়ির ইঞ্জিনটা থামিয়ে লর্ড জন বলে উঠলেন, "আপনাদের কেমন লাগছে জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে পল্লী-অঞ্চলটা শহরের চাইতে সুখে আছে। মরে যাওয়া লন্ডনকে আমি যেন সহ্য করতে পারছি না। ইচ্ছে করছে গাড়িটা ঘুরিয়ে রদারফিল্ডেই ফিরে যাই।"

প্রস্তাবটা চ্যালেঞ্জারের মনঃপূত হলো না। মহিলাটিও স্বামীর সঙ্গে একমত হলেন। সকলেই গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। গাড়িটাকে এক পাশে রেখে আমরা কিং উইলিয়াম স্ট্রীটের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বেশ কষ্ট করে হাঁটতে শুরু করলাম।

একটা জায়গায় রাস্তার ঠিক মাঝখানে আলোর বেদীটার উপর একটি মোটাসোটা পুলিশ এমন স্বাভাবিকভাবে আলোক-দণ্ডটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে লোকটা যে মৃত সেটা বুঝবার কোনও উপায় ছিল না; তার পায়ের কাছে শুয়ে ছিল উস্কোখুস্কো চেহারার একটি সংবাদপত্র বিক্রেতা ছেলে, আর তার পাশেই পড়ে ছিল এক বান্ডিল খবরের কাগজ। একটা সংবাদপত্রবাহী শকট যান-জটে আটকে পড়েছিল। শকটটার গায়ে ঝোলানো হলুদের উপর কালো অক্ষরে লেখা প্ল্যাকার্ডগুলো আমরা দূর থেকেই বেশ পড়তে পেরেছিলাম—"এটাই কি শেষ পরিণতি? এক বড় বিজ্ঞানীর সতর্ক-বাণী?" এবং "চ্যালেঞ্জার কি এমন কথা বলার হকদার? অমঙ্গলসূচক গুজব?"

চ্যালেঞ্জার আঙুল বাড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে প্ল্যাকার্ডটা দেখালেন। গর্বে তাঁর বুকটা যে ফুলে উঠেছে, তিনি যে মনের সুখে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন সেটাও আমার দৃষ্টিকে এড়ায়নি। লন্ডন শহরটা যে মরতে মরতেও তাঁর নামটাকে স্মরণ করেছে তাতেই তাঁর খুশির অন্ত ছিল না।

পথ চলতে চলতেই সামারলী টিপ্পনি কাটলেন, "শেষ পর্যন্ত আপনিও আলোর বৃত্তে স্থান করে নিলেন, কি বলেন চ্যালেঞ্জার?"

খুশি-খুশি গলায় চ্যালেঞ্জার জবাব দিলেন, "তাই তো মনে হচ্ছে।" যতদূর দৃষ্টি

যায় শুধুই নীরবতা; মৃত্যু এসে সকলেরই গলা টিপে ধরেছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি আরও বললেন, "আরও কিছু সময় লন্ডনে কাটিয়ে কোনওই লাভ হবে না। তাই আমি বলি কি এখনই আমরা রদারফিল্ডে ফিরে যাই, আর ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি আগামী বছরগুলিকে কি ভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি।"

সেই মৃত মহানগর থেকে যে সব স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরে এসেছিলাম তার আরও একটা ছবি আমি আপনাদের দেখাতে চাই। আমাদের গাড়িটা যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল ঠিক তার অদূরেই দাঁড়িয়েছিল পুরনো সেন্ট মেরির গির্জাটা। মৃতদেহ ছড়ানো সিঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে কিছুটা এগিয়ে আমরা সুইং-ডোরটাকে খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। গির্জার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত থিকথিক করছে নানা ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে থাকা মৃত মানুষের দল। সে এক দুঃস্বপ্ন! ধূলিমলিন ধূসর গির্জা, সারি সারি বিকৃত মৃত মানুষ। চারদিক অস্পষ্ট, নিঃশব্দ।

হঠাৎই আমার মনে একটা ধারণা জন্মাল। গির্জার এক কোণে দরজাটার কাছে ঘণ্টা বাজার দাড়িগুলো ঝোলানো ছিল। কেন আমরা সারা লন্ডনের কাছে এমন একটা বার্তা পাঠাব না যেটা এখনও এখানে জীবিত আছে এমন একটি মানুষের কাছেও পৌঁছে যাবে? এক দৌড়ে আমি সেখানে ছুটে গেলাম। একটা দড়ি ধরে টানতে গিয়ে সবিস্ময়ে বুঝতে পারলাম যে ওই ঘণ্টাটা বাজানো বড়ই কঠিন কাজ।

লর্ড জন আমার পিছনেই ছিলেন। গায়ের কোটটা খুলে ফেলে তিনি বলে উঠলেন, "জর্জের দোহাই বাবাজি। আচ্ছা মতলবটা মাথায় খেলেছে। আমাকেও একবার দড়িটা ধরতে দাও। দু'জন মিলে টানলে অচিরেই ঘণ্টাটা নড়বে।"

কিন্তু ঘণ্টাটা এতই ভারী ছিল যে চ্যালেঞ্জার ও সামারলীও যখন আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন একমাত্র তখনই আমাদের মাথার উপরে সগর্জনে ঢং-ঢং করে ঘণ্টাটা অবিরাম বাজতে লাগল। নিষ্প্রাণ লন্ডনের দূর হতে দূরান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আমাদের সৌভ্রাত্রের বার্তা। সেখানে যদি একটি প্রাণীও জীবিত থাকে তো সেই বার্তা তার প্রাণেও জাগাবে নতুন জীবনের আশ্বাস।

আধা ঘণ্টা ধরে আমরা ঐ একটি কাজই করে যেতে লাগলাম। আমাদের মুখ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। দুটো হাত ও পিঠ ব্যথায় টনটন করতে লাগল। এক সময় আমরা গির্জার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ভিড়ঠাসা নিঃশব্দ পথের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। আমাদের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। একটি শব্দও কানে এল না। একটি মানুষও এগিয়ে এল না।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "সব বৃথা। কেউ নেই। কেউ বেঁচে নেই।"

মিসেস চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "এর চাইতে বেশি কিছু তো আমরা করতে পারব না। ঈশ্বরের দোহাই জর্জ, চল আমরা রদারফিল্ডেই ফিরে যাই। এই ভয়ংকর নিস্তব্ধ মহানগরে আর একটা ঘণ্টা থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

আর একটা কথাও না বলে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম। লর্ড জন গাড়িটাকে পিছিয়ে নিয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিলেন। আমাদের কাছে সে অধ্যায়টা শেষ হলো।

যে বিচিত্র নতুন অধ্যায়টি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল তার আভাসমাত্রও তখন আমরা পাইনি।

অধ্যায় ৬
মহাজাগরণ

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অসাধারণ ঘটনাটির একেবারে শেষ পর্বে আমি পৌঁছে গেছি। এই বিবরণটি লিপিবদ্ধ করার শুরুতেই বলেছি, এই ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন এটাই অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে এক মহান গিরিশৃঙ্গের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ কখনও বুঝতে পারে না সে কত অক্ষম ও অজ্ঞান; একটি অদৃশ্য হাতের সে একটি পুতুলমাত্র। মৃত্যু আমাদের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা জানি যে কোনও মুহূর্তে সে আবার হানা দিতে পারে।

অবশ্য আমাদের এই মহাজাগরণের সঠিক লগ্নটি সম্পর্কে বেশ কিছুটা মতভেদ আছে। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে "বিগ বেন" ঘড়ির কাঁটা যে ছ'টা বেজে দশ মিনিটের ঘরে ছিল তার অসংখ্য সাক্ষী আছে। "এস্ট্রোনমার রয়েল"-এর মতে সময়টা ছিল গ্রীনউইচ সময় ছ'টা বেজে বারো মিনিট। অপরপক্ষে পূর্ব এঙ্গলিয়ার অতি দক্ষ পর্যবেক্ষক সময়টা লিখে রেখেছিলেন ছ'টা বিশ। হেব্রাইডিস-এ সময়টা ছিল একেবারে সাতটা। আমাদের বেলায় কিন্তু সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তটাতে আমি বসে ছিলাম চ্যালেঞ্জারের স্টাডিতে, আর তাঁর নিখুঁত স্কোনোমিটারটি ছিল আমার সমুখে। সময়টা ছিল ছ'টা বেজে পনেরো মিনিট।

আমার মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল। আমার দেহটা ছিল জন্তুর মতো, আর আমার শারীরিক শক্তিও ছিল এত বেশি যে কোনও রকম মানসিক অস্পষ্টতা আমার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারত না। যে কোনও অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো দেখাই ছিল আমার স্বভাব। কিন্তু সেই সময়টাতে আমিও যেন কেমন একটা বিষম অস্পষ্টতার শিকার হয়ে পড়েছিলাম। অন্য সকলেই নিচে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছিলেন। আমি বসে ছিলাম খোলা জানালার পাশে, আমার থুতনিটা হাতের উপর রাখা ছিল, আর আমার মনটা ডুব দিয়েছিল দুঃখ-দুর্দশার অকূল পাথারে। আমরা কি বেঁচে থাকতে পারব? প্রশ্নটা নিজেকেই করতে শুরু করেছিলাম। একটা নিষ্প্রাণ জগতে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? কেমন করে আসবে সেই শেষের দিনটি? বিষটা ফিরে আসার পরেই কি? অথবা এই সার্বিক পচনজনিত দুর্গন্ধে পৃথিবীটাই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে? আর, শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলব? একটা মৃত জগতে বাস করবে একদল উন্মাদ! এই সব দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম এমন সময় একটা তুচ্ছ শব্দ কানে আসতেই আমি নিচের রাস্তাটার দিকে তাকালাম। গাড়ি-টানা বুড়ো ঘোড়াটা পাহাড়ি পথ বেয়ে উপরে উঠে আসছিল।

আবার সেই একই মুহূর্তে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম পাখিদের কিচির-মিচির, নিচের

উঠোনে একজন কারও কাশির শব্দ, দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছিলাম কিছু লোকের চলাফেরা। তবে এটাও মনে আছে যে আমার দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ছিল সেই নড়বড়ে গাড়িটার দিকেই। তারপরেই আমার চোখ পড়ল গাড়ির বক্সের উপরে আসীন চালকটির উপর। এবং শেষ পর্যন্ত একটি যুবকের উপর যে জানালার ভিতর দিয়ে মুখটা বের করে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে পথের নির্দেশ দিচ্ছিল। তারা সকলেই যে সত্যি সত্যি জীবিত ছিল সেটা তো স্পষ্টতই নিঃসন্দেহ!

আবার সকলেই বেঁচে উঠেছে! তাহলে যা কিছু দেখেছিলাম সবই কি চোখের ভুল? এটা কি চিন্তাও করা যায় যে বিষাক্ত ভূখণ্ডের গোটা ব্যাপারটাই একটা দীর্ঘায়ত স্বপ্নমাত্র? নিচের দিকে তাকালাম—ওই তো দেখতে পাচ্ছি নতুন করে বেঁচে-ওঠা জগৎটাকে—যেন ভরা কোটালের জোয়ারে ভাসছে নতুন জীবন। যেদিকে তাকাই আদিগন্ত সেই একই দৃশ্য—যা ছিল স্তব্ধ, প্রাণহীন, কী আশ্চর্য, সে সবই এখন হয়ে উঠেছে চলমান। ওই তো সেই গল্‌ফ-খেলুড়ের দল। এও কি সম্ভব যে তারা একটানা খেলেই যাচ্ছে? ফসল-কাটিয়েরা আবার যার যার কাজে যাচ্ছে। নার্স-মেয়েটি একটি শিশুর গালে চড় কষিয়ে পেরাম্বুলেটারকে ঠেলে উপরে তুলে আনছে। প্রত্যেকেই যেখানে যে কাজটা করছিল আবার সেখান থেকেই শুরু করেছে।

ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম; দরজাটা হাট করে খোলা। শুনতে পেলাম উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গীরা সবিস্ময়ে পরস্পরকে ডাকছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। লর্ড জন চেঁচিয়ে বলছেন, "নিশ্চয়ই ওরা এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল না! এ সব কথা ছাড়ুন তো চ্যালেঞ্জার। আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না যে ওই মানুষগুলি তাদের স্থির দৃষ্টি, শক্ত, অচল হাত-পা এবং মৃত্যু-বিকৃত মুখ নিয়ে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এ সব কিছু কেবলমাত্র সেই অবস্থাটাই হতে পারে যাকে বলে অপস্মার রোগ। অতীতেও এই বিরল ঘটনাটা কখনও কখনও ঘটেছে এবং সেটাকে ভুল করে মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে মৃত্যুর সব লক্ষণই প্রকাশ পায়—বস্তুত সেটা মৃত্যুই, তবে ক্ষণকালের মৃত্যু।"

সামারলী টিপ্পনি কাটলেন, "আপনি এটাকে অপস্মার আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু আর যাই হোক, ওটা তো একটা নামমাত্র, আর এই অবস্থাটাকে আমরা ঠিক ততটুকুই জানি যতটুকু জানি তার কারণস্বরূপ ওই বিষটাকে। খুব বেশি হলে আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে বিষাক্ত ইথার একটি ক্ষণস্থায়ী মৃত্যু ঘটিয়েছিল।"

এমন সময় কানে এল কাঁকড়-ঢালা রাস্তায় গাড়ির চাকার ঘর্ ঘর্ আওয়াজ। সেই গাড়িটাই চ্যালেঞ্জারের দরজায় এসে দাঁড়াল। যুবক যাত্রীটিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলাম। একটু পরেই হঠাৎ ঘুম থেকে ওঠা আলুথালু বেশে ট্রের উপরে একটা কার্ড নিয়ে কাজের মেয়েটি এসে হাজির হলো। সেদিকে চোখ পড়তেই চ্যালেঞ্জার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাঁর মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠল।

রাগে গর-গর করে তিনি গর্জে উঠলেন, "এক সাংবাদিক!" তার পরেই মৃদু হেসে বললেন, "আরে, এটাই তো স্বাভাবিক যে এই ঘটনাটা সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনার কথা জানতে সারা বিশ্বই তো এখানে এসে হাজির হবে।"

আমি কার্ডটার দিকে তাকালাম: "জেমস বাক্সটার, লন্ডনের সংবাদদাতা, 'নিউ ইয়র্ক মনিটর'।"

"দেখা করবেন তো ?" আমি বললাম।

"আমি করছি না।" মস্ত বড় একগুঁয়ে মাথাটা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ওহে ম্যালোন, এরা তো বিষ-কুম্ভের বাচ্চা! আমার সম্পর্কে কোনওদিন একটা ভাল কথা লিখেছে কি ?"

জবাবটা আমিই দিলাম, "আপনিও কি কোনও দিন তাদের একটা ভাল কথা বলেছেন ? ভেবে দেখুন স্যার, একটি অপরিচিত লোক অনেক পথ পার হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি ঠিক জানি, আপনি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না।"

গজ গজ করতে করতে তিনি বললেন, "হয়েছে, হয়েছে, তুমিও আমার সঙ্গে চল। যা বলবার তুমিই বলবে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপর এ রকম অযথা আক্রমণের বিরুদ্ধে আমি কিন্তু আগাম প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।"

চটপটে মার্কিন যুবকটি নোট-বইটা বের করে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন। মুখে বললেন, "দেখুন স্যার, আমি এখানে ছুটে এসেছি কারণ আমেরিকার লোকরা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চায় এই পৃথিবীটার উপর যে বিপদ নেমে এসেছে সে বিষয়ে আপনার কি বলার আছে।"

চ্যালেঞ্জার পাল্টা জবাব দিলেন, "এখনও পৃথিবীর উপর চেপে বসে আছে এমন কোনও বিপদের খবর আমার জানা নেই।"

সাংবাদিকটি ঈষৎ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালেন। শুধালেন, "আপনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, তাই তো ?"

"হ্যাঁ স্যার, ওটা আমারই নাম।"

"আমি বুঝতেই পারছি না তাহলে আপনি কি করে বলছেন যে সে রকম কোনও বিপদ নেই। লন্ডন 'টাইমস্'-এর আজকের সকালের সংখ্যায়ই আপনার নিজের নামসহ যে চিঠিটা ছাপা হয়েছে আমি তার কথাই বলছি।"

এবার চ্যালেঞ্জারের অবাক হবার পালা।

তিনি বললেন, "আজ সকালে ? আজ সকালে তো লন্ডন 'টাইমস্'-এর কোনও সংখ্যা প্রকাশিতই হয়নি।"

মৃদু ক্ষোভের স্বরে মার্কিন যুবকটি বললেন, "অবশ্যই হয়েছে স্যার। লন্ডন "টাইমস্" যে একটা দৈনিক পত্রিকা সেটা তো আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।" তিনি ভিতরের পকেট থেকে একখানা পত্রিকা টেনে বার করলেন। "এই দেখুন, সেই চিঠি।"

চাপা হাসি হেসে চ্যালেঞ্জার নিজের হাত ঘষতে লাগলেন।

বললেন, "এবার বুঝেছি। তাহলে এই চিঠিটা আপনি পড়েছেন আজ সকালে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আর সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন আমার সাক্ষাৎকার নিতে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"পথে আসতে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে কি ?"

"দেখুন স্যার, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনাদের লোকজনদের আগের চাইতে বেশি জীবন্ত ও মানবিক বলে মনে হয়েছে। মালবাহী লোকটি তো একটা মজার গল্পই বলতে শুরু করেছিল। এ দেশে এসে তো আমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।"

"আর কিছু হচ্ছে না ?"

"কৈ ? না তো, সে রকম কিছু তো মনে পড়ছে না।"

"আচ্ছা, এবার বলুন তো কটার সময় আপনি ভিক্টোরিয়া ছেড়েছিলেন ?"

মার্কিন যুবকটি হাসলেন।

"প্রফেসর, আমি এসেছি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে, কিন্তু এখানে তো যা কিছু বক্‌বক্‌ করার সেটা আপনিই করে যাচ্ছেন।"

"তার কারণ এই ব্যাপারটাতেই আমি অধিক আগ্রহী। যাত্রার সঠিক সময়টা কি আপনার মনে আছে ?"

"নিশ্চয় ! তখন বেলা সাড়ে বারোটা।"

"আর কখন এখানে পৌঁছলেন ?"

"সওয়া দুটোর সময়।"

"তারপরেই আপনি গাড়িটা ভাড়া করলেন ?"

"ঠিক তাই।"

"এ জায়গাটা স্টেশন থেকে কতটা দূরে বলে আপনার মনে হয় ?"

"তা—অন্তত দুই মাইল তো বটেই।"

"এই পথটা আসতে কতটা সময় লেগেছে বলে আপনার ধারণা ?"

"সেটাও আধ ঘণ্টা তো হবেই।"

"তাহলে এখন তো তিনটে বাজার কথা ?"

"হ্যাঁ, অথবা একটু বেশিও হতে পারে।"

"আপনার ঘড়িটা দেখুন তো।"

মার্কিন যুবকটির তথাকরণ, আর তারপরেই তিনি অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকালেন।

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "আরে, ঘড়িটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। ঘোড়াটা এত দ্রুত ছুটে এসেছিল যে ভাবা যায় না। সূর্যটার দিকে তাকিয়ে দেখছি, সেটাও অনেকটা নিচে নেমে গেছে। কি জানেন, এখানে এমন অনেক কিছু দেখছি যা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"পাহাড়ি পথে উঠতে উঠতে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা কি আপনার মনে পড়ছে ?"

"দেখুন, এখন মনে হচ্ছে একবার বোধ হয় আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। মনে পড়ছে, কোচোয়ানটিকে কি যেন বলতেও চেয়েছিলাম, অথচ আমার কথা তার

কানেই ঢুকছিল না। হয় তো প্রচণ্ড গরমের জন্যই তেমনটি হয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে এক মুহূর্তের জন্য আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গিয়েছিল—সব কিছুই অস্পষ্ট দেখছিলাম। ব্যস, ঐ পর্যন্তই।"

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, "গোটা মানুষ জাতিরই ঐ রকম মাথা ঘুরে গেছে। মুহূর্তের জন্য সব কিছু আবছা, ভাসা-ভাসা হয়ে গেছে। এখনও কেউই বুঝতে পারছে না কি ঘটেছিল। সকলেরই হাতের কাজ থেমে গিয়েছিল। দেখো ম্যালোন, তোমার সম্পাদকও আবার তাঁর পত্রিকা প্রকাশ করবেন, আর যখন দেখবেন যে একটা সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না তখন তিনিও অবাক হয়ে যাবেন।" তারপর হঠাৎই মার্কিন সাংবাদিকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে অতিমাত্রায় হাল্কা মেজাজে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ গো, তরুণ বন্ধু, একটা কথা জানতে হয় তো আপনিও আগ্রহী হবেন। কি জানেন, সমগ্র জগৎটাই ইথার-মহাসমুদ্রে বহমান একটি বিষাক্ত ঘূর্ণাবর্তকে সাঁতার কেটে পার হয়ে এসেছে। আগামী দিনে আপনার কাজের সুবিধার জন্য দয়া করে আরও লিখে রাখুন যে আজকের দিনটা সাতাশে অগাস্ট শুক্রবার নয়, আঠাশে অগাস্ট শনিবার, এবং আপনি আঠাশটি ঘণ্টা আপনার গাড়ির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে বসেছিলেন রদারফিল্ড পাহাড়ের বুকে।"

আর এখানেই আমার এই বিবৃতির উপর ইতি টানতে পারি। তুমি হয়তো বুঝতেই পেরেছ যে 'ডেইলি গেজেট'-এর সোমবারের সংখ্যায় যে বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল—যেটা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক 'স্কুপ' হিসাবে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করেছে, যার বিক্রয়-সংখ্যাটা সাড়ে তিন মিলিয়ন কপির নিচে নয়—বর্তমান বিবরণটি তারই একটি পূর্ণতর এবং অধিকতর বিস্তারিত রূপমাত্র।

আমার নিভৃত কক্ষের দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো সেই চমৎকার শিরোনামগুলি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে:

আঠাশ ঘণ্টা ব্যাপী বিশ্বময় অচৈতন্য

অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা

চ্যালেঞ্জার সমর্থিত

আমাদের সংবাদদাতা নিরাপদ

আকর্ষণীয় বিবরণ

অক্সিজেন কক্ষ

অলৌকিক মোটর-যাত্রা

নিষ্প্রাণ লন্ডন

হারানো পাতার পুনঃ সংযোজন

ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ও জীবনহানি

আবার ঘটবে কি ?

এই গৌরবময় শিরোনাম-তালিকার নিচেই ছিল সাড়ে নয় কলামব্যাপী একটি প্রতিবেদন যাতে লেখা হয়েছিল একটি গ্রহের প্রথম, শেষ এবং একমাত্র ইতিহাস,

অবশ্য মাত্র একটি দিনের মধ্যে একজন পর্যবেক্ষকের পক্ষে তার যতটা চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। চ্যালেঞ্জার এবং সামারলী একটি যৌথ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার একটি জনপ্রিয় বিবরণ লেখার দায়িত্বটা একমাত্র আমার উপরেই বর্তেছিল। অতএব যবনিকা পতনের গানটি অবশ্য আমিই গাইতে পারি। এত সব ঘটনার পরে একজন সাংবাদিকের জীবনে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স ছাড়া আর কীই বা জুটতে পারে!

কিন্তু আলোড়নসৃষ্টিকারী শিরোনাম আর ব্যক্তিগত জয়-গৌরবের কথা দিয়েই আমার এই কাহিনীকে শেষ করতে আমি চাই না। বরং এই বিষয়টি দিয়ে শ্রেষ্ঠ দৈনিক সংবাদপত্রটির যে প্রশংসার্হ সম্পাদকীয় নিবন্ধটি শেষ করা হয়েছিল—প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষই ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্য যে নিবন্ধটিকে অবশ্যই নথিভুক্ত করে রাখতে পারেন—তারই কিছু গুরু-গম্ভীর বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দেবার অনুমতি আমি চেয়ে নিচ্ছি। "দি টাইমস" পত্রিকায় বলা হয়েছিল :

"...যথাযথ শিক্ষালাভের জন্য জগৎটাকে একটা ভয়ংকর দাম দিতে হয়েছে। এই আপৎকালের সম্পূর্ণ কাহিনী আমরা এখনও জানতে পারিনি, কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে নিউ ইয়র্ক, অর্লিয়েন্স এবং ব্রাইটন ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তো আমাদের জাতির ইতিহাসের অন্যতম এক মহত্তম ট্র্যাজিডি। তবু জীবন ও সম্পদের বস্তুগত ক্ষতিটা যত বড়ই হোক, আজ আমাদের মনে সেই চিন্তাটাই যেন সব চাইতে বড় হয়ে না ওঠে। কালের চক্রপথে একদিন হয় তো সে সব কিছুই আমরা ভুলে যাব। কিন্তু যা কোনও দিন ভুলব না, যা আমাদের কল্পনাকে চিরকাল আচ্ছন্ন করে রাখবে এবং রাখা উচিত সেটা হচ্ছে বিশ্বজগতের নানা বিচিত্র সম্ভাবনার এই প্রকাশ, আমাদের অজ্ঞান আত্ম-সন্তুষ্টির এই বিনষ্টি, আর আমাদের বাস্তব অস্তিত্বের পথটা কত সংকীর্ণ এবং তার দুই দিকে কী প্রকাণ্ড গহ্বর লুকিয়ে আছে তারই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। আজ গাম্ভীর্য আর নম্রতাই আমাদের সমস্ত আবেগের ভিত্তিস্বরূপ। অধিকতর ঐকান্তিক এবং শ্রদ্ধাশীল একটা জাতি যেন সেই ভিত্তির উপরেই গড়ে তুলতে পারে একটি যোগ্যতর মন্দির।"

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

ধরিত্রীর আর্তনাদ

WHEN THE WORLD SCREAMED

অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে আমার বন্ধু "গেজেট" পত্রিকার এডোয়ার্ড ম্যালোনের মুখে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের শুনেছি; কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানে সে প্রফেসরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিজের কাজে আমি এতই ব্যস্ত থাকি, আর আমার ফার্মে সব সময়ই এত বেশি অর্ডারের ভিড় থাকে যে আমার বিশেষ স্বার্থের বাইরের জগতে কোথায় কি ঘটছে তার কোনও খবরই আমি রাখি না। সাধারণভাবে শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে, দুর্বার ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির একটি প্রচণ্ড প্রতিভা হিসাবেই চ্যালেঞ্জারকে বর্ণনা করা হয়েছিল। তাই তাঁর কাছ থেকে নিম্নলিখিত মর্মে একখানি অসাধারণ চিঠি পেয়ে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম।

১৪ বি, এন্‌মোর গার্ডেন্স,
কেন্‌সিংটন।

মহাশয়,

কূপখনন কর্মে বিশেষজ্ঞ একজন লোককে কাজে নেবার দরকার আমার হয়েছে। আপনার কাছ থেকে লুকোব না যে বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি না; প্রায়ই দেখেছি, যে লোক নিজেকে কোনও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করে (হায়, সে জ্ঞান প্রায়শই একটা বৃত্তির গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে) এবং ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গিটাই হয় সীমিত; তার সঙ্গে তুলনায় আমার মতো যে কোনও সুসমৃদ্ধ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি নির্ভুল ও উদার হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আপনাকে আমি একটা সুযোগ দিতে চাই। কূপখনন-বিশেষজ্ঞদের তালিকায় আপনার নামের সঙ্গে যে অসাধারণ—আমি তো প্রায় লিখতে যাচ্ছিলাম অবাস্তব—গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সে দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে; আরও খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আমার যুবক বন্ধু মিঃ এডোয়ার্ড ম্যালোন আপনার

পরিচিত। সুতরাং এই চিঠিতে আপনাকে জানাতে চাই যে, আপনি যদি আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন তাহলে আমি খুশি হব, এবং আমার প্রয়োজনগুলি যদি আপনি মেটাতে পারেন—আমার প্রয়োজনের মাপকাঠি খুব ছোট নয়—তাহলে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনার হাতে তুলে দিতেও পারি। ব্যাপারটি খুবই গোপনীয় বিধায় আপাতত এর বেশি কিছু বলতে পারছি না; মুখোমুখিই সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনার হাতে পূর্ব-নির্ধারিত কোনও কাজ থাকলে অবিলম্বে সে সব বাতিল করে দিন এবং আগামী শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে উপরের ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করুন। আহারাদির সুবন্দোবস্ত আছে, আর মিসেস চ্যালেঞ্জার সে বিষয়ে খুবই সচেতন।

যথাপূর্ব আপনারই বিনীত
জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।

জবাব দেবার জন্য চিঠিটা আমার মুখ্য করণিককে দিলাম; সে প্রফেসরকে জানিয়ে দিল, মিঃ পিয়ারলেস জোন্স সানন্দে যথাসময়ে হাজির হবেন। তাঁর চিঠিটা লেখা হলো সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক রীতিতে, কিন্তু তার গোড়াতেই এই কথাগুলি জুড়ে দেওয়া হলো: "আপনার চিঠি (তারিখবিহীন) পেলাম।" তার টানেই এল প্রফেসরের দ্বিতীয় লিপি:

"মহাশয়" সে লিখল—তার হাতের লেখা যেন কাঁটা-তারের বেড়া—"দেখতে পাচ্ছি, আমার চিঠিটা যে তারিখবিহীন ছিল এই তুচ্ছ ব্যাপারের আপনি সমালোচনা করেছেন। একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি যে, একটা ভয়াবহ ট্যাক্সের বিনিময়ে আমাদের সরকার খামের উপরে যে ছোট প্রতীক বা ছাপটা মেরে দেন তাতেই চিঠি ডাকে দেবার তারিখটা বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে? সে প্রতীক যদি না থেকে থাকে বা দুষ্পাঠ্য হয়ে থাকে তো তার প্রতিকারের দায় সংশ্লিষ্ট ডাক-কর্তৃপক্ষের। ইতিমধ্যে আমি আপনাকে বলব, ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়েই আপনার মন্তব্যগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখুন এবং আমার চিঠির আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন।"

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, একটি উন্মাদের সঙ্গে কাজ করতে চলেছি; তাই ঠিক করলাম, এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হবার আগে আমার বন্ধু ম্যালোনের সঙ্গে দেখা করব। পুরনো দিনে যখন আমরা দু'জনই "রিচমন্ড"-এর হয়ে "রাগার" (রাগবি) খেলতাম তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। দেখলাম, এখনও সে আগেকার মতোই হাসিখুশি আইরিশটিই আছে। চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আমার প্রথম ঠোকাঠুকির কথা শুনে সে বেশ মজাই পেল।

বলল, "এটা তো কিছুই না হে বাপু। তাঁর সঙ্গে পাঁচটা মিনিট কাটালেই বুঝতে পারবে; মনে হবে জ্যান্ত তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যকে আক্রমণ করার ব্যাপারে তিনি জগৎকে হার মানিয়েছেন।"

"কিন্তু জগৎ তা সহ্য করবে কেন?"

"সহ্য তো করে না। তিনি যত জঘন্য কাজ করেছেন, যত হল্লাবাজী করেছেন, যত আক্রমণের মামলা পুলিশ-আদালতে উঠেছে, তা যদি সংগ্রহ কর—"

"আক্রমণ!"

"তবে আর বলছি কি! তাঁর সঙ্গে মতান্তর ঘটলে তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে ছুড়ে ফেলা দেওয়া তাঁর কাছে কিছুই না। তিনি একটি লাউঞ্জ-স্যুট পরা আদিম গুহা-মানব। এক হাতে মুগুর আর অন্য হাতে খাঁজ-কাটা পাথরের খণ্ড—তাঁর এই মূর্তি আমি যেন দেখতে পাই। কোনও কোনও লোক তার শতাব্দীর পক্ষে বেমানান হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তিনি জন্মেছেন হাজার বছর এগিয়ে এসে। তিনি যেন প্রথম প্রস্তর যুগ বা ঐ সময়কালের মানুষ।"

"আর তিনি একজন প্রফেসর!"

"আসল বিস্ময় তো সেখানেই! ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের তিনি অধিকারী; তাঁর সব স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার উপযুক্ত শক্তি তিনি রাখেন। সহকর্মীরা তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করে, আর তাই তাঁকে চেপে দিতে সাধ্যমতো চেষ্টাও করে, কিন্তু মাছ-ধরা জাহাজ কি আর 'বেরেঙ্গারিয়া'-কে টেনে রাখতে পারে! তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি সশব্দে তাঁর পথে এগিয়ে চলেছেন।"

বললাম, "দেখ, একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে আমি চাই না। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটা বাতিল করে দেব।"

"মোটেই তা করো না। ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় সেখানে হাজির হও—মনে রেখ কাঁটায়-কাঁটায়, নইলে পস্তাতে হবে।"

"কিন্তু কেন?"

"শোন বলি। প্রথমত, বুড়ো চ্যালেঞ্জারের সম্পর্কে যে সব কথা বললাম তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিও না। যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় সেই তাঁকে ভালবেসে ফেলে। বুড়ো ভালুকটি আসলে ক্ষতিকর নয়। আরে, আমার বেশ মনে পড়ে, বসন্ত রোগে আক্রান্ত একটি ভারতীয় ছেলেকে কাঁধে নিয়ে তিনি গ্রামাঞ্চল থেকে মাদিরা নদী পর্যন্ত একশ' মাইল পথ হেঁটে গিয়েছিলেন। তিনি সব দিক থেকেই বড়। তাঁর সঙ্গে ঠিক ঠিক চলতে পারলে তিনি তোমাকে কখনও আঘাত করবেন না।"

"সে সুযোগ তাঁকে আমি দেব না।"

"না দিলে বোকামি করবে।"

"দক্ষিণ উপকূলে সুড়ঙ্গ-খননের প্রসঙ্গে 'হেঙ্গিস্ট ডাউন রহস্য'-এর কথা কি তুমি শোননি?"

"একটা কয়লা-খনি আবিষ্কারের গুপ্ত কথাটা শুনেছি বটে।"

ম্যালোন চোখ টিপল।

"তা, ইচ্ছা করলে তাও বলতে পার। কি জান, বুড়ো লোকটি আমাকে বিশ্বাস করেন; তাঁর নির্দেশ ছাড়া আমি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু এ কথাটা তোমাকে বলতে পারি, কারণ এটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক বছর আগে বেটার্টন

নামক একটি লোক রবারের ব্যবসায় প্রচুর টাকা করে তার সমস্ত সম্পত্তি চ্যালেঞ্জারকে দিয়ে গেছে শুধু এক শর্তে—টাকাটা ব্যয় করতে হবে বিজ্ঞানের স্বার্থে। মস্ত বড় সম্পত্তি—কয়েক লক্ষ টাকা দাম। তখন চ্যালেঞ্জার সাসেক্স-এর হেঙ্গিস্ট ডাউন-এ একটা জমিদারি কিনলেন। খড়ি-অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটা অতি বাজে জমি ; অবশ্য পরিমাণে অনেকটা ; আর সবটা জমিকেই তিনি তার দিয়ে ঘিরে নিলেন। জমির একেবারে মাঝখানে একটা গভীর খাত ছিল। সেখানেই খননকার্য শুরু হলো। তিনি ঘোষণা করলেন"—ম্যালোন আবার চোখ টিপল—"ইংলন্ডেও পেট্রোলিয়াম আছে, আর সেটাই তিনি প্রমাণ করতে চান। সেখানে একটা ছোটখাট আদর্শ গ্রাম তৈরি করলেন ; ভাল মাইনে দিয়ে কর্মী যোগাড় করে একটা উপনিবেশ গড়লেন ; তাদের সকলকেই কথা দিতে হলো যে কেউ মুখ খুলবে না। পুরো অঞ্চলটার মতোই খাতটাকেও কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা হলো ; রক্তলোভী শিকারী কুকুরদের পাহারায় বসানো হলো। তাদের হাতে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক প্রায় মরতে বসেছিল, তাদের ট্রাউজারের পিছন দিককার কথা তো বলাই বাহুল্য। বিরাট কর্মযজ্ঞ ; স্যার টমাস মর্ডেন-এর ফার্ম কাজটা হাতে নিয়েছে ; কিন্তু তাদেরও মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এবার কূপখননকারীদের সহায়তা দরকার হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায়, আজ পর্যন্ত যত মানুষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বা ভবিষ্যতে হতে পারে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মানুষটির সান্নিধ্যে আসার কথা না হয় নাই বললাম, কিন্তু এমন একটা কাজে এত বড় একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এবং পরিণামে মোটা অংকের একটা চেকপ্রাপ্তি সমন্বিত এ রকম একটা চাকরির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করাটা কি বোকামি হবে না ?"

ম্যালোনের যুক্তি কার্যকর হলো ; শুক্রবার সকালে আমি এন্‌মোর গার্ডেন্সের পথে পা বাড়ালাম। যথাসময়ে পৌঁছবার অতি-আগ্রহের ফলে নির্ধারিত সময়ের বিশ মিনিট আগেই সে-বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবার সময় আমার খেয়াল হলো, দরজায় দাঁড়ানো রুপোর তীর প্রতীকচিহ্ন লাগানো রোল্‌স্ রয়েস গাড়িটা আমার চেনা। মস্ত বড় মর্ডেন ফার্মের ছোট অংশীদার জ্যাক ডেভনশায়ারের গাড়ি ওটা। তাঁকে একজন অত্যন্ত মার্জিত রুচির লোক বলেই জানতাম ; তাই তিনি যখন হঠাৎ বেরিয়ে এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুই হাত আকাশে তুলে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন : "উচ্ছন্নে যাক ! ওঃ, উচ্ছন্নে যাক !" তখন সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"কি ব্যাপার জ্যাক ? সকালেই বেশ খিঁচড়ে গেছ মনে হচ্ছে।"

"আরে, পিয়ারলেস ! তুমিও এই কাজের মধ্যে আছ ?"

"হতেও পারে।"

"মেজাজে কিন্তু শান পড়তে পারে।"

"সে তো বুঝতেই পারছি ; তোমার মেজাজই যখন চড়ে গেছে।"

"তা বলতেই হবে। খানসামা এসে খবর দিল : 'দেখুন স্যার, প্রফেসর আমাকে

জানাতে বললেন, তিনি এখন ডিম ভক্ষণে ব্যস্ত আছেন, তাই আরও একটা সুবিধাজনক সময়ে যদি আসতে পারেন তো তিনি সানন্দে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।' এই বাণী এল চাকরের মারফৎ। এখানে বলে রাখি, তাঁর কাছে আমাদের যে বিয়াল্লিশ হাজার পাউন্ড পাওনা আছে সেটা আদায় করতেই আমি এসেছিলাম।"

আমি শিস্ দিয়ে উঠলাম।

"টাকাটা পেলে না?"

"ওঃ, হ্যাঁ, টাকার ব্যাপারে লোকটি ঠিক আছে। বুড়ো গরিলার প্রতি ন্যায়-বিচারের খাতিরেই বলছি, টাকার ব্যাপারে তিনি দরাজ হাত। কিন্তু টাকাটা দেন যখন তাঁর ইচ্ছা, আর যে ভাবে তাঁর খুশি, তিনি কারও তোয়াক্কা করেন না। যাই হোক, কপাল ঠুকে দেখ কেমন লাগে।" এই কথা বলেই মোটরে ঢুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট সময়টি কখন আসবে তারই প্রতীক্ষায় মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বলতে বাধা নেই, আমি মোটামুটি সুস্থ, সবল মানুষ, "বেলসাইজ বক্সিং ক্লাবের" মিড্‌ল্-ওয়েট প্রতিযোগিতায় রানার-আপ; কিন্তু আগে কখনও এত ভয়ে ভয়ে কোনও সাক্ষাৎকারে হাজির হইনি। ভয়টা দৈহিক নয়, কারণ এ বিশ্বাস আমার আছে যে এই উন্মাদ লোকটি যদি আমাকে আক্রমণ করে বসে তাহলে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব; একটা প্রকাশ্য কেলেংকারির ভয় এবং একটি লাভজনক চাকরি হারাবার আতংক—এই দু'য়ের একটা মিশ্র অনুভূতি আমাকে তখন পেয়ে বসেছে। যাই হোক, কল্পনার অবসানে যখন কাজ শুরু হয় তখন সব কিছুই সহজতর হয়ে ওঠে। ঘড়িটা চেপে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাঠের পুতুলের মতো মুখ একটি বুড়ো খানসামা দরজা খুলে দিল। তার মুখের ভাব, অথবা ভাবের অভাব, দেখেই মনে হলো যে অবাক হতে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যার ফলে পৃথিবীর কোনও কিছুতেই সে আর বিস্মিত হয় না।

"আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি স্যার?" সে শুধাল।

"নিশ্চয়।"

লোকটি হাতের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিল।

"আপনার নাম স্যার?...ঠিক আছে, মিঃ পিয়ারলেস জোন্স।...দশটা ত্রিশ। সব ঠিক আছে। খুব সাবধানে থাকবেন মিঃ জোন্স, কারণ সাংবাদিকরা আমাদের বড়ই বিরক্ত করেন। আপনি হয় তো জানেন, প্রফেসর সংবাদপত্রকে পছন্দ করেন না। এদিকে আসুন স্যার। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এখন দেখা করছেন।"

পরমুহূর্তেই তাঁর সামনে হাজির হলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমার বন্ধু টেড ম্যালোন তার "হারানো জগৎ (Lost World)" কাহিনীতে লোকটির যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে আমি তা পারব না, তাই সে চেষ্টাও করব না। আমার শুধু মনে হলো, মেহগেনি ডেস্কটার ওপারে একটি দশাসই চেহারার লোক বসে আছে; বড় কোদাল-মার্কা একজোড়া কালো গোঁফ, আর ঝুলে-পড়া উদ্ধত চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা দুটো

বড় বড় ধূসর চোখ। মস্ত বড় মাথাটা পিছন দিকে ঢালু হয়ে নেমেছে, দাড়ির জঙ্গল ঠেলে উঠেছে সামনের দিকে, আর গোটা চেহারায় উদ্ধত অসহিষ্ণুতার স্পষ্ট প্রকাশ। যেন তার সারা অঙ্গ জুড়ে লেখা রয়েছে: "আরে, তোমার চাইটা কি?" আমার কার্ডটা টেবিলের উপর রাখলাম।

কার্ডটা তুলে নিয়ে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, "ওঃ, হ্যাঁ", যেন কার্ডের গন্ধটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। "অবশ্যই। আপনি একজন বিশেষজ্ঞ—তথাকথিত। মিঃ জোন্স—মিঃ পিয়ারলেস জোন্স। আপনার ধর্ম-পিতাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন মিঃ জোন্স, কারণ আপনার নামের এই হাস্যকর উপসর্গটাই আপনার প্রতি প্রথম আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।"

যথাসাধ্য মর্যাদার সঙ্গে বললাম, "প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আমি এখানে এসেছি ব্যবসায়িক সাক্ষাৎকারে, আমার নাম নিয়ে আলোচনা করতে নয়।"

"আচ্ছা; দেখা যাচ্ছে আপনি খুব স্পর্শকাতর লোক মিঃ জোন্স। আপনার স্নায়ুগুলো বড় বেশি টান-টান হয়ে আছে। আপনার সঙ্গে চলতে বেশ সাবধানে পা ফেলতে হবে মিঃ জোন্স। দয়া করে বসুন, আরাম করুন। সিনাই উপদ্বীপ পুনরুদ্ধারের উপর লেখা আপনার ছোট পুস্তিকাটি পড়ছিলাম। ওটা কি আপনি নিজে লিখেছেন?"

"স্বভাবতই। ওতে তো আমার নামটাই আছে।"

"তা আছে! তা আছে! কিন্তু তা থেকেই সব সময় বোঝা যায় না, যায় কি? যাই হোক, আপনার কথাই মেনে নিলাম। বইটার যে কোনও গুণ নেই তা নয়। লেখার একঘেয়েমির অন্তরালে মাঝে মাঝে কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তা চোখে পড়ে। এখানে-ওখানে নতুন চিন্তার বীজ লুকিয়ে আছে। আপনি বিবাহিত কি?"

"আজ্ঞে না। আমি বিয়ে করিনি।"

"তাহলে কথা গোপন রাখার কিছুটা সম্ভাবনা আছে।"

"কথা যখন দিয়েছি তখন নিশ্চয়ই কথা রাখব।"

"তাই বলছেন বটে। আমার ছোট্ট বন্ধু ম্যালোন"—এমন ভাবে কথাটা বললেন যেন টেডের বয়স দশ বছর—"আপনার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে। সে বলেছে যে আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। এই বিশ্বাসটাই বড় কথা, কারণ এই মুহূর্তে আমি একটা অন্যতম বৃহৎ পরীক্ষায় নেমেছি—পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম পরীক্ষাও বলতে পারি। আপনার সহযোগিতা আমি চাই।"

"তাতে আমি সম্মানিত বোধ করব।"

"সত্যি এটা একটা সম্মান। স্বীকার করছি, আমার এই বিরাট কর্মযজ্ঞে শ্রেষ্ঠ কারিগরী কৌশলের প্রয়োজন যদি না হত তাহলে কারও সঙ্গে কাজের ভাগাভাগি আমি করতাম না। দেখুন মিঃ জোন্স, আপনার কাছ থেকে অলঙ্ঘনীয় মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছি বলেই সরাসরি আসল কথায় যেতে চাই। সেটা এই: যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটা নিজেই একটা জীবদেহ; আমি বিশ্বাস করি, তারও নিজস্ব রক্ত-চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্নায়ুতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।"

লোকটা নির্ঘাৎ পাগল।

তিনি বলতে লাগলেন, "বুঝতে পারছি যে আপনার মস্তিষ্ক কথাটা ধরতে পারছে না। ধীরে ধীরে পারবে। একটা জলাভূমি বা ঝোপে-ঢাকা প্রান্তর যে কোনও দৈত্যাকার জন্তুর লোমশ অংশের মতো দেখায় সেটা নিশ্চয় আপনি মনে করতে পারেন। সেই সব জমি যে কখনও ওঠে, কখনও নামে সেটা ভাবলেই প্রাণীটির মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। সর্বশেষ, আমাদের মতো ক্ষুদ্রকায় (Lilliputian) প্রাণীরা যাকে ভূমিকম্প ও পৃথিবীর আলোড়ন বলে মনে করে তার মধ্যেই তো আপনি দেখতে পাবেন সেই প্রাণীটির নড়াচড়া ও শরীর চুলকানোর প্রমাণ।"

"আর আগ্নেয়গিরির ব্যাপারটা কি?" আমি শুধালাম।

"চুপ! চুপ! সেগুলো তো আপনার শরীরের ঘামাচির মতো।"

এইসব ভয়াবহ বক্তব্যের জবাব খুঁজতে গিয়ে আমার মাথাটা ঘুরে উঠল।

চেঁচিয়ে বললাম, "আর তাপমাত্রা! এটা কি সত্যি নয় যে যতই নিচে নামা যায় ততই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলটা তরল অগ্নিপ্রবাহ?"

মাথা নেড়ে তিনি যেন আমার বক্তব্যকে সরিয়ে দিতে চাইলেন।

"দেখুন স্যার, কাউন্সিল-স্কুলগুলো তো এখন বাধ্যতামূলক, তাই আপনি হয় তো অবগত আছেন যে দুই মেরুতে পৃথিবীটা চাপা। তার অর্থ, পৃথিবীর অন্য যে কোনও অংশের চাইতে মেরু অঞ্চলই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের সব চাইতে নিকটবর্তী, আর তাই আপনি যে উত্তাপের কথা বলছেন তার প্রভাব ঐ অঞ্চলের উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশি পড়বার কথা। অবশ্য এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে মেরু অঞ্চলের অবস্থা গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। তাই নয় কি?"

"পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।"

"তা তো বটেই। যে সব ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে নতুন, এবং স্বভাবতই যাকে তারা স্বাগত জানাতে পারে না, সেগুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরাই তো মৌলিক চিন্তানায়কদের কাজ। আচ্ছা, এটা কি বলুন তো?" টেবিল থেকে একটা ছোট জিনিস তিনি তুলে ধরলেন।

"আমার তো মনে হয় একটা সমুদ্র-সজারু।"

কোনও শিশু একটা বুদ্ধির কাজ করে ফেললে লোকে যেমন করে থাকে তেমনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হবার ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন, "ঠিক। এটা একটা সামুদ্রিক সজারু—একটা সাধারণ প্রাণী। নানা মাপের নানা আকারে প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করে থাকে। এই সজারুটি পৃথিবীর একটা মডেলস্বরূপ, ঠিক তার প্রতিরূপ। ভাল করে দেখুন, প্রাণীটি মোটামুটি গোলাকার, কিন্তু দুই প্রান্তে চাপা। তাহলে পৃথিবীটাকে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র-সজারু হিসাবে কল্পনা করা যেতে পারে। এতে আপনার কি আপত্তি আছে?"

আমার প্রধান আপত্তি, একটা বিতর্কের পক্ষে বিষয়টা অত্যন্ত অবাস্তব, কিন্তু সাহস করে সে কথা বলতে পারলাম না। অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কোনও কথা হাতড়াতে লাগলাম।

বললাম, "যে কোনও জীবিত প্রাণীরই আহার্য দরকার। পৃথিবী কি খেয়ে এত বড় দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে?"

"চমৎকার প্রশ্ন—চমৎকার!" পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গিতে প্রফেসর কথাটা বললেন, "যেটা স্পষ্ট তাকে আপনি বেশ তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম জিনিসকে ধরতে আপনার বড় বেশি সময় লাগে। পৃথিবী তার পুষ্টি যোগায় কেমন করে? আর একবার এই ছোট্ট বন্ধু সজারুটির দিকেই তাকানো যাক। এর চারপাশে যে জল থাকে সেটাই এই ছোট প্রাণীটির নলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে একে পুষ্টি যোগায়।"

"তাহলে আপনি মনে করেন যে জল—"

"না স্যার। ইথার। পৃথিবীটা চক্রাকার পথে মহাশূন্যে ঘোরে, আর সেই চলার পথেই ইথার অনবরত পৃথিবীর মধ্যে ঢুকছে আর তাকে প্রাণ-শক্তি যোগাচ্ছে। এই ধরনের আরও অনেক পৃথিবী-সজারু দলে দলে এই একই কাজ করে চলেছে—বৃহস্পতি, মঙ্গল ও অন্যরা; অবশ্য প্রত্যেকেরই আহার্য সংগ্রহের নিজ নিজ ক্ষেত্র রয়েছে।"

লোকটি নেহাৎই পাগল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলে না। আমার নীরবতাকেই তিনি সম্মতি বলে ধরে নিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে সদয় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

বললেন, "মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। সবে আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রথমে একটু চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু অচিরেই সেটা সয়ে যাবে। আমার হাতের এই ছোট প্রাণীটি সম্পর্কে আরও দু'একটা কথা বলছি; দয়া করে এদিকে মনোযোগ দিন।"

"আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বাইরের এই শক্ত খোলাটার উপরে এক ধরনের অসংখ্য ছোট কীট চলাফেরা করত। সজারুগুলো কি কখনও তাদের অস্তিত্ব টের পেত?"

"তা পেত না।"

"তাহলে আপনি এটাও কল্পনা করতে পারেন যে, মানবজাতি কি ভাবে পৃথিবীটাকে কাজে লাগাচ্ছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাও পৃথিবীটার নেই। পুরনো পাত্রের গায়ে যে রকম শামুকরা জমে থাকে, ঠিক তেমনি সূর্যকে পরিক্রমা করে চলার পথে পৃথিবীর বুকে যে সব গাছপালা জন্মেছে এবং ছোট ছোট প্রাণীদের যে বিবর্তন ঘটে চলেছে তার কোনও খবরই পৃথিবীও রাখে না। এই হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থা, আর এটাকেই আমি বদলে দিতে চাই।"

সবিস্ময়ে তাকালাম। "আপনি বদলে দিতে চান?"

"আমি চাই পৃথিবী জানুক যে অন্তত একজন মানুষ, জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার আছে যার দিকে মনোযোগ দিতে হবে—আসলে মনোযোগ সে দাবি করছে। পৃথিবীর কাছে এ ধরনের বার্তা এই প্রথম পাঠানো হচ্ছে।"

"কেমন করে এটা আপনি করবেন?"

"সেখানেই তো কাজের কথা আসছে। আপনি ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন।

আমার হাতে যে ছোট প্রাণীটি রয়েছে তার প্রতি আবার আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করব। এর শক্ত আত্মরক্ষাকারী খোলটার নিচে রয়েছে যত স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহ। এটা কি পরিষ্কার নয় যে, কোনও পরগাছা-প্রাণী যদি এই প্রাণীটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় তাহলে সে এটার খোলে একটা ছিদ্র করে এর ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলিকে উত্তেজিত করে তুলবে?"

"নিশ্চয়।"

"অথবা, মানুষের দেহের উপর বিচরণকারী সাধারণ মাছি বা মশার কথাই ধরা যাক। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা সব সময় সজাগ না থাকতে পারি। কিন্তু যে মুহূর্তে সে তার হুলটা চামড়ার ভিতরে ফুটিয়ে দিচ্ছে, তখনই তো অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একেবারেই একা নই। এতক্ষণে বোধ হয় আমার পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় ঢুকছে। আলো পড়ে আঁধার দূর হয়ে যাচ্ছে।"

"হা ঈশ্বর! আপনি চাইছেন ভূ-পৃষ্ঠের ভিতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে?"

অবর্ণনীয় প্রশান্তির সঙ্গে তিনি চোখ দুটি বুজলেন।

বললেন, "আপনার সামনে সেই লোকটিকেই দেখছেন যে প্রথম এই কঠিন চামড়াটাকে ছিন্ন করবে। এমন কি বর্তমান কাল ব্যবহার করেও বলতে পারি, যে সেটাকে ছিন্ন করেছে!"

"আপনি সে কাজটা করেছেন!"

"হ্যাঁ, আমি বলতে পারি যে মর্ডেন অ্যান্ড কোং-এর সুযোগ্য সহায়তায় সে কাজটি আমি করেছি। কয়েক বছর ধরে দিন-রাত অবিশ্রাম কাজ করার ফলে এবং ড্রিল, বোরার, ক্রাশার ও বিস্ফোরক ব্যবহারের ফলে অবশেষে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি।"

"আপনি নিশ্চয়ই বলছেন না যে আপনারা ভূ-পৃষ্ঠ ভেদ করেছেন!"

"আপনার কথায় যদি বিস্ময় প্রকাশ পেয়ে থাকে তো সেটা দূর করুন। আর যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে অবিশ্বাস—"

"না, না, মোটেই তা নয়।"

"আমার সব কথা আপনাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে। আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে ভেদ করেছি। সেটা ঠিক চোদ্দ হাজার চারশো বিয়াল্লিশ গজ, অথবা মোটামুটিভাবে আট মাইল, পুরু। আপনি জেনে খুশি হবেন যে এই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে এমন সব কয়লা-খনি আমরা আবিষ্কার করেছি, যার দ্বারা হয় তো একসময়ে এই কর্মযজ্ঞের সব খরচ উঠে আসবে। আমাদের প্রথম অসুবিধা দেখা দিয়েছিল নিচেকার খড়ির স্তর এবং হেস্টিংস্ বালুর স্তরে ঝর্ণার জল নিয়ে; কিন্তু সে অসুবিধাকে আমরা জয় করেছি। এবার আমরা শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছি—আর সেই শেষ স্তর আর কেউ নয়, সে আপনি মিঃ পিয়ারলেস জোন্স। আপনি হলেন মশার প্রতীক। যে খনিত্র দিয়ে আপনি কূপ খনন করবেন সেটা হলো আপনার হুল। মস্তিষ্কের যা কাজ তা সে করেছে। এবার চিন্তানায়কের প্রস্থান। প্রবেশ করুন যন্ত্রবিদ, যিনি তুলনাহীন, যাঁর হাতে আছে ধাতু-যষ্ঠি। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন তো?"

"আপনি আট মাইলের কথা বললেন!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "আপনি কি জানেন স্যার যে কূপখননের শেষ সীমা পাঁচ হাজার ফুট বলে মনে করা হয়ে থাকে? উত্তর সাইলেসিয়াতে একটি সুড়ঙ্গের কথা আমি জানি যেটা ছ'হাজার দু'শ' ফুট গভীর, কিন্তু সেটাকে একটি আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে করা হয়।"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন মিঃ পিয়ারলেস। হয় দোষটা আমার বোঝানোর, আর না হয় আপনার মস্তিষ্কের; আসলে কোনটা সে কথা থাক। কূপখননের সীমা আমার ভালই জানা আছে। একটা ছ' ইঞ্চি মাপের খনন-যন্ত্রেই যদি আমার প্রয়োজন মিটত, তাহলে আমার এই প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের পিছনে আমি লক্ষ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করতাম না। আমি আপনার কাছে চাই, এমন একটা ড্রিল তৈরি করুন যেটা যথাসম্ভব তীক্ষ্ণধার হবে, দৈর্ঘ্যে একশ' ফুটের বেশি হবে না, আর যেটাকে চালানো হবে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে। ভারী জিনিস দিয়ে চালিত একটা সাধারণ 'পার্কাশন ড্রিলেই' সব প্রয়োজন মিটে যাবে।"

"একটা বৈদ্যুতিক মোটর কেন তাহলে?"

"মিঃ জোন্স, আমার কাজ হুকুম করা, কারণ দর্শানো নয়। কাজ শেষ হবার আগেই এমনও ঘটতে পারে—আমি বলছি, ঘটতে পারে—যে দূর থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে ড্রিলটা চালাবার উপর আপনার জীবনটাই নির্ভর করছে। আমার তো মনে হয় এটা করা যাবে?"

"নিশ্চয়ই করা যাবে।"

"তাহলে সেটার জন্য প্রস্তুত হন। ব্যাপারটা যে অবস্থায় আছে তাতে এখনই আপনার উপস্থিতিটা দরকারী নয়, কিন্তু আপনি কাজের উদ্যোগ শুরু করে দিতে পারেন। আর আমার কিছু বলার নেই।"

আমি বললাম, "কিন্তু কি ধরনের মাটির ভিতর দিয়ে ড্রিলটা যাবে সেটা যে আমাকে জানতেই হবে। বালি, বা মাটি, বা চক—প্রত্যেকের জন্যই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।"

"যদি বলি জেলি," চ্যালেঞ্জার বললেন "হ্যাঁ, আপাতত আমরা ধরে নেব যে জেলির মধ্যেই আপনাকে ড্রিল করতে হবে। আচ্ছা, মিঃ জোন্স, কিছু জরুরি কাজে এবার আমাকে মন দিতে হবে, কাজেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমার নির্দিষ্ট কাজের জন্য একটা মজুরি উল্লেখ করে একখানা আনুষ্ঠানিক চুক্তি-পত্র আপনি তৈরি করতে পারেন।"

মাথা নুইয়ে মুখ ঘোরালাম, কিন্তু দরজায় পা দেবার আগেই কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। একটা পালকের কলম দিয়ে খস্ খস্ শব্দে কাগজের উপর তিনি যেন এর মধ্যেই প্রচণ্ড বেগে কি লিখতে শুরু করেছেন। আমি বাধা দেওয়ায় তিনি রাগত দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকালেন।

"আরে, আবার কি? আমি আশা করেছিলাম আপনি চলে গেছেন।"

"দেখুন, আমি আপনাকে শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে এ রকম একটা অসাধারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যটা কি?"

তিনি সরোষে বলে উঠলেন, "চলে যান স্যার, চলে যান! ব্যবসার হীন লেন-দেন ও ভালমন্দের ঊর্ধ্বে মনটাকে রাখতে চেষ্টা করুন। আপনার তুচ্ছ ব্যবসায়িক আদর্শকে ঝেড়ে ফেলুন। বিজ্ঞান জ্ঞানের সন্ধানী। জ্ঞান আমাদের যেখানে নিয়ে যায়, যাক, তবু তাকেই আমরা অনুসরণ করব। আমরা কি, আমরা কেন, কোথায় আছি—চূড়ান্তভাবে এই সব জানতে পারাটাই কি মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা নয়? যাই হোক, এবার আপনি আসুন!"

তাঁর মস্ত কালো দাড়ি আবারও কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে মাথার সঙ্গে মিশে গেল। পালকের কলম আরও জোর শব্দে চলতে লাগল। আমিও তাঁকে, এই অসাধারণ লোকটিকে ছেড়ে এলাম; যে বিচিত্র কর্মসাধানায় এখন থেকে আমিও তাঁর অংশীদার হলাম সে কথা ভেবে মাথাটা ঘুরতে লাগল।

আপিসে ফিরে দেখি টেড ম্যালোন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তার দন্তপাটি বিকশিত। আমার সাক্ষাৎকারের ফলাফল জানতেই সে এসেছে।

বলে উঠল, "আরে! খারাপ তো মনে হচ্ছে না। কোনও রকম আক্রমণ বা কামান দাগাই নয়? নিশ্চয় খুব বুদ্ধির সঙ্গে তাকে খেলিয়েছ। তা সেই বুড়ো খোকাটিকে কেমন লাগল?"

"এ রকম কোপনস্বভাব, উদ্ধত, অসহিষ্ণু, স্ববুদ্ধিপরায়ণ লোক আমি দ্বিতীয় দেখিনি, কিন্তু—"

"ঠিক," ম্যালোন বলল। "সকলকেই ওই 'কিন্তু'তে এসে থামতে হয়। অবশ্য তুমি যা যা বললে সে সব তিনি তো বটেই, বরং আরও কিছু বেশি, কিন্তু সকলেরই মনে হয় যে এ রকম বড় মাপের একটা লোককে আমাদের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না, এবং অন্য কোনও লোকের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমরা সহ্য করতে পারতাম না তার বেলায় সেটা সহ্য করা যায়। তাই নয় কি?"

"দেখ, তাঁর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করবার মতো পরিচয় তাঁর সঙ্গে এখনও আমার হয়নি, কিন্তু এ কথা স্বীকার করছি যে তিনি যদি একটি তর্জনগর্জন সর্বস্ব আত্মম্ভরী লোক না হয়ে থাকেন, আর তিনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে লোকটি অবশ্যই একমেবদ্বিতীয়ম্। কিন্তু এ সব কি সত্য?"

"নিশ্চয় সত্য। চ্যালেঞ্জার যা বলেন তাই করেন। আচ্ছা, এ ব্যাপারে এখন তোমরা কোথায় আছ? হেঙ্গিস্ট ডাউন-এর কথা কি তিনি তোমাকে বলেছেন?"

"হ্যাঁ। সংক্ষেপে বলেছেন।"

"দেখ, আমার কথায় তুমি আস্থা রাখতে পার; পুরো ব্যাপারটাই বিশাল—পরিকল্পনা বিশাল, রূপায়ণেও বিশাল। সাংবাদিকদের তিনি ঘৃণা করেন, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেন, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও কিছুই আমি প্রকাশ করব না। সুতরাং তাঁর পরিকল্পনাগুলি আমি পেয়েছি, অন্তত কতকগুলো পেয়েছি। তিনি এতই উঁচু আকাশে ওড়া পাখি যে তাঁর নাগাল পাওয়া ভার। যাই হোক, আমি যতটা জানি তার ভিত্তিতেই তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি যে 'হেঙ্গিস্ট চর'

একটি বাস্তব ঘটনা এবং প্রায় সমাপ্তির মুখে। এ অবস্থায় আমার পরামর্শ, আরও ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে থাক, আর ততদিনে নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরি করে রাখ। অচিরেই তাঁর কাছ থেকে অথবা আমার কাছ থেকে ডাক আসবে।"

তাই হলো; ডাক এল ম্যালোনের কাছ থেকেই। কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন বেশ সকালে সে আমার আপিসে এল সংবাদবাহক হয়ে।

বলল, "চ্যালেঞ্জারের কাছ থেকে আসছি।"

"তুমি যেন হাঙরের মুখে মাছের টোপ।"

"তাঁর সঙ্গে যে কোনও সম্পর্ক রাখাই আমার পক্ষে গর্বের। তাঁর যা করণীয় তিনি ঠিকই করেছেন, এবার তোমার পালা। ওখানে তিনি তো যবনিকা তুলবার জন্য তৈরি হয়েই আছেন।"

"দেখ, চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি এসব বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু এদিকে সব কিছুই প্রস্তুত, একেবারে লরিতে বোঝাই। যে কোনও মুহূর্তে সব নিয়ে রওনা হতে পারি।"

"তাহলে এখনি রওনা হও। কর্মশক্তি ও সময়ানুবর্তিতার বিচারে একটি প্রচণ্ড চরিত্র তোমাকে দিয়েছি, দেখো আমাকে যেন ডুবিও না। ইতিমধ্যে রেলপথে আমার সঙ্গে চল; কি করতে হবে তার একটা ধারণা আমিই তোমাকে দিতে পারব।"

বসন্তকালের এক মনোরম সকালে—সঠিকভাবে বললে ২২শে মে—এমন একটা ভয়ংকর যাত্রায় আমরা পা বাড়ালাম যা আমাকেও একটি ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে হাজির করে দিল। পথেই আমার জন্য চ্যালেঞ্জারের নির্দেশসম্বলিত একটা চিঠি ম্যালোন আমার হাতে দিল।

"মহাশয়,

হেঙ্গিস্ট ডাউন-এ পৌঁছে আপনি মুখ্য যন্ত্রবিদ্ মিঃ বারফোর্থ-এর হেপাজতে থাকবেন; আমার সব পরিকল্পনাই তার কাছে আছে। এই পত্রবাহক আমার তরুণ বন্ধু ম্যালোনও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং কোনও রকম ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাতের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে। সুড়ঙ্গের চোদ্দ হাজার ফুটের স্তরে এবং তারও নিচে সম্প্রতি এমন কতকগুলি ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যাতে একটি গ্রহমণ্ডলের প্রকৃতি সম্পর্কে আমার মতটাই সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়েছে; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের নিশ্চল বুদ্ধির উপর একটা প্রভাব বিস্তার করবার আগে আরও কিছু চাঞ্চল্যকর প্রমাণ পাওয়া দরকার। সেই প্রমাণ দেবেন আপনি, আর সেটা দেখবে তারা। লিফ্‌টের সাহায্যে নেমে যেতে যেতে আপনি দেখতে পাবেন, অবশ্য দেখবার মতো বিরল গুণ যদি আপনার মধ্যে থেকে থাকে, যে আপনি পর পর পার হয়ে যাচ্ছেন মধ্যম খড়ির স্তর, কয়লার স্তর, কিছু ডেভোনিয়ান ও ক্যাম্ব্রিয়ান স্তরের ইঙ্গিত, এবং শেষ পর্যন্ত গ্যানিট পাথরের স্তর যার ভিতর দিয়ে নেমে গেছে আমাদের সুড়ঙ্গের বেশির ভাগ অংশ। নিচটা এখন ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আছে; আমার হুকুম সেটাতে এখন হাত দেবেন না, কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অত্যন্ত স্পর্শকাতর

আবরণটাকে যেমন-তেমনভাবে নাড়াচাড়া করলে তার ফল খারাপ হতে পারে। আমার নির্দেশমতো সুড়ঙ্গের নিচ থেকে বিশ ফুট উপরে আড়াআড়িভাবে দুটো শক্ত কড়ি-কাঠ বসানো হয়েছে। কড়ি-কাঠ দুটোর মাঝখানে যে জায়গাটা থাকবে সেটাই আপনার কূপের নলকে ধরে রাখবে। পঞ্চাশ ফুট ড্রিলই যথেষ্ট হবে,—তার বিশ ফুট থাকবে কড়ি-কাঠের নিচে বেরিয়ে, আর তার ফলে ড্রিলের মুখটা প্রায় ত্রিপলের কাছে পৌঁছে যাবে। যেহেতু আপনার জীবনের একটা মূল্য আছে, সেটাকে আর বেশি নিচে নামতে দেবেন না। তাহলে ত্রিশ ফুট থাকবে সুড়ঙ্গের উপরের দিকে বাড়ানো; তাই আপনি যখন সেটুকুও ছেড়ে দেবেন তখন আমরা ধরে নেব যে ড্রিলের অন্তত চল্লিশ ফুট পৃথিবীর পদার্থের মধ্যে ডুবে যাবে। যেহেতু এই পদার্থটা খুবই নরম, তাই আমার মনে হয় তারপরে হয় তো সেটাকে আরও নামাতে কোনও শক্তির দরকার হবে না; নলটা ছেড়ে দিলে নিজের ভারেই সেটা খোলা স্তরের মধ্যে ঢুকে যাবে। যে কোনও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেই এই নির্দেশাবলী যথেষ্ট মনে হওয়া উচিত, কিন্তু আমার ঈষৎ সন্দেহ আছে যে আপনার আরও কিছু নির্দেশের প্রয়োজন আছে; আমাদের তরুণ বন্ধু ম্যালোনের মাধ্যমে সেটা আমাকে জানাতে পারবেন।

জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।”

দক্ষিণ পাহাড়ের উত্তর পাদমূলের নিকটবর্তী স্টরিংটন স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন আমার স্নায়ুতে যে প্রচুর টান পড়েছে সেটা কল্পনাই করা যেতে পারে। একটা জীর্ণ “ভক্স্‌হল ত্রিশ” গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়িটা ধাক্কা খেতে খেতে অনেক অলি-গলি পেরিয়ে ছ’সাত মাইল পথ আমাদের নিয়ে পাড়ি দিল; জায়গাটা স্বভাবতই নির্জন হলেও রাস্তায় গভীর চাকার দাগ দেখেই বোঝা যায় যে প্রচুর যানবাহন এ পথে চলে। এক জায়গায় একটা ভাঙা লরিকে ঘাসের উপর পড়ে থাকতে দেখেই বুঝলাম যে আমাদের মতো আরও অনেককেই এ পথে চলতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। একবার দেখলাম মরচে-ধরা একটা প্রকাণ্ড যন্ত্রাংশ—দেখে মনে হলো একটা হাইড্রলিক পাম্পের ভাল্‌ভ্‌ ও পিস্টন—ফার্জ-গাছের জঙ্গলের ভিতর থেকে মাথা বের করে আছে।

মুচকি হেসে ম্যালোন বলল, “ঐ দেখ চ্যালেঞ্জারের কীর্তি। বলেছিলেন, যন্ত্রটা এক-দশম ইঞ্চির বে-মাপ হয়েছে, আর তাই সেটাকে পথের পাশেই ফেলে দিয়েছেন।”

“কোনও সন্দেহ নেই তারপরেই শুরু হয়েছিল একটা মামলা।”

“মামলা! আরে বাবা, তাহলে তো আমাদের নিজেদেরই একটা আদালত বসাতে হয়। এমনিতেই আমাদের যত মামলা হয় তাতেই একজন জজ সারা বছর ব্যস্ত থাকেন। সরকারেরও সেই অবস্থা। বুড়ো শয়তান কারও তোয়াক্কা করেন না। রেক্স বনাম জর্জ চ্যালেঞ্জার এবং জর্জ চ্যালেঞ্জার বনাম রেক্স। এক আদালত থেকে আর এক আদালতে চমৎকার ভূতের নৃত্য চলতেই থাকবে। আরে, আমরা তো এসে পড়েছি। ঠিক আছে জেংকিন্স, আমাদের ঢুকতে দিতে পার।”

ফুলকপির মতো দর্শনীয় কানওয়ালা একটি প্রকাণ্ড লোক আমাদের গাড়িতে উঁকি দিয়েছিল ; তার মুখে সন্দেহের ভ্রূকুটি। আমার সঙ্গীকে চিনতে পেরে সে শান্ত হয়ে স্যালুট করল।

"ঠিক আছে মিঃ ম্যালোন। আমি ভেবেছিলাম 'আমেরিকান এসোসিয়েটেড প্রেস'-এর কেউ।"

"ওঃ, তাহলে তারাও যাতায়াত করছে, কি বল ?"

"তারা এসেছিল আজ, আর কাল এসেছিল 'দি টাইমস্'। ওঃ, তারা তো একেবারে মৌমাছির মতো ভিড় করছে। ঐ দেখুন!" অনেক দূরে আকাশ-পটে একটা বিন্দুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বলল। "ঐ যে চকচক করছে। ওটা শিকাগোর 'ডেইলি নিউজ'-এর টেলিস্কোপ। হ্যাঁ, ওরা এখন আমাদের নিয়েই আছে। অদূরবর্তী 'বিয়েকন'-এ যেমন কাকদের ভিড়, তেমনি ওদের দেখছি দলে দলে আসতে।"

দুর্ভেদ্য কাঁটা-তারের বেড়ার ফটক দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ম্যালোন বলল, "বেচারি সাংবাদিকের দল! আমিও তো ওদেরই একজন, তাই অবস্থাটা ভালই বুঝতে পারি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের পিছন থেকে কে যেন সখেদে আর্তস্বরে ডাক দিল, "ম্যালোন! টেড ম্যালোন!" মোটর-বাইকে চেপে সদ্য আগত একটি ছোট মোটা লোকের গলা ; ফটক-রক্ষীর হারকিউলিসের মতো কব্জিতে বাঁধা পড়ে সে ছটফট করছে।

মুখে থুথু ছিটিয়ে সে বলল, "এই, আমাকে যেতে দাও। তোমার হাত সরাও! ম্যালোন, তোমাদের এই গরিলাকে ডেকে নাও।"

ম্যালোন চেঁচিয়ে বলল, "ওকে যেতে দাও জেংকিন্স! উনি আমার বন্ধু! আরে, বুড়ো মাকাল, এটা কি হচ্ছে? এ অঞ্চলে তুমি কি জন্য এসেছ? তোমার চরে বেড়াবার জায়গা তো ফ্লীট স্ট্রীট—সাসেক্সের জঙ্গল নয়।"

আগন্তুক বলল, "আমি কি জন্য এসেছি সেটা তো তুমি ভালই জান। 'হেঙ্গিস্ট চর'-এর উপর একটা গল্প ফাঁদবার ভার পড়েছে আমার উপর, আর সেটা না লিখে আমি বাড়ি ফিরতে পারব না।"

"আমি দুঃখিত রয়, এখান থেকে তুমি কিছুই পাবে না। কাঁটা-তারের ওপাশেই তোমাকে থাকতে হবে। তার বেশি কিছু চাও তো প্রফেসার চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে এস।"

সাংবাদিক সখেদে বলল, "গিয়েছিলাম। আজ সকালেই গিয়েছিলাম।"

"তিনি কি বললেন ?"

"বললেন আমাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।"

ম্যালোন হাসল।

"আর তুমি কি বললে ?"

"আমি বললাম, দরজাটা কি দোষ করল ?" বলেই দরজা দিয়ে কেটে পড়লাম ; বুঝিয়ে দিলাম যে দরজাটা ঠিকই আছে। তখন তর্কের সময় নয়। সোজা বেরিয়ে

এলাম। লন্ডনে এক দাড়িওয়ালা এসিরীয় ষাঁড়, আর এখানে এই ঠগী; সে তো আমার সেলুলয়েডটাই নষ্ট করে দিয়েছে; আচ্ছা সঙ্গী জুটিয়েছ বটে টেড ম্যালোন।”

“তোমাকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারছি না রয়; পারলে করতাম। ফ্লীট স্ট্রীটে সকলে বলে, তোমাকে কেউ কখনও মারতে পারেনি, কিন্তু এখানে এসেই মার খেলে। তুমি আপিসে ফিরে যাও; কয়েকটা দিন যদি অপেক্ষা করতে পার, তাহলে বুড়োর অনুমতি পাওয়া মাত্রই আমি তোমাকে কিছু খবর দিতে পারব।”

“ভিতরে যাবার কোনও উপায় নেই?”

“পার্থিব কোনও উপায় নেই।”

“টাকায় কিছু হতে পারে?”

“সেটা তো তোমারই ভাল জানা উচিত।”

“সকলে বলছে এটা নিউজিল্যান্ড যাবার একটা সোজা পথ।”

“দেখ রয়, ভিতরে ঢুকতে গেলে হাসপাতালের সোজা পথটাই পেয়ে যাবে। এখনকার মতো বিদায়। নিজেদের কিছু কাজ রয়েছে।”

উঠোন ধরে হাঁটতে হাঁটতে ম্যালোন বলল, “এ হচ্ছে রয় পার্কিন্স, সমর-সংবাদদাতা। আমরা তার রেকর্ড ভেঙে দিলাম, কারণ সকলেই তাকে অপরাজেয় বলে মনে করে। তার ঐ ছোট, মোটা, নির্দোষ মুখটাই তাকে সব ব্যাপারে জয়ের মুখ দেখিয়ে দেয়। একসময় আমরা এক আপিসেই কাজ করতাম। ঐ দেখ”—এক সারি লাল ছাদওয়ালা সুদর্শন বাংলো দেখিয়ে সে বলল—“ঐগুলো হচ্ছে শ্রমিকদের বাসস্থান। তারা সকলেই বাছাই করা লোক; সাধারণ মজুরির চাইতে অনেক বেশি মাইনে তাদের দেওয়া হয়। তাদের সকলকেই অবিবাহিত ও পানদোষবর্জিত হতে হবে, আর মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতে হবে। এখনও পর্যন্ত কোনও সংবাদ পাচার হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ঐ মাঠে তারা ফুটবল খেলে, আর ঐ একটেরে বাড়িটা তাদের লাইব্রেরি ও বিনোদন-কক্ষ। বুড়ো যে ভাল সংগঠক সেটা বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি। ইনি মিঃ বারফোর্থ, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য যন্ত্রবিদ।”

একটি ঢ্যাঙা, শুঁটকো, বিষণ্ণদর্শন মানুষ আমাদের সামনে এসে দেখা দিল; তার সারা মুখে উদ্বেগের গভীর রেখা সুস্পষ্ট।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, “আশা করি আপনিই কূপখননকারী যন্ত্রবিদ। আমাকে আগেই বলা ছিল যে আপনি আসবেন। আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি; বলতে বাধা নেই, এই কাজের দায়িত্ব আমার স্নায়ুর উপর বড় বেশি চেপে বসেছে। আমরা তো কাজ করেই চলেছি, কিন্তু ঠিক পরেই কি যে পেয়ে যাব—খড়িগোলা জলের ঝর্ণা, না কয়লার স্তর, না পেট্রোলিয়ামের ছোট ধারা, অথবা নরকের আগুনের ছোঁয়া—তার কিছুই জানি না। এখনও পর্যন্ত আমাদের তো শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেই দেওয়া হয়নি; তবে যতদূর জানি আপনি হয় তো সেই সংযোগটা করতে পারবেন।”

“নিচে কি খুব গরম?”

“তা, বেশ গরম। অস্বীকার করব না। তবে বায়ুর চাপ ও আবদ্ধ জায়গার কথা

চিন্তা করলে খুব বেশি গরম হয় তো নয়। অবশ্য বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাটা খারাপ। আমরা পাম্প করে বাতাস নিচে পাঠাই, কিন্তু এক শিফ্‌টে কেউ দু'ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারে না,—ছেলেরা কিন্তু কাজ করতে অনিচ্ছুক নয়। কাল প্রফেসার নিচে নেমেছিলেন, সব কিছু দেখে খুব খুশি হয়েছেন। লাঞ্চে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন, তাহলে নিজেই সব দেখতে পাবেন।"

খুব দ্রুত যৎসামান্য আহার্য গ্রহণের পরে সহৃদয় যত্নের সঙ্গে ম্যানেজার আমাদের সব কিছু দেখালেন—ইঞ্জিন-ঘর ও সেখানকার জিনিসপত্র এবং বাইরে ঘাসের উপর ইতস্তত ছড়ানো অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নানা ভাঙা-চোরা অংশের স্তূপ। এক পাশে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটা প্রকাণ্ড "অ্যারল"-জলচালিত শাবল; এটার সাহায্যেই কাজের শুরুতে খুব তাড়াতাড়ি খননের কাজ করা হয়েছিল। তার পাশেই রয়েছে আর একটা বড় ইঞ্জিন; পর পর লোহার খাঁচা বাঁধা একটা লম্বা ইস্পাতের দড়িকে এটার সাহায্যেই চালানো হয়, আর এই খাঁচায় ভরে সুড়ঙ্গের নানা স্তর থেকে আবর্জনার স্তূপ উপরে তুলে ফেলা হয়। পাওয়ার-হাউসের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি "এশার উইস্" টার্বাইন যেগুলির অশ্ব-শক্তি এত বেশি যে মিনিটে একশ' চল্লিশ পাক ঘুরতে পারে এবং হাইড্রলিক অ্যাকুমুলেটরকে এমনভাবে চালাতে পারে যাতে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চোদ্দশ' পাউন্ড চাপ সৃষ্টি হয়ে তিন ইঞ্চি পাইপ বেয়ে সুরঙ্গের নিচে নেমে "ব্র্যান্ড্ট্" মার্কা ফাঁপা দাঁতসমন্বিত চারটি পাথর-কাটা ড্রিলকে চালাতে পারে। ইঞ্জিন-হাউসের ঠিক গায়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ-ঘর; সেখান থেকেই আলোক-ব্যবস্থার জন্য সব বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তার ঠিক পরেই রয়েছে দু'শো অশ্ব-শক্তি সম্পন্ন আর একটা বাড়তি টার্বাইন; সেটার দ্বারা চালিত হয়ে একটা দশ ফুট পাখার হাওয়া বারো ইঞ্চি পাইপ বেয়ে সুড়ঙ্গের একেবারে নিচে যেখানে কাজ চলছে সেখানে নেমে যায়। গর্বিত কর্মীটি নানা রকম যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সহ এই সব ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের বোঝাতে লাগল; তার ফলে আমি একঘেয়েমিতে কাঠ হয়ে উঠলাম, ঠিক এখন যেমন আমি একঘেয়েমিতে কাঠ করে তুলছি আমার পাঠকদের। যাই হোক, এই সময় আমাদের একঘেয়েমিতে একটা স্বাগত বিঘ্ন ঘটল। চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই সানন্দে দেখতে পেলাম, আমার তিন টনের লেল্যান্ড লরিটা এগিয়ে আসছে ঘাসের উপর শব্দ তুলে; তাতেই বোঝাই করা রয়েছে আমার যন্ত্রপাতি ও নানা আকারের নল, আর আছে আমার ফোরম্যান পিটার্স ও একটি নোংরা সহকারী। তারা দু'জনই সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র নামিয়ে সেগুলিকে ভিতরে নিয়ে যাবার কাজে লেগে গেল। তারা কাজ করতে লাগল, আর ম্যানেজার আমাকে ও ম্যালোনকে নিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে চললেন।

স্থানটা বিস্ময়কর; আমি যতটা কল্পনা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বড় মাপের ব্যবস্থা। হাজার হাজার টন মাল যা তোলা হয়েছে তাকে একটা ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে ফেলে ফেলে সুড়ঙ্গের চারধারে মোটামুটি একটা পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। সেই অশ্বক্ষুরের ভিতরের দিকটা ভরাট করা হয়েছে খড়ি, কাদা, কয়লা ও গ্র্যানিট দিয়ে;

তার বুক চিরে যে সব লোহার স্তম্ভ ও চাকা বসানো হয়েছে সেখান থেকে লিফট্ ও পাম্পগুলো চালানো হয়। অশ্বক্ষুরের ফাঁকা জায়গাটাতে যে ইঁটের পাওয়ার-হাউসটা তৈরি করা হয়েছে, ঐ সব স্তম্ভ ও চাকার সঙ্গে তার সংযোগ রাখা হয়েছে। তারপরেই সুড়ঙ্গের খোলা মুখটা, প্রকাণ্ড হাঁ-করা একটা গহ্বর, তার ব্যাস প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট, উপরে ইঁট ও সিমেন্টের আস্তরণ। এক পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে সেই ভয়ংকর পাতালপুরীর দিকে যখন তাকালাম—আগেই শুনেছি সেটা আট মাইল গভীর—তখন তা দেখে ও তার কথা ভেবে আমার মাথা ঘুরে গেল। সূর্যের আলো আড়াআড়িভাবে এসে সুড়ঙ্গের মুখে পড়েছে; আমি দেখতে পেলাম কয়েক শ' গজ জুড়ে শুধু নোংরা সাদা খড়ি; মাঝে মাঝে ইঁট বসিয়ে ঠেকনো দেওয়া। যাই হোক, নিচে তাকিয়ে অনেক অনেক গভীর অন্ধকারে দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু, যত ছোট একটা বিন্দু হওয়া সম্ভব; কিন্তু কালোর উপরে সেই আলোক বিন্দুটিই অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থির।

"ওটা কিসের আলো?" আমি শুধালাম।

আমার পাশ থেকেই ম্যালোন পাঁচিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

বলল, "ওই তো একটা খাঁচা উঠে আসছে। খুবই অবাক কাণ্ড, তাই না? আমাদের এখান থেকে ওটা প্রায় এক মাইল দূরে, আর ঐ আলোর বিন্দু একটা শক্তিশালী আর্কল্যাম্প। ওটা খুবই দ্রুতগতি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে।"

সত্যি তাই; আলোর বিন্দুটা বড় হতে হতে একসময় তার রূপোলি উজ্জ্বলতায় নলটাকে আলোকিত করে তুলল; তার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। একমুহূর্ত পরেই লোহার খাঁচাটা ল্যান্ডিং-এ এসে সশব্দে থেমে গেল, আর চারটি লোক তার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে প্রবেশ-পথের দিকে এগিয়ে গেল।

ম্যালোন বলল, "অতটা নিচে নেমে দু'ঘণ্টার শিফ্টে কাজ করা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। তোমার কিছু মালপত্র তো হাতের কাছেই আছে। আমার তো মনে হয় আমাদের একবার নিচে নেমে যাওয়াই ভাল। তাহলে নিজের চোখে দেখেই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবে।"

ইঞ্জিন-ঘরের লাগোয়া একটা ঘর ছিল। সে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। হাল্কা তসরের তৈরি কতকগুলি স্যুট দেয়াল থেকে ঝুলছিল। ম্যালোনের দেখাদেখি আমিও গা থেকে সব পোশাক খুলে ফেলে সেখান থেকে একটা স্যুট নামিয়ে পরে নিলাম; সেই সঙ্গে রবার-সোলের একজোড়া চটিও পরলাম। আমার আগেই ম্যালোনের পোশাক পরা হয়ে গেল; সে সাজঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তকাল পরেই একটা শব্দ কানে এল; যেন দশটা কুকুর একসঙ্গে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি যে লোকটি আমার সঙ্গে আনা নলগুলো সাজিয়ে রাখছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বন্ধুটি মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে! লোকটি বেপরোয়াভাবে একটা জিনিস চেপে

ধরে আছে, আর বন্ধুটি তার কাছ থেকে সেটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ম্যালোনের গায়ের জোর অনেক বেশি, লোকটার হাত থেকে জিনিসটা ছিনিয়ে নিয়ে সে তার উপর দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তখন বুঝলাম সেটা একটা ফটো তোলার ক্যামেরা। আমার কাজের লোকটি গোমড়া মুখে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "এটা কি করলে টেড ম্যালোন! একটা আনাকোরা নতুন দশ গিনি দামের যন্ত্র।"

"উপায় ছিল না রয়। তোমাকে ছবি তুলতে আমি দেখেছি, আর এ অবস্থায় একটাই করণীয় ছিল।"

সক্ষোভে আমি শুধালাম, "আমার লোকজনের সঙ্গে তুমি ভিড়ে গেলে কেমন করে?"

লোকটি চোখ টিপে মুখটা বেঁকাল। বলল, "ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কিন্তু তোমার ফোরম্যানকে দোষী করো না। সে ভেবেছিল ওটা একটা বাজে মাল। তার সাহায্যেই পোশাক যোগাড় করে ভিতরে ঢুকে পড়েছি।"

ম্যালোন বলল, "এখনি বেরিয়ে যাও। তর্ক করে কোনও লাভ নেই রয়। চ্যালেঞ্জার এখানে থাকলে তোমার উপর কুকুর লেলিয়ে দিত। ও গর্তে তো আমিও ঢুকেছিলাম এক সময়, তাই তোমার উপর বেশি কঠোর হব না, কিন্তু আমি এখানকার রক্ষী-কুকুর, যেমন ঘেউ-ঘেউ করতে পারি তেমনি কামড়াতেও পারি। শোন, সোজা বেরিয়ে যাও।"

দুটি মজুর আমাদের উৎসাহী অতিথিকে উঠোন থেকে বের করে দিল। এই ঘটনা থেকেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে—কয়েক দিন পরে "দি অ্যাডভাইসার" পত্রিকায় প্রকাশিত "অস্ট্রেলিয়া যাবার মৌচাক-পথ" উপশীর্ষক "এক বৈজ্ঞানিকের উন্মাদ স্বপ্ন" শীর্ষক একটি বিস্ময়কর চারকলামব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশ, চ্যালেঞ্জারের প্রায় পক্ষাঘাত হবার উপক্রম এবং "দি অ্যাডভাইসার" পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে জীবনের সব চাইতে অপ্রীতিকর ও বিপজ্জনক সাক্ষাৎকারের সম্মুখীন হওয়া—এ সব কিছুর মূল উৎসটা কোথায়। প্রবন্ধটি ছিল নানা চিত্রশোভিত "আমাদের অভিজ্ঞ সমর-সংবাদদাতা" রয় পার্কিন্সের অভিযানের একটি অতিরঞ্জিত বিবরণ; তাতে ছিল "এন্‌মোর গার্ডেন্সের এই অভদ্র গুণ্ডা," "কাঁটা-তার ও শিকারী কুকুর দিয়ে ঘিরে-রাখা উঠোন," এবং "ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় সুড়ঙ্গের প্রান্ত থেকে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল দুটি গুণ্ডা; তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার মুখ-চেনা এক আধা-সাংবাদিক যে আসলে একটি সর্বঘটের কারবারী, আর অপরজন বিচিত্র পোশাক পরিহিত এক অশুভদর্শন মানুষ; কূপখননকারী যন্ত্রবিদের ভেক ধরে এসেছে, কিন্তু দেখলে 'হোয়াইট চ্যাপেলের' লোক বলেই মনে হয়" ইত্যাদি ধরনের সব উজ্জ্বল পংক্তি। যাহোক, এই ভাবে আমাদের দু'জনের বর্ণনা দিয়ে সেই পাষণ্ডটা গহ্বর-মুখের রেলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে এবং এমন একটা আঁকা-বাঁকা খননকার্যের উল্লেখ করেছে যার সাহায্যে রজ্জুপথে

চালিত ট্রেনগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যেতে পারে। এই প্রবন্ধের ফলে একমাত্র বাস্তব অসুবিধা এই দেখা দিল যে, কোনও কিছু ঘটার অপেক্ষায় যে সব অকেজো লোক দক্ষিণ পাহাড়ের উপর বসেছিল তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেল। একদিন সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটি যখন ঘটল তখন কিন্তু সকলেরই মনে হয়েছিল যে অন্য কোথাও থাকাই ছিল ভাল।

আমার ফোরম্যান তার নকল সহকারীটিকে নিয়ে আমার যন্ত্রপাতি, আমার বেল-বক্স, আমার ক্রোজ্‌ফুট, ভি-ড্রিল, ডাণ্ডা ও মাপ-যন্ত্র দিয়ে জায়গাটাকে বোঝাই করে ফেলেছে; কিন্তু ম্যালোন পীড়াপীড়ি করতে লাগল—ও সব থাক, আগে নিচে নেমে চল। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ইস্পাতের জাফরি-কাটা খাঁচায় ঢুকে পড়লাম, এবং মুখ্য যন্ত্রবিদের সঙ্গে তীরের মতো পৃথিবীর পাকস্থলীতে ঢুকে গেলাম। সুড়ঙ্গের গা কেটে নিজস্ব পরিচালনকেন্দ্র সমন্বিত অনেকগুলি অটোমেটিক লিফ্‌ট বসানো হয়েছে। লিফ্‌টগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতি; বৃটিশ লিফ্‌টের মতো সোজা নেমে যাওয়ার পরিবর্তে এই লিফ্‌টে চড়লে একটা নিম্নগতি রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়।

খাঁচাগুলি জাফরি-কাটা এবং আলোকোজ্জ্বল; ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর পেরিয়ে আমরা নামতে লাগলাম সেগুলো বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। বিদ্যুৎগতিতে নিচে নামতে থাকলেও প্রতিটি স্তর আমার চেতনায় দাগ কেটে বসল। অগভীর খড়ির স্তর, কফি-রঙের হেস্টিংস স্তর, হাল্কা অ্যাশবার্নহাম স্তর, কালো অঙ্গারমিশ্রিত কাদা, তারপর বৈদ্যুতিক আলোয় ঝিকমিক করা স্তরের পর স্তর, ঝকঝকে কালো কয়লা, আর মাঝে মাঝেই কাদার একটা করে বৃত্ত। এখানে-ওখানে কিছু ইঁটের দেয়াল তোলা হয়েছে, কিন্তু নীতি হিসাবে সুড়ঙ্গটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ; এটাকে গড়ে তুলতে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও যান্ত্রিক কুশলতা প্রয়োজন হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। তারপরই আমরা হুশ্‌ করে পৌঁছে গেলাম একেবারে আদিম গ্র্যানিট স্তরে; সেখানে আগ্নেয় শিলাখণ্ডগুলো এমনভাবে ঝিকমিক করছে যেন কালো দেয়ালের গায়ে হীরের কুঁচি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিচে—আরও নিচে নামতে লাগলাম; এত নিচে কোনও মানুষ কোনও দিন নামেনি। প্রাচীন পাথরগুলোর কী বিচিত্র বর্ণসমারোহ। গোলাপী রঙের খনিজ পাথরের একটা চওড়া স্তরের উপর আমাদের শক্তিশালী আলো পড়ে সেটা যে রকম অপার্থিব সৌন্দর্যে ঝলমল করছিল তার কথা আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না। স্তরের পর স্তর, লিফ্‌টের পর লিফ্‌ট পার হয়ে চলেছি, বাতাস ক্রমেই ঘন ও গরম হয়ে উঠছে, একসময় হাল্কা তসরের পোশাকও অসহ্য হয়ে উঠল, রবার-সোলের চটির মধ্যে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। অবশেষে যখন মনে হচ্ছিল যে এ অবস্থা আর সহ্য করতে পারব না তখন শেষ লিফ্‌টা থেমে গেল; পাথরের গায়ে কেটে গড়া একটা গোল প্ল্যাটফর্মে আমরা নেমে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম, নামতে নামতেই ম্যালোন চারদিকের দেয়ালের দিকে সন্দেহজনক চোখে তাকাচ্ছে। তাকে অত্যন্ত সাহসী লোক বলে না জানলে হয় তো বলতাম যে তাকে খুবই ভীত মনে হচ্ছিল।

কাছাকাছি পাথরের উপর হাত বুলিয়ে মুখ্য যন্ত্রবিদ বললেন, "কী রকম অদ্ভুত দেখতে।" আলোটা ধরে তিনি দেখালেন, একটা বিচিত্র চটচটে কাদার সর পড়ে সেটা চকচক করছে। "এখানে কেমন যেন একটা থর থর কম্পন অনুভূত হচ্ছে। জানি না কি নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমার কাছে এ সবই তো নতুন।"

ম্যালোন বলল, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঐ দেয়ালটাকে আমি রীতিমতো কাঁপতে দেখেছি। শেষবার যখন এখানে নেমেছিলাম তখন আপনার ড্রিলের জন্য কড়ি-কাঠ দুটোকে আড়াআড়িভাবে বসিয়েছিলাম। সেই সময় দেয়ালটাকে যখন কাটছিলাম তখন প্রতিটি আঘাতেই ওটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিল। পুরনো লন্ডনের নিরেট শহরে বুড়ো মানুষটির মতবাদটাকে অবাস্তব মনে হয়েছিল, কিন্তু এখানে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আট মাইল নিচে এসে সে কথাটা নিশ্চয় করে বলতে পারছি না।"

যন্ত্রবিদ বললেন, "ত্রিপলের নিচে যা ঢাকা আছে সেটা দেখলে আপনার নিশ্চয়তা আরও হ্রাস পাবে। এই সব পাথর মাখনের মতো কাটে, কিন্তু এটাকে পেরিয়ে এমন একটা বস্তু পেয়েছি যে রকমটা পৃথিবীতে কোথাও নেই। প্রফেসার বলেছিলেন, 'ওটাকে ঢেকে দাও! স্পর্শ করো না!' তাঁর কথা মতোই ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে; সেই থেকে ওই ভাবেই আছে।"

"আমরা একবার দেখতে পারি না?"

যন্ত্রবিদের বিষণ্ন মুখে একটা ত্রাসের ভাব দেখা দিল।

বললেন, "প্রফেসারের কথা অমান্য করাটা তামাশার ব্যাপার নয়। লোকটি সাংঘাতিক চতুর, কে জানে কি ভাবে আপনার উপরও নজর রেখেছেন। যাই হোক, একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করব।"

রিফ্লেক্টর ল্যাম্পের আলোটা নিচে ফেলতেই কালো ত্রিপলটা চকচক করে উঠল। তখন ঝুঁকে পড়ে ত্রিপলের কোণে বাঁধা দড়িটা ধরে ত্রিপলের নিচেকার আধ ডজন বর্গ গজ জায়গা দৃশ্যমান করে দিলেন।

সে দৃশ্য যেমন অসাধারণ তেমনি ভয়াবহ। মেঝেটা এক ধরনের ধূসর পদার্থে পূর্ণ; পদার্থটা যেমন পালিশ তেমনি উজ্জ্বল; মৃদু হৃদ্-স্পন্দনের মতো সেটা একবার উঠছে, একবার নামছে। কম্পনটা সরাসরি চোখে পড়ে না, শুধু উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়া একটা মৃদু ঢেউ বা তালের আভাস পাওয়া যায়। উপরিভাগটাও আগাগোড়া এক রকম নয়, গ্রাউন্ড-গ্লাসের ভিতর দিকে তাকালে দেখা যায় তার নিচে আছে সাদা সাদা ছোপ বা অতি সূক্ষ্ম গর্ত যেগুলির আকার ও আকৃতি অনবরত বদলে যাচ্ছে। এই অসাধারণ দৃশ্য দেখে আমরা তিনজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ভয়ার্ত গলায় ম্যালোন ফিসফিস করে বলল, "অনেকটা ছাল-ছাড়ানো জন্তুর মতো দেখতে। বুড়োর সজারুর কল্পনাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "হায় প্রভু! একটা হার্পুন দিয়ে আমাকেও কি ওই জন্তুটাকে বিঁধে ফেলতে হবে!"

ম্যালোন বলল, "সে কাজটা তো তোমারই হাতে বাপু; আর দুঃখের সঙ্গেই বলছি, ভয়ে যদি সরে না পড়ি তো সে কাজটার সময় আমি তোমার পাশেই থাকব।"

"আমি কিন্তু থাকব না," যন্ত্রবিদ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন।

"আমি কিন্তু এ বিষয়ে স্থিরসংকল্প। বৃদ্ধ যদি পীড়াপীড়ি করেন তাহলে কাজে ইস্তফা দেব। হায় প্রভু, ওই দেখ!"

হঠাৎ সেই ধূসর উপরিভাগটা ফুলে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এল, প্রাচীরের উপর থেকে নিচে তাকালে ঠিক যে ভাবে ঢেউগুলো উপরের দিকে আছড়ে পড়ে। তারপরই ঢেউটা যেন স্তিমিত হয়ে গেল; মৃদু স্পন্দন ও কম্পন আগের মতোই চলতে লাগল। দড়িটা নামিয়ে দিয়ে বারফোর্থ ত্রিপলটা দিয়ে সবটা ঢেকে দিলেন।

বললেন, "দেখে মনে হলো, ওটা যেন প্রায় বুঝতেই পেরেছিল যে আমরা এখানে আছি।"

"ওটা আমাদের দিকে এভাবে ফুলে উঠল কেন? আমার তো মনে হয় ওটার উপরে আলোর কোনওরকম প্রভাব পড়েছিল।"

"এখন আমাকে কি করতে হবে?" আমি শুধালাম।

লিফ্‌ট যেখানে থেমেছে ঠিক তার নিচে গর্তের মুখে আড়াআড়িভাবে বসানো কড়ি-কাঠ দুটোর দিকে মিঃ বারফোর্থ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দুটো কড়ি-কাঠের মাঝখানে ইঞ্চি নয়েকের মতো ফাঁক রয়েছে।

তিনি বললেন "এটা বুড়ো লোকটিরই ব্যবস্থা। আমার ধারণা আমি এ দুটোকে আরও ভালভাবে বসাতে পারতাম; একটা পাগলা ষাঁড়কে তবু যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তিনি যা বলেন ঠিক তাই করাটা অনেক সহজ ও নিরাপদ। তাঁর কথা হচ্ছে, এই দুটো কড়ি-কাঠের মাঝখানেই আপনার ছ' ইঞ্চি তুরপুনটাকে যে কোনও রকমে বেঁধে নেবেন।"

"দেখুন সে ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না," আমি জবাবে বললাম। "আজ থেকেই কাজ শুরু করব।"

পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে কূপখননের কাজ আমি করেছি; কিন্তু সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে যে আমার বিচিত্র জীবনে এটাই সবচাইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বার বার বলেছেন বেশ দূরত্বে থেকে কাজটা করতে হবে; কথাটা আমার কাছেও যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল; তাই বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থার কথাই আমার মাথায় এল; আর সুড়ঙ্গের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত তার পাতা থাকায় সে কাজটাও বেশ সহজেই হলো। অসীম সতর্কতার সঙ্গে ফোরম্যান পিটার্স ও আমি লম্বা নলগুলোকে নামিয়ে এনে পাথুরে আলিসার উপর জমা করে রাখলাম। তারপর সর্বনিম্ন লিফ্‌টটাকে তুলে দিয়ে আমাদের জন্যে খানিকটা জায়গা করে নিলাম। কেবলমাত্র মাধ্যাকর্ষণের উপর ভরসা করলে চলবে না ভেবে ঘাত-প্রতিঘাত পদ্ধতি গ্রহণ করাই স্থির করলাম; একটা পুলির সাহায্যে আমাদের একশ'-পাউন্ড বাটখারাটাকে লিফ্‌টের নিচে ঝুলিয়ে দিলাম এবং একটা V-আকৃতির যন্ত্রের সাহায্যে নলগুলিকে তার নিচে

চালিয়ে দিলাম। আর শেষকালে যে দড়ির সঙ্গে ঐ বাটখারাটা বাঁধা থাকবে সেটাকে সুড়ঙ্গের গায়ে এমনভাবে আটকে দেওয়া হবে যাতে বিদ্যুৎ-সংযোগ ঘটামাত্রই সেটা চলতে শুরু করে। গ্রীষ্মাঞ্চলীয় তীব্র গরমের মধ্যে কাজটা করা খুবই কষ্টসাধ্য ; তাছাড়া একবার পা ফস্কালে অথবা কোনও একটা যন্ত্রপাতি নিচের ত্রিপলের উপরে পড়লে যে কী অকল্পনীয় বিপদ ঘটতে পারে, মনের মধ্যে সর্বক্ষণ তার একটা অনুভূতি তো ছিলই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কম ভয়াবহ নয়। বার বার দেখছি দেয়াল বেয়ে একটা অদ্ভুত শিহরন ও কম্পন বয়ে যাচ্ছে ; তার উপর হাত রাখলে একটা একঘেয়ে স্পন্দনও যেন অনুভব করেছি। আমরা যে কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত, শেষ বারের মতো এই সংকেত যখন পাঠালাম এবং মিঃ বারফোর্থকে জানালাম যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর ইচ্ছামতো যে কোনও মুহূর্তে পরীক্ষা শুরু করতে পারেন, তখন কিন্তু পিটার্স বা আমি কেউই দুঃখিত বোধ করলাম না।

বেশি সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হলো না। কাজ শেষ করবার তিন দিন পরেই আমার পরোয়ানা হাজির হলো।

ভোজ-সভায় যে ধরনের আমন্ত্রণ-পত্র ব্যবহার করা হয় তেমনি একটা সাধারণ আমন্ত্রণ-পত্র ; তাতে লেখা :

প্রফেসর জি. ই. চ্যালেঞ্জার,

এফ. আর. এস., এম. ডি., ডি. এস্‌-সি., ইত্যাদি, (প্রাক্তন সভাপতি, জুওলজিক্যাল ইন্সটিটুট এবং এত বেশি সাম্মানিক ডিগ্রি ও খেতাবের অধিকারী যা উল্লেখ করার মতো স্থান এই আমন্ত্রণ পত্রে নেই)

২১ শে জুন মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে জড়বস্তুর উপর মনের উল্লেখযোগ্য জয়লাভকে প্রত্যক্ষ করতে

মিঃ জোন্সকে (কোনও মহিলা নয়)

উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছেন।

হেঙ্গিস্ট চর, স্থান সাসেক্স

১০.৫ মিনিটে ভিক্টোরিয়া থেকে বিশেষ ট্রেন ছাড়বে। যাত্রীরাই নিজেদের ভাড়া দেবেন। পরীক্ষা-কার্যের পরে জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে কি না সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করবে। স্টেশন, স্টোরিংটন।

R.S.V.P (বড় হাতের অক্ষরে নাম লিখে অবিলম্বে), ১৪ বিস, এন্‌মোর গার্ডেন্স, এস. ডব্লু.

দেখলাম ম্যালোনও এইমাত্র অনুরূপ পত্র পেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

বলল, "আমাদের কাছে এটা পাঠানো তো নিরর্থক। ফাঁসুড়ে যেমন খুনীকে বলে, ঠিক তেমনি যাই ঘটুক না কেন আমাদের তো সেখানে থাকতেই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলছি, সারা লন্ডনে হৈ-চৈ পড়ে গেছে।"

অবশেষে একদিন সেই মহা দিবসটি এল। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভেবেছিলাম,

সব কিছুই যে যথাযথভাবে করা হয়েছে আগের রাতেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের তুরপুনটা ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছিল, বাটখারাটা মাপমতোই রাখা হয়েছিল, বৈদ্যুতিক সংযোগ সহজেই চালু করা যাবে; মোট কথা, এই বিচিত্র পরীক্ষাকার্যে আমার কাজটুকু যে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকিটা যথাসম্ভব কমাবার জন্য বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে প্রায় পাঁচশো গজ নিচে রাখা হলো।

এল সেই ভয়ংকর দিনটি। ইংলন্ডের গ্রীষ্মকালের একটি আদর্শ দিন। নিশ্চিন্ত মনে উপরে উঠে এলাম। সাধারণভাবে সমস্ত ব্যাপারটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেবার জন্য পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অর্ধেকটা পথ উঠে গেলাম।

মনে হলো সারা পৃথিবীটাই বুঝি হেঙ্গিস্ট চরে এসে জমায়েত হচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি চলে পথঘাট লোকে লোকারণ্য। নানা অলি-গলি বেয়ে মোটর গাড়িগুলো হেলে-দুলে এসে উঠোনের ফটকে যাত্রীদের ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে এসেই সব যাত্রার শেষ হচ্ছে। একদল শক্তিশালী দরোয়ান ফটকে অপেক্ষা করছে। একমাত্র বহু-আকাঙ্ক্ষিত বাদামী টিকিটটা দেখিয়ে তবেই ভিতরে ঢুকতে পারা যাচ্ছে; কথায় বা ঘুষে কোনও কাজ হচ্ছে না। কাজেই তারা ফিরে গিয়ে অপেক্ষমাণ বিরাট জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। পাহাড়ের ধারে ধারে শুধুই দর্শনার্থীদের ভিড়। ডার্বি খেলার দিন এপ্‌সম্ পাহাড়ের মতোই সেখানকার অবস্থা। উঠোনের মধ্যে খানিকটা জায়গা কাঁটা-তার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সৌভাগ্যবান লোকদের সেখানে নিয়ে যার যার নির্দিষ্ট আসনটি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা অংশ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য। আর একটা অংশ কমন্স-সভার সদস্যদের জন্য, আর একটাতে জায়গা হয়েছে সর্বোন-এর লে পেলিয়ের এবং বার্লিন একাডেমির ডক্টর ড্রিসিঙ্গারের মতো নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও বিজ্ঞান জগতের খ্যাতিমান মানুষদের। রাজ পরিবারের তিনজন সদস্যের জন্য বালির বস্তা ও করোগেটের ছাদ সমন্বিত একটা বিশেষ অঞ্চল সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

সওয়া এগারোটার সময় পর পর অনেকগুলো লম্বা গাড়িতে করে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথিদের স্টেশন থেকে নিয়ে আসা হলো। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার কাজে সাহায্য করতে আমিও উঠোনে নেমে গেলাম। বিশেষভাবে ঘেরা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। পরনে ঝকঝকে ফ্রক-কোট, সাদা ওয়েস্ট-কোট। বার্নিশ-করা টপ-হ্যাট; মুখে সর্বজয়ী, প্রায় দৃষ্টিকটু উদারতার একটা মিশ্রিত ভাব, আর সেই সঙ্গে এক বিচিত্র আত্মম্ভরিতার প্রকাশ। কোনও সমালোচক তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছিল, "যিহোভা মানসিকতার এক সুস্পষ্ট প্রতীক।" অতিথিদের নিজ নিজ স্থানে বসিয়ে দেবার কাজে তিনি সাহায্য করছিলেন। তারপর সমবেত সকলের ভিতর থেকে নির্বাচিত সুধীজনকে সঙ্গে নিয়ে সুবিধামতো একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন; যেন একজন সভাপতি সমবেত সকলের সহর্ষ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করছেন। কিন্তু সে রকম কিছু না ঘটায় তিনি নিজের বিষয়বস্তুর মধ্যে ডুব দিলেন; ঘেরা জায়গাটার দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্বর গম্-গম্ করতে লাগল।

সগর্জনে তিনি বলতে লাগলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, এই অনুষ্ঠানে ভদ্রমহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনও প্রয়োজন আমার নেই। আজ সকালে আমাদের মধ্যে তাঁদের উপস্থিত থাকবার জন্য যদি আমন্ত্রণ না করে থাকি, তার কারণ এ নয় যে তাঁদের গুণাবলীকে আমি স্বীকার করি না, কারণ আমি বলতে পারি"—গজবৎ রসিকতা ও নকল বিনয়ের সঙ্গে—"যে আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা চিরদিনই চমৎকার এবং প্রকৃতই ঘনিষ্ঠ। আসল কারণটা হলো, এই পরীক্ষা-কর্মের মধ্যে কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে, যদিও সে ঝুঁকিটা এত বেশি নয় যাতে আপনাদের অনেকের মুখে যে অস্বস্তির ভাব দেখতে পাচ্ছি তাকে সমর্থন করা চলে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা জেনে খুশি হবেন যে আবর্জনা-স্তূপের উপর অনেকগুলো বিশেষ আসন তাঁদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, কারণ সেখান থেকে প্রকৃত কর্মস্থলটা সরাসরি দেখা যাবে। অনেক সময় তাঁরা এত বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন যেটাকে অশোভন কৌতূহল থেকে আলাদা করে দেখা যায় না; কিন্তু অন্তত এক্ষেত্রে আমি যে তাঁদের সুবিধার দিকে নজর দেইনি সে নালিশ তাঁরা করতে পারবেন না। যদি কিছু না ঘটে, সেটা তো হতেই পারে, তো আমি অন্তত তাঁদের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। অপর পক্ষে যদি কিছু সত্যি ঘটে তাহলে সেটা দেখবার ও লিপিবদ্ধ করবার চমৎকার সুযোগ তাঁরা পাবেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে সামর্থ্য যদি তাঁরা অক্ষুন্ন রাখতে পারেন।

"আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, অকারণ অশ্রদ্ধা ছাড়াই যাদের আমি সাধারণ ইতরজন বলে বর্ণনা করতে পারি তাদের কাছে নিজের সিদ্ধান্ত অথবা কার্যাবলী ব্যাখ্যা করা একজন বিজ্ঞান-সাধকের পক্ষে খুবই অসম্ভব কাজ। কিছু কিছু অশিষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করার মতো শব্দ আমার কানে আসছে, আর হাড়ের চশমা পরা যে ভদ্রলোকটি হাতের ছাতা নাচাচ্ছেন তাঁকে আমি থামতে বলছি। (একটি কণ্ঠস্বর: "আপনার অতিথিদের যে বর্ণনা আপনি দিলেন স্যার, সেটা অত্যন্ত আপত্তিকর।") সম্ভবত আমি 'সাধারণ ইতরজন' কথাটা ব্যবহার করাতেই ভদ্রলোকটি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বেশ তো, তাহলে বলা যাক যে আমার শ্রোতারা সব অত্যন্ত অসাধারণ ইতরজন। কথার মারপ্যাঁচে আমরা যাব না। বাধা পাবার আগে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, পৃথিবী প্রসঙ্গে আমার আসন্ন-প্রকাশ গ্রন্থে সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বিস্তারিত ও পরিষ্কারভাবে আমি আলোচনা করেছি, আর যথাযথ বিনয়ের সঙ্গেই সেই গ্রন্থটিকে পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী গ্রন্থগুলির অন্যতম বলে বর্ণনা করতেও পারি। (অনেকের বাধা ও চিৎকার: "আসল কথায় আসুন! এখানে আমরা কি জন্য এসেছি? এটা কি একটা ঠাট্টার ব্যাপার?") সেই কথাই তো পরিষ্কার করে বলতে যাচ্ছিলাম। এই ভাবে যদি বাধার সৃষ্টি করা হতে থাকে তাহলে শিষ্টতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আমি বাধ্য হব; তার অভাব কিন্তু বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসল পরিস্থিতিটা এই: ভূ-পৃষ্ঠের ভিতর দিয়ে আমি একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছি; আর পৃথিবীর স্নায়ুতন্তুর বহিরাবরণে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলে তার ফল কি দাঁড়ায় এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করব; এই সূক্ষ্ম কাজটা পরিচালনা করবেন আমার অধীনস্থ

কর্মীরা,—কূপখননকার্যে স্ব-ঘোষিত বিশেষজ্ঞ মিঃ পিয়ারলেস জোন্স, আর আমার প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ এডোয়ার্ড ম্যালোন। সেই স্পর্শকাতর পদার্থটিকে খুঁচিয়ে দেওয়া হবে, আর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটা অনুমানের বিষয়। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করলে এই দুই ভদ্রলোক গহ্বরের ভিতরে নেমে যাবেন এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থাগুলো নিষ্পন্ন করবেন। তারপর এই টেবিলে রাখা বৈদ্যুতিক বোতামটা আমি টিপে দেব। তাহলেই পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে।”

চ্যালেঞ্জারের যে কোনও উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার পরেই দর্শকদের সাধারণতই মনে হয় যে পৃথিবীর মতোই তাদের বহিরাবরণ-ত্বককে ছিঁড়ে খুঁড়ে ভিতরকার স্নায়ুতন্তুকে বুঝি মেলে ধরা হয়েছে। আজকের জনতার ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটল না। সকলে স্বস্থানে ফিরে যেতে যেতেই সমালোচনা ও ক্ষোভের গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। স্তূপের উপর বসে রইলেন চ্যালেঞ্জার একা; পাশে একটা ছোট টেবিল; তাঁর কালো চুল ও দাড়ি উত্তেজনায় কম্পমান; অতীব অমঙ্গলসূচক সে মূর্তি। সে দৃশ্য উপভোগ করবার মতো সময় ম্যালোন অথবা আমার কারও ছিল না; কারণ এক অসাধারণ কর্তব্যপালনে আমাদের ছুটে যেতে হয়েছিল। বিশ মিনিট পরে আমরা সুড়ঙ্গের তলদেশে পৌঁছে গেলাম এবং অনাবৃত স্থানটার উপর থেকে ত্রিপলটাকে তুলে ফেললাম।

আমাদের সামনে দেখা দিল একটা বিস্ময়কর দৃশ্য। একটা অদ্ভুত জাগতিক টেলিপ্যাথির সাহায্যে পুরাতন গ্রহটা বোধ হয় জানতে পেরেছে যে একটা অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে। খোলা পদার্থটা টগবগ করে ফুটছে। বড় বড় ধূসর বুদ্বুদ উঠছে আর সশব্দে ফেটে যাচ্ছে। চামড়ার নিচেকার বাতাস ও সূক্ষ্ম গর্তগুলো আলাদা হয়ে গিয়েও যেন উত্তেজিতভাবে আবার মিলে যাচ্ছে। আড়াআড়িভাবে প্রসারিত ছোট ছোট ঢেউগুলি আগের চাইতে আরও শক্তিশালী ও দ্রুতলয়ে চলছে। উপরিভাগের নিচে যে সব সরু পথ এঁকেবেঁকে মিলিত হয়েছে তার মধ্যে এক ধরনের গাঢ় রক্তিম তরল পদার্থ যেন কাঁপছে বলে মনে হলো। সব কিছুর মধ্যেই জীবনের স্পন্দন। একটা ভারী গন্ধ বাতাসকে মানুষের ফুসফুসের পক্ষে অনুপযুক্ত করে তুলেছে।

একদৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম; হঠাৎ আমার পাশ থেকেই ম্যালোন আর্তস্বরে বলে উঠল, “হা ভগবান, জোন্স! দেখ, দেখ!”

এক পলকের জন্য সে দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তেই আমি বৈদ্যুতিক সংযোগ ঠিক করে নিয়ে এক লাফে লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, “চলে এস! বাঁচতে চাও তো শীঘ্র এস!”

যা দেখলাম তা সত্যি ভয়াবহ। মনে হলো, এই মাত্র সুড়ঙ্গের তলদেশে যা দেখেছি সেই বর্ধিত কার্যকলাপে যেন সুড়ঙ্গের নিচের গোটা অংশটাই যোগ দিয়েছে। দেয়ালগুলো সহানুভূতিতে কাঁপছে, দপ্‌ দপ্‌ করছে। যে গর্তগুলোর মধ্যে কড়ি-কাঠ দুটো বসানো ছিল তার উপরেও এই স্পন্দনের প্রভাব পড়েছে; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কড়ি-কাঠ দুটো আর একটু সরে গেলেই—মাত্র কয়েক ইঞ্চি—সে দুটো পড়ে যাবে। তা যদি

পড়ে তাহলে আমার দণ্ডটার ধারালো মুখটা বৈদ্যুতিক শক্তি ছাড়াই পৃথিবীকে বিদ্ধ করবে। সেটা ঘটবার আগেই ম্যালোন ও আমাকে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। যে কোনও মুহূর্তে একটা অসাধারণ আলোড়নের ঝুঁকি নিয়ে ধরিত্রীর আট মাইল গভীরে বসে থাকা ভয়ংকর রকমের বিপজ্জনক। উন্মাদের মতো আমরা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে পালাতে লাগলাম।

সেই যাত্রার দুঃস্বপ্নের কথা আমরা কেউ কি কোনওদিন ভুলতে পারব? লিফ্‌টি শোঁ-শোঁ করে উঠছে, তবু প্রতিটি মিনিটকে একটা ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে। প্রতিটা স্তরে পৌঁছেই এক লাফে লিফ্‌ট থেকে নেমে আর এক লাফে পরবর্তী লিফ্‌টে চেপেই বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে দিচ্ছি আর হু-হু করে উপরে উঠছি। ইস্পাতের জাফরি-কাটা ছাদের ভিতর দিয়ে অনেক দূরে একটা ছোট্ট আলোর বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি; সেটাই সুড়ঙ্গের মুখ। মুখটা বড় হতে হতে একসময় পূর্ণ বৃত্তের আকার ধারণ করল; আর আমাদের খুশি-ভরা চোখ দুটি সুড়ঙ্গ-মুখের ইঁটের দেয়ালের উপর পড়ল। তীরবেগে উঠছি—উপরে উঠছি—অবশেষে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার এক উন্মাদ খুশির মুহূর্তে দু'জনই সেই কারাগার থেকে লাফিয়ে নেমে আর একবার সবুজ ঘাসের বুকে পা ফেললাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে ত্রিশ পাও যাইনি এমন সময় অনেক অনেক নিচে আমার লৌহ শলাকাটি তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধা ধরিত্রী মায়ের স্নায়ু-কেন্দ্রে বিদ্ধ হলো; আর মহাসংকটের মুহূর্তটিও এগিয়ে এল।

কি ঘটেছিল? ম্যালোন বা আমি—কারওই সে কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না, কারণ প্রচণ্ড সাইক্লোনের এক ধাক্কায় স্থানচ্যুত হয়ে আমরা ঘাসের উপর গড়াতে শুরু করলাম; বরফের উপর দুটো গোল পাথরের মতো আমরা দু'জন অনবরত তালগোল পাকিয়ে পাক খেতে লাগলাম। ঠিক একই সঙ্গে অশ্রুতপূর্ব একটা ভয়ংকর আর্তনাদ আমাদের কানের উপর আছড়ে পড়ল। সেখানে সমবেত শত শত লোকের মধ্যে এমন কে আছে যে সেই ভয়ংকর আর্তনাদকে যথাযথভাবে কোনও দিন বর্ণনা করতে পেরেছে? সে এমন একটা আর্তস্বর যার মধ্যে বেদনা, ক্রোধ, ক্ষতি এবং প্রকৃতির লাঞ্ছিত মহত্ত্ব সব মিলেমিশে একটা বীভৎস চিৎকারে পরিণত হয়েছিল। পুরো একটা মিনিট ধরে সেটা চলেছিল; সহস্র সাইরেন যেন এক হয়ে তার তীব্র স্বননে সমবেত জনতাকে পঙ্গু করে দিয়ে, গ্রীষ্মকালের স্তব্ধ বাতাসে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; এমন কি চ্যানেলকে পার হয়ে আমাদের ফরাসী প্রতিবেশীদের কানেও পৌঁছে গেল। ইতিহাসের কোনও ধ্বনি আজ পর্যন্ত আহত ধরিত্রীর সেই আর্তনাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।

বিমূঢ় ও বধির হয়েও সেই আকস্মিক আঘাত ও শব্দ সম্পর্কে ম্যালোন ও আমি সচেতন ছিলাম, কিন্তু সেই অসাধারণ দৃশ্যের অন্য সব বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে জেনেছিলাম অন্যের বর্ণনা থেকে।

ধরিত্রীর পাকস্থলী থেকে প্রথম উঠে এসেছিল লিফ্‌টের খাঁচাগুলো। অন্য যন্ত্রপাতিগুলো দেয়ালের গায়ে লেগে থাকায় ঝাপটার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল,

কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী স্রোতের পুরো বেগটা আছড়ে পড়েছিল খাঁচাগুলোর নিরেট মেঝের উপর। কয়েকটা বড়িকে আলাদা করে একটা ব্লো-পাইপের মধ্যে রাখলে সেগুলি আলাদা ভাবেই পর পর উপরের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে। সেই রকম চোদ্দটা লিফ্‌টের খাঁচা একটার পর একটা উড়ে এসে একটা চমৎকার অনুবৃত্ত রচনা করে তাদের একটাকে নিয়ে ফেলল 'ওদিং' স্তম্ভের নিকটবর্তী সমুদ্রের জলে এবং আর একটাকে ফেলল চিচেস্টারের অনতিদূরে মাঠের মধ্যে। দর্শকরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে, আজ পর্যন্ত যত বিস্ময়কর দৃশ্য তারা দেখেছে তার কোনওটাই নীল আকাশের বুকে শান্তভাবে উড়ে চলা চোদ্দটি লিফ্‌ট-খাঁচার দৃশ্যের মতো বিস্ময়কর হতে পারে না।

তারপর এল উষ্ণ প্রস্রবণ। আলকাতরার মতো কুৎসিত পাতলা পদার্থের একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল দু'হাজার ফুট। একটা কৌতূহলী বিমান ঘটনাস্থলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছিল; সেটাকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে মানুষ ও যন্ত্র উভয়কেই নোংরার মধ্যে একেবারে পুঁতে ফেলে দিয়েছিল। সেই ভয়ংকর পদার্থটির গন্ধ যেমন তীব্র তেমনি ন্যক্কারজনক; সেটা এই গ্রহের প্রাণ-রক্তও হতে পারে, অথবা প্রফেসর ড্রিসিঙ্গার ও বার্লিন স্কুল-এর মতে উত্তর আমেরিকার এক ধরনের চতুষ্পদ মাংসাসী প্রাণীর দুর্গন্ধ নিঃসরণের মতো আত্মরক্ষাত্মক কোনও নিঃসরণও হতে পারে; চ্যালেঞ্জারদের মতো আক্রমণকারীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতিই জননী ধরিত্রীকে এই ব্যবস্থাটি দান করেছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো প্রধান অপরাধী চরের উপরে তার সিংহাসনে বসে রইল অকলংক দেহে, আর হতভাগ্য সাংবাদিকগণ অগ্নি-প্রবাহের একেবারে এক লাইনে থাকায় এমনভাবে ভিজে-পুড়ে একশা হয়েছিল যে পরবর্তী অনেকগুলি সপ্তাহ তারা কোনও শৌখিন সমাজেই ঢুকতে পারেনি। সেই নোংরা আলকাতরার কাদা বাতাসে ভেসে গিয়েছিল দক্ষিণ দিকে, আর যে বেচারি দর্শকরা কি ঘটে তা দেখবার জন্য ধৈর্য ধরে দীর্ঘ সময় পাহাড়ের চূড়ায় অপেক্ষা করছিল তাদের মাথায়ই পড়ল সেই সব পদার্থ। অবশ্য কেউই হতাহত হয়নি, কোনও বাড়িও পরিত্যক্ত হয়নি, কিন্তু অনেক বাড়িই দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছিল এবং সেই বিরাট ঘটনার কিছু কিছু স্মারক এখনও সেই সব বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে রক্ষিত আছে।

তারপর এল সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হওয়ার পালা। প্রকৃতিতে যেমন কোনও ক্ষতস্থান ধীরে ধীরে নিচ থেকে উপরের দিকে শুকিয়ে আসতে থাকে, তেমনি ধরিত্রীও অতি দ্রুত গতিতে সেই প্রাণ-পদার্থের ভাঙচুরগুলোকে মেরামত করে ফেলল। সুড়ঙ্গের দেয়ালগুলো বুজে আসতে থাকায় দীর্ঘস্থায়ী ঘর্ঘর শব্দ উঠতে লাগল; সে-শব্দ একেবারে নিচ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত একটা কান-ফাটানো শব্দ করে সুড়ঙ্গ-মুখের ইঁটের গোল দেয়ালটা চ্যাপ্টা হয়ে একসঙ্গে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল; তারপরেই একটা ছোটখাট ভূকম্পনে জঞ্জালের পাহাড়টাকে ভূমিস্মাৎ করে দিয়ে ঠিক যেখানে গর্তটা ছিল সেইখানে গড়ে তুলল ভগ্নস্তূপ ও

ভাঙা লোহা-লক্কড়ের পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটা পিরামিড। শুধু যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের পরীক্ষার অবসান হলো তাই নয়, চিরদিনের মতো সেটা মাটির নিচে মানুষের চোখের আড়ালে চলে গেল। রয়্যাল সোসাইটি যদি একটা স্মৃতিস্তম্ভ না তুলত তাহলে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঠিক কোথায় ঘটেছিল সেটা আমাদের বংশধররা কোনওদিন জানতে পারত কিনা সন্দেহ।

তারপরেই এল একটি মহৎ পরিণতি। পর পর এই সব ঘটনার শেষে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু একেবারে চুপচাপ; একটা উৎকণ্ঠ স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ক্রমে লোকজনের সম্বিৎ ফিরে এল; তারা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করল ঠিক কি ঘটেছিল এবং কেমন করে ঘটেছিল। তারপরই সহসা এই বিরাট কর্মযজ্ঞ, তার পরিকল্পনার প্রচণ্ড বিস্তার, তাকে রূপায়ণের প্রতিভা ও বিস্ময়,—সব কিছু তাদের কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হলো। একযোগে তারা চ্যালেঞ্জারের দিকে ফিরে তাকাল। প্রান্তরের প্রতিটি কোণ থেকে উঠল প্রশস্তির চিৎকার; টিবিটার উপর থেকে নিচে তাকিয়ে তাঁর চোখে পড়ল ঊর্ধ্বায়িত মুখের একটা হ্রদ, আর তার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র রুমালের ওঠা-নামা। পিছনের দিকে তাকালে আজও আমি তাঁর সেই চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাই। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন; চোখ দুটি অর্ধ-নিমিলিত, মুখে সচেতন কৃতিত্বের হাসি, বাঁ হাতটা হাঁটুর উপরে রাখা, আর ডান হাতটা রয়েছে ফ্রক-কোটের বুকের মধ্যে। সে ছবি নিশ্চয় চিরকালের জন্য ধরে রাখা হবে, কারণ আমার চারদিক থেকে পাখির কিচির-মিচিরের মতো ক্যামেরার মুহুর্মুহু ক্লিক-ক্লিক শব্দ কানে আসছিল। তিনি যখন মাথাটা নুইয়ে প্রাঙ্গণের চারদিকে তাকাতে লাগলেন তখন জুন মাসের সূর্যের সোনালী কিরণ তাঁকে স্নান করিয়ে দিল। চ্যালেঞ্জার এক মহাবিজ্ঞানী, চ্যালেঞ্জার এক প্রধান পথপ্রদর্শক, চ্যালেঞ্জারই সেই প্রথম মানুষ যাকে মাতা ধরিত্রীও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

উপসংহারে একটিমাত্র কথা। এ কথা অবশ্য সর্বজনবিদিত যে এই পরীক্ষার ফল হয়েছিল জগৎ-জোড়া। একথা সত্য যে প্রকৃত ঘটনাস্থলের বাইরে অন্য কোথাওই আহত গ্রহটি এত বেশি গর্জন করেনি, কিন্তু অন্যত্র তার যে ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে তাতেই সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আসলে সে এক ও অখণ্ড। প্রতি রন্ধ্র, প্রতিটি আগ্নেয়গিরির মুখে ধ্বনিত হয়েছিল তার ধিক্কার। হেক্‌লা এমন ভাবে আর্তনাদ করেছিল যে আইসল্যান্ডবাসীরা একটা দারুণ বিপদপাতের আশংকায় দিন কাটাচ্ছিল। ভিসুভিয়াসের চূড়োটা উড়ে গেল। এটনার মুখ থেকে এত বিপুল পরিমাণ লার্ভা নির্গত হয়েছিল যে দ্রাক্ষাক্ষেত ধ্বংস করার দায়ে ইটালির আদালতগুলিতে চ্যালেঞ্জারের নামে রুজু করা পাঁচ লক্ষ লিরার ক্ষতিপূরণের মামলার রায় তাঁর বিরুদ্ধেই দেওয়া হয়েছিল। এমন কি মেক্সিকোতে এবং মধ্য আমেরিকার নানা স্থানে তীব্র নারকীয় বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, এবং স্ট্রম্বোলির হাহাকারে গোটা পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল ভরে উঠেছিল। মুখর হয়ে উঠেছিল সমগ্র মানবজাতি। একমাত্র চ্যালেঞ্জারই পেরেছিলেন সমগ্র পৃথিবীটাকে আর্তনাদে মুখর করে তুলতে।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

হারানো জগৎ

THE LOST WORLD

অধ্যায় ১

বাবা মিঃ হাঙ্গারটনের মতো বে-হিসেবি মানুষ জগতে বিরল; আত্মপরায়ণ, অপরিচ্ছন্ন ও কাকাতুয়া-স্বভাবের মানুষ; স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, কিন্তু একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক। এ রকম একটি লোক আমার শ্বশুর হবেন এই চিন্তাই হয়তো আমাকে গ্ল্যাডিসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে তাঁর সঙ্গ-সুখ উপভোগ করতে এবং বিশেষ করে দ্বি-ধাতুবাদের অর্থাৎ সোনা ও রূপো দুটো ধাতুরই মুদ্রা প্রচলনের যে মতবাদের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন সে বিষয়ে কিছু শুনবার জন্যই আমি সপ্তাহে তিন দিন করে 'চেস্ট্নাট' পরিবারে হাজিরা দেই।

সেদিন সন্ধ্যায় খারাপ মুদ্রা কর্তৃক ভাল মুদ্রা বিতাড়ন, রূপোর প্রতীকী মূল্য, টাকার অবমূল্যায়ন, এবং মুদ্রা-বিনিময়ের প্রকৃত মান সম্পর্কে তাঁর একঘেয়ে বকবকানি একঘণ্টার অধিক কাল ধরে আমাকে একমনে শুনতে হলো।

দুর্বল কণ্ঠে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ধর, পৃথিবীর যত ঋণ সব যদি একদিনে ফেরৎ চাওয়া হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়, তাহলে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?"

স্বভাবতই আমি জবাব দিলাম যে তাহলে তো আমার দফা রফা হয়ে যাবে। শুনে তিনি লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে ছেবলামি স্বভাবের জন্য আমাকে বকুনি দিয়ে বললেন, এই জন্যই কোনও গুরুতর বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থাপত্যসংক্রান্ত সভায় যোগ দেবার জন্য জামাকাপড় বদলাতে তিনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত গ্ল্যাডিসকে নিরিবিলিতে পেলাম—আমার ভাগ্যের চরম মুহূর্তটিও সমাগত হলো। সারাটা সন্ধ্যা আমার মনোভাব তখন সেই সৈনিকটির মতো যে অপেক্ষা

করে আছে একটিমাত্র সংকেতের জন্য—যে সংকেত তাকে পাঠাবে হয় জয়ের পথে, আর না হয় তো পরাজয়ের আতংকের মধ্যে।

সে বসে ছিল সগর্ব ভঙ্গিমায়; লাল পর্দার উপর আঁকা পড়েছিল তার সুঠাম দেহের রেখা-চিত্র। সে কি সুন্দরী! অথচ সে কত দূরে! আমরা দু'জন ছিলাম বন্ধু, বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু; কিন্তু "গেজেট" পত্রিকার একজন সহ-প্রতিবেদকের সঙ্গে আমার যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তার গণ্ডিকে অতিক্রম করে আমি কোনওদিন গ্ল্যাডিসের সঙ্গে মিশতে পারলাম না। আমার স্বভাবটাই এমন; কোনও নারীই আমার কাছে মনটাকে মেলে ধরতে পারে না, আমার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। একজন পুরুষের পক্ষে এটা প্রশংসার কথা নয়।

গ্ল্যাডিস একটি নারীরত্নস্বরূপা। কেউ কেউ হয় তো তাকে উত্তাপহীন ও কঠিন মনে করে, কিন্তু এ ধরনের চিন্তা অযৌক্তিক। তার চামড়ার প্রায় প্রাচ্যদেশীয় ব্রোঞ্জ-বর্ণ, কাক-কালো চুল, বড় বড় দুটি সজল চোখ, সুন্দর দুটি ঠোঁট—আবেগের সব লক্ষণই তার মধ্যে সুপ্রকাশ। তবু তার সান্নিধ্যে পৌঁছবার গোপন কথাটি আমি আজও জানতে পারিনি। যাই হোক, কপালে যাই ঘটুক, আজ রাতে একটা হেস্তনেস্ত আমাকে করতেই হবে। সে হয় তো আমাকে ফিরিয়ে দেবে; স্বীকৃত ভাই হবার চাইতে প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক হওয়াও ভাল।

দুটি সপ্রশ্ন কালো চোখ মেলে সে আমার দিকে তাকাল; ভর্ৎসনার হাসি হেসে সগর্বে মাথাটা দোলাতে লাগল।

"আমি বুঝতে পারছি নেড, তুমি বিয়ের প্রস্তাব করতে চাইছ। আমি বলছি, তুমি তা করো না।"

চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিলাম।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, তুমি কি করে জানলে যে আমি বিয়ের প্রস্তাব করতে চাইছি?"

"মেয়েরা কি সবজান্তা নয়? তুমি কি মনে কর এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোনও মেয়েকে আচমকা তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু—দেখ নেড, আমাদের এই বন্ধুত্ব কত ভাল, কত প্রীতিপ্রদ! কেন সেটাকে নষ্ট করবে! দুটি তরুণ-তরুণী মুখোমুখি বসে কথা বলবে, সেটাই কি ভাল নয়?"

"আমি জানি না গ্ল্যাডিস। দেখ, মুখোমুখি কথা—সে আমি স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে বলতে পারি।" হঠাৎ কেন যে স্টেশন-মাস্টারের কথাটাই মনে এল ভেবে পেলাম না, কিন্তু দু'জনই হেসে উঠলাম। "তাতে আমি এতটুকু সুখ পেলাম না। আমি চাই আমার দুই বাহু তোমাকে ঘিরে থাকবে, আর তোমার মাথাটি থাকবে আমার বুকে। হায় গ্ল্যাডিস, আমি চাই—"

আমার চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে যাচ্ছি দেখে সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

বলল, "তুমি সব নষ্ট করলে নেড। এ সব ব্যাপার-স্যাপারের আগে সব কেমন

সুন্দর ও স্বাভাবিক ছিল। কী দুঃখের কথা বল তো! কেন তুমি নিজেকে সামলাতে পার না?"

আমি কৈফিয়ৎ দিলাম, "কিন্তু আমি তো এ সব বানিয়ে বলিনি। এটাই তো স্বাভাবিক। এই তো ভালবাসা।"

"দেখ, দু'জনের মনে ভালবাসা জাগলে সেটা আলাদা কথা। আমার মনে তো ভালবাসা জাগেনি।"

"কিন্তু জাগাতে তোমাকে হবেই—তোমার রূপ দিয়ে, তোমার হৃদয় দিয়ে! ওঃ গ্ল্যাডিস, ভালবাসার জন্যই তো তোমার জন্ম! তোমাকে ভালবাসতেই হবে!"

"কিন্তু সে ভালবাসা না আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করতেই হবে।"

"কিন্তু—কেন তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না গ্ল্যাডিস? আমার চেহারার জন্য, না আর কিছু?"

সে মাথাটা একটু তুলল। হাতটা বাড়িয়ে দিল—ঝুঁকে বসার কী সুঠাম ভঙ্গি—আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "না, ঠিক তা নয়। তুমি তো অহংকারী নও; তাই তোমাকে বলতে পারছি, তা ঠিক নয়। আরও গভীর কিছু।"

"আমার চরিত্র?"

সে সজোরে মাথা নাড়ল।

"সংশোধনের জন্য আমি কি করতে পারি বল। ভাল হয়ে বস, সব কথা খুলে বল। না, না, শুধু একটু বস।"

একটা অবাক-করা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল। তারপর বসল।

"এবার বল কোথায় আমার ত্রুটি।"

সে বলল, "আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।"

এবার আমার চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার পালা।

আমার মুখের অবস্থা দেখে সে হেসে বলল, "সে জন বিশেষ কেউ নয়, একটি আদর্শমাত্র। আমি যারে চাই তারে এখনও দেখিইনি।"

"তার কথা আমাকে বল। সে দেখতে কেমন?"

"ওঃ, দেখতে অনেকটা তোমারই মতো।"

"আহা, কী কথাই শোনালে! আচ্ছা, সে এমন কি করে যা আমি করি না? শুধু একবার সে কথাটা শুনিয়ে দাও—মদ খায় না, নিরামিষাশী, বৈমানিক, যোগীপুরুষ, অতিমানব—আমি তাই হতে চেষ্টা করব গ্ল্যাডিস, শুধু আমাকে বল কিসে তুমি খুশি হবে।"

আমার চরিত্রের পরিবর্তনশীলতায় সে হেসে উঠল। বলল, "প্রথম কথা, আমার যে আদর্শ সে কখনও এ ভাবে কথা বলে না। সে হবে আরও কঠিন, কঠোর, একটা বোকা মেয়ের খুশিমতো সে নিজেকে গড়তে চাইবে না। সব চাইতে বড় কথা, সে এমন পুরুষ হবে যে কাজ করতে চায়, কাজ করতে পারে, মৃত্যুর মুখোমুখি

দাঁড়িয়েও তাকে ভয় করে না—সে হবে কর্মে ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এক কর্মবীর। আমি তো কোনও মানুষকে ভালবাসব না, আমি ভালবাসব তার অর্জিত গৌরবকে—সে গৌরব আমাকে উজ্জ্বল করে তুলবে। ভাব তো রিচার্ড বার্টনের কথা। আর লেডি স্ট্যান্‌লির কথা! স্বামীর সম্পর্কে যে বইটা সে লিখেছে তার শেষ অধ্যায়টি কি তুমি পড়েছ? এই রকম পুরুষদেরই তো মেয়েরা মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে।"

আমি বললাম, "দেখ, সকলেই তো স্ট্যান্‌লি ও বার্টন হতে পারে না। তাছাড়া, সে সুযোগও তো আমরা পাই না—অন্তত আমি তো কখনও পাইনি। সুযোগ পেলে অবশ্য দেখিয়ে দিতে পারি—"

"কিন্তু সুযোগ তো তোমার চারদিকেই ছড়িয়ে আছে। আমি যে মানুষের কথা বলছি তার লক্ষণই হলো নিজের সুযোগ সে নিজেই তৈরি করে নেয়। তুমি তাকে ধরে রাখতেই পারবে না। তাকে আজও আমি চোখে দেখিনি, তবু তাকে আমি খুব ভাল করেই জানি। বীরত্বের কাজ তো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল করলেই হলো। এ সব তো পুরুষদেরই কাজ, আর নারীরা তাদের ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখবে সেই সব পুরুষদের পুরস্কার দেবার জন্য। যে ফরাসী যুবকটি গত সপ্তাহে বেলুনে উড়ল তার দিকে তাকাও। ঝড়ো বাতাস বইতে লাগল, কিন্তু যেহেতু যাত্রার ঘোষণা করা হয়েছিল তাই সে বেলুন-যাত্রা বন্ধ করল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাতাস তাকে এক হাজার পাঁচশো মাইল উড়িয়ে নিয়ে গেল; সে পড়ল গিয়ে রাশিয়ার মাঝখানে। এই রকম পুরুষের কথাই আমি বলেছি। যে নারী তাকে ভালবাসে তার কথা একবার ভাব তো; অন্য মেয়েরা তাকে কত ঈর্ষা করেছে। আমিও তো তাই চাই—আমার মানুষটির জন্য সকলে আমাকে ঈর্ষা করুক।"

"তোমাকে খুশি করতে আমি তাও করতে পারি।"

"শুধু আমাকে খুশি করার জন্য এ কাজ করলে তো হবে না। তুমি এ কাজ করবে, কারণ এ কাজ না করে তোমার উপায় নেই, কারণ এ ধরনের কাজ করাই তোমার স্বভাব—কারণ তোমার মধ্যে যে পুরুষটি বাস করে সে যে বীরত্ব প্রকাশের জন্য হাহাকার করছে। এই তো, গত মাসে তুমি তো উইগান কয়লাখনির বিস্ফোরণের বিবরণ লিখলে; তখন তো তুমি নিজে খনিতে নেমে দম-আটকানো বাষ্প সত্ত্বেও সেখানকার লোকগুলোকে সাহায্য করতে পারতে।"

"তা তো করেছিলাম।"

"সে কথা তো তুমি কখনও বলনি।"

"সে কথা বলে বাহবা নেবার কিছু ছিল না।"

"কথাটা আমি জানতাম না।" অধিকতর আগ্রহ নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। "তাহলে তো তুমি বেশ সাহসের পরিচয়ই দিয়েছ।"

"দিতে হয়েছিল। ভাল বিবরণ লিখতে হলে ঘটনাস্থলে যেতেই হয়।"

"উদ্দেশ্যটা বড়ই গদ্যময় হয়ে গেল। সব রোমান্স যেন ঝরে গেল। তবু উদ্দেশ্য যাই হোক, তুমি যে সেখানে খনিতে নেমেছিলে তাতেই আমি খুশি। সে একটা

হাত বাড়িয়ে দিল; তার মধুর মর্যাদাপূর্ণ আচরণে আমিও ঝুঁকে তার হাতে চুমো খেলাম। আমি জানি, এ সবই আমার ছেলেমানুষি কল্পনাবিলাস। তবু এ কল্পনা ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না। যদি বিয়ে করি তো কোনও বিখ্যাত মানুষকেই বিয়ে করব।"

চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "কেন করবে না? তোমার মতো মেয়েরাই তো পুরুষদের অনুপ্রাণিত করে। আমাকেও একটা সুযোগ দিয়ে দেখ আমি সেটা গ্রহণ করি কি না। তাছাড়া, তুমিই তো বললে, সুযোগের অপেক্ষায় বসে না থেকে পুরুষের উচিত নিজের সুযোগ তৈরি করে নেওয়া। ক্লাইভকে দেখ একজন করণিক মাত্র, অথচ সে ভারতবর্ষ জয় করে ফেলল। জর্জের দোহাই! পৃথিবীতে আমিও একটা কিছু করবই!"

আমার এই আকস্মিক আইরিশ উচ্ছ্বাসে সে হেসে ফেলল।

বলল, "কেন করবে না? মানুষের যা দরকার সে সবই তো তোমার আছে—যৌবন, স্বাস্থ্য, শক্তি, শিক্ষা, উদ্যম। তোমার কথা শুনে আগে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি খুশি—খুব খুশি—আর সেটা এই জন্য যে এই সব চিন্তা তোমার মনে জেগেছে।"

"আর যদি কার্যক্ষেত্রেও—"

তার হাতখানি গরম ভেলভেটের মতো আমার ঠোঁটের উপর নেমে এল।

"আর একটি কথাও নয় মশাই। সান্ধ্য কর্তব্যের ডাকে আরও আধ ঘণ্টা আগেই তোমার আপিসে যাওয়া উচিত ছিল, আমিই প্রাণ ধরে সে কথাটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারিনি। হয় তো কোনও দিন জগতে তুমি যখন প্রতিষ্ঠালাভ করবে তখন আবার এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হবে।"

ফলে সেই কুয়াশা-ঢাকা নভেম্বরের সন্ধ্যায় ক্যাম্বারওয়েলের ট্রামে যেতে যেতে আমার অন্তরটা যেন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; মনে মনে স্থির করলাম, আমার প্রিয়তমার উপযুক্ত কোনও কাজ করার আগে আর একটি দিনও যেন অতিবাহিত না হয়। কিন্তু হায়, এই বিপুল বিশ্বে কে তখন কল্পনা করতে পেরেছিল যে সেই কাজ এমন অবিশ্বাস্য আকার ধারণ করবে, আর সেই কাজ সম্পন্ন করতে এমন বিচিত্র পথে আমাকে চলতে হবে?

আর শেষ পর্যন্ত পাঠকের হয় তো মনে হবে যে আমার কাহিনীর সঙ্গে এই প্রারম্ভিক অধ্যায়টির কোনও যোগসূত্রই নেই; অথচ এটি ছাড়া এ কাহিনীই হত না, কারণ একটি মানুষ যখন এই চিন্তা মাথায় নিয়ে জগতের পথে পা বাড়ায় যে তার চারদিকে বীরত্ব ছড়িয়ে রয়েছে এবং দেখামাত্রই তার যে কোনও একটি পথে চলবার ইচ্ছা সদাজাগ্রত থাকে তার অন্তরে, একমাত্র তখনই সে পারে আমার মতোই পরিচিত জীবন থেকে বেরিয়ে গোধূলির আলোয় ঢাকা সেই আশ্চর্য রহস্যময় দেশের পথে পা বাড়াতে যেখানে অপেক্ষা করে থাকে মহৎ দুঃসাহসিক অভিযান ও তার মহৎ পুরস্কার। অতএব "ডেইলি গেজেট"-এর একটি অতি তুচ্ছ কর্মীর দিকে তাকিয়ে দেখ, সম্ভব হলে সেই রাতেই আমার গ্ল্যাডিসের উপযুক্ত একটি অভিযাত্রার সন্ধানে

আমার মনে কত সুদৃঢ় একটি সংকল্প বাসা বেঁধেছিল! সে যে নিজেকে গৌবরান্বিত করে তুলতে আমার জীবনকে ঠেলে দিয়েছিল বিপদের মুখে সেটা কি তার কঠোরতা, তার আত্মপরতা? মধ্যবয়সী মানুষের মনে এ ধরনের চিন্তা জাগতে পারে, কিন্তু প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাসে জর-জর তেইশ বছরের উদ্দীপ্ত যুবকের মনে কদাপি নয়।

অধ্যায় ২

গোল পিঠ, লাল মাথা, খিট্‌খিটে বুড়ো বার্তা-সম্পাদক ম্যাক্‌আর্ডলকে আমার আগাগোড়াই খুব পছন্দ, আর আশা করি তিনিও আমাকে পছন্দ করেন। অবশ্য আমাদের আসল বড়কর্তা বিউমন্ট, কিন্তু সুদূর স্বর্গলোকের এমন এক দূরধিগম্য বাতাবরণের মধ্যে তিনি বাস করেন যে সেখানে থেকে আন্তর্জাতিক সংকট অথবা মন্ত্রিসভার ভাঙন ছাড়া ছোটখাট কোনও বিষয়ই তার চোখে পড়ে না। কখনও সখনও তাকে দেখেছি নির্জন গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার অন্দরমহলে চলাফেরা করতে; চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট, মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বল্‌কান অঞ্চলে অথবা পারস্য উপসাগরে। তিনি আমাদের সকলের উপরে, সব রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ম্যাক্‌আর্ডল তার প্রধান সহকারী, আর তাকেই আমরা চিনি। ঘরে ঢুকতেই বুড়ো মাথা নেড়ে স্বাগত জানালেন; চশমাজোড়াকে ঠেলে তুলে দিলেন একেবারে টাক-পড়া কপাল পর্যন্ত।

সদয় স্কচ উচ্চারণে বললেন, "আরে মিঃ ম্যালোন, যতদূর যা শুনেছি তাতে তো মনে হয় কাজকর্ম আপনি বেশ ভালই করছেন।"

ধন্যবাদ জানালাম।

"কয়লা-খনির বিস্ফোরণের বিবরণটা বেশ ভালোই হয়েছিল। সাউথওয়ার্কের অগ্নিকাণ্ডও ভাল হয়েছে। আপনার বিবরণে বেশ প্রাণের ছোঁয়া থাকে। তার পর, আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?"

"একটা অনুগ্রহ চাইতে।"

লোকটি ভয় পেলেন, আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন।

"বটে! বটে! তা ব্যাপারটা কি?"

"আচ্ছা, কাগজের কোনও কাজে আমাকে কি বাইরে পাঠাতে পারেন? কাজটা ভালভাবে করতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব, আপনাকে ভাল ভাল 'কপি' পাঠাব।"

"কি ধরনের কাজের কথা আপনি ভাবছেন মিঃ ম্যালোন?"

"দেখুন, কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার থাকে, কিছুটা বিপদ থাকে, এমন কোনও কাজ। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব। কাজটা যত শক্ত হবে ততই আমার মন বসবে।"

"মনে হচ্ছে জীবনটাকে খোয়াতে আপনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।"

"আমি যে বেঁচে আছি সেটাকেই প্রমাণ করতে চাই স্যার।"

"দেখুন মিঃ ম্যালোন, কথাটা খুব—খুব উঁচু দরের। কিন্তু আমার আশংকা হয়, সে সব দিনকাল চলে গেছে। মানচিত্রের বড় বড় ফাঁকগুলো ক্রমেই ভরে যাচ্ছে, কোথাও আর রোমান্সের তিলমাত্র অবশিষ্ট নেই।" হঠাৎ মুখের উপর হাসি টেনে

বলে উঠলেন, "আরে, দাঁড়ান—দাঁড়ান! মানচিত্রের ফাঁকা জায়গার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। একটা জোচ্চুরিকে ফাঁস করে দিলে—একজন আধুনিক মুন্তৌসেনকে লোকের চোখে হাস্যাস্পদ করলে কেমন হয়? লোকটা যে মিথ্যেবাদী সেটাই আপনাকে প্রমাণ করতে হবে! আরে, সেটা বেশ মজার ব্যাপার হবে। আপনার কেমন লাগছে বলুন?"

"যে কোনও কাজ—যে কোনও দেশে—আমি বেপরোয়া।"

ম্যাকআর্ডল কয়েক মিনিট চিন্তায় ডুবে রইলেন। তারপর বললেন, "আমি শুধু ভাবছি আপনি লোকটির সঙ্গে ভাব জমাতে পারবেন কি না। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার একটা বিশেষ ক্ষমতা তো আপনার রয়েইছে। আমি নিজেও তো সেটা বুঝি।"

"আপনার অনুগ্রহ স্যার।"

"অতএব এন্‌মোর পার্ক-এর প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে একবার কপাল ঠুকেই দেখুন না।"

বলতে দ্বিধা নেই, একটু চমকে উঠলাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "চ্যালেঞ্জার! বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার! সেই লোকটাই তো 'টেলিগ্রাফ'-এর ব্লুন্ডেলের মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছিলেন না?"

বার্তা-সম্পাদকের মুখে বাঁকা হাসি।

"আপত্তি আছে? আপনিই বললেন না, অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে বেড়াচ্ছেন?"

"কিন্তু সেটা আমার কাজের ব্যাপারে হওয়া চাই," আমি জবাব দিলাম।

"ঠিক কথা। তিনি যে সব সময়ই অতটা সহিংস্র হবেন তা আমি মনে করি না। আপনার কপাল খুলেও যেতে পারে, অথবা আপনি তাঁর সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করতে পারবেন। আমি জানি, সেখানে আপনার নিজের লাইনেরই কিছু করবার আছে, আর 'গেজেট' সেটাই আপনার কাছে আশা করে।"

বললাম, "সত্যি তাঁর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ব্লুন্ডেলকে আঘাত করার ব্যাপারে পুলিশ-আদালতের মামলাপ্রসঙ্গে শুধু তাঁর নামটাই মনে আছে।"

"আপনার কাজের সুবিধা হতে পারে এমন কিছু কিছু তথ্য আমার কাছে আছে মিঃ ম্যালোন। কিছুদিন যাবৎই আমি নিজে প্রফেসরের উপর চোখ রেখেছি।" টানা থেকে একটা কাগজ বের করলেন, "এই তাঁর কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ।" খুবই সংক্ষেপে লেখা :

'চ্যালেঞ্জার, জর্জ এডওয়ার্ড। জন্ম : লার্গ্স্‌, এন. বি. ১৮৬৩। শিক্ষা : লার্গ্স্‌ অ্যাকাডেমি, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়। বৃটিশ মিউজিয়ামে সহকারী, ১৮৯২। তুলনামূলক নৃতত্ত্ববিভাগের সহকারী-রক্ষক, ১৮৯৩। সেই বছরই কিছু কটু চিঠি-চালাচালির ফলে পদত্যাগ। প্রাণী-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ক্রেন্টন পদক লাভ। সোসাইটিতে বেল্‌জে, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, লা প্লাতা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানান প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক সদস্য'—ছোট হরফে ছাপা প্রায় দু'ইঞ্চি বিবরণ—'প্রকাশিত গ্রন্থ : "কল্‌মাক করোটির উপর কিছু কথা ; "মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিবর্তনের রূপরেখা" ; তাছাড়া অসংখ্য

প্রবন্ধ, যেমন “উইজ্‌ম্যানবাদের অন্তর্নিহিত হেত্বাভাস,” যেটা নিয়ে ভিয়েনা প্রাণী-বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। অবসর-বিনোদন : পদযাত্রা, আল্‌প্‌সে আরোহণ। ঠিকানা : এন্‌মোর পার্ক, কেন্‌সিংটন, ডব্লু।’

“এটা রেখে দিন। আজ রাতে এর বেশি কিছু আপনাকে দিতে পারছি না।”

কাগজটা পকেটস্থ করলাম।

আমার সম্মুখে রয়েছেন লাল মুখের বদলে একটি গোলাপি টাক মাথা—এটা বুঝতে পেরে বললাম, “এক মিনিট স্যার। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন দেখা করতে হবে সেটা কিন্তু এখনও ভাল বুঝতে পারছি না। তিনি কি করেছেন?”

মুখটা আবার লাল হয়ে উঠল।

“দু’বছর আগে একটি একক অভিযানে দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে গিয়েছিলেন। গত বছর ফিরে এসেছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যে গিয়েছিলেন সেটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু ঠিক কোথায় গিয়েছিলেন সেটা কিছুতেই বলছেন না। তাঁর অভিযানের কথা ভাসা-ভাসা ভাবে কিছু বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কে একজন খুঁত ধরতেই শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন। আশ্চর্য কিছু ঘটেছিল—অন্যথায় লোকটি এক নম্বরের মিথ্যুক, আর সেই সম্ভাবনাটাই বেশি। সঙ্গে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত ফটোগ্রাফও ছিল—লোকে বলে সেগুলো জাল। লোকটি এমন চটে গেলেন যে কেউ প্রশ্ন করলেই তেড়ে মারতে যান, প্রতিবেদকদের সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দেন। আমার মতে, লোকটি বিজ্ঞানের পানমোড়া-দেওয়া একটি আত্মম্ভরী নরঘাতক। এই হচ্ছে লোকটির পরিচয়। মিঃ ম্যালোন, ছুটে চলে যান তাঁর কাছে, দেখুন কতদূর কি জানতে পারেন। আত্মরক্ষা করবার মতো যথেষ্ট বয়স আপনার হয়েছে। যে কোনও অবস্থাতেই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ‘নিয়োগকর্তার দায় আইন’-এর কথা তো আপনার জানাই আছে।”

সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ হলো।

হাঁটতে হাঁটতে “স্যাভেজ ক্লাব”-এ গেলাম। ভিতরে না ঢুকে এডেল্‌ফি টেরেসের রেলিং-এ ভর দিয়ে নিচের বাদামী রংয়ের তৈলাক্ত নদীটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কাজের তালিকাটি বের করে বৈদ্যুতিক আলোয় আর একবার সবটা পড়লাম। একটা কথা বুঝতে পারলাম, বিজ্ঞানের ব্যাপারে লোকটির কিছুটা ক্ষ্যাপামি আছে। দেখা যাক চেষ্টা করে, কতদূর কি হয়।

ক্লাবে ঢুকলাম। সবে এগারোটা বেজেছে; বড় ঘরটা মোটামুটি ভরে গেলেও এখন ভিড় শুরু হয়নি। একটি ঢ্যাঙা, শুঁট্‌কো লোক অগ্নিকুণ্ডের পাশে হাতল-চেয়ারে বসে আছেন। “নেচার” পত্রিকার টার্প হেন্‌রি; এঁকেই খুঁজছিলাম। সোজাসুজি নিজের কথাটাই পাড়লাম।

“অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আপনি কি জানেন?”

ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, “চ্যালেঞ্জার? চ্যালেঞ্জার তো সেই লোক যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একটা গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে এসেছিল।”

"গল্পটা কি ?"

"আরে, সে তো তার আবিষ্কার-করা কতকগুলি অদ্ভুত জন্তু সম্পর্কে ডাহা বাজে কথা। যাই হোক, সে সবই সে চেপে দিয়েছে। রয়টারের সঙ্গে তার একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল, কিন্তু তা নিয়ে এমন হৈ-চৈ দেখা দিল যে সে বুঝল এটা চলবে না। ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক। দু' একজন তার কথাগুলিকে গুরুত্ব দিতেও চাইল, কিন্তু অচিরেই সে তাদেরও ঠাণ্ডা করে দিল।"

"কেমন করে ?"

"অকারণ রূঢ়তা ও অসম্ভব আচরণের দ্বারা। জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের বেচারি ওয়াড্‌লি বুড়ো। ওয়াড্‌লি লিখলেন: 'জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের সভাপতি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে; তাদের পরবর্তী সভায় তিনি যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে সভাপতি সেটাকে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বলে মনে করবেন।' তাঁর যে জবাব গেল সেটা ছাপার অযোগ্য।"

"কি বলছেন ?"

"ভদ্র ভাষায় জবাবটা ছিল এই রকম : 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জার জুলজিক্যাল ইন্সটিটুটের সভাপতিকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে; নরকে যেতে হলে সেটাকে সে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বলেই মনে করবে।'

"হা ভগবান !"

"হ্যাঁ, বুড়ো ওয়াড্‌লি এই কথাগুলিই বলেছিলেন। সভার শুরুতে তার আর্ত কণ্ঠস্বর এখনও আমার মনে আছে: 'বৈজ্ঞানিক আলোচনার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায়—বুড়ো মানুষটি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন।'

"চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আর কোনও খবর ?"

"সে তাদেরই একজন যাদের মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। লোকটি বুদ্ধিমান, উদ্দীপনা ও জীবনীশক্তির একটি মূর্তিমান ব্যাটারি; কিন্তু ঝগড়াটে, বদখেয়ালি, আর নীতিজ্ঞানবর্জিত।"

"আপনি বলছেন লোকটি খেয়ালি। তার বিশেষ খেয়ালটি কি ?"

"তার খেয়াল তো হাজারটা, তবে সর্বশেষ খেয়ালটা হচ্ছে 'উইজম্যান ও বিবর্তনবাদ' নিয়ে। যতদূর জানি, ভিয়েনাতে সেটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল।"

"সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলতে পারবেন ?"

"এই মুহূর্তে তো পারছি না, তবে সভার বিবরণীর একটা ভাষান্তর আপনাকে দিতে পারি। সেটা আপিসের ফাইলে আছে। যাবেন আমার সঙ্গে ?"

"ওটাই তো আমার চাই। লোকটির একটা সাক্ষাৎকার নিতে হবে, কাজেই একটু তৈরি হয়ে যেতে চাই। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

আধ ঘণ্টা পরে। সংবাদপত্রের আপিসে বসে ছিলাম। সামনে একটা ভারী ফাইল। খোলা পাতায় ছিল একটা প্রবন্ধ "উইজম্যান বনাম বিবর্তনবাদ," ছোট শিরোনামে

লেখা "ভিয়েনায় প্রচণ্ড প্রতিবাদ। প্রাণবন্ত আলোচনা।" আমার বিজ্ঞানের জ্ঞান খুবই সীমিত। সব কিছু ভাল বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা বুঝলাম যে ইংরেজ অধ্যাপকের বক্তব্য খুবই আক্রমণাত্মক; ফলে তাঁর ইওরোপীয় সহকর্মীগণ খুবই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। "প্রতিবাদ," "গণ্ডগোল," "সভাপতির কাছে সাধারণ আবেদন"—তিনটি প্রথম বন্ধনীতে আবদ্ধ কথাগুলি আমার চোখে পড়ল। বিবরণীর অনেকটাই চীনা ভাষায় লেখা।

বন্ধুটিকে করুণ স্বরে বললাম, "আপনি যদি এটাকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করে দিতেন—"

"আরে, এটাই তো ভাষান্তর।"

"তাহলে মূল প্রবন্ধটাই একবার দেখা যাক।"

"সেটা তো সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই গভীর ব্যাপার।"

"ঠিক আছে। এটাতেই চলে যাবে। ভয়ংকর অধ্যাপকের সঙ্গে এটাই হবে আমার প্রথম যোগসূত্র।"

"আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি কি?"

"তা পারেন বৈকি। তাঁকে একটা চিঠি লিখতে চাই। চিঠির খসরাটা যদি এখানে বসে করতে পারি, আর আপনার ঠিকানাটা ব্যবহার করি, তাহলে একটা ভাল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।"

"আর তার ফলং—লোকটি এখানে এসে হৈ-চৈ বাধাবে আর আসবাবপত্র ভাঙবে।"

"না, না; চিঠিটা আপনাকে দেখাব—বিতর্কিত কোনও কথা থাকবে না।"

"বেশ, ঐ আপনার চেয়ার ও ডেস্ক। কাগজও ওখানেই পাবেন। চিঠি পাঠাবার আগে আমি 'সেন্সর' করে দেব।"

চিঠি লেখা শেষ হলো। খুব খারাপ লিখিনি। নিজের লেখা সম্পর্কে গর্বভরে বন্ধুকে চিঠিটা পড়ে শোনালাম।

"প্রিয় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, বিশ্ব প্রকৃতির একজন বিনীত ছাত্র হিসাবে ডারুইন ও উইজম্যানের পার্থক্যের ব্যাপারে আপনার মতামতের প্রতি আমি সর্বদাই গভীর আগ্রহ পোষণ করে থাকি। সম্প্রতি ভিয়েনায় প্রদত্ত আপনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণটি নতুন করে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে—"

"কী জঘন্য মিথ্যাবাদী!" টার্প হেনরি বিড়বিড় করে বললেন।

"—সেই প্রাঞ্জল ও আশ্চর্য বিবৃতিটিকেই এ বিষয়ে শেষ কথা বলে আমি মনে করি। অবশ্য তাতে একটি পংক্তি আছে—যেমন: 'প্রতিটি স্বতন্ত্র "ইড্" একটি ক্ষুদ্র জগৎ সদৃশ; বংশ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তার একটি ঐতিহাসিক স্বরূপ গড়ে উঠেছে—এই মর্মে যে অপ্রমাণিত সদম্ভ উক্তি করা হয়ে থাকে আমি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' সাম্প্রতিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিবৃতির কোনও সংশোধনের ইচ্ছা কি আপনার আছে? আপনি কি মনে করেন না যে

বিবৃতিটা একটু কড়া হয়ে গেছে? যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে আমি গভীর আগ্রহ পোষণ করে থাকি, এবং ব্যক্তিগত আলোচনা প্রসঙ্গে আপনার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখতে চাই, তাই আপনার অনুমতি নিয়ে একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আপনার সম্মতি পাব এই আশা নিয়ে আগামী পরশু (বুধবার) সকাল এগারোটায় আপনার বাড়িতে হাজির হব।

গভীর শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতিসহ

একান্তভাবে আপনার এডওয়ার্ড ডি. ম্যালোন।"

বিজয়গর্বে শুধালাম, "কেমন হয়েছে?"

"দেখুন আপনার বিবেকে যদি না বাধে—"

"বিবেকের অভাব আমার কখনও হয়নি।"

"কিন্তু আপনি কি করতে চান?"

"সেখানে যেতে চাই। একবার তাঁর ঘরে ঢুকতে পারলে একটা না একটা পথ পেয়েই যাব। খোলাখুলি সব কথা বলতেও পারব। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি থাকলে তিনি খুশিই হবেন।"

"খুশিই বটে! আরও অনেক কিছুই হতে পারে। লোহার বক্ষস্ত্রাণ, বা মার্কিন ফুটবল খেলার পোশাক—এ সবই আপনার দরকার হবে। ঠিক আছে, বিদায়। তার যদি জবাব দেবার ইচ্ছা হয় তো বুধবার সকালে এখানেই জবাবটা পেয়ে যাবেন। লোকটি উচ্ছৃংখল, বিপজ্জনক ও রুক্ষ প্রকৃতির; যে দেখে সেই তাকে ঘৃণা করে; ছাত্ররা তো সর্বদাই তার পিছনে লাগে। লোকটি যদি মোটেই কোনও চিঠি না লেখে হয়তো সেটাই আপনার পক্ষে সবচাইতে ভাল।

অধ্যায় ৩

আমার বন্ধুর আশংকা বা আশা কোনওটাই পূর্ণ হলো না। বুধবার সেখানে পৌঁছে দেখলাম, পশ্চিম কেন্‌সিংটনের পোস্ট আপিসের ছাপ-মারা একটা চিঠি এসেছে; খামের উপর আমার নামটা খামের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত এমন হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে যে দেখলে কাঁটা-তারের বেড়া বলে মনে হয়। চিঠির বিষয়বস্তুটা এই রকম :—

"এন্‌মোর পার্ক, ডব্লু।"

"মহাশয়,—আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। তাতে আপনি আমার মতামত সমর্থন করেছেন, যদিও সেগুলি আপনার বা অন্য কারও সমর্থনের উপর নির্ভর করে বলে আমি মনে করি না। ডারুউইনের মতবাদ সম্পর্কে আমার বিবৃতি প্রসঙ্গে আপনি যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার কিছু কিছু আপত্তিকর বলে মনে করি। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি যে অজ্ঞতা ও কুশলতাহীনতার দরুনই আপনি এ অন্যায় করেছেন, ঈর্ষাপরবশ হয়ে নয়, তাই আমি এ বিষয়টা এড়িয়েই গেলাম। আমার বক্তৃতার একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পংক্তি আপনি উদ্ধৃত করেছেন; মনে হচ্ছে সেটা সম্যক

বুঝতে আপনার কিছু অসুবিধা ঘটেছে। আমি তো মনে করি, যে মানুষের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের বুদ্ধ্যাংকের নিচে, তার পক্ষেই এ কথাটা বুঝতে না পারা সম্ভব; কিন্তু সত্যি যদি ওটার আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটে থাকে, তাহলে উল্লেখিত সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি রাজী আছি, যদিও সব রকমের সাক্ষাৎকার ও সাক্ষাৎপ্রার্থীই আমার কাছে অতীব বিরক্তিকর। আমার অভিমত সংশোধনের ব্যাপারে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন সে বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জানাতে চাই যে একবার কোনও সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশের পরে তার কোনও সংশোধন করাটা আমার স্বভাব নয়। এখানে এসে এই চিঠির খামটা আমার লোক অস্টিনকে দয়া করে দেখাবেন, কারণ 'সাংবাদিক' নামধারী অসজ্জনদের হাত থেকে আমাকে আড়াল করবার সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তাকে নিতে হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

"জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার।"

খবরটা জানতে টার্প হেনরিও সকাল-সকাল নিচে নেমে এসেছিলেন। চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনালাম। তিনি শুধু বললেন, "আর্নিকার চাইতেও ভাল ওষুধ আছে—কিউটিকিউর ঐ রকম কিছু।" কোনও কোনও লোকের হাসি-তামাশার রকমটাই অসাধারণ।

চিঠিটা যখন পেলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে; তবু একটা ট্যাক্সি-গাড়ি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গেলাম। বারান্দাওয়ালা একটা বড় বাড়ির সামনে আমরা থামলাম। জানালার ভারী পর্দাগুলোতেই এই দুর্ধর্ষ অধ্যাপকের সম্পদের নিদর্শন পাওয়া গেল। তামাটে রংয়ের একটি শুঁট্‌কো লোক দরজা খুলে দিল। তার গায়ে কালো নাবিকের কুর্তা, পায়ে চামড়ার পট্টি জড়ানো। পরবর্তী কালে জেনেছিলাম, সেই লোকটিই মোটর-চালক, পর পর অনেকগুলি খানসামা পালিয়ে যাওয়ায় তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। হাল্কা নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে আমাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখল।

প্রশ্ন করল, "আপনার আসার কথা ছিল?"

"সাক্ষাৎকার পূর্বনির্দিষ্ট।"

"কোনও চিঠি আছে?"

খামটা বের করে দিলাম।

"ঠিক আছে।" লোকটি অল্প কথার মানুষ। বারান্দা দিয়ে তার সঙ্গে অগ্রসর হতেই খাবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে হঠাৎ একটি ছোটখাট স্ত্রীলোক আমাকে আটকে দাঁড়ালেন। বেশ উজ্জ্বল চেহারা, কালো চোখ, চেহারায় ইংরেজ অপেক্ষা ফরাসী ভাবটাই বেশি চোখে পড়ে।

তিনি বললেন, "এক মিনিট অস্টিন, এখানেই দাঁড়াও। আপনি এদিকে আসুন। আগে কখনও আমার স্বামীকে দেখেছেন কি?"

"না ম্যাডাম, সে সৌভাগ্য হয়নি।"

"তাহলে আপনার কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাকে বলছি, তার সঙ্গে চলা অসম্ভব—একান্তই অসম্ভব। আগের থেকে সতর্ক করে দিলে আপনি হয়তো সেটা বুঝে চলতে পারবেন।"

"আপনি খুবই সুবিবেচক ম্যাডাম।"

"তাকে রেগে যেতে দেখলেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন। কখনও তর্ক করবেন না। তর্ক করে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। পরে তাই নিয়ে প্রকাশ্যে কেলেংকারি হয়, আর তার ফল ভুগতে হয় আমাকে ও আমাদের সকলকে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি তো ?"

একটি মহিলার কাছে মিথ্যা বলতে পারলাম না।

"হায়রে! সেটাই তো সব চাইতে বিপজ্জনক বিষয়। তার একটা কথাও আপনার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু সে কথা তাকে বলবেন না, শুনলেই তিনি হিংস্র হয়ে উঠবেন। তার সব কথা বিশ্বাস করার ভান করবেন, তাহলে হয় তো পার পেয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, তিনি নিজে এ সবই বিশ্বাস করেন। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। তার মতো সৎলোক দেখা যায় না। আর দেরি করবেন না, তিনি আবার সন্দেহ করতে পারেন। যদি দেখেন, তিনি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন—সত্যি বিপজ্জনক—তাহলে ঘণ্টাটা বাজাবেন আর আমি না আসা পর্যন্ত তাকে ঠেকিয়ে রাখবেন। অবস্থা যত খারাপই হোক, আমি ঠিক সামাল দিতে পারব।"

মহিলাটি আমাকে অস্টিনের হাতে তুলে দিলেন। এতক্ষণ সে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। আমাকে নিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। দরজায় একটা টোকা পড়ল, ভিতরে একটা ষাঁড়ের হুংকার শোনা গেল, আর তার পরেই আমি প্রফেসরের মুখোমুখি হলাম।

তিনি বসে আছেন একটা ঘুরন্ত চেয়ারে। সামনে একটা চওড়া টেবিল, তাতে অনেক বই, মানচিত্র ও চিত্র। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হলেন। তার চেহারা দেখেই আমি ঢোক গিললাম। একটা অদ্ভুত কিছু দেখার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু এরকম একটি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তার আকৃতি দেখলেই লোকের দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথাটা মস্তবড়—মানুষের এত বড় মাথা আমি আর কখনও দেখিনি। তার টপ-হ্যাটটা যদি কখনও মাথায় পরতে চেষ্টা করি তাহলে সেটা নির্ঘাৎ আমার মাথা গলে কাঁধে এসে বসবে। তার মুখ ও দাড়ি একটা এসিরীয় ষাঁড়কেই মানায়। অদ্ভুত চুলগুলি চওড়া কপালের উপর থাকে-থাকে পাট করে বসানো। কালো ভুরুর নিচে নীল-ধূসর চোখ দুটি যেমন স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, তেমনই প্রভুত্বব্যঞ্জক। প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ আর পিপের মতো বুকটাই টেবিলের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে; আর দেখা যাচ্ছে দুটি লম্বা, লোমশ হাত। তার সঙ্গে একটা গর্জনমুখর ঘর্-ঘর্ কণ্ঠস্বর মিলেই এই কুখ্যাত প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণাটা গড়ে উঠল।

সদম্ভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, "তারপর ? কি ব্যাপার ?"

খামটা বাড়িয়ে দিয়ে সবিনয়ে বললাম, "আপনি দয়া করে আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন স্যার।"

ডেস্ক থেকে আমার চিঠিটা বের করে নিজের সামনে মেলে ধরলেন।

"ওঃ, তাহলে আপনিই সেই যুবক যে সহজ ইংরেজিও বোঝে না, তাই না? মনে হয়, আমার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে আপনি একমত?"

"সম্পূর্ণভাবে স্যার—সম্পূর্ণভাবে!" আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম।

"তাই নাকি! তাহলে তো আমার অবস্থা আরও শক্তিশালী হয়েছে, তাই না? আপনার বয়স ও চেহারাই আপনার সমর্থনকে দ্বিগুণ মূল্যবান করে তুলেছে। তবে এ কথা স্থির জানবেন যে নিজের লড়াই আমি নিজেই করতে জানি; আপনার সহানুভূতির কোনও দরকার আমার নেই। দেয়ালে পিঠ দিয়ে আমাকে একাই লড়তে দিন, তাহলেই জি. ই. সি. সব চাইতে সুখী থাকবে। আচ্ছা মশাই, তাহলে সাক্ষাৎকারটা যতদূর সম্ভব ছোট করা যাক, কারণ এটা আপনার পক্ষেও মুখরোচক নয় আর আমার পক্ষে তো বর্ণনাতীত রকমের বিরক্তিকর। যতদূর বুঝতে পেরেছি, আমার গবেষণা-পত্রে যে বক্তব্য আমি রেখেছি সে সম্পর্কে আপনার কিছু মন্তব্য ছিল।"

লোকটির এই সরাসরি প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। অথচ একটা ভাল সুযোগের অপেক্ষায় আমাকে এখনও ভান করেই চলতে হবে। দুটি ইস্পাত-কঠিন চোখের দৃষ্টি আমার উপর স্থির নিবদ্ধ রেখে তিনি আবার গর্-গর্ করে বলে উঠলেন, "বলুন, বলুন কি বলবার আছে।"

নকল হাসি হেসে বললাম, "আমি অবশ্য একজন ছাত্র মাত্র; একজন আগ্রহী জিজ্ঞাসুর বেশি কিছু নই। সেই সঙ্গে আমার এটাও মনে হয়েছে যে উইজম্যান সম্পর্কে আপনি একটু কঠোর হয়েছেন। তারপর থেকে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে—সেগুলি কি তার স্বপক্ষেই যায় না?"

"কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ?"

"দেখুন, আমি জানি নির্দিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নেই। আমি শুধু আধুনিক চিন্তাধারার গতি এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলতে চেয়েছি।"

একান্ত আগ্রহে তিনি সামনে ঝুঁকলেন।

একটার পর একটা আঙুল ধরে ধরে তিনি বলতে লাগলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন যে করোটি সংক্রান্ত সূচী অপরিবর্তনীয়?"

"স্বভাবতই," আমি বললাম।

"আর 'টেলিগনি' এখনও বিবেচনাধীন?"

"নিঃসন্দেহে।"

"আর জীব-কোষ যে গর্ভসঞ্চারবিহীন ডিম থেকে আলাদা সেটাও?"

"অবশ্য—অতি অবশ্য!" আত্ম-গর্বে স্ফীত হয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হলো?" শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন।

“তাই তো, কি প্রমাণ হলো?” আমি অস্ফুটে বললাম।

“আমি বলে দেব কি?”

“দয়া করে বলুন।”

অকস্মাৎ তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়লেন; গর্জন করে বললেন, “তাতে প্রমাণ হলো যে লন্ডন শহরের নিচতম জোচ্চোর হলেন আপনি—একটি শিরদাঁড়াহীন, জঘন্য সাংবাদিক। আপনার লেখায় না আছে বিজ্ঞানের স্পর্শ, না আছে সৌজন্যবোধ।”

দুই চোখে উন্মত্ত ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সেই সংকট-মুহূর্তে আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে লোকটি খুবই খর্বকায়, তার মাথাটা আমার কাঁধের চাইতে উঁচু নয়—এক খর্বকায় হারকিউলিস যেন; তার প্রচণ্ড জীবনীশক্তি পৌঁছে গেছে গভীরতায়, প্রশস্ততায় ও মস্তিষ্কে।

“বাজে কথা!” আঙুলগুলি টেবিলের উপর রেখে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকে তিনি বললেন। “সেই কথাই তো আপনাকে বলছিলাম স্যার—বিজ্ঞানের এক জগাখিচুড়ি! আপনি কি মনে করেন বাদামের মতো একটা মস্তিষ্ক নিয়ে আপনি চালাকিতে আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন? নারকীয় কলমচির দল, নিজেদের আপনারা সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন, তাই না? আপনারা মনে করেন, আপনাদের স্তুতিবাদে একজন মানুষকে গড়তে পারেন, আবার নিন্দা করে তাকে ভেঙে ফেলতেও পারেন, তাই না? আমরা আপনাদের অভিবাদন জানাব এবং একটা ভাল কথা বের করতে চেষ্টা করব, তাই তো? বুকে-হাঁটা কীট, আপনাকে আমি চিনি। আপনি তো দু' কান কাটা। মাত্রাজ্ঞান পর্যন্ত নেই। যত সব ফাঁপা বেলুন! আপনাকে যথাস্থানেই পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, জি. ই. সি.-কে টেক্কা দিতে আপনি পারেননি। আপনার উপর প্রভুত্ব করার মতো একজন মানুষ এখনও বেঁচে আছে। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম, তবু যদি আপনি আসেন, ঈশ্বর জানেন তার সব দায় আপনার। শাস্তি, ভাল মানুষ মিঃ ম্যালোন, আমি চাই শাস্তি! বড় সাংঘাতিক খেলায় আপনি নেমেছেন, আর সে খেলায় হেরেও গেছেন।”

পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে আমি বললাম, “দেখুন স্যার, আপনি যতখুশি গালমন্দ করতে পারেন। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। আপনি আমাকে আঘাত করতে পারেন না।”

“পারি না বুঝি?” একটা অনিষ্টকর ভঙ্গিতে তিনি ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন; এবার থেমে বাচ্চা ছেলের মতো ছোট কুর্তাটার পাশ-পকেটে বড় বড় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিলেন। “আপনাদের অনেককে আমি এ বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আপনি হবেন চতুর্থ বা পঞ্চম। প্রত্যেকের ওজন গড়ে তিন পাউন্ড পনেরো করে। খরচটা বেশি, কিন্তু খুব দরকারী। এখন বলুন, আপনিও আপনার দাদাদের পদাংক অনুসরণ করবেন না কেন? আমি তো মনে করি, করতে হবেই।” আবার তিনি ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন—নাচের শিক্ষকের মতো পায়ের আঙুলগুলি সামনের দিকে বাড়িয়ে।

আমি হল-ঘরের দরজার দিকে ছুটে যেতে পারতাম, কিন্তু সেটা খুবই অসম্মানকর হত। তাছাড়া আমার মধ্যেও একটা ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ততক্ষণে ফুঁসে উঠেছে।

বললাম, "একটু কষ্ট করে হাত দুটো সরিয়ে নিন স্যার। আমি এটা বরদাস্ত করব না।"

"বাছারে আমার!" তার কালো গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠল; একটা সাদা ফণা যেন ঘৃণায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। "আপনি বরদাস্ত করবেন না, তাই না?"

চেঁচিয়ে বললাম, "বোকার মতো কাজ করবেন না প্রফেসর! আপনি কি আশা করেন? আমার শরীরের ওজনও পনেরো স্টোন, বর্মের মতো শক্ত, প্রতি শনিবার লন্ডন আইরিশ দলের হয়ে 'সেন্টার থ্রি-কোয়ার্টার'-এ খেলি। ভড়কাবার মতো মানুষ আমি নই যে—"

সেই মুহূর্তে তিনি আমার দিকে ধেয়ে এলেন। ভাগ্য ভাল যে দরজাটা খুলে রেখেছিলাম। দুজনই বারান্দাময় ক্যাথারিন-চাকার মতো গড়াতে লাগলাম। পথে একটা চেয়ার পেয়ে গেলাম। আমার মুখ তার দাড়িতে ভর্তি, উভয়ের হাতে-হাতে জড়াজড়ি, দু'জনের শরীর পাকে-পাকে বাঁধা আর আমাদের চারদিকে অনবরত ঘুরছে সেই নারকীয় চেয়ারের পাগুলো। সদা-সতর্ক অস্টিন হল-ঘরের দরজাটা খুলেই রেখেছিল। উল্টো পাক খেতে খেতে আমরা সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। নিচে ছিটকে পড়তেই চেয়ারটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আমরা গড়িয়ে পড়লাম জঞ্জালের স্তূপে। তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; হেঁপো রুগীর মতো 'শাঁই-শাঁই' শব্দ করে দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত দোলাতে লাগলেন।

"যথেষ্ট হয়েছে তো?" তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, "তবে রে নরকের গুণ্ডা!"

তখনই একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলাম। নোট-বই হাতে নিয়ে একটি পুলিশের লোক এসে পাশে দাঁড়াল।

বলল, "এসব কি হচ্ছে? আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত।" আমার দিকে ফিরে শুধাল, "ব্যাপার কি বলুন তো?"

"এই লোকটি আমাকে আক্রমণ করেছিল," আমি বললাম।

"আপনিও ওকে আক্রমণ করেছিলেন?" পুলিশটি শুধাল।

প্রফেসর জোরে জোরে শ্বাস টানতে লাগলেন; কিছু বললেন না।

মাথা নেড়ে পুলিশটি কঠিন গলায় বলল, "এটাই প্রথমবার নয়। এই একই ব্যাপারে গত মাসেও আপনি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। এই যুবকটির চোখের নিচে আপনি কালসিটে ফেলে দিয়েছেন। আপনি কি ওর বিরুদ্ধে নালিশ করছেন?"

আপত্তি জানালাম। বললাম, "না, নালিশ করছি না।"

"সে আবার কি?" পুলিশটি বলল।

"দোষটা আমার। আমিই অনধিকার প্রবেশ করেছিলাম। উনি আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন।"

পুলিশ তার নোট-বইটা বন্ধ করল।

বলল, "এ রকম হুজ্জতি যেন আর কখনও না হয়।" ইতিমধ্যে কসাইদের একটা ছেলে, একটা দাসী ও দু'একটি বাউণ্ডুলে পথচারী জুটে গিয়েছিল। পুলিশ তাদের তাড়া দিল, "এই যে! কেটে পর, কেটে পর!" দলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। প্রফেসর আমার দিকে তাকালেন ; তাঁর চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক।

বললেন, "ভিতরে আসুন! আপনার সঙ্গে আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

কথাটায় বিপদের আভাস ছিল, তবু তাঁর সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলাম। ভৃত্য অস্টিন দারু-মূর্তির মতো দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অধ্যায় ৪

সবে দরজাটা বন্ধ হয়েছে এমন সময় খাবার-ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন মিসেস চ্যালেঞ্জার। ছোটখাট মানুষটি তখন রাগে উগ্রচণ্ডী। ডালকুত্তার সামনে ক্রুদ্ধা মুরগীর বাচ্চার মতো তিনি স্বামীর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি বাড়ি থেকে আমার প্রস্থানটা দেখেছেন, কিন্তু পুনঃ প্রবেশটা দেখেননি।

চিৎকার করে বললেন, "তুমি একটা জানোয়ার জর্জ! ঐ সুন্দর যুবকটিকে তুমি মারলে!"

স্বামী বুড়ো আঙুল পিছন দিকে ঘুরিয়ে বললেন, "ওই তো নিরাপদে, বহাল তবিয়তে তিনি আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন।"

ভদ্রমহিলা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, "আমি দুঃখিত, আপনাকে দেখতে পাইনি।"

"আমি বলছি ম্যাডাম, সব ঠিক আছে।"

"ও আপনার মুখে কালসিটে ফেলে দিয়েছে। ওঃ জর্জ, তুমি কী জানোয়ার! সারা সপ্তাহ ধরে খালি কেলেংকারি আর কেলেংকারি। সকলেই তোমাকে ঘৃণা করছে, তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। তুমি আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছ। এবার তাও শেষ হলো।"

"যত জঞ্জাল!" স্বামী বললেন।

মহিলাটি গর্জে উঠলেন, "কারও কাছে আর গোপন নেই। তুমি কি মনে কর যে গোটা রাস্তার লোক—তার মানে গোটা লন্ডনের মানুষ—অস্টিন, চলে যাও এখান থেকে, এখানে তোমার কোনও কাজ নেই। তুমি কি মনে কর তারা তোমার কথা নিয়ে আলোচনা করছে না? কোথায় রইল তোমার মান-মর্যাদা? তোমার তো এতদিনে একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেজিয়াস প্রফেসর' হবার কথা—হাজার হাজার ছাত্র এসে তোমাকে সম্মান দেখাবে। কোথায় গেল তোমার সে শ্রদ্ধা-সম্মান?"

"আর তোমার মান-সম্মান?"

"সব তো গেছে তোমার দোষে। তুমি একটা গুণ্ডা—কুঁদুলে গুণ্ডা—এখন তো তাই হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

"শান্ত হও জেসি!"

আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রফেসর তাঁর স্ত্রীকে ধরে হলের এক কোণের কালো পাথরের উঁচু বেদীটার উপর বসিয়ে দিলেন। মহিলার মুখটা রাগে লাল, ছোটখাট পা দুটো ঝুলছে উঁচু বেদীর উপর থেকে। তিনি চেঁচিয়ে বলছেন, "আমাকে নামিয়ে দাও।"

"আগে বল 'দয়া কর'।"

"তুমি একটা জানোয়ার জর্জ। এই মুহূর্তে আমাকে নামিয়ে দাও।"

"মিঃ ম্যালোন, পড়ার ঘরে চলুন।"

"সত্যি বলতে কি স্যার—!" মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম।

"এই দেখ, মিঃ ম্যালোনও তোমার হয়ে বলছেন জেসি। একবার শুধু বল 'দয়া কর,' তাহলেই 'নিচে' নামতে পারছ।"

"তুমি একটা জানোয়ার। দয়া কর! দয়া কর!"

একটা পাখির ছানার মতো তুলে প্রফেসর স্ত্রীকে বেদী থেকে নামিয়ে দিলেন।

"ঠিকঠাক মতো চলবে লক্ষ্মীটি। মিঃ ম্যালোন প্রেসের লোক। কাল সকালে সব কথা কাগজে বের করে দেবেন। আর আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে বাড়তি ডজন খানেক কাগজ বিক্রি হবে। কি বলেন মিঃ ম্যালোন?"

রেগে বললাম, "সত্যি, আপনি অসহ্য!"

তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, "অবিলম্বেই সন্ধি হয়ে যাবে।" তারপর হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে বলে উঠলেন, "আমাদের দাম্পত্য কলহকে ক্ষমা করবেন মিঃ ম্যালোন। আরও গুরুতর কাজের জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি। ছোট্ট মেয়েটি, পালাও এখান থেকে, বাজে খিচ-খিচ করো না।" অধ্যাপক স্ত্রীর দুই কাঁধে হাত রাখলেন। "তুমি যা বল সব খাঁটি কথা। তোমার কথামতো চললে আমি ভালমানুষ হয়ে যাব, কিন্তু ঠিক-ঠিক জর্জ এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার হতে পারব না। ভাল মানুষ তো অনেক আছে, কিন্তু সোনা, জি. ই. সি. আছে শুধু একজন। সুতরাং তাকে বেড়ে উঠতে দাও।"

হঠাৎ তিনি সশব্দে স্ত্রীকে একটি চুমো খেলেন। তার আঘাতের চাইতে এই চুম্বন আমাকে বেশি বিস্মিত করল। মর্যাদাপূর্ণ স্বরে তিনি এবার বললেন, "মিঃ ম্যালোন, দয়া করে এদিকে আসুন।"

যে ঘর থেকে দশ মিনিট আগে লড়াই করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, সেই ঘরেই আবার ঢুকলাম। অধ্যাপক সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, আমাকে একটা হাতল-চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে চুরুটের বাক্সটা আমার নাকের ডগায় ঠেলে দিলেন।

তারপর বললেন, "একজন সত্যিকারের স্যান জুয়ান কলোরাডো। আপনার মতো উত্তেজনাপ্রবণ লোকদেরই মাদকদ্রব্যের প্রয়োজন। হা ঈশ্বর! ও ভাবে ওটাতে কামড় বসাবেন না! কেটে নিন—শ্রদ্ধা সহকারে কেটে নিন! এবার হেলান দিয়ে বসুন, আমি যা যা বলি মন দিয়ে শুনুন। যদি কোনও প্রশ্ন মনে জাগে, উপযুক্ত সময়ের জন্য সেটাকে মনের মধ্যেই রেখে দিন।

"প্রথমেই বলি, পুলিশের লোকটির কাছে আপনি যে জবাবটি দিলেন তার জন্যই আবার আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। দুর্ভাগ্যবশত যে মানব উপজাতির আপনি একজন সদস্য তারা চিরদিনই আমার মানস দিগন্তের অনেক নিচের বাসিন্দা। আপনার কথাগুলিই হঠাৎ আপনাকে তার অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। আপনি যেন ভেসে উঠলেন আমার দৃষ্টির সামনে। আপনার বাম কনুইয়ের কাছে বাঁশের টেবিলে যে জাপানী ছাই-দানিটা রয়েছে দয়া করে তাতেই ছাইটা ফেলুন।"

তার বলার ধরন যেন অধ্যাপক ক্লাসের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করছেন। ঘোরা-চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে তিনি বসেছেন আমার একেবারে মুখোমুখি, মাথাটা পিছনে হেলানো, চোখ দুটো মোটা ভুরুতে আধ-ঢাকা। হঠাৎ একটু ঘুরে বসে টেবিলের স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। তারপর একটা পুরনো, অত্যন্ত জীর্ণ স্কেচ-বুক হাতে নিয়ে আবার আমার দিকে ঘুরে বসলেন।

বললেন, "আপনার সঙ্গে এবার কথা বলব দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে। দয়া করে কোনও মন্তব্য করবেন না। প্রথমেই বলে রাখি, আমার পরিষ্কার অনুমতি ব্যতিরেকে আপনাকে এখন যা কিছু বলব তার কোনও কথাই আপনি জনসাধারণকে বলতে পারবেন না। এটাই আমার ইচ্ছা। যতদূর মনে হয়, সে অনুমতি দেবার কোনও সম্ভাবনা নেই। পরিষ্কার?"

"খুবই শক্ত কথা," আমি বললাম। "নিশ্চয়ই কোনও সুবিবেচিত বিবরণ—"

নোট-বইটাকে তিনি টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

বললেন, "এখানেই সমাপ্ত। আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার সকালটা শুভ হোক।"

চেঁচিয়ে বললাম, "না, না। যে কোনও শর্তেই আমি মেনে নিচ্ছি। যতদূর বুঝতে পারছি, আমি অনন্যোপায়।"

"কোনও উপায় নেই।"

"বেশ, কথা দিলাম।"

তার দুটি উদ্ধত চোখে সন্দেহের ঝিলিক।

"যাই বলুন, আপনার সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানি?"

রেগে বললাম, "আপনি বড় বেশি সুযোগ নিচ্ছেন স্যার। জীবনে এত অপমানিত আমি কখনও হইনি।"

আমার কথায় রাগের বদলে তার আগ্রহ বাড়ল।

বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, "গোল মাথা, হ্রস্ব করোটি, ধূসর চক্ষু, কৃষ্ণ কেশ, নিগ্রোজাতীয়। আপনি নিশ্চয় সেল্টিক?"

"আমি আইরিশম্যান স্যার।"

"আইরিশ আইরিশ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"হতেই হবে। তাহলে শুনুন। প্রথমত, আপনি হয়তো জানেন যে দু'বছর আগে

আমি দক্ষিণ আমেরিকা পরিভ্রমণে গিয়েছিলাম। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম, কিন্তু সেখানে এমন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল যাতে অনুসন্ধানের একটা সম্পূর্ণ নতুন পথ আমার সামনে খুলে গেল।

"আপনি তো জানেন—হয় তো এই অর্ধশিক্ষিতের যুগে নাও জানতে পারেন—যে আমাজন নদীর আশপাশের অনেক অঞ্চল এখনও আংশিকভাবে অনাবিষ্কৃত রয়েছে, আর এমন অসংখ্য উপনদী এসে মূল নদীতে পড়েছে যাদের গতি-পথের কোনও খবরই কেউ জানে না। আমার প্রধান কাজ ছিল সেই স্বল্পজ্ঞাত অনগ্রসর দেশটাকে দেখা এবং তার জীবজন্তুর খোঁজ-খবর করা। তারই ফলে এত সব উপাদান আমি সংগ্রহ করেছিলাম যাতে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে আমার জীবনের কীর্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থখানির বেশ কয়েকটি অধ্যায় ভরে উঠেছে। কাজ শেষ করে ফিরে আসছিলাম, পথে একটা ছোট গ্রামে একটা রাত কাটাতে হলো। গ্রামটা যেখানে অবস্থিত একটা উপনদী এসে সেখানেই মূল নদীতে পড়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা কুকামা ইন্ডিয়ান, ভদ্র অথচ অনুন্নত জাতি, মানসিক ক্ষমতা গড় লন্ডনবাসীর চাইতে বেশি নয়। নদীর উজানে যাবার সময় তাদের কয়েকজনের রোগ সারিয়ে দিয়েছিলাম ; ফলে আমার প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল। তাই আমি কবে আবার ঐ পথে ফিরব তার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছিল। তাদের কিছু কিছু লক্ষণ দেখে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম যে তাদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। গ্রাম-প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই দেখলাম, রোগীটি সবেমাত্র মারা গেছে। আরও অবাক হলাম, লোকটি ইন্ডিয়ান নয়, একজন শ্বেতকায়। পরনে ছেঁড়া পোশাক, কংকালসার চেহারা, দীর্ঘ পরিশ্রমের ছাপ সারা দেহে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে যতদূর জানতে পারলাম, লোকটি তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছিল একাকি আর তখন তার একেবারে শেষ অবস্থা।

"লোকটির ঝোলাটা কোচের পাশেই পড়েছিল। তার ভিতরে কি আছে ভাল করে দেখলাম। একটুকরো কাগজে তার নাম লেখা ছিল—ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট, লেক অ্যাভেনিউ, ডেট্রয়েট, মিচিগান। এটি এমন একটি নাম যার প্রতি মাথার টুপি তুলে ধরতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।

"ঝোলার জিনিসপত্র দেখে বোঝা গেল, লোকটি শিল্পী ও কবি, বিষয়বস্তুর সন্ধানে ফিরছিল। টুকরো টুকরো কবিতাও পাওয়া গেল। নিজেকে কাব্যের বিচারক বলে মনে করি না, তবু মনে হলো সেগুলি নেহাৎই বাজে। আর ছিল কিছু অতিসাধারণ নদীর দৃশ্যের ছবি, একটা রংয়ের বাক্স, এক বাক্স রঙিন চক, কয়েকটা বুরুশ, আমার দোয়াত-দানির উপর রাখা ঐ বাঁকানো হাড়ের টুকরো, বাক্সটার উপর লেখা 'পতঙ্গ ও প্রজাপতি' এক খণ্ড, একটা সস্তা রিভলবার, আর কয়েকটা কার্তুজ। নিজস্ব জিনিসপত্র কিছুই ছিল না, কিংবা পথ চলতে হারিয়ে গিয়েছিল। অপরিচিত মার্কিন ভবঘুরে লোকটির এই ছিল মোট সম্পত্তি।

"ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, এমন সময় চোখে পড়ল তার ছেঁড়া কুর্তার

সামনের দিকে কি যেন বেরিয়ে আছে। এই স্কেচ-বইটা; আজকের মতোই সেদিনও ছিল জরাজীর্ণ। সত্যি বলছি, এই অভিজ্ঞানটি হাতে আসার পর থেকে এটাকে আমি শেক্সপীয়রের প্রথম ফোলিওর চাইতেও অধিকতর শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছি। এটা আপনার হাতে দিলাম; আমি চাই, এর প্রত্যেকটি পাতা উল্টে সব কিছু ভাল করে দেখুন।"

একটা চুরুট মুখে দিয়ে তিনি চেয়ারে হেলান দিলেন; দুই চোখে অনুসন্ধিৎসার তীব্র ঝলক।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে খাতাটা খুললাম। প্রথম পাতাটা হতাশাব্যঞ্জক; আঁটা কুর্তা-পরা একটি খুব মোটা লোকের ছবি ছাড়া আর কিছু নেই; নিচে লেখা "ডাক-নৌকোয় জিমি কলভার।" পরের কয়েকটা পাতায় শুধু ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার ছবি। কিছু নারী ও শিশুর ছবি। তারপর পর পর অনেকগুলি জীবজন্তুর ছবি, নিচে লেখা "বালুবেলায় মানাতী," "কচ্ছপ ও তাদের ডিম," "মিরিতি গাছের নিচে কালো আজেতি।" এমনি আরও অনেক ছবি।

চোখ তুলে তাকালাম। তিনি গম্ভীর মুখে হাসছেন।

বললেন, "পরের পাতাটা দেখুন।"

একটা রঙিন নিসর্গ দৃশ্য। খাড়া পাহাড়। তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড গাছ। পিছনে নীল আকাশ। সবুজ বন-রেখা।

"তারপরের পাতা।"

পাতা উল্টেই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম। একটি অসাধারণ জন্তুর পূর্ণ-পৃষ্ঠা ছবি। এ রকম জন্তু কখনও দেখিনি। বুঝি কোনও আফিম-খোরের উদ্ভট স্বপ্ন, অথবা কোনও বিকারগ্রস্তের কাল্পনিক দৃশ্য। মাথাটা মোরগের মতো, স্ফীতকায় গিরগিটির মতো শরীর, আঁকাবাঁকা লেজ বরাবর উঁচু উঁচু শিক, বাঁকানো পিঠটা করাতের দাঁতের মতো দেখতে। জন্তুটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অবাস্তব খুদে মানুষ, অথবা মনুষ্যাকৃতির একটি বামন; সে হাঁ করে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে আছে।

জয়গৌরবে দুই হাত ঘষতে ঘষতে অধ্যাপক বলে উঠলেন, "এটা সম্পর্কে কি মনে করেন?"

"ছবিটা দানবীয়—কিম্ভুত।"

"কিন্তু এ রকম একটা ছবি লোকটি আঁকল কেন?"

"আমার তো মনে হয় একটা ব্যবসায়ী চাল।"

"তাই বুঝি! এটাই আপনার মনে সেরা ব্যাখ্যা বলে মনে হলো?"

"আপনি কি ব্যাখ্যা দেবেন স্যার?"

"একটা কথা স্পষ্ট যে এরকম জীবের অস্তিত্ব আছে। একটি জীবন্ত প্রাণীর ছবিই এখানে আঁকা হয়েছে।"

বারান্দায় ক্যাথরিন চাকার মতো গড়ানের ছবিটা তখনও আমার চোখের সামনে ভাসছিল, অন্যথায় আমি হয় তো হো-হো করেই হেসে উঠতাম।

বুড়ো মানুষটিকে খুশি করার মতো করে বললাম, "কোনও সন্দেহ নেই, কোনও সন্দেহ নেই। তবে ঐ মানবের মূর্তিটাই আমাকে কেমন যেন ধাঁধায় ফেলেছে। ওটা যদি কোনও ইন্ডিয়ান হত তাহলেও না হয় আমেরিকার কোনও বামন-গোষ্ঠির লোক বলে ভাবতে পারতাম। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে ওটি রোদ-টুপি মাথায় জনৈক ইওরোপীয়।"

অধ্যাপক ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো গর্জে উঠলেন। বললেন, "সত্যি, আপনি সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকেই আপনি প্রসারিত করে দিয়েছেন। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত! মানসিক অসারতা! আশ্চর্য!"

এ লোকের উপর রাগ করা বৃথা। ক্লান্ত হাসির সঙ্গে শুধু বললাম, "আমার কেবল মনে হয়েছে যে লোকটি ক্ষুদ্রকায়।"

ছবিটার দিকে লোমশ আঙুল বাড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এদিকে দেখুন! জন্তুটার পিছনে একটা গাছ দেখছেন, আপনি হয় তো ভেবেছেন ওটা কোনও ফুলের গাছ অথবা ব্রাসেল্‌স্‌ অংকুর—তাই না? আসলে ওটা একটা তালগাছ; এ ধরনের তালগাছ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু হয়। লোকটিকে যে ইচ্ছা করেই ছবিতে রাখা হয়েছে তাও কি বুঝতে পারছেন না? নিশ্চয়ই শিল্পী স্বয়ং ওই জন্তুটার সামনে দাঁড়িয়ে ছবিটা আঁকেনি। নিজেকে এঁকেছে শুধু উচ্চতা বোঝাবার জন্য। যদি বলি যে লোকটির উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি, তাহলে নিশ্চয় আশা করব যে গাছটা তার চাইতে দশগুণ বড়।"

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কী আশ্চর্য! তাহলে আপনি মনে করেন যে জন্তুটা—আরে, তাহলে তো চেরিংক্রশ স্টেশনটাও এ জন্তুর উপযুক্ত খাঁচার কাজ করতে পারবে না।"

অধ্যাপক শান্ত গলায় বললেন, "বাড়াবাড়ির কথা ছেড়ে দিলেও ওটা নিশ্চয়ই খুব বৃহৎ আকারের একটি জন্তু।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "একটিমাত্র ছবির জন্যও তো আর মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করা যায় না। একজন বাউণ্ডুলে মার্কিন শিল্পী হ্যাশীশের নেশায়, বা জ্বর-বিকার ঘোরে, অথবা খেয়ালি কল্পনার খোরাক যোগাতে একটা ছবি এঁকেছে। বিজ্ঞানের লোক হয়ে আপনি তো তাকে সমর্থন করতে পারেন না।"

উত্তর হিসাবে অধ্যাপক তাকের উপর থেকে একটা বই নামিয়ে আনলেন। বললেন, "আমার পণ্ডিত বন্ধু রে ল্যাংকেস্টারের লেখা একখানা চমৎকার বই। একটা ছবি আছে যা দেখতে আপনার ভাল লাগবে। এই যে ছবিটা। নিচে লেখা রয়েছে: 'জুরাসিক ডাইনোসর স্টেগোসরাস-এর সম্ভাবিত জীবন্ত মূর্তি।' পিছনের পাটাই তো যে কোনও মানুষের দ্বিগুণ উঁচু। এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

তিনি খোলা বইটা আমার হাতে দিলেন। লুপ্ত জগতের এই কল্পিত প্রাণীটি দেখতে অনেকটাই অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা রেখাচিত্রটির অনুরূপ।

"এটা খুবই উল্লেখযোগ্য," আমি বললাম।

"তবু আপনি এটাকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করছেন না?"

"অবশ্যই মিলটা আকস্মিকও হতে পারে, অথবা এই মার্কিন লোকটি হয় তো

এ রকম কোনও ছবি দেখে সেটাকে মনে করে রেখেছিল। পরে জ্বর-বিকারের মধ্যে সেই স্মৃতি জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক।"

অধ্যাপক যেন আমার বক্তব্যকে মেনে নিয়েই বললেন, "খুব ভাল কথা। এ আলোচনা থাক। এবার এই হাড়টা একবার দেখুন তো।" মৃত লোকটির জিনিসপত্রের মধ্যে পাওয়া হাড়টা তিনি আমার হাতে দিলেন। হাড়টি প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা, আমার বুড়ো আঙুলের চাইতে মোটা, একদিকে শুকনো উপাস্থির চিহ্ন রয়েছে।

"এই হাড়টি কোন পরিচিত প্রাণীর হতে পারে?" অধ্যাপক শুধালেন।

হাড়টাকে ভাল করে দেখলাম; অর্ধ-বিস্মৃত কিছু তথ্য মনে করতে চেষ্টা করলাম।

বললাম, "এটা কোনও মানুষের অত্যন্ত ঘনবদ্ধ কণ্ঠাস্থি হতে পারে।"

আমার সঙ্গীটি একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

"মানুষের কণ্ঠাস্থি হয় বাঁকানো। এটা সোজা। এটার উপরে একটা খাঁজ কাটা আছে। তা দেখে মনে হয় এটার উপরে একটা শিস ছিল। কণ্ঠাস্থির বেলায় সেটা থাকে না।"

"তাহলে তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এটা কি তা আমি জানি না।"

"এ অজ্ঞতা প্রকাশে আপনার লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই, কারণ গোটা দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের কোনও মানুষ এটার নাম বলতে পারবে বলে আমি মনে করি না।" ছোট ওষুধের বাক্স থেকে মটরশুঁটির আকারের একটা ছোট হাড় তিনি বের করলেন। "আমি যতদূর বুঝি মানুষের এই হাড়টি আপনার হাতের হাড়টির অনুরূপ। এ থেকেই জন্তুটির আকৃতির একটা ধারণা আপনি করতে পারবেন। উপাস্থিটি দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কোনও জীবাশ্ম নয়, সাম্প্রতিক কালের হাড়। এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য?"

"নিশ্চয় কোনও হাতির—"

তার মুখ যে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল।

"না, না! দক্ষিণ আমেরিকায় হাতি আছে এমন কথা বলবেন না।"

বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বৃহদাকার প্রাণী—যেমন ধরা যাক তাপির।"

"না, এটা তাপির অথবা জীববিজ্ঞানে স্বীকৃত অন্য কোনও প্রাণীর হাড় নয়। অত্যন্ত বৃহৎ, অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্বভাবতই অত্যন্ত হিংস্র এমন কোনও প্রাণীর হাড় এটা যা এই পৃথিবীর বুকেই আছে, অথচ এখনও বিজ্ঞান তার কোনও হদিস পায়নি। এখনও আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"আমার আগ্রহ কিন্তু খুবই বেড়েছে।"

"যাক, তাহলে এখনও নিরাশ হবার কারণ দেখা দেয়নি। কিন্তু লোকটির কথা থাক, এবার আমার বিবরণে ফিরে যাই। ব্যাপারটাকে ভাল করে না জেনে আমাজন-অঞ্চল থেকে ফিরতে পারলাম না। মৃত পথিকটি কোন দিক থেকে এসেছিল তার কিছু কিছু হদিস মিলল। ইন্ডিয়ানদের গল্প-কথাকেই পথ-প্রদর্শক রূপে মেনে

নিলাম, কারণ এই নদীপ্রধান অঞ্চলের সব উপজাতিগুলির মধ্যেই একটা বিচিত্র দেশের গুজব শোনা গেল। কুরুপুরির কথা নিশ্চয় শুনেছেন?"

"কখনও শুনিনি।"

"কুরুপুরি হচ্ছে জঙ্গলের দেবতা, নৃশংস ও বিদ্বেষপরায়ণ; তার থেকে দূরে থাকাই ভাল। কেউ তার আকৃতি বা স্বভাবের কোনও বর্ণনা দিতে পারে না, কিন্তু আমাজনের দুই তীরের লোকজনদের কাছে সে এক আতংকস্বরূপ। কুরুপুরি কোন দিকে বাস করে সে বিষয়ে সকলেই একমত। আর মার্কিন পথিকটিও এসেছিল সেই দিক থেকেই। সে দিকটাতে অবশ্যই ভয়ংকর কিছু আছে। সেটা কি তা আমাকে জানতেই হবে।"

"আপনি কি করেছিলেন?" আমার আগ্রহ বেড়েই চলেছে।

"স্থানীয় অধিবাসীদের তীব্র অনিচ্ছা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও একদিন সেই পথে যাত্রা করলাম। উপহারের লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে পথ-প্রদর্শক হিসাবে তাদের দু'জনকে দলেও নিলাম। অনেক বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে অনেক পথ পার হয়ে অবশেষে এমন একটা অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলাম যার বিবরণ কোথাও নেই, এবং আমার হতভাগ্য পূর্বসূরী ছাড়া আর কেউ সেখানে পা ফেলেনি। দয়া করে এটা দেখবেন কি?"

হাফ-প্লেট আকারের একটা ফটোগ্রাফ তিনি আমার হাতে দিলেন।

বললেন, "ফটোটা এত খারাপ হবার কারণ ভাঁটিতে যাবার সময় নৌকো উল্টে গিয়ে ডেভালপ না-করা ফিল্মগুলো যে বাক্সে ছিল সেটা ভেঙে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। প্রায় সবগুলো ফিল্মই নষ্ট হয়ে যায়—সে ক্ষতি অপূরণীয়। কয়েকটিমাত্র রক্ষা পায়। ছবি খারাপ হবার এই কৈফিয়ৎটা দয়া করে মেনে নেবেন। কারণ কথা উঠেছে যে এগুলো নকল। তা নিয়ে কোনও বিতর্কে যাবার ইচ্ছা আমার নেই।"

ফটোটা সত্যি খুব অস্পষ্ট। ভুল ব্যাখ্যা করা কিছু অসম্ভব নয়। একটি নিসর্গ দৃশ্যের ছবি।

বললাম, "ছবিতে যে জায়গাটা আঁকা হয়েছে ফটোটাও সেই জায়গার বলেই আমার বিশ্বাস।"

অধ্যাপক বললেন, "ঠিক সেই জায়গা। লোকটির তাঁবুর চিহ্নও আমি দেখেছি। এবার এটা দেখুন।"

ফটোগ্রাফটা খুব বাজে হলেও ঐ একই দৃশ্যের অনেক কাছে থেকে নেওয়া ছবি।

"এটা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই," আমি বললাম।

"যাহোক, আমরা তাহলে ভালই চলছি। এবার ঐ খাড়া পাহাড়ের মাথাটা লক্ষ্য করুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?"

"একটা প্রকাণ্ড গাছ।"

"কিন্তু গাছের উপরে?"

"একটা বড় পাখি।" আমি বললাম।

তিনি আমার হাতে একটা ছোট দূরবীন দিলেন। সেটার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে বললাম, "ঠিক, একটা বড় পাখি গাছের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটটা বেশ বড়। মনে হয় একটা পেলিক্যান।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনার দৃষ্টিশক্তির জন্য অভিনন্দন জানাতে পারছি না। তবে ওটা পেলিক্যান নয়, কোনও পাখিই নয়। জেনে খুশি হবেন যে ঐ প্রাণীটিকে আমি শিকার করেছিলাম। আমার অভিজ্ঞতার একমাত্র এই প্রমাণটিই আমি সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলাম।"

"সেটা আপনার কাছে আছে?" শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

"ছিল। দুর্ভাগ্যবশত যে নৌকো-দুর্ঘটনায় আমার ফটোগ্রাফগুলি নষ্ট হয়েছিল তাতে ওটাও হারিয়েছিলাম। জলের ঘূর্ণিতে পাখিটা অদৃশ্য হয়ে যাবার মুখে আমি সেটাকে জাপটে ধরেছিলাম; ডানার কিছুটা আমার হাতেই ছিল। স্রোতের টানে যখন তীরে এলাম তখন আমি অজ্ঞান, কিন্তু সেই চমৎকার প্রাণীর দেহাবশেষটুকু তখনও আমার হাতেই ছিল; সেটা আপনাকে এবার দেখাব।"

টানার ভিতর থেকে বের করে যে বস্তুটি তিনি দেখালেন সেটাকে একটা বড় বাদুড়ের ডানার উপরের অংশ বলে মনে হলো; অন্তত দু'ফুট লম্বা একটা বাঁকা হাড়, নিচে একটা ঝিল্লির আবরণ।

"একটা দানবীয় বাদুড়!" আমি বললাম।

প্রফেসর কঠিন কণ্ঠে বললেন, "মোটেই তা নয়। একটা শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক পরিবেশে বাস করে আমি এ কথা ভাবতেই পারি না যে জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলিও আমাদের কাছে এত অজানা থাকতে পারে। এটা কি কখনও সম্ভব হতে পারে যে তুলনামূলক শরীর-সংস্থান বিদ্যার প্রাথমিক কথাগুলিও আপনি জানবেন না? পাখির ডানা আসলে তার বাহুর ঊর্ধ্বাংশ, আর বাদুড়ের ডানায় থাকে মাঝখানে ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত তিনটে লম্বা আঙুল। অথচ এক্ষেত্রে এই হাড়টা বাহুর ঊর্ধ্বাংশও নয়, আবার দেখতেই তো পাচ্ছেন যে এখানে একটিমাত্র হাড়ের উপর একটিমাত্র আবরণ ঝুলে আছে; কাজেই এ হাড় কোনও বাদুড়ের হতে পারে না। কিন্তু এটা যদি পাখিও না হয়, আবার বাদুড়ও না হয়, তাহলে এটা কি?"

আমার যৎসামান্য জ্ঞান-ভাণ্ডার তৎক্ষণে নিঃশেষিত।

বললাম, "সত্যি আমি জানি না।"

প্রফেসর পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের পাতা খুললেন। একটা অসাধারণ উড়ন্ত দানবের ছবি দেখিয়ে বললেন, "এই ছবিটা জুরাসিক যুগের উড়ন্ত সরীসৃপ ডাইমোরফডেন অথবা টেরোড্যাক্টিল-এর একটি চমৎকার প্রতিকৃতি। পরের পাতাতেই তার ডানার গঠন-ভঙ্গির একটা ছবি আছে। দয়া করে আপনার হাতের বস্তুটির সঙ্গে এটাকে মিলিয়ে দেখুন।"

দুটোকে মিলিয়ে দেখতেই আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের একটা ঢেউ খেলে গেল।

আমি বিশ্বাস করলাম। তাছাড়া উপায় নেই। রেখাচিত্র, ফটোগ্রাফ, বিবরণ এবং সর্বশেষ একটি সত্যিকারের নিদর্শন—সব কিছু মিলিয়ে একেবারে অভ্রান্ত প্রমাণ। মহা উৎসাহে সেই কথাই তাকে বললাম।

"আজ পর্যন্ত যত প্রাণীর কথা শুনেছি এটাই তার মধ্যে বৃহত্তম। প্রচণ্ড বড়। আপনি তো বিজ্ঞানের এক নতুন কলম্বাস; একটি লুপ্ত জগৎ আপনি আবিষ্কার করেছেন। আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম বলে আমি সত্যই ভীষণ দুঃখিত। এ সবই অচিন্ত্যনীয় ছিল। কিন্তু প্রমাণ পেলে আমি তা বুঝতে পারি, আর এ প্রমাণ তো যে কোনও লোকের পক্ষেই যথেষ্ট।"

প্রফেসর খুশিতে ঘড় ঘড় শব্দ করে উঠলেন।

"তারপর স্যার, তারপর আপনি কি করলেন?"

"মিঃ ম্যালোন, সেটা ছিল বর্ষাকাল, আর আমার খাবার-দাবারও ফুরিয়ে গিয়েছিল। সেই বড় পাহাড়টার কিছু অংশ আবিষ্কার করেছিলাম, কিন্তু সেটাকে পার হবার কোনও পথ খুঁজে পেলাম না। যেখানে দাঁড়িয়ে টেরোড্যাক্টিলটাকে গুলি করেছিলাম, সেটা তবু অনেক সুগম ছিল। পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস ছিল তাই অর্ধেকটা উঠতে পেরেছিলাম। সেখান থেকে নিচের উপত্যকাটাকে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড উপত্যকা; পূর্বে বা পশ্চিমে কোথাও তার সীমারেখা নেই। নিচে একটা স্যাঁৎসেঁতে জঙ্গল-ঢাকা অঞ্চল—সাপ, পোকা-মাকড় ও জ্বরে পরিপূর্ণ। প্রকৃতিই যেন সেই অপূর্ব দেশটাকে সব কিছু থেকে রক্ষা করছে।"

"জীবনের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন কি?"

"না, তা পাইনি; কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে শিবির ফেলে যে সপ্তাহটা কাটিয়েছিলাম তখন উপর থেকে আসা খুব বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।"

"কিন্তু মার্কিন শিল্পী যে ছবিটা এঁকেছিল, তার সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"আমরা শুধু এটাই অনুমান করতে পারি যে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিল এবং সেখানেই প্রাণীটিকে দেখেছিল। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে উপরে উঠবার একটা পথ আছে। আরও বোঝা যাচ্ছে যে সে পথটা খুবই দুর্গম; তা না হলে সেই প্রাণীগুলো নিচে নেমে এসে সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। এবার নিশ্চয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?"

"কিন্তু সে প্রাণীগুলো সেখানে এল কেমন করে?"

প্রফেসর বললেন, "এটাও খুব শক্ত সমস্যা কিছু নয়। ব্যাখ্যা তো একটাই হতে পারে। আপনি অবশ্যই শুনেছেন যে দক্ষিণ আমেরিকা গ্র্যানিট পাথরের দেশ। সুদূর অতীতে এই বিশেষ স্থানটির অভ্যন্তরে কোনও আকস্মিক ভূকম্পন ঘটেছিল। তাই এই সব পাহাড় কালো পাথরে গড়া, আর সেটা অন্তর্নিহিত তাপের ফল। প্রায় সাসেক্সের মতো সমপরিমাণ একটি অঞ্চল তার সব কিছু জীবজন্তুসহ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল, আর চারদিকে কঠিন খাড়া পাহাড় মহাদেশের অন্য অঞ্চল থেকে এটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তার ফল কি হতে পারে? প্রকৃতির সাধারণ আইন-কানুনগুলি এর বেলায় খাটেনি। অন্য পরিবেশে যে সব প্রাণীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা তারাই

বেঁচে রইল। লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে টেরোড্যাক্টিল ও স্টেগোসরাস এই উভয় শ্রেণীই জুরাসিক, আর তাই জীবনযাত্রার পর্যায়ে অনেক বেশি প্রাচীন। কতকগুলি আকস্মিক পরিবেশই তাদের কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"

"আপনার প্রমাণ যে চূড়ান্ত সেটা নিশ্চিত। এবার আপনার একমাত্র কাজ হবে সব কিছুকে যোগ্য কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা।"

প্রফেসর তিক্তস্বরে বললেন, "সরল বুদ্ধিতে আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু অজ্ঞতা ও ঈর্ষাবশত সকলেই আমাকে অবিশ্বাস করেছে। ফলে সাধারণের সামনে এ সব প্রমাণ উপস্থিত করিনি। অবশ্য আজ রাতে আবেগের উপর ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার একটা চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। আজ সেই প্রদর্শনীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" তিনি ডেস্ক থেকে একটা কার্ড বের করে আমাকে দিলেন, "খ্যাতনামা প্রকৃতিবিজ্ঞানী মিঃ পার্সিভাল ওয়াল্ড্রন আজ সাড়ে আটটায় জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটে একটা বক্তৃতা দেবেন। বিষয় : 'কালের স্বাক্ষর'। বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।"

আমি সাগ্রহে বলে উঠলাম, "আমি যেতে পারব ?"

তিনি সাদরে বললেন, "নিশ্চয়। অবশ্যই আসবেন। এটা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাব যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ ও অক্ষম হলেও আমার একটি বন্ধু অন্তত হলে আছেন। আসলে কথার জাহাজ হলেও ওয়াল্ড্রনের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট, আর তাই তার বক্তৃতা শুনতে জনসমাবেশও হবে প্রচুর। দেখুন মিঃ ম্যালোন, অনেক বেশি সময় আপনাকে দিয়েছি, কিন্তু আর নয়। আজ রাতে আপনাকে বক্তৃতায় হাজির থাকতে দেখলে খুশি হব। ইতিমধ্যে মনে থাকে যেন, আপনাকে যা কিছু বললাম তার কিছুই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা চলবে না।"

"কিন্তু মিঃ ম্যাক্আর্ডল—আমার বার্তা-সম্পাদক তো জানতে চাইবেন আমি এতদিন কি করেছি।"

"তাকে যা খুশি তাই বলবেন। দরকার হলে বলতে পারেন যে ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কাউকে আমার কাছে পাঠান তাহলে একটা ঘোড়ার চাবুক নিয়ে আমিই গিয়ে তার কাছে হাজির হব। কিন্তু এসব কথা যেন ছাপা না হয় সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার। ঠিক আছে। আজ রাত সাড়ে আটটায় জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুট হলে দেখা হবে।" হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ বারের মতো তার রক্তিম গাল, নীল ঢেউ-খেলানো দাড়ি আর দুটি অসহিষ্ণু চোখ আমার নজরে পড়ল।

অধ্যায় ৫

যখন এন্‌মোর পার্কে ফিরে গেলাম তখন কিছুটা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দৈহিক বিপর্যয়ে এবং কিছুটা দ্বিতীয় সাক্ষাতের দরুন মানসিক বিপর্যয়ে সাংবাদিক হিসাবে আমি বেশ কিছুটা পর্যুদস্ত। আমার বেদনাদীর্ণ মাথার মধ্যে তখন

একটি কথাই দপ্ দপ্ করে ঘুরছিল যে লোকটির কাহিনীর মধ্যে সত্য আছে, তার ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর যখন প্রকাশের অনুমতি মিলবে তখন "গেজেট"-এ প্রকাশ করার জন্য যে "কপি" তৈরি করব তার গুরুত্ব অচিন্ত্যনীয়। রাস্তার শেষে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। লাফিয়ে উঠে সোজা আপিসে ফিরে এলাম। ম্যাক্আর্ডল যথারীতি তার আসনে সমাসীন।

অনেক আশা নিয়ে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "আরে, ব্যাপার কি? আমি তো ভাবছি যে আপনি যুদ্ধ করে ফিরছেন। আবার বলে বসবেন না যে তিনি আপনাকে মারধোর করেছেন।"

"প্রথমটায় একটু মতবিরোধ ঘটেছিল বৈকি।"

"কী লোকরে বাবা! আপনি কি করলেন?"

"অবশ্য পরে তার সুবুদ্ধি ফিরে এল। অনেক কথা হলো। অবশ্য তার মুখ থেকে কিছুই বের করা গেল না—মানে, কাগজে প্রকাশ করার মতো কিছু।"

"আমি কিন্তু সেটা ভাবতে পারছি না। তার হাতে আপনার চোখের নিচে কালসিটে পড়েছে। আর সেটাই তো খবর। দেখুন মিঃ ম্যালোন, এই সন্ত্রাসের রাজত্ব আমরা চলতে দিতে পারি না। তাকে টিট করা দরকার। কাল এমন একখানা 'লিডার' লিখব না—একেবারে হৈ-হৈ পড়ে যাবে। আপনি শুধু মাল-মশলাটা যোগান দিন, তারপর আমি বুঝে নেব। আচ্ছা, 'প্রফেসর মুন্‌চৌসেন' শিরোনাম দিলে কেমন হয়? স্যার জন ম্যান্ডেভিল—ক্যাগ্‌লিওস্ট্রো—ইতিহাসে এমন অনেক জোচ্চোরের নামই তো পাওয়া যায়। তার সব চালবাজী আমি ফাঁস করে দেব।"

"তাতে কোনও ফল হবে না স্যার।"

"কেন হবে না?"

"কারণ লোকটি মোটেই জোচ্চোর নয়।"

"কী বললেন!" ম্যাক্আর্ডল গর্জে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয় মনে করেন না যে এই সব ম্যামথ, ম্যাস্টোডন ও প্রকাণ্ড সামুদ্রিক সরীসৃপের কথা সত্যি?"

"দেখুন, সে সব আমি জানি না। সেরকম কোনও দাবিও তিনি করেন বলে আমি মনে করি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে একটা নতুন কিছু তিনি জেনেছেন।"

"বেশ তো, সেটাই লিখে ফেলুন।"

"লিখতে তো চাই, কিন্তু তিনি আমাকে বিশ্বাস করে গোপনে সব কিছু বলেছেন এক শর্তে, আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারব না।" খুব সংক্ষেপে অধ্যাপকের কাহিনীটি তাকে বললাম।

ম্যাক্আর্ডলের চোখে-মুখে গভীর অবিশ্বাস ফুটে উঠল।

শেষ পর্যন্ত বললেন, "দেখুন মিঃ ম্যালোন, আজ রাতের এই যে বৈজ্ঞানিক সভা বসছে, সেখানে তো কোনও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ের ব্যাপার নেই। আপনি সেখানে যান। দেখুন, কোনও খবর 'স্কুপ' করতে পারেন কি না। মোট কথা, সেখানে চলে যান, আর একটা ভাল প্রতিবেদন পাঠান। মাঝরাত পর্যন্ত আপনার জন্য জায়গা রেখে দেব।"

সারাটা দিন ঝামেলায় কেটেছে। টার্প হেনরিকে সঙ্গে নিয়ে সকাল-সকাল স্যাভেজ ক্লাবে ডিনার খেয়ে নিলাম। আমার অ্যাডভেঞ্চারের কিছু বর্ণনাও তাকে শোনালাম। তার ঠোঁটে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল।

"ও সব কথা কোনও উপন্যাস-লেখকের জন্য রেখে দাও। লোকটা মহা ফন্দিবাজ। সব বাজে কথা।"

"কিন্তু সেই মার্কিন কবি?"

"তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না।"

"তার স্কেচ-বইটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

"ওটা চ্যালেঞ্জারের স্কেচ-বই।"

"তার মানে জন্তুটাকে তিনি নিজে এঁকেছেন?"

"নিশ্চয়। তাছাড়া আর কি হতে পারে?"

"আর ফটোগ্রাফগুলো?"

"ওতে তো কিছু নেই। আপনিই তো বলেছেন শুধু একটা পাখিই সে দেখেছে।"

"হ্যাঁ। একটা টেরোড্যাক্টিল।"

"ওটা তো তার কথা। টেরোড্যাক্টিলের কথাটা সেই তোমার মাথায় ঢুকিয়েছে।"

"বেশ তো, সেই হাড়গুলো?"

"প্রথমটা কোনও আইরিশ 'স্টু' থেকে সংগ্রহ করা, আর দ্বিতীয়টা দরকার মতো বানানো। বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে ফটোগ্রাফের মতোই একটা নকল হাড় যোগাড় করা কিছু শক্ত কাজ নয়।"

আমার অস্বস্তি হতে লাগল। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল।

বললাম, "আপনি আমার সঙ্গে সভায় যাবেন?"

টার্প হেনরি একটু ভেবে বললেন, "এই চ্যালেঞ্জার লোকটিকে কেউ পছন্দ করে না। অনেকের সঙ্গেই তার বিবাদ। বলা উচিত, লন্ডন শহরে সেই সর্বাধিক ঘৃণিত মানুষ। ডাক্তারী ছাত্ররা সভায় হাজির হলে তার দুর্গতির সীমা থাকবে না। কাজেই সে ভালুকের খেল দেখতে যাবার ইচ্ছা আমার নেই।"

"তার নিজের মুখ থেকে তার কথাগুলি শুনতে তো পাবেন।"

"সেটা একটা কথা বটে। ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যায় আমি আপনার সঙ্গেই আছি।"

হল-এ পৌঁছে দেখলাম আশাতিরিক্ত জনসমাবেশ হয়েছে। সাদা দাড়িওয়ালা অধ্যাপক আর দরজায় ভিড়-করা সাধারণ পদাতিকদের দেখেই বুঝলাম, সাধারণ ও বিজ্ঞানী সব রকম শ্রোতাই সেখানে হাজির। এমন কি গ্যালারিতে এবং হলের পিছন দিকে কিছু উৎসাহী বালখিল্যের উপস্থিতিও চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে অনেক পরিচিত ডাক্তারী ছাত্রের মুখও দেখতে পেলাম। বোঝা গেল, বড় বড় হাসপাতালগুলি থেকেও তাদের দলবল পাঠানো হয়েছে। চারদিকেই গোলমালের একটা চাপা আভাস।

বুড়ো ডক্টর মেলড্রাম যখন তার অপেরা-হ্যাটটি মাথায় দিয়ে মঞ্চে হাজির হলেন,

অমনি চারদিক থেকে প্রশ্ন-বাণ শুরু হলো: "ওই টালিটা কোথা থেকে যোগাড় করলেন?" মেলড্রাম তাড়াতাড়ি হ্যাটটাকে চেয়ারের নিচে লুকিয়ে ফেললেন। বেতোরুগী প্রফেসর ওয়াড্‌লি যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তাঁর আসনে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে প্রশ্ন হতে লাগল, তাঁর ভাঙা আঙুলের অবস্থা কি রকম? ফলে প্রফেসর খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন। সব চাইতে বেশি হল্লা শোনা গেল যখন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার কালো দাড়ি নিয়ে মঞ্চের প্রথম সারির একেবারে কোণের আসনটিতে গিয়ে বসলেন। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে সকলে এমন হৈ-হট্টগোল শুরু করে দিল যে টার্প হেনরির আশংকাটাই আমার কাছে সত্য বলে মনে হতে লাগল।

যাই হোক, হট্টগোল একটু থিতিয়ে আসতেই সভাপতি প্রফেসর রোলান্ড মারে এবং বক্তা মিঃ ওয়ালড্রন মঞ্চের উপর সম্মুখে এগিয়ে এলেন। সভার কাজ শুরু হলো।

সভাপতির অনুচ্চ কণ্ঠের প্রস্তাবনার পরে মিঃ ওয়ালড্রন সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুরু করলেন। বিবর্তনের পথ ধরে জীব-জগতের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিবৃত করে তিনি বলতে লাগলেন, "অতএব, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, উইল্ডেন বা সোলেন্‌হোপেন-এর কালো পাথরের দেশে যে সব আঁশওয়ালা ভয়ংকর সরীসৃপদের দেখে আজও আমরা শিউরে উঠি, পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের অনেক কাল আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—"

মঞ্চের উপর থেকে কে যেন 'বুম' করে বলে উঠল, "প্রশ্ন!"

মিঃ ওয়ালড্রন কঠোর শৃংখলাপরায়ণ মানুষ। বক্তৃতার মাঝখানে এভাবে বাধা পেতে তিনি অভ্যস্ত নন। একমুহূর্ত থেমে গলাটা আর একটু চড়িয়ে তিনি আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, "মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"

আবার সেই কণ্ঠস্বর, "প্রশ্ন!"

ওয়ালড্রন বিস্মিত দৃষ্টিতে মঞ্চে উপবিষ্ট অধ্যাপকদের দিকে চোখ ফেরালেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। মুখে খুশি-খুশি ভাব; যেন ঘুমের মধ্যেই হাসছেন।

ওয়ালড্রন কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "বটে! আমার বন্ধু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার!" এইটুকু বলেই উচ্চ হাস্যরোলের মধ্যে তিনি আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হলো না। বক্তৃতা প্রসঙ্গে যতবার তিনি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা উল্লেখ করছেন ততবারই প্রফেসরের ষণ্ড-গর্জন তাকে বাধা দিতে লাগল। ছাত্র-বোঝাই বেঞ্চিগুলোও মজা পেয়ে গেল। যতবার প্রফেসরের দাড়ি ফাঁক হয়ে যায় ততবারই তার মুখ থেকে কোনও শব্দ বের হবার আগেই শত শত গলায় গর্জন শুরু হয় "প্রশ্ন!" অন্যদিক থেকে চিৎকার শোনা যায় "থামুন!" অন্য অনেকের কণ্ঠে "লজ্জা!" ওয়ালড্রন অভিজ্ঞ বক্তা, শক্ত মানুষ; তিনিও বিচলিত হলেন; ইতস্তত করলেন, তো-তো করে কি যেন বললেন, তার

বক্তব্য তালগোল পাকিয়ে গেল, আর শেষ পর্যন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সব নষ্টামির পাণ্ডাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ অসহ্য! প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আমি বলছি, এ ভাবে অভদ্রের মতো বক্তৃতার মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করাটা বন্ধ করুন।"

সারা হল চুপ। "অলিমপাস"-এ উপবিষ্ট দেবতারাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছেন দেখে ছাত্রদের মধ্যে চাপা খুশির উল্লাস। চ্যালেঞ্জার তার মোটা শরীরটা নিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, "মিঃ ওয়ালড্রন, তার আগে আমি বলছি বৈজ্ঞানিক সত্যবিরোধী এই সব উক্তি করা থেকে আপনি বিরত হন।"

হল-এর মধ্যে যেন ঝড় উঠল। চারদিকে শুরু হলো চিৎকার ও পাল্টা-চিৎকার। "কী লজ্জা! লজ্জা!" "ওকে বলতে দিন!" "ওকে বের করে দিন!" "মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিন!" "সুবিচার চাই!" সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে হাত দুটোকে পাখ্‌নার মতো নাড়তে লাগলেন। থেমে থেমে কোনওরকমে বললেন, "প্রফেসর চ্যালেঞ্জার—ব্যক্তিগত—কথা—পরে বলবেন।" বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রফেসর মাথা নুইয়ে ঈষৎ হেসে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন। মুখটা লাল করে ওয়ালড্রন অভিজ্ঞ যোদ্ধার মতো বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন।

অবশেষে বক্তৃতা শেষ হলো। ওয়ালড্রন বসে পড়লেন। সভাপতির নির্দেশে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার উঠে মঞ্চের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমার কাগজের স্বার্থে তার পুরো বক্তৃতাটা আমি টুকে নিলাম।

পিছন দিক থেকে অবিরাম বাধার মধ্যে তিনি বলতে শুরু করলেন, "ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, ক্ষমা করবেন—ভদ্রমহিলা, ভদ্রজন ও শিশুরা—আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, কারণ অমনোযোগবশত শ্রোতাদের একটা বড় অংশের কথা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। মিঃ ওয়ালড্রনের যে সুন্দর কাল্পনিক বক্তৃতাটি আপনারা এতক্ষণ মন দিয়ে শুনলেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতেই আমি উঠে দাঁড়িয়েছি। বক্তৃতার অনেক কথার সঙ্গেই আমি একমত নই; যথাসময়ে সে আপত্তিও আমি জানিয়েছি। মিঃ ওয়ালড্রন আমাকে ক্ষমা করবেন, তার বক্তৃতার অনেক কিছুই অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ও ভ্রান্ত, কারণ একদল মূর্খ শ্রোতাকে শোনাবার জন্যই বক্তৃতাটা করা হয়েছে। (বিদ্রূপ) জনপ্রিয় বক্তৃতামালা স্বভাবতই পল্লবগ্রাহী হয়ে থাকে। (মিঃ ওয়ালড্রনের ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি)...কিন্তু এসব কথা তো অনেক হলো। আর নয়। (প্রলম্বিত হর্ষধ্বনি) এবার আসল কথায় আসি। একজন মৌলিক গবেষক হিসাবে আমাদের বক্তাটির কোন কথায় আমি আপত্তি জানিয়েছি? পৃথিবীতে কতকগুলি প্রাণীর স্থায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে। একজন শিক্ষানবীশ, অথবা একজন জনপ্রিয় বক্তা হিসাবে এ বিষয়ে আমি কথা বলছি না, কথা বলছি একজন বিবেকবান বিজ্ঞানী হিসাবে। ঘটনার বাস্তব সত্যই আমাকে বাধ্য করেছে তার বক্তব্যে বাধা দিতে। মিঃ ওয়ালড্রন যেখানে ধরে নিয়েছেন যে তিনি নিজের চোখে ঐসব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে দেখেননি বলেই তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই, সেখানেই তিনি ভুল করেছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন

যে তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ, কিন্তু আমি বলতে চাই তারা আমাদের সমকালীন পূর্বপুরুষ, তাদের বাসস্থানকে খুঁজে বের করার মতো উদ্যম ও কষ্টসহিষ্ণুতা যাদের আছে তারা আজও ভয়ংকর ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতিবিশিষ্ট সেই সব প্রাণীকে অবশ্যই দেখতে পান। যে সব প্রাণী জুরাসিক যুগে ছিল বলে মনে করা হয়, যে সব দৈত্যসদৃশ প্রাণী আজকের বৃহত্তম ও হিংস্রতম স্তন্যপায়ী জীবদের অনায়াসে গিলে খেতে পারে, তারা আজও আছে।" ('বাজে কথা!" "প্রমাণ করুন!" "আপনি কি করে জানলেন?" "প্রশ্ন"—প্রভৃতি নানান ধ্বনি।) "আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন, আমি কি করে জানলাম? আমি জেনেছি কারণ তাদের সেই সব গোপন আস্তানায় আমি নিজে গিয়েছি। আমি জানি কারণ তাদের আমি দেখেছি। (প্রশংসা, উল্লাস, একটি কণ্ঠের "মিথ্যুক!") আমি মিথ্যুক? কে যেন বললেন যে আমি মিথ্যাবাদী? তিনি দয়া করে উঠে দাঁড়াবেন কি? আমি তাকে চিনে রাখতে চাই। (একটি কণ্ঠ: "এই লোকটি স্যার!" একদল ছাত্র চশমা-পরা নিরীহ গোছের একটি লোককে জোর করে ঠেলে তুলে ধরল।) আপনি আমাকে মিথ্যুক বলেছেন? ("না স্যার, না!" চিৎকার করে বলতে বলতে খাঁচায়-ভরা শেয়ালের মতো লোকটি হাওয়া হয়ে গেল।) আমার বক্তব্যের সততায় সন্দেহ প্রকাশের সাহস যদি এই হলের কারও থাকে, বক্তৃতার শেষে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে আমি খুশি হব।...যে কোনও মহৎ আবিষ্কর্তাকেই এই অবিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে—একদল মূর্খ তাকে অবিশ্বাস করেছে। কোনও বড় সত্য যখন আপনাদের কাছে প্রকাশ করা হয় তখন সেটাকে বুঝবার মতো বোধি ও কল্পনা-শক্তি আপনাদের থাকে না। বিজ্ঞানের নতুন পথ খুলে দিতে যারা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে, আপনারা পারেন শুধু তাদের দিকে কাঁদা ছুঁড়তে। আপনারা নির্যাতন করেছেন মহাপুরুষদের! গ্যালিলিওকে, ডারুইনকে, আমাকে —" (প্রলম্বিত উল্লাস ও পূর্ণ বিঘ্নসৃষ্টি।)

ঘটনাস্থলে তাড়াহুড়া করে যা লিখেছিলাম তা থেকেই এটা উদ্ধৃত করে দিলাম। তখন যে ভয়াবহ গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল এই প্রতিবেদন থেকে তার সম্যক ছবি পাওয়া যাবে না। কিছু মহিলা অতি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়লেন। গম্ভীর ও সম্মানিত অধ্যাপকরা যেন ছাত্রদের দলেই মিশে গেলেন। পাকা দাড়িওয়ালা লোকগুলো অধ্যাপককে লক্ষ্য করে ঘুষি পাকাতে লাগলেন। গোটা হল যেন ফুটন্ত পাত্রের মতো টগ্‌বগ্ করতে লাগল। প্রফেসর কয়েক পা এগিয়ে দুই হাত তুলে দাঁড়ালেন। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হৈ-চৈ চিৎকার ধীরে ধীরে থেমে গেল। সকলে আবার চুপচাপ শুনতে লাগল।

প্রফেসর বললেন, "আর আপনাদের আটকে রাখব না। তার কোনও দরকারও নেই। সত্য যা তা সত্যই; কিছু মূর্খ যুবক—এবং সমান মূর্খ বৃদ্ধ—চিৎকার করলেই তার রং বদলে যাবে না। আমি দাবি করছি, বিজ্ঞানের একটি নতুন দিগন্ত আমি খুলে দিয়েছি। আপনারা সেটা অস্বীকার করছেন। (হর্ষধ্বনি।) বেশ তো, নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখুন। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে এক বা একাধিক জন কি এগিয়ে এসে আমার বক্তব্যকে পরীক্ষা করে দেখবেন?"

তুলনামূলক শারীরসংস্থান বিদ্যার প্রবীণ অধ্যাপক মিঃ সামারলী উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘকায়, শুকনো, বিরক্ত চেহারার মানুষ। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে কতকগুলি প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিয়ে তিনি তার প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং যে দেশে ঐ সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় তার দ্রাঘিমা ও লঘিমা জানতে চাইলেন।

প্রফেসর উত্তরে জানালেন, ব্যক্তিগত কারণে সে সব তথ্য আপাতত একান্ত গোপনীয়; তবে শ্রোতাদের ভিতর থেকে গঠিত একটি কমিটিকে যথেষ্ট সতর্কতাসহকারে সে সব তথ্য জানাতে তিনি রাজী আছেন। মিঃ সামারলী কি সেই কমিটির সদস্য হয়ে ব্যক্তিগতভাবে তার কাহিনীর প্রমাণ পেতে রাজী আছেন?

মিঃ সামারলী: "হ্যাঁ, আমি রাজী।" (হর্ষধ্বনি)

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার: "তাহলে আমিও কথা দিচ্ছি, সে পথ খুঁজে নিতে যে সব তথ্য প্রয়োজন সে সবই আমি আপনার হাতে তুলে দেব। অবশ্য মিঃ সামারলী যখন কথার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য আবার সেখানে যাবেন, তখন তার কথার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যও এক বা একাধিক লোককে আমি তার সঙ্গে পাঠাতে চাই। তার কাছ থেকে এ সত্যও আমি লুকিয়ে রাখব না যে এ পথে অনেক বাধা আছে, অনেক বিপদ আছে। মিঃ সামারলীর একজন তরুণ সহকর্মী দরকার। কেউ স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হতে রাজী আছেন?"

এমনি করেই বুঝি চরম মুহূর্ত আসে মানুষের জীবনে। সেই হলে ঢুকবার সময় আমি কি কল্পনায়ও ভেবেছিলাম যে অচিরেই একটি স্বপ্নাতীত উদ্দাম অভিযানে যোগ দিতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হব? কিন্তু গ্ল্যাডিস—এই রকম একটা সুযোগের কথাই সে বলত। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কি যে বললাম তা নিজেই জানি না। সঙ্গী টার্প হেনরি আমার জামা ধরে টেনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "বসে পড়ুন ম্যালোন! সকলের সামনে নিজেকে বোকা বানাবেন না।" ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দীর্ঘকায়, শুকনো চেহারার লোকও ক্রুদ্ধ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি হার মানতে রাজী নই।

বার বার বলতে লাগলাম, "আমি নিশ্চয় যাব মিঃ চেয়ারম্যান।"

"নাম! নাম!" শ্রোতারা চেঁচাতে লাগল।

"আমার নাম এডোয়ার্ড ডুয়ান ম্যালোন। 'ডেইলি গেজেট'-এর প্রতিবেদক। আমি সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত।"

চেয়ারম্যান আমার ঢ্যাঙা প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে শুধালেন, "আপনার নাম কি স্যার?"

"আমি লর্ড জন রক্সটন। আমি আগেই আমাজন ঘুরে এসেছি; জায়গাটা আমি ভাল করেই চিনি; এ ধরনের অনুসন্ধানের উপযোগী অনেক বিশেষ গুণ আমার আছে।"

চেয়ারম্যান বললেন, "ক্রিড়াবিদ ও পর্যটক হিসাবে লর্ড জন রক্সটন অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত লোক; আবার এ ধরনের অভিযানে একজন সংবাদপত্রের লোক থাকাও নিশ্চয় ভাল।"

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, "অতএব আমি প্রস্তাব করছি, এই সভার প্রতিনিধিরূপে এই দু'জন ভদ্রলোককেই নির্বাচিত করা হোক; তারা দু'জনই এই অনুসন্ধান-কর্মে অধ্যাপক সামারলীর সঙ্গী হবেন এবং আমার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।"

এই ভাবে হৈ-হল্লা ও উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। আসন্ন ভবিষ্যতের চিন্তায় বিমূঢ় হয়ে জনস্রোতের টানেই হলের দরজায় পৌঁছে গেলাম। তারপর রিজেন্ট স্ট্রীটের রূপোলি আলোয় উদ্ভাসিত পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে গ্ল্যাডিসের কথা, ভবিষ্যতের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথাই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার কনুইতে একটা স্পর্শ অনুভব করলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, এই অপূর্ব অভিযানে আমার স্বেচ্ছাব্রতী ঢ্যাঙা সঙ্গীটি হাসি-হাসি অথচ গম্ভীর দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তিনি বললেন, "আপনিই তো মিঃ ম্যালোন। আমরা তো সঙ্গী হতেই চলেছি—কি বলেন ? আলবানিতে ঠিক রাস্তার উপরেই আমার বাসা। আশা করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক আধ ঘণ্টা সময় আমাকে দিতে পারবেন; দু'একটা কথা আপনাকে বলা বড়ই জরুরি বলে মনে করি।"

অধ্যায় ৬

লর্ড জন রক্সটন ও আমি একসঙ্গে ভিগো স্ট্রীট ধরে এগিয়ে বিখ্যাত অভিজাত গণিকাপল্লীর ঘিঞ্জি পথ ধরে এগোতে লাগলাম। একটা লম্বা বারান্দা পেরিয়ে আমার সদ্যপরিচিত বন্ধুটি একটা দরজা ঠেলে বৈদ্যুতিক সুইচটা ঘুরিয়ে দিলেন। অনেকগুলি বাতি একসঙ্গে জ্বলে উঠে মস্তবড় ঘরটাকে রক্তিম আলোয় উদ্ভাসিত করে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়েই আরাম ও সুরুচিসম্মত একটা পৌরুষময় আবহাওয়ার পরিচয় পেলাম। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিলাসী ধনীর রুচি এবং অবিবাহিতের যত্নহীন অপরিচ্ছন্নতার স্পষ্ট আভাস। মেঝের উপর ছড়িয়ে আছে কোনও প্রাচ্য বাজার থেকে কেনা দামী লোমের কম্বল ও ইন্দ্রধনু রংয়ের মাদুর। দেয়াল জুড়ে ঝুলছে নানা ছবি ও প্রিন্ট; আমার অনভ্যস্ত চোখেও বুঝতে ভুল হলো না ছবিগুলো খুব দামী ও দুষ্প্রাপ্য। অনেক মুষ্টিযোদ্ধা, নাচিয়ে মেয়ে এবং দৌড়ের ঘোড়ার ছবিও ঘরে টাঙানো রয়েছে। ঘরের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা নানা বিজয়-স্মারক ও ট্রফি দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে লর্ড জন রক্সটন একজন নাম-করা ক্রীড়াবিদ। দেয়াল থেকে মুখ বের করে আছে অনেক শিকার-করা জন্তুর মাথা; পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সেগুলো সংগৃহীত হয়েছে; তাদের মধ্যেই দেখতে পেলাম লাডো এন্‌ক্লেভের বিরল শ্বেত-গণ্ডারের মুখ।

ইঙ্গিতে একটা হাতল-চেয়ার দেখিয়ে, কিছু ভোজ্য-পানীয় আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি একটা লম্বা হাভানা চুরুট আমার হাতে দিলেন। তারপর আমার মুখোমুখি বসে মিট্‌মিটে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। চোখ দুটি হাল্কা নীল, যেন দুটি বরফ-ঢাকা হ্রদ।

অনেক ফটোগ্রাফে লোকটির মুখ আগেও দেখেছি; এখন চুরুটের পাতলা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মুখখানি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম—বাঁকা নাক, গর্তে-বসা শুকনো গাল, কালো লাল্চে চুল, কোঁকড়ানো গোঁফ, থুতনিতে একগুচ্ছ লোম মাথা খাড়া করে আছে। কিছুটা তৃতীয় নেপোলিয়নের মতো, কিছুটা ডন ক্যুইক্সোটের মতো, অথচ যে কোনও গ্রামীণ ইংরেজ ভদ্রলোকের সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে রয়েছে। রোদ-বাতাসে গায়ের রং মেটে-লাল। মোটা ভুরু চোখের উপর ঝুলে পড়ায় চোখ দুটোতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। শরীর বেশ শক্ত-সমর্থ—এ সত্য অনেকবারই প্রমাণিত হয়েছে যে সারা ইংলন্ডে তার মতো দীর্ঘ পরিশ্রমকারী মানুষ খুব অল্পই আছে। উচ্চতা ছ' ফুটের একটু বেশি হলেও অদ্ভুত গোলাকার কাঁধের জন্য তাকে কিছুটা ছোটই দেখায়।

অবশেষে তিনি বলে উঠলেন, "দেখ ইয়ং ফেলা মাই ল্যাড, আমরা তো ফেঁসেই গেছি।" (এই অদ্ভুত বাক্যাংশটিকে তিনি উচ্চারণ করলেন একটি যুক্ত-শব্দের মতো—ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড।) সত্যি, দু'জনই মস্ত ঝুঁকি নিয়েছি। আমার তো মনে হয়, ওখানে ঢোকবার সময় এ রকম কোনও কল্পনা আপনার মাথায়ই ছিল না—কি বলেন?"

"কখনও ভাবিওনি।"

"এখানেও তাই। কখনও মাথায়ই আসেনি। অথচ এখন আমরা এক-গলা জলে। আরে, আমি তো সবে তিন সপ্তাহ হলো উগান্ডা থেকে ফিরেছি, স্কটল্যান্ডে একটা জমি নিয়েছি, লীজ সই হয়েও গেছে। ভালই তো ছিলাম। তা আপনার কি রকম মনে হচ্ছে?"

"দেখুন, এটা তো আমার কাজেরই অঙ্গ। আমি 'গেজেট'-এর একজন সাংবাদিক।"

"ঠিক, ঠিক, কাজটা নেবার সময়ই তো সে কথা আপনি বলেছেন। ভাল কথা, বন্দুক চালাতে জানেন?"

"মোটামুটি।"

"হা ভগবান! তাতে কি হবে? আজকালকার ছোকরারা এ কাজটাই ভাল করে শিখতে চায় না। আপনারা সবই হুলবিহীন মৌমাছি। আরে বাপু, দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে তো খাড়া পায় বন্দুক চালাতে হবে। আমাদের বন্ধু প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি পাগল বা মিথ্যাবাদী না হন তো ফিরে আসার আগে অনেক বিচিত্র জীবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটতে পারে। আপনার বন্দুকটা কেমন?"

একটা ওক-কাঠের কাবার্ডের কাছে গিয়ে তিনি সেটাকে খুলে ফেললেন; অর্গ্যানের পাইপের মতো সার সার বন্দুকের নল চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"আমার ভাণ্ডার থেকে আপনাকে কোনটা দিতে পারি তাই দেখছি," তিনি বললেন।

একটার পর একটা সুন্দর সুন্দর রাইফেল বের করলেন, সশব্দে নল ভাঙলেন, বন্ধ করলেন, তারপর মা যে রকম আদর করে ছোট ছেলের গায়ে হাত বুলোয় সেই ভাবে পরম যত্নে সেগুলিকে আবার তাকে রেখে দিলেন।

"এটা হচ্ছে ব্ল্যান্ড্স্ ·৫৭৭ এক্সপ্রেস। এটা দিয়েই তো ওই মশায়কে কাৎ করেছিলাম।" তিনি চোখ তুলে শ্বেত-গণ্ডারের দিকে তাকালেন। "না, এটা আপনার চলবে না। আপনি বরং এটা নিন।" একটা বন্দুক আমার হাতে দিয়ে কাবার্ড বন্ধ করতে করতে বললেন, "কুঁদোয় রবার লাগানো আছে, শিকার দেখার ব্যবস্থাও ভাল, পাঁচটা কার্তুজ আছে। নিজের জীবনের জন্য এটার উপর ভরসা করতে পারেন।" আবার এসে চেয়ারে বসে শুধালেন, "আচ্ছা, এই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?"

"আজকের আগে কখনও তাকে দেখিনি।"

"আমিও না। একটা অজানা মানুষের সিল-করা নির্দেশ নিয়ে আমরা জাহাজ ভাসাব—এটা ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। লোকটিকে অহংকারী বলে মনে হলো। বিজ্ঞান জগতের কেউই তাকে ভাল চোখে দেখে বলেও মনে হলো না।"

আরও কিছু কথার পরে লর্ড রক্সটন দক্ষিণ আমেরিকার একখানা মানচিত্র বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরলেন। তারপর আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে লাগলেন, "তার প্রতিটি কথাই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। দক্ষিণ আমেরিকাকে আমি ভালবাসি। ডারিয়েন থেকে ফুয়েগো পর্যন্ত যদি সোজা চলে যান তাহলেই দেখতে পাবেন পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর, সব চাইতে সম্পদশালী ও সব চাইতে আশ্চর্য এক দেশ। মানুষ এখনও সে দেশকে জানে না, সে যে কি হয়ে উঠতে পারে তাও বোঝে না। আমি সে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছি, দুটো গরমকাল সেখানে কাটিয়েছি, অনেক রকম গাল-গল্পও শুনেছি। তার পিছনে নিশ্চয় সত্য কিছু আছে। সে দেশকে যত জানবেন ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, ততই বুঝতে পারবেন যে সেখানে সবই সম্ভব—সব কিছু। প্রায় ইওরোপের আকারের একটা জঙ্গলেই আছে পঞ্চাশ হাজার মাইল জল-পথ। আপনি আর আমি ব্রাজিলের একটা বড় জঙ্গলে বাস করলেও দু'জনের মধ্যে দূরত্ব হতে পারে স্কটল্যান্ড থেকে কনস্টান্টিনোপ্‌ল পর্যন্ত। মানুষ তো সবে সে দেশের দু'এক টুকরো জায়গার সন্ধান জেনেছে। অর্ধেকটা দেশ তো এখনও এমন জলাভূমি যে আপনি সেটাকে পার হতেই পারবেন না। এমন দেশে নতুন ও আশ্চর্য কিছুর দেখা মিলবে না কেন ? আর কেনই বা আমরা তার আবিষ্কর্তা হব না ?" অনাগত সম্ভাবনার খুশি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে।

কিন্তু নবপরিচিত লোকটি সম্পর্কে হয় তো বড় বেশি বলে ফেলেছি। কিন্তু তার সঙ্গে যে আমাকে অনেকগুলো দিন কাটাতে হবে, তাই তাকে ভাল করে জেনে-বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। যখন চলে এলাম তখনও একটা গোলাপি আলোর মধ্যে তিনি বসে ছিলেন, প্রিয় রাইফেলটির কল-কব্জায় তেল ঢালছেন; আসন্ন অভিযানের স্বপ্নে মুখে খুশির হাসি। একটা কথা অন্তত পরিষ্কার বুঝেছি যে আমাদের সামনে যদি কোনও বিপদ ওৎ পেতে থাকেই থাকে তাহলেও সে বিপদের অংশীদাররূপে এর চাইতে ঠাণ্ডা মাথা ও সাহসী মনের আর একটি মানুষ আমি সারা ইংলন্ডে খুঁজে পাব না।

আমার ধৈর্যশীল পাঠক-পাঠিকা, এখন থেকে আর আমি সরাসরি আপনাদের কোনও কথা শোনাতে পারব না। এখন থেকে যা কিছু জানাবার তা আপনারা জানতে পারবেন আমার সংবাদপত্রের মারফৎ। সর্বকালের একান্ত উল্লেখযোগ্য একটি অভিযানের প্রাক-বিবরণী আমি দিয়ে যাচ্ছি সম্পাদকের হাতে। ফলে আমি যদি কোনওদিন ইংলন্ডে ফিরে না আসি তবু একটা বিবরণ এখানে থেকেই যাবে। এই কথাগুলি আমি লিখছি "ফ্রান্সিস্কা" জাহাজের সেলুনে বসে। জাহাজের চালকের মারফৎ এ লেখা চলে যাবে বার্তা-সম্পাদক ম্যাকআর্ডলের কাছে। তবে নোট-বইটা বন্ধ করার আগে যে পরিচিত দেশটার শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি তার একটা শেষ রূপ-রেখা এঁকে যেতে চাই। শেষ বসন্তের একটি স্যাঁতসেঁতে কুয়াশাঢাকা সকাল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ম্যাকিন্টোসে ঢাকা তিনটি প্রাণী জাহাজ-ঘাটা ধরে এগিয়ে চলেছে। ট্রাংক, বিছানা ও বন্দুকের বাক্স বোঝাই একটা ট্রলিকে ঠেলতে ঠেলতে আগে আগে চলেছে একটি কুলি। প্রফেসর সামারলীর দীর্ঘ বিষণ্ন মূর্তি মাথা নুইয়ে পা টেনে টেনে চলেছে; যেন নিজের দুঃখে নিজেই আনত দেহ। লর্ড জন রক্সটনের পদক্ষেপ দ্রুততর; শিকারী টুপি ও মাফলারের ফাঁকে তার সাগ্রহ মুখখানি জ্বলজ্বল করছে। সারাদিনের কাজকর্ম ও বিদায়-গ্রহণের পালা শেষ করে আমিও চলেছি খুশিমনে। হঠাৎ জাহাজে উঠবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পিছনে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার। আমাদের তুলে দিতে এসেছেন; হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটে আসছেন। মুখটা লাল; খিটখিটে চেহারা।

বললেন, "না, ধন্যবাদ; আমি জাহাজে উঠব না। যা বলার এখান থেকেই বলব। আমি বলতে এসেছি, আপনাদের এই অভিযানের ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব নেই। সত্য যা তা সত্য; আপনাদের প্রতিবেদন তার কোনও হেরফের ঘটাতে পারবে না। আমার যা কিছু নির্দেশ ও পরামর্শ সব এই সিল-করা খামটাতে আছে। আমাজন নদীর তীরবর্তী মানাওস শহরে পৌঁছে তবে এটা খুলবেন; তাও খামের উপরে যে তারিখ ও সময় লেখা আছে তার আগে নয়। তাহলে ঐ কথাই রইল। সব কিছু গোপন রাখার ব্যাপারটা আপনাদের মর্যাদাবোধের উপরেই ছেড়ে দিলাম। না, মিঃ ম্যালোন, আপনার চিঠিপত্র লেখার উপরে আমি কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করছি না, কারণ প্রকৃত তথ্য প্রকাশই আপনার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি চাই, সঠিক গন্তব্যস্থলের কোনও বিবরণ আপনি দেবেন না, এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশ করবেন না। বিদায়। বিদায় লর্ড জন। আমি জানি, বিজ্ঞান আপনাদের কাছে সিল-করা পুঁথি; কিন্তু যে শিকার-ক্ষেত্র আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে সেজন্য আপনারা নিজেদের অভিনন্দিত করতে পারেন। আর অধ্যাপক সামারলী, আপনাকেও বিদায়-সম্ভাষণ জানাই। নিজেকে যদি আর একটু তুলে ধরতে পারেন, তাহলে অধিকতর জ্ঞানী মানুষ হয়েই লন্ডনে ফিরতে পারবেন।"

বলেই তিনি পা চালিয়ে দিলেন। এক মিনিট পরে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম,

ছোটখাট মানুষটি ট্রেনের দিকে এগিয়ে চলেছেন আর আমরা চলেছি চ্যানেলের বুকে। ঐ তো শেষ ঘণ্টা বাজল ; ওটা জাহাজের নাবিকের কাছ থেকে বিদায় নেবার সংকেত। এবার আমাদের যাত্রা হলো শুরু। যাদের পিছনে ফেলে গেলাম, ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন, আর আমাদের ফিরিয়ে আনুন নিরাপদে।

অধ্যায় ৭

এ কাহিনী যাদের হাতে পৌঁছবে আমাদের বিলাসবহুল সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ দিয়ে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। একটা প্রশস্ত অথচ ক্ষীণস্রোতা ও কর্দমাক্ত নদীপথে আমাদের স্টীমার-যাত্রার কাহিনীও সংক্ষেপেই উল্লেখ করলাম। এক সময় আমরা মানাওসে পৌঁছে গেলাম। সেখানে বৃটিশ অ্যান্ড ব্রাজিলিয়ান ট্রেডিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি মিঃ শর্ট ম্যানের আতিথ্যে কয়েকটা দিন কাটাবার পরে সেই দিনটি এসে পড়ল যেদিন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের নির্দেশ-নামা খুলবার হুকুম আমাদের উপর ছিল। কিন্তু সেদিনকার বিস্ময়কর ঘটনাবলীর বিবরণ দেবার আগে আমার অভিযান-সঙ্গীদের কথা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সহযোগীদের কথা কিছুটা বলে নেওয়া দরকার। মিঃ ম্যাক্আর্ডল, সব কথা আমি খোলাখুলিই বলছি ; আপনি ইচ্ছামতো সেটাকে ব্যবহার করতে পারবেন, কারণ পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছবার আগে এ প্রতিবেদন তো আপনার হাত দিয়েই যাবে।

প্রফেসর সামারলীর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি পুনরুল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এই ছেষট্টি বছর বয়সেও কোনওরকম কষ্ট নিয়ে তাকে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখিনি। প্রথমে তাকে এই অভিযানের বিঘ্নস্বরূপ বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে তার সহ্যশক্তি আমার মতোই অসীম। তার মেজাজ স্বভাবতই খিটখিটে ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। গোড়া থেকেই তিনি কখনও তার এই বিশ্বাসকে লুকোননি যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার একটি মহা জোচ্চোর, আমরা বুনো হাঁস তাড়াবার অভিযানেই নেমেছি, আর তার ফলে আমাদের কপালে জুটবে শুধু দক্ষিণ আমেরিকায় হতাশা ও বিপদ, এবং ইংলন্ডে সকলের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। সাদম্পটন থেকে মানাওস পর্যন্ত তার মুখে শুধু এই কথাই আমরা শুনতে শুনতে এসেছি। বরং নৌকো থেকে মাটিতে পা দেবার পর থেকে চারদিককার কীট-পতঙ্গ ও পাখিদের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি বেশ কিছুটা সান্ত্বনালাভ করেছেন। একটা শট-গান ও প্রজাপতি-ধরা জাল নিয়ে সারাটা দিন বনে-জঙ্গলে কাটান, আর সন্ধ্যাবেলায় সংগৃহীত প্রজাতিগুলোকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখেন। এ ছাড়া তার বৈশিষ্ট্য হলো লোকটি বেশবাস সম্পর্কে উদাসীন, স্বভাবটা নোংরা, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আর নিরবচ্ছিন্ন তামাক-খোর ; তার মুখ থেকে পাইপটা কখনও নামে না।

লর্ড জন রক্সটন কিছু কিছু বিষয়ে প্রফেসর সামারলীর অনুরূপ। আবার কিছু কিছু বিষয়ে তারা পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়সে তিনি বিশ বছর ছোট, কিন্তু দু'জনের শারীরিক গঠন অনেকটা একই রকম। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,

পোশাক-পরিচ্ছদে ফিটফাট, দিনে অন্তত একবার দাড়ি কামান। পৃথিবী সম্পর্কে, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বিস্ময়কর; আমাদের অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে তিনি সর্বান্তঃকরণে আস্থাবান; প্রফেসর সামারলীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সে বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। ব্রাজিল ও পেরুতে সফল অভিযানের কথা তিনি খুব অল্পই বলেছেন, কিন্তু তার উপস্থিতিতে নদীমাতৃক অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে যে উত্তেজনা লক্ষ্য করেছি তা বিস্ময়কর। তারা তাকে ডাকে "লাল সেনাপতি" বলে; তাদের চোখে তিনি তো উপকথার নায়কবিশেষ।

লর্ড জন রক্সটনও দক্ষিণ আমেরিকা বলতে পাগল। উত্তরে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বলে উঠতেন, "ওদিকে কি আছে? গাছপালা, জলাভূমি, আর অনাবিষ্কৃত জঙ্গল। সেখানে কি আছে তা কে জানে? কোনও সাদা মানুষ তো আজ পর্যন্ত সেখানে যায়নি। আমাদের চারদিকেই তো অজানার হাতছানি। ছোট ছোট নদী-পথের বাইরে কতটুকু আমরা জানি? এ রকম একটা দেশে কী যে সম্ভব তা কে বলতে পারে? বুড়ো চ্যালেঞ্জারের বক্তব্য সঠিক না হবার কি আছে?" এ কথা শুনে একগুঁয়ে প্রফেসর সামারলীর মুখে বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠত। উঠে বসে তিনি অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেন, পাইপের ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢেকে তিনি সবেগে মাথা নাড়তেন।

আমার দুই শ্বেতকায় সঙ্গীর কথা আপাতত এই পর্যন্তই থাক; কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চরিত্রের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিই ধরা পড়বে। ইতিমধ্যেই আমরা এমন কয়েকটি স্থানীয় অনুচর নিয়োগ করেছি আগামী দিনে যারা অনেক বড় খেলা দেখাবে। প্রথম জন বিরাট দেহ এক নিগ্রো; নাম জাম্বো; একটি কৃষ্ণকায় হারকিউলিস; ঘোড়ার মতোই সেবাপরায়ণ ও বুদ্ধিমান। সে কিছু কিছু ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। তাকে দলে নেওয়া হয়েছে পারা থেকে। সেখানেই দলে নেওয়া হয়েছে দুটি দো-আঁসলাকে—গোমেজ ও ম্যানুয়েল। মোটাসোটা চেহারা, মুখময় দাড়ি, হিংস্র, চিতাবাঘের মতোই কর্মঠ ও কঠিন। আমাজন নদীর উজানেই তাদের জীবন কেটেছে। আমরাও সেই দিকে যাব বলেই তাদের দলে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, গোমেজ খুব ভাল ইংরেজি বলতে পারে। মাসিক পনেরো ডলার বেতনে তারা আমাদের সব কাজ করতে রাজী। তাছাড়া, বলিভিয়া থেকে আরও তিনজন মোজো ইন্ডিয়ানকে আমরা কাজে নিয়েছি; তারা মাছ ধরতে ও নৌকোর কাজে খুব ওস্তাদ। তাদের মধ্যে যে প্রধান তাকে আমরা ডাকতাম মোজো বলে; বাকি দু'জনের নাম জোস্ ও ফার্নান্ডো। তাহলে তিনটি সাদা মানুষ, দুটি দো-আঁসলা, একটি নিগ্রো ও তিনজন ইন্ডিয়ানকে নিয়ে আমাদের ছোট অভিযাত্রী দলটি গড়া হয়েছিল।

অবশেষে আরও একটি ক্লান্ত সপ্তাহ পরে এল সেই দিন ও ক্ষণ। একটা বেতের টেবিলকে ঘিরে সকলে বসে ছিলাম। সামনে ছিল সিল-করা খামটা। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে তার উপর লেখা ছিল:

"লর্ড জন রক্সটন ও তাদের দলের প্রতি নির্দেশ। ১৫ই জুলাই বেলা ঠিক ১২টায় মানাওস-এ এটা খুলতে হবে।"

লর্ড জনের ঘড়িটা ছিল টেবিলের উপর তাঁর পাশেই। তিনি বললেন, "আর সাত মিনিট বাকি। বুড়ো লোকটি এ ব্যাপারে খুব কড়া।"

খামটা তুলে নিয়ে বাঁকা হাসি হেসে প্রফেসর সামারলী বললেন, "এখনই খুলি আর সাত মিনিট পরেই খুলি তাতে কি যায় আসে? সবই তো অর্থহীন হাতুড়ে ব্যবস্থার অংশ। আর সে ব্যাপারে তো লেখকটির জুড়ি নেই।"

লর্ড জন বললেন, "যাই হোক, নিয়ম মেনে তো চলতেই হবে। সবটাই বুড়ো চ্যালেঞ্জারের খেলা, তার ইচ্ছাতেই আমরা এখানে এসেছি, কাজেই তার নির্দেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা না হয় তো সেটা খুবই খারাপ কাজ হবে।"

প্রফেসর তিক্তস্বরে বলে উঠলেন, "আচ্ছা খেলাই বটে! লন্ডনে থাকতেই বুঝেছিলাম যে পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা, আর যত দেখছি ততই সে ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। খামের ভিতরে কি আছে জানি না। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কথা যদি কিছু না থাকে তাহলে আমি কিন্তু পরবর্তী ভাঁটির নৌকো ধরে পারা থেকে 'বলিভিয়া'তে চড়ে বসব। যাই বলুন, একটি উন্মাদের বক্তব্যকে অপ্রমাণ করার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার হাতে রয়েছে। রক্সটন, এখন নিশ্চয় সময় হয়েছে।"

লর্ড জন বললেন, "ঠিক সময় হয়েছে। এবার বাঁশি বাজাতে পারেন।" খামটা হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে সেটার মুখ কেটে ফেললেন। একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সযত্নে খুলে টেবিলের উপর মেলে ধরলেন। একটা সাদা পাতা। পাতাটা ওল্টালেন। সেদিকটাও সাদা। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। চারদিকে বিমূঢ় নৈঃশব্দ্য। হঠাৎ প্রফেসর সামারলী হো-হো করে হেসে উঠলেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "এটাই তো খোলাখুলি স্বীকৃতি। এর বেশি আর কি চান আপনারা? লোকটা কত বড় 'হামবাগ' সেটা তো সে নিজেই স্বীকার করেছে। এখন আমাদের একমাত্র কাজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকটা যে কত বড় জোচ্চোর সেটা জানিয়ে দেওয়া।"

"অদৃশ্য কালি নয় তো!" আমি বললাম।

কাগজটাকে আলোতে ধরে লর্ড রক্সটন বললেন, "তাও মনে হয় না! না, ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, নিজেকে ঠকিয়ে কি হবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি এ কাগজে কোনওদিন কোনও কিছু লেখা হয়নি।"

"ভিতরে আসতে পারি?" বারান্দা থেকে একটা গর্জন ভেসে এল।

একটি বেঁটে-খাটো মূর্তির ছায়া পড়ল ঘরে। সেই কণ্ঠস্বর! সেই দানবীয় চওড়া কাঁধ! বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে আমরা এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম। রঙিন ফিতে-বাঁধা গোলাকার খড়ের টুপি মাথায়, কুর্তার পকেটে দুই হাত ঢোকানো, ক্যানভাসের ছুঁচলো জুতো পায়ে ঘরে ঢুকলেন চ্যালেঞ্জার। সোনালি রোদের মধ্যে ঐ তো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—মাথাটা পিছন দিকে হেলানো, মুখময় এসিরীয় দাড়ির প্রাচুর্য, ঝুলে-পড়া চোখের পাতায় স্বকীয় ঔদ্ধত্য, আর দুই চোখে অসহিষ্ণু দৃষ্টি।

ঘড়িটা বের করতে করতে বললেন, "আমার মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গেল। স্বীকার করছি, এই খামটা দেবার সময় আমি ভাবিইনি যে আপনারা এটা খুলবেন,

কারণ আমার স্থির বাসনা ছিল যে নির্দিষ্ট ক্ষণের আগেই আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। দুর্ভাগ্যবশত নাবিকের ভুল আর একটা বালুচরের বাধা এই বিলম্বটা ঘটিয়ে দিল। আমার ভয় হচ্ছে, এই বিলম্বের জন্য আমার সহকর্মী প্রফেসর সামারলী আমাকে নিন্দা করার একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন।"

লর্ড জন কঠোর গলায় বললেন, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি স্যার যে আপনি এসে পড়ায় আমরা যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করছি, কারণ আমাদের অভিযান প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছিল। কিন্তু একটা কথা আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে এরকম একটা অদ্ভুত ব্যবস্থার আশ্রয় আপনি কেন নিয়েছেন।"

কোনও জবাব না দিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার লর্ড জন ও আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রফেসর সামারলীকে অভিবাদন জানালেন, তারপর বেতের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তার ভারে চেয়ারটা মড়্-মড়্ করে উঠল।

"আপনারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত?" তিনি শুধালেন।

"আমরা কালই যাত্রা করতে পারি।"

"তাই করুন। পথ চলার জন্য কোনও মানচিত্রের আর দরকার হবে না, কারণ এখন থেকে আমার পরিচালনার অমূল্য সুযোগ আপনারা পাবেন। আমার হাতে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। গন্তব্যস্থলে আপনারা নিশ্চয় পৌঁছে যাবেন। এখন থেকে এ অভিযানের নেতৃত্ব নিচ্ছি আমি স্বয়ং। আজ রাতেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলুন, যাতে কাল সকালেই আমরা যাত্রা করতে পারি। আমার সময়ের দাম আছে, আর অল্প হলেও আপনাদের সময়েরও।"

লর্ড জন রক্সটন "এস্‌মেরাল্ডা" নামক একটা বড় স্টীম-লঞ্চ ভাড়া করে রেখেছিলেন। সেটাই আমাদের উজান পথে নিয়ে যাবে। আবহাওয়ার দিক থেকে অভিযানের পক্ষে সব ঋতুই প্রায় সমান, কারণ কি গ্রীষ্মে কি শীতে তাপমাত্রা পঁচাত্তর থেকে নব্বই ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তবে জুন মাস থেকে জল নামতে থাকে; আর সব চাইতে নিচে নামে অক্টোবর-নভেম্বরে। অতএব আমাদের অভিযান শুরু হচ্ছে শুকনোর সময়ে; বড় বড় নদী ও তার শাখানদীগুলির জল তখন থাকে স্বাভাবিক অবস্থায়।

তিন দিন ধরে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললাম। মোহানা থেকে হাজার মাইল দূরেও নদীটা এত প্রশস্ত যে মাঝখান থেকে দুটো তীরকেই দূর দিগন্তে ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল। চতুর্থ দিনে একটা সংকীর্ণতর শাখা-নদীতে পড়লাম। নদীটা ক্রমেই সংকীর্ণ হতে লাগল। আরও দু'দিন স্টীমার চালিয়ে আমরা একটা আদিবাসী গ্রামে পৌঁছলাম। প্রফেসর জেদ ধরলেন, আমরা সেখানেই নেমে যাব, আর "এস্‌মেরাল্ডা" মানাওস-এ ফিরে যাবে। তিনি বুঝিয়ে বললেন, অচিরেই নদী এত খরস্রোতা হয়ে যাবে যে "এস্‌মেরাল্ডাকে" নিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। গোপনে তিনি আরও জানালেন, একটা অজ্ঞাত জগতের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি; কাজেই যত কম লোক সেটা জানতে পারে ততই ভাল।

২রা অগস্ট তারিখে আমরা "এস্‌মেরাল্ডা"কে বিদায় দিলাম: বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের শেষ যোগসূত্রটাও ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর চারটি দিন পার হয়ে গেল। ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে আমরা দুটি বড় ডিঙি ভাড়া করলাম। বাঁশের কাঠামোর উপর চামড়া লাগানো সেই সব ডিঙি নিয়ে আমরা সব রকম বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারব। সব জিনিসপত্র তাতেই বোঝাই করা হয়। ডিঙি চালাবার জন্য আরও দুটি ইন্ডিয়ানকে কাজে নেওয়া হলো। জানতে পেরেছিলাম, আটাকা ও ইপেটু নামক এই দুটি লোক আগের যাত্রায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গী ছিল। সেই পথেই আবার যেতে হবে শুনে প্রথমে তারা খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই সব অঞ্চলে আমাদের প্রধানের প্রভাব ছিল অপরিসীম; তার চোখে যে ভাল, তার ব্যাপারে দলপতির কিছুই বলার থাকে না।

অতএব কালই আমরা অজানার পথে উধাও হয়ে যাচ্ছি। এই বিবরণ আমি লিখে পাঠাচ্ছি একটা ডিঙির মারফৎ; আমাদের ভাগ্য নিয়ে যারা ভাবে তাদের কাছে এটাই হয়তো আমাদের শেষ কথা। প্রিয় মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল, পূর্ব-ব্যবস্থামতো এই প্রতিবেদন আমি আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম; এটার পরিবর্জন, পরিবর্তন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। প্রফেসর সামারলীর অবিরাম সন্দেহ সত্ত্বেও প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ভাব-গতিক থেকে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের নেতা তার কথা রাখবেন, এবং সত্যসত্য আমরা চলেছি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে।

অধ্যায় ৮

স্বদেশে আমার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারেন, কারণ আমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি, এবং অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথাগুলি যে প্রমাণ করা যাবে তা বুঝতে পেরেছি। এ কথা সত্য যে সেই উপত্যকায় আমরা উঠতে পারিনি, কিন্তু সে উপত্যকা আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে; এমন কি প্রফেসর সামারলীর মেজাজও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাই যে সত্য তা তিনি একবারও বলেননি, তবে তার সেই অনবরত আপত্তি করার ভাবটা আর নেই; এখন তিনি বেশির ভাগ সময়ই চুপচাপ থেকে সব কিছু দেখে যাচ্ছেন। যাই হোক, পিছনে ফিরে গিয়ে যেখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম আবার সেখান থেকেই আমার কাহিনী শুরু করছি। একটি স্থানীয় ইন্ডিয়ান আহত হওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর এই চিঠিটা তার হাত দিয়েই পাঠাচ্ছি; তাই এ চিঠি যথাস্থানে পৌঁছবে কি না সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

খারাপ খবর দিয়েই আমার প্রতিবেদন শুরু করতে হচ্ছে, কারণ (দুই অধ্যাপকের খেয়োখেয়ির কথা ছেড়ে দিলেও) আজ সন্ধ্যায় এমন একটা গুরুতর ব্যক্তিগত গোলমাল ঘটেছে যার ফল খুবই শোচনীয় হতে পারত। ইংরেজি-জানা দো-আঁসলা গোমেজের কথা আগেই বলেছি। লোকটি খুব কাজের, কিন্তু একটা দোষ তার আছে—বড়

বেশি কৌতূহলী। কাল সন্ধ্যায় আমরা যখন বসে কাজের কথা আলোচনা করছিলাম তখন সে কাছেই কোথাও লুকিয়েছিল। আমাদের বিরাট-বপু নিগ্রো জাম্বো তাকে দেখতে পেয়ে টানতে টানতে আমাদের সামনে নিয়ে এল। গোমেজ ছুরি বের করল; অবশ্য প্রচণ্ড শক্তিশালী জাম্বো একহাতেই তাকে কাবু করে না ফেললে সে নির্ঘাৎ তাকে ছুরি মারত। যথেষ্ট বকুনি দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করতেও বাধ্য করা হয়েছে; আশা করছি সব ঠিক হয়ে গেছে। দুই পণ্ডিতের লড়াই কিন্তু সমানেই চলেছে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথাবার্তা খুবই আপত্তিকর তা মানতেই হবে, কিন্তু সামারলীর জিহ্বার ঝালও তো কম নয়।

যাই হোক, পরদিনই আমাদের অভিযান শুরু হলো। দুই ডিঙিতে জিনিসপত্র বোঝাই করে তাতে ভাগাভাগি করে উঠে পড়লাম, প্রতিটি ডিঙিতে ছ'জন করে; অবশ্য প্রতি ডিঙিতে একজন করে অধ্যাপককে নেওয়া হলো। আমি রইলাম চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে।

পুরো দুটো দিন একটা বড় রকমের নদী দিয়ে চলতে লাগলাম। নদীটা কয়েক শ' গজ চওড়া, কালো জল, কিন্তু এত স্বচ্ছ যে তলাটা পর্যন্ত দেখা যায়। আমাজনের অর্ধেক উপনদীই এই রকম, বাকি অর্ধেক সাদাটে ও ঘোলা। যে ধরনের জমির ভিতর দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তার উপরেই এই পার্থক্য নির্ভর করে। কালো জল মানেই গাছ-পাতা পচেছে জলের তলায়, আর সাদাটে মানেই জলের নিচে কাদাটে মাটি আছে। নদীর দুই তীরে আদিম জঙ্গল। তার গম্ভীর রহস্য কি কোনও দিন ভুলতে পারব? পুরনো ঘাস-পাতার নরম কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের অন্তরের মধ্যে এমন একটা নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ত যাকে আমরা অনুভব করে থাকি গোধূলির অন্ধকারে কোনও ভজনালয়ের ভিতরে। এমন কি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বুক-ফাটানো গানও যেন একসময় অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ শব্দে পরিণতি লাভ করত। আমি একাকি হলে এই সব মহীরুহের নাম জানতে পারতাম না, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা আমাদের সব চিনিয়ে দিলেন। ঊষাকালে ও সন্ধ্যায় বাঁদররা দল বেঁধে কিচির-মিচির করে; শুক পাখিরা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে; কিন্তু দুপুর বেলা দূরাগত ঢেউয়ের শব্দের মতো শুধু কানে আসে কীট-পতঙ্গের একটানা সুর। একদিন মাত্র একটা পিপীলিকা-খাদক বা ভালুক জাতীয় জীবকে গাছের ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আমাজনের এই বিরাট অরণ্যে পৃথিবীর বুকে সেটাই ছিল জীবনের একমাত্র সাথী।

অথচ বুঝতে পারছি যে আমাদের অদূরে এই সব রহস্যময় ফাঁক-ফোকরের মধ্যে কোথাও কোথাও মানুষের জীবনযাত্রাও চলেছে। তৃতীয় দিনে বাতাসে একটা গভীর আলোড়ন শুনতে পেলাম—যেমন গম্ভীর, তেমনই সুরেলা। সারাটা সকাল সে শব্দ এই ভেসে এল, আবার মিলিয়ে গেল। দুটো নৌকোই মাত্র গজ কয়েক দূরে থেকে দাঁড় টেনে চলছিল। তখনই প্রথম শব্দটা কানে এল। আমাদের ইন্ডিয়ান সঙ্গীরা হঠাৎ নিথর হয়ে গেল, তারা যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি; শব্দটা শুনতে শুনতে তাদের মুখে আতংক ফুটে উঠল।

শুধালাম, "ওটা কি ?"

লর্ড জন নিস্পৃহভাবে বললেন, "ভেরী ; রণভেরী। আগেও শুনেছি।"

গোমেজ বলল, "হ্যাঁ স্যার, রণভেরী। বুনো ইণ্ডিয়ানরা খুব সাহসী, আমাদের মতো নয় ; প্রতি মাইলে মাইলে তারা আমাদের উপর নজর রাখে ; পারলে আমাদের মেরে ফেলে।"

নিশ্চল, অন্ধকার মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে শুধালাম, "কেমন করে নজর রাখে ?"

"সেটা ইন্ডিয়ানরা জানে। তাদের নানা রকম ফন্দি-ফিকির আছে। আমাদের উপর নজর রাখে। ভেরীর শব্দে কথা বলে। পারলে আমাদের মেরেও ফেলে।"

সেদিন বিকেল নাগাদ—আমার পকেট-দিনপঞ্জীতে দেখছি দিনটা ছিল মঙ্গলবার, ১৮ই অগস্ট—অন্তত ছ'সাতটা ভেরী নানা দিক থেকে বাজতে লাগল। কখনও দ্রুত তালে, কখনও ধীরে ধীরে, কখনও যেন প্রশ্নোত্তরের আকারে। সেই অবিরাম শব্দের ভিতর দিয়ে যেন দো-আঁসলা গোমেজের কথাগুলিই বার বার ধ্বনিত হতে লাগল : "পারলে আমরা তোমাদের মেরে ফেলব।" পুবের লোকরা বলছে, "পারলে আমরা তোমাদের মেরে ফেলব।" উত্তরের লোকরা বলছে, "পারলে আমরা তোমাদের মেরে ফেলব।"

সেই ভেরীর নিনাদ চলল সারাটা দিন। আমাদের কালো সঙ্গীদের মুখে পড়ল আতংকের ছায়া। অবশ্য সেই একটি দিনেই আমি চিরকালের জন্য জানলাম যে সামারলী ও চ্যালেঞ্জার দু'জনই সেই মহত্তম সাহসের অধিকারী যে সাহসিকতা বৈজ্ঞানিক মনের অন্যতম অধিকার। যে মানসিকতা ডারুইনকে শিখিয়েছিল আর্জেন্টিনের "গচো"দের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে, ওয়ালেসকে শিখিয়েছিল মালয়ের নরমুণ্ড-শিকারীদের মুখোমুখি হতে। সারা দিন তারা ঐ রহস্যময় শব্দ নিয়েই মেতে রইলেন।

সেদিন রাতে ভারী পাথরের সাহায্যে আমরা মাঝ-নদীতে ডিঙির নোঙর ফেললাম ; সম্ভাবিত আক্রমণ প্রতিরোধের সব রকম প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু কিছুই ঘটল না। ভোর হতেই আবার আমরা এগিয়ে চললাম ; ভেরীর আওয়াজ আমাদের পিছনে মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ মোহানা থেকে প্রায় একশো মাইল পার হয়ে তবে রাতের জন্য নোঙর ফেলা হলো।

পরদিন সকাল থেকেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে খুবই বিচলিত মনে হতে লাগল ; তিনি অনবরত নদীর এ-তীর ও-তীর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছেন। হঠাৎ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে একটা গাছের দিকে আঙুল বাড়ালেন। একটা অদ্ভুত কোণ সৃষ্টি করে গাছটা নদীর উপর ঝুঁকে আছে।

"ওটাকে কি মনে হচ্ছে ?" তিনি শুধালেন।

"ওটা নিশ্চয় আসাই তালগাছ," সামারলী বললেন।

"ঠিক তাই। এই আসাই তালগাছটাই আমার চিহ্ন। নদীর অপর তীর ধরে আধ মাইল গেলেই গুপ্ত দ্বার। গাছগুলি সব সোজা উঠে গেছে। সেটাই এখানকার বিস্ময়

ও রহস্য। গাঢ়-সবুজ শেওলার পরিবর্তে যেখানে হাল্কা-সবুজ নলবন দেখা যাচ্ছে সেখানে বড় বড় গাছের ফাঁকেই আছে অজ্ঞাত জগতে ঢুকবার গুপ্ত দরজা। সামনে এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন।”

আশ্চর্য জায়গা! হাল্কা-সবুজ নলবনের কাছে পৌঁছে লগি ঠেলে ডিঙি দুটোকে কয়েক শ’ গজ ঠেলে নেবার পরেই আমরা একটা শান্ত অগভীর নদীতে পড়লাম; বালুকাময় নদীর বুকে পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে চলেছে। যে কখনও চোখে দেখেনি সে এই নদীর অস্তিত্ব বা তার ওপারের রূপকথার দেশের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।

সত্যি, এক রূপকথার দেশ—মানব-কল্পনার এক আশ্চর্য জগৎ। মাথার উপরে ঘন গাছপালা পরস্পরকে জড়িয়ে যেন তোরণ তৈরি করেছে; সেই সবুজ গুহার ভিতর দিয়ে গোধূলির সোনার আলো গায়ে মেখে বয়ে চলেছে সবুজ শান্ত নদীটি। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, কাঁচের মতো নিশ্চল, ভাসমান বরফের কোনার মতো সবুজ নদীটি পাতার তোরণের ভিতর দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত; আমাদের বৈঠার প্রতিটি আঘাতে হাজার ঢেউ ভেঙে পড়ছে তার ঝলমলে বুকে। আশ্চর্য দেশে যাবার উপযুক্ত পথই বটে। ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার সব চিহ্ন মিলিয়ে গেছে; ক্রমেই বেশি করে চোখে পড়ছে জন্তু-জীবনের আভাস; সে সব প্রাণীর পোষ-মানা ভাব দেখে মনে হয় শিকারী কাকে বলে তা তারা জানে না। পাখ-পাখালিরও অন্ত নেই; গাছের ডালে ডালে পাখিদের মেলা। পায়ের নিচের স্ফটিকস্বচ্ছ জলে খেলা করছে নানা আকার-ও বর্ণের কত রকম মাছ।

তিন দিন আমরা সেই আবছা সবুজ রোদে ঘেরা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। এই আশ্চর্য জলপথের গভীর শান্তি কোনও মানুষের উপস্থিতির দ্বারা বিঘ্নিত হয়নি।

“এখানে কোনও ইন্ডিয়ান থাকে না। খুব ভয় পায়। কুরুপুরি,” গোমেজ বলল।

লর্ড জন বুঝিয়ে দিলেন, “কুরুপুরি হচ্ছে অরণ্যের দেবতা। এটা যে কোনও শয়তানের নামই হতে পারে। গরীব ভিখারিরা মনে করে এইদিকে ভয়ংকর কিছু আছে, তাই তারা এদিকে আসে না।”

তৃতীয় দিনে পরিষ্কার বোঝা গেল আমাদের ডিঙির যাত্রা আর বেশিদূর চলবে না। নদীর জল দ্রুত কমে আসছিল। দু’ঘণ্টায় দু’বার ডিঙি চরে আটকে গেল। শেষ পর্যন্ত নৌকো দুটোকে ঠেলে ডাঙায় তুলে নদীতীরেই রাতটা কাটালাম। সকলে লর্ড জন ও আমি নদীর তীর বরাবর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কয়েক মাইল হেঁটে গেলাম। নদীর জল ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে। ফিরে এসে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে সে-কথা জানালে ডিঙি দুটোকে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কুড়ুল দিয়ে একটা গাছ কেটে সেই ডালপালা দিয়ে ডিঙি দুটোকে ঢেকে রাখা হলো। তারপর সব জিনিসপত্র—বন্দুক, বারুদ, খাবার-দাবার, তাঁবু, কম্বল প্রভৃতি—নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাঁধে নিয়ে অধিকতর শ্রমসাধ্য পথে যাত্রা শুরু করলাম।

শুরুতেই আমাদের দুই উগ্রচণ্ডীর মধ্যে লড়াই বেধে গেল। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার পর থেকেই চ্যালেঞ্জার দলটাকে পরিচালিত করছিলেন। এবার সহযোগী-অধ্যাপকটি তাতে আপত্তি করে বসলেন। তাকে একটা কাজের ভার (একটা ব্যারোমিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া) দেওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ অথচ শান্ত গলায় বললেন, "কোন ক্ষমতাবলে আপনি এই হুকুম জারি করছেন সেটা জানতে পারি কি স্যার?"

চ্যালেঞ্জার দাঁত বের করে বললেন, "দেখুন প্রফেসর সামারলী, অভিযানের দলপতি হিসাবেই আমি এটা করছি।"

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি স্যার যে আপনার এই পদাধিকারকে আমি স্বীকার করি না।"

"তাই নাকি!" বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, "তাহলে আমার সঠিক পরিচয়টা বলে দিন।"

"বলছি স্যার। আপনি সেই লোক যার কথার সত্যতা বিচারাধীন, আর এই কমিটিই তার বিচার করবে। আপনি হেঁটে চলেছেন আপনার বিচারকদের সঙ্গে।"

ডিঙিটার এক কোণে বসে পড়ে চ্যালেঞ্জার বললেন, "আহা রে! তাই যদি হয় তাহলে আপনারা পথ দেখুন, আমি সুবিধামতো আপনাদের পিছু-পিছু যাব। আমি দলপতি না হয়েও আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব সেটা আপনারা আশা করতে পারেন না।"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দুটি সুস্থ মাথার লোক সেখানে ছিলেন—লর্ড জন রক্সটন ও আমি—যাদের হস্তক্ষেপের ফলেই সব্বাইকে শূন্য হাতে লন্ডনে ফিরে যেতে হয়নি। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তাদের ঝগড়া মিটল। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো, সামারলী বাঁকা ঠোঁটে পাইপ গুঁজে আগে আগে যাবেন, আর চ্যালেঞ্জার বকবক করতে করতে যাবেন তার পিছনে পিছনে।

একজন একজন করে সার বেঁধে আমরা নদীর তীর ধরে এগোতে লাগলাম। নদীটা ছোট হতে হতে এক সময় একটা ঝর্ণার রূপ নিল। তাও এক সময় হারিয়ে গেল স্পঞ্জের মতো শেওলায় ঢাকা একটা জলাভূমির মধ্যে। সেখানে মাত্র হাঁটু-জল। জায়গাটায় ঝাঁক-ঝাঁক মশা ও কীট-পতঙ্গের বাসা। অগত্যা সেটাকে পাশ কাটিয়ে আমরা জঙ্গলের পথে ঘুরে গেলাম। অর্গ্যানের দূরাগত বাজনার মতো কীট-পতঙ্গের গুঞ্জন-ধ্বনি কানে বাজতে লাগল।

ডিঙি ফেলে আসার দু'দিন পরে চারদিককার চেহারাই পাল্টে গেল। রাস্তাটা ক্রমাগতই উপরে উঠে যাচ্ছে; গাছপালা ফাঁকা হয়ে আসছে। আমাজন-অঞ্চলের বড় বড় গাছের বদলে দেখা দিল ফিনিক্স ও কোকো গাছের ঝোপ; মাঝে মাঝে লতাপাতার জঙ্গল। এগিয়ে চলেছি সম্পূর্ণভাবে কম্পাসের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝেই চ্যালেঞ্জার ও দুই ইন্ডিয়ানের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত "আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার প্রতিনিধির পরিবর্তে অনগ্রসর বর্বরদের সহজাত প্রবৃত্তি"র নির্দেশ মেনে চলতেই আমরা রাজী হলাম। আমরা যে ভুল করিনি, তৃতীয় দিনেই তার প্রমাণ

পাওয়া গেল। চ্যালেঞ্জার নিজেই স্বীকার করলেন যে পূর্ববর্তী অভিযানের কিছু কিছু চিহ্ন তার চোখে পড়ছে। এক জায়গায় সত্যি সত্যি চারটে আগুনে-পোড়া পাথর দেখতে পেলাম; সেখানে নিশ্চয় একদা কোনও শিবির ফেলা হয়েছিল।

রাস্তা ক্রমেই উপরে উঠছে; একটা পাথুরে চড়াই পার হতে দু'দিন লেগে গেল। গাছপালার চেহারা বদলে গেল; শুধু গজদন্ত-গাছ আর প্রচুর অর্কিড; তার মধ্যে ছিল বিরল জাতের নুট্রোনিয়া ভেক্সিলারিয়া, কাট্‌লেয়ার লাল-গোলাপী ফুল আর অডটোগ্লোসাম। পাথরভর্তি জলাশয়ের বুকে ট্রাউট মাছের মতো একরকম নীলাভ মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেগুলো ধরে রাতের আহার বেশ ভালভাবেই সমাধা হলো।

এই ভাবে প্রায় একশ' বিশ মাইল পথ পার হবার পরে নবম দিবসে আমরা গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তার বদলে দেখা দিল ঘন-সন্নিবিষ্ট বাঁশবন। সে বন এতই ঘন যে ইন্ডিয়ানদের টাঙি ও কাটারির সাহায্যে সেগুলো কেটে তবে আমাদের পথ করে নিতে হয়েছিল। দু'বার মাত্র এক ঘণ্টা করে বিশ্রাম নিয়ে সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত একটানা হেঁটেছিলাম। এর চাইতে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে কিছু কল্পনাই করা যায় না। যে জায়গাটা সব চাইতে বেশি ফাঁকা সেখানেও দশ-বারো গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। বেশির ভাগ সময়ই সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু লর্ড জনের সুতীর কুর্তার পিছনটা, আর দু'পাশে এক ফুটের মধ্যে দুটো হলুদ দেয়াল। মাথার প্রায় পনেরো ফুট উপরে নলবনের মাথাগুলো দুলছে গাঢ় নীল আকাশের বুকে।

সেখানেই তাঁবু ফেলে রাতটা কাটিয়ে আবার পায়ে চলা শুরু হলো। পিছনে বাঁশবনের দেয়াল, সামনে কিছুটা খোলা জায়গা একটু একটু করে উপরে উঠে গেছে। আর সেখানেই একটা ঘটনা ঘটল।

দুটি স্থানীয় ইন্ডিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার চলছিলেন আগে আগে। হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি উত্তেজিতভাবে ডানদিকে কি যেন দেখালেন। দেখলাম, মাইলখানেক দূরে মস্ত বড় ধূসর পাখির মতো দেখতে একটা প্রাণী ধীরে ধীরে পাখা ঝাপটে মাটির উপর থেকে আকাশে উড়তে উড়তে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উচ্ছ্বসিত গলায় চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "আপনারা দেখেছেন ? সামারলী, আপনি দেখেছেন ?"

সহকর্মীটি আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। শুধালেন, "ওটা কি বলে আপনি মনে করেন ?

"আমার বিশ্বাস ওটা টেরোড্যাক্টিল।"

সামারলী হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "টেরোকিড্‌লস্টিক! ওটা তো একটা বক।"

চ্যালেঞ্জার তো রেগে আগুন। কোনও কথা না বলে ঝোলাটা কাঁধের উপর

ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন। লর্ড জন আমার পাশে এলেন। তাঁর মুখটা গম্ভীর, হাতে একটা "জেইস" দূরবীন!

তিনি বললেন, "গাছের আড়ালে মিলিয়ে যাবার আগেই আমি দূরবীনটা ওর উপর ফেলেছিলাম। ওটা কি তা আমি বলতে পারব না, তবে একথা বাজি রেখে বলতে পারি যে ও রকম কোনও পাখি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।"

ঘটনাটা এই পর্যন্তই। আমরা কি পৌঁছে গেছি অজ্ঞাত জগতের প্রান্তে? আমাদের দলপতি যে লুপ্ত জগতের কথা বলে থাকেন তার সীমান্ত-রক্ষীদের কি আমরা দেখতে পেয়েছি? ঘটনাটি যেমন ঘটেছিল তেমনটিই বললাম। এবার আপনারা যা বুঝবার বুঝে নিন। তবে ঘটনা এই একটিমাত্র, কারণ উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আমরা দেখতে পাইনি।

প্রিয় পাঠকগণ, আপনাদের নিয়ে অনেক পথ পার হয়ে এসেছি। প্রশান্ত নদী, নলবনের যবনিকা, সবুজ সুড়ঙ্গ, তালগাছের সারি, বাঁশবনের বাধা ও সরল বৃক্ষশ্রেণী। সব কিছু পেরিয়ে অবশেষে আমাদের গন্তব্য লক্ষ্যস্থলটি দেখা দিয়েছে। ঐ তো আমাদের চোখের সামনে সে দেশ। কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের বর্তমান শিবির থেকে প্রায় সাত মাইল দূর থেকে সে দেশের শুরু। চ্যালেঞ্জার ময়ূরের মতো নাচতে শুরু করলেন। সামারলী চুপ করে গেলেন। আর একটা দিন পরেই আমাদের অনেক সন্দেহের অবসান হবে। ইতিমধ্যে একটা ভাঙা বাঁশে হাতটা ছড়ে যাওয়ায় জোস্ ফিরে যেতে চাইল। তার হাত দিয়েই এই চিঠি পাঠালাম। আশা করি একদিন চিঠিটা সঠিক হাতে পৌঁছে যাবে। এই সঙ্গে আমাদের ভ্রমণের একটা মোটামুটি চার্ট পাঠালাম। এটা দেখলে ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি বোঝা কিছুটা সহজ হতে পারে।

অধ্যায় ৯

একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। আগে থেকে এটা কে বুঝতে পারত? আমাদের বিপদের তো কোনও শেষ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো এই বিচিত্র দুর্গম জায়গায় সারাটা জীবন কাটানোই আমাদের নিয়তি। আমি এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছি যে বর্তমানের ঘটনা বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কোনওটা সম্পর্কেই স্পষ্ট করে ভাবতে পারছি না। আমার বিহ্বল বুদ্ধির কাছে একটিকে মনে হচ্ছে ভয়ংকর, আর অন্যটি রাতের মতো কালো।

এর চাইতে খারাপ অবস্থায় কেউ কোনওদিন পড়েনি; আমাদের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আপনাকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই; বন্ধুদের কাছে সাহায্যকারী দল পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েও কোনও লাভ হবে না। তারা যদি কাউকে পাঠাতেও পারে তাহলেও সেই সাহায্যকারী দল দক্ষিণ আমেরিকায় এসে পৌঁছবার আগেই হয় তো আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষের সাহায্য থেকে এতদূরে চলে এসেছি যেন আমরা চাঁদের বাসিন্দা। আমাদের যদি বাঁচতে হয় নিজেদের গুণেই বাঁচতে হবে। আমার

সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; তারা অসাধারণ বুদ্ধি ও অবিচল সাহসের অধিকারী। সেটাই আমাদের একমাত্র আশা। সহকর্মীদের অবিচলিত মুখের দিকে তাকালেই আমি যেন অন্ধকারে আলোর রশ্মি দেখতে পাই।

যে ঘটনা-পরম্পরা এই বিপদের মধ্যে আমাদের ঠেলে দিয়েছে যতদূর সম্ভব তার একটা বিবরণ আপনাকে দিচ্ছি।

শেষ চিঠিতে আপনাকে লিখেছিলাম, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যে উপত্যকার কথা বলে থাকেন তার চতুর্দিকস্থ আলোহিত পর্বতশ্রেণীর সাত মাইলের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। যত এগোতে লাগলাম ততই মনে হলো এই সব পাহাড়ের উচ্চতা কোনও কোনও জায়গায় অন্তত হাজার ফুট; পাহাড়গুলোর গায়ে বিচিত্র সব দাগকাটা। এডিনবরার সেলিসবুরি পাহাড়ে এ ধরনের দৃশ্য দেখা যায়। শিখরদেশে প্রচুর গাছপালার লক্ষণ চোখে পড়ে; কোণের দিকে অনেক ঝোপঝাড়, আর পিছন দিকে অনেক উঁচু গাছ। জীবনের কোনও লক্ষণই চোখে পড়ছে না।

রাতের মতো শিবির ফেলা হলো ঠিক সেই পাহাড়ের নিচে—জায়গাটা যেমন বন্য, তেমনই নির্জন। সামনের পাহাড়গুলো শুধু যে খাড়া উঠে গেছে তাই নয়, একেবারে মাথার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে ছড়ানো; ফলে সেখানে উঠে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পাহাড়ের চূড়ার উপরে একটা খুব উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

গাছটাকে দেখিয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, ‘‘ঐ গাছটার উপরেই টেরোড্যাক্টিলটা বসে ছিল। পাহাড় বেয়ে অর্ধেকটা উঠে আমি সেটাকে গুলি করেছিলাম।’’

প্রফেসর সামারলীর দিকে তাকালাম; এই প্রথম যেন তার মুখে কিছুটা বিশ্বাস ও অনুশোচনার চিহ্ন দেখতে পেলাম। তার ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসি নেই; তার বদলে দুই চোখে ফুটে উঠেছে উত্তেজনা ও বিস্ময়। সেটা চ্যালেঞ্জারেরও দৃষ্টি এড়াল না; প্রথম জয়ের আনন্দে তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

টিপ্পনি কেটে বললেন, ‘‘অবশ্য প্রফেসর সামারলী বুঝতে পারবেন যে টেরোড্যাক্টিল বলতে আমি একটা বকের কথাই বলছি—শুধু এ বকের পালক নেই, আছে শুধু চামড়া, ঝিল্লিবিশিষ্ট ডানা, আর চোয়ালভর্তি দাঁত।’’ তিনি চোখ মিট-মিট করে ঠোঁট বেঁকিয়ে অভিবাদন করতে লাগলেন। আর তার সহকর্মীটি মুখ ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সকালে কফি ও ম্যানিয়ক সহযোগে অতি সাধারণভাবে প্রাতঃরাশ শেষ করে আমাদের সমর-পরিষদের সভা বসল। আলোচনার বিষয়: উপরকার উপত্যকায় ওঠার সব চাইতে ভাল পদ্ধতি উদ্ভাবন।

সভাপতির আসন হিসাবে একটা পাথরের উপর বসে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, ‘‘বলা নিষ্প্রয়োজন যে আগের বারে এখানে এসে পাহাড়ে উঠবার সব রকম চেষ্টা আমি করেছিলাম; আমি যখন সে কাজে সফল হইনি তখন আর কেউ সফল হতে পারবে বলে আমি মনে করি না, কারণ পর্বত আরোহণের কিছু বিদ্যা আমার জানা আছে। সেবারে পর্বত আরোহণের কোনও উপকরণ আমার সঙ্গে ছিল না, কিন্তু

এবার আমি সে সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি। সে সবের সাহায্যে এবার নিশ্চয় চূড়ায় উঠতে পারব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মূল পাহাড়টা ওভাবে ঝুলে আছে ততক্ষণ ওখানে ওঠাই তো অসম্ভব। বর্ষা নেমে যাওয়ায় এবং রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় গতবারে আমাকে অনেক তাড়াহুড়া করতে হয়েছিল ; হাতে সময় ছিল কম। এবারে পাহাড়ের পুবদিকের প্রায় ছ'মাইল জায়গা ঘুরে দেখেছি, উঠবার কোনও পথ নেই। তাহলে এখন আমরা কি করব ?"

প্রফেসর সামারলী বললেন, "পথ তো একটাই খোলা আছে। আপনি পুব দিকটা দেখেছেন, পাহাড়ের নিচে নিচে আমাদের পশ্চিম দিকটা দেখতে হবে—কোনও পথ পাওয়া যায় কি না।"

লর্ড জন বললেন, "ঠিক বলেছেন। উপত্যকাটা খুব বড় নয়, ফলে ঘুরতে ঘুরতে হয় একটা পথ পেয়ে যাব, আর না হয় তো আবার এখানেই ফিরে আসব।"

চ্যালেঞ্জার আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এই তরুণ বন্ধুটিকে আমি আগেই বলেছি, এমন একটা জায়গা নিশ্চয়ই আছে যেখান দিয়ে একজন কুশলী পর্বতারোহী পাহাড়ের মাথায় উঠে যেতে পারে, অথচ কোনও বেঢপ ভারী জন্তু সে পথে নেমে আসতে পারে না। উপরে উঠবার একটা পথ যে আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কিসে নিশ্চিত হলেন ?" সামারলী শুধালেন।

"কারণ আমার পূর্বসূরী মার্কিন ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইট সত্যি সত্যি পাহাড়ে উঠেছিলেন। না হলে ওই রাক্ষুসে পাখিটাকে দেখে নোট-বইতে সেটার ছবি আঁকলেন কেমন করে ?"

সামারলী তবু আপত্তির সুরে বললেন, "উপত্যকাটাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি, কাজেই সেটাকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ওখানে কোনও প্রাণী আছে সেটা এখনও প্রমাণ হয়নি। কাজেই সেটা আমি মানতে পারি না।"

"দেখুন স্যার, আপনার মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। আমি মনে করি—" বলতে বলতেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার লাফ দিয়ে উঠে সামারলীর গলাটা চেপে ধরে মুখটাকে আকাশের দিকে ফিরিয়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "এবার স্যার! এবার বুঝতে পারছেন তো যে ঐ উপত্যকায় প্রাণী বাস করে ?"

আগেই বলেছি যে পাহাড়ের মাথায় একেবারে প্রান্তদেশ থেকে সবুজ ঝোপ-ঝাড় ঝুলছিল। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি চকচকে কালো প্রাণী। সেটা যখন ফাঁকা জায়গাটায় দুলতে লাগল তখন আমরা দেখলাম সেটা একটা বড় সাপ ; মাথাটা অদ্ভুত, একটা কোদালের মতো চ্যাপ্টা। মিনিট খানেক সেটা ওইভাবেই থাকল। তার কুণ্ডলী পাকানো শরীরের উপর সকালের রোদ পড়ে চিক চিক করতে লাগল। তারপর সেটা ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামারলী সেই দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, "আপনার যা বলার আছে সেটা ঘাড় ধরে না বললেই আমি খুশি হব। একটা অতি সাধারণ পাহাড়ি পাইথন দেখাতে আপনি ও-কাজটা করতে পারেন না।"

চ্যালেঞ্জার সগর্বে বললেন, "কিন্তু উপত্যকায় প্রাণী তো আছেই। কাজেই এবার আমাদের কাজ হবে শিবির তুলে নিয়ে পশ্চিম মুখে এগিয়ে যাওয়া। উপরের উঠবার একটা পথ আমাদের পেতেই হবে।"

পাহাড়ের পাদদেশ এবড়ো-খেবড়ো ও পাথরে আকীর্ণ; কাজেই বেশ কষ্ট করে আমরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ একটা কিছু দেখতে পেয়ে আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। এক জায়গায় পুরনো শিবিরের অনেক চিহ্ন পড়ে ছিল—"শিকাগো মাংসের" কয়েকটা খালি টিন, "ব্র্যান্ডি" ছাপ-মারা একটা বোতল, একটা ভাঙা টিন-খোলার যন্ত্র, আর পর্যটনের কিছু টুকিটাকি জিনিস। আর পেলাম একখানা দুমড়ানো সংবাদপত্র "শিকাগো ডেমোক্রাট"; তারিখটা মুছে গিয়েছিল।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এটা আমার নয়। নিশ্চয় ম্যাপ্‌ল হোয়াইটের।"

পাশের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে লর্ড জন বলে উঠলেন, "এদিকে দেখুন। এটা নিশ্চয় কোনও পথ-নির্দেশ।"

গাছটার গায়ে একটুকরো কাঠ এমনভাবে পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে যাতে সেটার মুখ রয়েছে পশ্চিম দিকে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "পথ-নির্দেশ ছাড়া আর কি হতে পারে? হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের পূর্বগামী লোকটি এই নির্দেশটি রেখেছে যাতে পরে কেউ এলে ঠিক পথে চলতে পারে। আরও এগিয়ে গেলে হয় তো এরকম অনেক কিছুই দেখতে পাব।"

দেখতে ঠিকই পেলাম; কিন্তু সেটা যেমন ভয়ংকর তেমনই অপ্রত্যাশিত। তখন আমরা এগিয়ে চলেছি ঘন উঁচু বাঁশবনের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ একটা চকচকে সাদা বস্তু আমার চোখে পড়ল। একটা মাংসহীন মড়ার খুলি। গোটা কংকালই সেখানে পড়ে আছে, তবে খুলিটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে একটু দূরে।

সঙ্গী ইন্ডিয়ানরা টাঙি চালিয়ে জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করে দিল। আমরা শোচনীয় দুর্ঘটনার স্থলে এগিয়ে গেলাম। ছেঁড়া পোশাকের কিছু অংশ দেখতে পেলাম; পায়ের বুটজোড়া তখনও অক্ষুণ্নই ছিল। মৃত লোকটি যে ইওরোপীয় সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। নিউ ইয়র্কের হাডসন কোম্পানির একটা সোনার ঘড়ি; চেনের সঙ্গে একটা স্টাইলো পেন আটকানো; একটা রূপোর সিগারেট-কেস; তার ডালায় লেখা "জে. সি.-কে, এ. ই. এস." ধাতুর অবস্থা দেখে মনে হলো দুর্ঘটনাটা খুব বেশি আগের নয়।

লর্ড জন বলে উঠলেন, "লোকটি কে হতে পারে? বেচারি! শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙে গেছে।"

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, "লোকটিকে আমি চিনতে পেরেছি। ম্যাপ্‌ল হোয়াইট সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে গিয়ে জেনেছিলাম যে তার সঙ্গে জনৈক মার্কিন ভদ্রলোকও ছিলেন, তার নাম জেম্‌স্ কল্‌ভার। কাজেই আমি মনে করি, আমরা এখন জেম্‌স্ কল্‌ভারের দেহাবশেষই দেখছি।"

লর্ড জন বললেন, "কি করে সে মারা গেছে সে বিষয়েও সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সে নিশ্চয় পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল, অথবা তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে নিচের তীক্ষ্ণ-মুখ বাঁশের কঞ্চি তার শরীরে গেঁথে গিয়েছিল। নইলে তার হাড়গোড় এ ভাবে ভাঙল কেমন করে, আর যে সব বাঁশগাছ আমাদের মাথা ছাড়িয়ে এত উপরে উঠে গেছে তাতেই বা দেহটা গেঁথে গেল কেমন করে?"

সকলেই নিশ্চুপ। লর্ড জন রক্সটনের কথাই ঠিক। পাহাড়ের ঝুঁকে-পড়া মাথাটা বাঁশবনের উপরে বেরিয়ে ছিল। কোনও সন্দেহ নেই যে সে উপর থেকেই পড়েছে। কিন্তু সত্যি কি পড়েছে? এটা কি একটা দুর্ঘটনা মাত্র? না কি—সেই অজ্ঞাত জগৎকে ঘিরে নানা ভয়ংকর অশুভ চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল।

পাহাড়ের গা বেয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও কোনও পথ চোখে পড়ল না। তারপরই হঠাৎ এমন কিছু দেখতে পেলাম যাতে নতুন আশায় মন ভরে উঠল। পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত; বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত; সেখানে খড়ি দিয়ে একটা তীর-চিহ্ন আঁকা; তার মুখ পশ্চিম দিকে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বললেন, "আবার ম্যাপল্ হোয়াইট। লোকটি আশংকা করেছিল, খুব শক্তিশালী কোনও প্রাণী তার পিছু নিয়েছিল।"

"তাহলে তার সঙ্গে খড়িও ছিল?"

"তার ঝোলার মধ্যে রঙিন খড়ির একটা বাক্স পেয়েছিলাম। মনে পড়ছে, সাদা খড়িটা ক্ষয় হয়ে খুব ছোট হয়ে গিয়েছিল।"

সামারলী বললেন, "এটা অবশ্য ভাল প্রমাণ। তার নির্দেশ মেনে আমাদের পশ্চিম দিকেই এগোতে হবে।"

মাইল পাঁচেক চলবার পরে পাহাড়ের গায়ে আবার একটা তীর-চিহ্ন দেখতে পেলাম। সেখানেই পাহাড়ের মুখটা দুই ভাগ হয়ে একটা সংকীর্ণ ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটলের ভিতরে আরও একটা নির্দেশ-চিহ্ন; এবার তার মুখটা উপরের দিকে।

জায়গাটা থম্থমে; প্রাচীরগুলো এত উঁচু আর নীল আকাশের ফোকরটা এতই সংকীর্ণ ও গাছপালায় ঢাকা যে অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা ছায়া-ছায়া আলো মাত্র নিচে পর্যন্ত আসছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি, পাথুরে পথে চলতে চলতে সকলেই খুব ক্লান্ত; তবু আমাদের স্নায়ুর উত্তেজনা তখন এত বেশি ছিল যে কিছুতেই থামা হলো না। তাঁবু খাটাবার হুকুম দিয়ে এবং ইন্ডিয়ানদের উপর সে কাজের ভার দিয়ে দু'টি দো-আঁসলাসহ আমরা চারজন সংকীর্ণ গিরিখাদ বেয়ে উঠতে লাগলাম।

শুরুতে সেটা আড়াআড়িভাবে চল্লিশ ফুটের বেশি ছিল না, কিন্তু ক্রমেই ছোট হতে হতে এক সময় একটা সূক্ষ্ম কোণে শেষ হলো। সেটা এতই খাড়া ও মসৃণ যে তা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। নিশ্চয় আমাদের পূর্ববর্তী পর্যটক এ-পথের নির্দেশ দেয়নি। সেখান থেকে ফিরলাম—গিরিখাদটা সিকি মাইলের বেশি গভীর নয়—আর তার পরেই লর্ড জনের চোখ পড়ল আমাদের আকাংখিত জায়গাটার উপর। আমাদের মাথার অনেক উপরে কালো কালো ছায়ার মাঝখানে অন্ধকার-ঢাকা একটা বৃত্ত চোখে পড়ল। ওটা নিশ্চয় গুহার মুখ।

নিচে অনেক পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল; কাজেই বেয়ে উঠতে কষ্ট হলো না। উপরে উঠেই সব সন্দেহের অবসান হলো। সেটা যে পাহাড়ে ওঠার একটা মুখ তাই শুধু নয়, পাশে আবার একটা তীর-চিহ্নও ছিল। এটা নিশ্চয় সেই জায়গা যেখান দিয়ে ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইট ও তার ভাগ্যহীন সঙ্গীটি উপরে উঠেছিল। উত্তেজনায় আমরা শিবিরে ফেরার কথা ভুলে গেলাম; এখনই জায়গাটা আবিষ্কার করা চাই। লর্ড জনের ঝুলিতে একটা বৈদ্যুতিক টর্চ ছিল; টর্চের হলুদ আলোর বৃত্তটাকে সামনে রেখে তিনি এগোতে লাগলেন আর আমরা সার বেঁধে তার পিছনে চলতে লাগলাম।

জল পড়ে পড়ে গুহাটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল; দুটো পাশ মসৃণ, মেঝেতে অনেক গোল পাথর ছড়ানো। গুহাটা এত ছোট যে একজন মানুষ উপুড় হয়ে কোনও মতে চলতে পারে। পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত সোজা চলে গুহাটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে উপরে উঠে গেছে। ক্রমেই আরও খাড়া। ছোট ছোট খোলা নুড়ির উপর দিয়ে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। হঠাৎ লর্ড রক্সটনের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

"পথ অবরুদ্ধ!"

তার পিছনে জড় হয়ে হলুদ আলোয় দেখলাম, কালো পাথরের একটা ভাঙা দেয়াল সিলিং পর্যন্ত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"ছাদটাই ভেঙে পড়েছে!"

বৃথাই তার গা থেকে কয়েকটা পাথর খসালাম। তার একমাত্র ফল দাঁড়াল—বড় পাথরগুলো আলগা হয়ে যে কোনও সময় গড়িয়ে পড়ে আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে পারে। বুঝতে পারলাম, এ বাধা অপসারণের সাধ্য আমাদের নেই।

কথা বলারও শক্তি ছিল না। টলতে টলতে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথ ধরে আমরা শিবিরে ফিরে এলাম।

কিন্তু ফিরবার আগেই একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল।

গুহা-মুখ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে ফাঁকা জায়গাটায় একটা ছোট দল হয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড পাথর তীব্র গতিতে উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে আমাদের ঠিক পাশ দিয়ে চলে গেল। অল্পের জন্য আমাদের জীবন রক্ষা পেল। পাথরটা কোন দিক থেকে এসেছিল সেটা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না, কিন্তু যে দো-আঁসলা চাকর দুটো তখনও গুহা-মুখেই ছিল তারা বলল যে পাথরটা তাদের পাশ দিয়েই নেমে গেছে, কাজেই পাহাড়ের উপর থেকেই সেটা পড়েছে। উপরে তাকালাম, সবুজ জঙলা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। যাই হোক, পাথরটা যে আমাদের লক্ষ্য করেই গড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না, আর তা থেকেই নিশ্চিত বোঝা গেল যে ঐ উপত্যকায় মানুষ আছে—অনিষ্টকামী মানুষ।

আমরা তাড়াতাড়ি ফাঁকা জায়গা থেকে সরে গেলাম। অবস্থা খুব সঙ্গীন; প্রকৃতির বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে যদি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত প্রতিরোধ যুক্ত হয়, তাহলে তো আমরা একান্তই অসহায়। তবু আবিষ্কারের কাজ বন্ধ রেখে লন্ডনে ফিরে যাবার কথা আমরা কেউই ভাবতে পারলাম না।

উপত্যকায় পৌঁছবার আর কোনও পথ পাওয়া যায় কি না তারই সন্ধানে আমরা আবার সেটাকে পাক খেতে শুরু করলাম। ভাবলাম, তাতে খারাপ তো আর কিছু হবে না; বড় জোর, ঘুরে ফিরে আবার সেই শুরুর জায়গাতেই ফিরে যাব।

সেদিন রাতে একটা বড় অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল; তার ফলে যে সব পরমাশ্চর্যের খুব কাছাকাছি আমরা এসে গেছি সে সম্পর্কে সব রকম সন্দেহেরই অবসান হলো।

প্রিয় মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল, এই চিঠি পড়তে পড়তে সম্ভবত এই সর্বপ্রথম আপনি উপলব্ধি করবেন যে সংবাদপত্রটি আমাকে বুনো হাঁস তাড়ানোর কাজে পাঠায়নি; প্রফেসরের অনুমতি মিললেই সারা বিশ্বের জন্য যে "কপি" আমি লিখে পাঠাতে পারব তা ধারণার অতীত। প্রমাণপত্রাদিসহ ইংলন্ডে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সে সব প্রকাশ করার সাহস আমার নেই, কারণ সেক্ষেত্রে সকলেই আমাকে সাংবাদিক "মুঞ্চৌসেন" বলে ঠাট্টা করবে।

ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল; আমাদের মনের দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই পিছনে রেখে গেল না।

ঘটনাটি এই। লর্ড জন একটা আজৌতি—শুয়োরের মতো একজাতীয় ছোট জন্তু—শিকার করে তার অর্ধেকটা ইন্ডিয়ানদের দিয়েছিল, আর বাকি অর্ধেকটা আমরা আগুনে রান্না করছিলাম। অন্ধকার হবার পরে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা ছিল, আমরা সকলেই আগুনটাকে ঘেঁষে বসেছিলাম। আকাশে চাঁদ ছিল না; কয়েকটা তারা ছিল; সামনে কিছুটা খোলা জায়গা। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে, রাতের বুক চিরে এরোপ্লেনের মতো হু-হু শব্দ করে কি যেন নেমে এল। চামড়া-ঢাকা ডানার একটা চাঁদোয়া যেন মুহূর্তের জন্য আমাদের সব্বাইকে ঢেকে ফেলল; ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেলাম সাপের মতো একটা লম্বা গলা, একটা হিংস্র লোভাতুর লাল চোখ, প্রকাণ্ড ঠোঁট, আর ছোট ছোট ঝকঝকে দাঁত। পরমুহূর্তেই সেটা উধাও হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে উধাও হলো আমাদের খাবার। প্রায় বিশ ফুট একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া বাতাস কেটে উড়ে চলল; মুহূর্তের জন্য তার দানবীয় ডানা তারাগুলোকে ঢেকে ফেলল; আর তারপরেই মাথার উপরকার পাহাড়ের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমরা আগুনের চারপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। প্রথমে কথা বললেন সামারলী।

আবেগে উচ্ছ্বসিত গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, "প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমারই ভুল। মিনতি করছি, অতীতের কথা আপনি ভুলে যান।"

দুই পণ্ডিত এই প্রথম করমর্দন করলেন। টেরোড্যাক্টিলের প্রথম দর্শনে এটাই আমাদের বড় লাভ হলো। এমন দুটি মানুষকে মেলাতে একটা রাতের খাবার চুরি যাওয়াটা তুচ্ছ ব্যাপার।

উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্তিত্ব থাকলেও তারা কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর ছিল না, কারণ পরবর্তী তিন দিন আমরা আর কিছুই দেখতে পাইনি। এই ক' দিন হেঁটেছি

শুধু জনহীন নিষিদ্ধ দেশের ভিতর দিয়ে; কখনও পাথুরে মরুভূমি, কখনও পরিত্যক্ত জলাভূমি। এই ভাবে ছ'দিন হেঁটে আমাদের পাহাড়-পরিক্রমা শেষ হলো; আমরা ফিরে এলাম প্রথম শিবিরে। সকলেরই মন-মরা অবস্থা। সকলেই বুঝতে পেরেছি, এ পাহাড়ের প্রাচীরকে ডিঙিয়ে যাবার মতো একটি জায়গাও নেই। ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইটের খড়ির চিহ্ন যে পথের হদিস দিয়েছিল সেটা এখন সম্পূর্ণ অগম্য।

এখন আমরা কি করি? ক্রমে রাত হলো। মুখে একটি কথাও না বলে বিষণ্ন মনে সকলে যার যার কম্বল টেনে নিল। মনে পড়ছে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে দেখেছিলাম একটা বিরাট কোলা ব্যাঙের মতো চ্যালেঞ্জার উবু হয়ে চুপচাপ বসে আছেন, মস্ত বড় মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরেছেন; মনে হলো, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন; আমি যখন শুভরাত্রি জানালাম সেটা যেন শুনতেই পেলেন না।

সকালে যখন দেখা হলো তখন চ্যালেঞ্জার সম্পূর্ণ অন্য লোক। সন্তোষ ও আহ্লাদের প্রতিমূর্তি যেন। দাড়ির ফাঁকে দাঁতের ঝিলিক। হেসে বলে উঠলেন, "ইউরেকা! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাতে পারেন; আমরাও পরস্পরকে অভিনন্দিত করতে পারি। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।"

"পথ খুঁজে পেয়েছেন?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"কোথায়?"

জবাব হিসাবে তিনি ডান দিককার গির্জার চূড়ার মতো পর্বত-শিখরটা দেখালেন।

সেদিকে তাকিয়ে আমাদের মুখ—অন্তত আমার মুখ—আনত হলো। আমাদের সঙ্গী বার বার বললেন যে ওটাতে চড়া যাবে। কিন্তু ঐ শিখর আর উপত্যকার মধ্যে তো একটা ভয়ংকর অতলস্পর্শ গহ্বর।

ঢোক গিলে বললাম, "ওটা তো কোনওদিন পার হওয়া যাবে না।"

তিনি বললেন, "আমরা সকলে চূড়ায় তো উঠতে পারব। তারপর দেখা যাবে কি করতে পারি।"

কাজটা খুবই শক্ত। চ্যালেঞ্জার কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপরে উঠে গেলেন এবং সেখানকার একটা বড় গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দিলেন। তা না হলে আমি অথবা সামারলী সেখানে উঠতে পারতাম না। দড়ির সাহায্যে পাহাড়ের উঁচু-নিচু গা বেয়ে আমরাও উঠে গেলাম। যে কোনও দিকে পঁচিশ ফুটের মতো ঘাসে-ঢাকা সমতলভূমিতে চূড়াটা বিস্তৃত।

অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। আমাদের নিচে গোটা ব্রাজিলীয় প্রান্তর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে দিকচক্র-রেখার অস্পষ্ট নীল নীল কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পান করছিলাম, এমন সময় প্রফেসরের ভারী হাতটা পড়ল আমার কাঁধে।

তিনি বলে উঠলেন, "তরুণ বন্ধু গো, এই পথে। Vestigia nulla restrorsum. পিছনে তাকাবে না, সর্বদা তাকাবে গৌরবময় লক্ষ্যের দিকে।"

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটা উপত্যকার সঙ্গে একই সমতলে অবস্থিত। দুটোর মধ্যে ব্যবধান মোটামুটি চল্লিশ ফুট; কিন্তু আমার মনে হলো সেটা চল্লিশ মাইলও হতে পারে। গাছের গুঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরে নিচে তাকালাম। অনেক—অনেক নিচে আমাদের চাকরদের কালো কালো ছোট মূর্তিগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। পাথরের দেয়ালটা দুর্গম; যেটা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও তথৈবচ।

"খুবই অদ্ভুত!" প্রফেসর সামারলীর খস্‌খসে আওয়াজ কানে এল।

ঘুরে দাঁড়ালাম। যে গাছটাকে আমি জড়িয়ে ধরে ছিলাম সেটাকেই সে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করছে। সত্যি তো, ঐ মসৃণ বাকল আর শিরাওয়ালা ছোট ছোট পাতা তো খুবই পরিচিত। চেঁচিয়ে বললাম, "আরে, এটা তো বীচ গাছ!"

সামারলী বললেন, "ঠিক। বহু দূর দেশে এক পরিচিত দেশের মানুষ।"

চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "শুধু দেশের মানুষ নয় মশায়, আপনার উপমাটাকেই আর একটু টেনে বলছি, এ এক অতি মূল্যবান মিত্র। এই বীচবৃক্ষই হবে আমাদের ত্রাণকর্তা।"

লর্ড জন চেঁচিয়ে বললেন, "জর্জের দোহাই! একটা সেতু!"

"ঠিক ধরেছেন বন্ধু, একটা সেতু! কাল রাতে এই দিকে তাকিয়ে একটি ঘণ্টা বৃথাই কাটাইনি। ইচ্ছা-শক্তি আর বুদ্ধির মিলন যদি ঘটে, তাহলে পথ একটা পাওয়া যাবেই। এই খাদের উপর দিয়ে বানাতে হবে একটা সেতু। তাকিয়ে দেখুন!"

সত্যি, আশ্চর্য বুদ্ধিই বটে! গাছটা ষাট ফুট উঁচু তো হবেই। ঠিক মতো কেটে ফেলতে পারলে অনায়াসে তার উপর দিয়ে খাদটা পার হওয়া যাবে। উপরে উঠবার সময় শিবিরের কুড়ুলটা চ্যালেঞ্জার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন। এবার সেটা আমার হাতে দিলেন।

বললেন, "আমাদের তরুণ বন্ধুটি শক্ত পেশী ও শিরার অধিকারী। আশা করি কাজটা তিনি ভালভাবেই করতে পারবেন।"

পেরেছিলাম। তাঁর নির্দেশমতো কুড়ুল চালালাম। কাটা গাছটা সশব্দে পড়ে গেল। অজ্ঞাত জগতে যাবার সেতু তৈরি হলো।

সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে করমর্দন করলাম; খড়ের টুপিটা তুলে তিনিও একে একে আমাদের প্রত্যেককে অভিবাদন জানালেন।

বললেন, "অজ্ঞাত জগতে প্রথম পদক্ষেপ করার সম্মান আমি দাবি করছি। ভবিষ্যতের কোনও কালজয়ী চিত্রশিল্পের এটাই হবে উপযুক্ত বিষয়বস্তু।"

তিনি সেতুটার দিকে পা বাড়াতেই লর্ড জন তার কোটের উপর হাতটা রাখলেন। বললেন, "দেখুন মশায়, এটা আমি হতে দিতে পারি না।"

"পারেন না!" মাথাটা পিছনে সরে গেল, এগিয়ে এল দাড়ি।

"আপনি তো জানেন, বিজ্ঞানের ব্যাপারে আপনার নেতৃত্ব আমি মেনে চলেছি, কারণ আপনি একজন হবু বিজ্ঞানী। কিন্তু আমার এলাকায় এলে তো আপনাকেই আমার অনুসরণ করতে হবে।"

"আপনার এলাকা ?"

"আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে পেশা আছে, আমার পেশা যুদ্ধ করা। আমার তো ধারণা, আমরা চলেছি একটা নতুন দেশ আক্রমণ করতে; সেখানে অনেক রকম শত্রু থাকতে পারে। সাধারণ জ্ঞান ও ধৈর্যের অভাবে অন্ধের মতো সেখানে ধেয়ে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।"

কথাগুলি যুক্তিযুক্ত। চ্যালেঞ্জার মাথা দুলিয়ে দুই ভারী কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

"তা, আপনি কি বলতে চান স্যার ?"

সেতুর ওপারে তাকিয়ে লর্ড জন বললেন, "আমি যতদূর জানি ওই সব ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা নরমাংসাশী জাতি হয় তো মধ্যাহ্ন ভোজনের অপেক্ষায় আছে। কড়াইতে পা দেবার আগে সব কিছু ভাল করে জেনে নেওয়া চাই। সুতরাং ম্যালোন ও আমি নিচে নেমে গিয়ে আমাদের চারটে রাইফেল এবং গোমেজ ও অন্যদের নিয়ে এখানে ফিরে আসব। একজন আগে সেতু পার হয়ে যাবে আর বাকিরা বন্দুক উঁচিয়ে তাকে পাহারা দেবে; যতক্ষণ না সে সব কিছু দেখে সকলকে যেতে বলবে ততক্ষণ অন্যরা অপেক্ষা করে থাকবে।"

কাটা গাছটার গুঁড়ির উপর বসে চ্যালেঞ্জার অধৈর্য হয়ে গজরাতে লাগলেন; কিন্তু সামারলী ও আমি লর্ড জনের প্রস্তাবই সঙ্গত বলে মেনে নিলাম। দড়ি ধরে উঠতে-নামতে এবার আর বেশি কষ্ট হলো না। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রাইফেল ও শট-গান নিয়ে হাজির হলাম। কিছু খাবার-দাবার নিয়ে দো-আঁসলা দু'জনও উপরে উঠে এল। প্রত্যেকেই কার্তুজভর্তি একটা করে বেল্ট পেলাম।

উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হলে লর্ড জন বললেন, "চ্যালেঞ্জার আপনি যদি প্রথম যেতে চান তো এবার—"

ক্রুদ্ধ প্রফেসর বললেন, "আপনার সানুগ্রহ অনুমতির জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। দয়া করে অনুমতি যখন দিলেন তখন এ অভিযানের পথিকৃৎ হবার দায়িত্ব আমি অবশ্যই নেব।"

খাদের দুই পাশে পা ঝুলিয়ে বসে টাঙিটা পিঠের উপর ঝুলিয়ে চ্যালেঞ্জার ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে গাছটা বেয়ে অচিরেই ওপারে পৌঁছে গেলেন। মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই হাত আকাশের দিকে নাড়তে লাগলেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "শেষ পর্যন্ত! শেষ পর্যন্ত!"

তারপর গেলেন সামারলী। তার মতো পল্‌কা দেহে এতটা কর্মশক্তি সত্যি বিস্ময়কর। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন দুটো রাইফেল, যাতে ওপারে পৌঁছে দুই অধ্যাপকই সশস্ত্র হতে পারেন। তারপর আমি। সামারলী তার বন্দুকের কুঁদোটা বাড়িয়ে দিলেন; পরমুহূর্তেই আমি তার হাতটা চেপে ধরলাম। আর লর্ড জন—তিনি হেঁটে পার হলেন, কোনও কিছু না ধরে সত্যি সত্যি হেঁটে গেলেন। তার স্নায়ু লৌহকঠিন।

এবার আমরা চারজনই স্বপ্নের দেশে পা ফেললাম—ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইটের বিলুপ্ত জগতে। সকলের কাছেই সেটা পরম জয়ের মুহূর্ত। তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে সেটাই আমাদের চরম বিপদের সূচনা ? সেই কথাই সংক্ষেপে বলছি।

উপত্যকার প্রান্ত থেকে সরে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে সবে গজ পঞ্চাশেক ভিতরে ঢুকেছি এমন সময় একটা ভয়ংকর চড়্-চড়্ শব্দ কানে এল। একসঙ্গে সকলে ছুটে গেলাম। সেতুটা নেই!

পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে তাকিয়ে দেখলাম, একটা ভাঙা গাছ ডালপালাসুদ্ধু দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। আমাদের সেই বীচগাছটা। কি করে এই অঘটন ঘটল? পরমুহূর্তেই সম্মুখের পাহাড়-চূড়ার আড়াল থেকে একটা ফোলা-ফোলা মুখ দেখা দিল—সে-মুখ দো-আঁসলা গোমেজের। হ্যাঁ, গোমেজ, কিন্তু সে গোমেজ নয় যার মুখে ছিল শান্ত হাসির মুখোশ। এ বিকৃত মুখে দেখলাম জ্বলন্ত দুটি চোখ,—ঘৃণায় ও প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মাদ আনন্দে কাঁপছে।

সে চিৎকার করে ডাকল, "লর্ড রক্সটন! লর্ড জন রক্সটন!"

আমাদের সঙ্গী সাড়া দিলেন, "আমি এখানে!"

খাদের ওপার থেকে ভেসে এল উন্মত্ত হাসি।

"হ্যাঁ, ইংরেজ কুত্তা, তুই ওখানে, আর ওখানেই থাকবি! আমি অনেক দিন অপেক্ষা করে আছি; এতদিনে সুযোগ পেয়েছি। অনেক কষ্ট করে ওখানে উঠেছিস, নামতে আরও অনেক বেশি কষ্ট পাবি। অভিশপ্ত মূর্খের দল, তোরা ফাঁদে পড়েছিস, প্রত্যেকে!"

আমরা ভীত, বিহ্বল। মুখে কথা ফুটল না। অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু। ঘাসের উপর একটা মোটা ভাঙা ডাল পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম সেটার সাহায্যেই সে গাছটাকে ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছে। মুখটা সরে গেল। একটু পরেই আবার দেখা দিল। এবার আগের চাইতেও উন্মত্ত।

চিৎকার করে বলল, "গুহার মধ্যেই পাথর ফেলে তোদের প্রায় মেরে ফেলেছিলাম, কিন্তু এটা আরও ভাল হলো। এ মৃত্যু ঘটবে তিলে তিলে, ভয়ংকরভাবে। ওখানেই তোদের হাড়গুলো সাদা হয়ে যাবে; কেউ জানবে না তোরা কোথায় আছিস; কেউ আসবে না তোদের মাটি দিতে। মরণকালে স্মরণ কর সেই লোপেজকে, পাঁচ বছর আগে পুটোমায়ো নদীতে যাকে তুই গুলি করে মেরেছিলি। আমি তার ভাই; আজ আমি সুখী, কারণ তার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।"

প্রতিহিংসা সাধন করেই লোকটা যদি পালিয়ে যেত তাহলেই তার পক্ষে মঙ্গল হত। কিন্তু অতি-নাটকীয়তার ঝোঁকই তার পতন ডেকে আনল। তিন মহাদেশের মানুষ রক্সটনকে ডাকে "প্রভুর কুলো" বলে; কারও ঠাট্টা সহ্য করার পাত্র তিনি নন। দো-আঁসলাটি চূড়া থেকে নামছিল। সেই অবসরে লর্ড জন উপত্যকার প্রান্ত ধরে ছুটে এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন যেখান থেকে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর রাইফেলের একটা শব্দ। আমরা কিছু দেখতে পেলাম না, তবে শুনতে পেলাম একটা আর্তনাদ ও দূরে একটা ভারী জিনিসের পতনের শব্দ। পাথরের মতো শক্ত মুখে রক্সটন ফিরে এলেন।

বললেন, "আমিই একটা বোকার ডিম। আমার বুদ্ধির দোষেই সকলের এই বিপদ। আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে এরা রক্তঋণের কথা ভোলে না।"

এ পরিস্থিতিতে কি করা হবে সেই কথাই আলোচনা করছিলাম এমন সময় নিচের একটা দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। সাদা পোশাক পরা দু'নম্বর দো-আঁসলাটি প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছন-পিছন ছুটছে আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য জাম্বোর আবলুস-কালো প্রকাণ্ড দেহটা। পলাতক লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল। মাটিতে পড়ে দু'জন গড়াগড়ি খেতে লাগল। মুহূর্ত পরে জাম্বো উঠে দাঁড়াল, মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে একবার তাকাল, তারপর আনন্দে দুই হাত নাচাতে নাচাতে আমাদের দিকে ছুটে এল। মৃতদেহটা সেখানেই পড়ে রইল।

দুই বিশ্বাসঘাতক তো শেষ হলো, কিন্তু আমাদের যা ক্ষতি হবার তা তো হয়ে গেছে। ওই চূড়ার মাথায় তো আমরা কোনও মতেই উঠতে পারব না। আমরা ছিলাম পৃথিবীর অধিবাসী, এখন আমরা উপত্যকার অধিবাসী। দুই জগৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ঐ প্রান্তর পার হয়ে তবে পাব আমাদের ডিঙি। দূরে, অস্পষ্ট বেগুনি দিগন্ত-রেখার ওপারে আছে সেই নদী যা আমাদের নিয়ে যেতে পারে সভ্যতার জগতে। কিন্তু দুই জগতের মাঝখানের যোগসূত্র যে হারিয়ে গেছে। এক মুহূর্তে আমাদের জীবনের চেহারাটাই বদলে গেছে।

জাম্বোর কালো মুখটা দেখা দিল পাহাড়ের মাথায়; তার হারকিউলিসের মতো শরীরটা উঠে গেল চূড়ার উপরে।

চেঁচিয়ে বলল, "আমি এখন কি করব? আপনারা যা বলবেন তাই করব।"

প্রশ্ন করাটা সহজ, কিন্তু উত্তর দেওয়া শক্ত। তবু বাইরের জগতের সঙ্গে সেই আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। তাকে কোনও মতেই আমাদের ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না।

সে চেঁচিয়ে বলল, "না, না! আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না। যাই ঘটুক না কেন, আমি এখানেই থাকব। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের আর ধরে রাখা যাবে না। তারা অনেক কথা বলছে: এখানে কুরুপুরি আছে, তারা বাড়ি ফিরে যাবে। ওদের ছেড়ে দিন। ওদের ধরে রাখতে পারবেন না।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আগামীকাল পর্যন্ত ওদের আটকে রাখ জাম্বো; তাহলে ওদের হাত দিয়ে আমি চিঠি পাঠাতে পারব।"

জাম্বো বলল, "ঠিক আছে স্যার! কথা দিচ্ছি, আগামীকাল পর্যন্ত তারা থাকবে। কিন্তু আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি?"

করার তো অনেক কিছুই ছিল, আর সে সব কাজ সে ভালভাবেই করল। প্রথমেই আমাদের কথামতো গাছের গুঁড়ি থেকে দড়িটা খুলে একটা দিক আমাদের কাছে ছুঁড়ে দিল। বেশি মোটা না হলেও দড়িটা বেশ শক্ত; ওটা দিয়ে সেতু বানাতে না পারলেও পাহাড়ে ওঠার দরকার হলে খুব কাজে লাগবে। তারপর দড়ির অপর দিকটা রসদের থলের সঙ্গে বেঁধে দিল, আর আমরা সেটাকে টেনে নিয়ে এলাম। অন্তত এক সপ্তাহের মতো খাবারের সংস্থান তো হলো। শেষ পর্যন্ত সে নিচে নেমে এক বাক্স বারুদ ও অন্য টুকিটাকি জিনিস ভর্তি দুটো প্যাকেট উপরে তুলে আনল,

আর আমরা দড়ির সাহায্যে সেগুলো কাছে টেনে আনলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সে নিচে নেমে গেল ; আবার কথা দিয়ে গেল, পরদিন সকাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের আটকে রাখবে।

আর এই পরিস্থিতিতেই উপত্যকার বুকে বসে একটিমাত্র মোম-লণ্ঠনের আলোয় আমাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেই প্রথম রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

আগামীকাল (অথবা বলতে পারি আজ, কারণ লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এসেছে) আমরা প্রথম ঢুকব সেই আশ্চর্য দেশে। আবার কবে লিখতে পারব—মোটেই লিখতে পারব কি না—জানি না। দেখতে পাচ্ছি, ইন্ডিয়ানরা এখনও অপেক্ষা করে আছে। আমি নিশ্চিত যে বিশ্বস্ত জাম্বো চিঠিটা নিতে আসবে। আমার বিশ্বাস, চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছবে।

পুনশ্চ—যত ভাবছি ততই অসহায় বোধ করছি। ফিরে যাবার কোনও আশাই নেই। উপত্যকার পাড়ির উপর যদি কোনও উঁচু গাছ থাকত তাহলে না হয় আর একটা সেতু বানাতে পারতাম, কিন্তু পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোনও বড় গাছ নেই। সকলে মিলে চেষ্টা করলেও অত বড় একটা গাছকে আমরা বয়ে আনতে পারব না। দড়িটাও এত ছোট যে সেটা বেয়েও নিচে নামা যাবে না। না, আমাদের আশা নেই—কোনও আশা নেই!

অধ্যায় ১০

অতি আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটেছে এবং অনবরত ঘটে চলেছে। কাগজ বলতে আমার সঙ্গে আছে পাঁচখানি পুরনো নোট-বই ও কিছু টুকরো কাগজ, আর একটিমাত্র স্টাইলো-পেন্সিল। কিন্তু যতদিন আমার হাত চলবে ততদিন আমাদের অভিজ্ঞতার কথা আমি লিখেই যাব, কারণ গোটা মানব সমাজে আমরাই একমাত্র লোক যারা এসব জিনিস দেখতে পাচ্ছি। আশা করছি, সত্যিকারের অভিযানের ধ্রুপদী সাহিত্য হিসাবে আমার এ লেখা অমর হয়ে থাকবে।

প্রথমেই আমাদের জিনিসপত্রের একটা তালিকা তৈরি করে ফেললাম। সঙ্গে আছে চারটে রাইফেল, একহাজার তিনশো রাউন্ড গুলি ও একটা শট-গান ; কিন্তু মাঝারি আকারের কার্তুজ দেড়শ'র বেশি নেই। রসদ যা আছে তাতে কয়েক সপ্তাহ চলে যাবে। তামাক আছে প্রচুর ; আর আছে কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, একটা বড় টেলিস্কোপ ও একটা ভাল ফিল্ড-গ্লাস। জিনিসগুলো সব এক জায়গায় জড় করলাম ; তারপর কুড়ুল ও ছুরি দিয়ে অনেক কাঁটা গাছ কেটে প্রায় পনেরো গজ ব্যাসের একটা বৃত্তাকার জায়গাকে ঘিরে ফেললাম। আপাতত সেটাই আমাদের হেডকোয়ার্টার—আকস্মিক বিপদের হাত থেকে বাঁচবার আশ্রয়স্থল, আবার জিনিসপত্র রাখার সুরক্ষিত গুদামও। সেটার নাম দিলাম "চ্যালেঞ্জার দুর্গ"।

আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড জন একদিন বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও মানুষ বা জন্তু আমাদের না দেখছে বা আমাদের কথা শুনছে ততক্ষণ আমরা নিরাপদ।

যেই তারা জানতে পারবে আমরা এখানে আছি তখনই বিপদ শুরু হবে। কাজেই আমাদের প্রথম কাজ হবে চুপচাপ থেকে চারদিকে ভাল করে নজর রাখা।”

“কিন্তু আমাদের তো এগিয়ে যেতেই হবে,” আমি বললাম।

“নিশ্চয় যেতে হবে। কিন্তু এগোতে হবে সাধারণ বুদ্ধিমতে। এমন দূরত্বে যাওয়া কখনও ঠিক হবে না যেখান থেকে আমরা ফিরে আসতে পারব না। তাছাড়া, জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা না দিলে কখনও বন্দুক ছুঁড়ব না।”

একটু পরে তিনি আবার বললেন, “ভাল কথা, এ জায়গাটার একটা নাম দেওয়া দরকার। কি নাম দেওয়া যায় ?”

চ্যালেঞ্জার বললেন, “একটিমাত্র নামই হতে পারে। যে পথিকৃৎ এটাকে আবিষ্কার করেছে তার নামেই হোক এ জায়গাটার নাম। ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ড।”

তাই হলো। যে নক্সা আমি তৈরি করছিলাম তাতে এই নামই লেখা হলো। ভবিষ্যতে মানচিত্রেও এই নামই লেখা হবে।

আমাদের ঝর্ণা থেকে যে ছোট নদীটা বেরিয়েছে তার তীর বরাবর আমরা অজানার পথে যাত্রা শুরু করলাম, যাতে সেই পথ ধরেই ফিরে আসতে পারি।

কয়েক শ' গজ ঘন জঙ্গল পার হবার পরে নদীটা চওড়া হয়ে একসময় একটা বড় জলাভূমির রূপ ধারণ করল।

সকলের আগে লর্ড জন। হঠাৎ তিনি হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বললেন, “ওই দেখুন! জর্জের নামে বলছি, ওটা নিশ্চয় সব পাখিকুলের বাবার পায়ের ছাপ!”

আমাদের সামনেই নরম কাদার উপর তিন-আঙুলের একটা প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ পড়েছিল। জীবটি জলাভূমি পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। সেই দানবীয় পায়ের ছাপটা পরীক্ষা করতে আমরা সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। এটা যদি পাখি হয় আর কিই বা হতে পারে—তাহলে তো এর পা হবে উটপাখির চাইতেও বড়, আর সেই মাপে দেহটা হবে প্রকাণ্ড। লর্ড জন চারদিকে তাকিয়ে বন্দুকে দুটো কার্তুজ ভরলেন।

বললেন, “শিকারী হিসাবে যেটুকু সুনাম আমার আছে তার দোহাই দিয়ে বলছি, পায়ের ছাপটা সদ্য পড়েছে। দশ মিনিটও হয়নি। দেখছেন না, এখনও জল চুঁইয়ে পড়ছে! হায় জোভ! দেখুন, এখানে আর একটা ছোট পায়ের ছাপ!”

সত্যি তো, বড় ছাপের সঙ্গে সমান্তরালে কয়েকটা ছোট পায়ের ছাপও এগিয়ে গেছে।

“এটা কি হতে পারে ?” অধ্যাপক সামারলী শুধালেন।

চ্যালেঞ্জার উৎসাহে চেঁচিয়ে বললেন, “উইল্ডেন-এর মাটিতে আমি এ রকমই ছাপ দেখেছি। প্রিয় রক্সটন, এটা কোনও পাখি নয়।”

“কোনও জন্তু ?”

“না; একটা সরীসৃপ—ডাইনোসর। আর কারও পায়ের ছাপ এ রকম হতে পারে না। আহারে! এ রকম একটা দৃশ্য দেখতে পাব তা কে আশা করেছিল ?”

তার কথাগুলি শেষের দিকে অস্পষ্ট হয়ে এল। সকলেই বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছু দূরেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই দেখলাম পাঁচ-পাঁচটা অসাধারণ জীবকে। এ রকম জীব আর কখনও দেখিনি। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আমরা তাদের দেখতে লাগলাম।

মোট পাঁচটি; দুটো বড়, তিনটে বাচ্চা। বিরাট আকার। বাচ্চাগুলোই এক-একটা হাতির মতো, আর বড় দুটোর মতো প্রাণী কখনও দেখিনি। স্লেট-রং চামড়া গিরগিটির মতো আঁশে ঢাকা; রোদ পড়ে চিকচিক করছে। তাদের আকৃতি যে কি করে আপনাদের বোঝাব তা জানি না; বলতে পারেন দেখতে অনেকটা বিরাটকায় ক্যাঙারুর মতো, লম্বায় বিশ ফুট, কালো কুমীরের মতো চামড়া।

কতক্ষণ চুপচাপ লুকিয়ে থেকে সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম জানি না। ধীরে ধীরে তারা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাদের চামড়ার স্লেট-রংয়ের ঝিলিক ও ঝোপঝাড়ের অনেক উপরে তাদের আন্দোলিত মাথাগুলি দেখতে পেলাম।

সামারলী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "Nunc dimittis! ইংল্যান্ডের লোকরা এ সম্পর্কে কি বলবে?"

জবাব দিলেন চ্যালেঞ্জার, "প্রিয় সামারলী, ইংলন্ডের লোকরা কি বলবে সেটা আমিই সঠিক বাতলে দিতে পারি। তারা বলবে, আপনি একটি ডাহা মিথ্যুক, একটি বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজ, ঠিক আপনারা আমাকে যা বলেছেন।"

"আর এই ফটোগ্রাফগুলো?"

"জাল সামারলী, জাল!"

"কিন্তু আমরা তো চোখে দেখলাম।"

"এটা একটা কথা বটে! ম্যালোন ও তার ফ্লিট স্ট্রীটের স্যাঙাৎরা হয় তো উচ্চকণ্ঠে আমাদের জয়গান করবেন। ২৮ শে অগস্ট—এই দিনে ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইট ল্যান্ডের খোলা জায়গা আমরা পাঁচটি ইগুয়ানোডনকে দেখেছি। তরুণ বন্ধু হে, কথাটা আপনার দিনপঞ্জীতে লিখে রাখুন আর পরে পাঠিয়ে দিন আপনার কর্তাকে।"

লর্ড জন বললেন, "আর সেই সঙ্গে একটা সম্পাদকীয় জুতোর ঠোক্করের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। দেখ ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, লন্ডনের আবহাওয়ায় সব কিছুই অন্যরকম দেখায়। লোকে বিশ্বাস করবে না এই ভয়েই অনেকে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলে না। তাদেরই বা দোষ দেবে কেমন করে? দু'-এক মাস পরে আজকের অভিজ্ঞতাই তো আমাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হতেও পারে। ওগুলোকে কি বললেন যেন?"

সামারলী বললেন, "ইগুয়ানোডন। হেস্টিংসের বালুকাময় প্রান্তরে, কেন্টে, সাসেক্সে সর্বত্র তাদের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া যেত। সেখানকার পরিবেশ এখন বদলে গেছে, তাই সে সব জন্তুও মরে গেছে। এখানে হয় তো পরিবেশ বদলায়নি, তাই তারা বেঁচে আছে।"

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কিছুই আমি জানি না; কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে একটা

বইতে এমন সব প্রাণীর কথা পড়েছি যারা সিংহ ও বাঘ খেয়ে বেঁচে থাকে, ঠিক যে রকম বিড়ালরা বেঁচে থাকে ইঁদুর খেয়ে। ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইট ল্যান্ডের জঙ্গলে যদি তাদের দেখা মেলে তাহলে কি হবে!

এই একই সকালে—নতুন দেশে আমাদের প্রথম সকাল—বিচিত্র সব বিপদ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরবে, এটাই বোধ হয় ছিল আমাদের নিয়তি। লর্ড জনের মতে ইগুয়ানোডনের দল যদি থাকে আমাদের স্বপ্ন হয়ে, তাহলে টেরোড্যাক্টিলদের জলাভূমি হয়ে থাকবে আমাদের চিরদিনের দুঃস্বপ্ন। আসলে কি ঘটেছিল সেটাই আমাকে বলতে দিন।

নদীর তীর ধরে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দু' তিন মাইল যাবার পরেই পড়ল ছোট-বড় নানা পাথরে ঢাকা একটা উপত্যকা। আর একটু এগোতেই কানে এল একটা বিচিত্র প্যাঁক প্যাঁক ও শিসের শব্দ। তাকিয়ে দেখি, লর্ড জন ইঙ্গিতে আমাদের থামতে বলছেন। দেখলাম, তিনি যেন উঁকি দিয়ে কি দেখছেন। তারপরেই তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল চরম বিস্ময়। হাত নেড়ে আমাদের ডাকলেন। একটা হাত তুলে সতর্কতার সংকেতও জানালেন।

হামাগুড়ি দিয়ে তার পাশে গিয়ে পাথরগুলোর উপর দিয়ে তাকালাম। সামনেই একটা গহ্বর। হয় তো কোনও এক সময় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে উপত্যকার বুকে গহ্বরটার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকটা বাটির মতো দেখতে; আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে প্রায় একশ' গজ নিচে সবুজ সর-পড়া বদ্ধ জলের একটা হ্রদের মতো। এমনিতেই জায়গাটা অদ্ভুত, কিন্তু সেখানকার বাসিন্দাদের দেখে দান্তের "সপ্ত বৃত্তে"র একটা দৃশ্যের কথাই মনে পড়ে গেল। জায়গাটা টেরোড্যাক্টিলদের একটা আস্তানা। চোখের সামনে শত শত টেরোড্যাক্টিল। জলের তীর ঘেঁষে বাচ্চাদের মেলা। বীভৎসদর্শন মায়েরা ঘুরছে তাদের আশেপাশে। সেই অগুণতি বীভৎস সরীসৃপ জাতীয় শিশুদের পাখার ঝাপটে বাতাস ভরে গেছে; ভয়ংকর দুর্গন্ধ আমাদেরই অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু উপরের দিকে প্রতিটি পাথরে বসে আছে ভয়ংকর পুরুষ টেরোড্যাক্টিলগুলো। লম্বা, ধূসর, শুঁটকো চেহারা; দেখলে জীবিত প্রাণীর বদলে মৃত শুকনো প্রাণী বলেই মনে হয়। একেবারে চুপচাপ বসে আছে; শুধু লাল চোখগুলো ঘুরছে, কখনও বা ইঁদুর-ধরা ফাঁদের মতো ঠোঁট দুটো ফাঁক করছে। প্রকাণ্ড ঝিল্লিময় ডানা গুটিয়ে বসে আছে; দেখে মনে হয় দীর্ঘদেহ বুড়িরা সব মাকড়সার জালের মতো রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে বসে আছে, আর তাদের হিংস্র মাথাগুলো উপরে ঠেলে উঠেছে। আমাদের সামনের গহ্বরে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত হাজারখানেক নোংরা জীব এসে বাসা বেঁধেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার এই সুযোগ পেয়ে আমাদের অধ্যাপকদ্বয় এতই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে তারা হয় তো সারাটা দিনই সেখানে সানন্দে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু কি একটা বিষয় নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠে চ্যালেঞ্জার হঠাৎ পাথরের উপর দিয়ে মাথাটা বাড়াতেই আমাদের সকলেরই দফা প্রায় রফা

হবার যোগাড় হলো। মুহূর্তের মধ্যে নিকটতম পুরুষ টেরোড্যাক্টিলটি একটা কর্কশ শিসের মতো শব্দ করে বিশ ফুট চওড়া চামড়ার ডানা ঝট্‌পটিয়ে আকাশে উড়ে গেল। মেয়ে পাখিটা এবং বাচ্চারা জলের ধারে এক জায়গায় জড়ো হলো, আর রক্ষীপুরুষ-পাখিরা একের পর এক আকাশে পাড়ি জমাল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। প্রকাণ্ড চেহারার বীভৎসদর্শন অন্তত শ'খানেক প্রাণী দ্রুতবেগে পাখার ঝাপট মেরে চাতক পাখির মতো মাথার উপর ঘুরতে লাগল। প্রথমে তারা ঘুরতে লাগল একটা বড় বৃত্তের আকারে। তারপর সেই বৃত্ত ছোট হতে হতে ক্রমেই নিচে নামতে লাগল। তাদের ডানার শোঁ-শোঁ হুস্-হুস্ আওয়াজ শুনে হেন্ডন বিমান-ঘাঁটির কথাই আমার মনে পড়ে গেল।

হাতের রাইফেল ঘোরাতে ঘোরাতে লর্ড জন বলতে লাগলেন, "জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন, সকলে দল বেঁধে একত্র থাকুন। শয়তানদের মনে কুমতলব আছে।"

যেই আমরা সেখান থেকে সরে যেতে চেষ্টা করলাম অমনি বৃত্তটা আরও ছোট হয়ে নিচে নেমে এল; অনেকগুলি পাখার ডগা আমাদের মুখ ছুঁয়েও গেল। বন্দুকের কুঁদো ঘুরিয়ে আমরা আঘাত হানলাম, কিন্তু ওদের কিছুই হলো না। হঠাৎ সেই স্লেট-রঙা বৃত্তের শোঁ-শোঁ শব্দের ভিতর থেকে একটা লম্বা গলা বেরিয়ে এল, একটা হিংস্র ঠোঁট সোজা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আর একটা, তারপর আরও একটা। সামারলী চিৎকার করে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, মুখ থেকে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আমার ঘাড়ে একটা খোঁচা লাগল; যন্ত্রণায় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। চ্যালেঞ্জার পড়ে গেলেন; আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে তুলতে যেতেই আর একটা খোঁচা খেয়ে তার উপরেই উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে লর্ড জনের বড় বন্দুকটা গর্জে উঠল; তাকিয়ে দেখলাম, ভগ্নপাখা একটা টেরোড্যাক্টিল মাটিতে পড়ে ছটফট করছে, ঠোঁট দুটো ফাঁক করে গরগর শব্দ করছে, গোল-গোল রক্ত-লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেন মধ্যযুগীয় ছবির শয়তান একটা। সেই আকস্মিক শব্দ শুনে অন্যরা সবাই উপরে উঠে গিয়ে আমাদের মাথার উপরে পাক খেতে লাগল।

লর্ড জন চেঁচিয়ে বললেন, "এই সুযোগ! প্রাণ বাঁচান!"

টলতে টলতে আমরা জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। দানব-পক্ষিগুলো তখনই আবার তেড়ে এল। সামারলী ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। তাকে টানতে টানতে আমরা বড় বড় গাছগুলোর তলায় পৌঁছে গেলাম। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত, কারণ ওদের মস্ত বড় পাখা গাছের ডালের নিচে পৌঁছতে পারছিল না। আহত অবস্থায় খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ফিরবার পথে তাকিয়ে দেখলাম, ওরা তখনও আমাদের মাথার উপরে অনেক উঁচুতে গাঢ় নীল আকাশের বুকে বৃত্তাকারে উড়ছে; ওদের চোখ তখনও আমাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম তখন ওরা রণে ক্ষান্ত দিল; তারপরে আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

একটা ছোট জলার ধারে থেমে ফুলে-ওঠা হাঁটুটা ভেজাতে ভেজাতে চ্যালেঞ্জার বললেন, "খুব একটা অভিজ্ঞতা হলো বটে।"

সামারলী কপালের কাটা জায়গার রক্ত মুছে ফেলতে লাগলেন। আমি ঘাড়ে একটা নোংরা ব্যান্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত। লর্ড জনের কোটের কলারটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে; দাঁতের ঘষায় শুধু চামড়া ছড়ে গেছে।

চ্যালেঞ্জার আবার বললেন, "এটা কিন্তু লিখে রাখার মতো। আমার তরুণ বন্ধুটি চঞ্চুবিদ্ধ হয়েছে, লর্ড জনের কোট কামড়ে তুলে নিয়েছে, আমার মাথায় লেগেছে ডানার ঝাপ্টা। ওরা যে কত রকমভাবে আক্রমণ করতে পারে তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।"

লর্ড জন গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাইফেল থেকে গুলি করার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু জোভের দোহাই। আর কিছু করার ছিল না।"

আমি বললাম, "আপনি বন্দুক না ছুঁড়লে আমরা কেউ বেঁচে থাকতাম না।"

এমন একটা বিচিত্র দিন আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনও মানুষ কাটায়নি। বিস্ময়ের পর বিস্ময় যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। নদীর তীর বরাবর হেঁটে খোলা জায়গায় আমাদের কাঁটায় ঘেরা আশ্রয়-শিবিরে পৌঁছে ভাবলাম, এবার সব আপদের শান্তি। কিন্তু তখনও কিছু বাকি ছিল। চ্যালেঞ্জার দুর্গের ফটক কেউ স্পর্শ করেনি, বেড়া ভাঙেনি, তবু আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনও বিচিত্র শক্তিশালী প্রাণী নিশ্চয় এখানে হানা দিয়েছিল। কোনও রকম পায়ের ছাপও নেই, কেবলমাত্র পাশের প্রকাণ্ড জিংকো গাছের নোয়ানো শাখাটা দেখেই বোঝা গেল সেটা কি ভাবে এসেছিল ও চলে গেছে। কিন্তু তার ক্ষতি করার ক্ষমতা যে অসাধারণ তার অনেক পরিচয় সে রেখে গেছে আমাদের খাদ্য-ভাণ্ডারে। সব কিছু মাটিতে ছড়িয়ে আছে;- একটা টিনের ভিতরকার মাংস তুলে নিতে সেটাকে টুকরো-টুকরো করেছে; কার্তুজের বাক্সটা গুঁড়ো করে ফেলেছে; একটা পেতলের শেলেরও সেই অবস্থা করেছে। আতংক আবার আমাদের পেয়ে বসল; ভীত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলাম; না জানি কোন ছায়াটা কখন মূর্তিমান হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। এমন সময় ভেসে এল জাম্বোর কণ্ঠস্বর। উপত্যকার এক প্রান্তে এগিয়ে গিয়ে দেখি, বিপরীত দিকের শিখর-চূড়ায় বসে সে দাঁত বের করে হাসছে।

সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "সব ভাল তো মাস্সা চ্যালেঞ্জার সব ভাল! আমি এখানেই আছি। ভয় নেই। যখনই দরকার হবে আমাকে এখানেই পাবেন।"

সেই বিস্ময়কর দিনটির আরও একটা স্মৃতি মনে আছে। সেটা দিয়েই এ-চিঠি শেষ করব। আঘাত পেয়ে দুই অধ্যাপকেরই মন-মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল। দু'জনের মধ্যে আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল—আমাদের আক্রমণকারীরা টেরোড্যাক্টিলাস গ্রুপের, না ডাইমরফডন গ্রুপের তাই নিয়ে তাদের তর্কের আর শেষ ছিল না। কিছুটা দূরে সরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে পাইপ ধরালাম। লর্ড জনও এক সময় এসে হাজির হলেন।

বললেন, "আচ্ছা ম্যালোন, যেখানে জন্তুগুলো ছিল সে জায়গাটা আপনার মনে আছে?"

"স্পষ্টই মনে আছে।"

"গহ্বরটা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফল, তাই না?"

"ঠিক।"

"মাটিটা খেয়াল করেছেন?"

"পাথুরে।"

"কিন্তু জলের চারধারে—যেখানে নলবন ছিল?"

"সেখানকার মাটি নীলাভ। কাদার মতো দেখতে।"

"ঠিক। নীল কাদায় ভর্তি আগ্নেয়গিরির একটা খোল।"

"তাতে কি হলো?" আমি শুধালাম।

"অ্যাঁ! না, কিছু না," বলে তিনি আবার দুই পণ্ডিতের তর্ক শুনতে চলে গেলেন। লর্ড জনের কথাগুলি আমি হয় তো ভুলেই যেতাম; কিন্তু সেই রাতেই আবার কানে এল তিনি বিড়বিড় করে বলছেন: "নীল কাদা—আগ্নেয়গিরির খোলের মধ্যে কাদা!" এই কথা ক'টি শুনতে শুনতেই আমি ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অধ্যায় ১১

পরদিন সকালে সামারলী ও আমি দু'জনই জ্বরে পড়লাম। ক্ষতস্থানেও তীব্র ব্যথা। চ্যালেঞ্জারের হাঁটুতে এত বেশি চোট লেগেছিল যে তিনি তখন খোঁড়াতেও পারছিলেন না। সারাটা দিন আমরা শিবিরেই কাটালাম। লর্ড জন একক চেষ্টায় আমাদের একমাত্র রক্ষা-ব্যূহ কাঁটাগাছের বেড়াটাকে আরও উঁচু ও মোটা করে তুলে দিলেন। মনে পড়ছে, সারাটা দিন আমার মাথার মধ্যে একটা আতংক অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ না কেউ আমাদের উপর কড়া নজর রেখেছে; অথচ সে যে কে বা কোথায় আছে তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

কথাটা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে বললাম; তিনি এটাকে জ্বর-বিকারজনিত মস্তিষ্কের প্রদাহ বলেই উড়িয়ে দিলেন। আমার মন থেকে আতংকের ভাবটা কিন্তু গেল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইন্ডিয়ানদের কুরুপুরির কথা—ভয়ংকর অরণ্য-দেবতার কথা—সেই সবই ভাবতে লাগলাম। মনে হলো, তার সেই সুদূর পবিত্র বাসস্থানে—হানা দিয়েছিলাম বলেই সে আমাদের পিছু নিয়েছিল।

সেদিন রাতে (ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ডে আমাদের তৃতীয় রাত) এমন একটা অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল যা আমাদের মনের আতংক আরও বাড়িয়ে তুলল। নিভে-আসা আগুনের চারপাশে সকলেই ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব ভয়ংকর আর্তনাদ ও চিৎকার শুনে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। সে আর্তনাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় এ রকম কোনও শব্দ আমার জানা নেই। আমাদের শিবিরের কয়েক শ' গজ দূর থেকে সেটা আসছিল। সে শব্দ রেল-ইঞ্জিনের কান-ফাটানো শিসের মতো; তবে ইঞ্জিনের শিস হয় স্পষ্ট, যান্ত্রিক, একটানা, কিন্তু এ শব্দ ছিল আরও উচ্চগ্রামের, তীব্র যন্ত্রণা ও আতংকে কম্পমান। সেই হাড়-কাঁপানো শব্দকে আটকাতে আমরা

দুই হাতে কান ঢাকলাম। সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগল; বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। তারপরেই সেই উচ্চগ্রামের খনখনে আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে এল একটা নিচু চাপা হাসি আর খুশিভরা গজরানোর শব্দ; আর্তনাদ ও খুশির আওয়াজ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। তিন-চার মিনিট ধরে চলল এই ভয়ংকর দ্বৈত-সঙ্গীত—ভয়ের ও খুশির ঐকতান। ভীতচকিত পাখিদের ডানার ঝাপটে মাথার উপরকার গাছের পাতায় সর্‌সর্‌ শব্দ উঠল। তারপরই যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই সে দ্বৈত-ধ্বনি থেমে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলল আতংকিত স্তব্ধতা। লর্ড জন এক থোকা গাছের ডাল আগুনে ফেলে দিলেন। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল সঙ্গীদের মুখের উপর আর মাথার উপরকার গাছের বড় বড় ডালে।

ফিস ফিস করে বললাম, "ওটা কি?"

লর্ড জন বললেন, "সকালেই জানা যাবে। আমাদের খুব কাছেই—খোলা জায়গাটা থেকে বেশি দূরে নয়।"

অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বলে উঠলেন, "একটি প্রাগৈতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক শোনার সৌভাগ্য আমাদের হলো,‥কোনও জুরাসিক জলাশয়ের ধারে নলবনের মধ্যে এই নাটক অভিনীত হত যখন কোনও বৃহত্তর ড্রাগন একটা ক্ষুদ্রতর ড্রাগনকে মাটিতে পুঁতে ফেলত। ভাগ্য ভাল যে সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষ অনেক পরে পৃথিবীতে এসেছে। নইলে আধুনিকতম রাইফেল নিয়েও এই সব দানবদের সঙ্গে মানুষ এঁটে উঠতে পারত না।"

সামারলী মাথা খাড়া করলেন। বললেন, "চুপ! কিছু যেন শুনতে পাচ্ছি।"

সেই গভীর নৈঃশব্দ্যর ভিতর থেকে একটা থপ্‌-থপ্‌ শব্দ ভেসে এল। কোনও জন্তুর পায়ের শব্দ—তালে তালে নরম অথচ ভারী পায়ের সতর্ক পদক্ষেপ। ধীরে ধীরে শিবিরকে পরিক্রমা করে আমাদের ফটকের কাছে এসে থামল। একটা নিচু হিস্‌-হিস্‌ শব্দের ওঠা-নামা—জন্তুটার শ্বাস-প্রশ্বাস। সে রাতের মতো দুর্বল বেড়াটাই ছিল আমাদের আর ঐ আতংকের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান। প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত রাইফেল। লর্ড জন কিছুটা গাছপালা সরিয়ে বেড়ার মধ্যে একটা ফোঁকর তৈরি করে নিয়েছিলেন।

ফিস ফিস করে তিনি বললেন, "জর্জের দোহাই! মনে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি!"

তার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে আমিও ফোঁকরে চোখ রাখলাম। হ্যাঁ। আমিও দেখতে পাচ্ছি। গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে ঘনতর আর একটা ছায়া—কালো ও অস্পষ্ট একটা জীবের ছায়া—বন্য তেজ ও অনিষ্টের একটা প্রতিমূর্তি যেন ওৎ পেতে আছে। হিস্‌-হিস্‌ করে হাঁপানোর প্রচণ্ড শব্দ থেকেই বুঝতে পারছিলাম জন্তুটা দানবাকৃতি। একটু নড়তেই দুটো ভয়ংকর সবুজ চোখের ঝিলিক দেখতে পেলাম। খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনে মনে হলো জন্তুটা হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

রাইফেলের ঘোড়া টেনে বললাম, "ওটা নিশ্চয় লাফ দেবে।"

লর্ড জন ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, "গুলি করবেন না! গুলি করবেন না! এই নিস্তব্ধ রাতে গুলির শব্দ কয়েক মাইল পর্যন্ত শোনা যাবে। ওটাকে শেষ তুরুপের তাস হিসাবে রেখে দিন।"

সামারলী বললেন, "ওটা যদি বেড়া বেয়ে ওঠে তাহলেই আমরা গেছি।"

লর্ড জন বললেন, "না, ওটাকে বেড়া বেয়ে উঠতে দেব না। কিন্তু গুলি করাটা শেষ অস্ত্র হিসাবে রেখে দিন। আমি দেখছি কি করা যায়। একটা চেষ্টা করে তো দেখা যাক।"

একটা মানুষকে এত বড় সাহসের কাজ করতে আমি আগে দেখিনি। আগুনের ভিতর থেকে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেটাকে ফটকের ফোঁকর দিয়ে গলিয়ে দিলেন। ভয়ংকর গর্জন করে জন্তুটা সামনে এগিয়ে এল। তিলমাত্র ইতস্তত না করে লর্ড জন দ্রুতপায়ে ছুটে গিয়ে জ্বলন্ত ডালটাকে জন্তুটার মুখের উপর চেপে ধরলেন। মুহূর্তের জন্য আমার চোখে পড়ল রাক্ষুসে কোলা ব্যাঙের মতো একটা মুখোশ, একটা ডোরা-কাটা চামড়া, আর তাজা রক্ত-মাখানো একটা হাঁ-করা মুখ। তারপরেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে একটা শব্দ হলো; আমাদের ভয়ংকর অতিথিটি বিদায় হয়েছে।

ফিরে এসে জ্বলন্ত ডালটাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে লর্ড জন হাসতে হাসতে বললেন, "আমি জানতাম, ওটা আগুনের সামনে দাঁড়াতে সাহস করবে না।"

সকলে বলে উঠলাম, "তবু এত বড় ঝুঁকি নেওয়া আপনার উচিত হয়নি!"

"এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। একবার যদি সে আমাদের মধ্যে এসে পড়ত তাহলে তাকে মারতে গিয়ে আমরা হয় তো পরস্পরকেই গুলি করে বসতাম। আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে গুলি করে আহত করলে তো ওর সঙ্গে আমরা কিছুতেই এঁটে উঠতাম না। যাক সে কথা। আসলে জন্তুটা কি?"

আগুন থেকে পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে সামারলী বললেন, "আমি কিন্তু নিশ্চিতরূপে ওটার শ্রেণী-বিভাগ করতে পারব না।"

চ্যালেঞ্জার যেন সানুগ্রহে বললেন, "আপনার এ বক্তব্য যথোচিত বৈজ্ঞানিক সতর্কতারই পরিচায়ক। তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে কোনও এক শ্রেণীর মাংসাশী ডাইনোসরের সঙ্গেই আজ রাতে আমাদের দেখা হয়েছিল।"

সামারলী মন্তব্য করলেন, "আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে এমন অনেক প্রাগৈতিহাসিক জীব আছে যারা এখনও আমাদের সামনে দেখা দেয়নি। কাজেই যাকে দেখছি তাকেই একটা নাম দেওয়া বোধ হয় সুবিবেচনার কাজ নয়।"

"ঠিক বলেছেন। আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল আরও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেলে যা হয় করা যাবে। আপাতত বিঘ্নিত ঘুমের সাধনাতেই নতুন করে ব্রতী হওয়া যাক।"

লর্ড জন স্থিরকণ্ঠে বললেন, "কিন্তু বিনা পাহারায় নয়। এ রকম একটা দেশে কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া চলে না। প্রত্যেককেই দু'ঘণ্টা করে পাহারা দিতে হবে।"

প্রফেসর সামারলী বললেন, "তাহলে পাইপ টানতে টানতে প্রথম দু' ঘণ্টা আমিই কাটিয়ে দিচ্ছি।" সেই থেকে পাহারা ছাড়া আমরা এক দণ্ডও কাটাইনি।

সকালে উঠেই গত রাতে যে হৈ-হল্লায় আমাদের ঘুম ভেঙেছিল তার কারণটা আবিষ্কার করা গেল। ইগুয়ানোডন প্রান্তরে একটা ভয়ংকর খুনোখুনি হয়ে গেছে। চাপ-চাপ রক্ত ও চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো বড় মাংসের স্তূপ দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল যে অনেক জন্তু নিহত হয়েছে; কিন্তু পরে ভাল করে পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে এ সব কিছুই একটিমাত্র হত্যাকাণ্ডের ফল—একটি রাক্ষুসে প্রাণী খণ্ডে খণ্ডে ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার চাইতে আকারে বৃহত্তর না হলেও অধিকতর হিংস্র কোনও প্রাণীর হাতে।

আমাদের দুই অধ্যাপক বিতর্কে মেতে উঠলেন। চ্যালেঞ্জার বললেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি এটা এলোসরাস জাতীয়।"

সামারলী বললেন "অথবা মেগালোসরাস।"

যাই হোক, এটা যে মাংসাশী ডাইনোসর জাতীয় কোনও প্রাণী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব পণ্ডিতী তর্ক থাক। আপাতত আমার কথাই শেষ করি।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদের পরে সামারলীর একটা প্রস্তাব প্রসঙ্গে চ্যালেঞ্জার বললেন, "এখান থেকে অবতরণের সমস্যাটা যে খুবই কঠিন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; তবু আমি মনে করি যে মানুষের বুদ্ধি সব সমস্যারই সমাধান করতে পারে। আমার সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে আমি একমত হতে রাজী আছি যে ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ডে আরও অনেক দিন কাটানো বর্তমানে সুবিবেচনার কাজ নয়; আর আজ হোক কাল হোক ফিরে যাবার প্রশ্নের মুখোমুখি তো আমাদের হতেই হবে। অবশ্য যত দিন না এ দেশের একটা মোটামুটি পর্যবেক্ষণ শেষ করতে পারছি এবং একটা চার্টের মতো কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারছি ততদিন আমি এখান থেকে এক পাও ফিরছি না।"

প্রফেসর সামারলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বললেন, "এই অঞ্চলটা আবিষ্কার করতে আমরা দু' দুটো দিন কাটিয়েছি, কিন্তু এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এতটুকু বাড়েনি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি গোটা অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা; সে জঙ্গল ভেদ করতে মাসের পর মাস কেটে যাবে, তবু এখানকার এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারব না। তাছাড়া, সব দিকেই জমি ক্রমেই নিচের দিকে নেমে গেছে। কাজেই যতদূরেই যাই এখানকার একটা মোটামুটি চিত্র আমরা কিছুতেই পাব না।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে সহসা একটা নতুন চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাথার উপরকার ডালপালা-ছড়ানো প্রকাণ্ড জিংকো গাছটার দিকে আমার চোখ পড়ল। এই গাছটার কাণ্ড যখন অন্য সব গাছের চাইতে বড় তখন এর উচ্চতাও নিশ্চয় তাই হবে। তাহলে এই উঁচু গাছটাতে চড়লে কেন গোটা দেশটাকে দেখতে পাব না? ছেলেবেলায় আয়ার্ল্যান্ডে থাকতে গাছ বেয়ে উঠতে আমার মতো সাহসী ও কুশলী কেউ ছিল না। আমার সহকর্মীরা পাহাড়ের ব্যাপারে আমার কর্তা হতে পারে, কিন্তু গাছে চড়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চয় তাদের উপর টেক্কা দিতে পারব। এই বিরাট

গাছটার সব চাইতে নিচু বড় ডালটায় যদি একবার পা দিতে পারি তাহলে তো একেবারে আগডালে উঠতে না পারার কোনও কারণ নেই। আমার কথা শুনে সহকর্মীরাও খুশি হলেন।

লর্ড জন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "তরুণ বন্ধু হে, আপনি তো এতক্ষণে জায়গামতো হাত দিয়েছেন। এ কথাটা আরও আগে কেন আমাদের মাথায় আসেনি সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক বেলা আছে, নোট-বইটা সঙ্গে নিলে এখনও হয় তো জায়গাটার একটা মোটামুটি রেখাচিত্র এঁকে আনতে পারবেন। বারুদের বাক্স তিনটে পর পর ডালের নিচে রাখলেই আপনাকে তার উপরে তুলে দিতে পারব।"

সেই ব্যবস্থাই করা হলো। লর্ড জন বাক্সের উপর উঠে দাঁড়ালেন। আমি দাঁড়ালাম গাছের দিকে মুখ করে। তিনি আমাকে একটু একটু করে উপরে তুলছেন এমন সময় চ্যালেঞ্জার লাফ দিয়ে এসে তার প্রকাণ্ড হাত দিয়ে আমাকে এমন জোর একটা ঠেলা মারলেন যে আমি একটা গুলির মতো লাফিয়ে উঠে ডালটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলাম। হাত, পা, শরীর ও হাঁটু দিয়ে অনেক কসরত করে শেষ পর্যন্ত ডালের উপর চড়ে বসলাম। আর আমাকে পায় কে! তর্ তর্ করে উপরে উঠতে লাগলাম। ক্রমে চোখের সামনে থেকে মাটি হারিয়ে গেল, কেবল পাতা আর পাতা। কখনও বা বাধাও পেলাম। এক জায়গায় একটা লতা বেয়েই উঠে গেলাম আট-দশ ফুট। আরও অনেকটা ওঠার পরে কানে এল চ্যালেঞ্জারের সোৎসাহ চিৎকার। গাছটা প্রচণ্ড লম্বা। মাথার উপরে তাকিয়ে লতাপাতা কিছুই দেখতে পেলাম না। এক জায়গায় একটা ঘন ঝুপসির মতো কিছু দেখতে পেলাম। মনে হলো গাছের ডালে পরগাছা গজিয়েছে। ভাল করে দেখার জন্য মাথাটা বাড়াতেই যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তাতে বিস্ময়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে গাছ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম।

ফুট খানেক বা দু' ফুট দূরেই একটা মুখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে মুখের মালিকও পরগাছার আড়ালেই লুকিয়েছিল, আর যে মুহূর্তে আমি মাথা তুলেছি ঠিক তখনই সেও তাই করেছে। সে মুখ একটা মানুষের—অন্তত আজ পর্যন্ত যত বাঁদর আমি দেখেছি সেই মুখ তাদের সকলের চাইতে অনেক বেশি মানুষের মতো। লম্বা, সাদাটে মুখ ভর্তি কালো তিল, নাক চ্যাপ্টা, নিচের ঠোঁটটা ঝুলে আছে, থুত্নিতে একগোছা খাড়া খাড়া দাড়ি। ঘন, ভারী ভুরুর নিচে দুটি জান্তব হিংস্র চোখ; অভিশাপ করার ভঙ্গিতে আমার দিকে মুখ ভ্যাংচাতেই দুই পাটি শ্ব-দন্ত বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সে চোখে জ্বলে উঠল ঘৃণা ও বিদ্বেষের ঝিলিক। তারপরই বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা সর্বগ্রাসী আতংক যেন তাকে পেয়ে বসল। এক লাফে ডালপালা ভেঙে নিচের সবুজের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিচ থেকে রক্সটন চেঁচিয়ে বললেন, "কি ব্যাপার? কোনও বিপদে পড়লেন নাকি?"

আমার স্নায়ু তখনও অবশ; কোনও রকমে ডালটাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "আপনারা কিছু দেখতে পেয়েছেন?"

"আমরা একটা গোলমাল শুনলাম; মনে হলো আপনার পা পিছলে গেছে। ব্যাপার কি ?"

এত ভয় পেয়ে গেলাম যে একবার মনে হলো নিচেই নেমে যাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই এতটা উপরে উঠে এসেছি যে এখন কার্যসিদ্ধি না করে ফিরে যাওয়াটা কেমন যেন লজ্জাকর বলে মনে হলো।

দম ও সাহস ফিরিয়ে আনবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার উঠতে শুরু করলাম।

ধীরে ধীরে চারদিকের পাতা কমে এল; খোলা হাওয়া লাগছে মুখে; বুঝলাম একেবারে মগডালে উঠে এসেছি। একটা সুবিধামতো দো-ডালায় আরাম করে বসে চারদিকে তাকালাম। কী এক আশ্চর্য দেশ!

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্ত-রেখার ঠিক উপরে; সন্ধ্যার আকাশ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার; চোখের সামনে সমগ্র উপত্যকাটাই প্রসারিত। ভূ-খণ্ডটি ডিম্বাকৃতি—একদিকে ত্রিশ মাইল, অন্যদিকে বিশ মাইল বিস্তৃত। আকৃতি অনেকটা কোদালের মতো; চারদিক থেকে নিচু হতে হতে মাঝখানে একটা বড় হ্রদে শেষ হয়েছে। হ্রদটার আয়তন দশ মাইল হবে; সন্ধ্যার আলোয় তার সবুজাভা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। তীর ঘেঁষে নলবনের সারি; মাঝে মাঝে বালুকাময় হলুদ তীরভূমি পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় চিকমিক করছে। সেই সব বালুকাময় তীরের কাছে পড়ে আছে অনেকগুলি লম্বা কালো কালো জীব—কুমীরের তুলনায় বেশি বড়, আবার ডিঙিটার থেকে বেশি লম্বা। দূরবীন চোখে লাগিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সেগুলো জীবন্ত, কিন্তু আসলে কি তা বুঝতে পারলাম না।

ঠিক আমার পায়ের নিচে ওই তো ইগুয়ানোডন প্রান্তর, তার কিছু দূরেই টেরোড্যাক্টিলদের জলাভূমি। আমার সামনের দিকে কালো পাথরের পাহাড় উঠে গেছে প্রায় দু'শ' ফুট উঁচুতে; তার নিচেই জঙ্গলে-ঢাকা উতরাই। পাহাড়ের নিচের দিকে মাটি থেকে কিছুটা উপরে অনেকগুলো কালো কালো গর্ত; সেগুলি হয় তো গুহার মুখ। একটা গুহা-মুখের সামনে সাদা মতো কি যেন চক্‌চক্‌ করছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। অঞ্চলটার একটা রেখাচিত্র আঁকতে বসে গেলাম। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। কিছুই আর ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। অগত্যা গাছের নিচে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের কাছেই নেমে এলাম। এই একটি বারের মতো আমিই তখন অভিযানের নায়ক। একমাত্র আমার মাথায়ই এটা এসেছিল, আর কাজটাও করেছি আমি একাই। অজানা বিপদের মধ্যে অন্ধের মতো এক মাস ঘুরেও যা করা যেত না সেই রেখাচিত্রটিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সকলেই আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। মানচিত্রের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার আগেই গাছের ডালে নর-বানরের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটাও বলেছিলাম।

"ওটা তো সারাক্ষণই ওখানে বসেছিল," এই কথাটা বলতেই লর্ড জন প্রশ্ন করলেন, "কি করে জানলেন ?"

"কারণ আগাগোড়াই আমার মনে হয়েছে যে একটা অশুভ শক্তি আমাদের উপর নজর রেখেছে। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার, এ কথা তো আমি আপনাকে বলেছি।"

"আমাদের তরুণ বন্ধুটি এই রকম কিছুই বলেছিলেন বটে। তবে টেলিপ্যাথি নিয়ে আলোচনা করার মতো সময় এখন আমাদের হাতে নেই।" এই কথাগুলি দিয়েই চ্যালেঞ্জার আমাদের আলোচনার ইতি টানলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ড ও একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় হারানো জগতের প্রথম মানচিত্রটির পরিমার্জন করা হলো। গাছের উপরে বসে যে সব বিবরণ আমি টুকে রেখেছিলাম সেগুলিকে যথাস্থানে এঁকে দেখানো হলো। চ্যালেঞ্জারের হাতের পেন্সিলটা বড় ফাঁকা জায়গাটার (হ্রদটা) উপর ঘুরতে লাগল।

"এটার কি নাম দেওয়া যায়?" তিনি শুধালেন।

স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সুরে সামারলী বললেন, "নিজের নামটাকে অমর করে রাখার সুযোগটা নেবেন না কেন?"

চ্যালেঞ্জার কঠোর কণ্ঠে বললেন, "দেখুন স্যার, উত্তরপুরুষরা আরও অনেক কারণেই আমার নামটাকে চিরদিন স্মরণ করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। কোনও পাহাড় বা নদীর বুকে নামের ছাপ এঁকে তার অক্ষম স্মৃতিকে রেখে যায় শুধু আহাম্মকরা। সে রকম স্মৃতিস্তম্ভের প্রয়োজন আমার নেই।"

সামারলী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন; তাকে বাধা দিয়ে লর্ড জন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, এ হ্রদের নামকরণের অধিকার আপনার। আপনিই এটাকে প্রথম দেখেছেন, আর আপনি যদি এটাকে 'ম্যালোন হ্রদ' নাম দিতে চান, তো সে অধিকার আপনার চাইতে বেশি অন্য কারও থাকতে পারে না।"

"এ কথা সর্বৈব সত্য। আমাদের তরুণ বন্ধুটিই এই হ্রদের নামকরণ করুন," কথাটা বললেন চ্যালেঞ্জার।

সলজ্জ ভঙ্গিতে আমি বললাম, "তাহলে এটার নাম হোক 'গ্ল্যাডিস্ হ্রদ'।"

"আপনি কি মনে করেন না যে 'কেন্দ্রীয় হ্রদ' নামটা আরও বেশি অর্থবহ হত?" সামারলী মন্তব্য করলেন।

" 'গ্ল্যাডিস হ্রদ' নামটাই আমার বেশি পছন্দ।"

সহানুভূতির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চ্যালেঞ্জার নকল আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, "ছেলেরা চিরদিনই ছেলে। 'গ্ল্যাডিস হ্রদ'ই নাম হোক।"

অধ্যায় ১২

আগেই বলেছি—অথবা হয় তো বলিনি, কারণ আজকাল স্মৃতি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—যে আমার তিন তিনজন সহকর্মী তাদের রক্ষা করেছি বলে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ায় আমি গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিলাম। হায়রে! সে গর্ব যে পতনের অগ্রদূত! সেই ছোট্ট আত্মতুষ্টি আর যৎসামান্য আত্মবিশ্বাস সেই রাতেই জীবনের অতি বড় এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পথে আমাকে নিয়ে গেল; আর তার পরিণতিতে এত বড় একটা আঘাত পেলাম যা স্মরণ করলে আজও আমি মুষড়ে পরি।

গাছে চড়ার অভিযানের ফলে আমি এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে

কিছুতেই ঘুম এল না। বাইরে ভরা চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না; বাতাসে ঈষৎ ঠাণ্ডা ভাব। বেড়াবার মতো রাতই বটে! হঠাৎ আমার মনে হলো, "কেনই বা বেড়াব না?" ধরা যাক, আমি নিঃশব্দে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম কেন্দ্রস্থলের হ্রদে, আর সেখানকার কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলাম প্রাতঃরাশের সময়—তাহলে কি আমার যোগ্যতার প্রমাণ আরও বাড়বে না? তারপর, যদি সামারলীরই জিত হয়, এখান থেকে পালাবার কোনও পথ যদি পাওয়া যায়, তাহলে তো উপত্যকার কেন্দ্রীয় রহস্যের তাজা খবর নিয়েই আমরা লন্ডনে ফিরে যাব। গ্ল্যাডিসের কথা মনে পড়ল; সে বলেছিল, "বীরত্ব ছড়িয়ে আছে আমাদের চারদিকে।" তার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম। ম্যাকআর্ডল্‌কে মনে পড়ল। কাগজে তিন কলামব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে! সেটাই তো জীবনে উন্নতির ভিত্তিভূমি! পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ সংবাদদাতা পদটি তো আমার হাতের মুঠোয়। একটা বন্দুক তুলে নিলাম। পকেট-ভর্তি কার্তুজ। আমাদের জারেবার (কাঁটা ঘেরা আশ্রয়-শিবির) ফটকের কাঁটাগাছ সরিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়লাম। শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখলাম অচেতন তন্দ্রালু সামারলী জ্বলন্ত আগুনের সামনে বসে খেলনা পুতুলের মতো মাথা নেড়েই চলেছে।

কিন্তু একশ' গজ যেতে না যেতেই এই হঠকারিতার জন্য আমার অনুশোচনা হতে লাগল। জঙ্গলের পথটা ভয়াবহ। বড় গাছগুলি এতই ঘনসন্নিবিষ্ট আর তাদের ডালপালা-পাতা এতই চারদিকে ছড়ানো যে চাঁদের আলো প্রায় চোখেই পড়ছিল না। তারায় ভরা আকাশে মাঝে মাঝে শুধু দেখতে পাচ্ছি উঁচু শাখা-প্রশাখার কিছু আঁকিবুকি। সভয়ে মনে পড়ল, যন্ত্রণাকাতর ইগুয়ানোডনের আর্তনাদ, লর্ড জনের টর্চের আলোয় দেখা রক্ত-ঝরা মুখ। সেই নাম-না-জানা ভয়ংকর জীব তো যেকোনও সময় লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়তে পারে! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কার্তুজ বের করে বন্দুকে ভরতে গিয়েই বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। রাইফেলের বদলে শট-গানটাই তুলে নিয়ে এসেছি!

চকিতে মনে হলো ফিরে যাই। পরক্ষণেই অহমিকা এসে বাধা দিল। না, হার মানা চলবে না। একটু ইতস্তত করে আবার এগিয়ে চললাম অকেজো বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম গ্ল্যাডিস হ্রদে—এ হ্রদ তো আমারই। হ্রদের রূপোলি জলে চাঁদের আলো পড়ে ঝিলমিল করছিল। এতক্ষণে যেন জীবনের সাড়া পেলাম। জলে কত রকমের মাছ ঢেউ তুলে সাঁতার কাটছে। তীরে মস্ত বড় একটা হাঁসের মতো প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃহদাকার আর্মাডিলের মতো দুটি প্রাণী এল জল খেতে। লাল ফিতের মতো লম্বা জিভ বের করে জল টেনে নিতে লাগল। একটা বড় হরিণ জল খেতে খেতে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেল। একটা নবাগত রাক্ষুসে জীব হেলেদুলে এগিয়ে এল জলের দিকে। কিম্ভূতদর্শন জীবটার কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ল এটাই তো স্টেগোসরাস—ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইটের স্কেচ-বইতে তো এটারই

ছবি আছে, আর এটাই তো প্রথম চ্যালেঞ্জারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জল খেয়ে ধীরে সুস্থে সেটাও চলে গেল।

ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটে বাজে। ফিরবার সময় হয়েছে। ফিরতে কোনওরকম অসুবিধা হবারও কথা নয়, কারণ ছোট নদীটাকে আমি আগাগোড়া বাঁ দিকে রেখেই পথ চলেছি। যে পাথরটার উপর বসে ছিলাম সেখান থেকে এক ঢিলের দূরত্বেই তো নদীটা গ্ল্যাডিস হ্রদে পড়েছে। খুশি মনে উৎরাই বেয়ে উঠতে লাগলাম। আশ্রয়-শিবিরের মাঝামাঝি পৌঁছেছি এমন সময় পিছনে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। নাসিকা-গর্জন ও গজরানোর মাঝামাঝি একটা শব্দ; অনুচ্চ কিন্তু ভয়াবহ। একটা বিচিত্র প্রাণী নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম। আধ মাইলটাক চলার পরেই আবার সেই শব্দ কানে এল; এবার উচ্চতর এবং আরও ভয়াবহ। হঠাৎ মনে হলো, প্রাণীটি যেই হোক, নির্ঘাৎ আমাকেই অনুসরণ করছে। ভাবতেই বুকের ভিতরটা জমে গেল। চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে এল, চুল খাড়া হয়ে উঠল। এই সব রাক্ষুসে প্রাণীরা পরস্পরকে ছিঁড়ে খায় জীবন ধারণের তাগিদে, কিন্তু তারা যখন কোনও আধুনিক ভদ্রসন্তানের পিছু নেয় তখন তো খুবই ভয়ের ব্যাপার। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে পিছনের চন্দ্রালোকিত পথের দিকে তাকালাম। একটি শান্ত, স্তব্ধ স্বপ্নের দেশ। আবার সেই শব্দ। আরও উচ্চে, আরও কাছে। প্রতিটি মিনিটে সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

পক্ষাঘাতে পঙ্গু মানুষের মতো দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ল। একটা বিরাট ছায়ামূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা দিল। "লাফিয়ে লাফিয়ে" কথাটা ব্যবহার করলাম কারণ তার চলা অনেকটা ক্যাঙারুর মতো; সামনের পা দুটোকে ভাঁজ করে রেখে পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে লাফিয়ে চলে। যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনই প্রচণ্ড শক্তি; যেন একটা দণ্ডায়মান হাতি; কিন্তু দেহটা বড় হলেও চলাফেরা দ্রুতগতি। প্রথমে ভাবলাম, এটাও নিরীহ ইগুয়ানোডন; কিন্তু সে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। এর মাথাটা তো কোলা ব্যাঙের মতো চওড়া ও চ্যাপ্টা; এই রকম একটা মুখ দেখেই তো তাঁবুর মধ্যে আমরা ভয় পেয়েছিলাম। তার হিংস্র ডাক আর ভয়ংকর শক্তির বহর দেখেই বুঝতে পারলাম, এটা নিশ্চয় একটা মাংসাশী ডাইনোসর—পৃথিবীর সব চাইতে ভয়ংকর জন্তু।

সে দুঃস্বপ্নের কথা ভাবলে আজও আমার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরে। কি করি? অকেজো শট-গানটা মাত্র সম্বল। সেটা আর কতটুকু কাজে লাগবে? আশেপাশে কোনও বড় গাছ নেই যে তাতে চড়ে আত্মরক্ষা করব। পালানোই একমাত্র পথ। সেই পথই বেছে নিলাম। প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় টন্‌টন্ করছিল, বুকটা ওঠা-নামা করছিল; অথচ পিছনে তাড়া করছিল সেই ভয়ংকর। আমি ছুটছি—ছুটছি—ছুটছি। আর চলতে না পেরে একসময় থামলাম। মুহূর্তের

জন্য মনে হলো তাকে এড়াতে পেরেছি। পিছনের রাস্তা চুপচাপ। সহসা গাছপালা ভাঙার শব্দ হলো; রাক্ষুসে পায়ের থপ্ থপ্ শব্দ আর রাক্ষুসে হৃৎপিণ্ডের হাঁপ-ধরা শব্দ; জন্তুটা আবার তাড়া করে আসছে। একেবারে আমার পিছনে। সর্বনাশ!

আতংকে চিৎকার করে উঠে মুখ ঘুরিয়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগলাম। পিছনে জন্তুটার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমেই উচ্চতর হতে লাগল। আমার পাশেই তার ভারী পায়ের শব্দ। প্রতিটি মুহূর্তে আশংকা করছিলাম এই বুঝি তার থাবা পড়ল আমার পিঠে। তারপরই হঠাৎ একটা শব্দ হলো—শ্ স্ স্—আমি শূন্যপথে ছিটকে গেলাম। চারদিকে অন্ধকার। শান্তি।

যখন জ্ঞান ফিরে এল—মনে হয় কয়েক মিনিটের বেশি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম না—তখন নাকে এল একটা ভয়ংকর তীব্র গন্ধ। অন্ধকারে হাত বাড়াতেই বড় একখণ্ড মাংসের মতো কিছুর উপর হাতটা পড়ল; অপর হাতটা লাগল একটা বড় হাড়ের সঙ্গে। আমার উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশের একটা বৃত্ত। তা দেখেই বুঝলাম যে একটা গভীর খাদের তলায় শুয়ে আছি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম; সারা গায়ে হাত বুলালাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত অনেক জায়গায় ছড়ে গেছে, তবে হাত-পা কিছুই ভাঙেনি। সেখানে ছিটকে পড়ার আগের কথা মনে হতেই সভয়ে উপরে তাকালাম—আকাশের বুকে সেই ভয়ংকর জন্তুর রেখাচিত্র কি এখনও দেখা যাচ্ছে? না। সে রাক্ষুসে জীবটার কোনও চিহ্ন নেই, কোনও শব্দও শোনা যাচ্ছে না। একটু আশ্বস্ত হয়ে জায়গাটাকে ভাল করে বুঝবার জন্য ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম।

আগেই বলেছি এটা একটা খাদ। খাড়া দেয়ালে ঘেরা, সমতল তলদেশটা প্রায় বিশ ফুট প্রশস্ত। সর্বত্র বড় বড় পচা মাংসখণ্ড ইতস্তত ছড়ানো। বাতাস বিষাক্ত, ভয়ংকর। পচা মাংসখণ্ডগুলিকে পার হয়ে হঠাৎ একটা শক্ত কিছুতে হাত লাগল। খাদের মাঝখানে বেশ শক্ত করে একটা থাম পোঁতা রয়েছে। থামটা এত উঁচু যে হাত দিয়ে নাগাল পেলাম না। থামটার গায়ে নরম চর্বি মাখানো বলে মনে হলো।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার পকেটে এক বাক্স মোম-দেশলাই আছে। তারই একটা জ্বালিয়ে জায়গাটা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করে নিলাম। কোনও সন্দেহ নেই যে এটা মানুষের হাতে গড়া একটা ফাঁদ। মাঝখানের থামটা প্রায় ন' ফুট লম্বা, উপরের মাথাটা সূচ্যগ্র করে শাণিত, অতীতে যে সব প্রাণী তাতে গাঁথা হয়েছিল তাদের রক্তে সেটা কালো হয়ে আছে। আশেপাশে যে মাংস ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি ফাঁদে-পড়া জন্তুর দেহাবশেষ, শূলদণ্ডটা যাতে পরবর্তী কোনও শিকারকে গাঁথতে পারে সেজন্য আগের দেহগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে শূলটাকে মুক্ত করে রাখা হয়েছে। মনে পড়ে গেল, চ্যালেঞ্জার একসময় বলেছিলেন এ উপত্যকায় মানুষ থাকতে পারে না, কারণ তাদের দুর্বল অস্ত্রসস্ত্র এখানকার রাক্ষুসে জন্তুদের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তাও সম্ভব। উপজাতীয় মানুষ যারাই এখানে বাস করুক তারা বুঝতে পারতো যে সংকীর্ণ-মুখ গুহার মধ্যে বৃহৎ-দেহ জীবজন্তুরা ঢুকতেই পারে না; তাই সূক্ষ্মতর বুদ্ধির সাহায্যে সেই সব জন্তুর যাতায়াতের

পথে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে এই ধরনের ফাঁদ বানিয়ে তারা সহজেই এই সব জন্তুদের মৃত্যু ঘটাতে পারে। মানুষ সর্বদাই সর্বময় কর্তা।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে মহাপ্রভু যখন আর দেখা দিল না তখন ধরেই নিলাম যে আমাকে শিকার করার পিছনে পণ্ডশ্রম না করে সে অন্য শিকারের সন্ধানে চলে গেছে। দেয়াল বেয়ে খাদের শেষ প্রান্তে উঠে উপরে তাকালাম। আকাশের তারা ম্লান হয়ে এসেছে; আকাশের রং সাদা হয়ে আসছে; ভোরের শীতল বাতাস মুখে লাগছে। কোনও দিকে শত্রুর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। বুকে সাহস সঞ্চয় করে আবার পথে নামলাম। ভয়ে ভয়ে বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে ছোট নদীটার পাশ দিয়ে তাঁবুর দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ এমন কিছু ঘটল যাতে ফেলে-যাওয়া সঙ্গীদের কথা মনে পড়ে গেল। রাইফেলের একটিমাত্র গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ ভোরের শান্ত বাতাসকে ভেঙে খান্‌খান্‌ করে দিল। একটু থেমে কান পাতলাম। আর কোনও শব্দ শুনতে পেলাম না। নিশ্চয় আমার বন্ধুদের কোনও বিপদ ঘটেছে। নইলে অকারণে গুলি ছোঁড়া তো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম। অচিরেই পরিচিত এলাকায় পৌঁছে গেলাম। বাঁ দিকে ঐ তো টেরোড্যাক্টিলদের জলাভূমি; সামনে ওই তো ইগুয়ানোডনদের মাঠ। এই শেষ বৃক্ষশ্রেণীটা পার হলেই তো চ্যালেঞ্জার দুর্গ। সকলের ভয় দূর করার জন্য সানন্দে চিৎকার করে উঠলাম। কোনও সাড়া নেই। চারদিককার অশুভ নিস্তব্ধতায় বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। ছুটতে শুরু করলাম। ওই তো "জারেবা"টা দেখা যাচ্ছে; যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম তেমনই আছে, কিন্তু ফটকটা খোলা। ছুটে ভিতরে ঢুকলাম। সকালের আলোয় চোখে পড়ল এক ভয়াবহ দৃশ্য। সব জিনিসপত্র ইতস্তত ছড়ানো; সহকর্মীরা উধাও; নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বীভৎস চাপ-চাপ রক্তে ঘাসগুলো লাল হয়ে আছে।

এই আকস্মিক আঘাতে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। বুদ্ধি-বিবেচনা সব হারিয়ে ফেললাম। দুঃস্বপ্নের মতো অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে যে শূন্য শিবিরের চারপাশে ছুটতে ছুটতে সঙ্গীদের নাম ধরে কত যে ডেকেছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু নিঃশব্দ ছায়ারা কোনও জবাব দিল না। হয় তো আর কোনও দিন তাদের দেখতে পাব না, এই ভয়ংকর জঙ্গলে পরিত্যক্ত অবস্থায় একাই থাকতে হবে, নিচের জগতে ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই, এই দুঃস্বপ্নের দেশেই একদিন ঘনিয়ে আসবে মৃত্যু—এই সব চিন্তা আমাকে মরিয়া করে তুলল। হতাশায় তখন চুল ছিঁড়তে পারতাম, পাথরে মাথা ঠুকতে পারতাম। তখনই প্রথম বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গীদের উপর আমি কত নির্ভরশীল: চ্যালেঞ্জারের অটল আত্মবিশ্বাস আর লর্ড রক্সটনের কর্তৃত্বপূর্ণ সকৌতুক শান্ত মেজাজ আমার কত বড় ভরসাস্থল। তাদের বিহনে আমি তো অন্ধকারে অসহায় অক্ষম একটি শিশুর মতো। কোন দিকে যাব, কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল; মনে বুঝি কিছুটা সান্ত্বনাও

পেলাম। এ পৃথিবীতে আমি তো একেবারে একা নই। পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্বস্ত জাম্বো তো আমার ডাকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। উপত্যকার এক কোণে গিয়ে নিচে তাকালাম। সত্যি তো, তার ছোট তাঁবুতে কম্বলে নিজেকে জড়িয়ে সে আগুনের পাশে বসে আছে। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম একটি দ্বিতীয় মানুষও তার সামনে বসে আছে। মুহূর্তের জন্য আনন্দে বুকটা লাফিয়ে উঠল; ভাবলাম আমার সঙ্গীদের মধ্যে অন্তত একজন নিরাপদে নিচে নেমে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকাতেই সে আশা মিলিয়ে গেল। উদয়-সূর্যের আলো পড়েছে লোকটির দেহে। সে একটি ইন্ডিয়ান। জোরে চিৎকার করতে করতে রুমাল নাড়তে লাগলাম।

জাম্বোও তাকিয়ে হাত নাড়ল; চূড়া থেকে নামতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার কষ্টের কথা সব তাকে বললাম।

"আপনি শয়তানের পাল্লায় পড়েছিলেন মাস্‌সা ম্যালোন," জাম্বো বলতে লাগল। "ওটা শয়তানের দেশ স্যার; সে সব্বাইকে খাবে। আমার কথা শুনুন মাস্‌সা ম্যালোন, তাড়াতাড়ি নেমে আসুন।"

"কেমন করে নামব জাম্বো?"

"গাছ থেকে লতা তুলে এখানে ছুঁড়ে দিন। আমি সেটাকে এই গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দেব। বাস, সেতু হয়ে যাবে।"

"সে কথা আমরা আগেই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাদের ভার সইবার মতো কোনও শক্ত লতা এখানে নেই।"

"তাহলে দড়ি আনতে পাঠান মাস্‌সা ম্যালোন।"

"কাকে পাঠাব? কোথায় পাঠাব?"

"কোনও ইন্ডিয়ান গ্রামে পাঠান সা। সেখানে প্রচুর চামড়ার দড়ি আছে। নিচে যে ইন্ডিয়ান আছে, তাকেই পাঠান।"

"কে সে?"

"আমাদেরই লোক। সে আপনার চিঠি নিয়ে যাবে, দড়ি এনে দেবে—সব করবে।"

সেই ব্যবস্থাই হলো। জাম্বোকে সন্ধ্যায় আবার আসতে বলে সারাটা দিন বসে বসে গত রাতের অভিযানের বিবরণ লিখে ফেললাম। যে কোনও সাদা চামড়ার বণিক অথবা স্টীম-বোটের নাবিককে পেলে তার হাতে দেবার জন্য একটা চিঠিও লিখলাম; তাতেও অনুরোধ জানানো হলো, দড়ির ব্যবস্থা যেন অবশ্য করা হয়, কারণ তার উপরেই আমাদের জীবন নির্ভর করছে। সন্ধ্যায় এই সব দলিল এবং তিনটি স্বর্ণমুদ্রাসহ আমার টাকার থলিটাও নিচে জাম্বোকে পাঠিয়ে দিলাম। সেগুলো যেন ইন্ডিয়ানটিকে দেওয়া হয়। আরও কথা দিলাম, দড়ি নিয়ে ফিরে এলে তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রিয় মিঃ ম্যাক্‌আর্ডল, এবার আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এ চিঠি কেমন করে আপনার কাছে পৌঁছেছে। এই হতভাগ্য প্রতিবেদকের কাছ থেকে আর কোনও চিঠি না পেলেও প্রকৃত সত্য আপনি ঠিকই জানতে পারবেন। আজ রাতে আমি

বড়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন। আগামীকাল ওই তাঁবুটার সঙ্গে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করব; আর আমার দুর্ভাগা বন্ধুদের খোঁজ-খবরের চেষ্টাও করব।"

অধ্যায় ১৩

অস্তগামী সূর্য আর একটি বিষণ্ন রাতের সূচনা করছে। নিচের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দেখতে পেলাম একটিমাত্র ইন্ডিয়ানের মূর্তি; আমাদের মুক্তির একমাত্র আশা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ক্রমবর্ধমান কুয়াশার মধ্যে সেও হারিয়ে গেল।

যখন আমাদের পরিত্যক্ত তাঁবুতে ফিরে গেলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু আজ আমার অপেক্ষাকৃত ভাল লাগছে। ভাবতে ভাল লাগছে যে আমরা যেটুকু করতে পেরেছি তার বিবরণ জগতের মানুষ জানতে পারবে; আমাদের পরিণতি যতই শোচনীয় হোক না কেন, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নামেরও মৃত্যু হবে না; আমাদের পরিশ্রমের ফসলই উত্তরপুরুষের কাছে আমাদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত তাঁবুতে ঘুমনোও ভয়ের ব্যাপার, আবার জঙ্গলে ঘুমনো আরও বেশি ভীতিপ্রদ। শেষ পর্যন্ত "জারেবা"তে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম; ত্রিকোণাকারে তিনটে আলাদা আলাদা আগুন জ্বালালাম; তার পর পেটভরে খেয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম। সে ঘুম ভাঙল এক আশ্চর্য অথচ স্বাগত পরিবেশে। সবে দিনের আলো ফুটেছে; একটা হাত আমার হাতের উপর নেমে এল। চমকে জেগে উঠেই রাইফেলে হাত দিলাম, আর পরমুহূর্তেই লর্ড জনকে আমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে থাকতে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

সেই লোক—অথচ ঠিক সেই লোকটি নয়। তাঁকে দেখে গিয়েছিলাম শান্ত ও সুবেশ। এখন তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, চোখ উদ্‌ভ্রান্ত, অনবরত হাঁপাচ্ছেন। কঠিন মুখে অনেক রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ, পোশাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, মাথাটা টুপিবিহীন। অবাক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম, কিন্তু তিনি আমাকে কোনও প্রশ্ন করবার অবকাশই দিলেন না। দুই হাতে ঘরের জিনিসপত্র তুলতে তুলতেই বললেন, "তাড়াতাড়ি। বাপু হে তাড়াতাড়ি! এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। দুটো রাইফেলই সঙ্গে নিন। বাকি দুটো আমার কাছেই আছে। যত পারেন কার্তুজ সঙ্গে নিন। পকেট ভর্তি করুন। ভাল খাবার নিন। আধা ডজন টিন হলেই হবে। ঠিক আছে! কথা বলার, চিন্তা করার সময় নেই। ছুটে চলুন, নইলে সর্বনাশ হবে।"

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো তাঁর পিছন পিছন ছুটতে লাগলাম। দুই বগলে দুটো রাইফেল। দুই হাত ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। আমাকে নিয়ে একটা কাঁটা-ঝোপের মধ্যে ঢুকে লর্ড জন বললেন, "এখানে আমরা অনেকটা নিরাপদ। ওরা নির্ঘাৎ জারেবার দিকেই যাবে। সেটার কথাই আগে মনে পড়বে।"

নিঃশ্বাস ফেলে শুধালাম, "এ সব কি? অধ্যাপকরা কোথায়? কে আমাদের পিছু নিয়েছে?"

"নর-বানরের দল। হা ঈশ্বর! কী সব জানোয়ার! জোরে কথা নয়, কারণ ওদের কান খুব লম্বা—চোখও তীক্ষ্ণ, কিন্তু আমার ধারণা ওদের ঘ্রাণ-শক্তি নেই। কোথায় ছিলেন গো বাপু? জারেবায় তো ছিলেন।"

অল্প কথায় ফিস্‌ফিস্ করে তাঁকে সব বললাম।

ডাইনোসোর ও খাদের কথা শুনে তিনি বললেন, "খুব খারাপ কাজ করেছেন! কিন্তু আমরা পড়েছি আরও বড় শয়তানদের পাল্লায়। একবার আমি নর-খাদক পাপুয়ানদের হাতে পড়েছিলাম, কিন্তু এই দলের তুলনায় তারা তো চেস্টারফিল্ড।"

"কি হয়েছিল?" আমি শুধালাম।

"তখন সবে ভোর হয়েছে; আমাদের পণ্ডিত বন্ধুরা সবে ঘুম থেকে উঠেছেন হঠাৎ বৃষ্টি-ধারার মতো বানরের আবির্ভাব। একটা গাছ থেকে যেন আপেলের মতো ঝরে পড়তে লাগল। মনে হয়, অন্ধকারে এসে তারা আমাদের মাথার উপরকার বড় গাছটায় জমায়েত হয়েছিল। একজনের পেটে গুলি মারলাম, কিন্তু কোনও কিছু বুঝবার আগেই শকুনের মতো তারা আমাদের ঘিরে ফেলল। বলছি বটে বানর, কিন্তু তাদের হাতে ছিল লাঠি ও পাথর, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিল। লতা দিয়ে আমাদের হাত বেঁধে ফেলল; কাজেই আজ পর্যন্ত যত জন্তু আমি দেখেছি তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশি অগ্রসর। তারা নর-বানর—একটা বিলুপ্ত জীবশ্রেণী—লুপ্ত হয়ে গেলেই ভাল ছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত সহযোগীকে সরিয়ে দিয়ে তারা আমাদের ঘিরে বসে পড়ল। তাদের মুখে যেন নরহন্তা কথাটাই লেখা ছিল। প্রকাণ্ড চেহারা, ধূসর চক্‌চকে চোখ, লাল ঘন ভুরু। চ্যালেঞ্জার ভয় পাবার লোক নন, কিন্তু তিনিও ঘাবড়ে গেলেন। কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে জোর ধমক লাগিয়েই তাদের ঠাণ্ডা করে দিতে চেয়েছিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বোধ হয় তাঁর মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রেগে আগুন হয়ে তিনি পাগলের মতো তাদের গালাগালি করতে শুরু করলেন। তারা যদি একদল সাংবাদিক হত তাহলেও বোধ হয় এর চাইতে খারাপ ভাষা ব্যবহার করত না।"

"কিন্তু তারা করেছিল কি?" আমি সাগ্রহে শুধালাম।

"ভাবলাম আজ আমাদের দফা শেষ, কিন্তু তার বদলে ঘটনা অন্য দিকে মোড় নিল। কিছুক্ষণ তারা সবাই মিলে বকর-বকর করল। তারপর একজন গিয়ে চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়াল। আপনি হাসছেন গো বাপু, কিন্তু আমি বলছি তাদের দু'জনাকে দেখে জ্ঞাতি-ভাই বলেই মনে হচ্ছিল। নিজের চোখে না দেখলে আমিই বিশ্বাস করতাম না। এই বুড়ো নর-বানরটি—সেই তাদের দলপতি—যেন একটি লাল চ্যালেঞ্জার, আমাদের বন্ধুটির সব রূপের অধিকারী, যদিও একটু বেশি মাত্রায়। ছোট শরীর, চওড়া কাঁধ, গোল বুক, গর্দান নেই বললেই চলে, লাল্‌চে দাড়ির ঢেউ, মোটা ভুরু—কত আর বলব। নর-বানরটি যখন চ্যালেঞ্জারের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে থাবাটা রাখল, তখনই ছবিটা সম্পূর্ণ হলো। সামারলী বোধ হয় বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললেন। তা দেখে নর-বানররাও হো-হো

করে হেসে উঠে আমাদের টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে চলল। আমাদের বন্দুক বা গুলিতে হাতও দিল না—সেগুলোকে বোধ হয় বিপজ্জনক মনে করল, কিন্তু খোলা খাবার যা ছিল সব নিয়ে নিল। সামারলী ও আমার কষ্টের শেষ রইল না—আমার গায়ের চামড়া আর পোশাকের অবস্থাই তার প্রমাণ। কিন্তু চ্যালেঞ্জার বহাল তবিয়তেই আছেন। চারজন তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল; তিনি যাচ্ছিলেন রোমক সম্রাটের মতো। ওটা কি?"

দূর থেকে ভেসে এল একটা বিচিত্র আওয়াজ—যেন একসঙ্গে অনেকগুলি কাঠের করতাল বেজে উঠল।

দু'নম্বর দো-নলা বন্দুক "এক্সপ্রেস"-এ কার্তুজ ভরতে ভরতে সঙ্গী বললেন। "ওই ওরা যাচ্ছে। ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, সবগুলি ভরে নিন, কোনও মতেই জীবন্ত ধরা দেওয়া চলবে না। উত্তেজনা বাড়লেই ওরা এই রকম আওয়াজ করে। আর কিছু শুনতে পাচ্ছেন?"

"অনেক দূরে চলে গেছে।"

"যাক। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অচিরেই তাদের শহরে নিয়ে আমাদের হাজির করল—অবশ্য শহর বলতে পাহাড়ের প্রান্তে একটা বড় বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে হাজারখানেক ডালপালা ও পাতা দিয়ে বানানো কুঁড়ে ঘর। এখান থেকে তিন-চার মাইল দূরে। হাত-পা বেঁধে আমাদের সেখানে ফেলে রাখল। মুগুর হাতে নিয়ে একজন পাহারা দিতে লাগল। 'আমাদের' বলতে সামারলী ও আমি। বুড়ো চ্যালেঞ্জার গাছের ডালে বসে মজা করে ফল খেতে লাগলেন। যেমন করেই হোক আমাদের জন্যও কিছু ফলের ব্যবস্থা করে তিনি নিজের হাতে আমাদের বাঁধন খুলে দিলেন। গাছের ডালে বসে জ্ঞাতি-ভাইটির সঙ্গে দিল্লাগি করতে যদি তাকে দেখতেন, যদি তাঁর মুখে 'বাজিয়ে দাও ঘণ্টা' গান শুনতেন, তাহলে নির্ঘাৎ আপনার হাসি পেত; কিন্তু আমাদের তখন হাসবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। তবু সান্ত্বনা, তখন আমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খোলা, গুলি-বন্দুক আমাদের হেপাজতে।

"এখন যা বলব সেটা আরও বিস্ময়কর। আপনি বলেছেন, মানুষের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন—আগুন, ফাঁদ, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আদিবাসীদেরই দেখতে পেয়েছি। উপত্যকার এদিকে দূরে যেখানে গুহাগুলি দেখেছেন সেটা আছে সেই আদিবাসী মানুষদের দখলে, আর এদিকটার দখলদার নর-বানররা। তাদের মধ্যে অনবরত চলেছে রক্তাক্ত লড়াই। অন্তত আমি তো এই রকমই বুঝেছি। তারপর শুনুন, গতকাল নর-বানররা এক ডজন মানুষকে ধরে এনে বন্দী করেছে। ছোট ছোট লাল মানুষগুলোর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, ভাল করে হাঁটতেও পারছে না। নর-বানররা সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল—একজনের হাতই টেনে ছিঁড়ে ফেলল। তা দেখে সামারলী জ্ঞান হারালেন; চ্যালেঞ্জার কোনও রকমে সামলে নিলেন।

"ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, ভাগ্যি ভাল যে আপনি শিবির থেকে পালিয়েছিলেন, নইলে আপনারও ঐ দশা হত। হা ঈশ্বর! সে যে কী দুঃস্বপ্নের দৃশ্য! আপনার

মনে আছে, অনেক নিচে যেখানে জনৈক মার্কিনীর কংকাল পাওয়া গিয়েছিল সেখানে অনেক সূচ্যগ্র ধারালো বেতগাছ ছিল? সেটা নর-বানরদের শহরের ঠিক নিচে। পাহাড়ের উপর প্যারেড-গ্রাউন্ডের মতো সকলকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। একে একে ইন্ডিয়ানদের বাধ্য করা হলো সেই খাদে ঝাঁপ দিতে। প্রথমে চারজন ঝাঁপ দিল। সেলাই-কলের সূচের মতো বেতের ডগাগুলো তাদের শরীরে গেঁথে গেল। বেচারী ইয়াংকির পাঁজরার হাড়ের ভিতর দিয়ে বেতগাছ গজাবে সেটা আর আশ্চর্য কি! দৃশ্যটা ভয়ংকর, তবু দেখতে মজাদার, যদিও জানতাম এর পরেই আসবে আমাদের লাফিয়ে পড়ার পালা।

"কিন্তু তা হলো না। যতদূর বুঝলাম, ছ'জন ইন্ডিয়ানকে রেখে দেওয়া হয়েছিল আজকের জন্য; কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল যে তারপরেই স্প্রিং-বোর্ড থেকে লাফ দেবার পালা পড়বে আমাদের ঘাড়ে। চ্যালেঞ্জার হয় তো রেহাই পেয়ে যাবেন, কিন্তু সামারলী ও আমার রক্ষা নেই। না, এভাবে মরা চলবে না। যেমন করে হোক, বাঁচতেই হবে। আর সব দায় আমাকেই নিতে হবে। সামারলী একেবারেই অকেজো হয়ে পড়েছেন; চ্যালেঞ্জারও তথৈবচ। বাঁচবার দু'একটা পথও মাথায় এসেছিল। প্রথম, এই জন্তুরা খোলা জায়গায় মানুষের মতো দ্রুত ছুটতে পারে না; ওদের পা ছোট ও বাঁকা, আর শরীর ভারী। দ্বিতীয়, ওরা বন্দুকের ব্যাপারটা কিছুই জানে না। কাজেই বন্দুক নিয়ে খোলা জায়গায় রুখে দাঁড়াতে পারলে কি যে হবে তা কেউ বলতে পারে না।

"যাই হোক, আজ সকালেই রক্ষীটাকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করে এখানে চলে এসেছি। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বন্দুকসহ ফিরে যাব।"

সভয়ে শুধালাম, "আর অধ্যাপকরা? তাদের কি হলো?"

"এখন গিয়ে তাদের নিয়ে আসব। তখন আনতে পারিনি। চ্যালেঞ্জার ছিলেন গাছের উপরে আর সামারলীর তো নড়বারই ক্ষমতা ছিল না। এই বন্দুকই এখন উদ্ধারের একমাত্র ভরসা। ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, সন্ধ্যার আগেই যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।"

সকলে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতেই লর্ড জন উপদেশের ছলে বললেন, "যতক্ষণ আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে আছি ততক্ষণ ঐ ব্যাটারাই আমাদের প্রভু। তারা আমাদের দেখতে পাবে, কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাব না। খোলা জায়গায় ব্যাপারটা হবে অন্য রকম। সেখানে আমরা ওদের চাইতে দ্রুত ছুটতে পারব। কাজেই সব সময় আমাদের খোলা জায়গায় থাকতে হবে। উপত্যকার ধার দিয়েই আমাদের এগোতে হবে, কারণ সেখানে বড় গাছের সংখ্যা অনেক কম। ধীরে অগ্রসর হব, চোখ খোলা রাখব, রাইফেল প্রস্তুত থাকবে। যতক্ষণ একটা কার্তুজও থাকবে ততক্ষণ কোনওমতেই ধরা দেবে না—ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, এটাই আমার শেষ কথা।"

আমাদের সামনে এবার অনেকখানি খোলা জায়গা—কয়েক শ' গজ—সবুজ ঘাসে ঢাকা, কিছু ঝোপঝাড়। জায়গাটা জুড়ে শ'খানেক লাল-চুল কদাকার নর-বানর

একত্র হয়েছিল। তাদের দেখলেই ভয় করে। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্ডিয়ানদের একটা ছোট দল—ছোটখাট, লাল মানুষগুলি, সূর্যের আলো পড়ে তাদের চামড়া পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো ঝকমক করছিল। তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা লম্বা শুকনো লোক, মাথাটা আনত, দুই হাত ভাঁজ-করা, সারা দেহে ছড়িয়ে আছে আতংক ও হতাশা! কোনও ভুল নেই যে লোকটি অধ্যাপক সামারলী।

একটু দূরে পাহাড়ের একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি মানুষ। সহজেই তাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাদের একজন আমাদের সহকর্মী অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার। ছেঁড়া কোটটা তখনও কাঁধ থেকে ঝুলছে, শার্টটা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে, লম্বা দাড়ি ঝুলে পড়ে বুকের ঘন লোমের সঙ্গে মিশে গেছে। মাথায় টুপি নেই, লম্বা চুলের রাশি এলোমেলো। মাত্র একটি দিনে আধুনিক সভ্যতার এক সেরা সন্তান পরিবর্তিত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার এক বেপরোয়া অসভ্য প্রাণীতে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল নর-বানরদের রাজা। লর্ড জন ঠিকই বলেছেন, সব ব্যাপারেই সে অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের অবিকল প্রতিমূর্তি, শুধু অধ্যাপকের গায়ের রং কালোর বদলে লাল।

চোখের সামনে অভিনীত হতে চলেছে এক দুরন্ত নাটক। দু'জন নর-বানর একটি ইন্ডিয়ানকে জোর করে পাহাড়ের প্রান্তে টেনে নিয়ে গেল। রাজা হাত তুলে সংকেত জানাল। অমনি তারা লোকটিকে হাতে-পায়ে ধরে সজোরে তিনবার ঝুলিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একমাত্র প্রহরীরা ছাড়া অন্য সকলেই পাহাড়ের প্রান্তে গিয়ে নিচে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল; তারপরই ফেটে পড়ল প্রচণ্ড উল্লাসে। আবার তারা স্বস্থানে ফিরে এল, সারি বেঁধে দাঁড়াল, পরবর্তী শিকারের জন্য অপেক্ষা করে রইল।

এবার সামারলীর পালা। দু'জন প্রহরী তার কব্জি চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল। তার ক্ষীণ দেহের বাধা কোনও কাজেই এল না। ওদিকে চ্যালেঞ্জার রাজার দিকে ফিরে প্রাণপণে হাত নাড়তে লাগলেন। নিশ্চয় সহকর্মীর প্রাণ-ভিক্ষা চাইছিলেন। নর-বানরের রাজা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মাথা নাড়ল। এ জীবনে সেই তার শেষ সচেতন অঙ্গভঙ্গি। লর্ড জনের রাইফেল গর্জে উঠল, রাজা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আমার সঙ্গী চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভিড় লক্ষ্য করে গুলি চালাও! গুলি চালাও বাপ্ আমার! গুলি চালাও!"

স্বভাবত কোমল-হৃদয় হলেও আমার মধ্যেও জেগে উঠল রক্তের তৃষ্ণা। গুলির পর গুলি ছুঁড়তে লাগলাম। খুনের আনন্দে হিংস্র স্বরে চিৎকার করতে লাগলাম। চারটে বন্দুক দিয়ে দু'জনেই সর্বনাশা কাণ্ড করে ফেললাম। যে দুটি প্রহরী সামারলীকে ধরে রেখেছিল তারাও পড়ে গেল; অবাক বিস্ময়ে তিনি মাতালের মতো টলতে লাগলেন; তখনও বুঝে উঠতে পারেননি যে তিনি মুক্ত। মৃত্যু কোনদিক থেকে আসছে, কি ভাবে আসছে—কিছুই বুঝতে না পেরে হত-চকিত নর-বানরগুলো যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। দেখতে দেখতে উপত্যকা ফাঁকা হয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল নিহত নর-বানরের দল, আর বন্দী ইন্ডিয়ানরা।

চ্যালেঞ্জারের মাথায় বুদ্ধি খুব দ্রুত খেলে; তিনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলেন। বিহ্বল সামারলীর হাত ধরে আমাদের দিকে ছুটতে লাগলেন। রক্ষী দু'জন তাদের ধরতে এসে লর্ড জনের বুলেটে প্রাণ দিল। আমরাও ছুটে গিয়ে দু'জনের হাতে দুটো রাইফেল তুলে দিলাম। কিন্তু সামারলীর সব শক্তি তখন নিঃশেষিত। তিনি পাও ফেলতে পারছিলেন না। প্রাথমিক ভয় কাটিয়ে নর-বানররা আবার ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। সামারলীর দুই বগলে দুই হাত ঢুকিয়ে চ্যালেঞ্জার ও আমি তাকে নিয়ে ছুটতে লাগলাম; লর্ড জন বার বার গুলি চালিয়ে অসভ্য নর-বানরগুলোকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তবু প্রায় মাইলখানেক তারা আমাদের পিছু ছাড়ল না; ক্রমে তারা পিছিয়ে পড়তে লাগল; বন্দুকের অভ্রান্ত লক্ষ্যের মুখে আর এগোতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন "জারেবা"তে পৌঁছলাম তখন পিছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আমরা ভুল করেছিলাম। "জারেবা"র কাঁটাগাছের দরজাটা বন্ধ করে সবে মাটির উপর শুয়ে হাঁপাচ্ছি, এমন সময় ফটকের বাইরে করুণ কান্নার শব্দ কানে এল। লর্ড রক্সটন রাইফেল নিয়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে বাকি চারটি লাল ইন্ডিয়ান মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ভয়ে কাঁপছিল, আমাদের দেখে আশ্রয় চাইল। একজন হাত বাড়িয়ে চারদিকের জঙ্গল দেখিয়ে ইঙ্গিতে জানাল যে ঐ জঙ্গল বিপদে পরিপূর্ণ। তীর বেগে ছুটে এসে সে লর্ড জনের পা জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুকতে লাগল।

বিশেষ বিব্রত হয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে লর্ড জন বলে উঠলেন, "কী বিপদ! এদের নিয়ে এখন আমরা কি করি? ওঠ হে বাপু, জুতোর উপর থেকে মুখ তোল।"

সামারলী তার পাইপে তামাক ভরছিলেন। তিনি বললেন, "ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। আপনি তো আমাদের সব্বাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। একটা কাজের মতো কাজ করেছেন বটে!"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "বিস্ময়কর! প্রশংসার্হ! আমাদের এই তরুণ বন্ধু আর আপনি চমৎকার কাজ করেছেন।"

লর্ড জন ইন্ডিয়ানটিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তোমার কোনও ভয় নেই হে বাপু। ঠিক আছে। কি বলেন চ্যালেঞ্জার, ও তো আমাদেরই মতো মানুষ।"

"নিশ্চয়," প্রফেসর বললেন, "ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ, অবশ্য ওদের ঠিকানা যদি জানতে পারা যায়।"

আমি বললাম, "সেটা কিছু শক্ত কাজ নয়। ওরা গ্ল্যাডিস হ্রদের ওপারের গুহাগুলোতে বাস করে।"

"তাহলে তো বেশ দূরে।"

"তা বিশ মাইল তো হবেই," আমি বললাম।

সামারলী আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন, "আমি অন্তত সেখানে যেতে পারব না।"

অনেক দূরে জঙ্গলের অন্ধকারে নর-বানরদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইন্ডিয়ানরা আর একবার আতংকে শিউরে উঠল।

লর্ড জন বললেন, "এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে। আর খুব তাড়াতাড়ি। ইয়ং ফেলা, আপনি সামারলীকে ধরে নিয়ে চলুন। মালপত্র ইন্ডিয়ানরাই বইবে।"

আধ ঘন্টারও কম সময়ে আমরা "জারেবা"য় পৌঁছে লুকিয়ে পড়লাম।

সারা দিন কোনও উৎপাত হলো না। ক্লান্ত ইন্ডিয়ানরা ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময় আমি নিজেও বসে ঝিমুচ্ছিলাম; এমন সময় কে যেন আমার আস্তিনে টান দিল। তাকিয়ে দেখি, চ্যালেঞ্জার আমার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে আছেন।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, "মিস্টার ম্যালোন, আপনি এই সব ঘটনার দিনপঞ্জী লিখে রাখছেন; একদিন হয় তো সেগুলি ছাপাও হবে।"

আমি জবাব দিলাম, "সংবাদপত্রের প্রতিবেদক হিসাবেই আমি এখানে এসেছি।"

"ঠিক কথা। লর্ড জন রক্সটনের কিছু অর্থহীন উক্তি হয়ত আপনার কানেও গেছে—মানে, আমার সঙ্গে চেহারার মিল—"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"বলাই বাহুল্য যে এ ধরনের কোনও কথা প্রচার হলে সেটা আমার দিক থেকে খুবই আপত্তিকর হবে।"

"যা সত্য আমি শুধু তাই লিখব।"

"লর্ড জন খুবই কল্পনাপ্রবণ; এই সব অনগ্রসর মানুষগুলোর ভক্তি-শ্রদ্ধার অনেক ভুল ব্যাখ্যা তিনি করে থাকেন—আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?"

"সম্পূর্ণ।"

"ও ব্যাপারটা আমি আপনার বিবেচনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।" অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চ্যালেঞ্জার আবার বললেন, "নর-বানরদের রাজা সত্যি একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র—যেমন সুপুরুষ তেমনই তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। সেটা লক্ষ্য করেছেন?"

"খুবই উল্লেখযোগ্য মানুষ," আমি বললাম।

প্রফেসর যেন বেশ স্বস্তিবোধ করলেন; তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

অধ্যায় ১৪

ভেবেছিলাম, নর-বানররা আমাদের গোপন ঘাঁটির কোনও খবর রাখে না, কিন্তু অচিরেই আমাদের ভুল ধরা পড়ল। সারাটা জীবন ভাগ্যে আর যাই ঘটুক, সেদিন সকালে আমি মৃত্যুর যত কাছাকাছি গিয়েছিলাম তেমনটি আর কখনও যেতে হয়নি। কিন্তু সে কথা যথাসময়েই বলব।

গতকালের ভয়াবহ ধকল ও খাদ্যাভাবের পরে সকলেরই ঘুম ভাঙল ক্লান্ত শরীরে। সামারলী অনেক কষ্ট করে কোনও মতে দাঁড়ালেন। আলোচনা-সভা বসল। স্থির হলো, দু'এক ঘন্টা চুপচাপ অপেক্ষা করব, ভালভাবে প্রাতঃরাশ সারব, উপত্যকা ও মাঝখানের হ্রদটাকে আর একবার ঘুরে দেখব, তারপর ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ডের আরও অনেক কিছু জেনে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব। এমন কি চ্যালেঞ্জারও স্বীকার করলেন যে এখানকার বিস্ময়কর আবিষ্কারের খবর সভ্য জগতে পৌঁছে দেওয়াই হবে এখন থেকে আমাদের প্রথম কর্তব্য।

ইন্ডিয়ানদের দুর্বোধ্য কথাবার্তা কানে আসছে; তড়বড় করে দ্রুত উচ্চারিত নানা কথার মধ্যে "আক্কালা" শব্দটা বার বার কানে আসছে; পরে জেনেছি ওটা ওদের জাতির নাম। মাঝেমাঝেই তারা ভয়ত্রস্ত দৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত নেড়ে নেড়ে বলছে: "ডোডা! ডোডা!" অর্থাৎ শত্রু! শত্রু!

তাদের দিকে তাকিয়ে একসময় বললাম, "ওদের একজনকে তো দেখতে পাচ্ছি না।"

লর্ড রক্সটন জবাব দিলেন, "সে জল আনতে গেছে। মাংসের একটা খালি টিন দিয়েছি, সেটা নিয়েই চলে গেছে।"

"পুরনো শিবিরে?" আমি শুধালাম।

"না, ছোট নালাটাতে। ওই গাছগুলোর মধ্যে। শ' দুই গজের বেশি দূরে হবে না। ব্যাটা বড় বেশি সময় নিচ্ছে।"

"আমি খুঁজে দেখছি;" রাইফেলটা কাঁধে ফেলে নালাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বন্ধুদের প্রাতঃরাশ সাজাতে বলে গেলাম।

সামনে নালার জলের কুলুকুলু শব্দ শুনতে পেলাম। মাঝখানে কয়েকটা গাছের জটলা ও কাঁটাগাছ। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেলাম, ঝোপের মধ্যে একটা লাল মতো কি যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। একটু এগিয়ে ভাল করে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, সেটা যে সেই হারানো ইন্ডিয়ানের মৃতদেহ। হাত-পা গুটানো অবস্থায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে; মাথাটা ঠিক উল্টো দিকে ঘোরানো। চিৎকার করে বন্ধুদের সতর্ক করে দিয়ে ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম। ভয়ের তাড়নায়ই হোক আর পাতার খস্‌খস্ শব্দ শুনেই হোক, ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে একবার উপরে চোখ তুলেছিলাম। মাথার উপরে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে দেখলাম, পেশীবহুল দু'খানি লম্বা লোমশ হাত গাছ বেয়ে নেমে আসছে। মুহূর্তমাত্র দেরি হলেই সেই দু'খানি হাত আমার গলা টিপে ধরত। এক লাফে পিছনে সরে গেলাম, কিন্তু ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই দু'খানি হাত আমার গর্দান ও মুখ চেপে ধরল। গলাটা বাঁচাবার জন্য হাত দুটো উপরে তুলতেই সেই থাবা মুখ বেয়ে নেমে আবার গলার উপর পড়ল। আস্তে আমাকে মাটি থেকে তুলে নিল; অসহ্য চাপ দিয়ে আমার মাথাটাকে পিছনে ঠেলতে লাগল; ক্রমে শিরদাঁড়ার উপর এত বেশি চাপ পড়ল যে আর সহ্য করতে পারলাম না; তাকিয়ে দেখলাম ভয়ংকর একটা মুখের দুটি নিষ্ঠুর নীল চোখ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ দুটিতে বোধ হয় যাদু ছিল। আর বাধা দিতে পারলাম না। তার মুঠোর মধ্যে আমার শরীরটাকে অবশ হয়ে যেতে দেখে তার বীভৎস মুখের দুই কোণে দুটো শ্ব-দন্ত ঝিলিক দিয়ে উঠল, আমার থুত্‌নির উপর আরও চাপ পড়ল; সেটাকে একবার পিছনে চাপ দিচ্ছে, একবার সামনে। চোখের উপর নেমে এল সূক্ষ্ম কুয়াশার জাল, কানে বাজতে লাগল রূপোর ঘণ্টার টিং-টিং শব্দ। দূরে একটা রাইফেলের গর্জন শুনতে পেলাম; আমি ধপ্ করে মাটিতে পড়ে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, ঝোপের মধ্যে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। লর্ড জন মাথায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন আর চ্যালেঞ্জার ও সামারলী আমাকে ধরে আছেন। মুহূর্তের জন্য তাদের বিজ্ঞানীর মুখোশের আড়াল থেকে মানুষের মনটাকে যেন উঁকি দিতে দেখলাম। আমার আঘাত বেশি লাগেনি; আসলে আতংকেই মূর্ছা গিয়েছিলাম। মাথায় ও ঘাড়ে বেদনা থাকলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে বসলাম।

লর্ড জন বললেন, "খুব বেঁচে গেছ হে ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড। তোমার চিৎকার শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেলাম, দেখলাম তোমার মাথাটা অর্ধেক ঘুরিয়ে ফেলেছে, মনে হলো এই বুঝি একজনকে হারালাম। তাড়াতাড়িতে রাইফেলটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তোমাকে ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটে চলে গেল। জর্জের দোহাই, সঙ্গে যদি পঞ্চাশজন মানুষ আর পঞ্চাশটা রাইফেল থাকত! নরকের বাছাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এ দেশটাকে উদ্ধার করে রেখে যেতাম।"

পরিষ্কার বোঝা গেল, নর-বানররা আমাদের উপর নজর রেখেছে। দিনের বেলায় ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু রাত হলে ওরা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বিপদে ফেলতে পারে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল। আমাদের তিন দিকেই ঘন জঙ্গল; তার মধ্যে যে কেউ লুকিয়ে ওৎ পেতে থাকতে পারে। চতুর্থ দিকটা ঢালু হয়ে হ্রদের দিকে নেমে গেছে; সেদিকে ইতস্তত কিছু গাছ ও খোলা জায়গা। সব দিক বিচার করলে সে দিকটাই আমাদের পথ হওয়া উচিত।

খুব সকালে যাত্রা শুরু হলো। তিনটি ইন্ডিয়ানের যেটি কনিষ্ঠ সেই দলপতি। সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, কিন্তু হাতে বা কাঁধে কোনও বোঝা নিল না। বাকি দু'জন ইন্ডিয়ান আমাদের যৎসামান্য মালপত্র বয়ে নিয়ে তার পিছনে চলল।

সকলের শেষে হাঁটতে হাঁটতে আমার সামনের তিন সঙ্গীর চেহারা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। এই কি সেই লর্ড জন রক্সটন যিনি সেদিন সন্ধ্যায় আলবানিতে পারসিক দেয়াল-কার্পেট এবং ঢাকা-কাঁচের গোলাপী আলোয় উদ্ভাসিত ছবির মধ্যে বসেছিলেন? এই কি সেই বিলাসী লর্ড জন রক্সটন যিনি এনমোর পার্কে তাঁর প্রকাণ্ড পড়ার ঘরের বড় ডেস্কটার সামনে সেদিন বসেছিলেন? আর এই কি সেই সুসজ্জিত গম্ভীর অধ্যাপক যিনি জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের সভায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন? সারের গলিতেও তো এদের তিনজনের চাইতে অসহায় ও বাউণ্ডুলে চেহারার তিনটে ভবঘুরেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারও মাথায় টুপি নেই, সকলেরই মাথায় রুমাল বাঁধা, ছেঁড়া পোশাকগুলো ফিতের মতো ঝুলছে, ঘন দাড়ি-গজানো কর্কশ মুখগুলোকে চেনাই শক্ত।

পড়ন্ত বিকেলে আমরা হ্রদের তীরে পৌঁছলাম। সম্মুখে প্রসারিত শান্ত জলরেখার দিকে তাকিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান বন্ধুরা হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে আঙুল বাড়িয়ে সামনে কি যেন দেখাতে লাগল। আমাদের সামনে সত্যি এক আশ্চর্য দৃশ্য। চকচকে হ্রদের জল কেটে একপাল ডিঙি নৌকো আমাদের লক্ষ্য করেই তীরের দিকে ছুটে

আসছে। কয়েক মাইল দূর থেকেই তাদের দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে ডিঙিগুলো আমাদের বেশ কাছে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা আনন্দে বজ্রের মতো হুংকার দিতে লাগল; হাতের বৈঠা ও বর্শাগুলোকে পাগলের মতো মাথার উপরে নাচাতে শুরু করল। হ্রদের বাকিটা তারা যেন উড়ে পার হয়ে এল; ঢালু বালুর উপর নৌকো রেখে আমাদের কাছে ছুটে এল, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে তারা চিৎকার করে তাদের তরুণ অধিপতিকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। অবশেষে তাদের ভিতর থেকে একটি বয়স্ক লোক এগিয়ে এল। তার গলায় ঝকমকে স্ফটিকের নেকলেস, হাতে স্ফটিকের বালা, কাঁধের উপর কোনও জন্তুর ছিট-ছিট রক্তবর্ণ চামড়া পাট করে ঝোলানো। ছুটে এসে সে পরম স্নেহে তরুণটিকে আলিঙ্গন করল। তারপর সে আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করল; মর্যাদাসম্পন্ন পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আমাদের সকলকেই একে একে আলিঙ্গন করল। তখন তার হুকুমে দলের সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে আমাদের অভিবাদন জানাল। তাদের সম্মান দেখাবার ঘটা দেখে ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম; লর্ড জন ও সামারলীর মুখেও সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম, কিন্তু চ্যালেঞ্জার যেন সূর্যস্নাত ফুলের মতো খুশিতে পাপড়ি মেলতে লাগলেন।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হতে পারে এরা অনুন্নত জাতি, কিন্তু যারা বড় তাদের প্রতি এদের আচার-আচরণ দেখে আমাদের অনেক সুসভ্য ইওরোপীয় জাতি যথেষ্ট শিক্ষালাভ করতে পারে। সত্যি, প্রকৃতির সন্তান যারা তাদের প্রবৃত্তিগত জ্ঞান কত নির্ভুলই না হতে পারে।"

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, উপজাতীয় লোকগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল; প্রত্যেকের হাতে দীর্ঘ বাঁশের মাথায় হাড়ের ফলা বসানো বর্শা, তীর-ধনুক, পাশে ঝোলানো এক ধরনের গদা বা পাথরের কুঠার। তারা বার বার ক্রুদ্ধ চোখে জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছিল, বার বার তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল "ডোডা" শব্দটি। তাতেই বোঝা গেল বৃদ্ধ দলপতির পুত্রকে উদ্ধার করতে অথবা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই তারা যুদ্ধযাত্রা করেছে! তারা সকলে গোল হয়ে বসল। সভা শুরু হলো। দু'তিনজন যোদ্ধা কিছু বলার পরেই আমাদের তরুণ বন্ধুটি নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে তার ভাষায় বলতে লাগল, "ফিরে গিয়ে কি লাভ হবে? আগে হোক পরে হোক, এ কাজ আমাদের করতেই হবে। তোমাদের বন্ধুদের হত্যা করা হয়েছে। আমি নিরাপদে ফিরে এসেছি তো কি হয়েছে? অন্যদের তো খতম করা হয়েছে। আমরা কেউ নিরাপদ নই। আজ আমরা তাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।" তারপর আমাদের দেখিয়ে বলল, "এই অপরিচিত মানুষরা আমাদের বন্ধু। তারা সবাই বড় যোদ্ধা; আমাদের মতোই তারাও এই সব নর-বানরদের ঘৃণা করে।" আকাশের দিকে হাত তুলে বলল, "আকাশের বজ্র ও বিদ্যুৎ এদের হাতের মুঠোর মধ্যে। এত বড় সুযোগ আমরা আর কবে পাব? সকলে অগ্রসর হও; আজ হয় মরব, না হয় ভবিষ্যতে নিরাপদে বেঁচে থাকব। নইলে ফিরে গিয়ে আমাদের স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নীদের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"

ছোট ছোট লাল যোদ্ধারা তাদের বর্শা আকাশের দিকে তুলে সশব্দে তাকে সমর্থন জানাল। বুড়ো দলপতি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ইঙ্গিতে আমাদের অভিমত জানতে চাইল। লর্ড জন ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, “আমি এদের দলে আছি। এর ফলে এই নর-বানরগুলো যদি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাতেই বা কার কি ক্ষতি হবে ? এখন বলুন, আপনাদের কি মত ?”

আমি বললাম, “আমি আছি আপনার সঙ্গে।”

“আর চ্যালেঞ্জার আপনি ?”

“আমিও নিশ্চয় সহযোগিতা করব।”

“আর আপনি, সামারলী ?”

সামারলী বললেন, “দেখুন লর্ড জন, ক্রমেই আমরা বোধ হয় আমাদের অভিযানের আসল লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি। লন্ডনের এতসব কাজকর্ম ফেলে আসার সময় স্বপ্নেও ভাবিনি যে একদল নর-বানরের বিরুদ্ধে আর একদল অসভ্য উপজাতির আক্রমণের সামিল আমাকে হতে হবে! তবে আপনারা সবাই যখন যাচ্ছেন, তখন আমি তো আর একলা থাকতে পারি না।”

“তাহলে এটাই আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত,” বলে লর্ড জন দলপতির কাছে ফিরে গিয়ে মাথা নেড়ে হাতের বন্দুকটা তুলে ধরলেন। বৃদ্ধ দলপতি একে একে আমাদের সকলের হাত জড়িয়ে ধরতে লাগল। অন্য সকলের সানন্দ চিৎকার তীব্রতর হলো। এত রাতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না বলে তারা রাতের মতো একটা অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলল। চারদিকে আগুন জ্বালাল ; আগুনের শিখা জঙ্গলের বুকে কাঁপতে লাগল। কয়েকজন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা ইগুয়ানোডনকে ধরে এনে সেটাকে বলি দিল ; তার মাংস যতটা পারল সকলে খেল, আর বাকিটা আগুনের পাশে ঝুলিয়ে রাখল।

সামারলী বালির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমরা বাকি ক'জন হ্রদের চারদিকটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের সামনে প্রসারিত এক আশ্চর্য দূরবিস্তার জলরাশি। এত লোকজন দেখে ও হৈ-হল্লা শুনে জীবিত সব প্রাণীই সেখান থেকে পালিয়েছে। শুধু কয়েকটা টেরোড্যাক্টিল পচা মাংসের লোভে আমাদের মাথার উপরে ঘুরছে। অস্থায়ী শিবিরকে ঘিরে বিরাজ করছে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা।

হ্রদের গোলাপী জলের বুকে কিন্তু অন্য ছবি। নানা বিচিত্র প্রাণীর অস্তিত্বে তার জল উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছিল, স্লেট রঙের পিঠ ও কাঁটাওয়ালা পাখনাসমেত একটা প্রাণী জলের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে তার রূপোলি পেটটা দেখিয়েই আবার গভীর জলে ডুবে যাচ্ছিল। দূরে বালুতীরের উপর অদ্ভুত সব চিত্র-বিচিত্র জীব হামাগুড়ি দিচ্ছিল। এখানে-ওখানে বড় বড় সাপের মাথা জলের উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তাদের চলার ভঙ্গিতে রাজহাঁসের আন্দোলিত

গতিমাধুর্য। তাদের মধ্য থেকে হঠাৎ একটা প্রাণী এঁকেবেঁকে বালির উপর উঠে আসতেই চ্যালেঞ্জার ও সামারলী (ইতিমধ্যে তিনিও আমাদের সঙ্গে মিলেছেন) সবিস্ময়ে একযোগে চিৎকার করে উঠলেন।

"প্লেজিয়সরাস! প্লেজিয়সরাস!"

সামারলী আবেগকম্পিত গলায় আরও বললেন, "কী ভাগ্য যে এ দৃশ্য দেখবার জন্য এতদিন বেঁচে ছিলাম। প্রিয় চ্যালেঞ্জার, পৃথিবীর আদিমতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত জীব-বিজ্ঞানী জন্মেছে তাদের সবার চাইতে আজ আমরা ভাগ্যবান, আজ আমরা কৃতকৃতার্থ!"

ক্রমে রাত গভীর হলো। শিবিরের আগুন নিভু নিভু হয়ে এল। দুই বিজ্ঞানীকে কোনওরকমে টানতে টানতে সেই আদিম হ্রদের তীর থেকে নিয়ে আসা হলো। হ্রদের তীর ধরে যেতে যেতে বৃহদাকায় সব জীব-জন্তুর ডুব-সাঁতার ও ছুটোপাটির শব্দ কানে আসতে লাগল।

পরদিন ভোরেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরেই শুরু হলো এক স্মরণীয় অভিযান। অনেক দিন স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন কোনও যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী প্রতিবেদক হয়েছি। কিন্তু দূরতম স্বপ্নেও কখনও কি ভেবেছি এমন ধারা এক অভিযানের প্রতিবেদন আমাকে লিখতে হবে! রণক্ষেত্র থেকে লেখা এই আমার প্রথম প্রতিবেদন:

রাতের বেলায় আরও একদল গুহাবাসী উপজাতি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। এখন আমরা সংখ্যায় চার/পাঁচ শ'। এগিয়ে চলল বর্শাধারী ও তীরন্দাজের এক দীর্ঘ সারি। রক্সটন ও সামারলী চলেছেন ডান পাশে, চ্যালেঞ্জার ও আমি বাঁ দিকে। প্রস্তর যুগের একটি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে চলেছি আমরা—আমাদের হাতে ছিল সেন্ট জেম্স্ স্ট্রীট ও স্ট্র্যান্ডের বন্দুক-শিল্পের আধুনিকতম কলা-কৌশলের নিদর্শনগুলি।

শত্রুর প্রতীক্ষায় বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বনের প্রান্ত থেকে একটা কর্কশ উল্লাস-ধ্বনি কানে আসতেই অকস্মাৎ একদল নর-বানর গদা ও পাথর নিয়ে মাঝখান দিয়ে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ করতে ধেয়ে এল। তাদের আক্রমণ সাহসের পরিচায়ক হলেও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে। কারণ নর-বানরদের বাঁকা পায়ের গতি অতিশয় ধীর, আর তাদের প্রতিপক্ষ বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতি। ঝক্‌মকে চোখ আর ফেনায়িত মুখের সেই হিংস্র জন্তুদের দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে; কিন্তু শত্রুপক্ষ দ্রুত গতিতে তাদের আক্রমণকে এড়িয়ে চলতে লাগল; অথচ তাদের তীরগুলি অবিশ্রাম বিঁধতে লাগল নর-বানরদের শরীরে। একটা দশাসই চেহারার নর-বানর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে আমার পাশ নিয়ে ছুটে গেল; তার বুকে ও পাঁজরে বিঁধে আছে ডজনখানেক তীর। দয়াপরবশ হয়ে আমার বন্দুকের একটা বুলেটে তার খুলিটা ফুটো করে দিলাম; বেচারি সেখানেই উপুড় হয়ে পড়ে চুপ করে গেল। তবে গুলি ঐ একটিমাত্রই ছোঁড়া হলো। নর-বানরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের কোনওরকম সাহায্য ইন্ডিয়ানদের প্রয়োজনই হলো না। যে সব নর-বানর

খোলা জায়গায় ধেয়ে এসেছিল তাদের একজনও ফিরে যেতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পরেই দেখা দিল মারাত্মক বিপদ। ঘণ্টাখানেক ধরে সেখানে দুই দলে চলল তুমুল সংঘর্ষ। একসময় আমাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠল। হঠাৎ-হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বর্শায় বিদ্ধ হবার আগেই নর-বানররা ইন্ডিয়ানদের দু'তিনজনকে গদা ও পাথরের আঘাতে ধরাশায়ী করতে লাগল। তাদের একজনের আঘাতে সামারলীর বন্দুকটা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় জনৈক ইন্ডিয়ান তার বুকে হাতের বর্শাটা আমূল বিঁধিয়ে না দিলে সে হয় তো সামারলীর খুলিটাই ফাটিয়ে দিত। আর একদল নর-বানর গাছের উপর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ও কাঠের টুকরো ছুঁড়তে লাগল। আমাদের সহযোগী ইন্ডিয়ানরা ক্রমেই কাবু হয়ে পড়ল। বেগতিক বুঝে আমি সমানে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলাম। ও পাশ থেকে ভেসে এল আমাদের সঙ্গীদের গুলির শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুপক্ষের মধ্যে দেখা দিল আতংক। তারা পালাতে শুরু করল। আমাদের সঙ্গীরা বর্বর উল্লাসে তাদের পিছু নিল।

যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত বিদ্বেষ, জাতীয় সংকীর্ণতার যত ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন ও নিপীড়নের নির্মম স্মৃতি—এতদিনে তার অবসানের লগ্ন সমাগত। শত্রুপক্ষ পালিয়েও নিস্তার পেল না। জঙ্গলের ভিতর থেকে যুগপৎ ভেসে এল একদলের জয়োল্লাস, আর অপর দলের আর্তনাদ ও পতনের শব্দ। অবশেষে মানুষেরই জয় হলো। তারা ফিরে পেল তাদের নির্দিষ্ট, নিষ্কণ্টক রাজ্য।

সকলের সঙ্গে এগিয়ে যেতেই লর্ড জন ও চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা হলো।

লর্ড জন বললেন, "কাজ শেষ। বাকিটা এদের হাতে ছেড়ে দিয়েই আমরা চলে যেতে পারি। এ দৃশ্য যত কম চোখে পড়বে ততই বেশি করে ঘুম আসবে চোখে।"

হত্যার উল্লাসে চ্যালেঞ্জারের চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছিল। ময়ূরের মতো নাচতে নাচতে তিনি বলতে লাগলেন, "ইতিহাসের কী একটা চূড়ান্ত যুদ্ধই না চোখে দেখলাম। এই একটি যুদ্ধে পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। আজ থেকে এই উপত্যকার একমাত্র অধিকার বর্তাল মানুষের উপর।"

যুদ্ধ শেষ হলো। ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ড-এ চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো মানুষের রাজত্ব। নর-বানরদের শহর ধ্বংস করা হলো, তাদের সব পুরুষকে নিশ্চিহ্ন করা হলো, নারী ও শিশুদের করা হলো ক্রীতদাস—শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী এক দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটল রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি।

আমরা আবার শিবিরে ফিরে গেলাম। ভীতচকিত জাম্বোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। সে চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন মাসাস, চলে আসুন! ওখানে থাকলে আবার শয়তানদের খপ্পরে পড়বেন!"

সামারলী দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "এটাই বুদ্ধিমানের মতো কথা! দুঃসাহসিক অভিযান তো অনেক হলো। চ্যালেঞ্জার, এবার আপনার কথা রাখুন। এবার আপনার

একমাত্র চেষ্টা হোক এই ভয়ংকর দেশ থেকে বেরিয়ে পুনরায় আমাদের সকলকে সভ্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।”

অধ্যায় ১৫

দিনের পর দিন লিখে চলেছি; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এ লেখা শেষ করার আগেই মেঘের আড়াল থেকে সূর্য দেখা দেবে।

ইন্ডিয়ানদের জয় এবং নর-বানরদের ধ্বংসের ফলে আমাদের ভাগ্য ফিরেছে। তখন থেকেই বস্তুত আমরাই এই উপত্যকার মালিক হয়ে বসেছি, কারণ উপজাতিরা আমাদের দেখছে ভয় ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে; আমাদের অদ্ভুত শক্তিবলেই তো তারা তাদের বংশানুক্রমিক শত্রুদের বিনাশ করতে পেরেছে। আমাদের মতো একদল দুর্ধর্ষ মানুষ তাদের দেশ থেকে চলে গেলেই তাদের খুশি হবার কথা। কিন্তু কোন পথে আমরা নিচের সমতলভূমিতে নামতে পারব সে সম্পর্কে কোনও কথাই তারা বলছে না। অবশ্য তাদের আকার-ইঙ্গিতে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে একটা সুড়ঙ্গপথে নিচে নামা যায়; নিচ থেকে সেই সুড়ঙ্গের বহির্গমনের মুখটাই আমরা দেখতে পেয়েছি। কোনও সন্দেহ নেই যে, ইন্ডিয়ান ও নর-বানররা সেই সুড়ঙ্গ-পথেই মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে, আর ম্যাপ্‌ল্ হোয়াইটও তার সঙ্গীকে নিয়ে সেই পথেই গিয়েছিলেন। অবশ্য এক বছর আগে একটা ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে সুড়ঙ্গের উপরের দিকটা ধসে পড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আমরা যখনই নিচে নামার কথা জানাই তখনই তারা কেবল মাথা নাড়ে আর ঘাড় ঝাঁকুনি দেয়। তারা বুঝি ধরেই নিয়েছে, যতদিন আমরা তাদের সঙ্গে থাকব ততদিনই সৌভাগ্যলক্ষ্মী থাকবে তাঁদের সঙ্গে।

যুদ্ধের দু’দিন পরে সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে উপত্যকা পার হয়ে আমরা তাদের পাহাড়ের সানুদেশে শিবির গড়েছি। তাদের গুহায় বাস করতেই তারা আমাদের বলেছিল, কিন্তু লর্ড জন কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে স্বাধীনভাবেই আমরা বাস করতে লাগলাম; আর তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝেই আমরা তাদের গুহায় যাই। গুহাগুলি এতই সুন্দর যে সেগুলি প্রকৃতির হাতে তৈরি, না মানুষের তৈরি তা বোঝা শক্ত।

গুহার মুখগুলি সমতল থেকে প্রায় আশী ফুট উঁচুতে অবস্থিত; পাথরের সিঁড়িগুলো এত সংকীর্ণ ও খাড়া যে কোনও বড় জন্তু-জানোয়ার তা বেয়ে উঠতে পারে না। গুহার ভিতরটা বেশ খট্‌খটে ও গরম; দেয়ালে পোড়া লাঠি দিয়ে নানা রকম জন্তুর সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা।

গত তিন সপ্তাহে আমি দু’বার আমাদের পুরনো আস্তানায় গিয়েছি। বিশ্বস্ত নিগ্রোটি পাহাড়ের নিচে আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দিয়ে চলেছে।

জাম্বো আশ্বাস দিয়ে বলল, “মাসা ম্যালোন, ওরা শিগ্‌গিরই এসে যাবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ইন্ডিয়ানরা দড়িকাছি নিয়ে এসে তোমাদের নিচে নামিয়ে আনবে।”

এদিকে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের চাল-চলন ক্রমেই অদ্ভুত হয়ে উঠছে। তার সব নজর গিয়ে পড়েছে ইন্ডিয়ান মেয়েদের উপর। সব সময় তিনি একটা ছড়ানো তালপাতা হাতে নিয়ে চলেন। ইন্ডিয়ান মেয়েরা যখন তাকে বড় বেশি ছেঁকে ধরে তখন তিনি হাতের তালপাতা দিয়ে তাদের মাছির মতো তাড়াতে থাকেন। নাটকের হাস্যরসিক সুলতানের মতো তালপাতার রাজদণ্ড হাতে কালো দাড়ি দুলিয়ে তিনি যখন সদর্প পদক্ষেপে হাঁটতে থাকেন, আর গাছের বাকলের স্বল্পবাস পরিহিতা হরিণনয়না ইন্ডিয়ান মেয়েরা তার পিছু পিছু চলে, তখনকার দৃশ্যের অভূতপূর্ব স্মৃতি অনেক দিন আমার মনে থাকবে।

একদিন তালপত্রধারী চ্যালেঞ্জার অনুগামিনীর দলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সকলকে নিয়ে গেলেন তাঁর গোপন কর্মশালায়, আর সেখানেই তাঁর গোপন পরিকল্পনার হদিস আমরা প্রথম পেলাম।

একটা তালকুঞ্জের মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ টগবগ করে ফুটছে আর গরম কাদা ছিটকে উপরে উঠছে। প্রস্রবণের চারদিকে ছড়ানো রয়েছে ইগুয়ানোডনের চামড়া থেকে কাটা অনেকগুলো ফিতে, আর তার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কোনও বৃহৎ গিরগিটি-মাছের একটা শুকনো পাকস্থলী। বৃহৎ বস্তার মতো সেই পাকস্থলীর উপরের দিকটা ভাল করে সেলাই করা হয়েছে, আর তার নিচের দিকে একটা ছোট মুখ খুলে রাখা হয়েছে। প্রস্রবণের ফুটন্ত কাদার মুখ থেকে গ্যাস জমে জমে সেই ফোদলের ভিতর দিয়ে অনবরত পাকস্থলীর বস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তার ফলে বস্তাটা ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে এমনভাবে বেলুনের মতো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে যে চ্যালেঞ্জার তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে বাঁধা চামড়ার দড়িগুলোকে চারদিকের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন। দেখতে দেখতে বস্তাটা একটা গ্যাস-বেলুনের আকার ধরল।

নিস্তব্ধতা প্রথম ভাঙলেন সামারলী। ঠাট্টার সুরে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ওটাতে চড়ে উড়বার কথা ভাবছেন না চ্যালেঞ্জার?"

"দেখুন প্রিয় সামারলী, এটার ক্ষমতার এত বড় পরিচয় আপনার সামনে আমি রাখব যে আপনি অসংকোচে এটার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চাইবেন।"

সামারলী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আপনার মাথায় এ সব আজগুবি খেয়াল ঢুকলেও আমি কখনও এ বোকামির ফাঁদে পা দেব না। লর্ড জন, আশা করি এ পাগলামিকে আপনিও বরদাস্ত করবেন না।"

লর্ড জন বললেন, "কৌশলটা কিন্তু মন্দ নয়। একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "পরীক্ষা করে দেখতে হবেই। এই সব পাহাড়ের চূড়া থেকে কেমন করে নিচে নামা যায় সেই সমস্যা নিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন হলো মাথা ঘামাচ্ছি। এমন কোনও সুড়ঙ্গ-পথ নেই যেটা বেয়ে আমরা নিচে নেমে যেতে পারি। যে শিখর থেকে আমরা এখানে এসেছি সেখানে যাবার মতো কোনও সেতু তৈরি

করাও অসম্ভব। তাহলে কেমন করে আমরা এখান থেকে মুক্তি পাব? কিছুদিন আগেই আমার তরুণ বন্ধুকে বলেছিলাম যে এই উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যাবে। সেই থেকেই বেলুনের চিন্তাটা আমার মাথায় আসে। তারপরই এই সব রাক্ষুসে গিরগিটির পাকস্থলী দেখে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার তার পরীক্ষা হবে।"

তারপরের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে সব কথা বলতে চেষ্টা করছি। প্রাথমিক কিছু বিপর্যয়ের পরে শেষ পর্যন্ত আমরা বেলুনের সাহায্যে নিচে নামতে পেরেছিলাম। ছ' সপ্তাহ বা দু' মাসের মধ্যেই আমরা লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি; এমনও হতে পারে যে এই চিঠি পৌঁছবার আগেই আমরা সশরীরে হাজির হয়ে যাব। এখানে বসেই প্রিয় জন্মভূমির ডাক যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি।

চ্যালেঞ্জারের কুটির শিল্পজাত বেলুনে চড়ে নিচে নামবার দিন সন্ধ্যায়ই ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আগেই বলেছি, ইন্ডিয়ান উপজাতির লোকরা আমাদের ফিরে যাবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হলেও যে তরুণ দলপতিকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম সে ছিল আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। আকারে-ইঙ্গিতে সে অনেকবার বোঝাতে চেয়েছে যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের এখানে আটকে রাখার ইচ্ছা তার নেই। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে আমাদের ছোট শিবিরে এল; বোধ হয় আমি তার সমবয়সী বলেই আমার হাতে এক খণ্ড গাছের বাকল দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথার উপরকার গুহাগুলিকে দেখাল, তারপরে ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সব কথা গোপন রাখার ইঙ্গিত করে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে ফিরে গেল।

বাকলখণ্ডটিকে আগুনের কাছে নিয়ে সকলে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। টুকরোটি এক বর্গফুট, আর তার ভিতরদিকে নিম্নপ্রদর্শিত বিচিত্র রেখাগুলি আঁকা:

ব্লক পৃ: ২৮৭

সাদা বাকলের উপর কয়লা দিয়ে রেখাগুলি পরিষ্কার করে আঁকা; প্রথম দৃষ্টিতে গানের স্বরলিপি বলে মনে হলো।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "এটা নিশ্চয় একধরনের বর্ণমালা।"

গলা বাড়িয়ে রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে লর্ড জন বলে উঠলেন, "আরে, এ যে এক গিনির ধাঁধার ছকের মতো দেখতে।" হঠাৎ তিনি হাত বাড়িয়ে বাকলটা তুলে নিলেন।

চেঁচিয়ে বললেন, "জর্জের দোহাই! আমি ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছি। এদিকে দেখুন! বাকলের উপর ক'টা রেখা আছে? আঠারোটা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে আমাদের মাথার উপরকার পাহাড়ে আঠারোটা গুহা আছে।"

আমি বললাম, "এটা আমার হাতে দেবার সময় সে গুহাগুলিকে দেখিয়েছিল বটে।"

"তবে তো ধাঁধার সমাধান হয়েই গেল। এটা ঐ সব গুহার মানচিত্র। আরে!

পরপর আঠারোটা রেখা, কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা মাথা দু'দিকে ছড়ানো, ঠিক যেমনটি আমরা ঐ পাহাড়ে দেখেছি। আবার মানচিত্রের এখানে একটা ক্রুশ-চিহ্নও আছে। ক্রুশ-চিহ্নটি কিসের? যে গুহাটা সব চাইতে গভীর সেটা বোঝাতেই এই চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।"

"তার মানে সেই গুহাটা একেবারে নিচে নেমে গেছে," আমি চেঁচিয়ে বললাম।

চ্যালেঞ্জার বললেন, "ঠিক ধরেছেন। তা যদি না হবে তাহলে এই ছেলেটি সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কেন? সে তো আমাদের ভাল করতেই চায়। আর ওই গুহাটা যদি নিচে নামতে নামতে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো শ' খানেক ফুটের বেশি আমাদের নামতে হবে না।"

"একশো ফুট!" সামারলী গজর-গজর করে উঠলেন।

"আরে, আমাদের কাছে যে দড়িটা আছে সেটা একশো ফুটের চাইতেও লম্বা। কাজেই নিচে নামতে কোনও অসুবিধাই হবে না।"

সামারলী তবু প্রশ্ন করলেন, "আর গুহায় যে ইন্ডিয়ানরা থাকে তারা বাধা দেবে না?"

আমি বললাম, "আমাদের মাথার উপরকার ঐ গুহাগুলোতে ওরা কেউ থাকে না। ওগুলোকে শস্য-ভাণ্ডার ও ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাহলে আর দেরি নয়; চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়ি।"

এই উপত্যকায় এক ধরনের শুকনো আল্‌কাতরা-জাতীয় গাছ পাওয়া যায় যা খুব সহজেই জ্বলে। ইন্ডিয়ানরা সেই গাছকেই মশাল হিসাবে ব্যবহার করে। প্রত্যেকে সেই গাছের একটা করে ডাল হাতে নিয়ে শেওলাঢাকা সিঁড়ি বেয়ে আমরা চিহ্নিত গুহাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার কথাই ঠিক; অনেকগুলি বড় বড় বাদুড় ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। ইন্ডিয়ানদের নজর এড়াবার জন্য বেশ কিছুটা পথ ও বাঁক আমরা অন্ধকারেই পার হয়ে গেলাম। তারপর মশাল জ্বালিয়ে নিলাম। সুড়ঙ্গটা শুকনো খটখটে, সুন্দর; নানা আঁকাবুকি ভরা মসৃণ ধূসর দেয়াল, মাথার উপরে খিলানওয়ালা ছাদ, পায়ের নিচে চকচকে সাদা বালি। দ্রুত পা চালাতে লাগলাম। কিন্তু হায়, পথ যে বন্ধ। সামনে পাথরের খাড়া দেয়াল; একটা ইঁদুর ঢুকবার মতোও ছিদ্র নেই। কোন পথে পালাব?

এই অপ্রত্যাশিত বাধার সামনে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এ দেয়ালটা কোনও ভূমিকম্পের ধসের ফল নয়। সামনের দেয়াল পাশের দেয়ালেরই মতো। অচলায়তন।

আমি বললাম, "আমরা কি তাহলে ভুল গুহায় ঢুকেছি?"

রেখাচিত্রের উপর আঙুল রেখে লর্ড জন বললেন, "তা হতে পারে না ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড। ডান দিক থেকে সতেরো এবং বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়। এটাই যে নির্দিষ্ট গুহা তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

রেখাচিত্রের যেখানে তার আঙুলটা ছিল সেদিকে তাকিয়ে আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"আমি ঠিক ধরেছি। আসুন সকলে। আমার পিছু পিছু আসুন।"

মশালটা হাতে নিয়ে যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথেই খানিক দূর ফিরে গেলাম। মাটিতে কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি দেখিয়ে বললাম, "এইখানে এসে আমরা মশাল জ্বেলেছিলাম।"

"ঠিক কথা।"

"দেখুন, এই গুহাটা দু'মুখো। অন্ধকারে আমরা সুড়ঙ্গের সেই সাঁড়াশির মুখের মতো জায়গাটা পার হয়ে গিয়েছিলাম। এবার ডান দিকে সুড়ঙ্গ-পথটা ধরে এগিয়ে গেলেই দীর্ঘতর বাহুটা পেয়ে যাব।"

আমার কথাই ঠিক। ত্রিশ গজ যাবার আগেই দেয়ালে একটা বড় কালো ফোঁকর দেখা দিল। সেখানে পৌঁছে আরও বেশি চওড়া একটা পথ পেয়ে গেলাম। রুদ্ধশ্বাস গতিতে আরও কয়েক শ' গজ পথ পার হলাম। হঠাৎ সুড়ঙ্গের কালো অন্ধকারের মুখে একটা গাঢ় লাল রঙের ঝিলিক খেলে গেল। সবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা স্থির অগ্নিময় যবনিকা যেন আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত এগিয়ে গেলাম। শব্দ নেই, উত্তাপ নেই, চলাচলের লক্ষণ নেই, কিন্তু সেই অগ্নিময় যবনিকা তখনও আমাদের সামনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, সুড়ঙ্গটা রুপোলি আলোয় ভরে গেছে; পায়ের নিচের বালি হীরককুঁচির মতো ঝিলমিল করছে। আরও এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল একটি বৃত্তাকার মুখ।

লর্ড জন চিৎকার করে বলে উঠলেন, "জর্জের নামে বলছি, এ যে চাঁদ! আমরা সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে গেছি!"

সত্যি, আকাশে ভরা চাঁদ ঝল্‌মল্‌ করছে। সুড়ঙ্গ-পথে তারই আলো এসে পড়েছে ভিতরে। গলা বাড়িয়ে দেখলাম, সেখান থেকে নিচে নামাটা মোটেই কষ্টকর নয়। আমাদের সঙ্গে যে দড়ি আছে তার সাহায্যেই আমরা নেমে যেতে পারব। নিশ্চিন্ত মনে সেই সুড়ঙ্গ-পথে ফিরে গেলাম অস্থায়ী শিবিরে। পরদিন সন্ধ্যায় যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলাম।

পাছে ইন্ডিয়ানরা টের পেয়ে যায় তাই যত তাড়াতাড়ি ও যত গোপনে সম্ভব আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। বন্দুক ও কার্তুজ ছাড়া আর সবই ফেলে রেখে যেতে হবে। কিন্তু চ্যালেঞ্জার কিছুতেই একটা ভারী বোঝা ফেলে যেতে রাজী হলেন না। ক্রমে দিন শেষ হলো। অন্ধকার নেমে আসতেই আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

যাত্রা শুরু হলো। দূরের গুহাগুলিতে আগুন জ্বলছে। ইন্ডিয়ানদের হাসি-গান ভেসে আসছে। দূরে অরণ্যের দীর্ঘ সারি। মাঝখানে ঝিলমিল করছে হ্রদের জল। অন্ধকারে ভেসে এল কোনও অদ্ভুত প্রাণীর উচ্চ চিৎকার। সে শব্দ যেন আমাদের প্রতি ম্যাপ্‌ল্‌ হোয়াইট ল্যান্ডের বিদায়-সম্ভাষণ। মুখ ফিরিয়ে আমরা গুহায় প্রবেশ করলাম। এই তো স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথ।

চ্যালেঞ্জারের ভারী বোঝাটা বয়ে আনতে কষ্ট হলেও দু' ঘণ্টা পরেই আমরা পাহাড়ের

সানুদেশে পৌঁছে গেলাম। জিনিসপত্র সেখানে রেখেই বেরিয়ে পড়লাম জাম্বোর আস্তানার খোঁজে। খুব সকালে সেখানে পৌঁছে অবাক হয়ে দেখলাম যে একটার বদলে সেখানে এক ডজন আগুন জ্বলছে। উদ্ধারকারী দলটিও এসে পড়েছে। ছুঁচলো লাঠি, দড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে তারা নদীপথে এসে হাজির হয়েছে। এতক্ষণে মাল বইবার সমস্যাটা মিটল। আগামীকাল শুরু হবে আমাজনের পথে যাত্রা।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে এখানেই আমার বিবরণী শেষ করছি। কত বিস্ময়ই না চোখে দেখেছি; আর কষ্ট যা সয়েছি তাও আমাদের আত্মাকে পবিত্র করেছে। সকলেই আরও ভাল হয়ে উঠেছি, জীবনের আরও গভীরে প্রবেশ করতে শিখেছি। পারা-তে পৌঁছে হয় তো পোশাক কিনতে আমাদের কিছুটা দেরি হবে। তাহলে এ চিঠিটা ডাকে আমাদের আগেই পৌঁছে যাবে। আর যদি সেখানে দেরি না হয় তাহলে আমি লন্ডনে পৌঁছবার একই দিনে চিঠিটাও পৌঁছবে। যাই হোক না কেন, প্রিয় মিঃ ম্যাকআর্ডল, আশা করছি অচিরেই আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারব।

অধ্যায় ১৬

ফিরতি পথে আমাজন নদীর বুকে যে সব বন্ধু আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছে, আতিথেয়তা দিয়েছে, এবার তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। বিশেষ করে মনে পড়ছে সিনর পেনালোসা ও ব্রাজিল সরকারের অন্য কর্মচারীদের কথা; ফিরতি পথে তাদের বিশেষ সহায়তার কথা ভুলবার নয়। আর মনে পড়ছে পারা-র সিনর পেরেইরার কথা; তার সুবিবেচনার ফলে শহরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যজগতে মুখ দেখাবার মতো পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের জন্য তৈরি হয়েই ছিল। এতখানি সৌজন্যের বিনিময়ে আমরা যে তাদের ফাঁকি দিয়ে এসেছি সে কথা ভাবতেও খারাপ লাগছে; কিন্তু আমাদের কোনও উপায় ছিল না। এমন কি আমাদের বিবরণীতে নামগুলি পর্যন্ত বদলে দেওয়া হয়েছে; ফলে সে বিবরণ পড়ে কেউ আমাদের অজ্ঞাত জগতের হাজার মাইলের মধ্যেও পৌঁছতে পারবে না।

আমরা ভেবেছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার যে সব অঞ্চল আমরা ঘুরে এসেছি সেখানকার উত্তেজনাটা ছিল নেহাৎই স্থানীয় ব্যাপার; কিন্তু আমাদের ইংলন্ডবাসী বন্ধুদের নিশ্চিতরূপে জানাচ্ছি যে আমাদের অভিজ্ঞতার কেবলমাত্র গুজব শুনেই সারা ইওরোপে যে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল তার কোনও ধারণাই আমাদের ছিল না। আমাদের জাহাজ "ইনভার্নিয়া" সাদাম্পটনের পাঁচশো মাইলের মধ্যে পৌঁছবার আগেই বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বেতারে খবরের পর খবর আসতে শুরু করল; আমাদের এক একটি সংক্ষিপ্ত বাণীর জন্য মোটা টাকার প্রস্তাব আসতে লাগল। যাই হোক, আমরা নিজেদের মধ্যে আগেই স্থির করে নিয়েছিলাম যে, জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার আগে আমরা কেউ সংবদপত্রে কোনও

বিবৃতি দেব না, কারণ তাদের প্রতিনিধি হিসাবেই আমরা এই অভিযানে গিয়েছিলাম। সাদাম্পটন সংবাদপত্রের লোকে পরিপূর্ণ থাকলেও তাদের আমরা কিছুই বলতে রাজী হইনি ; তার ফলে ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যার যে সভার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলো, জনসাধারণের সব দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তারই উপর। সেই সভার বিপুল জনসমাবেশের কথা ভেবেই সভার আয়োজন করা হলো জুলজিক্যাল হলের পরিবর্তে রিজেন্ট স্ট্রীটের কুইন্স হলে। অবশ্য উদ্যোক্তারা পরে বুঝতে পেরেছিল যে এলবার্ট হলে সভার ব্যবস্থা করলেও সকলের জন্য স্থান-সংকুলান হত না।

এবার উল্লেখ করছি আমাদের অভিযানের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য মহামুহূর্তটির কথা। কেমন করে যে তার বর্ণনা দেব সে কথা ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল আমার নিজের কাগজের ৮ই নভেম্বরের সকাল বেলাকার সংখ্যাটির দিকে : আমার বন্ধু ও সহকর্মী প্রতিবেদক ম্যাক্‌ডোনার একটি সুন্দর বিস্তারিত বিবরণ তাতে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোনামসহ সেই বিবরণকে উদ্ধৃত করার চাইতে বেশি আর কিই বা আমি করতে পারি ? এই হচ্ছে বন্ধু ম্যাক-এর প্রতিবেদন :

নতুন জগৎ

কুইন্স হলে বিরাট জনসভা

উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য

অসাধারণ ঘটনা

সেটা কি ?

রিজেন্ট স্ট্রীটে নৈশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা

(বিশেষ সংখ্যা)

"জুলজিক্যাল ইন্সটিট্যুটের বহু-আলোচিত সভাটি শেষ পর্যন্ত কুইন্স হলের বৃহত্তর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং এ কথা নিরাপদেই বলা যায় যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দিনটি একটি লাল তারিখ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সভার প্রবেশ-পত্র সদস্য ও বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও 'বন্ধু' শব্দটি এতই ব্যাপক যে সভা আরম্ভ হবার নির্ধারিত সময় আটটার অনেক আগেই মস্ত বড় সভাকক্ষটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ হৈ-চৈ শুরু করে দিল। সেই গোলমালে কয়েকজন আহত হলো, আর গোলমাল থামাতে গিয়ে এইচ ডিভিসনের ইন্সপেক্টর স্নোবলের পা ভেঙে গেল। রাত পৌনে আটটা নাগাদ জনতা জোর করে দরজা খুলে ফেলল ; ফলে প্রতিটি পথ জনাকীর্ণ হয়ে পড়ল ; এমন কি সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলেও অনেকে ঢুকে পড়ল। শেষ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ পর্যটকদের শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা এল। মঞ্চের সামনের সারিতে আসন গ্রহণ করল। শুধু এ দেশের নয় ; ফ্রান্স ও জার্মেনির প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির হয়েছিলেন। সুইডেন থেকে এসেছিলেন উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সের্গেউস। সেদিনের চার নায়ক হলে

ঢোকামাত্র সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে উচ্চকণ্ঠে তাদের অভিনন্দিত করল।

"চার পর্যটকের চেহারার বর্ণনা দেবার কোনও দরকার নেই, কারণ সব সংবাদপত্রেই কয়েক দিন যাবৎ তাদের ফটোগ্রাফ ছাপা হচ্ছিল। যে ঝড়-বিপদ তারা পার হয়ে এসেছেন তার কোনও চিহ্নই তখন তাদের চেহারায় ছিল না। অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের দাড়ি হয় তো ঈষৎ এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক সামারলীর মুখে ফুটে উঠেছিল ঋষিসুলভ আভা, লর্ড জন রক্সটনকে আরও বেশি বলিষ্ঠ দেখাচ্ছিল; তিনজনেরই গায়ের চামড়া হয় তো আরও কিছুটা ঘোর হয়েছিল, কিন্তু সকলেরই স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। আর আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ ও আন্তর্জাতিক রাগবি খেলোয়াড় ই. ডি. ম্যালোন তো একেবারে ফুলবাবুটি সেজে বসেছিলেন। (ঠিক আছে ম্যাক, একবার তোমাকে একলাটি পেলে হয়!)

"সকলে আসন গ্রহণ করল। সভাকক্ষ শান্ত হলো। তখন সভাপতি ডারহাম-এর ডিউক তার ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কমিটির সভাপতি প্রফেসর সামারলীর বক্তব্যের আগে তিনি কিছু বলতে চান না, তবে এটুকু তাঁকে বলতেই হবে যে এই অভিযান অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। (হর্ষধ্বনি।) বোঝাই যাচ্ছে যে রোমান্সের দিন আজও শেষ হয়ে যায়নি; এমন অনেক কিছুই আছে যেখানে উপন্যাস-লেখকের দূরতম কল্পনাও সত্য-সন্ধানী বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না।

প্রফেসর সামারলী তাঁর ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়াতেই বিপুল উত্তেজনায় সভাকক্ষ গম-গম করে উঠল। তার অভিভাষণের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির কলামে লিখিত এই অভিযানের একটি পূর্ণ বিবরণী পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় অচিরেই প্রকাশিত হবে।...

"আশা করা গিয়েছিল যে অধ্যাপক সামারলীর ভাষণের সঙ্গে সঙ্গেই সভার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সের্গেউসের ধন্যবাদ ও অভিনন্দনজ্ঞাপক প্রস্তাব যথারীতি উত্থাপিত ও সমর্থিত হবে; কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল যে অত সহজে সভার পরিসমাপ্তি হবার নয়। মাঝে মাঝেই কিছু বিরোধী মনোভাব সভা চলাকালেই প্রকাশ পাচ্ছিল; এবার এডিনবরার ড. জেমস ইলিংওয়ার্থ হলের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, একটা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে কি না।

"সভাপতি: 'সংশোধনী থাকলে অবশ্যই সেটা তোলা যাবে।'

"অধ্যাপক সামারলী লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মহাশয়, আমি বলতে চাই "কোয়ার্টালি জার্নাল অব সায়েন্স"-এ আমাদের দু'জনের বিতর্কের শুরু থেকেই এই লোকটি আমার ব্যক্তিগত শত্রু।'

"সভাপতি: 'আমি কোনওরকম ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে যেতে পারি না। সভার কাজ চলুক।'

আবিষ্কারকদের বন্ধু-বান্ধবরা ড. ইলিংওয়ার্থের বক্তব্যের মাঝখানে প্রচণ্ডভাবে বাধার

সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু ড. ইলিংওয়ার্থ তাতে ভয় পাবার লোক নন। তাঁর জোরালো কণ্ঠস্বর সব বাধাকে অতিক্রম করে বক্তৃতা শেষ করল। বোঝা গেল, সংখ্যালঘু তাঁর বন্ধু ও সমর্থকের দলও হলের মধ্যে একেবারে অল্প ছিল না।

"বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ড. ইলিংওয়ার্থ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও প্রফেসর সামারলীর বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করলেন, মানব-চরিত্র বড়ই জটিল। খ্যাতির কামনায় অধ্যাপকরাও ভ্রান্ত বিবৃতি দিতে পারেন। পতঙ্গের মতোই সকলেই চায় আলোর বৃত্তে নৃত্য করতে। আর বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সংবাদ "স্কুপ" করতে তো সাংবাদিকদের জুড়ি নেই। কিন্তু এই যে সব আজগুবি কাহিনী রটনা করা হচ্ছে তার প্রমাণ কোথায় ? কয়েকটা ফটোগ্রাফ মাত্র। কিন্তু নকল ফটোগ্রাফির সূক্ষ্ম কারিগরির এই যুগে ফটোগ্রাফকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়া কি সম্ভব ?

"এ কথায় সভায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। পিছনের বেঞ্চিগুলোতে ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত উপস্থিত মহিলাদের হস্তক্ষেপে একটা বড় রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটতে পারল না। হঠাৎ সভাকক্ষ শান্ত হয়ে গেল। চারদিকে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বললেন। তাঁর কথা শুরু হলো :

'এখানে উপস্থিত অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে, বিগত সভায় আমি যখন বক্তৃতা করছিলাম তখনও এই ধরনের কাজে গোলমাল হয়েছিল। সেদিন প্রফেসর সামারলী ছিলেন দলের পাণ্ডা ; তবে এখন তাঁর সুবুদ্ধি হয়েছে। তিনি আগেই জানিয়েছেন, নর-বানররা আমাদের ক্যামেরাগুলো ভাঙ-চুর করেছে, ফলে অধিকাংশ নেগেটিভই নষ্ট হয়ে গেছে। (পিছন থেকে বিদ্রূপের হাসি ও চিৎকার : "এ রকম গপ্‌পো আর কত আছে!") নর-বানরদের কথা বলতে গিয়ে আরও একটা কথা না বলে পারছি না যে এইমাত্র যে সব শব্দ আমার কানে এসেছে তাতে সেই জীবগুলির কথাই নতুন করে আমার মনে পড়ছে। (হাসি।) তারা বলছেন যে ফটোগুলি জাল। কিন্তু ঐ সব নেগেটিভ ছাড়াও প্রফেসর সামারলী সেখানকার প্রজাপতি ও ঝিঁঝি পোকাদের একটা বড় সংগ্রহ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেগুলিও কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় ?'

"ড. ইলিংওয়ার্থ (দাঁড়িয়ে) : 'সে সব সংগ্রহ তো সেই প্রাগৈতিহাসিক উপত্যকার পরিবর্তে অন্য কোনও জায়গা থেকেও সংগৃহীত হতে পারে।'

"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'স্যার, বিজ্ঞানী হিসাবে আপনার কর্তৃত্ব আমাদের মেনে নিতেই হবে, যদিও বলতে দ্বিধা নেই যে নামটা সুপরিচিত নয়। যাই হোক, ফটোগ্রাফ ও কীট-পতঙ্গের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমার পোর্টফোলিও থেকে জীবিত টেরোড্যাক্টিলের এমন একটা ছবি আপনাদের দেখাতে পারি যার—'

"ড. ইলিংওয়ার্থ : 'ছবি-টবি আমরা মানি না।'

"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'জন্তুটাকেই চোখে দেখতে চান ?'

"ড. ইলিংওয়ার্থ : 'নিঃসন্দেহে।'

"প্রফেসর চ্যালেঞ্জার : 'তাহলে মানবেন তো ?'

"ড. ইলিংওয়ার্থ (হেসে) : 'সন্দেহাতীতভাবে।'

"এইবার ঘটল সে সন্ধ্যার সবচাইতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা—বিজ্ঞানী-সমাবেশের ইতিহাসে সে রকম নাটকীয় ঘটনার কোনও নজির নেই। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হাত তুলে ইঙ্গিত করতেই আমার সহকর্মী মিঃ ই. ডি. ম্যালোন আসন থেকে উঠে মঞ্চের পিছন দিকে চলে গেলেন। পরমুহূর্তেই একটি দৈত্যাকার নিগ্রোকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন, দু'জনে ধরে বয়ে নিয়ে এলেন একটা বড় চতুষ্কোণ প্যাকিং বাক্স। বোঝা গেল বাক্সটা খুব ভারী। ধীরে ধীরে সেটাকে বয়ে নিয়ে প্রফেসরের চেয়ারের সামনে রাখা হলো। সব শব্দ থেমে গেল। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ প্যাকিং বাক্সটার দিকে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এক পাশ থেকে টেনে বাক্সের ডালাটা সরিয়ে নিয়ে বারকয়েক আঙুল মট্‌কে আদরের সুরে ডাকলেন, 'আয়-আয়, লক্ষ্মী সোনা, বেরিয়ে আয়!' পরমুহূর্তেই খস্‌খস্‌ খট্‌খট্‌ শব্দ করতে করতে একটি ভয়ংকর জীব অনিচ্ছাসহকারে বেরিয়ে এসে বাক্সটার পাশে থপ্‌ করে বসে পড়ল। বিরাট দর্শকমণ্ডলীর চক্ষু ছানাবড়া! এমন কি সে দৃশ্য দেখে ডারহামের ডিউক যে ভয়ে নিচের অর্কেস্ট্রার মধ্যে পড়ে গেলেন সেদিকেও কারও দৃষ্টি গেল না। জন্তুটির কিম্ভুত-কিমাকার মুখে দুটি ছোট লাল চোখ জ্বলন্ত কয়লার মতো জ্বলছে। আধখোলা লম্বা মুখের ভিতরে দু'সারি ধারালো দাঁত। পিঠে একটা মস্তবড় কুঁজ। সব মিলিয়ে আমাদের শৈশব-কল্পনার শয়তানের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠল—কেউ আর্তনাদ করতে লাগল, দুটি মহিলা অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেল, আর মঞ্চের অন্য অনেকেই সভাপতির পদাংক অনুসরণ করে অর্কেস্ট্রার দিকে নেমে গেল। সেই মুহূর্তে মনে হলো আতংক সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়বে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সকলকে আশ্বস্ত করতে দুই হাত তুলে ধরলেন, আর তাতেই ভয় পেয়ে গেল পাশের জীবটি। তার পিঠের দু'দিক থেকে বেরিয়ে এসে এক জোড়া চামড়ার ডানা বাতাসে ঝাপট মারতে লাগল। জন্তুর মালিক নিগ্রোটি তার পা দুটি চেপে ধরল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জন্তুটি লাফিয়ে উঠে দশ-ফুট চামড়ার ডানাজোড়া ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে ধীরে ধীরে কুইন্স হলের উপর ঘুরতে লাগল; তার শরীরের পচা দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে গেল। তার জ্বলন্ত চোখ ও খুনে ঠোঁট দেখে গ্যালারি-ভরা শ্রোতারা আতংকে চেঁচাতে লাগল। তাতে জন্তুটি আরও পাগলা হয়ে উঠল। সেও ভয় পেয়েছে। আরও জোরে উড়তে গিয়ে দেয়ালে ও ঝাড়-লণ্ঠনের গায়ে ডানার আঘাত লাগতে লাগল। মঞ্চের উপর থেকে প্রফেসর সভয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'জানালা! ঈশ্বরের দোহাই, জানালা বন্ধ করে দিন!' কিন্তু হায়! তার সতর্ক-বাণীও বৃথা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জন্তুটি দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে জানালার কাছে পৌঁছেই মস্ত দেহটাকে কোনও রকমে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার দুই হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লেন, আর সমবেত শ্রোতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

"আহা! তারপরে যা ঘটল তার আর কী বর্ণনা দেব! সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থক এবং

সংখ্যালঘু বিরোধী, উভয় দল একসঙ্গে মিলিত হয়ে মহা উৎসাহে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে অর্কেস্ট্রাকে ডিঙিয়ে মঞ্চে উঠে চার নায়ককে মাথায় তুলে নিল। (সাবাস ম্যাক!) এতক্ষণ যদি জনতা তাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার না করে থাকে, এবার তার পরিপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করল। প্রতিটি মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে; চিৎকার করছে; অঙ্গভঙ্গি করছে। চার অভিযাত্রীকে ঘিরে উৎফুল্ল জনতার ভিড়। শতকণ্ঠে ধ্বনি উঠল: 'ওদের তুলে ধরুন! তুলে ধরুন!' মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হলো চার মূর্তিকে। ছাড়া পাবার জন্য তাঁরা বৃথাই চেষ্টা করছেন। চারদিকে তখন এত ভিড় জমে গেছে যে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের আর নিচে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বহুকণ্ঠে ধ্বনি উঠল, 'রিজেন্ট স্ট্রীট! রিজেন্ট স্ট্রীট!' সমবেত জনতার মধ্যে নতুন করে সাড়া পড়ে গেল। চারমূর্তিকে কাঁধে নিয়ে তারা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোতে লাগল। তারপর পথ। সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। লক্ষাধিক লোক সেখানে অপেক্ষমাণ। ল্যাংহ্যাম হোটেল থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস পর্যন্ত ভিড়ে-ভিড়াক্কার। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'মিছিল! মিছিল!' সব রাস্তাকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে বিরাট মিছিল এগিয়ে চলল রিজেন্ট স্ট্রীট, পল্ মল্, সেন্ট জেমস্ স্ট্রীট হয়ে পিকাডিলিতে। লন্ডনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। পুলিশ ও ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে মিছিলকারীদের অনেক সংঘর্ষের খবরও পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত মধ্যরাত্রির পরে চার অভিযাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হলো লর্ড জন রক্সটনের আলবানির বাড়ির ফটকে। উৎসাহী জনতা সমবেত কণ্ঠে গাইল 'ভাল মানুষের দল এরা' এবং 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন'। গান দিয়ে কর্মসূচী সমাপ্ত করা হলো। আর এই ভাবেই লন্ডন শহরের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যার অবসান হলো।"

বন্ধু ম্যাকডোনার প্রতিবেদন এখানেই শেষ; বিবরণ যে যথাযথ ও চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে লন্ডনে টেরোড্যাক্টিলের পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না। দুটি ভীত স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে, জন্তুটি বেশ কয়েক ঘণ্টা কুইন্স হলের ছাদের উপরেই ভয়ংকর পাথরের মূর্তির মতো পাখা ছড়িয়ে বসেছিল। পরদিন সান্ধ্য দৈনিকপত্রে খবর বের হলো যে মার্লবরো হাউসে পাহারারত কোল্ড স্ট্রীম গার্ডস্ দলের রক্ষী মাইল্স্ বিনা ছুটিতে কর্মস্থান ত্যাগ করায় তাকে কোর্টমার্শাল করা হয়েছে। মাইল্স্ বলেছে, উপরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজের ও চাঁদের মাঝখানে শয়তানকে দেখতে পেয়ে সে রাইফেল ফেলেই পালিয়েছিল, কিন্তু আদালত সে কথা মানেনি। এদিকে ওলন্দাজ-মার্কিন জাহাজ এস্-এস্ ফ্রিজল্যান্ড থেকে জানানো হয় যে পরদিন সকাল ন'টায় বন্দর থেকে দশ মাইল দূরে উড়ন্ত ছাগল ও রাক্ষুসে বাদুড়ের মাঝামাঝি একটা জীব তাদের মাথার উপর দিয়ে তীব্র গতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছুটে গেছে। ঘরে ফেরার প্রবৃত্তি যদি তাকে ঠিক পথে চালিত করে থাকে তাহলে অতলান্তিক সমুদ্রের কোনও নির্জন কোণে যে সর্বশেষ ইওরোপীয় টেরোড্যাক্টিলের মৃত্যু ঘটেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার আমার নিজের কথা কিছু বলি। সাদাম্পটনে আমার নামে কোনও চিঠি বা তার আসেনি। সেদিন রাতেই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে স্ট্রিথামের ছোট বাড়িটাতে গিয়ে হাজির হলাম। সে কি জীবিত না মৃত? বাগানের পথ ধরে ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভিতরে গ্ল্যাডিসের গলা শুনতে পেয়ে বিস্মিত দাসীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে গেলাম। পিয়ানোর পাশে ঢাকনা দেওয়া বাতির নিচে একটা নিচু সেটিতে সে বসে আছে। তিন লাফে মেঝেটা পেরিয়ে তার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলাম।

চিৎকার করে ডাকলাম, "গ্ল্যাডিস! গ্ল্যাডিস!"

সে মুখ তুলে তাকাল। সে-মুখে বিস্ময় লেখা। সে যেন বদলে গেছে। চোখের ভাষা, কঠিন দৃষ্টিতে উপরে তাকানো, চাপা ঠোঁট—সবই আমার কাছে নতুন। সে হাতটা টেনে নিল।

"কি চাই?" সে বলল।

"গ্ল্যাডিস! ব্যাপার কি? তুমি তো আমারই গ্ল্যাডিস, তাই না—ছোট্ট গ্ল্যাডিস হাঙ্গারটন?"

সে বলল, "না। আমি গ্ল্যাডিস পট্স্। এস, আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

হায়রে জীবন এতই অর্থহীন! হাতল-চেয়ারটায় এলিয়ে শুয়ে থাকা আদা-রং চুলের ছোট্ট মানুষটির সঙ্গে যন্ত্রের মতো করমর্দন করলাম। অথচ এই চেয়ারটায় ছিল তারই একচেটিয়া অধিকার। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা দু'জনই দন্তপাটি বিকশিত করলাম।

"বাবা আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। আমাদের বাড়িও ঠিক হচ্ছে," গ্ল্যাডিস বলল।

"ওঃ, আচ্ছা," আমি বললাম।

"তাহলে পারা-তে তুমি আমার চিঠি পাওনি?"

"না। কোনও চিঠিই পাইনি।"

"কী দুঃখের কথা! চিঠিটা পেলেই সব পরিষ্কার হয়ে যেত।"

"এমনিতেই খুব পরিষ্কার," আমি বললাম।

সে বলল, "তোমার কথা উইলিয়ামকে সবই বলেছি। কেউ কিছু গোপন করিনি। আমি দুঃখিত। কিন্তু আমাকে একলা ফেলে তুমি যখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারলে তখন—"

"ঠিক আছে। আমি চলি।"

"কিছু মুখে দিয়ে যান," ছোটখাট লোকটি বলল। তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যোগ করল, "কি জানেন, এই রকমই হয়ে থাকে। আর বহু-বিবাহপ্রথা চালু না হলে এই রকমই চলতে থাকবে।" সে বোকার মতো হাসতে লাগল; আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। বুকের মধ্যে তখন দুঃখ, রাগ ও হাসি একসঙ্গে জ্বলন্ত পাত্রের মতো টগ্‌বগ্ করে ফুটছে।

আর একটি ছোট দৃশ্য, বাস, তাহলেই শেষ। গত রাতের খাবারটা আমরা সকলে লর্ড জন রক্সটনের ঘরেই খেয়েছি। তারপর একসঙ্গে বসে ধূমপান করতে করতে বিগত অভিযান নিয়েই কথা বলছিলাম।

অসংখ্য বিজয়-স্মারক শোভিত গোলাপি রং করা সেই ঘরে বসে লর্ড জন রক্সটনের কিছু কথা সেদিন বলার ছিল। কাবার্ড থেকে একটা পুরনো চুরুটের বাক্স নামিয়ে এনে তিনি আমাদের সামনে টেবিলে রাখলেন।

বললেন, "এ কথাটা আমার হয় তো আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি পরিস্থিতিটাকে আরও ভালভাবে বুঝতে চেয়েছিলাম। আশা জাগিয়ে তারপর নিরাশ করা তো কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু এখন আমাদের হাতে আছে বাস্তব, শুধুমাত্র আশা নয়। জলাভূমির মধ্যে যেদিন টেরোড্যাক্টিলের বাসা আবিষ্কার করেছিলাম সেদিনের কথা হয় তো আপনাদের মনে আছে, কি বলেন? সেখানকার একটা জিনিসের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। হয় তো সেটা আপনাদের নজরে পড়েনি, তাই আপনাদের কথাটা বলছি। সেটা ছিল নীল কাদায় পরিপূর্ণ একটা আগ্নেয়গিরির মুখ।"

অধ্যাপকরা মাথা নাড়লেন।

"দেখুন, সারা বিশ্বে একটিমাত্র নীল কাদার আগ্নেয় গহ্বরের কথা আমার জানা ছিল। সেটা হলো কিম্বার্লির 'ডি বীয়ার্স হীরক খনি,' বুঝলেন? তাহলেই বুঝতে পারছেন হীরের কথা আমার মাথায় এসে গেল। জীবজন্তুগুলোকে সেখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করে কোদাল হাতে নিয়ে একটা পুরো দিন সেখানে কাটালাম। আর সেখানেই এটা পেলাম।"

চুরুটের বাক্সটা খুলে সেটাকে উপুড় করলেন; মটরশুঁটি থেকে বাদামের মতো আকারের বিশ-ত্রিশটা অমসৃণ পাথর টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

"আপনারা হয় তো ভাবছেন কথাটা আমার তখনই বলা উচিত ছিল। হয় তো তাই, কিন্তু আমি জানি যে খুব সতর্ক না থাকলে অনেক বিপদ ঘটতে পারে, আর পাথরগুলির আকার যাই হোক না কেন ঘষা-মাজার পরে অনেক সময়ই দেখা যায় যে সেগুলি প্রায় মূল্যহীন সুতরাং বাড়ি ফিরে এসে প্রথম দিনই আমি একটা পাথর নিয়ে স্পিংক-এর কাছে গেলাম এবং সেটাকে কেটে দাম যাচাই করতে বললাম।"

একটা ওষুধের বড়ির বাক্স পকেট থেকে বের করে তার ভিতর থেকে তিনি একটা সুন্দর ঝকমকে হীরে বের করলেন। কী চমৎকার সে পাথরটা।

"এই তার ফল। স্পিংক-এর হিসাব মতো এ সবগুলি পাথরের ন্যূনতম দাম দু' লক্ষ পাউন্ড। অবশ্য আমি এটার সম-বন্টনই চাই। অন্য কোনও কথা আমি শুনব না। আচ্ছা চ্যালেঞ্জার, আপনার পঞ্চাশ হাজার নিয়ে আপনি কি করবেন?"

প্রফেসর বললেন, "আপনার উদার প্রস্তাবটা নিয়ে যদি পীড়াপীড়ি করেন তো আমি সেই অর্থ দিয়ে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করব; সেটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন।"

"আর আপনি সামারলী?"

"আমি অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর নিয়ে খড়ি পাথরের জীবাশ্মের চূড়ান্ত শ্রেণী-বিন্যাসের কাজ করে দিন কাটাব।"

লর্ড জন রক্সটন বললেন, "আমার টাকাটা ব্যয় করব আর একটা সুগঠিত অভিযানের আয়োজনে; বড় আদরের সেই প্রাচীন উপত্যকাটিকে আমি আর একবার দেখতে চাই। আর আপনি ইয়ং-ফেলা-মাই-ল্যাড, আপনি অবশ্যই বিয়ের আয়োজনেই নিজের অংশটা ব্যয় করবেন।"

বিষণ্ন হাসি হেসে বললাম, "সে সময় এখনও আসেনি। আমি ভাবছি, আপনি যদি আমাকে সঙ্গে নেন তো আপনার সঙ্গেই যাব।"

লর্ড রক্সটন কিছুই বললেন না; টেবিলের ওপর থেকে একটা বাদামি হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

ভেলকি-বাজির কল

THE DISINTEGRATION MACHINE

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অবস্থা তখন অতীব সঙ্গীন। সবেমাত্র আমি হাতলে হাত রেখে আর মাদুরে পা রেখে তাঁর দরজায় গিয়ে দাড়িয়েছি, তখনই আমার কানে এল একটি স্বগত ভাষণ—তাঁর কথাগুলি যেন গোটা বাড়িতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

"হ্যাঁ, আমি বলছি এই দ্বিতীয় বার টেলেফোনটা বাজল। একটা সকালেই দু'বার। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন একটি নির্বোধ মানুষ একটা তারের অপর প্রান্ত থেকে একজন বিজ্ঞানীকে বার বার তার জরুরি কাজে এ রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছে? এই মুহূর্তে ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিন। আহা! ম্যানেজার তো আপনারই লোক। আচ্ছা, কেন আপনারা সব কিছু দেখাশুনা করেন না? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই আপনারা আমার এমন সব কাজে বিঘ্ন ঘটান যার গুরুত্ব অনুধাবন করার মতো মানসিকতাই আপনাদের নেই। আমি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে চাই। তিনি ওখানে নেই? এটা আমারই বোঝা উচিত ছিল। এ রকম ঘটনা যদি পুনরায় ঘটে তাহলে আমি আপনাদের আদালতে নিয়ে ছাড়ব। কোঁকড়-কোঁ ডাকা অনেক মোরগকে আমি আগেও আদালত দেখিয়েছি। আমার স্বপক্ষে রায়ও পেয়েছি। কোঁকড়-কোঁ ডাকা মোরগদের যে দশা হয়েছে, ঘণ্টা-বাজিয়দেরই বা সে-দশা হবে না কেন? মামলাটা তো পরিষ্কার। একটা লিখিত ক্ষমা-ভিক্ষা। উত্তম কথা। আমি বিবেচনা করে দেখব। গুড মর্নিং।"

ঠিক সেই সময়েই আমি সেখানে ঢুকে পড়েছিলাম। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে আসার মুহূর্তেই আমি তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম—সিংহ তখন রেগে আগুন। তাঁর মস্ত বড় কালো দাড়ি খাড়া হয়ে উঠেছে, প্রশস্ত বক্ষ ক্ষোভে ওঠা-নামা করছে, আর তাঁর সেই উদ্ধত ধূসর দুটি চোখের দৃষ্টি আমাকে যেন উথাল-পাথাল করে তুলেছে।

এবার তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, "কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা-খাওয়া, অলস, নরকের কীট! আমি যখন একটা ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ জানাচ্ছি, বেশ শুনতে পাচ্ছি তারা

তখন হাসছে। আমাকে পদে পদে বিরক্ত করার একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। আর এবার যুবক ম্যালোন, তুমিও এসে হাজির হয়েছ সারা সকালটাকে মাটি করে দিতে। আমি কি জানতে পারি তুমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ, নাকি তোমার কোনও স্যাঙাৎ তোমাকে ডেকে এনেছে একটা সাক্ষাৎকার নিতে? বন্ধু হিসাবে তুমি স্বাগত—আর সাংবাদিক হিসাবে তোমার প্রবেশ নিষেধ।"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি ম্যাক্‌আর্ডল-এর চিঠিটা খুঁজছিলাম এমন সময় হঠাৎই তাঁর মনে পড়ে গেল কিছু নতুন অভিযোগের কথা। মস্ত বড় লোমশ হাতটা বাড়িয়ে ডেস্কের উপরকার কাগজপত্রগুলি ওল্টাতে-ওল্টাতে শেষ পর্যন্ত একটা সংবাদপত্রের কাটিং টেনে বের করলেন।

কাগজের টুকরোটাকে আমার দিকে নাচাতে নাচাতে তিনি বললেন, "তোমার একটা সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে আমার নামটা উল্লেখ করেছ দেখে ভালই লেগেছে। একটা অনুচ্ছেদে তুমি এই কথাগুলি দিয়ে শুরু করেছ: প্রফেসর জি. ই. চ্যালেঞ্জার, যিনি আমাদের মহোত্তম জীবিত বিজ্ঞানীদের অন্যতম—"

"আচ্ছা স্যার?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এই ঈর্ষামূলক গুণকীর্তন এবং সীমাবদ্ধতার কি দরকার ছিল? তুমি তো সেই সব প্রধান বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ করতে পারতে যাদের তুমি আমার সমকক্ষ, অথবা আমার চাইতে বড় বলে মনে কর?"

"শব্দগুলি সুপ্রযুক্ত হয়নি। আমার লেখা উচিত ছিল: আমাদের শ্রেষ্ঠ জীবিত বিজ্ঞানী," আমি ত্রুটি স্বীকার করলাম। আমার নিজেরও সেই বিশ্বাসই ছিল। আমার শব্দগুলিই শীতকালকে গ্রীষ্মকালে পরিণত করে দিয়েছিল।

"প্রিয় বন্ধু আমার, তুমি আবার ভেবো না যে আমি বড় কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু আমার চারদিকে এমন সব কুচুটে ও একগুঁয়ে সহকর্মীরা আছেন যে বাধ্য হয়েই আমাকে কঠোর মূর্তি ধরতে হয়। আত্ম-প্রচার আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করেই তো আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এস এস! এখানেই বস! এবার বল, কেন এসেছ?"

আমাকেও সাবধানে পা ফেলতে হলো। কত সহজেই যে সিংহটি আবার গর্জে উঠবেন তা তো আমি জানতাম। ম্যাক্‌আর্ডল-এর চিঠিটা মেলে ধরলাম।

"এটা কি আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি স্যার? চিঠিটা লিখেছেন আমার সম্পাদক ম্যাক্‌আর্ডল।"

"লোকটিকে আমার মনে আছে, তার দলের অন্যদের মতো নয়।"

"অন্তত আপনাকে তিনি খুবই প্রশংসার চোখে দেখেন। কোনও তদন্তের ব্যাপারে গুণী লোকের দরকার হলে তিনি আপনার কাছেই আসেন। এটাও সেই রকমই একটা ব্যাপার।"

"তিনি কি চান?" এবার চ্যালেঞ্জার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। কনুই দুটো ডেস্কের উপর রেখে বসলেন; দু'খানি গরিলা-হাত এক সঙ্গে জোড়া, দাড়িগুলো সমুখে

খাড়া হয়ে আছে, চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা বড় বড় ধূসর চোখ দুটি সানুগ্রহে আমার উপর নিবদ্ধ।

"তাঁর চিঠিটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

'দয়া করে আপনার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করুন, এবং নিম্নলিখিত ঘটনাবলী প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করুন। থিয়োডোর নেমোর নামের ল্যাটভিয়াবাসী এক ভদ্রলোক হ্যাম্পস্টেডের 'হোয়াইট ফ্রায়ার্স ম্যানসন্স'-এ আছেন। তিনি দাবি করছেন যে এমন একটি অসাধারণ যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন যার আওতার মধ্যে রাখা যে কোনও বস্তুকে সেটা মৌলিক অংশে বিশ্লিষ্ট করতে অর্থাৎ ভাঙতে পারে। জড় পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে অর্থাৎ ভেঙে গিয়ে অণু বা পরমাণুতে পরিণত হয়। পদ্ধতিটাকে বিপরীত ভাবে পরিচালিত করে সেটাকে আবার পূর্বাবস্থায়ও নিয়ে যাওয়া যায়। দাবিটাকে অযৌক্তিক বলেই মনে হতে পারে, তথাপি এই দাবির পিছনেও দুর্ভেদ্য প্রমাণ আছে; ফলে সেই লোকটি একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছেন।

'এই রকম একটা আবিষ্কারের বৈপ্লবিক চরিত্র নিয়ে, অথবা একটা সম্ভাব্য সমরাস্ত্রের চূড়ান্ত গুরুত্ব নিয়ে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। কিন্তু যে শক্তি একটা যুদ্ধ-জাহাজকে মৌলিক অংশে বিশ্লিষ্ট করতে পারে, অথবা অল্প সময়ের জন্য হলেও একটা সেনা-বাহিনীকে পরমাণু সমষ্টিতে পরিণত করতে পারে, সেটা তো বিশ্ব-জয়ের ক্ষমতা রাখে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে এই ব্যাপারটাকে ভাল করে তলিয়ে দেখতে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত হবে না। লোকটি তার এই আবিষ্কারকে বিক্রি করতে খুবই আগ্রহী বলেই পরিচিতি লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন; সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কোনও অসুবিধা হবে না। এই সঙ্গে যে কার্ডটা পাঠালাম সেটা দেখালেই দরজা খোলা পাবেন। আমার ইচ্ছা যে আপনি ও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন, তাঁর আবিষ্কারটাকে ভাল করে পরিদর্শন করুন, এবং এই আবিষ্কারের মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি সুচিন্তিত প্রতিবেদন 'গেজেট'-এর জন্য লিখে পাঠান। আশা করছি, আজ রাতেই আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে পারব।'—আর. ম্যাক্আর্ডল।"

চিঠিটা পুনরায় ভাঁজ করতে করতে অমি বললাম, "দেখুন প্রফেসর, আমার মতামত এতেই লেখা আছে। আমি একান্ত ভাবেই আশা করছি যে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন, কারণ আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে একাকী এ রকম একটা ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে আমি পারব কি করে?"

মহান ব্যক্তিটি অনুচ্চ স্বরে বললেন, "খাঁটি কথা ম্যালোন! খুব খাঁটি কথা! যদিও তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার কোনও রকম কমতি নেই, তথাপি আমি তোমার সঙ্গে একমত যে এমন একটা ব্যাপার তুমি আমার কাছে এনে হাজির করেছ যেটাকে কেবল তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিলে বোঝাটা একটু বেশি ভারীই হবে। এই সব মানুষগুলোর কথা আর কহতব্য নয়। বার বার টেলিফোন করে ওরা আমার সকালবেলার

কাগজগুলোই পঙ্গু করেছে। তবু বোঝার উপর শাকের আঁটিতে কতটুকু বোঝা আর বাড়বে। অতএব, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী।”

তারপরের ঘটনা। সেই অক্টোবরের সকালেই আমি প্রফেসরের সঙ্গে টিউবে চেপে লন্ডনের উত্তরাঞ্চলে ছুটলাম, আর সেখানেই ঘটল আমার ঘটনাবহুল জীবনের এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা।

এনমোর গার্ডেন্স ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই আমি টেলিফোনে জেনে নিয়েছিলাম যে আমাদের সেই ব্যক্তিটি বাড়িতেই আছে, এবং আমরা যে তার কাছে যাচ্ছি সেটাও তাকে জানিয়েছিলাম। হ্যাম্পস্টেডের একটা আরামদায়ক ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন এবং তাঁর বাইরের ঘরে আমাদের আধা ঘণ্টা বসিয়ে রেখে তিনি একদল দর্শনার্থীর সঙ্গে উত্তপ্ত আলোচনায় কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যখন বিদায় নিয়ে হল থেকে বের হলেন তখন তাঁদের কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারলাম যে তাঁরা রাশিয়ার মানুষ। আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক তাঁদের দেখেই বুঝতে পারলাম যে আস্ত্রাখান কলারের কোট, ঝকঝকে টপ-হ্যাট, আর বুর্জোয়াসুলভ চেহারার এই মানুষগুলো খুবই সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান। হলের দরজাটা বন্ধ করে পরমুহূর্তেই থিয়োডোর নেমোর আমাদের কামরায় ঢুকলেন। আমি দেখলাম, সূর্যের আলো সোজা এসে পড়ছে তাঁর উপর; লম্বা সরু হাত দু'খানি ঘষতে ঘষতে এবং খোলা মুখের হাসি হেসে আর দুটি ধূর্ত, হলুদ চোখে তাকিয়ে তিনি আমাদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করলেন।

লোকটি বেঁটে, মোটা, ঈষৎ বিকলাঙ্গ, যদিও সেটা বোঝা শক্ত। তাঁকে বলা যেতে পারে একজন কুঁজো যার কুঁজ নেই। মুখটা চওড়া ও নরম। চোখ দুটো বিড়ালের মতো। খাড়া-খাড়া গোঁফটাও বিড়ালের মতোই। থিয়োডোর নেমোরকে দেখলে যে কেউ ভাবতেই পারে যে তাঁর দেহের নিচের দিকটা একটি অতি হীন, চক্রান্তকারীর, এবং উপরের দিকটা পৃথিবীর এক মহান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকের।

চোস্ত ইংরেজিতে কোমল কণ্ঠে তিনি বললেন, “আচ্ছা ভদ্রমহোদয়, 'নেমোর-এর ভেলকিবাজির কল' সম্পর্কে কিছু জানতেই আপনারা এসেছেন। তাই তো?”

“ঠিক তাই।”

“আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনারা বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি কি না?'

“মোটেই না। আমি 'গেজেট'-এর একজন সংবাদদাতা, আর ইনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।”

“একটি সম্মানিত নাম—একটি ইউরোপীয় নাম।” তাঁর হল্‌দে সূচিমুখ দাঁতগুলো খোসামুদে অমায়িকতায় ঝক-ঝক করে উঠল। “আমি প্রায় বলতেই যাচ্ছিলাম যে বৃটিশ সরকার তার সুযোগটা হারিয়ে ফেলেছে। তারা আরও কি হারিয়েছে সেটা পরে বুঝতে পারবে। সম্ভবত সাম্রাজ্যটাও। প্রথম যে সরকার এটার সঠিক দামটা দেবে তাকেই এটা বিক্রি করে দেব বলে স্থির করেছিলাম, আর এখন যদি এটা এমন কোনও মানুষের হাতে চলে যায় যেটা আপনাদের মনঃপুত নয়, তাহলে তো সে দোষটা একমাত্র আপনাদের উপরেই বর্তাবে।”

"তাহলে আপনার গুপ্ত বস্তুটা বিক্রি করে ফেলেছেন?"

"আমার দামেই বিক্রি করেছি।"

"আপনি কি মনে করেন যে ক্রেতাটির একচেটিয়া অধিকার থাকবে?"

"নিঃসন্দেহে থাকবে।"

"কিন্তু সেই যন্ত্রের গোপন কথাটা আপনি যেমন জানেন তেমনটি তো অন্যরাও জানে।"

"না, মশায়।" লোকটি তার কপালে হাত ছোঁয়াল। "এই সিন্দুকটার মধ্যেই সেই গোপন বস্তুটাকে নিরাপদে তালাবন্দী করে রেখেছি—এই সিন্দুকটা ইস্পাতের সিন্দুকের চাইতেও নিরাপদ এবং ইয়েল চাবির চাইতেও সুরক্ষিত। হয়তো কেউ কেউ ব্যাপারটার একটা দিক জানতে পারে, আর অন্যরা অপর দিকটা। একমাত্র আমি ছাড়া এ জগতের অন্য কেউ গোটা ব্যাপারটা জানে না।"

"আর জানেন সেই ভদ্রমহোদয়রা যাদের কাছে আপনি এটা বিক্রি করেছেন।"

"না মশায়, আমি এত বোকা নই যে দামটা হাতে পাবার আগেই সে-জ্ঞানটা হস্তান্তরিত করব। তারপরেই তারা কিনবে আমাকে, এবং এই সিন্দুকটাকে"—আবার সে তার ভুরুর উপর টোকা দিল—"তার সব মালপত্রসমেত তাদের যেখানে খুশি নিয়ে যাবে—তা হবে না। এই সওদার ব্যাপারে আমার কাজটা একমাত্র তখনই করা হবে—এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে, নির্দয়ভাবেই করা হবে। তারপরেই সৃষ্টি হবে ইতিহাস।" লোকটি তার দুটো হাত ঘষতে লাগল, আর তার মুখের নিথর হাসিটা পাকিয়ে পাকিয়ে একটা গ্রন্থির রূপ নিল।

চ্যালেঞ্জার এতক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার তিনি গর্জে উঠলেন, "মাফ করবেন মশায়, এ বিষয়ে কোনওরকম আলোচনা করার আগে আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে চাই যে আলোচনা করার মতো কিছু আছে। কি জানেন, সেই সাম্প্রতিক ঘটনাটার কথা আমরা ভুলে যাইনি যখন জনৈক ইতালিবাসী বলেছিল যে সে দূর থেকেই একটা খনিতে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল যে সে একটি কুখ্যাত প্রতারক। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও তো ঘটতে পারে। আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে একজন বিজ্ঞানী বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে। সতর্কতা একজন বিজ্ঞানীর অন্যতম গুণ। আপনি যে সব দাবি জানাচ্ছেন তা নিয়ে কোনও গুরুতর আলোচনা করবার আগে আপনাকে সেই সব দাবির প্রমাণ দিতে হবে।"

নেমোর তার দুটি হলুদ চোখের বিষ-দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকাল, কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠল নকল ভদ্রতার হাসি।

"প্রফেসর, অবশ্যই নিজের সুখ্যাতিকে মেনেই আপনি কাজ-কর্ম করেন। আমি তো সর্বদাই শুনে আসছি যে আপনাকে কেউ কখনও ঠকাতে পারে না। আমি আপনাকে এমন একটা বাস্তব খেল দেখাতে পারি যেটা বিশ্বাস করতে আপনি বাধ্য হবেন, কিন্তু সে কাজটা করবার আগে মূল নীতি সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাকে বলে নিতে চাই।

"আপনি বুঝতেই পারছেন যে আমার গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে যে যন্ত্রটা আমি বানিয়ে রেখেছি সেটা একটা মডেল মাত্র, যদিও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সেটা আশ্চর্য রকমের ভাল কাজ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি, আপনাকেই বিশ্লিষ্ট করে আবার আপনাকে নতুন করে গড়ে তুলতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না; কিন্তু সে রকম একটা কাজের জন্য কোনও বড় মাপের সরকারই তার মূল্য হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হবেন না। আমার মডেলটা একটা বৈজ্ঞানিক খেলনা মাত্র। সেই শক্তিটাকে যখন একটা বৃহৎ মাপের কাজে লাগানো হবে একমাত্র তখনই সেই যন্ত্রটার প্রচণ্ড বাস্তব ফলটা পাওয়া যাবে।"

"আমরা কি মডেলটা দেখতে পারি?"

"দেখুন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আপনি যে সেটাকে দেখতে পাবেন শুধু তাই নয়, আপনার উপরেই সেই চূড়ান্ত খেলটা দেখানো হবে, অবশ্য তাতে রাজী হবার মতো সাহস যদি আপনার থাকে।"

"যদি!" সিংহ এবার গর্জে উঠল। "শুনুন মশায়, আপনার ঐ 'যদি' কথাটা ভীষণ রকমের আপত্তিকর।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার সাহসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি শুধু বলতে চাই, খেলটা দেখাবার একটা সুযোগ আমি আপনাকে দেব। কিন্তু প্রথমেই এই ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত বিধানগুলি সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনাকে বলে নিতে চাই।

"কতকগুলি বিশেষ স্ফটিক, যেমন লবণ অথবা চিনি, যখন জলের মধ্যে ফেলা হয় তখন সেগুলি গুলে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। স্ফটিকগুলো যে সেখানেই ছিল সেটা আপনি বুঝতেই পারবেন না। তারপর বাষ্পীকরণ অথবা অন্য কোনও উপায়ে জলের পরিমাণটা কমিয়ে ফেলুন, আর তখনই আরে! সেই স্ফটিকগুলিই ফিরে এসেছে; আবারও দৃশ্যমান হয়েছে, আর ঠিক আগের মতোই দেখাচ্ছে। আপনি কি এমন একটা পদ্ধতির কথা ভাবতে পারেন যেটা আপনার মতো একটা জীব-দেহকেও ঐ একই ভাবে একটা জগতের সঙ্গে গুলিয়ে দিতে পারে, এবং তার পরে একটা অতিসূক্ষ্ম বিপরীত পদ্ধতির দ্বারা আপনাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারে?"

চ্যালেঞ্জার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "উপমাটা তো অসত্য। আর আমি যদি এমন একটা আসুরিক ব্যবস্থাকে মেনেও নিই সেক্ষেত্রেও আমাদের অণু-পরমাণুগুলি কোনও বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তির দ্বারা বিস্তৃত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেগুলো ঠিক আগের মতোই পুনর্গঠিত হবে কেমন করে?"

"প্রতিবাদটা খুবই স্বাভাবিক, আর আমি কেবল একটা জবাবই দিতে পারি যে একেবারে শেষ পরমাণুটি পর্যন্ত সেগুলি পুনর্গঠিত হতে পারে। এই জগতে একটা অদৃশ্য কাঠামো আছে, আর তার প্রতিটা ইট সঠিক জায়গাতেই বসে যায়। আপনি হাসতে পারেন প্রফেসর, কিন্তু আপনার অবিশ্বাস, আপনার এই হাসি অচিরেই রূপান্তরিত হতে পারে অন্য একটি অনুভূতিতে।"

চ্যালেঞ্জার নিজের কাঁধ দুটি ঈষৎ ঝাঁকালেন। "এই পরীক্ষাটা মেনে নিতে আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি।"

আবিষ্কারক বলল, "ঠিক আছে। দয়া করে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" আমাদের সঙ্গে নিয়ে সে ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে পিছনের ছোট বাগানটা পার হয়ে গেল। সেখানে একটা বড়সড় বহির্বাটি ছিল। সে দরজার তালাটা খুলল, আর আমরা সকলেই ঘরে ঢুকে গেলাম।

ভিতরে সাদা চুনকাম-করা বড় ঘরটার সিলিং থেকে অসংখ্য তামার তার মালার মতো ঝুলছিল, আর একটা বেদীর উপর বসানো ছিল একটা প্রকাণ্ড চুম্বক। তার ঠিক সমুখেই ছিল তিন ফুট লম্বা ও প্রায় এক ফুট ব্যাসের ত্রিশির কাঁচের মতো দেখতে একটা বস্তু। তার ডান দিকে ছিল একটা চেয়ার—দস্তার মঞ্চের উপর বসানো—এবং তার উপর একটা বার্নিশ-করা তামার টুপি ঝোলানো ছিল। টুপি এবং চেয়ার দুটোর সঙ্গেই ভারী ভারী সব তার লাগানো ছিল, আর তার পাশেই ছিল এমন একটা খাঁজ-কাটা দণ্ড যার প্রতিটা খাঁজেই একটা করে নম্বর বসানো ছিল, আর ছিল ইন্ডিয়া-রবার দিয়ে জড়ানো একটা হাতল; আপাতত সেই হাতলটা ছিল শূন্যের ঘরে।

যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে অদ্ভুত লোকটি বলে উঠল, "এই সেই মডেল যেটা একটি জাতিসমূহের শক্তি-সাম্য ভেঙে দিয়ে বিখ্যাত হবেই। এটা যার অধিকারে থাকবে সেই জগৎটাকে শাসন করবে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, এবার কি আপনি সাহসে ভর করে এই চেয়ারটাতে বসবেন, এবং এই নতুন শক্তির ক্ষমতাটা আপনার দেহের উপর পরীক্ষা করার অনুমতি কি আমাকে দেবেন?"

চ্যালেঞ্জারের সাহস ছিল সিংহের মতো, এবং কেউ তাঁকে তাচ্ছিল্য করলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে উন্মাদ হয়ে যান। তিনি যন্ত্রটার দিকে পা বাড়াতেই আমি তাঁর হাতটা চেপে ধরে তাঁকে থামিয়ে দিলাম।

বললাম, "আপনি কিছুতেই যাবেন না। আপনার জীবন বড় মূল্যবান। এটা তো আসুরিক ব্যবস্থা। নিরাপত্তার কী গ্যারান্টি আপনার আছে? এই যন্ত্রটার প্রায় কাছাকাছি যায় এ রকম আর মাত্র একটা যন্ত্র আমি দেখেছি—সেটা সিং সিং-এর মৃত্যুঘাতী বৈদ্যুতিক চেয়ার।"

চ্যালেঞ্জার বললেন, "তুমি এখানে সাক্ষী আছ এটাই আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আমার যদি কোনও বিপদ ঘটে তাহলে অন্তুতপক্ষে নরহত্যার দায়ে এই লোকটাকে অবশ্যই দায়ী করা হবে।"

"বিজ্ঞানসংক্রান্ত যে কাজ আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না সেই কাজ যদি অসমাপ্ত থেকে যায় তাহলে বিজ্ঞানের জগতের কাছে সেটা যে কোনও সান্ত্বনাই হতে পারে না। তাই বলছি, অন্তত প্রথমে আমাকে যেতে দিন, তারপর যদি প্রমাণিত হয় যে এই যন্ত্রটা ক্ষতিকারক নয়, তখন যাবেন আপনি স্বয়ং।"

ব্যক্তিগত বিপদ কখনও চ্যালেঞ্জারকে বিচলিত করতে পারত না, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক

কর্মকাণ্ড অসমাপ্ত থেকে যাবে এই চিন্তাটা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করল। তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন, আর তিনি মনস্থির করবার আগেই আমি ছুটে গিয়ে একলাফে সেই চেয়ারটাতে বসে পড়লাম। চোখের সামনে দেখলাম, আবিষ্কারক লোকটি হাতলের উপর হাতটা রাখল। ক্লিক করে একটা শব্দও কানে এল। তারপর মুহূর্তকালের জন্য সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল; আমার দুই চোখের সামনে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল। কুয়াশা যখন কেটে গেল তখন দেখলাম আবিষ্কারকটি বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে আমার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর চ্যালেঞ্জার তার কাঁধের উপর দিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর আপেল-রাঙা কপাল দুটি তখন রক্তশূন্য, বিবর্ণ।

"ঠিক আছে, এবার আপনি উঠে পড়ুন!" আমি বললাম।

উত্তরটা দিল নেমোর। "কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনার প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর। নেমে আসুন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবার নিঃসন্দেহে তৈরি হতে পারেন।"

আগে কখনও আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে এতটা বিপর্যস্ত হতে দেখিনি। তাঁর লৌহ-দৃঢ় স্নায়ু বুঝি সেই মুহূর্তে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। কম্পিত হাতে তিনি আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলেন।

ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলে উঠলেন, "সত্যি ম্যালোন, তুমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মুহূর্তের জন্য একটা কুয়াশা দেখা দিল, আর তারপরেই সব ফাঁকা।"

"আমি কতক্ষণ অদৃশ্য ছিলাম?"

"দুই বা তিন মিনিট। আমি স্বীকার করছি, সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম। অমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি ফিরে আসবে। অথচ লোকটি টঙ করে দণ্ডটাকে একটা নতুন স্লটের দিকে ঠেলে দিল, আর তুমি চেয়ারটার উপর উদয় হলে। তখন তোমাকে কিছুটা বিমূঢ় দেখাচ্ছিল, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে একেবারে আগেকার মতো। তোমাকে দেখামাত্রই আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম!" বড় লাল রুমালটা দিয়ে তিনি তাঁর ভেজা ভুরুটা মুছে নিলেন।

আবিষ্কারক বলল, 'এবার স্যার! না কি, আপনার স্নায়ু অপারক হয়ে পড়েছে?"

স্পষ্টতই চ্যালেঞ্জার নিজেকে সামলে নিলেন। আমার প্রতিবাদী হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। হাতলটা টঙ করে তিন নম্বরে চলে গেল। তাঁকে আর দেখা গেল না।

'লোকটিকে সম্পূর্ণ শান্ত না দেখলে আমিও হয়তো ভয় পেতাম। পদ্ধতিটা খুবই আকর্ষণীয়, নয় কি?" সে মন্তব্য করল। "অবশ্য প্রফেসর এখন সম্পূর্ণভাবে আমার করুণার উপর নির্ভর করছেন। আমি যদি তাঁকে ঝুলিয়ে রাখতে চাই তাহলে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে।"

"আপনাকে বাধা দেবার ব্যবস্থাটা আমি অচিরেই করব।"

এবার তার হাসিটা আবারও বড় কর্কশ মনে হলো। "এ রকম একটা ভাবনা

যে কখনও আমার মনে আসতে পারে এটা আপনি কল্পনায়ও আনতে পারেননি। ঈশ্বর জানেন! একবার ভাবুন তো মহান প্রফেসর চ্যালেঞ্জার পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন—অদৃশ্য হয়ে গেছেন জগতের এক সীমাহীন প্রান্তে, আর তাঁর কোনও চিহ্ন পর্যন্ত রেখে যাননি! ভয়ংকর! ভয়াবহ! একই সঙ্গে তিনি যতটা শিষ্টাচারী হতে পারতেন তা কিন্তু হননি। আপনি কি মনে করেন না যে একটা ছোটখাট শিক্ষা— ?”

“না, আমি মনে করি না।”

“দেখুন, এটাকে আমরা বলব একটা কৌতূহলী প্রদর্শনী। এমন কিছু যা আপনার পত্রিকার একটা আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি আবিষ্কার করেছি যে একটা দেহের লোমগুলিকে ইচ্ছামতো রাখাও যেতে পারে, আবার বাদ দেওয়াও যেতে পারে। একটা ভালুককে লোমবিহীন অবস্থায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগবে। তাকিয়ে দেখুন!”

দণ্ডটা আবার টঙ করে একটা শব্দ করল। মুহূর্তকাল পড়েই চ্যালেঞ্জার আরও একবার তাঁর চেয়ারে আসীন হলেন। কিন্তু এ কোন্ চ্যালেঞ্জার! একটা লোম-ছাঁটা সিংহ! লোকটার ভেলকি দেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেও আমি অট্টহাসি না হেসে পারলাম না।

তাঁর মস্ত বড় মাথাটা হয়েছে একটা শিশুর মতো নেড়া, আর থুতনিটা হয়েছে একটি মেয়ের মতো মসৃণ। তাঁর মহান শ্মশ্রুবিহীন মুখের নিম্নাংশটা বড় বেশি ঝোলানো এবং শূকর-জংঘার মতো দেখাচ্ছিল, অথচ তাঁর গোটা চেহারাটা ছিল একজন বৃদ্ধ মল্লযোদ্ধার মতো, আহত ও স্ফীতদেহ; ভারী চিবুকের উপর বসানো ডালকুত্তার মতো দুটো চোয়াল।

আমাদের চোখ-মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখেই হয়তো চ্যালেঞ্জারের একটা হাত তাঁর মাথার উপর চলে গেল, আর তাতেই তিনি নিজের অবস্থাটা সম্পর্কে সচেতন হলেন। পর মুহূর্তেই তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে আবিষ্কারকের গলাটা চেপে ধরে তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চ্যালেঞ্জারের প্রচণ্ড শক্তির কথাটা আমি জানতাম, তাই বুঝতে পারলাম যে তিনি লোকটাকে খুন করেই ফেলবেন।

চিৎকার করে বলে উঠলাম, “ঈশ্বরের দোহাই, আপনি সাবধান হোন। আপনি যদি লোকটাকে মেরে ফেলেন তাহলে কোনওদিনই আমরা সব কিছু আগের মতো করে নিতে পারব না!”

কথাগুলো কাজে লাগল। যতই মাথা খারাপ হোক, চ্যালেঞ্জার সব সময় যুক্তি মেনে চলেন। মেঝে থেকে লাফিয়ে উঠে কম্পিত দেহ আবিষ্কারককে টানতে টানতে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বললেন, “তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি যেমনটি ছিলাম তেমনটি না হই, তাহলে তোমার এই ক্ষুদে দেহের দফা আমি রফা করে দেব।”

রেগে গেলে চ্যালেঞ্জার যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। তখন তাঁকে দেখে অত্যন্ত

সাহসী মানুষও ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মিঃ নেমোরকে দেখে তো খুবই সাহসী মানুষ বলে মনে হয়। চেপে-ধরা গলায় সে কোনও রকমে বলল, "সত্যি বলছি প্রফেসর, এই হাঙ্গামার কোনও দরকারই ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে নিরীহ ঠাট্টা-তামাশা হতেই পারে। আমি চেয়েছিলাম এই যন্ত্রটার কতটা ক্ষমতা সেটা আপনাকে দেখাব। ধরেই নিয়েছিলাম যে আপনি পুরো ব্যাপারটাই জানতে চাইবেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি প্রফেসর, আপনার তিলমাত্র ক্ষতিও আমি করতে চাইনি!"

কোনও কথা না বলে চ্যালেঞ্জার চেয়ারটাতে গিয়ে বসলেন। বললেন, "লোকটার উপর নজর রাখো ম্যালোন। কোনওরকম ট্যাঁ-ফোঁ করতে দিও না।"

"সে দিকে আমি নজর রাখছি স্যার।"

"এবার তাহলে সব আগেকার মতো করে দাও, নইলে মজাটা টের পাবে।"

সন্ত্রস্ত আবিষ্কারক যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল। পুনর্গঠনের কাজটা সম্পূর্ণ হলো। মুহূর্তের মধ্যে কেশরধারী বৃদ্ধ সিংহ ফিরে এলেন। লম্বা দাড়িতে সস্নেহে হাত বুলিয়ে এবং দুই হাত তুলে মাথার খুলিটা চেপে ধরে দেখে নিলেন সব কিছু ঠিকমতো করা হয়েছে কি না। তারপরে তিনি দাঁড় থেকে নেমে এলেন।

"দেখুন স্যার, আপনি খুশিমতো এমন সব কাজ করে ফেলেছিলেন যার পরিণাম আপনার পক্ষে খুব খারাপ হতে পারত। যাই হোক, আপনার কৈফিয়ৎটাই আমি মেনে নিচ্ছি যে সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের দেখাবার জন্যই আপনি এতদূর এগিয়েছিলেন। এবার আপনার এই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি কি?"

"এই ক্ষমতার উৎস ছাড়া অন্য যে কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে আমি প্রস্তুত। ওটা আমার মন্ত্রগুপ্তি।"

"আপনি কি ভাল করে ভেবেচিন্তেই আমাদের জানিয়েছেন যে একমাত্র আপনি ছাড়া জগতে অন্য কেউ এটা জানে না?"

"এর লেশমাত্রও কেউ জানে না।"

"কোনও সহকর্মীও নয়?"

"না স্যার। আমি একাই কাজটা করি।"

"খুব ভাল! অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আপনার ক্ষমতার পরীক্ষা আপনি দিয়েছেন, কিন্তু এটার বাস্তব প্রতিক্রিয়াগুলি আমি এখনও অনুধাবন করতে পারছি না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান না।"

"আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা দণ্ড আছে একটা ছোট জাহাজে এবং আর একটা দণ্ড আছে অন্য একটা ছোট জাহাজে; একটা যুদ্ধ-জাহাজ তাদের মাঝখানে এসে গেলেই সেটা নিছক অণুতে পরিণত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাতে একটা সেনাবাহিনী থাকলে তারও ঐ একই পরিণতি হবে!"

"আর এই মন্ত্রগুপ্তিটা আপনি একচেটিয়া স্বত্ত্বে বিক্রি করেছেন একটি ইউরোপীয় শক্তিকে?"

"হ্যা স্যার, তাই করেছি। টাকাটা দিয়ে দিলেই তারা এমন শক্তির অধিকারী হবে যা আজ পর্যন্ত কোনও দেশেরই ছিল না। এমন কি এখন পর্যন্ত আপনি নিজেও দেখতে পাচ্ছেন না যে কোনও সক্ষম হাতে পড়লে এটা আরও কত কি করতে পারে। সে সম্ভাবনা তো অপরিমেয়।"

লোকটির শয়তানী মুখে একটা কলুষিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। "কল্পনা করুন, লন্ডনের কোনও একটা অঞ্চলে এ রকম একটা যন্ত্র বসানো হয়েছে। ভাবুন তো সেখানে এ রকম একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলটা কি দাঁড়াতে পারে।" হো-হো করে হেসে উঠে লোকটি বলতে লাগল। "সে কি? আমি তো কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যে গোটা টেম্‌স্‌ উপত্যকাটা বেমালুম ধুয়ে-মুছে গেছে; লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর একটি পুরুষ, নারী, অথবা শিশুও অবশিষ্ট নেই।"

কথাগুলি শুনে আমি আতংকে শিউরে উঠলাম। আমার সঙ্গীটির উপর কিন্তু তাঁর প্রভাবটা পড়ল অন্য রকম। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি একটা খুশির হাসি হাসতে হাসতে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আবিষ্কারকের দিকে।

বললেন, "মিঃ নেমোর, আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আপনি প্রকৃতির একটা উল্লেখযোগ্য শক্তিকে করায়ত্ত করেছেন এবং সেটাকে মানুষের ব্যবহারযোগ্যও করতে পেরেছেন। সেই ব্যবহারটা যে ধ্বংসমূলকই হবে সেটা নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ, কিন্তু বিজ্ঞান সে রকম কোনও পার্থক্য করে না; ফলাফল যাই হোক বিজ্ঞান সর্বদাই জ্ঞানের অনুসারী। আশা করি আমি যদি এই যন্ত্রটির গঠন-কর্মটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি নেই?"

"একটুও না। যন্ত্রটা তো একটা কাঠামো মাত্র। কিন্তু তার যেটা আত্মা, জীবনদায়ী মন্ত্র, সেটাকে আয়ত্ত করার কোনও আশা আপনি করতে পারেন না।"

"ঠিক তাই। কিন্তু এর গঠন-শৈলীটাই তো প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।" তিনি বারকয়েক যন্ত্রটার চারদিকে ঘুরলেন, কয়েকটি যন্ত্রাংশকে আঙুল দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। তারপর নিজের ভারী দেহটাকে তুলে দিলেন বিদ্যুৎ-নিরোধক চেয়ারটার ভিতরে।

"আপনি কি আরও একটা বিশ্ব-ভ্রমণে যেতে চান?" আবিষ্কারক জানতে চাইল।

"পরে, হয়তো—পরে কখনও! কিন্তু এদিকে—অবশ্য সেটা আপনিও জানেন—বিদ্যুৎ-প্রবাহে কিছু ছিদ্র-পথ দেখা দিয়েছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা ক্ষীণ প্রবাহ আমার ভিতর দিয়েও বয়ে চলেছে।"

"অসম্ভব। এটা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-নিরোধক।"

"কিন্তু আমি নিশ্চিত করেই বলছি যে আমি এটা অনুভব করছি।" বলেই তিনি দাঁড় থেকে নেমে এলেন।

আবিষ্কারক দ্রুত তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আপনার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শিরশিরে ভাব নেমে আসছে না?"

"না স্যার, আমি সে রকম কিছু দেখছি না।"

হঠাৎ টঙ করে একটা শব্দ হলো, আর লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অবাক-বিস্ময়ে আমি চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকালাম। "হা ঈশ্বর! আপনি কি যন্ত্রটাকে স্পর্শ করেছিলেন প্রফেসার?"

ঈষৎ বিস্মিত ভঙ্গিতে তিনি একটু হাসলেন। বললেন, "কি জান, আমি হয় তো অসাবধানে হাতলটাকে ছুঁয়েছিলাম। এ রকম একটা বাজে মডেল নাড়াচাড়া করতে গেলে এ ধরনের আনাড়ি ঘটনা তো ঘটতেই পারে। দণ্ডযন্ত্রটাকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা উচিত।"

"ওটা তিন নম্বরে আছে। ঐ স্লটটাই ভেলকিটা ঘটায়।"

"তোমাকে নিয়ে যখন পরীক্ষাটা করা হয়েছিল তখন আমিও সেই রকমই দেখেছি।"

"কিন্তু লোকটি যখন আপনাকে ফিরিয়ে আনল তখন আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন স্লটটা ব্যবহার করা হলো সেটা আমি দেখতেই পাইনি। আপনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন কি?"

"কি জানি, হয় তো লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু ঐ সব ছোটখাট ব্যাপার দিয়ে আমি মনটাকে বোঝাই করতে চাই না। স্লট তো অনেকগুলো আছে; তাদের উদ্দেশ্য তো আমরা জানি না। অজানাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলে ব্যাপারটা হয় তো আরও গুলিয়ে যেতে পারে। হয়তো ওটা যেমন আছে তেমনটি রাখাই ভাল।"

"আপনি তাহলে—"

"ঠিক ধরেছ। সেটাই ভাল হবে। মিঃ থিয়োডোর নেমোরের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটি সারা জগৎময় ছড়িয়ে গেছে, তার যন্ত্রটাও অকেজো হয়ে গেছে, আর একটি বিদেশী সরকার এমন সব জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হলো যার সাহায্যে মানুষের অনেক ক্ষতি সাধিত হতে পারতো। সকালবেলার কাজটা খারাপ হলো না, কি বল হে যুবক ম্যালোন? কোনও সন্দেহ নেই যে তোমার পাঠকবৃন্দ লাটভিয়ার এক আবিষ্কর্তার এই রহস্যময় অন্তর্ধানের বিষয় নিয়ে লেখা সংবাদদাতার কলামটি ভালই উপভোগ করবে। এই অভিজ্ঞতাটি আমি নিজেও উপভোগ করেছি। এই সব হাল্কা মুহূর্তগুলি জীবনের রুটিন-বাঁধা কাজের উপর কিছুটা উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দেয়।"

পিছনে তাকিয়ে আমার মনে হলো যেন একটা ঈষৎ তৈলাক্ত কুয়াশা তখনও চেয়ারটাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "কিন্তু এটা তো ঠিক—" আমি কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু প্রফেসার চ্যালেঞ্জার তার আগেই বলে উঠলেন, "দেখ, একজন আইন মেনে-চলা নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে হত্যাকে প্রতিরোধ করা। আমি সেটাই করেছি। যথেষ্ট হয়েছে ম্যালোন, যথেষ্ট! এ নিয়ে আর কোনও আলোচনা নয়। এই ঘটনাটা ইতিমধ্যেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে আমার চিন্তাধারাকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।"

অনুবাদ: **মণীন্দ্র দত্ত**

কুয়াশার দেশে

THE LAND OF MIST

বিশেষ অভিযানকারীদের প্রথম কাজ শুরু

সেদিন অক্টোবরের শেষ অপরাহ্ণ। সকাল থেকে যে ঘন কুয়াশা সারা লন্ডন শহরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সে কুয়াশা তখনও কাটেনি। আর সেই কুয়াশার মধ্যে দিনের সব আলো একেবারে নিভে গিয়ে বিলীন হয়ে গেল নিঃশেষে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ফ্ল্যাটটা ছিল ভিক্টোরিয়া ওয়েস্ট গার্ডেনস্ অঞ্চলের একটা বড় বাড়ির চারতলায়। তখনও কুয়াশা জমে ছিল ফ্ল্যাটটার ঘরগুলোর জানলার শার্সিতে। দিনের শেষে শহরের মানুষদের কলগুঞ্জনের শব্দ অনেকটা কমে গেলেও বড় রাস্তায় সমানে চলছিল যানবাহনের চলাচল। গাড়িগুলোর শব্দের সঙ্গে তাদের হেড লাইটের ছটা এসে প্রায়ই আছাড় খেয়ে পড়ছিল ফ্ল্যাটটার সামনে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তখন তাঁর ঘরে আগুনের দিকে পা ছড়িয়ে বসে ছিলেন। আর তাঁর হাত দুটো পকেটের মধ্যে ঢোকানো ছিল। মিঃ চ্যালেঞ্জারের পোশাকের মধ্যে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির কোনও লক্ষণ ছিল না। তার গলায় ছিল একটা খয়েরী রঙের টাই। কালো মখমলের পকেট ছিল শার্টের উপর। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি একজন ভবঘুরে শিল্পী। তার একপাশে বাইরে যাবার জন্য মেয়েদের এমন সব শৌখিন পোশাক রাখা যা পরে আজকালকার মেয়েরা এবং যা প্রকৃতিদত্ত রূপকে নষ্ট করে দেয়।

ম্যালন জানলার ধারে বসে ছিল। ম্যালন বলল, এখন সাতটা বাজে। আমাদের এখনি রওনা হওয়া উচিত।

ম্যালন ও এনিড লন্ডন শহরের ধর্মীয় ভাবধারার উপর যৌথভাবে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রতি রবিবার তারা বেরিয়ে পড়ত তাদের কাগজের পরবর্তী সংখ্যার উপাদান জোগাড় করার জন্য।

মিঃ চ্যালেঞ্জার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, এখনও সময় আছে। এরপর তিনি ম্যালনকে অধৈর্য হতে দেখে বললেন, বস বস স্যার। কোনও লোককে

আমার পেছনে তাকাতে দেখে আমার যে বিরক্তি হয় আর কিছুতে এত বিরক্তি হয় না। তুমি সবসময় এমন একটা ভাব দেখাও যাতে মনে হয় তুমি এখনি ট্রেন ধরতে যাচ্ছ।

ম্যালন বলল, এই হলো সাংবাদিকদের জীবন। যদি আমরা সেই ট্রেনটা ধরতে না পারি তাহলে আমাদের পড়ে থাকতে হবে। এমন কি এনিডও এই কথাটা বুঝতে শুরু করেছে। তবে আপনার কথামতো এখনও কিছুটা সময় আছে।

এবার চ্যালেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাজ কতদূর এগলো ?

এনিড বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহের নোট বইটার পাতা উলটে যেতে লাগল: আমরা এ পর্যন্ত মোট সাতটা কাজ করেছি। প্রথমে আমরা ছবির মতো সাজানো ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে গিয়েছিলাম। তারপর গিয়েছিলাম ক্যাথলিকদের বড় গির্জা ওয়েস্ট মিনিস্টার ক্যাথিড্রেল-এ আর এনডেল স্ট্রীটে অবস্থিত প্রেসব্রিটারিয়াদের চার্চেও গিয়েছিলাম আর ইউনিটারিয়ানদের গ্লসেসস্টার চার্চেও গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ রাত্রে আমরা কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান করতে চাই। আমরা এখন পরলোক তত্ত্ববাদীদের নিয়ে কিছু কাজ করতে চাই।

ক্রুদ্ধ মহিষের মতো গর্জন করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার। আমার অনুমান পরের সপ্তায় তোমরা পাগলা গারদে যাবে। তুমি কি বলতে চাইছ ভূত-প্রেতের কারবারী এইসব লোকগুলোর একটা চার্চ আছে ?

ম্যালন বলল, আমি তা অনুসন্ধান করে দেখছি। কোনও কাজ করার আগে আমি বাস্তব তথ্যগুলোকে ভাল করে যাচাই করে দেখি। সে তথ্য যত নিরসই হোক না কেন। গ্রেট ব্রিটেনে চার হাজারের বেশি রেজিস্ট্রিকৃত চার্চ আছে।

চ্যালেঞ্জারের গর্জন এবার একপাল মহিষের গর্জনের সমান হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, মানবজাতির মধ্যে পাগলামি আর ভিত্তিহীন সস্তা বিশ্বাসপ্রবণতার সীমা-পরিসীমা নেই। হোমো স্যাপিয়েনস ও হোমো ইডিওটিকাস জাতীয় লোকেরাই ভূত-প্রেতদের কাছে প্রার্থনা করে।

ম্যালন বলল, এই সব বিষয়ের উপরেই আমরা তথ্য চাই। আমরা ওদের কাছ থেকে হাতে লেখা কিছু কপি চাই। আমি বলতে চাই না যে আমি আপনার মতের সঙ্গে একমত। তবে সম্প্রতি সেন্টমেরী হাসপাতালের অ্যাটকিংসনের কাছে আমি আগ্রহজনক কিছু দেখেছি। আপনি জানেন তিনি একজন উদীয়মান সার্জেন।

চ্যালেঞ্জার বললেন, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড নিয়েই তার কারবার।

এই মাথামোটা লোকটাই না কি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার এক প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হয়ে থাকে। লোকে আবার এই কাজটাকে এক নতুন বিজ্ঞান বলে থাকে—যে বিজ্ঞান পরলোক তত্ত্বের এই সব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

বিজ্ঞান তো অবশ্যই !

ম্যালন বলল, হ্যাঁ, লোকে তাই বলে। আর তিনি এই সব লোকের কথাগুলোকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে চলেন। কোনও জ্ঞাতব্য তথ্যের প্রয়োজন পড়লে আমি তার সঙ্গে

আলোচনা করি। বহু বইয়ের তিনি নাম জানেন। আর সেই সব বইগুলির বিষয়বস্তুগুলো তার নখদর্পণে। মানবজাতির অগ্রদূত। বর্ণনায় একথা লেখা আছে।

চ্যালেঞ্জার বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, আসলে লোকটা মানব জাতিকে পাগলা গারদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে ওকে পাগলা গারদের পথপ্রদর্শক বলা যায়। আর বইয়ের কথা? কি বই আছে তার কাছে?

ম্যালন উত্তর করল, আর এটাই তো আর এক বিস্ময়ের কথা। মিঃ অ্যাটকিনসনের পাঁচশ বই আছে। তবু তিনি অভিযোগ-অনুযোগ করে বলেন, তার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগারটি অসম্পূর্ণ। আপনি দেখবেন আমাদের গ্রন্থাগারের মতোই সেখানে ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ভাষার বহুরকম বই আছে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারটা শুধু ইংল্যান্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মহামারির সংক্রামকের মতো সব দেশে ছড়িয়ে গেছে।

এনিড জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এইসব বই পড়েছ বাবা?

চ্যালেঞ্জার যেন চমকে উঠলেন, ওইসব বই পড়ে ফেলব আমি! আমার পড়ার আগ্রহ থাকলেও সময় কোথায়! যে পরিমাণ আগ্রহ আছে, তার অর্ধেক পরিমাণ সময় নেই। এনিড, তুমি বড় অবান্তর কথা বল।

দুঃখিত বাবা। তুমি কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলছিলে যে, তা শুনে আমার মনে হলো তুমি বইগুলো পড়ে তার বিষয়বস্তুগুলো সব জেনেছ।

চ্যালেঞ্জারের বড় মাথাটা একদিক থেকে অন্য দিকে দুলতে লাগল। সিংহের মতো তাঁর তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁর মেয়ের উপর নিবদ্ধ হলো। তোমার কি ধারণা প্রথম স্তরের এক যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে যে কোনও বই যত সব বাজে কথায় ভরা জেনেও তার পড়ার প্রয়োজন আছে। যদি কোনও লোক দুই আর দুই পাঁচ হয় বলে তবে তার মতকে খণ্ডন করার জন্য আমাকে কি গণিতশাস্ত্র চর্চা করতে হবে। যদি কোনও বাজে বদমাস লোক বলে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করে একটা টেবিল শূন্যে উঠে যেতে পারে তবে তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য আমাকে কি আবার পদার্থবিজ্ঞান পড়তে হবে এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি লিখে নিতে হবে? কোনও পুলিশ-আদালতে কোনও প্রতারকের অপরাধ প্রমাণিত হলে তখন সে বিচারের তত্ত্বটি জানানোর জন্য আমাদের কি পাঁচশ খণ্ডের বইয়ের দরকার আছে! এনিড সত্যিই আমি তোমার জন্য লজ্জিত।

তার মেয়ে এনিড উচ্চস্বরে হেসে উঠল। তারপর বলল, তোমাকে আর গর্জন করতে হবে না বাবা, আমি হার মানছি। বস্তুত তোমার অনুভূতির সঙ্গে আমার কোনও অমিল নেই।

ম্যালন বলল, তুমি যাই বল এনিড বেশ কিছু ভাল ভাল লোক তাদের সমর্থন করে। তুমি এদেরকে কখনই অগ্রাহ্য করতে পার না।

আমি কখনই একথা মনে স্থান দিতে পারি না ম্যালন, যে তুমি অন্যান্যদের মতো অবান্তর কথা বল। প্রতিটি মহান মানুষের মনে একটা দুর্বলতা থাকে। এটা

তাদের ভাল মনের প্রতিক্রিয়া। তুমি তোমার পথ চলতে চলতে যেন একটা বাজে জায়গায় এসে পড়েছ। তুমি যাদের কথা বললে তাদেরও একই অবস্থা। না এনিড, আমি তাদের যুক্তিগুলি পড়ে দেখিনি। কিছু একটা বিষয় অজানিত রয়ে গেছে। আমরা যদি পুরানো প্রশ্নগুলোকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকি তাহলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে কিভাবে এগিয়ে যাব? সাধারণ মানুষের উপস্থিত বুদ্ধি তাই বলে। শুধু ইংল্যান্ড নয় ইউরোপের প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষ এই কথা বলবে।

এনিড বলল, তাই হবে।

চ্যালেঞ্জার আবার বলে যেতে লাগলেন, যাই হোক ব্যাপারটার উপর ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে।

মিঃ চ্যালেঞ্জারের কণ্ঠস্বরটা অনেকখানি নরম হয়ে গেল এবং তাঁর ধূসর রঙের বড় বড় চোখ দুটোর বিষণ্ন দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে রইল।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, আমি এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন ঠাণ্ডা মাথার লোকও কোনও এক সমস্যায় ঘাবড়ে যায়, তার স্থির বুদ্ধি কেঁপে উঠে। আমার নিজের বুদ্ধিরও মাঝে মাঝে সে অবস্থা হয়।

ম্যালন একটা কপি ধরে কি দেখতে লাগল। তারপর বলল, হ্যাঁ স্যার, এটা ঠিক। এটা হয়েই থাকে।

চ্যালেঞ্জার ইতস্তত করতে লাগলেন। মনে হলো তিনি যেন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি কথা বলতে চাইছেন, তিনি কিছু একটা বলতে চাইছেন। কিন্তু সে কথা বলাটা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে তাঁর কাছে। অবশেষে অকস্মাৎ এক অধৈর্যের ভঙ্গি প্রকাশ করে তিনি যেন অতীতের একটা কাহিনীর মধ্যে ডুবে গেলেন। চ্যালেঞ্জার তার মেয়েকে বলতে লাগলেন, আমি তোমাকে কখনও বলিনি এনিড। ব্যাপারটা একান্তভাবে ব্যক্তিগত, হয়ত খুবই অবান্তর। অবশ্য আমি সেই ঘটনাটায় বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ার জন্য লজ্জিত। তবে জানবে খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও অজান্তে এইভাবে বিব্রত ও বিচলিত হয়ে পড়ে।

ম্যালন কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার।

এবার তার কাহিনী শুরু করলেন চ্যালেঞ্জার, ঘটনাটা ঘটেছিল আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। তুমি আমার স্ত্রীকে জানতে ম্যালন। আমি কি বলতে চাইছি তা হয়ত অনুমান করতে পেরেছ। আমার স্ত্রীর অন্তেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন রাত্রিতে ঘটেছিল ঘটনাটা। সত্যি কি ভয়ঙ্কর ম্যালন। ভয়ঙ্কর।

তার বিশাল দেহটা কেঁপে উঠল এবং তার বড় বড় লোমশ হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢাকলেন। জানি না কেন তোমাকে একথা বলছি। মনে হয় কথায় কথায় এসে গেল, এটা তোমাদের প্রতি একটা সতর্কবাণী হতে পারে।

সেটা ছিল অন্তেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন রাত্রি। ম্যালন তুমি আমাদের চসারফিল্ডের বাড়িটা দেখেছ। সেই রাত্রিতে আমি আমাদের বাড়ির বড় হলঘরটায় বসে ছিলাম। রাত্রি তখন একটা। এনিড তখনও সেই ঘরে ছিল। সে একটা চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমি তাকে আগেই ঘুমোতে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে বিছানায় না গিয়ে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি তাকে জাগাতে চাইনি। আমি আগুনের ধারে বসেছিলাম। সমস্ত হলঘরখানা কালো ছায়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। আর সেই ছায়া আমার মনের উপরেও নেমে এসেছিল। আমার মনে আছে তখন আকাশে চাঁদ ছিল এবং সেই চাঁদের আলো জানলার কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে ঘরে এসে পড়ছিল। আমি তখন বসে বসে ভাবছিলাম। আমার মনটা খুবই চিন্তান্বিত ছিল। সহসা একটা টিকটিক শব্দ শুনতে পেলাম।

ম্যালন সমর্থনের সুরে বলল, আচ্ছা?

চ্যালেঞ্জার আবার বলে যেতে লাগলেন, শব্দটা প্রথমে খুব কম ছিল। তারপর ক্রমশই জোর হয়ে উঠল। জোর ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর সেই শব্দ শুনে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে এল, যার থেকে অন্ধবিশ্বাসী লোকেরা নানা কাল্পনিক রূপকথা বানিয়ে তোলে। তুমি নিশ্চয় জান আমার স্ত্রীর দরজায় করাঘাত করার এক বিশিষ্ট রীতি ছিল। দরজায় করাঘাত করার সময় সে যেন তার ছোট ছোট আঙুলগুলি দিয়ে এক সুরেলা আওয়াজ করত। আমি তাই সে দরজায় করাঘাত করলেই বুঝতে পারতাম। তখন আমার মনের অবস্থাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ছিল। কিসের একটা অজানা চাপে মনটা আমার পীড়িত ছিল। তাই শব্দটা শুনে আমার মনে হলো, আমার স্ত্রী যেন দরজায় করাঘাত করছে এক ছন্দময় শব্দে। আগে যেমন করত। কিন্তু শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে সেই স্থানটা আমি নির্ণয় করতে পারলাম না। পরে বুঝলাম শব্দটা আসছে আমার মাথার উপর থেকে। ঘরের দেয়ালে ও শিলিঙের তলায় পালিশ করা যে সব কাঠের পাত ছিল শব্দটা হচ্ছে তারই ভিতরে। শব্দটা পর পর দশ-বারো বার হলো।

এনিড আশ্চর্য হয়ে বলল, ও বাবা, তুমি আগে একথা আমাকে কখনও বলনি।

তোমাকে তা বলিনি, কারণ তুমি তখন ঘুমচ্ছিলে। তখন আমি তোমাকে জাগিয়ে ছিলাম এবং তোমাকে আমার পাশে কিছুক্ষণ বসতে বলেছিলাম।

এনিড বলল, হ্যাঁ, আমার তা মনে আছে।

হ্যাঁ, তুমি আমার সামনে বসেছিলে। কিন্তু আর কিছু ঘটেনি। আর কোনও শব্দ শোনা যায়নি। আসলে এটা ছিল আমার ভ্রান্তিশ্রবণ। আইভি কাঠের উপর কোনও পোকা ঢুকে কাঠটা হয়ত কুরে কুরে খাচ্ছিল। আর তারই জন্য শব্দটা হচ্ছিল। আমার দুর্বল মস্তিষ্ক তার মধ্যে একটা ছন্দের কল্পনা করছিল। এইভাবে আমরা নিজেদের বোকা বানাই এবং শিশুর মতো হয়ে উঠি। আমি বুঝতে পারলাম কিভাবে বুদ্ধিমান মানুষেরাও অনেক সময় নিজেদের আবেগের দ্বারা প্রতারিত হয়।

ম্যালন বলল, কিন্তু স্যার, আপনি কেমন করে বুঝলেন যে সেটা আপনার স্ত্রীর করাঘাতের শব্দ নয়?

চ্যালেঞ্জার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এটা অবান্তর কথা, ম্যালন। একেবারে অবান্তর। আমার স্ত্রীকে আমি তার একদিন আগেই সমাহিত হতে দেখেছি। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একদিন পর আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

ম্যালন বলল, তার আত্মা, তার প্রেতাত্মা।

চ্যালেঞ্জার বিষাদের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন, যখন তার প্রিয় দেহটা মাটির মধ্যে ধীরে ধীরে গলে গেল, যখন তার বায়বীয় পদার্থগুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল, যখন তার দেহের কঠিন অংশগুলো ধূসর-ধুলোর মধ্যে মিলিয়ে গেল তখন তার সব শেষ হয়ে গেল। তার আর কিছুই নেই। সে তার জীবনের সব খেলা সাঙ্গ করে চিরদিনের মতো চলে গেছে। সে তার জীবনের ভূমিকা ভালভাবেই পালন করেছে। সব শেষ হয়ে গেছে ম্যালন। এই আত্মা হলো বর্বর মানুষদের কল্পনা। এটা হলো কুসংস্কার। শরীরতত্ত্ববিদ হিসাবে আমি পেশী নিয়ন্ত্রণ ও মস্তিষ্কের উদ্দীপনের দ্বারা মানুযের দোষ-গুণের পরিবর্তন করব। আমি জেকিলকে হাইডে পরিণত করব শল্যচিকিৎসার ও অস্ত্রোপচার দ্বারা। আবার অনেকে তা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাজনিত পদ্ধতির ও পরামর্শের দ্বারাও করতে পারে। অ্যালকোহল ও ঔষধের দ্বারাও তা হতে পারে। যেমন গাছের পতন হয়, তেমনি মানুষেরও পতন হয়। কিন্তু কার কখন পতন হবে, কে কখন মরবে তা কেউ বলতে পারে না। মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। আজকের পর কাল কি হবে তা কেউ জানে না। কালকের সকাল বা কালকের রাত্রি বলে কিছু নেই। কালকের রাত্রি হয়ত চিরন্তন রাত্রি হতে পারে। সকল কর্মের শেষে চিরশান্তি নিয়ে আসতে পারে।

ম্যালন বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই। এটা সত্যি দুঃখের কথা। এ এক সকরুণ জীবনদর্শন।

চ্যালেঞ্জার বললেন, মিথ্যা দর্শনের চেয়ে দুঃখ বা বিষাদময় দর্শন ভাল।

ম্যালন বলল, হয়ত তাই। সব থেকে খারাপের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে রীতিমতো এক সাহসীকতা ও পৌরুষের ব্যাপার আছে। আমি আপনার মতের বিরোধিতা করব না। আমার যুক্তি ও আপনার যুক্তি এক।

এনিড চিৎকার করে বলল, আমি কিন্তু অন্তর থেকে এটা মেনে নিতে পারছি না। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

এই বলে এনিড তার দু'হাত দিয়ে তার বাবার ষাঁড়ের মতো ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে আবার বলল, একথা আমাকে কখনই বলবে না বাবা যে, তোমার এই জটিল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মস্তিষ্ক আর আশ্চর্য আত্মা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর তোমার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। একটা বড় ভাঙা ঘড়ির মতোই পড়ে থাকবে তুমি।

চ্যালেঞ্জার হাসিমুখে তার ঘাড় থেকে এনিডের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, শুধু চার বালতি জল আর এক বস্তা নুন। এই হচ্ছে তোমার পিতা। এই নিয়ে হচ্ছে তোমার পিতার দেহ। তুমি তোমার মনটাকে এর সঙ্গে মানিয়ে চললে ভাল করবে। এখন আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। এস ম্যালন, তোমার উন্মাদ আশ্রম অভিযানের পরিকল্পনার কথা শুনি।

২

একটি সন্ধ্যার বর্ণনা

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কন্যা এনিড ও ম্যালনের প্রেমের ব্যাপারের সম্বন্ধে পাঠকদের

কোনও আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ এতে লেখকের নিজেরও কোনও আগ্রহ নেই।

মানব জগতে সকল যুবক-যুবতীর মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে প্রেমের শিশু জন্ম নেয়। এটা এক সাধারণ ব্যাপার, আমি এ কাহিনীতে এমন এক বিষয়ের কথা আলোচনা করছি যা সাধারণের মধ্যে বিশেষ ঘটে না এবং যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা এই কারণেই উল্লেখ করা হলো যে, এই কাহিনীতে ক্রমান্বয়ে দেখা যাবে দু'জনের মধ্যে এক প্রাণখোলা ভাব ও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব একসঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে কিভাবে গড়ে উঠেছে। ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের দেশগুলোতে মানবজাতির অন্তত একটা বিষয়ে উন্নতি হয়েছে। সেটা হলো এই যে, সেখানকার নরনারীরা অতীতের ভালবাসাবাসিকে কেন্দ্র করে যে প্রতারণার জাল বিস্তৃত হতো তার থেকে মুক্ত হয়েছে। আজকের যুবক-যুবতীরা সমান মর্যাদা ও সততার সঙ্গে প্রাণখোলা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় পূর্বোক্ত অভিযানকারীদের নিয়ে একটি ট্যাক্সি এডগার রোড দিয়ে গিয়ে হেলবেক ট্রেরাস-এর রাস্তার ধারে একটি লাল ইঁটের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতর থেকে তখন জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে বাইরে পড়েছে।

এটা হলো পরলোকতত্ত্ববাদীদের চার্চ।

ম্যালন হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, আজকাল লোকে এই পর্যন্তই অগ্রসর হয়েছে।

আমরাও এই পর্যন্তই এগিয়েছি।

এনিড বলল, হ্যাঁ, আমরা এ বিষয়ে আমাদের কাজ দেখানোর জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি ভিতরে ঢুকতে না পাই, তাহলে আমাদের ভাগ্য খারাপ বুঝতে হবে।

সেই লাল ইঁটের বাড়িটার বাইরে দরজার সামনে একদল লোক ভিড় করেছিল। তাদের মধ্যে একজন লোক উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ম্যালনের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ইশারায় তাদের ফিরে যেতে বলল।

লোকটি এবার বলল, জানি বন্ধু, এটা ভাল কাজ হচ্ছে না। কিন্তু কোনও উপায় নেই। আমরা এখানে ভিড় করে আছি বলে আমাদের আইনে সোপর্দ করা হবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। কোনও অর্থডক্স চার্চ এই নিয়ে যে কোনও সমস্যায় পড়ে, একথা কখনও শুনিনি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কাতর কণ্ঠে বলল, আমি অ্যামারস্মিথ থেকে এত পথ হেঁটে এসেছি।

তার উদ্বেগাকীর্ণ মুখের উপর আলো পড়েছিল। সে আরও বলল, আমি শিশু কোলে এত পথ হেঁটে এসেছি। কালো পোশাক পরা শিশু কোলে নেওয়া সেই মহিলাই একথা বলল।

চার্চের একজন লোক মহিলার সামনে এসে বলল, আপনি তো এসেছেন অতীন্দ্রিয় দূরের অন্য জগতের এক বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে। আমাকে আপনার নাম ও ঠিকানা দিন। আমি আপনাকে চিঠি লিখে জানাব। এই ভিড়ের মধ্যে আপনার কোনও কাজ

হবে না। মিসেস ডেবস বিনা পয়সায় আপনার কাছে বসে আপনার কাজ করে দেবে। এই ভিড়ের মধ্যে বৃথা চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। সে চেষ্টা না করাই ভাল।

এরপর সেই ঘোষক লোকটি ম্যালনের হাত ধরে বলল, সংবাদপত্র আমাদের বয়কট করছে। সাপ্তাহিক স্যাটারডে টাইমসে দেখবেন আমাদের পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও কথাই লেখেনি। আপনি কোন কাগজের তরফ থেকে এসেছেন?

ম্যালন বলল, ডেলি গেজেটের পক্ষ থেকে এসেছি। আমি আর এই মহিলা দু'জনে এসেছি। আমাদের এক বিশেষ রচনা লিখতে হবে।

লোকটি বলল, ঠিক আছে আমার কাছে কাছে থাকুন, দেখি কি করতে পারি।

জো দরজাটা বন্ধ করে দাও। বিল্ডিং ফান্ডের টাকা কিছু বাড়লে আমাদের ঘরের সংখ্যাও বাড়বে।

এইদিকে আসুন মিস।

সেই পথটা ধরেই তারা বড় রাস্তায় এসে পড়ল, তারপর একটা গলিপথ ধরে একটা দরজার কাছে এসে পড়ল। সেই দরজার উপর একটি লাল বাতি জ্বলছিল।

লোকটি বলল, আপনাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। হলের ভিতর দাঁড়ানোর জায়গা নেই।

এনিড বলল, হা ভগবান!

লোকটি বলল, আপনি ভালভাবেই দেখতে পাবেন। ভাগ্য ভাল হলে আপনাদের জ্ঞাতব্য তথ্য সব পেয়ে যাবেন। যারা মিডিয়ামের খুব কাছে থাকে তারাই দেখাশুনার বেশি সুযোগ পায়। এটাই সাধারণত ঘটে থাকে।

লোকটি এবার ম্যালনকে বলল, এদিকে আসুন স্যার। লোকটি ওদের যে ঘরে ডাকল, সে ঘরে অনেকদিন চুনকাম করা হয়নি। সেই ঘরের একদিকে অনেকগুলো টুপি আর ওভারকোট ঝোলানো ছিল। গম্ভীর মুখওয়ালা এক রোগা মহিলা ঘরের মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুনে তার শীর্ণ হাত দুটো গরম করছিল। চশমার কাঁচ থেকে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। আগুনের দিকে পিছন ফিরে একজন লম্বা মোটা চেহারার লোক বৃটিশদের কায়দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখখানা ছিল রক্তশূন্য। আর মোচটা ছিল খোঁচাখোঁচা। তার চোখ দুটো ছিল হালকা নীল রঙের গভীর সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের নাবিকদের চোখের মতন। আর একজন ছিল ছোটখাট চেহারার টাক মাথাওয়ালা। তার চোখে ছিল একটা চশমা। মোটা ফ্রেমওয়ালা বড় চশমা। ওদের সঙ্গে ছিল সুগঠিত চেহারা ও বলিষ্ঠ চেহারার নীল রঙের পোশাক পরা এক যুবক।

ওদের মধ্যে মোটা লোকটা বলল, মিঃ পিবল, অন্য লোকেরা বাইরে গিয়ে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচটা সীট আমাদের জন্য খালি আছে।

পিবল বলে যে লোকটাকে সম্বোধন করা হয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি জানি। আমি তা জানি।

রোগা রোগা স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগতে থাকা একটা লোক আলোর সামনে এগিয়ে এল। সে ম্যালনের সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, মিঃ বলসোভার, উনি 'ডেইলি গেজেট' কাগজের পক্ষ থেকে এসেছেন। ইনি এক বিশেষ তথ্য লিখতে চান। এর নাম ম্যালন। একজন গবেষক। তারপর লোকটি বলসোভারকে দেখিয়ে ম্যালনকে বলল, ইনি হচ্ছেন বলসোভার, আমাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ইনি হচ্ছেন লিভারপুলের মিঃ ভেকশ। ইন্দ্রাতীত দূরের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার বিষয়ে এর খ্যাতি ছিল। ইনি হচ্ছেন মিঃ ডোমস্ আর এই লম্বা ও শক্ত চেহারার যুবকটির নাম মিঃ হার্ড। ইনি আমাদের উদ্যমশীল কর্মতৎপর সেক্রেটারি। ইনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিল্ডিং ফান্ডের জন্য চাঁদা তোলেন। মিঃ উইলিয়াম যদি আপনার কাছে আসেন তাহলে আপনার পকেটের দিকে নজর রাখুন। কারণ উনি কিছু না কিছু চাঁদা আদায় না করে ছাড়বেন না।

ওরা সবাই হেসে উঠল, উইলিয়াম হাসি মুখে বলল, চাঁদা আদায়ের কথা পরে হবে।

বলিষ্ঠ চেহারার সভাপতি বললেন, একটি ভাল সাড়া জাগানো রচনা সবচেয়ে বড় চাঁদা আমাদের কাছে।

ম্যালন ঘাড় নেড়ে বলল, না। তা ঠিক নয়। সভাপতি বলসোভার বললেন, আমার মনে হয় আপনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না।

ম্যালন সঙ্গে সঙ্গে বলল, বিশেষ কিছু জানি না।

বলসোভার বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি প্রথমে এক হাস্যকর দেবদূতকে দেখতে পাবেন। আপনাকে এক হাস্যকর রচনার তথ্য পরিবেশন করব আমরা। একজন এক ব্যক্তির মৃত স্ত্রীর প্রেতাত্মার মধ্যে এমন মজার ব্যাপার কখনও দেখিনি। তবে এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপারে। তার সঙ্গে অবশ্য জ্ঞানের কথা জড়িয়ে আছে। যদি তারা এ বিষয়ে কিছু না জানে তবে এ ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেয় কেন। আমি তাদের দোষ দিই না। প্রধানত নিজেদের মতো করেই সব জিনিসকে দেখি। আমি হচ্ছি ব্যাড লাকের লোকদের একজন। আমি জোসেফ ম্যাগক্যারের কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় আমার বৃদ্ধ বাবা এসে আমাকে সেখান থেকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন।

লিভারপুলের মিডিয়াম মিসেস ডেবস বললেন, ভালই হয়েছে তার পক্ষে।

এই সর্বপ্রথম আমি দেখলাম এ বিষয়ে আমার ক্ষমতা আছে। আমি তাকে দেখেছি, ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি।

মিডিয়ামকে এই সময় প্রশ্ন করা হলো, তার শরীরটা কি আমাদেরই মতো ?

এর বেশি কিছু আমি জানি না।

এরপর তারা বাইরের দরজা দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

মিঃ পিবল তার হাতঘড়িটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, এখন সময় হয়ে গেছে। মিসেস ডেবস আপনি কি প্রথমে যাবেন ? তারপর যাবেন আমাদের সভাপতি।

তারপর যাব আমি। মিঃ হডি উইলিয়াম, আপনি বাঁ দিকে দাঁড়ান। ওরা সবাই আপনাকে ধরেছে। আপনি এটা করতে পারেন। মঞ্চ আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। নবাগতরা সবাই সামনে আসতে চাইছিল। পিবল সবাইকে অভ্যর্থনা জানাবার পর কিছু উপদেশ দিলেন। সিটের উপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। এই জায়গাটা তাদের পক্ষে খুব ভাল ছিল। তারা সব কিছু লক্ষ্য রাখতে পারছিল। তাদের সামনে জনতার ভিড় থাকলেও তারা তাদের নোট বইটা ভালভাবে ব্যবহার করতে পারছিল।

এনিড একসময় ম্যালনকে ফিসফিস করে বলল, এ ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়া কি ও কি মনে হচ্ছে।

ম্যালন বলল, মুগ্ধ হবার মতো কিছু ঘটেনি।

এনিড বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে, তবে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অসহ্যজনক। খুব একটা মন্দ লাগছে না। বাইরে থেকে যারা এসেছিল তারা সকলেই ছিল আগ্রহান্বিত ও নিষ্ঠাবান। সেটা ছিল দেখার মতন। তুমি তাদের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও তাদের নিষ্ঠায় সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। সমস্ত হলঘরটা মানুষের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল। যেদিকেই তাকানো যায় দেখা যায় সারিবদ্ধ মানুষগুলো সবাই মুখ উঁচু করে একদিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সকলেরই চোখেমুখে কৌতূহলের ছাপ। মেয়েদের সংখ্যাই বেশি তবে পুরুষরা তাদের কাছ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সমবেত জনতার মধ্যে কোনও বিশিষ্ট বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল বলে মনে হয় না। তবে যারা ছিল তারা সকলেই ছিল দৃঢ়সংকল্প। সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা বোধের অভাব ছিল না তাদের মধ্যে। সমবেত জনতার মধ্যে কিছু ছিল ব্যবসায়ী এবং তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ দুটোই ছিল। আর ছিল কিছু দোকান কর্মচারী, কিছু দক্ষ মিস্ত্রি বা হাতের কাজের লোক। আর ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা। যাদের চোখে-মুখে ছিল সাংসারিক অভাব-অনটন জনিত দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছু যুবা এসেছিল উত্তেজনাময় কোনও ঘটনার সন্ধানে। অভিজ্ঞ ম্যালন সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে এইটা বুঝতে পারল।

স্থূলদেহী সভাপতি এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। তিনি বললেন, বন্ধুগণ—, আজ রাতে যারা এখানে আমাদের কাছে থাকতে এসেছেন তাদের অনেককেই বার করে দিতে হবে। সমস্যাটা হচ্ছে স্থান সঙ্কুলানের। আমাদের বিল্ডিং ফান্ডের অভাবে আমরা ঘর বাড়াতে পারছি না। আমার বাঁদিকে মিঃ উইলিয়াম বসে আছে। আপনাদের মধ্যে কারও কিছু বলার থাকলে তিনি সানন্দে তা শুনবেন। গত সপ্তায় একটা হোটেলে আমি গিয়েছিলাম। সেখানকার কর্তৃপক্ষ একটা নোটিশ লিখে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও চেক গ্রহণ করা চলবে না। আমাদের বন্ধুবর মিস্টার উইলিয়াম অবশ্য এরকম কোনও কথা বলে না।

সমবেত জনতা হেসে উঠল। মনে হলো, এটা যেন কোনও চার্চের প্রার্থনা সভা। যেন কোনও যাজক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় আরও বললেন, আর একটা কথা আমার বলার আছে। আমি

এখানে শুধু কথা বলতে আসিনি, আমি চেয়ার থেকে নেমে কাজ করতে এসেছি। আমি একজন পরলোক তত্ত্ববাদী। রবিবার রাত্রিতে আমাকে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয়। অতিথিদের অবশ্যই থাকার ঘর চাই। আপনারা দাঁড়াবার মতো স্থান অবশ্যই পেয়েছেন। তবে অপরকে সুযোগ দেওয়া আপনাদের উচিত। যারা রাত্রিতে সুযোগ পাবেন না তারা কাল সকালে কাজ সারতে পারবেন।

এই বলে সভাপতি তার চেয়ারে বসে পড়লেন।

মিঃ পিবল লাফিয়ে উঠলেন। তিনি হচ্ছেন কাজের লোক। জনসাধারণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তাকে দেখা যায় তবে সব জায়গাতেই তিনি মাতব্বরী করতে ভালবাসেন। তিনি যখন যে প্রতিষ্ঠানে যাবেন সেখানেই তার স্বেচ্ছাচারিতামূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তার সরু লম্বাটে ধরনের মুখখানায় ও চোখে সবসময় একটা কৌতূহল ও আগ্রহের ভাব ফুটে থাকে। তাঁর ক্ষিপ্র গতি হাত দুটো সব সময় কর্মতৎপরতায় চঞ্চল হয়ে থাকে। তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন এক বাণ্ডিল বৈদ্যুতিক তার। তাঁর হাতের প্রতিটি আঙুলের ডগায় যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ খেলে যায়।

মিঃ পিবল চিৎকার করে উঠলেন, একটা স্তব গান কর।

একটা হারমোনিয়াম আনা হলো এবং শ্রোতৃবর্গ উঠে দাঁড়াল। একটা স্তব গান গাওয়া হলো। গানের ভাষাটা ছিল ভাল।

"আজ জগৎবাসী স্বর্গরূপ সমুদ্রের চিরন্তন উপকূল থেকে
বয়ে আনা পবিত্র বাতাস থেকে
নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে।
তার মৃত্যুর উপর বিজয় বার্তা ঘোষণা করছে।
মৃত মানুষের আত্মা স্বর্গ থেকে
মর্ত্যে আবার একবার ফিরে আসছে।"

এই গানের সুরের মধ্যে এক আনন্দের উত্তেজনা অনুরণিত হয়ে উঠছিল। গানের বাকি অংশটা ছিল—

"তাই আমরা আনন্দ করছি,
আনন্দে গান করছি।
হে সমাধি গহ্বর! কোথায় তোমার
বিজয় গৌরব।
হে মৃত্যু কোথায় তোমার
দংশন জ্বালা।"

হ্যাঁ, সত্যি যারা গান গাইছিল তাদের মধ্যে নিষ্ঠার কোনও অভাব ছিল না। যারা এই প্রার্থনা গান শুনছিল তাদের মনেও কোনও দুর্বলতা ছিল না, ছিল না পরলোক সম্বন্ধে কোনও সংশয়। ম্যালন ও এনিড দু'জনেই সেই সব লোকগুলোর

দিকে তাকিয়ে করুণা বোধ করতে লাগল তাদের অন্তরে। যে ব্যাপারটার মধ্যে এতখানি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, সেখানে কোনও প্রতারণার পরিচয় পাওয়াটা কত দুঃখজনক। যদি কোনও প্রতারক তাদের পবিত্র অনুভূতি অপচয় করে মৃত প্রিয়জনদের আত্মাকে আনিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে তাহলে সে প্রতারণা সত্যি খুব দুঃখজনক। এই সব সরল প্রকৃতির সাধারণ নরনারী কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ চায় না। পরলোক বা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অমোঘ আইনের বিচার কি তা তারা জানতে চায় না। বেচারা সৎ নিষ্ঠাবান ও সরল প্রকৃতির ভ্রান্ত জনগণ।

এবার মিঃ পিবল চিৎকার করে বললেন, এখন আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত মুনরকে প্রেতদের আবাহন করার জন্য অনুরোধ করছি।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের দেখতে একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করল। তার সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল যেন এক সুপ্ত আগুন। কয়েক মুহূর্ত এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে তার প্রার্থনা শুরু করল। তার প্রার্থনাটা ছিল, খুবই সরল, সাদাসিদে ধরনের ও অপরিকল্পিত। এই বিষয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা না করেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সে প্রার্থনার কথাগুলো বলে যাচ্ছিল।

ম্যালন প্রার্থনার প্রথম বাক্যটাকে লিখে ফেলল, হে পরম পিতা, আমরা অজ্ঞ সাধারণ মানুষ। কিভাবে তোমার কাছে যেতে হয় তা আমরা জানি না। তবে সাধ্যমতো আমরা প্রার্থনা করে যাব।

পুরো প্রার্থনাটাই ছিল বিনয়ের সুরে গাঁথা।

এনিড ও ম্যালন উভয়েই উভয়ের দিকে তাকাল। তাদের দু'জনের দৃষ্টির মধ্যেই ছিল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভাল লাগার একটা নীরব স্বীকৃতি।

আরেকটি প্রার্থনা সঙ্গীত হলো, তবে সেটা প্রথমবারের মতো ভাল হলো না। এরপর সভাপতি ঘোষণা করলেন এখন নর্থ ওয়েলস্-এর জেমস জোনস্ তার ধ্যানলব্ধ বাণী একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবেন। অ্যালাসা অ্যাটালানটিন নামে এক প্রেতাত্মার সুবিদিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জানা যাবে।

এরপর জেমস জোনস্ ব্যস্তভাবে সামনে এগিয়ে এলেন। তাকে দেখে দৃঢ়সংকল্পের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। তার পরনে ছিল চেক কাটা জামা-প্যান্ট। তিনি সামনে এসে দাঁড়িয়েই এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দু'-এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তার দেহটা প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি কার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। একথা স্বীকার করতে হবেই যে মিঃ জেমস জোনস্-এর স্থির চোখ দুটি আর তার শূন্য দৃষ্টি ছাড়া বক্তা হিসাবে তার কোনও অস্তিত্বই বোঝা যাচ্ছিল না। আর একটা কথা বলা উচিৎ যে মিঃ জোনস প্রথমেই যেভাবে তার দেহটাকে কাঁপিয়ে ছিলেন তার মানে এই যে দর্শকরাও পরে তার মতো কাঁপতে থাকবে।

মিঃ জোনস্-এর কথা শুনে মনে হলো অ্যাটালানটিন নামে যে আত্মাকে তিনি আবাহন করবেন সেটা এমন কিছু আগ্রহজনক হবে না। তারপর তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে আত্মাকে ডাকার জন্য মিষ্টি ভাষায় তার প্রশংসাগান করতে লাগলেন।

তা দেখে ম্যালন এনিড-এর কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, অ্যাটালানটিন নামে আত্মাটা যদি এদের কাছে আদর্শ প্রেতাত্মা বলে গণ্য হয় তাহলে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর আমাদের ছোট জন্মভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।

মনে হলো জোনস্ যেন ধ্যান করছেন। চোখ বন্ধ করে তিনি যেন একভাবে সমাধিত। সহসা ধ্যান ভঙ্গ করে এক অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে তাঁর দেহটা আবার প্রবলভাবে কাঁপাতে লাগলেন। সভাপতি তাঁর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি এমন কর্মতৎপরতা দেখালেন যাতে বোঝা গেল অ্যাটালানটিনের প্রেতাত্মার এখনি আবির্ভাব ঘটবে।

তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, আজ রাতে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি এক বিশেষ কারণে। আপনারা সকলেই জানেন, লিভারপুলের মিসেস ডেবস পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে অনেক জ্ঞান ও গুণে ভূষিত, তার মধ্যে তাঁর একটি বড় গুণ হলো পরলোক হতে প্রেতাত্মাকে এনে মানুষকে দেখানো। সেন্টপল এই সবের গুণের কথা বলেছেন। তবে পরলোক সম্বন্ধে এই সব ব্যাপার এমন সব নিয়মের অধীন যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু এজন্য এক সহানুভূতিমূলক আবহাওয়া এখানে সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য মিসেস ডেবস তাঁর কাজ শুরু করার আগে আপনাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও প্রার্থনা করতে বলতে পারেন। এরপর তিনি পরলোকের রাজ্যে প্রবেশ করে সেই সব অন্য জগতের প্রেতাত্মাদের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করবেন। আশা করি আপনারা অনুগ্রহ করে আজ রাতে আমাদের এখানে এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তুলবেন।

এই বলে সভাপতি তার ভাষণ শেষ করে বসে পড়লেন। আর তখন মিসেস ডেবস সম্মিলিত করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারাটা ছিল লম্বা রোগারোগা। নাকটা ছিল খাড়া। মুখখানা ছিল ম্লান। সোনার চশমার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল চোখ দুটি হতে এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বেরিয়ে আসছিল। তিনি প্রত্যাশী দর্শকবৃন্দের সামনে মাথা নত করে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কি শুনছেন। সহসা মিসেস ডেবস চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমি একটা কম্পন চাই। প্রাণস্পন্দন চাই। দয়া করে হারমোনিয়ামে একটা গান বাজাও।

হারমোনিয়াম আনা হলো। মিসেস ডেবস আবার আপন মনে বলে উঠলেন, হে যীশু আমার অন্তরাত্মার একমাত্র প্রেমের ধন।

প্রত্যাশী দর্শকবৃন্দ এক ভীতি-বিহ্বল নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ঘরখানায় ঠিকমতো আলো না থাকায় অন্ধকার জমে ছিল ঘরের কোণে কোণে।

মিডিয়াম মিসেস ডেবস তখন মাথাটা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার কান দুটো কি যেন শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিল। সহসা তিনি হাত তুলতেই গান বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন সময়টা ভালই আছে।

মনে হলো মিসেস ডেবস যেন কোনও অদৃশ্য সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছেন। এরপর তিনি দর্শকদের উদ্দেশে বললেন, আমি মনে করি না আজকের রাতের অবস্থা ও পরিবেশটা খুব ভাল। তবে আমি তাদের এখানে আনার জন্য চেষ্টা করে যাব এবং তারাও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের কিছু বলব।

মিসেস ডেবস কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু কার সঙ্গে কি কথা বলছিলেন তা কেউ বুঝতে পারল না। তার বলা কথাগুলোর মধ্যে কোনও যুক্তি-পরামর্শ ছিল না। কেবল বারবার তার মুখ থেকে বেরনো কয়েকটা বাক্য ও শব্দগুচ্ছ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

ম্যালন তার স্টাইলোটা পকেটের মধ্যে ভরে রাখল। একজন পাগলের প্রলাপোক্তি নিয়ে কোনও রিপোর্ট লেখার প্রয়োজন নেই। পরলোকে বিশ্বাসী একজন ভদ্রলোক ম্যালনের হতবুদ্ধি ও বিতৃষ্ণ ভাবটা দেখে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

সেই ভদ্রলোক চুপি চুপি বললেন, মিডিয়াম মিসেস ডেবস সুর করে বাতাসে তরঙ্গ তুলছেন। এটা হচ্ছে এক স্পন্দন সৃষ্টি করার ব্যাপার।

মিসেস ডেবস তখন একটা বাক্য বলতে বলতে মাঝখানে থেমে গেলেন। তারপরই তিনি ডান হাতটা বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়ানো এক বয়স্কা মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, তুমি, হ্যাঁ, তুমি, তোমার পালকগুলো শুকিয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করে বললেন, না, না, তুমি নও। এরপর সামনের সারিতে দাঁড়ানো মোটা চেহারার মহিলার দিকে তেমনি করে হাত বাড়িয়ে বললেন, তোমার পিছনে এক প্রেতাত্মা দাঁড়িয়ে আছে। সে হচ্ছে এক পুরুষ। তার চেহারা লম্বা, প্রায় ছয় ফুট হবে। উঁচু কপাল, তার চোখ দুটো ধূসর বা নীল হবে, লম্বা চিবুক, বাদামী রঙের মোচ, সারা মুখখানা রেখায় ভর্তি। বন্ধু, তুমি তাকে চেন কি ?

সেই মোটা চেহারার মহিলাটি এই কথায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন তিনি তাকে জানেন না।

তখন মিডিয়াম মিসেস ডেবস বললেন, তবে দেখ আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিনা। ও একটা বাদামী রঙের শক্ত মলাট দেওয়া বই ধরে আছে। ওটা হচ্ছে কোনও অফিসের লেজার বই। আমি জানতে পেরেছি, অফিসটার নাম 'ক্যালিডোনিয়ান ইনসিওরেন্স'। এতে কিছু বুঝতে পারছ ?

মোটা মহিলাটি ঠোঁট দুটি চেপে ঘাড় নাড়লেন।

মিডিয়াম বললেন, আমি তোমাকে আরও তথ্য দিতে পারি। ওই প্রেতাত্মাটি তার পূর্বজন্মে দীর্ঘ রোগভোগের পর মারা যায়। আমি জানি রোগটা ছিল তার বুকে, অ্যাজমা বা হাঁপানি।

সেই মোটা চেহারার মহিলাটি তবু একগুঁয়েমির সঙ্গে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমন সময় ছোটখাট চেহারার এক মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, এক অব্যক্ত ক্রোধে

মুখখানা তার লাল হয়ে গিয়েছিল। সে মিডিয়ামের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ, ও আমার স্বামী ছিল। ওকে বলে দিন ম্যাডাম ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এই বলে বসে পড়ল সে।

মিডিয়াম বললেন, ও তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে তোমার কাছে এসে পড়েছে। সে বলতে চায় সে দুঃখিত। তবে তাতে কিছু হয় না। তুমি জান জীবিত মানুষ মৃত মানুষের কথা শুনতে চায় না। তাই বলি ক্ষমা কর এবং ভুলে যাও। এখানেই সব শেষ। তোমার জন্য একটা কথাই বলার আছে। আমার কথামতো কাজ কর। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ সব সময় থাকবে। এটা কি তুমি চাও? এর কি কোনও মূল্য আছে তোমার কাছে?

রোগা চেহারার রাগী মহিলাটি ঘাড় নেড়ে তাঁর সম্মতি জানালেন।

মিডিয়াম বললেন, খুব ভাল কথা। এই বলে তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে এক সৈনিককে চিহ্নিত করলেন। খাঁকি পোশাক পড়া একজন সৈনিক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মিডিয়াম তার দিকে হাত বাড়াতেই সে বিস্মিত হয়ে তাকাল। আশ্চর্য হয়ে বলল, কি ব্যাপার আমি এক সৈনিক। তার পোশাকের উপর সৈনিকের ডোরাকাটা চিহ্ন ছিল। তার চেহারাটা ছিল লম্বা-চওড়া। তার মাথার চুলগুলোয় তেল চপচপ করছিল।

মিডিয়াম বললেন, আমার কাছে একজনের জে. এইচ এই সংক্ষিপ্ত নাম আছে। তুমি তাকে চেন?

হ্যাঁ চিনি, কিন্তু সে সৈনিকটি মৃত।

সৈনিকটি বুঝতে পারেনি এটা একটা সাধারণ গীর্জা নয়, পরলোক তত্ত্ববাদীদের গীর্জা। এখানকার কাজকর্মের ধারা সব আলাদা। সৈনিকটির আশেপাশে যারা ছিল তাকে তারা বুঝিয়ে দিল। তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, হা ভগবান!

এই বলে সে ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সমবেত জনতা কি সব বলাবলি করতে লাগল। মিডিয়াম তাঁর আসনে বসে বিড়বিড় করে কোনও এক অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

মিডিয়াম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা কর। তোমার পালা এলে তুমি অবশ্যই বলবে। হে নারী তার কাছে আসন গ্রহণ কর। আমি কি করে তার কথা জানব। আমি পারলে অবশ্যই তা করব।

মিডিয়ামকে দেখে মনে হলো তিনি যেন কোনও নাট্যশালার বাইরে টিকিটের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো জনতার ভিড় সামলাচ্ছেন। এক ব্যবস্থাপক প্রহরীর মতো। মিডিয়ামের পরবর্তী চেষ্টা ব্যর্থ হলো একেবারে। বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক যার গালপাট্টাগুলি ঝোপের মতো ভর্তি ছিল। মিডিয়াম এক বয়স্ক ভদ্রলোক তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বলে দাবি করলে সে সম্পূর্ণরূপে তা অস্বীকার করল। মিডিয়াম এই কাজে প্রশংসনীয় ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি বারবার নানা খুঁটিনাটি উল্লেখ করে লোকটিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না।

অবশেষে মিডিয়াম লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী?

হ্যাঁ, দশ বছর ধরে আমি তত্ত্বে বিশ্বাস করে আসছি।

মিডিয়াম বললেন, তুমি কি জান এতে কত কষ্ট ও বিপত্তি আছে?

আমি তা জানি।

এখন এসব কথা মন থেকে দূর করে দাও। তবে জানবে পরে এসব কথা তোমার মনে আসবে। তখন সব বুঝতে পারবে। আমি শুধু তোমার বন্ধুর জন্য দুঃখিত।

এরপর সব চুপ হয়ে গেল। মিডিয়াম স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এর মাঝে এনিড ও ম্যালন পরস্পর কথা বলতে লাগল।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, এর থেকে কি বুঝলে এনিড?

এনিড উত্তরে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যতই দেখছি ততই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছি।

আমার যতদূর বিশ্বাস এ ব্যাপারে অর্ধেকটা অনুমান ভিত্তিক কাজ। আর বাকি অর্ধেক কাজটা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের উপর।

এখানে যারা আসে তারা সবাই এই চার্চের সদস্য। পরস্পর পরস্পরকে চেনে। একজন অপরের কথা জানে। যদি কিছু না জানে তবে তা অপরের কাছে জেনে নেয়।

একজন বলে উঠল, মিডিয়াম হিসাবে মিসেস ডেবস আজ এখানে প্রথম এলেন। মিডিয়াম হিসাবে এটা তাঁর প্রথম কাজ।

আর একজন বলল, উনি নতুন হলেও কর্মকর্তারা ওঁকে শিখিয়ে নিতে পারতেন। এতক্ষণ পর্যন্ত যা হলো তা সব ছলচাতুরি আর মিথ্যা। একবার ভেবে দেখ ত বস্তুত যে যা নয় তাকে তা মনে করে লাভ কি।

একজন বলল, হয়ত এটা টেলিপ্যাথির ব্যাপার—অর্থাৎ এক মানুষের অন্তরের সঙ্গে অন্য মানুষের যোগাযোগ।

অন্য একজন বলল, ওই ধরনের ব্যাপার একটা আছে। ওই শোন, উনি আবার ধ্যানস্থ হলেন।

মিডিয়ামের পরের কাজটা ভালই হলো। এর আগের দুটো চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এই চেষ্টাটা ফলবতী হলো। হলঘরের পিছনের দিকে মোটাসোটা চেহারার লোক সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত স্ত্রীর বর্ণনা এবং তার দাবি সব স্বীকার করে নিল। সে তার মৃত স্ত্রীর পরিচয় দিতেই তাকে সে চিনতে পারল।

মিডিয়াম বললেন, আমি জানি নামটা হলো ওয়ালটার। লোকটি বলল, হ্যাঁ আমিই সেই।

মিডিয়াম আবার বললেন, তোমার স্ত্রী তোমাকে কি ওয়াট বলে ডাকত?

লোকটি উত্তর করল না। মিডিয়াম বললেন, সে এখনও তোমায় ওয়াট বলে ডাকে। সে আমাকে বলেছে আপনি ওয়াটকে বলবেন, সে যেন ছেলেমেয়েদের আমার ভালবাসা জানায়। সে ছেলেমেয়েদের জন্য খুবই উদ্‌বিগ্ন। তাদের কথা খুব ভাবে।

লোকটি বলল, সে জীবিত অবস্থাতেও ছেলেদের কথা খুব ভাবত।

মিডিয়াম বললেন, মৃত্যুতেও ওদের মনের কোনও পরিবর্তন হয় না। এরপর সে আসবাবপত্রের কথা বলেছে। সে বলেছে তুমি বাড়িতে প্রায়ই ভাল ভাল আসবাবপত্র কিনে এনে তাকে দিতে।

লোকটি বলল, আমি তাকে হয়ত তা দিতাম।

দর্শকবৃন্দ এ বিষয়ে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে লাগল। বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। কি করে একটা গুরুগম্ভীর বিষয় একটা হাস্যরসাত্মক বিষয়ের সঙ্গে চিরদিনের জন্য মিলেমিশে এক হয়ে যায়—এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা। আশ্চর্যের হলেও এটা স্বাভাবিক এবং এর মধ্যে একটা মানবিক আবেদন আছে।

মিডিয়াম আরও বললেন, সে একটা সংবাদ তোমার জন্য রেখে গেছে। সব টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিকারের একজন সৎ ও ভাল মানুষ হয়ে ওঠ। আমি আবার মর্ত্যে গেলে আবার আমরা এক সুখী জীবন যাপন করব।

লোকটি হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢাকল। এমন সময় মিডিয়াম ভবিষ্যৎবক্তা ও সত্যদ্রষ্টার মতো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর লম্বা আকারের যুব সচিব কিছুটা উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা উঁচু করে তাঁর কানে কানে কি বলল। মিডিয়াম তখন দর্শকদের দিকে মুখ করে তাঁর বাঁ কাঁধের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

তারপর বললেন, আমি আবার পুরনো কথায় ফিরে আসছি।

এই বলে তিনি দর্শকদের সামনে আরও দুটো বিষয়ে বিবরণ দান করলেন। এই দুটো বিবরণই অস্পষ্ট মনে হলো তাদের কাছে। এবং এই দুটি বিবরণের বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিছুটা কুণ্ঠার সাথে মেনে নিল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে মিডিয়াম তাঁর বিবরণে যে সব খুঁটিনাটির কথা বলছিলেন তিনি নিজেই যেন তা ভাল করে জানেন না। বিবরণে যাদের কথা বলা হচ্ছিল তিনি যেন তাদের বহু দূর থেকে দেখছিলেন।

এবার হলের শেষ দিকে দাঁড়ান একজনকে তার বিবৃত প্রেতাত্মার দ্বারা পরিগৃহীত রূপ বলে দাবি করলেন। তাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না তবু তিনি তার গায়ের রং এবং মুখের কোথায় কি দাগ বা রেখা আছে তা স্পষ্ট বলে দিলেন।

ম্যালন মিডিয়ামের কথাগুলো লিখে নিচ্ছিল যাতে সে এইসব কথাগুলোর বিরূপ সমালোচনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তার লেখা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এমন সময় মিডিয়ামের কণ্ঠস্বর খুব জোর হয়ে উঠল। সেই জোরালো কণ্ঠস্বর শুনে ম্যালন সেই দিকে তাকিয়ে দেখল মিডিয়াম তার দিকেই মুখ করে আছে। এবং তার চশমার উজ্জ্বল কাঁচ দুটোর ভিতর থেকে একজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তারই উপর পতিত হয়েছে।

মিডিয়াম বলছিলেন, আমি বক্তৃতামঞ্চে প্রায়ই বক্তৃতা করি না।

তিনি যখন একথা বলছিলেন তখন তার চোখের দৃষ্টি ম্যালন ও দর্শকদের মধ্যে

আবর্তিত হচ্ছিল। মিডিয়াম আরও বললেন, আজ রাতে এখানে কিছু বন্ধু আছে যারা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত এবং প্রেতাত্মার সংস্পর্শে আসবেন। মোচওয়ালা ওই ভদ্রলোকের পিছনে একজন যুবতী মহিলার পাশে বসে আছে। তিনি মোচওয়ালা ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ স্যার, আপনার পিছনের ভদ্রলোকের কথা বলছি। তিনি বৃদ্ধ। তাঁর বয়স ষাট-এর বেশি। আর উচ্চতা মাঝারি ধরনের। একটু বেঁটে বেঁটে ভাব আছে। মাথার সব চুল সাদা। নাকটা বাঁকা এবং তার মুখে অল্প দাড়ি আছে। লোকে যেটা ছাগলদাড়ি বলে। আমি যতদূর জানি তার কোনও আত্মীয় নেই। কেবল আছে একজন বন্ধু।

এটা কি কারও সঙ্গে মেলে ?

ম্যালন কিছুটা ঘৃণার সঙ্গে মাথা নাড়ল। ঘাড় নেড়ে তার অসম্মতি জানাল। তারপর সে ফিসফিস করে এনিডকে বলল, এটা তো যে কোনও বৃদ্ধ লোকের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।

মিডিয়াম আরও বলতে লাগলেন, আমি আর একটু খুলে বলছি। তার মুখে আছে গভীর রেখা। জীবিত অবস্থায় লোকটি খিটখিটে মেজাজের ছিল। অর্থাৎ একটুতেই রেগে যেত। সে স্নায়ুরোগ দুর্বলতায় ভুগত। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছ কে সেই লোকটি ? আশা করি আমি যা বললাম তাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

ম্যালন আবার ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। সে বিড়বিড় করে বলল, সব বাজে, একেবারে বাজে কথা।

মিডিয়াম আরও বললেন, তাকে দেখে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। সুতরাং তার জন্য কিছু করতে পারি কিনা দেখা উচিৎ।

তার হাতে একটা জ্ঞানের বই আছে। সে বইটা খুলেছে। তাতে কিছু রেখাচিত্র আছে, আমি সেগুলো দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় বইটা তারই লেখা, বোধহয় এই বইটা থেকে সে শিক্ষাদান করত। হ্যাঁ, সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছে, সে একজন শিক্ষক ছিল।

ম্যালন একথার উত্তর দিল না। সে একেবারে চুপ করে রইল।

মিডিয়াম এবার কিছুটা হতাশ হয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আর তো আমার কিছু বলার নেই। তবে হ্যাঁ, তার ডানদিকের ভ্রূর উপরে একটা আঁচিল আছে।

ম্যালন চমকে উঠল। কে যেন তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।

এবার সে চিৎকার করে প্রশ্ন করল। মাত্র একটা আঁচিল ?

মিডিয়াম-এর চোখ দুটো চশমার ভিতর থেকে জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি ম্যালনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর করলেন, দুটো আঁচিল। একটা বড় একটা ছোট।

ম্যালন এবার বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, হা ভগবান ! এত প্রফেসর সুমারলি।

মিডিয়াম কিছুটা উৎসাহিত হয়ে বললেন, অবশেষে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। তার কিছু বলার আছে। পুরনো পরিচিতদের প্রতি সে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তার নাকটা খুব লম্বা। আর তার প্রথম অক্ষর হলো সি। আমি ঠিক ধরতে পারিনি। এর মানে কিছু বুঝতে পারছ ?

হ্যাঁ।

এদিকে মিডিয়াম অন্য এক বিষয়ে অন্য একজনের কথা বলার জন্য মুখ ঘোরালেন। কিন্তু তার পিছনে প্রবলভাবে কাঁপতে থাকা একটা মানুষ এসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি সেদিকে তাকালেন না।

ঠিক এই সময় শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকা মিডিয়ামের কাজকর্ম এমন একটা বাধা পেল যা সমবেত দর্শকবৃন্দের সঙ্গে অতিথি দু'জনকেও বিশেষভাবে বিস্মিত করল। সহসা সভাপতির পিছনে লম্বা চেহারার ম্লান মুখ ও দাড়িবিশিষ্ট একজন লোক এসে উপস্থিত হলো। তার পরনের পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল সে একজন কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মী। সে এমনভাবে হাত তুলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যাতে মনে হলো সে কোনও প্রতিষ্ঠানের অন্য সকলের উপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করতে অভ্যস্ত। লোকটি কিছুটা ঘুরে মিঃ বলসোভারকে একটা কথা বলল।

সভাপতি বললেন, ইনি হচ্ছেন ডালস্টনের মিঃ মিরোমার। এর একটা কথা বলার আছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে মিঃ মিরোমারের কথা শুনতে চাই।

ম্যালন-এনিড ভাল করে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছিল না। তারা যতটুকু দেখতে পাচ্ছিল তাতে সভাপতির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে কিছুটা অভিভূত না হয়ে পারল না। তার মাথাটা ছিল বেশ বড় এবং ভারী। যা দেখে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে যখন কথা বলতে লাগল তার স্পষ্ট গলার স্বরে হলটা গমগম করতে লাগল।

যদি আমি এখানে শোনার জন্য কোনও শ্রোতা পাই, তাকে আমি এক সংবাদ পরিবেশন করতে চাই, কারণ আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জানি এখানে কিছু লোক তা শুনতে চান। সেই জন্যই আমি এই সংবাদ বয়ে এনেছি। যারা আমাকে এই সংবাদ দান করতে পাঠিয়েছেন তারা চান মানবজাতি এই বার্তা শুনে মনে মনে সতর্ক ও শক্ত হয়ে উঠবে। যারা ভবিষ্যতে তার হঠাৎ দুঃখে অভিভূত ও সন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে। কয়েকজনের মধ্যে আমাকেই এই বার্তা বহনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

ম্যালন তার হাঁটুর উপর একটা জোর চাপড় দিয়ে ফিসফিস করে বলল, লোকটা পাগল। হলঘরের অনেকের মুখে এক মৃদু হাসির ভাব ফুটে উঠল। তবু সেই লম্বা চেহারার লোকটির আচরণ, কথাবার্তা ও তার গলার স্বরের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সকলকে তার কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে বাধ্য করে তুলল।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলে যাচ্ছিল, অবস্থা এখন চরমে উঠেছে। এখন মানবজাতির সব উন্নতি ও অগ্রগতির ধারণা কেবল পার্থিব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। এখন উন্নতি বলতে বোঝায় তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসা, তাড়াতাড়ি বার্তা পাঠানো আর নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণ। এটা হচ্ছে মানুষের প্রকৃত উচ্চাভিলাষকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল মাত্র। প্রকৃত উন্নতি বলতে একটা উন্নতিকেই বোঝায়, সেটা হলো আত্মিক উন্নতি। মানুষ মুখে এই আত্মিক উন্নতির কথা বললেও কিন্তু আসলে তারা পার্থিব বস্তুগত বিজ্ঞানের ভুল পথেই এগিয়ে চলে।

আজ মানুষের বুদ্ধি থেকে এটাই জানা যায় পুরনো দিনের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি সম্পর্কে তারা বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং নানা সংশয় দেখা যাচ্ছে। আর তার ফলে তারা সবকিছুর বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ চাইছে। আমি সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ বলতে পারি যে মৃত্যুর পরও পরলোকে জীবনের অস্তিত্ব আছে। আর মৃত্যুত্তীর্ণ মানবাত্মার সেই অস্তিত্ব আকাশের জ্বলন্ত সূর্যের মতোই সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই সত্যকে উপহাস করে। চার্চ তাকে ধিক্কার দেয় এবং সংবাদপত্রগুলি ঘৃণার সঙ্গে অস্বীকার ও বাতিল করে। এটাই হচ্ছে মানবজাতির শেষ ও সবচেয়ে বড় ভুল।

দর্শকবৃন্দ এবার মুখ তুলে তাকাল। এ বিষয়ে তাদের জল্পনা-কল্পনা তাদের মনের দিগন্তকে ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু এটা তাদের স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়ে উঠল। এক সাধারণ সহানুভূতির কলগুঞ্জন উঠল। এক সমবেত হর্ষধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু ব্যাপারটা হতাশাজনক হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমনই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল যে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। ঈশ্বরের দানকে অবহেলা করা হয়েছে এই ভেবে জনতা ক্ষেপে উঠেছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে আরও কঠোর হাতের প্রয়োজন। তাই ঈশ্বরের চরম আঘাত নেমে এল মানবজাতির উপর। সে আঘাতে দশ মিলিয়ন মানুষ মৃত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ আহত হলো এবং অনেকের দেহগুলো বিকৃত হয়ে তালগোল পাকিয়ে গেল। এটাই হলো মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের প্রথম সতর্ক বাণী। কিন্তু এ সতর্ক বাণী ব্যর্থ হলো। নিরস বস্তুবাদ আগের মতোই পুরোদমে প্রভুত্ব করতে লাগল। এরপর মানবজাতিকে কয়েক বছরের জন্য সুযোগ দেওয়া হয় আর তার ফলে আমাদের মতো কিছু চার্চের আবির্ভাব দেখা যায়। এছাড়া কোথাও কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি আবার নতুন করে পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয়। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হবে। রাশিয়া এক বদ্ধ জলাশয়ের মতো প্রাণহীন হয়ে পড়ে। যে ভয়ঙ্কর বস্তুবাদ বিগত মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে, জার্মানি তার জন্য মোটেই অনুতপ্ত হয়নি। স্পেন ও ইটালি নিরীশ্বরবাদ ও কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে যায়। ফ্রান্সের কোনও ধর্মাদর্শ ছিল না। ব্রিটেন হতবুদ্ধি ও মনের দিক থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে। সেখানকার মানুষ কাঠের পুতুলের মতো কয়েকটি ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কোনও প্রাণচঞ্চলতা ছিল না। আমেরিকা এক গৌরবময় সুবর্ণ সুযোগকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং সমস্যাপীড়িত ইউরোপের সঙ্গে এক প্রেমময় ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার না করে তার নিজের আর্থিক দাবি তুলে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনঃগঠনের পথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা তার প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের অসম্মান করে শান্তি লীগে যোগদান করতে অস্বীকার করে। অথচ এই লীগই ছিল মানবজাতির ভবিষ্যতের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। পাপ সবাই করেছে। তবে কেউ কম কেউ বেশি এবং সেই পাপের শাস্তি সেই পাপের পরিণাম অনুসারে সমানুপাতিকভাবেই হবে।

সেই শাস্তি শীঘ্রই আসছে। অবিকল এই কথাটি বলার আদেশ পেয়ে আমি এখানে এসেছি। আমি এই বাণীটি পড়ে শোনাব। পাছে কোনও শব্দ বাদ পড়ে যায়।

এই বলে তিনি পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে শুরু করলেন।

"আমরা যা চাই সেটা হলো এই যে আমরা সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চাই না। আমরা শুধু চাই তারা নিজেদের পরিবর্তন সাধন করে আত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হোক। আমরা জনগণকে শঙ্কিত করে তুলতে চাই না। আমরা শুধু তাদের প্রস্তুত করে তুলতে চাই। কারণ এখনও সময় আছে। জগৎ যেভাবে চলেছে সেভাবে চলতে পারে না। যদি তা চলে তাহলে জগৎ নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। মোটকথা, ধর্মতত্ত্বে যে সংশায়ত্মক কৃষ্ণকুটীল মেঘমেলা ঈশ্বরও মানবজাতির মধ্যে বাধাসৃষ্টি করছে তা সরিয়ে ফেলতে হবে।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি কাগজ ভাঁজ করে তার পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, এই কথা বলার জন্যই আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আপনাদের আত্মার মধ্যে যে জানলা আছে সেই জানলার মধ্যে দিয়ে এই বাণী আপনারা প্রচার করুন, চারদিকে ছড়িয়ে দিন। তাদের বলুন, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা কর। ধর্মের সংস্কার করার সময় এসেছে।

এই বলে তিনি থামলেন এবং ঘুরে দাঁড়ালেন। যে আবেশের সঙ্গে তিনি কথাগুলো বলছিলেন সেই আবেশটা কেটে গেল। দর্শকদের মধ্যে এক চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তারা একটু নড়েচড়ে আপন আপন আসনে হেলান দিয়ে বসল। এমন সময় পিছন দিক থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

জগতের এখানেই কি শেষ ?

আগন্তুক বললেন, না।

আর এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঈশ্বরের কি নতুন করে আবির্ভাব ঘটছে ?

হ্যাঁ।

এরপর তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে পা ফেলে আগন্তুক সমবেত দর্শকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ম্যালন কৌতূহলবশত যখন মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করল তখন আর তাকে দেখা গেল না।

ম্যালন এনিডকে বলল, মনে হলো এটাই যেন ঈশ্বরের দ্বিতীয় আবির্ভাব। লোকটা এমনি একটা ভাব দেখাল যে, এই ধরনের আরও লোক আছে ওদের। ওদের বলা হয় খ্রিস্টাডেলফিনিস, রাসেলাইটস, ওরা সবাই বাইবেলের ছাত্র, আরও কত কি। তবে লোকটার কণ্ঠস্বর ও চেহারাটার মধ্যে সহপ্রসারী আবেদন আছে।

এনিড বলল, সত্যিই তা মনোগ্রাহী। সত্যিই তা বিশেষ মনোগ্রাহী।

সভাপতি তার চেয়ারে বসে মন্তব্য করলেন, আমাদের বন্ধু এখনই যা বলে গেলেন তাতে আমরা সকলে বিশেষ আগ্রহান্বিত। আমাদের কাজকর্মের প্রতি মিঃ মিরোমারের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদিও তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন। মঞ্চে এসে তার ভবিষ্যৎবাণী জানাবার জন্যে আমরা তাকে আহ্বান করছি। আমার মনে হয় আমরা আগে থাকতে প্রকৃত অবস্থা না বুঝতে পারার জন্য বিশ্বজগৎকে অনেক বিপত্তিতে পড়তে হয়েছে। আমাদের বন্ধু যা বলে গেলেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা এ অবস্থার প্রতিকার করতে পারব না। আমরা কেবল আমাদের দৈনন্দিন

কাজকর্ম করে যেতে পারি। আমাদের কর্তব্যকর্ম অবশ্যই করে যেতে হবে। তবে সেই সঙ্গে অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাকিয়ে কোনও ঐশ্বরিক সাহায্যের জন্য আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। আমার মনে হচ্ছে আগামী কালই যেন শেষ দিন। অর্থাৎ আমি এই বলতে চাইছি যে হ্যামারস্মিথ-এ আমাদের ভাঁড়ারটা আমাকে একবার দেখতে যেতে হবে তবে আমাদের এখানকার কাজকর্ম সব চলবে।

আমাদের যুবক সেক্রেটারি বিল্ডিং ফান্ডে টাকার জন্য বারবার জোরালো আবেদন জানিয়েছেন। এটা ভাবতে লজ্জা লাগে যে রবিবার রাত্রে এখানে যারা আসেন এই বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। এই বাড়ির ভেতরে যত লোক থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা সকলেই একটা পয়সা না নিয়েও আপন আপন কাজ করে যাই। মিসেস ডেবস তার খরচের টাকা ছাড়া কিছু নেন না। কিন্তু এরপর কাজ শুরু করার আগে আরও এক হাজার পাউন্ড চাই। এখানে আমাদের এক ভাই আছেন যিনি আমাদের সাহায্য করার জন্য তার বাড়ি বন্ধক রাখেন। এবার দেখি আজ রাতে আপনারা আমাদের জন্য কি করতে পারেন।

এই সময় বারোটা স্যুপ ভর্তি প্লেট পরিবেশন করা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার স্তোত্রগান শুরু হলো। সেই গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঠং ঠং শব্দ হতে লাগল। ম্যালন ও এনিড নিচু গলায় কি বলাবলি করতে লাগল।

ম্যালন বলল, অধ্যাপক সুমারলী গত বছর নেপলস্-এ মারা গেছেন। তুমি তা জান।

এনিড উত্তর করল, হ্যাঁ, তার কথা আমার বেশ মনে আছে।

আরও এক প্রবীণ অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার তোমার বাবা।

ঘটনাটা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। হতভাগ্য বেচারা সুমারলী ভাবতেন বেঁচে থাকাটা এক অবান্তর ব্যাপার। তাই তিনি পরলোকে চলে যান এবং পরলোক থেকে এখানে আসেন। তিনি এখানে আছেন বলে অনেকে মনে করে না।

যে স্যুপ প্লেটগুলো পরিবেশন করা হয়েছিল সেগুলো আবার এনে টেবিলের উপর রাখা হলো। স্যুপের রংটা ছিল বাদামী। সেক্রেটারি আগ্রহের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে তাদের গুণ ব্যাখ্যা করে প্রশংসা করতে লাগল। এমন সময় অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত বেঁটেখাটো ও রোগারোগা চেহারার একজন লোক ঈশ্বরের এক আশীর্বাদবাণী শোনাতে লাগল। তা শুনে মনে হচ্ছিল তার কথাগুলো একজন মানুষের অন্তর থেকে বেরিয়ে এলেও সে কথা স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে উঠে যাচ্ছে।

এবার দর্শকবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রগান শুরু করল। সে গানের সুর একই সঙ্গে করুণ ও মধুর ছিল। এনিডের চোখে জল এল। তার নিজের চোখে জল দেখে এনিড নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এনিডের চোখের জল তার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। এই সব সাধারণ সরল প্রকৃতির লোক নিষ্ঠার সঙ্গে সরল বিশ্বাসে যে সব কাজকর্ম করে গেল ও যে সব স্তোত্রগান গাইল তাতে অভিভূত হয়ে গেল এনিড। অথচ কোনও বড় গীর্জার জাঁকজমকপূর্ণ বাদ্য সহকারে গাওয়া প্রার্থনা গান

তার উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ওরা গাইছিল, আমরা আবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

বলিষ্ঠ চেহারার সভাপতি মিঃ বলসোভার প্রতীক্ষাগারে ছিলেন। মিসেস ডেবসও ছিলেন।

মিঃ বলসোভার ম্যালনকে হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের এই সব কথা আপনি কাগজে লিখবেন এবং আশা করি আমাদের একটা কপি দেবেন। এ বিষয়ে যে রচনা লিখবেন তাতেই আপনাদের মতামত জানা যাবে।

ম্যালন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপারটা বিচার করে দেখব।

সভাপতি বললেন, ভাল কথা। আমরা আর কিছু চাই না।

মিডিয়াম মিসেস ডেবস তখন কনুই-এ ভর দিয়ে নির্বিকার ও গম্ভীরভাবে বসেছিলেন।

এনিড তাকে বলল, আমার মনে হয় আপনি বড় ক্লান্ত।

মিডিয়াম বললেন, না বাছা, এইসব প্রেতাত্মা নিয়ে কাজ করতে আমি কখনই ক্লান্ত বোধ করি না। এটা সকলেই দেখেছে।

ম্যালন সাহস করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনি কি কখনও অধ্যাপক সুমারলীকে জানতেন ?

মিডিয়াম ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, না, স্যার, না। আমি ওদের কাউকেই চিনি না। ওরা যখন একে একে আসে তখন আমি তাদের কথা বর্ণনা করি।

ম্যালন আবার জিজ্ঞাসা করল, তাদের বাণী বা বক্তব্য আপনি জানতে পারেন কি করে ?

দূরের কথা বা অন্য জগতের কথা যে ভাবে কোন কোন মানুষ শুনতে পায়। বেচারা অশরীরী প্রেতাত্মারা সবাই পরলোক থেকে আমার কাছে আসতে চায়। তারা এসে আমাকে মঞ্চে নিয়ে যেতে চায়। তারা একজনকে ডাকলে অন্য সবাই বলে "এরপর আমি এরপর আমি"। আমি শুধু এই কথাই শুনতে পাই। কিন্তু একা আমি তাদের সকলকে কিভাবে সন্তুষ্ট করব ?

ম্যালন এবার সভাপতি বলসোভারকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভবিষ্যৎ বক্তা সম্বন্ধে আপনি কি কিছু বলতে পারেন ?

মিঃ বলসোভার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তার কান দুটো নেড়ে হাসলেন। বললেন, ওরা স্বতন্ত্র লোক। আমরা যখন তখন দেখি, ওরা ধূমকেতুর মতো আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। কখনও তাদের কেউ আমার কাছে এসে বলে "এই আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে এলাম।" আমি বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। এই যুগে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার পক্ষে উপযুক্ত। আমরা বিনা বিলেই প্রচুর টাকা পাই। এর জন্য কোনও প্রতিশ্রুতি হয়। ঠিক আছে শুভ রাত্রি—যতটা সম্ভব সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা ভেবে দেখবেন।

এনিড বলল, শুভ রাত্রি।

মিসেস ডেবস বললেন, শুভ রাত্রি। আর এনিডের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি তো নিজেই একজন মিডিয়াম। শুভ রাত্রি।

এরপর ম্যালন ও এনিড দু'জনে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দীর্ঘক্ষণ পর ফাঁকা জায়গায় এসে মুক্ত বাতাসে থেকে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করল। ওরা এডগার স্ট্রীটে যেতেই ম্যালন ভিক্টোরিয়া গার্ডেনসে নিয়ে যাবার জন্য একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করল।

৩
প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মন্তব্য

এনিড গাড়ির মধ্যে উঠে গিয়ে বসল এবং ম্যালন তার পিছু পিছু উঠতে লাগল। এমন সময় ম্যালনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে একটা লোক ছুটে এল। লোকটা ছিল মধ্যবয়সী, লম্বা চেহারার ও সুদর্শন। দাড়ি কামানো চকচকে মুখ। একজন সফল কৃতি সার্জেনের আত্মপ্রত্যয় তার মুখের ওপর ফুটে উঠেছিল।

হ্যালো ম্যালন দাঁড়ান!

ম্যালন বলল, আরে, অ্যাটকিংসন। এনিড তোমার সঙ্গে পরচিয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন সেন্ট মেরী হাসপাতালের সার্জেন মিঃ অ্যাটকিনসন যার কথা আমি আগে তোমার বাবাকে বলেছি।

এরপর ম্যালন অ্যাটকিংসনকে বলল, আমরা এখন ভিক্টোরিয়ায় যাচ্ছি। আপনি আমাদের সাথে আসতে পারেন।

সার্জেন বলল, খুব ভাল কথা। আমি তো আপনাদের পরলোকবাদীদের সভায় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।

ম্যালন বলল, আমি আর মিস চ্যালেঞ্জার ওই সভায় গিয়েছিলাম আমাদের নিজেদের কাজের জন্য। আমরা দু'জনেই এক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছি।

সার্জেন উৎসাহিত হয়ে বলল, তাই নাকি? আমার মনে হয় আপনারা ডেলি গেজেটের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাহলে ওই কাগজে একজন গ্রাহক বাড়ল। আমি ওই কাগজে আপনারা আজকের রাত্রির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কি লেখেন তা অবশ্যই দেখব।

ম্যালন বলল, আপনাকে তাহলে আগামী রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সাপ্তাহিক কাগজে ধারাবাহিকভাবে আমাদের রচনা ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, আমাদের এ রচনা হবে তারই একটি।

সার্জেন বলল, আমি কিন্তু এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। তার চেয়ে বলুন আপনারা কি বুঝলেন। ওদের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি।

ম্যালন বলল, আমি ঠিক তা জানি না। এ বিষয়টা এখনও ভেবে দেখিনি। আগামী কাল আমার নোটটা দেখে এ বিষয়ে চিন্তা করব। তারপর আজ রাতে যা দেখলাম

সে বিষয়ে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়াটা আমার সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে দেখব। আমার এই সহকর্মীর ধর্মবিষয়ে এক সজাগ অন্তর্দৃষ্টি আছে।

সার্জেন এবার এনিডকে জিজ্ঞাসা করল, এ বিষয়ে আপনার কি অন্তর্দৃষ্টি মিস চ্যালেঞ্জার ?

এনিড বলল, ভাল, হ্যাঁ ভাল, তবে এই অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দুটো বস্তুর এক অসাধারণ মিশ্রণ আছে।

সার্জেন বলল, হ্যাঁ, সত্যিই তা আমি কয়েকবার ওদের ওখানে গিয়েছি আর প্রতিবারই এক মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছি আমার মনে। তার মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা হাস্যাস্পদ, আবার কিছু ঘটনার অভিজ্ঞতা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

এনিড বলল, আপনি তো কোনও খবরের কাগজের সাথে যুক্ত নন। তবে কেন ওখানে গিয়েছিলেন ?

সার্জেন বলল, ওখানে যাই কারণ এ বিষয়ে আমার গভীর আগ্রহ আছে। আপনি জানেন আমি কয়েক বছর ধরে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি। আমি ওদের ব্যাপারটা যে ভালভাবে বুঝতে পেরেছি তা নয়। তবে আমার একটা সহানুভূতি আছে। এটা বোঝার মতো আমার বোধশক্তি আছে যে, যখন আমি এই বিষয়টা বিচার করার জন্য বসি, তখন মনে হয় এই বিষয়টাও আমার ওপর বসে আমার বিচার করছে।

ম্যালন সমর্থনের সুরে ঘাড় নাড়ল। সার্জেনের কথাটা তার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে বলে মনে হলো।

সে বলল, ব্যাপারটা বিশাল তবু এর একটা কোনও বিষয় যদি ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন তার সঙ্গে আরও এক ডজন বিষয় জড়িয়ে আছে। আরও দেখবেন যতসব সরল প্রকৃতির সাধারণ মানুষের হাতেই আছে সমস্ত ব্যাপারটা। তাদের বিশ্বাসই এই ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা সত্তর বছর ধরে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির জন্য চিৎকার করে আসছে। খ্রীস্টধর্মের অভ্যুত্থানের মতোই এ ব্যাপারটা। খ্রীস্টধর্ম প্রথমে যতসব দাস ও নিচের তলার মানুষরাই অবলম্বন করে। পরে উঁচুতলার মানুষদের মধ্যেও তার প্রসার ঘটে।

প্রতিবাদের সুরে এনিড বলল, কিন্তু ধর্মপ্রচারকরা কি করেছে ?

অ্যাটকিংসন হেসে বলল, আপনি কি অ্যাটলান্টিস-এর কথা বলতে চাইছেন ? লোকটা সত্যিই অস্বস্তিকর। ভয়ঙ্করভাবে অস্বস্তিকর। আমি স্বীকার করছি পরলোকের প্রেত নিয়ে ওদের অনুষ্ঠান। ক্রিয়াকর্মগুলো এক আত্মপ্রতারণা ছাড়া কি বলব তা বুঝতে পারছি না। আমার তো তাই বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে ইহলোক ও পরলোকের বিরাট ব্যবধানে সমুদ্র পার হয়ে দু' একটা প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। কিছু মিষ্টি কথার তরী বেয়ে যারা এই ভাবে আসে তাদের পরলোকের সত্যিকারের বাসিন্দা বলে মনে হয় না। এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

ম্যালন বলল, এখন আমাকে এই মহিলাকে নিরাপদে তার বাবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আপনি আমাদের সঙ্গেই চলুন। আপনাকে দেখলে প্রফেসর খুশি হবেন।

অ্যাটকিংসন বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সে কি, এমন সময়! এমন সময় গেলে উনি তো আমাকে সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দেবেন।

এনিড বলল, আপনি অনেক বানানো গল্প শুনেছেন। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। তাঁকে যতটা খারাপ মনে করা হয় তিনি ততটা খারাপ নন। তবে কিছু লোক তাঁকে বিরক্তিকর আজেবাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আপনি তো আর তাদের মতো নন। আপনি একবার গিয়ে দেখবেন না?

সার্জেন বলল, আপনি যখন উৎসাহ দিচ্ছেন তাহলে অবশ্যই আমি যাব।

যথাস্থানে গাড়ি থেকে নেমে তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে মিঃ চ্যালেঞ্জারের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল।

মিঃ চ্যালেঞ্জার তখন চকচকে নীল ড্রেসিং-গাউন পরে তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি অ্যাটকিংসনকে দেখে হঠাৎ দেখতে পাওয়া কোনও পথের কুকুরকে দেখে এক লড়াকু বুলডগ যেভাবে তার দিকে তাকায়, তিনিও সেইভাবে তাকালেন। যাই হোক তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, তাকে দেখে তিনি আনন্দিত।

মিঃ চ্যালেঞ্জার বললেন, আমি আপনার নাম শুনেছি এবং আপনার ক্রমবর্ধমান যশের কথা শুনেছি, স্যার। গত বছর আপনি কর্ড-এর যে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন তা বেশ আলোড়ন জাগায় অনেকের মনে। তবে আপনি কি আরেকটু নেমে উন্মাদদের বিষয়ে কিছু ভেবেছেন বা করেছেন?

অ্যাটকিংসন হেসে বলল, তা আপনি যদি তাই ভাবেন!

মিঃ চ্যালেঞ্জার বললেন, হা ভগবান! তাদের আর কি বা বলতে পারি। আমার বন্ধু ম্যালন আমাকে বলেছিল আপনি এ বিষয়ে কিছু গবেষণা করছেন।

এই বলে তিনি এক আক্রমণাত্মক গর্জনের সুরে হেসে বললেন, আর সেটাই হচ্ছে মানুষের গবেষণার আসল বিষয়!

এনিড অ্যাটকিংসনকে বলল, বাবা ওসব কিছু জানেন না। সুতরাং তাঁর কথায় আপনি রুষ্ট হবেন না। তোমাকে আমি আর বাবা বলতে পারি যে সবকিছু শুনে তুমি এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবে। এই বলে এনিড চার্চের ঘটনাবলী প্রথম থেকে বলতে শুরু করল। কিন্তু মিস্টার চ্যালেঞ্জারের ক্রমাগত গর্জন আর উপহাসের জন্য তার বিবরণী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এরপর সুমারলী-র প্রসঙ্গটা উঠতেই মিঃ চ্যালেঞ্জার তাঁর ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধটাকে আর চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর মাথার মধ্যে পুরনো আগ্নেয়গিরিটা ফেটে পড়ল। আর আগ্নেয়গিরির লাল জ্বলন্ত লাভার মতো অসংখ্য বিদ্রূপাত্মক কথা তাঁর মুখ থেকে শ্রোতাদের উপর ঝড়ে পড়তে লাগল।

মিঃ চ্যালেঞ্জার গর্জন করে বলতে লাগলেন, ঈশ্বরদ্রোহী বাজে লোকগুলো মিঃ সুমারলীকে তার কবরের মধ্যেও শান্তিতে বিশ্রাম করতে দেবে না। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার কিছু মতপার্থক্য ছিল। পরে আমি অবশ্য এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হই। তবে এটা ঠিক যে আজ তিনি যদি তাঁর কবর থেকে এখানে উঠে আসতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু বলতেন

যা শোনার যোগ্য। এটা এক অবান্তর ব্যাপার, স্যার। এ অশোভন এবং দুষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক। যদি আমার কোনও বন্ধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো অন্যের দ্বারা চালিত হয়ে নির্বোধ দর্শকবৃন্দের উপহাসের বস্তু হয় তবে আমি তার প্রতিবাদ করবই। তারা এমনিতে হাসত না! তারা তখনই হেসেছে যখন দেখেছে আমার সমপর্যায়ভুক্ত একজন শিক্ষিত লোক যত সব বাজে কথা বলছে। আমি বলছি ওদের সব কথা বাজে। আমার কথা খণ্ডন করার চেষ্টা করো না ম্যালন। ইস্কুলের মেয়েরা তাদের চিঠির শেষে পুনশ্চ বলে যা সংযোজন করে, তার বাণী তারই মতো অর্থহীন। তার মতো লোকের মুখে এ বাণী শোভা পায় না। আচ্ছা আপনি কি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত?

কিন্তু বর্ণনাটা নিখুঁত ছিল।

মিঃ চ্যালেঞ্জার আবার বলে যেতে লাগলেন, হা ভগবান! এই তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি! তোমাদের মস্তিষ্ক কি কাজ করছে না? এটা কি পরিষ্কার নয় যে এক ভিত্তিহীন কাল্পনিক রচনায় সুমারলী ও ম্যালনের নামের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে যতসব কুখ্যাতি অর্জন করতে চলেছে? এটাও কি লোকে জানতে পারছে না যে তোমরা দু'জন মিলিত হয়ে প্রতি সপ্তায় চার্চে গিয়ে এই সব কাজ করছ? এর থেকে এটা কি বোঝা যাচ্ছে না যে, তোমরাও একদিন ওই পরলোকবাসীদের সভায় গিয়ে অংশগ্রহণ করবে? ওরা যে চার বা টোপ ফেলেছে, ম্যালন তা বোকা মাছের মতো গিলে ফেলেছে। ওর মুখে বঁড়শির কাঁটাটা বিঁধে আছে। হ্যাঁ ম্যালন, সব কথা খুলে বলা ভাল, আর আমি সেটাই চাই।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ঘাড়টা এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল আর তার জ্বলন্ত চোখ দুটো ঘরের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরতে লাগল। তার সে চোখের দৃষ্টি ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের উপরই পড়তে লাগল।

অ্যাটকিংসন বলল, আমরা চাই সকলেরই মত প্রকাশিত হোক। আপনি অবশ্য বিপরীত মত প্রকাশ করতে পারেন। আপনার সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা আছে। তবে আমি থ্যাকার-এর কথাটার পুনরাবৃত্তি করে আপনাকে কিছু বলতে চাই। থ্যাকার তার এক বিরোধীকে বলেছিলেন, "আপনি যা বলছেন তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি যা দেখেছি আপনি যদি তা দেখেন তাহলে হয়ত আপনি আপনার মত পরিবর্তন করবেন।" মনে হয় একদিন আপনি আসল ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতে সমর্থ হবেন এবং বিজ্ঞান জগতে আপনার যে মর্যাদা আছে তার ফলে আপনার মত যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করবে।

বিজ্ঞান জগতে যদি আমার কোনও মর্যাদা থাকে তাহলে তার কারণ এই যে, আমি সবসময় প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরই মনোসংযোগ করেছি এবং যা কিছু অর্থহীন ও অবান্তর তা বাতিল করে এসেছি। আমার মস্তিষ্কের বুদ্ধি কখনও কোনও বিষয়ের প্রান্তদেশ ছুঁইয়ে চলে যায় না। সে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সে বিষয়ের পেট চিরে তার ভেতরকার যত সব প্রতারণার, নির্বুদ্ধিতাকে টেনে বার করে আনে।

অ্যাটকিংসন বলল, কখনও কখনও নির্বুদ্ধিতা প্রতারণার পাশাপাশি থাকে। শোন ম্যালন, আমি বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছি এবং ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। এখন আমি যাচ্ছি। মাফ করবেন প্রফেসর, আমি এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে নিজেকে সম্মানিত করছি।

ম্যালনও বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দু'জনে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আপন আপন বাড়ির পথে যাত্রা করল। অ্যাটকিংসন গেল উংমপল স্ট্রীটের দিকে। আর ম্যালন গেল সাউথ নরউডের দিকে। ম্যালনের বাড়ি ছিল সাউথ নরউডে। ম্যালন যাওয়ার আগে সার্জেনকে মুচকি হেসে বলল, প্রবীণ ভদ্রলোক, ওঁর কথায় আমাদের রাগ করা উচিত নয়, উনি আমাদের কোনও ক্ষতি করতে চান না। আসলে মানুষটা চমৎকার।

অ্যাটকিংসন বলল, সত্যিই তিনি তাই। কিন্তু কেউ যদি আমাকে গোঁড়া পরলোকবাদী করে তোলে তাহলে আমি তা সহ্য করতে পারব না। যাই হোক ম্যালন যদি তুমি বিষয়টার গভীরে ঢুকতে চাও তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আচ্ছা তুমি লিন্ডেন-এর নাম শুনেছ?

ম্যালন বলল, লিন্ডেন? হ্যাঁ আমি জানি সে হচ্ছে এক পেশাদার মিডিয়াম। আমি জানি সে এক আস্ত শয়তান।

অ্যাটকিংসন বলল, হ্যাঁ লোকে তার সম্বন্ধে তাই বলে। কিন্তু তোমাকে তা বিচার করে দেখতে হবে। গত শীতকালে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সেই থেকে তার প্রতি আমার আগ্রহ আছে। তার সঙ্গে আমি এক বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে গেছি। তাকে সবসময় পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে দেখা করতে হলে অল্প কিছু ফি দিতে হয়, তবে মাত্র একটা পেনি। তুমি যদি তার সঙ্গে একবার বসতে চাও তাহলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাকে খাঁটি বলে মনে কর?

অ্যাটকিংসন তার কাঁধ দুটো নাড়ল। তারপর বলল, লোকে তাকে কোনও বাধা দেয় না। মোটের উপর তাকে সবাই মেনে নেয়। আমি যতদূর দেখেছি, তার মধ্যে কোনও প্রতারণা খুঁজে পাইনি। তবে তুমি নিজে সেটা বিচার করে দেখবে।

ম্যালন বলল, আমি তা করব। এ বিষয়ে আমার এক উত্তপ্ত আগ্রহ আছে। এ বিষয়ে আমাকে একটা কিছু নিতে হবে। একটু সময় করে দিলে আমি তোমাকে লিখে জানাব, তখন আমরা ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করতে পারব।

৪

হ্যামারস্মিথের কিছু আশ্চর্যজনক কাজকর্ম

এ বিষয়ে কাগজে যারা লেখালেখি করত তাদের কমিশনার বলা হতো। এ বিষয়ে ম্যালন ও এনিড এই দুই কমিশনারের যে যৌথ রচনাটি সাপ্তাহিক ডেইলিতে প্রকাশিত হয়—তা একই সঙ্গে আগ্রহ ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সহ সম্পাদক

এক ভর্ৎসনামূলক সম্পাদকীয় লেখেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম বিষয়ে গোঁড়া পাঠকদের সন্দেহ বাতিকটাকে শান্ত করা। তিনি তার চিঠিতে লিখতেন—'লক্ষ্য করে দেখলে হয়তো ব্যাপারটা সত্যিই মনে হবে। তবে এটা আমরা সবাই জানি যে এসব ব্যাপার মহামারি রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে।' ম্যালন অজস্র চিঠিপত্রের মধ্যে ডুবে গেল। এই ব্যাপারের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু চিঠি আসতে লাগল তার কাছে। এর থেকে বোঝা গেল এ বিষয়ে পাঠকদের মনে বহু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে তীব্রভাবে। আগে সে যে সব রচনা লিখেছিল সেগুলি কেবল শুধু কিছু ক্যাথলিক ও ইভাঞ্জেলিক্যাল সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীস্টানদের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল, কিন্তু এখন বিভিন্ন দিক থেকে এত বেশি চিঠি আসতে লাগল যে তার চিঠির বাক্স ভরে গেল। বেশির ভাগ চিঠিই মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকে উপহাস করে লেখা। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে লেখকেরা যাই বলুন এই মনের শক্তির কথা কেউ জানে না। ম্যালনের রচনা ঘটনার যথাযথ বিবরণ দান করলেও সেই ঘটনার হাস্যরসাত্মক দিকগুলোকেও তুলে ধরেছিল।

পরের সপ্তায় ম্যালন যখন তার অফিসের ঘরে বসে কাজ করছিল তখন তার বালক ভৃত্য একজন অতিথির কার্ড এনে দিল। তাতে গত সপ্তায় এক রাত্রিতে পরলোকবাদীদের যে সভায় সে গিয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বলসোভারের নাম লেখা ছিল।

বলসোভার ম্যালনকে বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম এ ব্যাপারে কৌতুকজনক দিকটা আপনাদের ভাল লাগবে।

ম্যালন বলল, আমাদের লেখা বিবরণটা কি আপনি ভাল মনে করেন না?

বলসোভার বললেন, শুনুন মিঃ ম্যালন। আপনি আর আপনার সঙ্গে সেই তরুণীটা যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু আসলে আপনারা বিষয়টার কিছুই জানেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, পৃথিবী ছেড়ে যে সব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চলে গেছেন তারা যদি পুনরায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারেন তাহলে দুঃখজনক হবে।

ম্যালন বলল, কাজটা কিন্তু নীরস ও একঘেয়ে।

বলসোভার বললেন, বহু নির্বোধ ও বোকা লোকই পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে যায়। তাদের তো আর পরিবর্তন হয় না। অনেকেই জানে না পরলোক থেকে আসতে কি ধরনের বাণীর প্রয়োজন। গতকাল আমাদের সভায় চার্চের এক পাদ্রি মিসেস ডেবস-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর কন্যার মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। মিসেস ডেবস পরলোকগত সেই মেয়েটির বাণী শুনতে পান। তার থেকে তিনি জানতে পারেন পাদ্রির মেয়েটি সুখেই আছে। তবে তার বাবার দুঃখ তার মনকে পীড়িত করে। কিন্তু পাদ্রি এ কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, এসব কথায় আমার দরকার নেই। এ কথা যে কেউ বলতে পারে। ওটা আমার মেয়ে নয়।

মিসেস ডেবস বললেন, আপনার মেয়ে আরও বলেছে আপনি রঙিন শার্টের উপর রোমান কলার পরবেন না।

এই তুচ্ছ কথাটা শুনে পাদ্রি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সে সবসময় আমাকে কলারের জন্য বকত।

পাদ্রির কথা শেষ করে বলসোভার বললেন, এ সব ঘরোয়া খুঁটিনাটি কথা ম্যালন।

ম্যালন ঘাড় নেড়ে বলল, শার্ট ও কলার সম্বন্ধে এই সব কথা যে কেউ বলতে পারে।

বলসোভার হাসতে হাসতে বললেন, এখন আমি যে জন্য এসেছি বলছি। আপনার মনটা খুব কড়া। এজন্য আমি অবশ্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। আপনি ব্যস্ত লোক এবং আমিও তাই। আমাদের মধ্যে যাদের কিছুটা বোধশক্তি আছে তারা সবাই রচনাটা পড়ে খুশি হয়েছে।

অ্যালপারনন মেইলী আমাকে লিখেছেন তিনি লেখাটা পড়ে খুশি হয়েছেন। তিনি খুশি হলেই আমরা খুশি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ব্যারিস্টার মেইলীর কথা বলছেন?

বলসোভার বললেন, আমি বলছি ধর্মসংস্কারক মেইলীর কথা। এইভাবেই তিনি পরিচিত আমাদের কাছে।

আর কি বলার আছে।

আর বলার কথা একটাই আছে। সেটা হচ্ছে এই যে যদি আপনি ও আপনার সঙ্গিনী এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে চান এবং এ ব্যাপারে আরও অগ্রসর হতে চান তাহলে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি। আমরা প্রচার চাই না। আপনাদের ভালোর জন্যই আমরা সাহায্য করব আপনাদের। তবে আমরা একেবারে প্রচারবিমুখও নই। আমার নিজের বাড়িতে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ঘটনার ব্যাপার আছে, তবে সেখানে কোনও পেশাদার মিডিয়াম নেই। আপনারা যদি চান....

বলসোভারের কথা শুনে ম্যালন বলল, এর থেকে আমার পছন্দসই ব্যাপার আর কিছু থাকতে পারে না।

বলসোভার বললেন, তাহলে আপনারা দু'জনেই চলে আসুন আমার বাড়িতে। বাইরের লোক বেশি থাকে না। মনস্তত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের আমি চাই না। কেন তাদের সন্দেহভাজন হয়ে অপমানিত হব আমি? তারা ভাবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কোনও বিচারবুদ্ধি বা অনুভূতি নেই। কিন্তু আপনারা তেমন নন। আপনাদের একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে। আমরা এটাই চাই।

ম্যালন বলল, আমি কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করি না। এতে আপনাদের কাজে কিছু বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না?

মোটেই না। কারণ আমরা সরল মনের মানুষ। মানুষের কোনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে বাধা দিতে চাই না। সব অবস্থাকেই আমরা সহজভাবে মেনে নিই। মানুষের আত্মা জীবিত দেহে থাকাকালে যেমন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের পছন্দ করে না, তেমনি আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেলেও পরলোক থেকে এসে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সহ্য করতে পারে না। আমরা যেমন ইহলোকের জীবিত মানুষদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি তেমনি পরলোক থেকে আগত প্রেতাত্মাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার করা উচিত।

ম্যালন বলল, ভদ্র ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।

বলসোভার বললেন, কিন্তু প্রেতাত্মাদের সঙ্গে অনেকেই খারাপ ব্যবহার করে। একজন মহাজন যাকে টাকা ধার দিয়েছিল সেই ঋণী ব্যক্তিকে তার ঋণ শোধ না করার জন্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। সেই ঋণী ব্যক্তির প্রেতাত্মা মিডিয়ামে ধরা পড়ে। তখন সে তার ঋণদাতার গলাটা টিপে ধরে। তাতে তার জীবন বার হওয়ার উপক্রম হয়। যাই হোক আমি যাচ্ছি মিঃ ম্যালন। আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রি আটটার সময় বসি। চার বছর ধরে একটানা এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। আপনি যাবার একদিন আগে জানিয়ে দেবেন, তাহলে মিঃ মেইলীকে আমি জানিয়ে রাখব, তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তিনি আমার থেকে ভাল উত্তর দিতে পারেন। তাহলে পরের বৃহস্পতিবারই চলে আসুন।

এই বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন বলসোভার।

ম্যালন-এনিড দু'জনেই মনে করত আমাদের অর্থাৎ ইহলোকের মানুষদের জ্ঞানের সীমানাটাকে বাড়াতে হবে। সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাটা অত সহজে টানা চলবে না। আমরা যা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিই সেটাকেও জানার চেষ্টা করতে হবে। চিন্তাশীল প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের প্রখর বুদ্ধির উপর তাদের দু'জনেরই শ্রদ্ধা ছিল। তবে ম্যালন কোনও বিতর্কে জড়িয়ে গেলে এটা বলতে বাধ্য হত যে কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথার থেকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন সাধারণ মানুষের কথার গুরুত্ব অনেক বেশি।

ডন পত্রিকার সম্পাদক মারভিনের সঙ্গে ম্যালনের পরিচয় ছিল। একদিন মারভিন কথা প্রসঙ্গে ম্যালনকে বললেন, শুনছি তুমি নাকি বলসোভারের বাড়িতে সাপ্তাহিক সভায় যাচ্ছ। ওখানে পরলোক থেকে প্রেতদের আনার অনুষ্ঠান হয়। বলসোভারেরা আমাদের মধ্যে বেশি পরিচিত। তবে আমাদের কাউকে ও বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। খুব কম লোককেই ঢুকতে দেয়। সেজন্য তুমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে পার। তোমার প্রতি ভদ্রলোকের যে একটা আসক্তি জন্মেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ম্যালন বলল, উনি মনে করেন আমি ওদের সম্বন্ধে ভালই লিখেছি।

মারভিন বললেন, রচনাটা তেমন কিছুই হয়নি। একটা সাদামাটা নীরস রচনা যার মধ্যে অনেক কিছুরই অভাব আছে।

ম্যালন একটা সিগারেট ধরাল। মারভিন আবার বলতে লাগলেন, বলসোভারের বাড়ি ও অন্যান্য জায়গায় প্রেততত্ত্বের যে অনুষ্ঠান হয় তার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা প্রেতাত্মা বলে যাদের দেখায় এবং মৃত ব্যক্তিদের বাণী বলে যা প্রচার করে তার কোনও ভিত্তি নেই। আসলে ওরা পরলোক থেকে কোন প্রেতকে সশরীরে আনতে পারে না। জনতার মধ্য থেকে এক-একটা মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের প্রেত বলে চালায়। ওরা শুধু বলে যারা এ বিষয়ে আরও জানতে চায় ওরা তাদের সাহায্য করবে।

ম্যালন বলল, হ্যাঁ, আমি আপনার কথা বুঝি। আমি এ বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদী।

ওরা প্রেত ও প্রেতদের বাণী বলে যা চালাতে চায় সেগুলোতে আমার বিশ্বাস হয় না।

মারভিন বললেন, সেন্ট পল ছিলেন একজন ভাল মনস্তাত্ত্বিক। তিনি বহুক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত গুহ্য কথাগুলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যাতে অজ্ঞ লোকদেরও বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তার কোনও কথা উদ্ধৃত করতে পারেন ?

মারভিন বললেন, আমি নিউ টেস্টামেন্ট-এ কি আছে তা জানি তবে অবশ্য তার সব কথা আক্ষরিকভাবে আমার জানা নেই। তার অনুচ্ছেদে আছে পরলোকবাদীদের মধ্যে যারা অনভিজ্ঞ তাদের কাছে বাক্‌চাতুর্যই বড় কথা। এই বাক্‌চাতুর্যের দ্বারাই তারা মানুষকে বশ করে। কিন্তু যারা ভবিষ্যৎবাণী করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আর এই ভবিষ্যৎবাণীই হলো প্রকৃতপক্ষে পরলোকের বাণী। এটা সবাই পারে না। অভিজ্ঞ পরলোকবাদীর কোনও ভূত-প্রেতের প্রয়োজন হয় না।

ম্যালন বলল, যে অনুচ্ছেদের একথা লেখা আছে আমি তা দেখে নেব।

মারভিন বললেন, তুমি এটা কোরিন থিয়ানের মধ্যে পাবে।

ম্যালন বলল, একথা সবাই স্বীকার করে নেয়। তাই নয় কি ?

মারভিন বললেন, এটা একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। যাই হোক আমি অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম। তোমাকে যে আসল কথাটা বলতে চাই। তুমি বলসোভারদের ভূতপ্রেত নিয়ে সার্কাস খেলা দেখানোটাকে বেশি গুরুত্ব দিও না।

যতদূর দেখা গেছে ব্যাপারটার মধ্যে খারাপ কিছু নেই, কিন্তু ক্রমশই ব্যাপারটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। এ রোগ হচ্ছে প্রেতাত্মা খোঁজার রোগ। শিকারের রোগ। আমি এমন অনেক লোককে জানি বিশেষ করে অনেক মহিলাকে যারা পরলোক অনুষ্ঠানের চারদিকে ভিড় জমায়। বারবার তারা সেখানে যায় এবং একই জিনিস দেখে, কখনও আসল কখনও নকল।

ম্যালন বলল, আমি আপনার কথা বুঝেছি। আমি কিন্তু শক্ত জমির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি।

মারভিন বললেন, শক্ত জমি মানে তোমার ভাগ্য ভালোই। তোমার লেখাটা প্রেসে চলে গেছে। আমি মুদ্রকের কাছে গিয়ে দশ হাজার ছাপার কথা বলব।

ম্যালন বলল, আপনি কি একটা সাবধান করার কথা বলছিলেন না ?

মারভিনের সরু মুখখানা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম। যদি তোমার কোনও ধর্ম বিষয়ে গভীর বিশ্বাস থাকে তাহলে তোমার পরলোকতত্ত্বের বেশি গভীরে যাওয়া উচিত হবে না। পরে হয়তো তোমার সেই অন্তর্নিহিত ধর্মবিশ্বাসকে ছাড়তে হতে পারে এবং সেটা হবে খুবই বিপজ্জনক তোমার পক্ষে।

ম্যালন বলল, বিপজ্জনক বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ?

মারভিন বললেন, ওরা সৎ সংশয় বা সৎ সমালোচনায় কিছু মনে করে না। তবে কেউ যদি ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

ওরা কে ?

মারভিন বললেন, ওরা মানে ওই প্রতিষ্ঠান যারা চালায়। ওরা বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ। ওদের কাছে ন্যায়বিচার বলে কোনও জিনিস নেই।

ম্যালন বলল, আপনি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত ?

মারভিন বললেন, যত সব বাজে ব্যাপার। এ যেন মধ্যযুগের কুসংস্কার আচ্ছন্ন ধর্মচর্চা। তবে এটা আশ্চর্যের কথা যে তোমাদের মতো জ্ঞানবান লোক ওদের কথায় বিশ্বাস করে ওদের কাছে যাওয়া-আসা করে।

এরপর মারভিন যারা মিডিয়ামের কাজ করে আর যারা মিডিয়ামের সঙ্গে প্রেতদের নিয়ে খেলা করে, তাদের পরিণতি কি হয়েছিল, সেই সব লোকদের কথা পর পর বললেন, কিন্তু ম্যালন এ কথায় বিশেষ প্রভাবিত হলো বলে মনে হলো না।

মারভিন আবার বললেন, আমার মূল কথা হলো এই যে ওদের এসব পরলোক চর্চার ব্যাপারে ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ওদের কেউ সমালোচনা করে তবে তার ফল বিপজ্জনক হবে। যেমন ধর, জোন্স একবার রাফেয়েলের কাজকে বাজে বলে সমালোচনা করেছিল, তার জন্য তাকে অ্যাঞ্জিনা পেক্টোরিস রোগে ভুগে মরতে হয়।

ম্যালন বলল, কিন্তু এর উল্টো দিকটাও তো আছে। প্রফেসর মর্গেট একজন গোঁড়া বস্তুবাদী, পরলোকবাদীদের শত্রু বলা যেতে পারে। তিনি কোনও ভূত-প্রেত বা মিডিয়ামদের কাজকর্মকে বিশ্বাস করেন না। তবু তিনি জীবনে বেশ উন্নতি করেছেন এবং সুখেই আছেন।

মারভিন এর উত্তরে বললেন, তার কারণ এই যে প্রফেসর মর্গেট-এর সংশয় ও অবিশ্বাসটি সৎ। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। তিনি ওদের বিষয়ে কাগজে লেখালেখি করে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেননি। তিনি ওদের শত্রু হলেও তার শত্রুতাটা সক্রিয় নয়।

ম্যালন আরও বলল, তারপর দেখুন মরগ্যান মিডিয়ামদের কাজের অসারতা তুলে ধরে তাদের মুখোশ খুলে দেয়।

তাদের মিথ্যাচারের কথা বলে সে ভাল কাজই করেছেন।

আরও দেখুন ফ্যালকোনার ওদের বিষয়ে কড়া সমালোচনা করে অনেক কিছু লেখে।

ও ! তুমি ফ্যালকোনারের কথা বলছ ! কিন্তু তুমি তার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কিছু জান কি ? আমি জানি। ফ্যালকোনার তার কাজের প্রতিফল ঠিকই পেয়েছিলেন। আর সে প্রতিফল ভাল হয়নি।

এবার মারভিন একটা ভয়ঙ্কর কাহিনীর কথা উল্লেখ করল। কোনও এক ভদ্রলোক তার জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রতিভার বেশির ভাগ পরলোকতত্ত্বের মুখোশটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবার

কাজে প্রয়োগ করত। কিন্তু তার জীবনে শেষ পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর হয়। মারভিন এবার শেষবারের মতো বললেন, যতদূর সম্ভব আমি তোমাকে সাবধান করে দিলাম। এরপর তুমি যা ভাল বোঝ করবে। কোনও প্রয়োজনবোধ করলে "ডন" পত্রিকার অফিসে ফোন করবে।

ম্যালন বলল, আপনার কথাগুলোর মধ্যে একটা কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। যাই হোক আমি এ বিষয়ে বুঝে চলব।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ম্যালন এনিডকে আনার জন্য তাদের বাড়িতে গেল। এনিডকে নিয়ে সে বলসোভারের বাড়িতে প্রেতচর্চার আসরে যাবে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাদের নানা উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। তার দাড়িটা সামনের দিকে খাড়া হয়ে ছিল, তার চোখ দুটো বন্ধ ছিল। অথচ তার ভ্রূ দুটো ওপরের দিকে তোলা ছিল। তার মেজাজটা যখন নরম থাকে এবং যখন কারও কোনও কাজে তার নীরব সমর্থন থাকে তখন তার মুখ-চোখের ভাবটা এরকম থাকে। তিনি এনিডকে বিদায় দেবার সময় বললেন, প্রেতচর্চার সময় যদি কোনও উল্লেখযোগ্য প্রেতকে দেখতে পাও তবে তোমার বাবার কথাকে যেন ভুলো না। আমার কাছে এক বিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে যাতে রাসায়নিক দ্রব্য যুক্ত আছে। তাতে যে কোনও ছায়ামূর্তি দেখা যাবে।

বলসোভার যে ঠিকানাটা দিয়েছিলেন তা আসলে হচ্ছে হ্যামারস্মিথের এক ঘিঞ্জি অঞ্চলের মধ্যে এক মুদির দোকান। অথচ তিনি বলেছিলেন সেটা এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং বাড়িয়ে বলা তার সুভাষণটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। ম্যালন ও এনিড ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখল সেই মুদির দোকানটা লোকে ভর্তি। তাই তারা বাইরে ফুটপাতের উপর ঘোরাফেরা করতে লাগল। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সেই ট্যাক্সি থেকে অপরিচ্ছন্ন টুইডের পোশাক পরা লম্বা চওড়া একজন লোক এসে নামল, তার মুখে দাড়ি ছিল। লোকটি তার হাতঘড়িটা দেখে সেইখানে পায়চারি করতে করতে ম্যালনের কাছে এসে বলল, আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ? আপনি কি সেই সাংবাদিক যিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন ?

ম্যালন সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ। আমি সেই সাংবাদিক।

লোকটি বলল, মিঃ বলসোভার এখন অতিশয় ব্যস্ত। সুতরাং আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। বলসোভারের কাজ দেখে মনে হয় তিনি যেন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মিঃ অ্যালভার মেইলী।

মেইলী বলল, আমার পরিচয় অবশ্য বন্ধুদের একাংশের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করে।

মেইলী আবার বলল, বিরোধীরা আমাদের সবাইকে এক মনে করে। আমাদের একই কলঙ্কের কালিমায় চিহ্নিত করে। জানি না আপনার ভাগ্যে কি ঘটবে।

এনিড মৃদু হেসে বলল, আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরলোকবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠিনি।

মেইলী বলল, এ বিষয়ে বিশ্বাসী হতে সময় লাগবে। আমি যখন প্রথম এই ক্ষেত্রে আসি তখন আমারও ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। তবে এতদিনে বুঝেছি এটা জগতের মধ্যে সবচেয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আমি যখন এ বিষয়ে বক্তৃতা দিই তখন আমি দর্শকদের কাউকে আমার মতের আওতায় জোর করে আনতে চাই না। আমি শুধু তাদের সামনে সত্যটাকে তুলে ধরি। এরপর তারা যা ভাল বোঝে করে। আমি জানি বিশ্বাস আর জ্ঞান এক নয়। মানুষ পরের কথায় অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু নিজে ভাল করে জেনে বা বুঝে মানুষ যা বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসই স্থায়ী হয়। যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কিছু থাকে তবে তারা সঠিক পথ বেছে নেবে।

এনিড বলল, আপনি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। মনে হলো নতুন পরিচিত এই লোকটির সরল ও খোলাখুলি কথায় সে কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল।

বলসোভারদের ঘরের জানলায় কাচের ভিতর দিয়ে আসা পুরো আলোটা ওদের ওপরে এসে পড়ছিল। এনিড এবার নবাগত মেইলীর মুখখানা ভাল করে দেখতে পেল। দেখল তার দাড়িটা খড়ের মতো ধূসর রং-এর। তার চিবুকটা আক্রমণাত্মক বলে বেশ বোঝা যায়। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন কঠোরতার ও কাঠিন্যের এক মূর্ত প্রতীক। এনিড ভেবেছিল লোকটা গোঁড়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, কিন্তু এখন দেখল লোকটা ঠিক তার উল্টো। এনিড জানত এই লোকটার নাম খবরের কাগজে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। সবাই জানে পরলোকবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মেইলী একজন প্রধান ও অনমনীয় যোদ্ধা।

এনিড এবার ম্যালনকে চুপি চুপি বলল, এই লোকটাকে যদি একটা ঘরের মধ্যে বাবার সাথে বন্দী করে রাখা যায় তাহলে কি হবে ভাবতে পারছ?

ম্যালন হেসে বলল, তোমার এই প্রশ্নটা একটা স্কুলবালকের প্রশ্নের মতোই অর্থহীন। যেমন মনে কর কেউ যদি প্রশ্ন করে যদি কোনও দুর্বার শক্তি এক অপরাজেয় বাধাকে আঘাত করে তাহলে কি হবে। তোমার প্রশ্নটা এইরকম।

মেইলী বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বলল, আপনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কন্যা। বিজ্ঞান জগতে তিনি একটা নামকরা লোক। যথেষ্ট খ্যাতি আছে তাঁর। কিন্তু এই জগৎটা নিজেই নিজের কাছে সীমাবদ্ধ।

এনিড বলল, আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মেইলী বলল, আসল বিজ্ঞানের মূলে আছে শুধু বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদ আমাদের অনেক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছে। এর অভাবে আমাদের জীবনযাত্রা এত সহজ ও একইসাথে ভয়ঙ্কর হত না। আজকের মানুষ এটাকেই বলছে প্রগতি। কিন্তু আসলে আমরা দুর্বার বেগে পিছনের দিকে চলেছি। অথচ আমরা এই মিথ্যা ধারণায় আছি যে আমরা এগিয়ে চলেছি।

ম্যালন বলল, হতে পারে মিঃ মেইলী, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারলাম না।

মেইলীর কথাটা গোঁড়ামিতে ভরা বলে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল ম্যালন। সে আবার বলল, একবার ভেবে দেখুন বেতার তরঙ্গের কথা অথবা সমুদ্রে ব্যবহৃত এস. ও. এস. কল। বিজ্ঞানের এই অবদানগুলোতে কি মানবজাতির উপকার হয়নি!

মেইলী বলল, এগুলোতে মানুষের উপকার হয় ঠিকই। আমি পড়ার জন্য যে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প ব্যবহার করি তার মূল্য আমি বুঝি। এগুলো বিজ্ঞানেরই দান আমি তো আগেই বলেছি। বিজ্ঞানের এই সব দান আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাময়িক নিরাপত্তা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে কেন আপনি তার অবমূল্যায়ন করছেন?

মেইলী বলল, করছি তার কারণ এই বিজ্ঞান একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে আড়াল করে রেখেছে। সেই বিষয়টি হলো জীবনের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের অবদানগুলো কেবল আমাদের জীবনের প্রান্তভাগগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবনের বাইরের দিকটাকে নানাভাবে সাজিয়েছে। কিন্তু জীবনের কেন্দ্রস্থলে আমাদের প্রবেশ করতে দেয়নি। জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আমাদের।

ম্যালন বলল, কথাটা বুঝলাম না।

মেইলী বলল, গতিটাই আসল কথা নয়। কত তাড়াতাড়ি আমরা কোথাও যেতে পারলাম সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো সেই যাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি। কত তাড়াতাড়ি এবং কত সহজে একটা বাণী বা বার্তা পাঠালাম সেটা বড় কথা নয়। দেখতে হবে সেই বাণী বা বার্তার মূল্যটা কি? এই ভাবে জীবনের প্রতিস্তরে তথাকথিত প্রগতি একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটা আসল প্রগতি নয়। অথচ আমরা মনে করি যে ঈশ্বর যে কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই কাজই করে চলেছি আমরা।

আর সেই কাজটা?

সে কাজ হলো, জীবনের পরের স্তরের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা। সে প্রস্তুতি হলো মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতি। আমরা কিন্তু এই দুটি প্রস্তুতিকেই অবহেলা করে চলেছি। বৃদ্ধ বয়সে আমাদের আরও সুন্দর মানুষ হয়ে উঠতে হবে। আরও নিঃস্বার্থপর, সহিষ্ণু ও উদার মনের পরিচয় দিতে হবে। আমাদের এটাই হওয়া দরকার। এই মানবভাগ্য হচ্ছে আত্মার কারখানা। কিন্তু এই কারখানা থেকে কেবল যত সব বাজে জিনিস তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে।

এই কথা বলেই জোরে হেসে উঠল মেইলী। আস্তে আস্তে বলল, কি আশ্চর্য আমি রাস্তায় দাঁড়িয়েই বক্তৃতা দিতে শুরু করেছি। যাক তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য মিঃ বলসোভার এসে গেছেন।

মিঃ বলসোভার জানলা দিয়ে হঠাৎ ওদের দেখতে পেয়ে সাদা অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে ওদের সান্ধ্য নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনাদের এই ঠাণ্ডায় এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। তাছাড়া এখন সময় হয়ে গেছে। সময়ানুবর্তিতাই আমার জীবনের এক প্রধান নীতি। এখন চলুন। আমার ছেলেরা দোকান বন্ধ করবে।

তারা দোকানের ভিতর দিয়ে, নানা জিনিসপত্রের মাঝখান দিয়ে পথ করে দোকানের সন্নিহিত বাড়ির মধ্যে ঢুকল। মিঃ বলসোভার আগে আগে গিয়ে বাড়ির দরজা খুলতেই একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওরা দোতলায় একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। মিঃ বলসোভার দরজাটা খুলতেই ওরা ঘরে ঢুকে দেখল একটা বড় টেবিলে চারদিকে বেশ কিছু লোক বসে আছে। মিসেস বলসোভার তাঁর তিন মেয়েকে নিয়ে সেই ঘরেই ছিলেন। মিসেস বলসোভারের চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া। মুখখানা হাসি-খুশিতে ভরা। মেয়েরাও বড় হয়েছে। তাদের মুখগুলো তাদের মায়ের মতো হাসি-খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিসেস বলসোভারের কাছে একজন বয়স্কা মহিলাকে দেখা গেল। তাকে দেখে এই পরিবারের আত্মীয়া বলে মনে হলো। এছাড়া আরও দু'জন মহিলা প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে ছিল। একজন বেঁটেখাটো চেহারার মাথায় পাকা চুলওয়ালা ভদ্রলোক ঘরের এককোণে একটা হারমনিয়ামের সামনে বসে ছিল। তার চোখদুটো মিটমিট করছিল।

মিঃ বলসোভার অতিথিদের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হচ্ছেন মিঃ স্মাইলে, আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি না থাকলে আমাদের যে কি হতো তা বলা যায় না।

এরপর মিঃ বলসোভার ম্যালন ও এনিডকে দেখিয়ে বললেন, এরা দু'জন সাংবাদিক বন্ধু। আমাদের কাজকর্ম বিষয়ে জানতে এসেছেন।

মিঃ বলসোভারের পরিবারের লোকেরা সমর্থনের হাসি হেসে নীরবে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু একজন বয়স্কা মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে কড়াভাবে গম্ভীর মুখে ওদের দিকে তাকাল। তার পর বলল, হে বহিরাগত অতিথিদ্বয়, আপনাদের স্বাগত জানাই। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি এবং সেটা হলো এই যে আমরা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অবশ্যই চাই। পরলোক থেকে যে সব আত্মারা দয়া করে এখানে আসেন আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখি। আমরা চাই না তারা কারও দ্বারা অপমানিত হোক।

ম্যালন সেই মহিলাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, সেই বিষয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। এক বিশেষ আগ্রহ ও সরল মন নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।

সেই পরলোকবাদী মহিলা বলসোভারদের প্রতিবেশিনী এবং সহযোগী। তিনি বললেন, কিন্তু আমরা এর আগে যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি। আমরা সেই মেডোর ঘটনাটা আজও ভুলিনি।

মিঃ বলসোভার অতিথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, না না মিসেস মেলডন, সেরকম ঘটনা আর ঘটবে না। সে ঘটনায় আমরা বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। এরপর ঘরের সব আলো নিভে গেলে মিঃ বলসোভার তার হাতের আঙুল দিয়ে ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট লোকদের গায়ে একটা করে এমনভাবে খোঁচা দিতে লাগলেন যে তারা যেন ভাবতে পারে অন্ধকারে কোনও প্রেতাত্মা এসে তাদের গাগুলোকে স্পর্শ করে তার আবির্ভাবের কথাগুলো জানিয়ে দিচ্ছে।

ম্যালন বুঝতে পারল মিঃ বলসোভার নিজেই প্রতারণার এক মূর্ত প্রতীক। তারপর সে মিঃ বলসোভারকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা বাধ্য হয়ে বলছি আমরা এই ধরনের আচরণ সহ্য করতে অসমর্থ।

সেই বয়স্কা মহিলা বসে পড়লেন। কিন্তু তিনি আগের মতোই ম্যালনদের দিকে সন্দেহের সঙ্গে তাকাতে লাগলেন।

মিঃ বলসোভার বললেন, মিঃ মেইলী আপনি এখানে বসুন। মিঃ ম্যালন আপনি কি আমার স্ত্রী ও একজন মেয়ের মাঝখানে বসবেন ? আপনার সঙ্গের যুবতীটি ওখানেই বসতে চান।

এনিড কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল, সে বলল, আমি মিঃ ম্যালনের কাছে বসতে চাই।

এই কথায় বলসোভার মুচকি হেসে তার স্ত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর বললেন, তা তো বটেই, খুবই স্বাভাবিক। ঠিক আছে।

অতিথিরা সকলে যথাস্থানে বসলে মিঃ বলসোভার বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ টিপে নিভিয়ে দিলেন। ঘরখানা অন্ধকার হয়ে উঠলেও বড় টেবিলটার মাঝখানে একটা বাতি জ্বলছিল। টেবিলের আলোটা বলসোভারের পরিবারের লোকজন ছাড়া আরও কয়েকজনের মুখের উপর পড়ছিল—যেমন মিসেস মেলডনের তীক্ষ্ণচোখ ও কঠোর মুখখানার উপর, মেইলীর কৌতূহলী চোখ ও হলুদ দাড়ির উপর, আর দু'জন পরলোকতত্ত্ববাদী ম্লান মহিলার উপর। ম্যালনের মনে হলো অন্ধকার ঘেরা এই স্বল্প আলোর বৃত্তের মধ্যে একটা জগৎ গড়ে উঠেছে। যে জগৎ বাইরের বাস্তব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যে জগতের মধ্যে এই কয়েকটি মানুষের সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে একান্তভাবে। অথবা বাইরের বিশাল জগৎটা সংকীর্ণ হয়ে এই আলোক বৃত্তের সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে।

বড় টেবিলটার উপরে একটা পিতলের পেটা ঘড়ি, একটা তাম্বুরা আর একটা গান বাজানোর বক্স এবং আরও কতগুলো ছোটখাট জিনিস ছড়ানো ছিল।

মিঃ বলসোভার বললেন, উই ওয়ান নামে এক বালিকা এ ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শক। সেই সবকিছু পরিচালনা করে। উই ওয়ান যদি কোনও জিনিস তার দরকার মতো না পায় তাহলে তা আমাদের জানিয়ে দেয়।

মিসেস বলসোভার বললেন, মেয়েটির এক নিজস্ব মেজাজ ও মানস প্রকৃতি আছে। যেমন আমাদের সকলেরই আছে।

সেই গম্ভীর ও কঠোর মুখওয়ালা মহিলাটি বলল, কেন থাকবে না ? আমি মনে করি সে কষ্ট করে আসবে এবং গবেষকদের মুখোমুখি হতে চাইবে।

মিঃ বলসোভার বললেন, আমাদের ছোট্ট মেয়ে গাইড উই ওয়ান-এর কথা এখনি শুনতে পাবেন।

এনিড বলল, আশা করি সে আসবে।

মিঃ বলসোভার আরও বললেন, এতদিন পর্যন্ত কখনও সে আমাদের কাছে অনুপস্থিত

হয়নি। একদিন শুধু মেডো নামে লোকটা পিতলের পেটা ঘড়িটা বৃত্তের বাইরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সে রেগে গিয়ে আসেনি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, মিডিয়াম কে?

মিঃ বলসোভার বললেন, আমরা সেটা আগে থেকে জানতে পারি না। আমরা শুধু সহায়তা করি। আমাদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে।

মিসেস বলসোভার বললেন, আমাদের পরিবারটি হলো এক সমবায় ভাণ্ডার।

এই কথায় সবাই হেসে উঠল।

ম্যালন আবার বলল, কিন্তু একজনকে তো মিডিয়াম হতেই হবে।

মেইলী গম্ভীর ও প্রভুত্বসুলক গলায় বলল, সাধারণত তাই হয় কিন্তু সেটা আবশ্যিক নয়। ক্রফোর্ড এটা গ্যাল্লাঘড় প্রেতানুষ্ঠানে দর্শকদের চেয়ার সমেত ওজন করিয়ে দেখিয়েছেন প্রত্যেকের দেহের ওজন দুই থেকে আড়াই পাউন্ড পর্যন্ত কমে গেছে। মিডিয়াম ক্যাথিলিনের ওজন আবার দশ পাউন্ড কমে যায়। আপনাদের অধিবেশন পর পর হয়েই যাচ্ছে আর কতদিন হবে মিঃ বলসোভার?

চার বছর একটানা। দীর্ঘ একটানা এই অধিবেশনের ফলে অনেকেরই উন্নতি হয়েছে। প্রত্যেকেই কিছু কিছু দান করেছেন। কোনও একজনের উপর মোটা অঙ্কের টাকা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে?

প্রেতদের আহ্বান করার ক্ষমতা লাভ, চুম্বকের মতো এক জৈব আকর্ষণ শক্তি। প্রায়ই খ্রীস্ট বলতেন, আমার থেকে অনেক শক্তি চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ খ্রীস্ট হতে নির্গত সেই শক্তি কিছু কিছু লাভ করে। গ্রীক ভাষায় এটাকে বলা হয় ডুনামিশ। অর্থাৎ দৈব শক্তি। এটাই হলো উন্নতি। মিঃ বলসোভার বললেন, ঠিক তাই। কিন্তু মিঃ ম্যালন আমরা কাজ শুরুর আগে আপনাকে দুটো জিনিস লক্ষ্য করতে বলব। আপনি টেবিলের উপর রাখা ওই পিতলের পেটা ঘড়িটা ও তাম্বুরার উপর একটা করে সাদা দাগ দেখতে পাচ্ছেন। ওটাই হলো ওদের আসার মাধ্যম। ওই সাদা দাগ দুটো সব সময় উজ্জ্বল থাকে। এই টেবিলটা আমাদের খাবারের টেবিল। এটা ব্রিটেনের ওক গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। আপনি এটা হাত দিয়ে দেখতে পারেন। এবার মিঃ স্মাইলি আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি "দি রক অফ এজেস্" গানটা বাজান।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে মিঃ স্মাইলি হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান বাজাতে শুরু করলেন। বৃত্তাকারে যারা বসেছিল তারা সকলে সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করল। সমবেত সুরেলা কণ্ঠের গাওয়া গানের ছন্দ ও সুর সব মিলিয়ে এক ভাবময় পরিবেশ গড়ে তুলল ঘরের মধ্যে। গানে অংশগ্রহণকারী সকলেই টেবিলের কোনার উপর হাতগুলো রেখেছিল। সকলকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল কেউ যেন তাদের পাগুলো আড়াআড়িভাবে না রাখে। এমন সময় ম্যালন তার হাত দিয়ে এনিডের হাতটাকে স্পর্শ করে দেখল তার স্নায়ুগুলো যেন উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে, মনে হলো সে যেন ভয় পেয়ে গেছে। অবশ্য এই সময় মিঃ বলসোভার রসিকতার সুরে সাদাসিধেভাবে কি বলতে পরিবেশ কিছুটা হাল্কা হয়ে উঠল।

বলসোভার বললেন, আজকের রাতটা ভালোই মনে হচ্ছে, শুধু বাতাসে কিছু তুষার আছে। এখন আপনারা আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন।

প্রার্থনা শুরু হলো, সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় যোগ দিল। সমবেত কণ্ঠস্বরে বলা হলো, হে আমাদের সকলের পরম পিতা, তুমি আমাদের চিন্তার অতীত হয়েও আমাদের জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে আছ। আজ রাত্রিতে সমস্ত অশুভ শক্তির হাত থেকে আমাদের মুক্ত রাখ। আমাদের আরেকটি প্রার্থনা আমরা যেন এই রাত্রিতে পরলোকের বাসিন্দা সেই সব আত্মাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি যারা আমাদের থেকে অনেক দূরে ঊর্ধ্বলোকে বাস করে। যে লোকে আমাদের একদিন যেতে হবে সেই অজানা জগতের সংবাদ তাদের মাধ্যমে পাওয়ার জন্যই আমরা প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছি। তুমি শুধু আমাদের পিতা নও, সেই সব পরলোকবাসী আত্মাদেরও পিতা। সুতরাং তারা আমার ভাই।

প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে সকলে আবার আপন আপন আসনে বসে পড়ল। এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল অন্ধকার ঘরখানায়। মাঝে মাঝে বাইরের রাস্তা থেকে যানবাহন চলাচলের একটা চাপা গর্জন আসছিল।

ম্যালন ও এনিড নিস্তব্ধ ঘরখানার পানে একবার তাকাতে তাদের প্রতিটি স্নায়ু সচকিত হয়ে উঠল।

এমন সময় মিঃ বলসোভার বলে উঠলেন, কিছুই কাজ করছে না। মিঃ স্মাইলি আপনি হারমোনিয়ামে অন্য একটা সুর বাজান। সুরে কম্পন চাই, সকলে সেই সুরের সঙ্গে সুর মেলান।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে সহসা এক নারী বলে উঠল, বাজনা থামাও ওরা এসে গেছে। সকলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু কোনও ফল হলো না। তারপর সে বলে উঠল উই ওয়ান-এর কণ্ঠস্বর শুনেছি। সে এসে গেছে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

আবার সব নীরব হয়ে গেল। তারপর সে এল। উই ওয়ান নামে সেই বালিকা পরিচালিকা এসে গেল। এটা উপস্থিত সকলের পক্ষে বিস্ময়কর। সে সকলকে ক্ষীণ অথচ জোর উচ্চ কণ্ঠস্বরে সান্ধ্য নমস্কার জানাল।

তখন উপস্থিত সকলে একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ে সমস্বরে তাকে প্রতি নমস্কার জানাল। ঘরে যেন উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার ঝড় বয়ে গেল। সকলে বলতে লাগল, স্বাগত উই ওয়ান, আমরা জানতাম তুমি আসবে। আমাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।

সকলের নমস্কার নিয়ে উই ওয়ান বলল, আমার বাবা-মাকে দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু দাঁড়িওলা লম্বা-চওড়া ওই লোকটি কে ? ও মিঃ মেইলী তোমাকে আগেই দেখেছি। দেখে খুশি হলাম।

এনিড ও ম্যালন চরম বিস্ময়ের সঙ্গে সবকিছু দেখতে লাগল। কিন্তু সকলেই যখন ব্যাপারটাকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নিল, এতে তাদের বিব্রতবোধ করার কিছু নেই। ওরা বুঝতে পারল একটি ছোট মেয়ে কথা বলছে এবং সে টেবিলের মাঝখান

থেকেই কথা বলছে। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তাদের কারও সঙ্গে তো ছোট মেয়ে ছিল না। তবে এই ছোট মেয়েটি কোথা থেকে এল ?

মেয়েটি নিজেই উত্তর করল, আমি তো অতি সহজেই এখানে এসেছি। আমার বাবার গায়ে বেশ জোর আছে। বাবা তার মেয়ে উই ওয়ানকে এই টেবিলের উপর তুলে দিয়েছে।

আমি দেখলাম বাবা একটা কাজ পারেনি।

মিঃ বলসোভার চিৎকার করে বলে উঠলেন, উপরে ওঠ।

বাতির যে আলোটা টেবিল ও তার চারদিকে একটা উজ্জ্বল বৃত্ত রচনা করেছিল, সেই উজ্জ্বল বৃত্তটা আস্তে উপরে উঠে গেল এবং ওদের মাথার উপরে দুলতে লাগল।

বলসোভার চিৎকার করে বললেন, আরও উপরে উঠে শিলিংটাকে ছোঁও।

সেই আলোর বৃত্তটা শিলিংটাকে ছুঁতেই উপর থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠস্বর বলল, এটা উই ওয়ানের উপহার।

হঠাৎ একটা কিছু এনিডের কোলের উপর পড়ল। সে সেটা হাত দিয়ে দেখল একটা ফুল, কিসেনথিমাম ফুল। উই ওয়ানকে ধন্যবাদ।

মেইলী জিজ্ঞাসা করল, এটা কি বাইরে থেকে এল ?

বলসোভার বললেন, না, না। এই ফুলটা ছিল হারমোনিয়ামের উপরে রাখা ফুলদানিতে। মিস চ্যালেঞ্জার আপনি উই ওয়ানকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এ বিষয়ে। সুরের কম্পন চালিয়ে যাও।

এনিড উপরে কম্পমান আলোকবৃত্তটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে উই ওয়ান ?

আমি আট বছরের এক কৃষ্ণাঙ্গ বালিকা।

মা আদরের ভঙ্গিতে বলল, হে আমার প্রিয় বাছাধন, এসো এসো। তুমি যখন প্রথম এসেছিলে তখন তোমার বয়স আট ছিল এবং সেটা কয়েক বছর আগের কথা।

কয়েক বছর আগের ব্যাপারটা তোমাদের কাছে, উই ওয়ানের কাছে নয়। উই ওয়ান আট বছরের মেয়ে হিসাবে কাজ করতে এসেছে। তার কাজ শেষ হয়ে গেলে সে একদিনেই বড় হয়ে উঠবে। সব কালই আমার কাছে সমান। আমি চিরকালই আট বছরের। তোমাদের মতো এখানে কালের কোনও ভেদ নেই।

মেইলী বলল, সাধারণত পরলোকের বাসিন্দারা আমাদের মতোই ছোট থেকে বড় হয়। কারও বিশেষ কোনও কাজ থাকলে সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের বয়স বাড়ে না। ওদের বয়সবৃদ্ধির ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত।

উপর থেকে সেই কণ্ঠস্বর বলল, আসলে ব্যাপারটা তাই। উনি ঠিকই বলেছেন।

সবাই হেসে উঠল।

এনিড ম্যালনের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এই সংস্থার কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে বেশ একটা আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠছে।

অতিথিবৃন্দের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, এডওয়ার্ড আমার গায়ে মাঝে মাঝে চিমটি কাটবে, যাতে আমি বুঝতে পারব আমি স্বপ্ন দেখছি না।

আমাকেও আমার গায়ে চিমটি কেটে দেখতে হবে।

বলসোভার উই ওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গান গাওয়ার কি হলো?

উই ওয়ান বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিকই বলছ। উই ওয়ান তোমাদের গান শোনাচ্ছে।

উই ওয়ান সরলভাবে তার গান শুরু করল। কিন্তু সেই গানের সুরটা অল্পক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। যখন পেটা ঘড়িটাতে একটা শব্দ হলো।

মেইলী বলল, আমার মনে হয় আর একটা প্রার্থনার গান হলে আমাদের এই ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। স্মাইলে, "জ্বালো, দয়ার আলো জ্বালো" গানটা বাজাও।

এবার ওরা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে লাগল। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। তবে বিস্ময়টা শুধু নবাগতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, যারা নিয়মিত এখানে আসেন তদের কাছে এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

গানটা যখন চলছিল তখন উপর থেকে একজন নারী ও পুরুষ ওদের সুরে সুর মিলিয়ে গানটা গেয়ে যেতে লাগল।

আলোকবৃত্তটা তখন টেবিলের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গানটা শেষ হয়ে গেলে ঘরখানা আবার নিস্তব্ধ হয়ে উঠল। সবাই নীরবে বসে কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সহসা সেই ঘরখানার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক পুরুষ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো।

সেই কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা গেল এই কণ্ঠস্বর যার তিনি একজন শিক্ষিত ইংরেজ এবং তার কথা বলার ভঙ্গিমাটা এমনি যে বলসোভার সেই ভঙ্গিমা কোনওদিন আয়ত্ত করতে পারবে না।

সেই অদৃশ্য পুরুষ সকলকে সান্ধ্য নমস্কার জানাল। সকলে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলল, সান্ধ্য নমস্কার লিউক।

বলসোভার বললেন, ইনি হচ্ছেন আমাদের শিক্ষা দেবার গাইড। ইনি হচ্ছেন পরলোকের ষষ্ঠ মণ্ডল থেকে অবতীর্ণ এক আত্মা। উপর থেকে সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, আমি তোমাদের থেকে অনেক উপরে আছি বলে মনে হচ্ছে। কি করব, আমাকে যেমন উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমি তেমনি করছি। এতে আমার জ্ঞানের কিছু নেই। আমার প্রশংসা করার কিছু নেই।

সেই অদৃশ্য পুরুষের আত্মা এবার এনিডকে অভিবাদন করে বলল, হে যুবতী—আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছু জানতে চান। আপনি আপনার শক্তি বা নিয়তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনি তা অবশ্যই জানতে পারবেন। এরপর সেই আত্মা ম্যালনকে অভিবাদন করে বলল, আপনি এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছেন। আপনি কি কোনও বিষয়ে কিছু জানতে চান? তাহলে আমি কিছু বলতে পারি।

ম্যালন সত্যি সত্যি একটা কাগজে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণগুলি শর্টহ্যান্ডে লিখছিল।

প্রেতাত্মা এবার জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বিষয়ে বলব ?

মিসেস বলসোভার তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে।

প্রেতাত্মা বলল, ঠিক আছে আমিও এ বিষয়ে দু'-চার কথা বলব। কারণ আরও অনেক প্রেতাত্মা কিছু না কিছু বলার জন্য অপেক্ষা করছে। বহু প্রেতাত্মায় এই ঘর ভরে গেছে। তাই আমি বেশি সময় নেব না। আমি চাই আপনারা এটা বুঝে দেখবেন যে এই পৃথিবীতে প্রতিটি পুরুষের জন্য একটি নারী এবং প্রতিটি নারীর জন্য একটি পুরুষ নির্দিষ্ট আছে। এই একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষ মিলিত হয় অথবা একজন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন তারা দু'জনে এক হয়ে তাদের সারা জীবনের অস্তিত্ব জুড়ে চলতে থাকে। অন্তহীনভাবে চলতে থাকে। অবশেষে তারা জানতে পারে তাদের এই সব মিলনের কোনও অর্থ নেই। তারা আরও বুঝতে পারে তাদের এই মিলন কেবল ইহলোকেই সীমাবদ্ধ নয়। এ মিলন পরলোকেও প্রসারিত হয়। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে তারা আবার মিলিত হবে পরস্পরের সঙ্গে এবং এই মর্ত্যলোকের মতো পরলোকেও তারা মিলনসুখ উপভোগ করবে। প্রতিটি নারী ও পুরুষ কার সঙ্গে তাদের মনের মিল হবে তা খুঁজে বেড়ায়। পৃথিবীতে যে সব বিয়ে হয় সেই সব বিয়ের প্রতি পাঁচটির একটি বিয়ে স্থায়ী ও সফল হয়। বাকি সব বিয়ে ঘটনাক্রমে ঘটে যায়। সেগুলো স্থায়ী হয় না। প্রকৃত বিয়ের অর্থ হলো আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। যৌন ক্রিয়াকর্মগুলি হচ্ছে আত্মিক মিলনের বহিরঙ্গের প্রতীক মাত্র। যেখানে নরনারীর যৌন সংসর্গ তাদের আত্মিক মিলনকে আরও ঘনীভূত করতে পারে না অর্থাৎ যৌন মিলন আত্মিক মিলন থেকে সম্পর্কহীন, সেখানে যৌনসংসর্গের কোনও অর্থ হয় না। আমি ঠিক বলেছি ?

মেইলী সমর্থনের সুরে বলল, আপনি খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন।

সেই প্রেতাত্মা আরও বলল, এখানে যেসব নারী-পুরুষ আছেন তাদের কারও সাথী আছে কারও নেই। যাদের সাথী নেই তারা আরও ভাল। তারা ভবিষ্যতে একদিন না একদিন তাদের জীবনসঙ্গীকে পাবে। তবে এটা ভাববেন না যে মৃত্যুর পর আপনার পরলোকে গিয়ে ইহলোকের জীবনসঙ্গীকে পাবেন। পরলোকে গিয়ে আপনাদের আত্মা আরও ভাল সাথী পেতে পারেন।

হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! ঈশ্বরের প্রশস্তি গান কর।

না, না, মিসেস মেলডার। এটা হচ্ছে প্রেম, প্রকৃত প্রেম যা আমাদের এখানে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। আপনার প্রেমিক ও স্বামী এখন নিজের পথে চলছেন। আপনিও আপনার পথে চলুন। আপনারা এখন ভিন্ন স্তরে বাস করেন। আপনি অবশ্যই একদিন পরলোকে এক নতুন জীবনসঙ্গী খুঁজে পাবেন এবং আপনি আপনার যৌবন ফিরে পাবেন। যৌবনে আপনার যে সৌন্দর্য ছিল তা আপনি আবার ফিরে পাবেন।

মেইলী বলল, আপনি প্রেম বলতে যৌন সংসর্গগত প্রেমের কথা বলতে চাইছেন ?

মিঃ বলসোভার জিজ্ঞাসা করলেন, আসলে আপনি কি বলতে চাইছেন ?

সেই পুরুষ প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর উত্তর করল, পরলোকে কোনও সন্তানের জন্ম হয় না। সন্তানের জন্ম হয় শুধু মর্ত্যলোকে। আমি যে প্রেমের কথা বলছি তাতে বিবাহ ও সন্তান জন্মের কোনও কথা নেই। পরলোকে নরনারীর আত্মার মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয় সে প্রেম আরও পবিত্র, আরও গভীর, আরও বিস্ময়কর। এ প্রেম হলো দুটো বিদেহী আত্মার মিলন। এখানে যে প্রেম সঞ্চার হয় তা একান্তভাবে দেহগত কিন্তু পরলোকের আত্মিক মিলনের মধ্যে কোনও দেহগত ব্যাপার নেই। তবে অবশ্য পরলোকের আত্মিক মিলন পরে মর্ত্যলোকে দেহধারণ করে বাস্তব রূপ ধারণ করে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কোনও নারী যদি দু'জন পুরুষকে সমানভাবে ভালবাসে তাহলে কি হবে।

সেটা খুব কমই হয়। তবে সত্যি যদি তা হয় তাহলে সে নারী দেখবে দু'জন পুরুষের মধ্যে কার সঙ্গে মনের মিলন বেশি। কে তার বেশি অন্তরঙ্গ।

এরপর কণ্ঠস্বর থেমে গেল। মনে হলো সেই পুরুষ প্রেতাত্মা ঘর থেকে চলে গেল। সেই আলোকবৃত্তটা মিলিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরখানায় সব চুপচাপ।

বলসোভার বলে উঠলেন, দেবদূতরা সব ঘরের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। স্মাইলি আপনি হারমোনিয়ামে সুর দিন। কিছুক্ষণ গান হলো। তারপরই এক ভয়ঙ্কর বিষাদ করুণ কণ্ঠস্বরে কে এক সকরুণ প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে লাগল।

এনিড আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন ভীষণ ও করুণ কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনেনি। সেই গানের পর সবাই চুপচাপ হয়ে গেল। এক বিষাদময় নীরবতা বিরাজ করতে লাগল সমস্ত ঘরখানায়।

ম্যালন বলে উঠল, এ কি হলো ?

ঘরের উপস্থিত সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল।

বলসোভার বললেন, আমার মনে হয়, এ হচ্ছে নিম্নস্তরের কোনও প্রেতাত্মা। গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরা বলেন এদের পরিহার করে চলা উচিত আমাদের। আমি বলি এদের এড়িয়ে না গিয়ে এদের কথা শুনে এদের সাহায্য করা উচিত।

মেইলী আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়ে বলল, ঠিক বলেছ বলসোভার, এবার ওর দিকে নজর দাও। তাড়াতাড়ি ওর দিকে নজর দাও। ও কি বলে তা শোন।

বলসোভার নবাগত প্রেতাত্মার উদ্দেশে বললেন, তোমার জন্য আমরা কি করতে পারি বন্ধু ?

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

বলসোভার তখন বললেন, ও অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছে না। ও কিছু জানে না। লিউক কোথায় ? কি করতে হবে সে তা জানে।

পরিচালক প্রেতাত্মা লিউক বলল, কি হয়েছে বন্ধু ?

বলসোভার বললেন, হয়ত কোনও হতভাগ্য প্রেতাত্মা কোনও কারণে এসেছে। তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

লিউক সহানুভূতির সুরে বলল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ও এসেছে বাইরের এক অন্ধকার জগৎ থেকে। ও এখানকার অবস্থা কিছু জানে না। ও কিছু বোঝে না। ওরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসে। কিন্তু যখন দেখে প্রকৃত অবস্থা ওদের উদ্দেশ্যের অনুকূল নয় তখন ওরা অসহায় হয়ে পড়ে। ওরা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পূর্বজন্মের অজ্ঞতা আর দুঃখের মধ্যে ওদের দিন কাটে এবং মৃত্যুর পরও ওরা মনের মধ্যে সেই অজ্ঞতা ও দুঃখের বীজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ওর মধ্যে কি গুণের অভাব আছে? ও কি চায়?

লিউক বলল, ও জানে না যে ও মৃত। জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে ওর কোনও জ্ঞান নেই। ও কুয়াশার মধ্যে অশরীরীভাবে ঘুরে বেড়ায়। ইহলোক-পরলোকের সব কিছু এক বিরাট দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় ওর কাছে। এই ভাবে কয়েক বছর ধরে চলছে। কিন্তু তবুও কালজ্ঞান নেই বলে কয়েক বছরকেই অনন্তকাল বলে মনে করে ও।

কেন তুমি এ সব কথা বলে শিক্ষা দাও না। ওর কি করা উচিত সে ব্যাপারে নির্দেশ দাও না কেন।

লিউক উত্তর করল, আমরা তা পারি না।

পেটা ঘড়িটাতে একটা শব্দ হলো। বলসোভার স্মাইলেকে বললেন, সুর বাজাও। আরও কম্পন দরকার।

মেইলী বলল, পরলোকের আত্মারা মর্ত্যের মানুষদের কাছে আসতে পারে না। আসতে তাদের কষ্ট হয়। তাই সুরের কম্পন দিয়ে বাতাসকে স্পন্দনশীল করে তাদের আসতে সাহায্য করা উচিত আমাদের।

লিউক মেইলীকে বলল, তুমি ওকে চেন। ওর সঙ্গে কথা বল। এরপর সেই প্রেতাত্মা বিড়বিড় করে একটানা কি বলে যেতে লাগল।

বন্ধু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। মেইলী এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই একটানা বিড়বিড় করে কথাগুলো থেমে গেল। সবাই বুঝতে পারল সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মা বেশ কষ্ট করে মনোযোগ দিয়ে মেইলীর কথা শুনছে।

মেইলী তাকে আবার বলল, তোমার অবস্থা দেখে আমরা দুঃখিত। তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আমরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না বলে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ। তুমি বুঝতে পারছ না যে আমরা অন্য জগতে আছি। তুমি যে রকম কল্পনা করেছিলে সেরকম অভ্যর্থনা আমাদের কাছে পাওনি। কিন্তু আসলে তোমার কল্পনাটাই মিথ্যা ছিল। এটা মনে রাখবে এবং তোমার বোঝা উচিত যে ঈশ্বর সবসময় মঙ্গলময়। তুমি সব সুখই পাবে যদি তুমি তোমার মনকে বড় করতে পার এবং ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে পার। তবে শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করলে হবে না। তোমার চারদিকে আরও যে সব প্রেতাত্মা আছে তাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করতে হবে তোমাকে।

এরপর সব চুপ হয়ে গেল।

লিউক মেইলীকে বলল, ও তোমার কথা শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে। অন্ধকারের

মাঝে ও এক আশার আলো খুঁজে পেয়েছে। জানতে চাইছে ও আবার আসবে কিনা। ও তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছে। ও বলছে আজ যে আশার আলোটা খুঁজে পেয়েছে সে আলো ক্রমশই বাড়তে থাকবে ওর মধ্যে।

বলসোভার চিৎকার করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক প্রেতাত্মা আমাদের জানিয়েছে এই ভাবে তাদের উন্নতি হয়েছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বন্ধু। যখন পারবে তখনই আসবে।

প্রেতাত্মা তখন শান্ত হয়ে তার বিড়বিড় করে কথা বলাটা বন্ধ করল। ঘরের বাতাসটা বেশ শান্ত হয়ে উঠল। এমন সময় উই ওয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সে বলল, আরও অনেক প্রেতাত্মা এখানে আছে। রেড ক্লাউডও এখানে আছে। ওকে কি করতে হবে তা বলে দাও।

রেড ক্লাউড কোনও অশরীরী প্রেতাত্মাকে বাস্তব রূপ দান করতে পারে। রেড ক্লাউড তুমি এসেছ ?

কাঠের উপর হাতুড়ির ঘায়ের মতো তিনটে শব্দ হলো অন্ধকারে।

লিউক বলল, শুভ সান্ধ্য নমস্কার রেড ক্লাউড।

সকলের মাথার উপর এক নতুন কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে কি যেন অস্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা করছে।

সেই কণ্ঠস্বর বলল, নমস্কার হে প্রধান। আজ এখানে কিছু নতুন মুখ দেখছি বলে মনে হচ্ছে।

লিউক আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা রেড ক্লাউড তুমি কি করতে পার তা কিছুটা দেখাতে পার ?

রেড ক্লাউড বলল, ঠিক আছে, কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করছি।

সকলে তা দেখার জন্য সচকিত হয়ে উঠল এবং স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। নবাগত অতিথি ম্যালন ও এনিড আবার অলৌকিক ও রহস্যময় কিছু একটা দেখার অপেক্ষায় রইল। এমন সময় ঘরের উপর দিকে উজ্জ্বল বাষ্পে গড়া একটা বৃত্তাকার আলো দেখা গেল। সেই আলোকবৃত্তটা ঘরের উপর দিকের এক প্রান্তে থেমে অন্য প্রান্তে যাওয়া-আসা করতে লাগল। তারপর সেটা একটা থালার মতো হয়ে গেল। ক্রমে সেটা এনিডের মুখের সামনে নেমে এল। ম্যালন পাশ থেকে আশ্চর্য হয়ে দেখল একটা মানুষের হাত আলোকবৃত্তের একটা অংশ ধরে আছে। ম্যালন সন্দিগ্ধভাবে বলল, সত্যিই একটা হাত আলোকবৃত্তটাকে ধরে আছে।

মেইলী বলল, একটা অশরীরী প্রেতের একটা হাতকে শরীরী রূপ দেওয়া হয়েছে। আমি এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আচ্ছা আপনি কি ওই হাতটাকে স্পর্শ করতে চান ম্যালন ?

ম্যালন বলল, হ্যাঁ যদি ও চায়।

সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকবৃত্তটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল এবং ম্যালন তার হাতের উপর একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। সে তখন তার একটা হাতের তালু দিয়ে

হাতটাকে ধরতে গেলেই সেই হাতের আঙুলগুলো তার হাতের আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। সেই আঙুলগুলোকে নরম ও উষ্ণ বলে মনে হলো তার। কিন্তু আঙুলসহ হাতটাকে চেপে ধরতে যেতেই সেটা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ম্যালন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হাতটা মিলিয়ে গেল।

লিউক বলল, রেড ক্লাউড আলোকবৃত্ত তৈরির কাজটা ভাল পারে। কিন্তু শরীরী রূপদানের কাজটা তেমন ভাল পারে না। এই সময় অন্ধকারে জোনাকির মতো কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়াতে লাগল।

ম্যালন ও এনিড তাদের মুখের উপর ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করল। এনিড দেখল কোথাও এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া শুধু তাদের মুখের উপর বইছে। অথচ এটা কোনও ভ্রান্তিদর্শন নয়। কারণ সে দেখল সেই হাওয়ায় তার মাথার চুলগুলো উড়ছে। উড়তে উড়তে তার কপালে এসে পড়ল।

মেইলী বলল, পেন্টিকস্ট নামে এক প্রেতাত্মা এই ধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাতে পারে। যদি তোমরা কোনও হাওয়ার বেগ অনুভব কর তাহলে দেখবে ঘরের আলোক গুলো আগুন হয়ে লেলিহান জিব মেলে আছে। পেন্টিকস্টের পক্ষে এই সব কাজ করা অসম্ভব নয়।

হঠাৎ ঘরের উপর দিকে সেই আলোকবৃত্তটাকে দেখা গেল। আর সেই আলোর বৃত্তের মধ্যে একটা তম্বুরা (তানপুরার মতো এক বাদ্যযন্ত্র) ঘুরপাক খেতে লাগল। তার পর সেই তম্বুরাটা আপনা থেকে নিচে নেমে এসে এনিড ও ম্যালনের মাথা দুটোকে আলতোভাবে স্পর্শ করল। তার পর সেটা সশব্দে পড়ে গেল।

মেইলী বলল, এটা একটা বাদ্যযন্ত্র। এটা ওপরে উঠে তার শব্দ দ্বারা তার অস্তিত্ব ঘোষণা করল। আমি শুধু আর একটা জিনিসের কথা বলতে পারি। সেটা হচ্ছে একটা মিউজিক বক্স। মিসেস বলসোভার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওই দেখুন ভারী মিউজিক বক্সটা ঘরের উপর দিকে আমাদের মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বলসোভার বললেন, ওটার ওজন নয় পাউন্ড। আমার মনে হয় আজকের মতো এখানেই সব শেষ হয়ে গেল। আজকের অধিবেশনটা ভালই হলো। মনে হয় আজকের রাতে আর কিছু দেখা যাবে না তবে সভা ভঙ্গ করার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আচ্ছা মিঃ ম্যালন আপনি কি মনে করেন ? যদি কোনও আপত্তি থাকে তাহলে এখন তা বলতে পারেন। আপনারা সাংবাদিকরা মুখের সামনে ভাল কথাই বলেন। সব কিছুর প্রশংসা করেন। কিন্তু যত সব নিন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে পুষে রাখেন। আর লেখার মধ্যে তা প্রকাশ করেন। আপনাদের সামনে আমরা বেশ ভাল, ভদ্র থাকি। কিন্তু আপনাদের রিপোর্টে দেখি আমরা সব অভদ্র ও জুয়াচোর হয়ে গেছি।

ম্যালনের মাথাটা কেমন যেন ঘুরছিল। সে তার একটা হাত দিয়ে উত্তপ্ত ভুরু দুটো আর কপালটাকে চেপে ধরল।

ম্যালন্ বলল, আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি কিন্তু সব কিছু দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। সবচেয়ে যেটা আমার অদ্ভুত লেগেছে সেটা হলো এই যে

এই সভা যারা পরিচালনা করেছে তাদের নিষ্ঠা এবং সততার কোনও ফাঁক ছিল না। তবে এখানে যারা উপস্থিত ছিলেন না, যারা এসব কখনও দেখেননি, এসব কথা লিখলে তারা কিছু আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু আমি তার উত্তরটা লেখার মধ্যে দিয়ে দেব।

প্রথম কথা হলো এই সব অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। তাই এটা সকলের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে। প্রেতাত্মাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল তার সঙ্গে আজকের ঘটনাগুলো মেলে না।

মেইলী বলল, পূর্বে আমাদের ধারণা যাই থাক, এই সব ঘটনার সঙ্গে আমাদের ধারণাকে মেলাতে হবে। আজ আমরা যেসব প্রেতাত্মার পরিচয় পেলাম তারা প্রাচীন কালে মর্তে ঘোরাফেরা করেছে প্রেতাত্মাদের মতোই। এবার লিউকের কথা ধরুন। সে একটু উচ্চস্তরের আত্মা। মিঃ ম্যালন আপনি তার কথা শুনেছেন। আর কি জানতে চান ?

ম্যালন বলল, সব কাজই অন্ধকারে হয়। মিডিয়ামের কাজকর্ম অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয় কেন তা বুঝি না।

বলসোভার বললেন, ছবি তোলার ঘরটা যেমন অন্ধকারের প্রয়োজন হয় তেমনি মিডিয়ামের কাজকর্মের জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন হয়। প্রেত-তত্ত্বের ব্যাপারে এটা হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই অন্ধকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা ভাল চলে। মানব দেহ হতে যে সূক্ষ্ম রাসায়নিক বস্তু আকর্ষণ করে রাখা হয় সেই বস্তু দিয়েই এক বাষ্পীয় ছায়াকে ঘন করে মানুষের রূপ দেওয়া হয় এবং ওই বস্তুকে একটি খোল্যা আয়তক্ষেত্রাকার বাষ্পের মধ্যে রাখা হয়। আশা করি আমি ঠিক বোঝাতে পেরেছি।

ম্যালন বলল, বুঝলাম কিন্তু একই সঙ্গে এটা দুঃখের বিষয়ও বটে। সমস্ত কাজকর্ম অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয় বলে এক ভয়ঙ্কর প্রতারণার ভাব গড়ে তোলে। দর্শকদের মনে সন্দেহ জাগে।

বলসোভার বললেন, এবার আলোও দেখুন। এই বলে তিনি দেশলাই খুলে একটা বাতি জ্বাললেন। অন্ধকারের পর হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সকলের চোখ মিটমিট করতে লাগল। বলসোভার আবার বললেন, জানি না উই ওয়ান চলে গেছে কিনা। দেখি কি করতে পারি।

টেবিলের উপর কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা বৃত্ত ছিল। তার মধ্যে নানাবিধ খেলার বস্তু ছড়ানো ছিল। যাতে সমাগত প্রেতাত্মারা ইচ্ছা করলে তা দিয়ে খেলা করতে পারে। টেবিলের চারদিকে দর্শকরা উঠে দাঁড়াল।

মিসেস বলসোভার বলে উঠলেন, উই ওয়ান এসো, দয়া করে এস উই ওয়ান। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

এমন সময় ওপর থেকে বৃত্তাকার সেই আলোর থালাটা নেমে এসে সশব্দে পড়ল।

তখন মিসেস বলসোভার আবার বললেন, এটা তোল উই ওয়ান, ওপরে তোল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল টেবিল থেকে কাঠের বৃত্তটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল। তারপর এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল।

বলসোভার বললেন, উই ওয়ান ওটাকে তিনবার নাড়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোর থলিটা কাঠের বৃত্তসহ তিনবার সামনে ও পিছনের দিকে কিছুটা আসা-যাওয়া করার পর নিচে পড়ে গেল।

ম্যালনের দিকে তাকিয়ে মেইলী বলে উঠল, আপনার এটা দেখায় আমি খুশি হলাম। এটাকে টেলিকেনেসিস বলে।

এনিড বলল, না দেখলে এটা বিশ্বাস করতেই পারতাম না। ম্যালন বলল, আমার জ্ঞানের সীমাটাকে বাড়িয়ে দিয়েও এ ধরনের ঘটনা যে সম্ভব তা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।

মিঃ বলসোভার আপনি আমারও অভিজ্ঞতার সীমাটাকে বাড়িয়ে দিলেন।

ভাল কথা মিঃ ম্যালন।

ম্যালন বলল, এই ঘটনার পেছনে যে শক্তি কাজ করছে সেই বিষয়ে এখনও আমি অজ্ঞ। তবে আজ যে সব ঘটনা ঘটল সে বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। এ সবই সত্যনিষ্ঠ বলসোভার।

আজকের মতো বিদায় মিঃ বলসোভার। আজ আপনার বাড়িতে আমি ও মিস চ্যালেঞ্জার যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা আমরা কখনও ভুলব না মিঃ বলসোভার।

ম্যালন ও এনিড যখন বলসোভারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল তখন তাদের মনে হলো তারা যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে এসে পড়েছে। বাতাসে তখন তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওরা দেখল থিয়েটার দেখে অনেক আমোদপ্রিয় লোক ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফিরছে। ওরা একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় মেইলী গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াল।

মেইলী ওদের বলল, আপনারা কি অনুভব করছেন আমি তা জানি।

আপনারা রাস্তায় এ সব মানুষদের দেখে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন জীবনের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওরা কিছুই জানে না। ওই সব চলমান মানুষদের থামিয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতার কথাগুলোকে ওদের বলতে ইচ্ছে করছে না ? অবশ্য ওদের বললেও ওরা ভাববে আপনারা মিথ্যাবাদী, আপনারা পাগল। এটা কি এক মজার ব্যাপার নয় ! মেইলী আরও বলল, এই সব ঘটনার কথা অস্থায়ী। আপনাদের মনে হবে আপনারা স্বপ্ন দেখছিলেন। যাই হোক বিদায়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয় তাহলে আমাকে জানাবেন।

এনিড ও ম্যালনের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের কেউ এখন প্রেমিক-প্রেমিকা বলবে না। ওরা যখন গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিল তখন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল ওদের মন। ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্স-এ নেমে ম্যালন এনিডকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল কিন্তু বাড়ির ভিতরে গেল না। অন্য সময় মিঃ চ্যালেঞ্জারের বক্র উক্তি ও বিদ্রূপের কথাগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এখন

সে সব কথা তার স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করত। কিন্তু এখন চিন্তায় তার মাথাটা এমনিই গরম হয়ে আছে।

এরপর ম্যালন এনিডকে বলল, তোমার ব্যাগ থেকে যন্ত্রটা বার কর। তার সান্ধ্য অভিযান এখানেই শেষ।

৫
আরও এক উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার কথা

সেদিন সন্ধ্যায় ম্যালন সাহিত্য ক্লাবের ধূমপানঘরে একপাশে এক টেবিলে বসে কি লিখছিল। এনিডের মতামতগুলোকে নিজের মতামতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিল সে। ঘরের মধ্যে আরও কয়েকজন ধূমপান করছিল এবং কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু তাতে ম্যালনের লেখার কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। বরং কিছুটা ভালই লাগছিল। কারণ তার মনে হচ্ছিল সে সাংবাদিক হলেও কর্মব্যস্ত এই সব মানব সমাজের সে একজন সদস্য। সে সমাজেরই একটি অংশ।

আগুনের ধারে বসে যারা কথা বলছিল তাদের মধ্যে একজন ম্যালনের দিকে তাকাচ্ছিল। সে একসময় মনস্তত্ত্বের কথা তুলতে ম্যালন আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে ওদের কথা শুনতে লাগল।

ম্যালন দেখল ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে যে সব আলোচনা হচ্ছিল তার প্রধান বিষয়বস্তু হলো বিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব। পোল্টার নামে এক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক সেখানে ছিলেন। পোল্টার সাধারণত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন। সদস্যদের অনেকেই তার কথার প্রতিবাদ করছিল। ঐ দলে সার্জেন অ্যাটকিংসনও ছিল। এছাড়া মিল ওয়াদি নামে এক সাংবাদিকও ছিল। পোল্টার একসময় বললেন, বিজ্ঞান মাকড়সার জালের মতো মানুষের মনে জড়িয়ে থাকা কুসংস্কারগুলোকে দূর করেছে। কিন্তু পৃথিবীটা একটা পুরনো আমলের বাড়ির মতো। যার জানলার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো পড়লেও সেই বাড়িটার ঘরগুলোর মেঝের উপর ধুলো ঠিকই জমে আছে। এখন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা মানে সময় ও উদ্যমের অপচয় করা, আমাদের চিন্তাকে এমন এক খাতে প্রবাহিত করানোর চেষ্টা করা যে খাত আমাদের কখনও প্রকৃত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে না।

অ্যাটকিংসন বলল, এখন বিজ্ঞানের কথা বাদ দিয়ে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশি আলোচনা করা উচিত। পোল্টার বললেন, এ বিষয়ে আলোচনা যত কম হয় তত ভাল হয়। বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে পরলোকের কাল্পনিক কথা নিয়ে আলোচনা করার কোনও অর্থ হয় না।

অ্যাটকিংসন বলল, প্রকৃতপক্ষে যা বিজ্ঞান নয় তা কি জান, তা হলো আমরা যে বিষয়ে কিছু জানি না সে বিষয়ের সত্যকে জোর করে অস্বীকার করা ও নস্যাৎ করা। সত্যকে গোঁড়ামির সঙ্গে অস্বীকার করার এক ব্যাপক প্রবণতাই আমাকে পরলোকতত্ত্বের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। আমি এমন বেশ কিছু বিশেষ পরলোকতাত্ত্বিককে জানি যারা কুড়ি বছর ধরে এই বিষয়ে চর্চা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

পোল্টার বললেন, আমি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কাদামাটিতে ডুবে থাকতে পারি। কিন্তু পরলোকতত্ত্ববাদীদের সঙ্গে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারি না আর তা চাইও না।

ম্যালন এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে এসব শুনছিল। তার মধ্যে ঘৃণামিশ্রিত একটা ক্রোধের আবেগ ক্রমশই জমে উঠছিল, এবার সেটা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল।

ম্যালন এবার তার চেয়ারটা ওদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, দেখ পোল্টার, তোমাদের মতো যারা নির্বোধ তারাই পিছন থেকে টান দিয়ে জগতের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। তুমি নিজেই বলেছ তুমি এ বিষয়ে কিছু পড়নি এবং আমার মনে হয় কিছু শোনোওনি। তুমি অন্য এক বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এমন একদল নিষ্ঠাবান সৎ লোককে অবমাননা করবে যারা আর যাই হোক, যাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং চিন্তায় কোনও ফাঁকি নেই।

পোল্টার বললেন, তুমি তো দেখছি এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছ, কিন্তু তুমি তোমার রচনায় ও কথা সাহস করে লেখনি। তুমি একজন পরলোকতত্ত্ববাদী হয়ে উঠেছ। আর তার প্রভাবে তোমার মত খণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই নয় কি?

ম্যালন বলল, আমি একজন পরলোকতত্ত্ববাদী নই, শুধু এক সৎ গবেষক। তুমি কিন্তু সততার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাওনি। আমি যতটুকু জানি তাতে আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি যাদের নির্বোধ দুরাত্মা বলেছ, তাদের জুতো পরিষ্কার করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই।

ম্যালনের কথা শেষ হতেই দু'-একজন তাকে থামাবার জন্য বলে উঠল, ও ম্যালন থাম থাম।

পোল্টার ম্যালনের কথায় অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ম্যালনকে রেগে বললেন, তোমার মতো লোক থাকলে এ ক্লাবে কেউ আসবে না। এই বলে তিনি বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আমি এখানে অপমানিত হতে কখনও আসব না।

একজন বলল, তুমি ঠিকই করেছ ম্যালন।

ম্যালন বলল, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমি ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিই। যাদের ও ভাল করে চেনে না, জানে না, তাদের বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে কেন ও আজেবাজে কথা লিখবে! কেন ওদের দুর্বৃত্ত বলে অভিহিত করবে!

ম্যালনের কাঁধের উপর হাত বুলিয়ে অ্যাটকিংসন বলল, শান্ত হও, তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছ। আমি তোমাকে একটা কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমার কাজে বাধা সৃষ্টি হবে বলে এতক্ষণ তা বলিনি।

ম্যালন উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, বাধা আমি অনেক-ই পেয়েছি। ওই হতভাগা বুড়ো গাধাটা আমার কানের কাছে ক্রমাগত চিৎকার করে অনেক বাধা সৃষ্টি করেছে আমার কাজে।

অ্যাটকিংসন বলল, আজ রাতে বিখ্যাত মিডিয়াম লিনডেনের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য একটা বাড়তি টিকিট পেয়েছি আমি। তুমি কি সেখানে যেতে চাও?

আমি তোমাকে যত মিডিয়ামের কথা বলেছি তাদের মধ্যে লিনডেন সবচেয়ে খ্যাতনামা। অধিবেশনটা হবে সাইকিক কলেজে।

ম্যালন বলল, মনে হয় যেতে পারব।

অ্যাটকিংসন বলল, আমার কাছে আরও একটা টিকিট আছে। লিনডেন সংশয়বাদীদের উপস্থিতিতে কিছু মনে করে না। শুধু অভদ্রভাবে যারা গোলমাল করে তাদের সম্পর্কে আপত্তি করে।

ম্যালন বলল, মিঃ চ্যালেঞ্জারের কন্যা এনিডকে নিয়ে যাওয়া উচিত। তুমি জান আমরা একসঙ্গে কাজ করছি।

অ্যাটকিংসন বলল, আমি অবশ্যই তাকে নিয়ে যাব। তবে তুমি তাকে কথাটা জানিয়ে দিও।

নিশ্চয় তাকে জানাব।

মনে রাখবে সন্ধ্যা সাতটা। সাইকিক কলেজটা হল্যান্ড পার্কের কাছে।

ম্যালন বলল, ঠিক আছে, মিস চ্যালেঞ্জার ও আমি যথাসময়ে সেখানে যাব।

সন্ধ্যার সময় ম্যালন ও এনিড একটা গাড়িতে করে যাত্রা করল। যাওয়ার পথে উইমপুল স্ট্রীটে অ্যাটকিংসনকে তুলে নিল। ওদের ট্যাক্সিটা দ্রুত বেগে অক্সফোর্ড স্ট্রীট দিয়ে যেতে লাগল। নটিংহিলের পাশ দিয়ে হল্যান্ড পার্কের ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে থামল।

রাস্তার ধারে অনেকগুলো বাড়ির মাঝখানে একটা বড় বাড়ির সামনে গিয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়াল। এক চটপটে কুমারী মেয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। এক প্রশস্ত হলঘরে স্তিমিত আলো। এক কোণে কয়েকটি মর্মর মূর্তির উপর পড়ে সেগুলিকে আলোকিত করছিল। সেই আলোতে মার্বেল পাথর ও পালিশ করা কাঠের কাজগুলো চকচক করছিল। একজন স্কটিশ মহিলা এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করল এবং অ্যাটকিংসনকে এক পুরনো বন্ধু হিসাবে অভ্যর্থনা জানাল। অ্যাটকিংসন ওদের সঙ্গে সেই স্কটিশ মহিলার পরিচয় করিয়ে দিল। জানা গেল সেও একজন সাংবাদিক এবং তার নাম অগিলভি। ম্যালন আগেই শুনেছিল এই ভদ্রমহিলা ও তার স্বামী দু'জনে মিলে এই সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে এবং তাতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সারা লন্ডন শহরের মধ্যে পরলোকচর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে।

মিসেস অগিলভি বললেন, লিনডেন ও তার স্ত্রী উপরে গেছেন। বাকি সব বসার ঘরে আছে। আপনারা কি কয়েক মিনিটের জন্য ওখানে গিয়ে বসে অপেক্ষা করবেন ? লিনডেন বলেছেন আজকের কাজের পরিবেশটা ভালই আছে।

অ্যাটকিংসনের সঙ্গে ম্যালন ও এনিড বসার ঘরে দেখল সেখানে কিছু লোক প্রেতচর্চার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে নবাগত এবং কয়েকজন এ বিষয়ে আগ্রহী ও জিজ্ঞাসু ছাত্র ছিল। তারা সবাই আজকের অনুষ্ঠানে কি হয় তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল।

দরজার কাছে লম্বা চেহারার খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে তার পরিচয় দিয়ে বলল, তার নাম অ্যালগার নন মেইলী। তিনি নবাগতদের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মেইলীর সঙ্গে ম্যালনের আগেই পরিচয় হয়েছিল। মেইলী এবার ম্যালনকে বললেন, আবার এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এসেছি। আপনি এর আগের অনুষ্ঠানের বিবরণটা ভালই দিয়েছিলেন। তবু আমি বলব এ বিষয়ে নবাগত। মিস চ্যালেঞ্জার আপনি কি ভয় পেয়ে গেছেন?

এনিড উত্তর করল, আপনি কাছাকাছি থাকলে আমার ভয়ের কিছু নেই। আমি মোটেই ভয় পাই না।

মেইলী জোরে হেসে উঠল। তারপর বলতে লাগল, যে সব অনুষ্ঠানে প্রেতদের বাস্তব রূপ দান করা হয় সেইসব অনুষ্ঠান অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে পৃথক। এই সব অনুষ্ঠান বেশি মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয়। মিস্টার ম্যালন, আপনি এ বিষয়ে কতকগুলি ছবি তুলে রাখতে পারেন।

ম্যালন বলল, আমি আগে ভাবতাম এই গোটা ব্যাপারটা প্রতারণা।

মেইলী আবার বলল, প্রতারণা তো নয়ই বরং বলব অন্য সব বিষয় থেকে এ বিষয়টা সবচেয়ে যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও প্রতারণার ভয় নেই, ভয়টা হলো একদল সাংবাদিকদের শয়তানি নিয়ে। যারা গভীরে প্রবেশ করে কিছু জানতে চায় না। যারা শুধু একটা উত্তেজনার জন্য এখানে আসে।

আচ্ছা আপনি এখানে পরিচিত কাউকে দেখতে পাচ্ছেন?

ম্যালন উত্তর করল, না, আমার পরিচিত কাউকে দেখছি না।

মেইলী ঘরখানার চারদিকে তাকিয়ে সমাগত অতিথিবর্গকে একবার দেখে নিল। তারপর বলতে লাগল, ওই লম্বা সুন্দরী ভদ্রমহিলা হচ্ছে রসল্যান্ডের ডাচেস অর্থাৎ ডিউক পত্নী। আগুনের ধারে মধ্যবয়সী যে দম্পতি রয়েছেন তাঁরা হলেন লর্ড-লেডি মন্টনোয়ার। সত্যিই এঁরা সবাই অভিজাত সম্প্রদায়ের খুব ভাল লোক। যারা এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও নৈতিক সাহসের পরিচয় দিয়েছে। ওই বাচাল মহিলাটি হলেন মিস ব্যাডলে। উনি ধনী পরিবারের মেয়ে, বিয়ে করেননি। উনি এইসব প্রেতচর্চার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে খুবই ভালবাসেন। এছাড়া আর কিছু জানেন না। উনি চান প্রেতদের ছায়ামূর্তির রূপ ধারণ করে কথা বলবে। এবং তারপরই শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এতে উনি দারুণ উত্তেজনা অনুভব করেন। আমি ওই দু'জন ভদ্রলোককে চিনি না তবে শুনেছি ওঁরা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার কাজের জন্য এখানে এসেছেন। ওই যে বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক কালো পোশাক পরে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছেন উনি হচ্ছেন জেমস স্মিথ। এই স্মিথ দম্পতি তাঁদের দুই যুবক ছেলেকে যুদ্ধে হারিয়েছেন। ওই লম্বা ও কালো চেহারার অদ্ভুত দর্শন লোকটি দিনরাত একখানি ঘরের মধ্যে থাকেন। কেবল মাত্র সন্ধ্যার সময় প্রেতচর্চার অনুষ্ঠানে এসে যোগ দেন। একমাত্র এখানে আসা ছাড়া উনি ঘর থেকে বার হন না।

ম্যালন এবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা গ্লাস হাতে ওই ভদ্রলোকটি কে ?

উত্তরে মেইলী বলল, উনি হচ্ছেন জাঁকজমকপূর্ণ এক গাধা, নাম ওয়েসারবি। উনি বড় বড় প্রাচীন পরিত্যক্ত অট্টালিকা বা প্রাসাদগুলোর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ান এবং আপন মনে ফিসফিস করে রহস্যের কথা বলেন। আসলে যেখানে রহস্যের কিছুই নেই।

পরলোকতত্ত্ব বা প্রেততত্ত্বই হচ্ছে একমাত্র সত্যিকারের রহস্যময় বস্তু। যার মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর রহস্যময়তা। কিন্তু উনি বলেন, প্রেতদের আহ্বান করে আনার ব্যাপারটা বাজে এবং নোংরা কাজ। কারণ সরলমনা সাধারণ শোকগ্রস্ত মানুষদের এক অলস অর্থহীন সান্ত্বনা দান করাই হলো এ কাজের উদ্দেশ্য।

এনিড বলল, আপনার ভদ্রলোকের কথাগুলো তো জ্ঞানবান লোকের কথা বলেই মনে হচ্ছে।

মেইলী বলল, কথাগুলো একেবারে অন্তরা। তবু মতপার্থক্য সত্ত্বেও উনি এখানে আসেন এবং খবরের কাগজের এই সব অনুষ্ঠানের খবর পড়তে ভালবাসেন। তবে এ বিষয়ে উনি স্কটিশ রীতিই পছন্দ করেন এবং এলিফাস লেভি হচ্ছে ওর কাছে যেন এক ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।

এমন সময় বলসোভার দম্পতি ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

তাদের মুখ হাসি-খুশিতে ভরা ছিল। মিঃ বলসোভার ঘরে ঢুকেই বললেন, পরলোকতত্ত্ব চর্চার এই সব অনুষ্ঠান এমনি জিনিস যা মানুষে মানুষে সমস্ত শ্রেণীবৈষম্য লুপ্ত করে দেয়। প্রেততত্ত্বে অভিজ্ঞ কোনও মহিলা যিনি পরলোক থেকে প্রেতদের ডেকে আনার ক্ষমতা রাখেন তিনি সেই কোটিপতি ধনীর থেকেও বড়। বলসোভার এসেই অতিথিদের অনেককে আপন করে নিলেন। রসল্যান্ডের ডাচেস বা ডিউক পত্নী বলসোভারকে তার বাড়িতে প্রেত অনুষ্ঠানের যে আসর বসে তাতে ভর্তি করে নিতে বললেন। এমন সময় মিসেস অগিলভি ঘরে ঢুকলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় সকলে এখানে এসে গেছেন। সুতরাং আমরা উপরে উঠতে পারব

নিচের তলার ঘরখানার ঠিক ওপরের ঘরখানাও বেশ বড় ছিল। ঘরটা বেশ আরামপ্রদ ও সাড়ি দেওয়া চেয়ারে সাজানো। ঘরের একদিকে পরদা ঘেরা একটা জায়গা ছিল। সেখানে সামনের দিকে মিডিয়াম মিঃ লিনডেন অনুষ্ঠান শুরুর অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিঃ লিনডেন-এর চেহারাটা বলিষ্ঠ ও সু-গঠিত ছিল। তাঁর মাথার কুঞ্চিত চুলগুলো চূড়ার আকারে বাঁধা ছিল। তিনি মধ্যবয়সী হলেও তাঁর স্ত্রীকে দেখে যুবতী মনে হচ্ছিল। তাঁর স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্ত গৃহিণী। তাঁর চোখ দুটোর দৃষ্টি ছিল খুব তীক্ষ্ণ ও সন্ধানী। কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন তাঁর সেই দৃষ্টি শ্রদ্ধায় মেদুর হয়ে উঠছিল। স্বামীর স্বার্থরক্ষা করাই তাঁর কাজ। স্বামীর কথা ও মনের ভাব তিনি বুঝিয়ে দেন। স্বামী মিডিয়াম হিসাবে অচেতন হয়ে পড়লে তিনি সবকিছু দেখাশুনা করেন।

মিডিয়াম বললেন, আপনারা সকলে আপন আপন আসন বেছে নিয়ে বসুন।

যাদের সঙ্গে মহিলা আছেন তাঁরা তাঁদের পাশে নিয়ে বসতে পারেন। কেউ হাঁটুর উপর হাঁটু রেখে বসবেন না। সকলে পা নামিয়ে রেখে বসবেন। প্রেতের ছায়া-মূর্তি আকার ধারণ করলে তাকে কেউ ধরতে যাবেন না। তাকে ধরলে আমার ক্ষতি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত দুই গবেষক পরস্পরের দিকে তাকাল। মেইলী তা লক্ষ্য করল।

মেইলী বলল, আমি দুটো ঘটনার কথা জানি যেখানে দর্শকদের মধ্যে কেউ প্রেতমূর্তিকে ধরতে গেলে মিডিয়ামের মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কেন?

মেইলী উত্তর করল, মিডিয়াম নিজের দেহের অংশ দিয়ে প্রেতকে দৈহিক আকৃতি দান করে। এতে মিডিয়ামের খুব কষ্ট হয়। তার দেহটা হাল্কা হয়ে যায় এবং তার যন্ত্রণা বোধ হয়। কিন্তু প্রেতের দেহটা কিছুক্ষণের মধ্যে শূন্যে মিলিয়ে গেলে মিডিয়াম সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ সেই প্রেতমূর্তিটাকে ধরতে গেলে বা আটকাতে গেলে মিডিয়ামের গায়ের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

একজন গবেষক বলল, বুঝলাম না। মিডিয়ামের দেহ থেকে কোথায় টান পড়ে? এবং তার দেহ থেকে কি বেরিয়ে আসতে গিয়ে তার চামড়া ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটায়?

দর্শকরা সকলে আসনে বসলে মিসেস অগলভি বললেন, আমি অল্প কথায় এর কর্মপদ্ধতিটা বুঝিয়ে দেব। মিঃ লিনডেন তার ছোট ঘরখানায় এখনও ঢোকেননি।

মিঃ লিনডেন এখনও তার ঘরে ঢোকেননি, তিনি এখন বাইরে বসে আছেন। তিনি যতক্ষণ বাইরে লাল আলো জ্বেলে বসে থাকবেন, ততক্ষণের মধ্যে আপনাদের কেউ মিডিয়ামের ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

সেই ছোট ঘরটা ছিল পর্দা দিয়ে ঘেরা। তার মেঝেটায় ছিল কাঠের এক শক্ত পাটাতন, পর্দাগুলো ছিল ঘরের দেওয়াল থেকে দূরে। গবেষক দু'জন ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখল। দেখল সব ঠিক আছে।

ম্যালন এনিডের কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, এ সবের কি প্রয়োজন?

উত্তর মেইলী দিয়ে দিল। ওই ঘরখানার প্রয়োজন আছে। প্রেতাত্মাকে আহ্বান করে এনে তাকে রূপ দেবার জন্য মিডিয়ামের ভেতর থেকে যে বাষ্পীয় বস্তু বার হয় সেই বস্তুকে ঘন ও সংগ্রহ করার জন্য ওই ঘরটার প্রয়োজন আছে। ওটা না থাকলে সেই বায়বীয় পদার্থটা বাতাসে মিশে গিয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।

গবেষক দু'জনের মধ্যে একজন এসব কথাবার্তা শুনছিল। সে বলল, ওই ঘরটা অন্য উদ্দেশ্যও সাধন করতে পারে।

মেইলী বিজ্ঞের মতো বলল, ঠিকই বলেছেন। সর্ব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা পছন্দ করি।

গবেষকরা একমত হয়ে বলল, এর মধ্যে যে কোনও ছলনা নেই সেটা প্রমাণিত হলো।

এরপর দেখা গেল মিডিয়াম তার তাঁবুর ঘরের এককোণে গিয়ে বসলেন। তার

স্ত্রী মিসেস লিনডেন ঘরের অন্যকোণে বসলেন। হলঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। তাঁবুর ঘরটার উপরে একটা লাল বাতি জ্বলতে লাগল। মিসেস লিনডেনের হাত দুটো তার কোলের উপর রাখা ছিল। মিডিয়ামের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তিনিই ব্যাখ্যা করে দেবেন। তার হাবভাব দেখে মনে হলো তিনি যেন সব কিছুর মালিক ও কর্ত্রী। তার ভাব দেখে এনিডের হাসি পেল।

মিসেস লিনডেনকে দেখে জার্লির কথা মনে পড়ল এনিডের।

মিডিয়াম মিঃ লিনডেন তার আসনে বসে ছিলেন। তিনি মগ্নচৈতন্য বা সমাধিস্থ না হয়েই কিছু পরলোকের বাণী শোনালেন। কিন্তু সেই বাণী শুনে ওরা সেই বাণীতে কার কথা বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারল না। মিঃ লিনডেন তার হাত দেখিয়ে বললেন সভায় গোলমালের জন্যই সেই বাণী ঠিকমত কেউ শুনতে পায়নি।

কিন্তু ম্যালন আরও হতাশ হলো। তার মনে হলো সেই বাণীর যে অংশ বোঝা গেছে তা সত্যিই হতাশাজনক। সেই কৃত্রিম কথাগুলো কেউ যেন মিডিয়ামের মুখ দিয়ে বলিয়েছে।

মিডিয়াম একসময় বললেন, আমি এক যুবককে দেখছি যার চোখদুটো বাদামী রঙের আর মোচটার দুই প্রান্ত নুইয়ে পড়েছে।

মিসেস ব্যাডলে চিৎকার করে বলে উঠল, ও প্রিয়তম তাহলে তুমি ফিরে এসেছ।

এই বলে মিসেস ব্যাডলে মিডিয়ামকে জিজ্ঞাসা করল ওর কি কোনও বাণী আছে?

মিডিয়াম বললেন, সে শুধু তার প্রেম জানিয়েছে আর বলেছে সে তার প্রিয়তমাকে ভোলেনি।

মিসেস ব্যাডলে উৎসাহিত হয়ে বলল, একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে গেলাম। আমার প্রেমিক এই ভাবেই কথা বলতো।

মিসেস ব্যাডলে পাশাপাশি সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, তোমরা সবাই জান ও ছিল আমার প্রথম প্রেমিক। মিঃ লিনডেন ওকে পরলোক থেকে আনিয়েছেন। ওকে ডাকলেই আসে। আসতে কখনও ভুল করে না। মিঃ লিনডেন ওকে কয়েক বারই এনেছেন।

মিডিয়াম আবার বললেন, আমি আমার বাঁ দিকে খাঁকি পোশাক পরা এক যুবককে দেখছি। আমি তার মাথায় একটা প্রতীক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ওটা গ্রীক ক্রশের চিহ্ন।

লেডি স্মিথ চিৎকার করে বলে উঠলেন, নিশ্চয় ও হলো জিন।

হ্যাঁ, ও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছে।

স্যার জেমস বলল, ওই গ্রীক ক্রশটা হলো বিমানের প্রপেলারের প্রতীক। আপনারা জানেন ও বিমান বাহিনীতে কাজ করত। ম্যালন ও এনিড দু'জনেই কেমন যেন একটা আঘাতে অভিভূত হয়ে গেল। মেইলী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে চুপি চুপি এনিডকে বলল, এটা তেমন কিছু ভাল না। এরপর আরও ভাল কিছু দেখতে পাবে।

মিডিয়ামের মুখ থেকে আর যে কয়েকটি বাণী বার হলো, তাতে অনেকেই তাদের প্রিয়জনকে চিনতে পারল। তবু ম্যালনের মনে হলো মিডিয়াম হিসাবে মিসেস ডেবসের কাজ মিঃ লিনডেনের থেকে আরও মনোগ্রাহী এবং যুক্তিযুক্ত।

মেইলী বলল, একটু অপেক্ষা করুন।

মিডিয়াম এবার তার চেয়ারে শক্ত হয়ে বসলেন। তার পর চেয়ারের উপরেই দেহটা টানটান হয়ে গেল। তার মুখ থেকে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল। তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তারপর অচেতন অবস্থাতেই তার কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল।

তবে সে কণ্ঠস্বর আগের থেকে পরিষ্কার ও আবেগময়।

মিসেস লিনডেন তখন বললেন, মিডিয়াম এবার বায়বীয় প্রেতদের মূর্তিদান করে দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাবধান, দর্শকদের মধ্যে কেউ যেন সেই মূর্তিকে স্পর্শ না করে। স্পর্শ করার দরকার হলে ভিক্টর তা বলবে। ভিক্টর হচ্ছে মিডিয়ামের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা।

মিডিয়ামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সকলকে শুভ সন্ধ্যা।

তখন উপস্থিত সকলের মধ্যে এক গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল। শুভ সন্ধ্যা ভিক্টর।

মিসেস লিনডেন বললেন, আমাদের প্রার্থনার গানের মধ্যে ঐকতান ছিল না। সুর সংগতির অভাবে যে প্রেতাত্মা উপস্থিত হয়েছে সে কোনও কাজ করতে পারছে না। মার্টিন লাইটফুড সাধ্যমতো কিছু করার চেষ্টা করছে।

মেইলী ফিসফিস করে বলল, মার্টিন হচ্ছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণকর্তা।

মিসেস লিনডেন আবার বললেন, আমার মনে হয় গ্রামোফোনে গান বাজালে ভাল হবে। তবে, স্তোত্রগানই সব চেয়ে ভাল, যদিও ধর্মনিরপেক্ষ গানেও বিশেষ কোনও আপত্তি নেই। যা ভাল মনে করেন তাই করুন মিসেস অগিলভি।

গ্রামোফোন চালানো হলো। গ্রামোফোনের পিনটা ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডের ডিস্কের উপর চলতে লাগল। গানটার নাম হল "জ্বালো, দয়ার আলো জ্বালো"। এই প্রার্থনা গানটা বাজানো হচ্ছিল। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে যোগ দিয়ে চাপা গলায় গানটা গাইতে লাগল। মিসেস অগিলভি গানটা পরিবর্তন করে 'হে ঈশ্বর যুগে যুগে তুমি একমাত্র সহায়'—এই গানটা বাজাতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, তবে আজ রাতটা তেমন ভাল নয়।

এবার মিডিয়াম মিঃ লিনডেন বললেন, হ্যাঁ, আজকে রাতে আমরা যথেষ্ট শক্তি পেয়েছি। তবে সে শক্তিটা আমরা এখানে আগত আত্মাদের শরীরী রূপদানের জন্য সংরক্ষিত করতে চাই। মার্টিন বলছে সে আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। সে এ কাজ ভালোই পারে।

এমন সময় মিডিয়ামের ছোট ঘরের সামনের দিকের পর্দাটা দুলে উঠল। মনে হলো পিছন দিক থেকে আসা একটা দমকা হাওয়া পর্দাটাকে দোলালো। এরপর

সামনের দিক থেকে পর্দাটা ফাঁক হয়ে গেল। তাতে দেখা গেল মিঃ লিনডেন ও মিসেস লিনডেন-এর মাঝখানে একটা কালো অদ্ভুত ধরনের মানুষের মূর্তি। মিসেস লিনডেন তাকে বললেন, ভয় করো না, বাছা। কেউ তোমাকে আঘাত করবে না। এই সময় ঘরের মাঝখানে টেবিলের চারপাশে চক্রাকারে যারা বসে ছিল তারা হঠাৎ একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া অনুভব করল।

মিসেস লিনডেন সামনে দর্শকদের পানে চেয়ে বললেন, আত্মাটি এই প্রথম আমাদের জগতে এসেছে। তাই এখানকার সবকিছু তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। এটাই স্বাভাবিক। আমরাও যদি ওদের জগতে হঠাৎ গিয়ে পড়ি তাহলে সেখানকার সব কিছু আমাদের অদ্ভুত লাগবে। এই বলে মিসেস লিনডেন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই নয় কি বাছা ?

এইবার সেই নবাগত মূর্তিটি মিডিয়ামের ঘর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল। সকলে হতবাক হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে বসে রইল আপন আপন আসনে। মিসেস ব্যাডলে তার আসনে বসে পাগলের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ওয়েসারবি তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। ম্যালন ও এনিড কিন্তু ভয় পেল না। কিন্তু আমরা কৌতূহলপীড়িত হচ্ছি। কি আশ্চর্যের কথা বাইরে যখন কত কর্মব্যস্ত জীবনে আলোড়ন চলছে তখন এই ঘরের ভিতর আমরা এক অতি অদ্ভুত প্রেতমূর্তিকে সামনাসামনি দেখছি।

মিডিয়ামের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা সেই প্রেতমূর্তি ঘরের মাঝখানে ঘুরতে ঘুরতে এনিডের কাছে চলে এল। ঘরের মধ্যে যে মৃদু লাল আলো জ্বলছিল তাতে সে স্পষ্ট দেখতে পেল মূর্তিটা এক বয়স্কা বেঁটেখাটো চেহারার নারীর।

মিসেস বলসোভার চিৎকার করে বলে উঠলেন, এ তো সুশান! সুশান তুমি আমাকে চিনতে পারছ না!

সে নারীমূর্তিটি মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

মিঃ বলসোভার বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রিয়তমা, এ হচ্ছে তোমার বোন সুশী। আমি আগে তাকে সব সময় কালো পোশাক পরতে দেখেছি। সুশান, আমাদের সঙ্গে কথা বল।

সেই নারীমূর্তির মাথাটা কাঁপতে লাগল।

মিসেস লিনডেন বললেন, যারা পরলোক থেকে প্রথম আসে তারা প্রথম প্রথম কোনও কথা বলে না। ওরা এক জায়গায় এতগুলো জীবন্ত মানুষের আবেগপ্রবণ কৌতূহল দেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ও এখন চলে যাবে।

সত্যিই দেখা গেল সেই নারীমূর্তিটি মিডিয়ামের ছোট ঘরখানার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই মনে হলো সে মাটির মধ্যে ঢুকে গেল। যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সেই প্রেতমূর্তি।

মিসেস লিনডেন বললেন, এবার গ্রামোফোন বাজাও। গ্রামোফোনে গান বাজানোর ফলে ঘরের গুরুগম্ভীর পরিবেশটা হালকা হয়ে উঠল। দর্শকরা আপন আপন চেয়ারে

গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করতে লাগল। সহসা মিডিয়ামের ঘরের সামনের দিকের পর্দাটা ফাঁক হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে আবার দ্বিতীয় এক মূর্তি আবির্ভূত হলো।

সে মূর্তিটি হলো এক ছোট বালিকার। তার মাথার এলো চুলগুলো পিঠের উপর ঝুলছিল। সে তাড়াতাড়ি হলঘরের মাঝখানে এগিয়ে এল। মেয়েটিকে দেখে মিসেস লিনডেন সন্তুষ্ট হয়ে হাসতে লাগলেন। এবার আপনারা ভাল কিছু পাবেন।

হঠাৎ ডিউক পত্নী বলে উঠলেন, শুভ সন্ধ্যা লুসিলি। তোমার সঙ্গে আমার গত মাসে দেখা হয়েছিল। যখন তোমার মিডিয়াম ম্যালটেভার টাওয়ারে আসে।

লুসিলি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ লেডি। আমার মনে পড়েছে টমি নামে আপনার একটি ছোট ছেলে আমাদের জগতে বাস করে। কিন্তু মৃত নয়, আমরা আপনাদের থেকে বেশি জীবন্ত। সব রকমের আনন্দ, চঞ্চলতা ও চপলতা আমাদের মধ্যে আছে। সেই ছোট মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে পরিষ্কারভাবে ইংরাজী ভাষায় কথাগুলো বলল।

লুসিলি বলল, আমি কি আপনারা যেমন করে নাচেন তেমনি করে নাচব? এই বলে সে পাখির মতো শিস দিয়ে নাচতে লাগল। সে আবার বলল, সুশান এমন করে নাচতে পারে না, সে নাচ শেখেনি।

মেইলী জিজ্ঞাসা করল, আমার কথা কি তোমার মনে আছে লুসিলি?

লুসিলি বলল, হ্যাঁ তোমার কথা আমার মনে আছে মিঃ মেইলী। লম্বা-চওড়া চেহারার এক হলুদ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক।

এনিড এমনই স্বপ্নাবিষ্টের মতো হয়ে গিয়েছিল যে জীবনে প্রথম নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল সে জেগে আছে নাকি স্বপ্ন দেখছে। সে বুঝতে পারল না যে সুন্দর আনন্দ-উৎফুল্ল ছোট্ট মেয়েটি চক্রের মাঝখানে বসে আছে, সে কি সত্যি সত্যি পরলোক থেকে আগত মৃত বিদেহী আত্মার প্রকাশিত শরীরী রূপ অর্থাৎ এক্টোপ্লাজামের সফল কর্ম, নাকি ইন্দ্রিয় সমূহের ভ্রান্তি বা অর্থহীন মায়া নাকি এক প্রতারণা। সুতরাং এই তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনও একটি অবশ্যই হবে। এটাকে ঠিক ভ্রান্তি বলা যায় না। কারণ উপস্থিত দর্শকদের সকলেই এটাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছে। এবং কেউ এটাকে ভ্রান্তিদর্শন বলে ভাবছে না। আবার এটা প্রতারণাও হতে পারে না। মিডিয়ামের বসার ঘরটা আগেই ভাল করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা সত্যি। যদি এটা সত্য হয় তাহলে এটা কি সমস্ত জগতের সামনে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে না?

লুসিলি নামে পরলোক থেকে আগত মেয়েটিকে একেবারেই বাস্তব দেখাচ্ছিল। তাকে এ জগতের এক জীবন্ত মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। সে আনন্দের সঙ্গে এমন ভাবে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল যে উপস্থিত সকলে তা উপভোগ করছিল।

একজন প্রশ্ন করল, আগে তোমার নিবাস কোথায় ছিল লুসিলি?

মিসেস লিনডেন তখন বললেন, ওর কষ্ট বাঁচাবার জন্য আমি এর উত্তরটা দিচ্ছি। পূর্বজন্মে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ ডাকোটায় ওদের বাড়ি ছিল। চোদ্দ বছর বয়সে ওর মৃত্যু হয়। এই উক্তিগুলো আমরা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি।

আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, তোমার মৃত্যুতে তুমি কি খুশি হয়েছ লুসিলি ?

আমার দিক থেকে আমি খুশি হয়েছি কিন্তু আমার মার জন্য খুবই দুঃখিত।

তোমার মৃত্যুর পর তোমার মার সঙ্গে কি তোমার দেখা হত ?

লুসিলি বলল, আমার মা যেন একটা বন্ধ বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। সে বাক্সের ঢাকনা খোলার সাধ্য লুসিলির নেই।

তুমি কি সুখী ?

লুসিলি বলল, হ্যাঁ সত্যিই আমি সুখী, খুশিতে উজ্জ্বল।

আবার প্রশ্ন করা হলো, তুমি কি আবার এ জগতে ফিরে আসতে পার ? এটা কি সম্ভব ?

ঈশ্বর যদি আসার অনুমতি দেন তবেই পারব। কিন্তু এ প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করাটাই এক দুষ্ট লোকের কাজ।

আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, তুমি কোন ধর্মের মানুষ ছিলে ?

লুসিলি উত্তর করল, আমরা ছিলাম রোমান ক্যাথলিক।

এই ধর্ম কি ঠিক ?

লুসিলি বলল, সব ধর্মই ঠিক যদি তার থেকে উন্নতি হয়।

তাহলে কে কোন ধর্মের লোক তাতে কিছু আসে যায় না। তবে কি মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যা করে তা বিশ্বাস করে না। যা বিশ্বাস করে তা করে না। অর্থাৎ মানুষ তার বিশ্বাস অনুসারে কাজ করে না।

লুসিলি বলল, লুসিলির সময় খুব অল্প। তার মতো আরও অনেকে এখানে আসতে চায়। সে যদি সব ক্ষমতা খরচ করে ফেলে তাহলে অন্যদের ক্ষমতা কমে যাবে। ঈশ্বর অতিশয় ভাল। ঈশ্বর সব সময়ই পরম মঙ্গলময়, অতিশয় দয়ালু।

তোমরা মর্ত্যের মানুষেরা জান না তিনি কত দয়ালু ও মঙ্গলময়। তিনি তোমাদের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করেন এবং তোমাদের সকলকেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করার সুযোগ দেন। তোমরা সেই সব বস্তু লাভ করতে পারলেই ঈশ্বরকে ভাল বল।

লুসিলিকে আবার একজন প্রশ্ন করল, আচ্ছা তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ ?

ঈশ্বরকে দেখছ! ঈশ্বরকে কেমন করে দেখব ? তিনি সবসময়ই আমাদের চারদিকে আছেন, আমাদের মধ্যে আছেন এবং সকল বস্তুমধ্যে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তবে আমি খ্রীস্টকে দেখেছি। তিনি গৌরবময়। এবার আমি বিদায় নেব।

এই বলে লুসিলি সকলের দিকে পিছন ফিরে মিডিয়ামের বসার ঘরে চলে গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর ম্যালনের জীবনে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ঘটনা ঘটল। এবার মিডিয়ামের বসার ঘর থেকে বেঁটে ও মোটাসোটা চেহারার কালো রঙের এক মহিলা বেরিয়ে এল। মিসেস লিনডেন তাকে উৎসাহ দিলেন। সেই মূর্তিটি সোজা সাংবাদিক ম্যালনের কাছে চলে এল। মূর্তিটি বলল, আমরা তোমার জন্য চক্র অতিক্রম করতে পারি। তুমিও আমার কাছে এস।

ম্যালন এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে সেই প্রেতমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল।

সেই মূর্তিটার কোনও হাত-পা নেই, আছে শুধু একটা বড় মাথা। মাথার আকারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ম্যালন আর একটু ঝুঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল সেই মাথাটা সম্পূর্ণ নিরেট বা শক্ত নয়, মনে হলো একটা প্রায় তরল বস্তু ধীরে ধীরে শক্ত আকার ধারণ করছে। যেন কোনও অদৃশ্য হাত ছাঁচে ফেলে একটা নরম অথবা বায়বীয় বস্তু দিয়ে একটা মূর্তি গড়তে চাইছে।

ম্যালন এক নিবিড় বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল সেই ক্রমনির্মীয়মান মূর্তিটা হাত-পা সহ তার মৃত মার আকার ধারণ করল। সে চিৎকার করে উঠল, মা তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেতমূর্তিটি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আনন্দের আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু আবেগের আতিশয্যে অতিশয় চঞ্চলতা প্রকাশ করার জন্য মূর্তিটি তার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না। তাই সেই মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিসেস লিনডেন এবার ম্যালনের দিকে তাকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, এই আত্মাটি পরলোক থেকে এর আগে কখনও আসেনি তাই কথা বলতে পারল না। ইনিই আপনার মা।

ম্যালন এবার সেই চক্র পার হয়ে অর্ধ অভিভূত অবস্থায় তার আসনে ফিরে গেল। এই ধরনের ঘটনা যে তার নিজের জীবনে ঘটবে মোটেই ভাবতে পারেনি ম্যালন। আজ হতে দশ বছর আগে তার মার মৃত্যু হয়েছে অথচ তার সেই মৃত মা আজ তার সামনে দাঁড়াল। এর থেকে বিস্ময়ের ঘটনা আর কি হতে পারে! তবু যুক্তিবাদী ম্যালন নিজেকে নিজে প্রশ্ন না করে পারল না, তুমি কি শপথ করে বলতে পারবে ইনিই তোমার মা? সে নিজের মনেই বলল, না। কিন্তু সে নিজেকে নিজে আবার প্রশ্ন করল। যুক্তির কথা ছেড়ে দাও, যা তুমি নিজের চোখে এখনি দেখলে তাতে কি নীতিগত ভাবে নিশ্চিত হতে পারছ? মন থেকে তার উত্তর বেরিয়ে এল, 'হ্যাঁ'।

ম্যালনের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত কাঁপছিল। তার সমস্ত অস্তিত্বটাই ভিত্তিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

কিন্তু আর এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ম্যালনের দৃষ্টি ও মনোযোগটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখল মিডিয়ামের ঘর থেকে একটি যুবকের প্রেতমূর্তি বেরিয়ে সোজা মেইলীর সামনে এসে দাঁড়াল।

মেইলী সেই যুবককে বলল, হ্যালো জ্যাক, কেমন আছ প্রিয় বাছাধন?

এরপর মেইলী দর্শকদের পানে তাকিয়ে বলল, এ হচ্ছে আমার ভাইপো। আমি যখনই মিডিয়াম লিনডেনের কাছে আসি তখনই আমার এই ভাইপো পরলোক থেকে এখানে আসে।

যুবকটি বলল, আমি তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, কাকা। আমার শক্তি কমে আসছে, আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। তুমি তো আমাকে এই আলোতেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ।

মেইলী বলল, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার কথা তোমার মাকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, চার্চ তাকে বলেছে এ সব মিথ্যা।

যুবকটি বলল, আমি তা জানি। চার্চ বলেছে আমি নাকি এক দৈত্য। ওদের এই সব ধারণা, এই সব সংস্কার সব পচে গেছে। সব পচা, পচা। এইসব পচা পচা জিনিসের পতন হবে। এই বলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার কণ্ঠস্বর কান্নার মধ্যে ডুবে গেল।

তোমার মাকে দোষ দিও না, জ্যাক। এটা তার বিশ্বাস।

যুবকটি বলল, না, না, আমি তাকে দোষ দিই না। ভবিষ্যতে একদিন তিনি সব কিছু জানতে পারবেন। সেদিন শীঘ্রই আসছে। যেদিন প্রকৃত সত্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে এবং যতসব নিষ্ঠুর প্রথা ও বিধিনিষেধ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ভাবধারা সহ সব চার্চগুলো পৃথিবী থেকে বিদূরিত হবে। সব নিঃশেষে অপসারিত হবে।

মেইলী বলল, একথা কেন বলছ জান ? তুমি তো দেখছি ধর্মদ্রোহী হয়ে উঠছ।

যুবক জ্যাক বলল, ভালবাসা, হে খুল্লতাত, ভালবাসাই হচ্ছে আসল কথা। তুমি কি বিশ্বাস কর বা না কর, তাতে কিছু আসে যায় না, যদি তুমি সৎ সদাচারী দয়ালু ও সনাতন খ্রীস্টের মতো হও।

দর্শকদের মধ্যে একজন জ্যাককে জিজ্ঞাসা করল, তুমি খ্রীস্টকে দেখেছ ?

জ্যাক উত্তর করল, এখনও দেখিনি, তবে হয়ত পরে একদিন না একদিন দেখতে পাব।

তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো, তবে কি তিনি স্বর্গে নেই ?

স্বর্গ অনেক আছে। স্বর্গ একটা নয়। আমি একটা ছোটখাট স্বর্গে থাকি। তবে সব স্বর্গই সমান গৌরবময়।

এই আলোচনা চলাকালে এনিড তার ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে শুনতে লাগল। সে আগের থেকে আরও স্পষ্ট করে সবকিছু দেখতে পেল। যে লোকটি তার থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে মর্ত্যের মানুষ নয়। মানুষের দেহ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে সে কোনও মর্ত্যের মানুষ নয়। মানুষের দেহধারী এক প্রেতাত্মা। তবে হলুদ ও সাদায় মেশা তার মুখখানা ঘরের উপস্থিত জীবন্ত মানুষদের মতো নয়। তার সমস্ত চেহারাটার মধ্যে একটা কঠিন ভাব দেখা গেল। মনে হলো কাঠের মতো শক্ত, মানুষ খুব রেগে গেলে যেমন খুব কঠোর হয়ে ওঠে।

মেইলী এবার বলল, প্রিয় জ্যাক এবার তুমি কিছু বল। তোমার জীবন সম্বন্ধে কিছু কথা বল দর্শকদের সামনে। জ্যাক লাজুক যুবকের মতো মাথাটা নত করে বলল, না আমি বলতে পারব না।

মেইলী আবার বলল, এসো, এসো জ্যাক, আমরা তোমার কথা শুনতে ভালবাসি। আমরা তোমার জীবনের কথা শুনতে চাই।

যুবক জ্যাক তখন বলতে শুরু করল, জীবিতরা মৃতদের এই ভাবে প্রায়ই বিরক্ত করে। তারা ওদের কথা শুনতে চায়। আসলে জীবিত ও মৃতের মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখিনা। তোমরা যদি ঘর পরিবর্তন করে অন্য ঘরে যাও তাহলে কি তোমাদের কোনও পরিবর্তন হয়। আমি মৃত্যুর পর পরলোক থেকে মার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু মা আমাকে কোনও অভ্যর্থনা জানায়নি।

মেইলী বলল, দুঃখ করো না। তোমার মাকে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

জ্যাক বলল, হ্যাঁ, তাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। আসল সত্যকে জানতে হবে। অন্য যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করার থেকে পরলোকের জ্ঞান চর্চা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খবরের কাগজগুলো ফুটবল খেলার দিকে যত নজর দেয় ততটা নজর এই পরলোকচর্চা নিয়ে দেয় না। ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অজ্ঞতা এই বাঁধা ঘুচিয়ে সকলকে আসল কথা জানাতে হবে।

হঠাৎ দর্শকরা মিডিয়ামের বসার ঘরে একটা আলোর ঝলকানি দেখল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক-এর চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর সব চুপচাপ। এই সময় গ্রামোফোনে গান বাজনা হতে লাগল। এমন সময় মিডিয়ামের বসার ঘর অর্থাৎ ক্যাবিনেটের পর্দাটা নড়ে উঠল। হঠাৎ একটা প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হতেই মিসেস লিনডেন হাত নেড়ে তাকে ঘর থেকে বাড় হতে নিষেধ করল। এই সময় দেখা গেল এই প্রথম মিঃ লিনডেন তার চেয়ারে বসা অবস্থায় কি একটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে।

অনেকে প্রশ্ন করল-কি ব্যাপার মিসেস লিনডেন ? মিসেস লিনডেন সহজভাবে বললেন, যে প্রেতছায়াটাকে আবার মূর্তি দান করা হচ্ছিল তার নিচের দিকটা ঠিকমতো গড়ে উঠেনি। তার আকারটা অর্ধেক রয়ে গেছে। এ বিষয়ে শক্তির অভাব দেখা গেছে বা ক্ষমতার অভাব দেখা গেছে। আজ আর এ কাজ হবে না। আজ রাতে আর যে কোনও কাজ হবে না তা প্রমাণ হয়ে গেল।

দেখা গেল মিডিয়াম মিঃ লিনডেন নিচে সটাং শুয়ে পড়েছেন। তার মুখটাও সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ভ্রূ দুটো উপরে উঠে গেছে। মিসেস লিনডেন এবার ব্যস্তভাবে তার স্বামীর কোর্টের বোতামগুলো খুলে দিয়ে পাশে রাখা কাঁচের গেলাস থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে সেই জলের ঝাপটা দিতে লাগল।

দর্শকরা সকলে তাদের আসন থেকে উঠে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে এই ঘটনার ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল।

মিস ব্যাডলে বলল, কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার! তবে আমরা একটি প্রেতের পূর্ণ আকারটা দেখতে পেলাম না।

মিঃ অ্যাটকিংসন এক পরলোক তত্ত্বের গবেষককে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বুঝলেন ?

সেই গবেষক উত্তর দিল, আমি মাস্কলিন হলে এর থেকে ভাল কাজ দেখেছি।

অন্য একজন বলল, শোন স্কট, মিডিয়ামের বসার ঘরটা যে একেবারে ছলনা মুক্ত ছিল, একথা বলার কোনও অধিকার তোমার নেই।

স্কট বলল, শুধু আমি নই একথা মাস্কলিন হলের কমিটির সদস্যরাও মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছে।

কিন্তু সেটা ছিল মাস্কলিনের নিজস্ব মঞ্চ কিন্তু এখানে মিঃ লিনডেন-এর নিজস্ব মঞ্চ নেই।

এইভাবে তর্ক করতে করতে দু'জন যুক্তিবাদী পরলোক তত্ত্বের গবেষক হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন অ্যাটকিংসন বললেন, দেখলে ওদের কাণ্ড, পরলোক তত্ত্বের বুদ্ধিমান গবেষক যারা, কোনও তথ্যপ্রমাণ স্বীকার করতে চান না তাঁরা। সোজা পথ থাকতে তাঁরা ঘোড়ান পথে চলতে চান। মানব জাতির সামনে যখন পরলোক নামে এক নতুন রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হতে চলেছে, তখনই সব বুদ্ধিমানেরা সেটা মানতেই চাইছেন না। এই ভাবে তাঁরা তাঁদের বুদ্ধির অপচয় করে চলেছেন।

মেইলী হাসতে হাসতে বলল, না, না। বিশপরাই যেন সেই পরলোক রাজ্যের দ্বাররক্ষীর কাজ করছেন। তারা যেন সেই দ্বার রক্ষীর কাজে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত।

সেই দ্বার দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেবে না। তারা কোনও দিনই পরলোক তত্ত্বের প্রকৃত সত্যকে লাভ করতে পারবে না।

কিন্তু এনিড বলল, এটা কিন্তু বিশপদের সম্পর্কে শক্ত কথা বলা হচ্ছে। আসলে ওরা ভাল লোক।

মেইলী বলল, তা অবশ্য বটে। দর্শনের ব্যাপারে তারা হচ্ছে প্রবীণ ব্যক্তি, তাদের বুদ্ধি পাকা। সে বুদ্ধি দিয়ে তারা একটা তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে আছেন। এটা তাদের দোষ নয়। কিন্তু ম্যালন, তুমি কথা বলছ না কেন ?

ম্যালন তখন ভাবছিল অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা এক ছোট প্রেতমূর্তির কথা যার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আনন্দের সঙ্গে সে হাত নাড়তে থাকে।

এই মূর্তির কথা ভাবতে ভাবতে এই হলঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এক আশ্চর্যময় জগৎ ছেড়ে বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

৬

এক কুখ্যাত অপরাধীর আচরণের বর্ণনা

এবার আমরা যে দু'জন গবেষকদের নিয়ে পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিলাম, সেই গবেষকদের ছেড়ে গবেষণার বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করব। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক নতুন অভিজ্ঞতার দিক থেকেও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের গবেষকরা যেখানে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন, এখন আমরা সেখানে যাব। এখন আমরা যাব মিডিয়াম লিন্ডেন-এর ঘরে। আমরা সেখানে গিয়ে সেই আলো-ছায়ার কাজগুলোকে খুঁটিয়ে দেখব, যে আলো-ছায়ার দ্বারা মিডিয়ামদের জীবন চালিত হয়।

সেখানে যেতে হলে আমাদের টটেনহাম কেটি রোডের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে হবে ব্রিটিশ মিউজিয়মএর দিকে। সেখানে পথের দু'দিকে আছে অসংখ্য আসবাবপত্রের দোকান।

রাস্তার নাম টিউনিস স্ট্রীট আর বাড়ির নম্বরটা হলো চল্লিশ।

টিউনিস স্ট্রীটে একটা সাধারণ রংচটা বাড়ি আছে। তার মধ্যে ঢুকে রেলিংওলা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় সামনের দিকে জানলাওয়ালা একটা ঘর পাওয়া যাবে। সে ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিলের উপর একটা বাইবেল রাখা আছে। বাইরে থেকে কোনও অতিথি এসে এই নির্জন ঘরটা দেখে যাতে ভয় না পায় তার জন্যই হয়ত বাইবেলটা রাখা আছে। সেই ঘরটা পার হয়ে একটা দরজা পাওয়া যাবে। সেই দরজার ওপরে অন্ধকার সরু সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়িতে উঠলে একটা ঘর পাওয়া যাবে। সেই ঘরে এখন বেলা ১০টা বাজলেও একজন ভদ্রলোককে শুয়ে থাকতে দেখা যাবে। গতরাতে প্রেত চর্চার সভায় যিনি অনেক অলৌকিক দৃশ্য ও ঘটনা দেখিয়েছেন, ইনি সেই ব্যক্তি। মনে হয় গতকাল তিনি কষ্টকর কাজের মধ্য দিয়ে যে শক্তি ক্ষয় করেন সেই শক্তি সঞ্চয় করার জন্যই আজ অনেকটা বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থেকে বিশ্রাম করছেন। গতরাতে তার যে টুপিটা দেখেছিলাম সেই টুপিটা তার কাছেই আছে।

আগে থাকতে কিছু না বলে এই সময় তার ঘরের বাইরে থেকে অদৃশ্যভাবে যদি তাকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি তখন বালিশে হেলান দিয়ে হাঁটুর উপর প্রাতরাশের থালা রেখে প্রাতরাশ করছেন। আর তাঁর সামনে বসে থাকা বেটে খাটো চেহারার কালো চোখওয়ালা স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন।

গতরাতে যারা প্রেতচর্চার সভায় তাঁকে মিডিয়াম হিসাবে বহু ঐন্দ্রজালিক কাজ করতে দেখেছে এবং আধুনিক পরলোক তত্ত্ব গবেষণার অবদান স্বরূপ নতুন পদ্ধতিতে প্রেতদের আবাহন ও দেহরূপ দান করার কাজ ভীতিবিহ্বল চোখে যারা দেখেছে, তারা হয়ত তাঁকে আজ এই অবস্থায় দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে এবং কিছুটা মজাও পাবে। তার চওড়া কাঁধ বুকের ছাতি ও চোখ মুখ দেখে বোঝা যায় তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী ও অনেক শক্ত কাজকর্ম করার উপযুক্ত। তাঁর মাথার কুঞ্চিত চুলগুলো চূড়ার আকারে বাধা ছিল। সকালের মৃদু আলোয় তাঁকে বেশ কিছুটা দুর্বল ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

মিসেস লিনডেন তাঁর স্বামীকে বললেন, কেমন আছ টম। তুমি কি মনে কর, বাইবেলে যাদের কথা লেখা আছে তারা এই সব প্রেত চর্চার কাজ সমর্থন করবে?

মিঃ লিনডেন জিজ্ঞাসা করলেন, গতকালের আসরে ডিউক পত্নী সন্তুষ্ট হয়েছেন।

মিসেস লিনডেন উত্তর করলেন, আমার মনে হয় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। মিঃ অ্যাটকিংসনও সন্তুষ্ট হয়েছে। ম্যালন নামে একজন সাংবাদিক এসেছিলেন। তিনি লর্ড ও লেডী মতেনেয়ার, ও মিঃ মেইলী সব প্রমাণ পেয়ে গেছেন।

এবার মিডিয়াম লিনডেন বললেন, গতকাল রাতে আমি পরলোক থেকে আগত প্রেতদের কথাগুলো ঠিক মতো শুনতে পাইনি। তাদের কোনও জ্ঞানবুদ্ধি নেই সেই সব নির্বোধ প্রেতগুলো বিশেষ করে আমার কাকা শ্যাম আমার মাথায় এমন সব চিন্তা ঢুকিয়ে দিল যার ফলে আমার মন ও চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। যার জন্য আমি ভাল করে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হ্যাঁ, মিডিয়াম আরও বলতে লাগলেন, তারা আমাকে সাহায্য করতে এসে গোলমাল বাধাচ্ছিল। এইভাবে তারা নিজেদের সঙ্গেই প্রতারণা করছিল। আমি ওদের প্রকৃতি চিনি।

তবুও আমি ভালভাবেই প্রেতের ছায়াগুলোকে সেই রূপ দান করার কাজ চালিয়ে যাই। কয়েকটা ভাল দেহরূপ দান করি এবং এতে আমি খুশী। তবে তা করতে গিয়ে আমার নিজের দেহ থেকে অনেকটা প্রাণশক্তি তুলে নিয়ে তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে হয়।

গতকাল এই কাজে আমার অনেকটা প্রাণশক্তি ব্যয় করতে হলো। আর তার ফলে আমি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাই। তবে আজ সকালে আমি মোটামুটি ভালই আছি।

কাল আমার খুব পরিশ্রম হয়। বিশেষকরে মার্গারেট দেহটা গড়ে তোলার সময়। আমি পড়ে গিয়ে হাঁপাতে থাকি।

সবাই আমাকে দেখে বলতে থাকে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মিসেস লিনডেন কিছুটা তিক্ততার সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ ওরা ছোটাছুটি করে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে আসে। তোমার মুখে মদ ঢেলে দেয়। তবে সাবধান, বেশি মদ খেয়ে যেন মাতাল মিডিয়ামে পরিণত না হও।

মিঃ লিনডেন বললেন, হ্যাঁ, তবে আমাদের যে কারবার তাতে অল্প পরিমাণ মদ পান করতে হয়। ডিম ও শূকরের মাংসও খাই। আগামী ইস্টারের সময় একটা ভাল কাজ করব বলে-আশা করি। হা ভগবান! দশটা বেজে গেল। ওদের আসবার সময় হয়ে গেল।

মিসেস লিনডেন অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি যা রোজগার কর তা তো দান করে দাও।

মিঃ লিনডেন বললেন, মাঝে মাঝে আমাদের অবশ্য বেশ কিছু সংকটে পড়তে হয়। তবে দেখ, এই কাজ করে আমাদের দু'-বেলা চলে তো যাচ্ছে। আর কি চাই।

আমি আশা করি ওরা আমাদের শেষ পর্যন্ত দেখবে।

মিসেস লিনডেন বললেন, এখন ধনী লোকেরা প্রেতচর্চার জন্য অনেক মিডিয়ামের ব্যবস্থা করেছে। তারা আপন আপন জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে।

টম লিনডেন বললেন, এর জন্য ধনীরাই দায়ী। প্রেতদের কোনও দোষ নেই। যারা প্রেতচর্চার ব্যবসা করে আর এই চর্চার জন্য বাড়িতে আসর বসায় তারা বেশির ভাগ টাকা নিয়ে আমাদের গরীব মিডিয়ামদের কমই দেয়। বুড়ো বয়সে ও শেষ বয়সে এই সব মিডিয়ামদের বড় কষ্টে দিন চালাতে হয়।

মিসেস লিনডেন এবার তাঁর সরু হাতটা স্বামীর মাথায় রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, দুঃখ করো না টম। যা হবার হবে।

মিঃ লিনডেন জোরে হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে। ধনী লোকেরা আমাদের

ফাঁকি দিয়ে যত টাকা নেয় নিক না। সে টাকা তারা সিন্দুকে বন্ধ করে রাখুক। কিন্তু তাদের মরতে তো হবেই। পরলোকে তো কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না।

এমন সময় হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে দু'জনে দু'জনের মুখপানে তাকাল।

ভৃত্য খবর দিল আপনার ভাই সাইলাস নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

মিসেস লিনডেন বিষণ্নমুখে বললেন, আবার ঝামেলা শুরু হলো।

লিনডেন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ দুটোকে নাড়িয়ে ভৃত্যকে বললেন, ঠিক আছে সুসান ওকে বল আমি নীচে গিয়ে দেখা করছি।

এরপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে ফিরে আসছি প্রিয়তমা।

মিসেস লিনডেন নীচে নেমে গিয়ে একতলার বসার ঘরে সাইলাসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সাইলাসের চেহারাটা বেশ মোটাসোটা ও বলিষ্ঠ। সে হাঁটুর উপর হাত রেখে জানলার ধারে বসে ছিল। তার মাথার চুলগুলো ছিল কুঞ্চিত আর লম্বা কিন্তু বাধা ছিল না। তার মুখটা ছিল দাড়ি কামান, সে ছিল একজন ভয়াবহ বক্সার। সে এতেই নাম করতে চেয়েছিল।

সম্প্রতি সে আর্থিক সংকটে পড়েছে, তার আয় রোজগার কিছুই নেই।

মিঃ লিনডেন ঘরে ঢুকতেই মিসেস লিনডেন ঘব থেকে চলে গেলেন। সাইলাস তার আর্থিক সংকটটা তার দাদার কাছ থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য নিয়ে কাটিয়ে উঠতে চায়। আজও সে এসে কিছু টাকা চাইল। টাকা চাইতে গিয়ে বলল, একটু পান করতে পারলে ভাল হত।

সাইলাস মদ পান করতে চাইলে লিনডেন বললেন, আমি ঘরে ওসব কিছুই রাখি না।

সাইলাস বলল, একবোতল মদের দামটা দিলেই হবে। তোমার কাছে যদি ব্র্যাডবেরি থাকে তাহলে তাতেই আমার চলে যাবে।

টম লিনডেন টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক পাউন্ডের একটা নোট বের করে সাইলাসের হাতে দিয়ে বললেন, যতক্ষণ আমার কাছে কিছু থাকবে তার অংশ তুমি পাবে। কিন্তু গত সপ্তায় তোমাকে দু'-পাউন্ড দিয়েছিলাম। সেটা কি খরচ হয়ে গেছে?

সাইলাস বলল, খরচ তো হয়েছে কিন্তু কিভাবে হয়েছে সে আর কি বলব।

সাইলাস এবার এক পাউন্ডের নোটটা তার পকেটে রেখে বলল, দেখ টম আমি তোমার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করতে চাই।

ঠিক আছে সাইলাস, কি কথা?

সাইলাস বলল, বলছি। এই বলে সে তার হাতের তালুর পিঠে উল্টো দিকে জমে থাকা একতাল মাংসপিণ্ড দেখিয়ে বলল, এক হচ্ছে একটা হাড়। হাড়টা উঠে গেছে আর তার উপর মাংস জমে গেছে। এটা কখনও আর ঠিক হবে না। এমনটা হয় সেইদিন যেদিন আমি বক্সিং-এ কার্লি জেনকিংসকে তৃতীয় রাউন্ডে আঘাত করি। নিয়ম না মেনে এইভাবে তাকে আঘাত করি। এইভাবে সেই রাতে নিজেকেও আমি খেলার জগৎ থেকে 'আউট' করে ফেলি। আমি মল্লযুদ্ধের অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনী করতে পারি। কিন্তু আসল জিনিসটারই অভাব। এই বিষয়ে আমার কোনও অধিকারই নেই।

টম লিনডেন বললেন, সত্যিই এটা একটা সংকটজনক অবস্থা, সাইলাস।

সাইলাস বলল, ধিক এই অবস্থার। যাইহোক আমাকে তো আমার জীবিকাটা অর্জন করতে হবে। কেমন করে অর্জন করতে হবে সেটা আমি তোমার কাছে জানতে চাই। আমি তো এখন একেবারে বেকার। আমার সামনে বেশি পথ খোলা নেই। আচ্ছা আমি যদি মিডিয়ামের কাজ করতে থাকি তবে কেমন হয়।

মিডিয়াম ?

সাইলাস তখন বলে উঠল, এ কি! তুমি আমার মুখ পানে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন ? মিডিয়ামের কাজটা যদি তোমার পক্ষে ভাল হয় তাহলে আমার পক্ষেও ভাল হবে।

টম বলল, কিন্তু তুমি তো মিডিয়াম নও।

সাইলাস বলল, কথাটা তুমি প্রকাশের জন্য খবরে কাগজে দিতে পার। আমি তো তোমার পরিবারের লোক। তুমি আমাকে শিখিয়ে নিতে পার। তুমি যেমন করে এই কাজ কর আমিও তেমনি করে এই কাজ করব।

আমি কিছুই করি না।

সাইলাস প্রতিবাদের সুরে বলল, কর না ? কিন্তু প্রতি সপ্তায় চার বা পাঁচ পাউন্ড করে পাও। এটা ভাল রোজগার। তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। তুমি ও আমি একই জায়গায় মানুষ হয়েছি। তুমি আমাকে এ বিষয়ে অন্ধকারে রাখতে পারবে না। এখন বল, তুমি এ কাজ কেমন করে পার ?

কিসের কাজ ?

সাইলাস জোর দিয়ে বলল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি আমি নিজে দেখেছি তুমি টেবিলে বসে আছ আর তোমার সামনে অদূরে বইয়ের তাকের উপর থেকে তোমার সঙ্গে কারা কথা বলছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এটা বেশ চাতুর্য ও ধাঁধার ব্যাপার। ওই অদৃশ্য প্রেতগুলোকে তুমি কেমন করে পাও ?

টম বলল, আমি তার কিছু জানি না। এটা আমার সাধ্যের অতীত।

সাইলাস জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ তুমি এ বিষয়ে তা বলতে পারবে। আমি এই কাজটা করতে পারলে অবশ্যই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করব।

আরেক দিন সকাল বেলায় সাইলাস এসে টম লিনডেনকে পীড়াপীড়ি করলে টম মুস্কিলে পড়ে। টম রেগে গিয়ে সাইলাসকে শাসনের ভঙ্গিতে বলে, তুমি অনভিজ্ঞ, ঈশ্বরদ্রোহী ও নির্লজ্জ জাতীয় বদমাস।

তোমাদের মতো লোকেরাই আমাদের এইসব কাজের মধ্যে এসে লোকচক্ষে হেও করে তোলে। তুমি কি আমাকে ভণ্ড প্রতারক মনে কর। যদি তা ভাব, তাহলে বলব তুমি আমাকে চেন না। তুমি আমার বাড়ি থেকে এখনই বেরিয়ে যাও। তুমি একটা অকৃতজ্ঞ পাজী লোক।

সাইলাস দুর্বৃত্তের মতো গর্জন করে উঠল। অনেক বলেছ, আর নয়।

তুমি যাবে ? যদি না যাও তবে আমি তোমাকে নিজে বার করে দেব। তুমি ভাই বা যেই হও আমি তা মানব না।

সাইলাস তার দু'হাতে শক্ত করে ঘুষি পাকাল। তার মুখখানা রাগে কুৎসিত হয়ে উঠল। কিন্তু টমের কাছ থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য পাবার কথা ভেবে নরম হয়ে উঠল। তার বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করল।

সাইলাস এবার নরম সুরে বলতে লাগল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইনি।

কিন্তু সে যখন দরজার কাছে এগিয়ে গেল তখন তার প্রয়োজনের তীব্রতার কথা ভেবে আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রয়োজন তাকে নির্লজ্জ করে তুলল। সে আবার গর্জন করে বলতে লাগল, তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি একাজ করব। তুমি হচ্ছো একটা ভণ্ড, ছলচাতুরির দ্বারা লোক ঠকিয়ে পয়সা নাও। আমি তোমাকে দেখে নেব।

এই বলেই সাইলাস ভারী দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। মিসেস লিনডেন চেঁচামিচির শব্দ শুনে স্বামীর কাছে ছুটে এলেন। তিনি বললেন, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। আমি ওর তর্জন, গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম। কি চাইছিল ও?

টম লিনডেন বললেন, ও চাইছিল, আমি ওকে মিডিয়ামের কাজ শেখাই। ও মনে করে একাজ হলো ছল চাতুরির খেলা যা আমি সহজেই শেখাতে পারি।

নির্বোধ কোথাকার। ওর মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু নেই। তবে এতে ভালই হলো। ও আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না।

টম লিনডেন কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, ও কি আর আসবে না?

মিসেস লিনডেন জোর দিয়ে বললেন, যদি আসে আমি ওর মুখে এক চড় বসিয়ে দেব। তোমাকে এভাবে বিব্রত করে তোলার কোনও মানে হয় না। কিন্তু তোমার শরীর কাঁপছে কেন?

আমার মনে হচ্ছে এক বিশেষ উদ্দীপনা বা উত্তেজনা না পেলে আমি মিডিয়ামের কাজ করতে পারব না। কে একজন বলেছিল, "আসলে তোমরা দু'জনে কবি হলে ভাল হত। তোমাদের মধ্যে কবিত্বের ভাব আছে।" কিন্তু আমরা যখন একাজে নেমে পড়েছি তখন একথা বলে লাভ কি?

মিসেস লিনডেন সান্ত্বনার সুরে বললেন, তুমি কিছু ভেব না। আমি তোমার সব অস্বস্তি দূর করে দেব। এই বলে তিনি অতিরিক্ত কাজের জন্য জীর্ণ হাতখানা নীরবে স্বামীর কপালে তুলে কিছুক্ষণ সেখানে রেখে দিলেন।

মিঃ লিনডেন বললেন, অনেকটা ভাল মনে হচ্ছে। তুমি ভালই করেছ মেরী। আমি এবার রান্না ঘরে বসে একটা সিগারেট খাব।

মিসেস লিনডেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন তা হবে না। একজন মহিলা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

লিনডেন বললেন, হ্যাঁ আমি পারব। ওকে ভিতরে নিয়ে এস।

সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। তার পরনে ছিল কাল পোশাক। বিষাদগ্রস্ত মুখ। সে ঘরে ঢুকেই তার কথা বলতে শুরু করল।

লিনডেন নীরবে তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে ইশারায় বসতে বললেন। তার পর তিনি কাগজ দেখতে লাগলেন।

মিঃ লিনডেন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি মিসেস ব্লাউন্ট না? আপনার তো আসার কথা ছিল?

মহিলাটি উত্তর করলেন, আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

মিঃ লিনডেন ঘাড় নেড়ে বললেন, না আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করবেন না। এতে আমি বড় বিব্রত বোধ করি। আপনাদের যত সব প্রশ্ন আমাকে হতবুদ্ধি করে।

মিঃ লিনডেন মহিলাটির দিকে তার ধূসর চোখের হাল্কা দৃষ্টি মেলে তাকালেন। তার দৃষ্টিটা ছিল মিডিয়ামের সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যে দৃষ্টি কোনও ব্যক্তির শুধু বাইরেটা দেখে না। তার অন্তরের সব কিছুও দেখে। এরপর তিনি বললেন, আপনি এসে খুব ভাল কাজই করেছেন। আপনার পাশেই একজন আছে। তার একটা জরুরী কথা আপনাকে জানাবার আছে। এ বিষয়ে দেরী করা চলত না। হ্যাঁ...নামটা পেয়েছি ....ফ্রান্সিস...হ্যাঁ, হ্যাঁ ফ্রান্সিস।

মহিলাটি হাত দুটো জড়ো করে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা তারই নাম।

মিডিয়াম বললেন, লোকটির গায়ের রং কিছুটা কালো। তবে তার আগ্রহ, নিষ্ঠা যথেষ্ট আছে। সে কথা বলবে, কথাটা জরুরী। সে বলছে, 'টিঙ্ক-এ-বেল'। এই টিঙ্ক-এ-বেল কে?

হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকেই সে ওই নামে ডাকত।

এই বলে মহিলাটি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে অনুরোধের সুরে বলতে লাগল, ও ফ্রাঙ্ক, কথা বল আমার সঙ্গে। কথা বল।

মিডিয়াম বললেন, সে কথা বলছে। সে আপনার মাথার উপর হাত রেখে কথা বলছে। সে আপনাকে তার জরুরী কথাটা বলছে, "টিঙ্ক-এ-বেল যদি তুমি তোমার উদ্দেশ্য মতো কাজটা করে যাও তাহলে অনেক বছর লাগবে তা শেষ করতে।" এগুলোর কোনও অর্থ হচ্ছে কি?

মহিলাটি এবার তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, অবশ্যই হচ্ছে। এটাই এখন আমার কাছে সব। ও মিঃ লিনডেন, এটাই ছিল আমার পক্ষে শেষ সুযোগ। এই সুযোগটা হারালে অর্থাৎ এই কথা জানতে না পারলে আজ রাতেই আমাকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হত। তারপর পরলোকে গিয়ে তার খোঁজ করতাম।

মিডিয়াম এবার বললেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি তাহলে আপনাকে বাঁচিয়েছি। মনে রাখবেন ম্যাডাম, নিজের জীবনকে হত্যা করাও এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করা এবং প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করলে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। আপনার স্বামী যথাসময়ে কথাটা জানিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার আরও কিছু কথা বলার আছে। তার বাণী হলো যে "যদি তুমি বেঁচে থেকে তোমার কর্তব্য ও কর্ম করে যাও তাহলে আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব। মনে রাখবে আমার অশরীরী উপস্থিতি তোমাকে ও আমাদের তিনটি শিশুকে রক্ষা করে যাবে।

আমি জীবিত কালে তোমার যতটা কাছে ছিলাম এখন তোমার আরও কাছে কাছে থাকব।

এবার মহিলাটি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢোকার সময় তার যে মুখখানা উদ্বেগে ম্লান ও শুকনো দেখাচ্ছিল। এখন সে মুখখানা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার গাল দুটো রক্তাভ হয়ে উঠল। সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার গতিভঙ্গিতে ছিল এক নৃত্যের ছন্দ। তার চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ে পড়ছিল। তবে সে অশ্রু ছিল আনন্দাশ্রু।

মহিলাটি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, সে মরেনি, সে মরেনি। মরলে সে কি করে আমার সঙ্গে কথা বলল। আর মিঃ লিনডেন বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। আপনি আমাকে এক লজ্জাজনক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনি আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন, আপনি সত্যিই এক ঈশ্বর সদৃশ ক্ষমতার অধিকারী।

মিডিয়াম লিনডেন-এর চোখেও জল এল। তিনি অশ্রু ভেজা কণ্ঠে বললেন, আর নয়, আর একথা বলবেন না। আমি কিছুই করি না। আমার কোনও ক্ষমতাই নেই। সব ক্ষমতা ঈশ্বরের। সুতরাং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। ঈশ্বরই দয়া করে কোনও কোনও মানুষকে পড়লোকের অধিবাসী মৃতদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা ও তাদের বাণী বহন করার ক্ষমতা দেন। এক গিনি আমার ফি। যদি কাছে থাকে দিয়ে যান।

মহিলাটি তার চোখের জল মুছে বলল, আমি এখন সন্তুষ্ট। আমি এখন সন্তুষ্ট চিত্তে ঈশ্বরের নির্দেশ মতো বেঁচে থেকে আমার কর্তব্য পালন করে যাব। তার পর একদিন মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হব।

বিধবা মহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিডিয়াম মিঃ লিনডেনের বুকটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে অপ্রীতিকর, উত্তপ্ত বাদ-প্রতিবাদের ফলে তাঁর মনের উপর যে মেঘ জমে উঠেছিল, বিধবার সঙ্গে তাঁর এই সুখকর সাক্ষাৎকারের ঘটনার হাওয়ায় সে মেঘ উড়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন অপরকে সুখী করা ও নিজের সাধ্য-শক্তি মতো পরের উপকার করার মতো সুখ আর নেই।

তিনি যখন এই সব ভাবছিলেন একজন ফ্রককোট ও চকচকে পোশাক পরা এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হলো তার কাছে এক মুহূর্তেরও অনেক দাম।

ভদ্রলোক বলল, আমি আপনার শক্তিতে বিশ্বাস করি। কারও কোনও আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য আপনি ঠিক একটা উপায় বার করেন। আপনার সে ক্ষমতা আছে।

লিনডেন নির্বিকারভাবে বললেন, কখনও কখনও তাই হয়। তবে ইচ্ছা করলেই তা করতে পারি না। সে শক্তি আমার একেবারে করায়ত্ত, তা বলা যায় না।

মক্কেল ভদ্রলোক বলল, সে শক্তি আপনার আছে কিনা আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আজ সকালে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। আপনি আপনার শক্তি প্রয়োগ করে এই চিঠিটা একটু দেখবেন।

মিঃ লিনডেন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, তার পর চিঠিটা কপালে তুলে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর চিঠিটা মক্কেলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি এতে এক অশুভ শক্তি অনুভব করছি।

সাদা পোশাক পরা একটা লোক বাঁশের টেবিলে বসে এই চিঠিটা লিখেছে। চিঠিটা এসেছে কোনও ক্রান্তিও অঞ্চলের দেশ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে মক্কেল বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ মধ্য আমেরিকা থেকে।

লিনডেন বললেন, আমি আপনাকে এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না।

পরলোকের আত্মারা সবকিছু জানে তাই না ?

মক্কেলের এই প্রশ্নের উত্তরে মিডিয়াম বললেন, না। তারা সব জানে না। আমাদের মতোই তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমি আমার নিজের আত্মার শক্তির দ্বারাই একথা বললাম। মৃত আত্মাদের এ শক্তি নেই, এটা হচ্ছে জীবিত মানুষদের আত্মার কাজ।

যতদূর মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। যে লোকটা আমাকে চিঠি দিয়েছে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। সে আমাকে তেল তোলার কারবারে অর্ধেক টাকার অংশীদার হবার জন্য টাকা লগ্নী করতে বলছে।

মিঃ লিনডেন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। তারপর বললেন, ঈশ্বর আমাদের মতো কোনও কোনও মানুষকে একটা শক্তি দান করেন। সে শক্তির কাজ হলো মৃতদের আত্মাকে এনে জীবিত মানুষদের সান্ত্বনা দান করা। এবং আত্মার অমরত্বকে প্রমাণিত করা। কিন্তু আত্মাদের এই জগৎ মানুষের কোনও ব্যবহারিক কাজে লাগানো যায় না। তা করতে গেলে মিডিয়াম ও মক্কেল উভয়েই বিপদে পড়ে।

একথা শুনে মক্কেল তার কোটের ভিতর থেকে একটা থলি বার করে বলল, আপনি টাকার জন্য ভাববেন না।

মিডিয়াম বললেন, না স্যার আমাকে টাকা দেবার কথা বলবেন না। আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করব না।

অতিথি চেয়ার থেকে উঠে বলল, এই ক্ষমতা টাকার জন্যই তো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। আমি অবশ্য অন্য যে কোনও লাইসেন্স প্রাপ্ত মিডিয়ামের কাছ থেকে এই কাজটা করিয়ে নিতে পারি। আপনার লাইসেন্স নেই। তবু আমি টাকা দিয়ে এই কাজটা করাতে এসেছি।

মিডিয়াম আবার বললেন, না স্যার আমি আইন ভঙ্গ করতে পারি না। আপনার বাঁদিকে কাঁধের কাছে একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে।

অতিথি ভদ্রলোক বিরক্তির সঙ্গে বলল, যাও যাও খুব হয়েছে। এই বলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মিডিয়াম আবার বললেন, ওই মহিলার গলায় আছে একটা বড় সোনার চেনওলা লকেট। সেই লকেটের তলায় আছে পান্নার একটা ক্রস।

অতিথি যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আশ্চর্য হয়ে বলল, ওই লকেটটা আমার মা পরতেন।

আপনি কি করে তা জানলেন ?

আমি এখন ওই মহিলাকে আমার সামনে দেখছি।

অতিথি এবার আগ্রহের সঙ্গে বলল, ওই লকেটটা আমার মা সব সময় পরত। আপনি কি সত্যিই তাকে দেখতে পাচ্ছেন ?

মিডিয়াম বললেন, এখন আর নেই। এই মাত্র তিনি চলে গেলেন।

তাকে দেখতে কেমন, তিনি কি করছিলেন ?

মিডিয়াম উত্তরে বললেন, ওই মহিলাই আপনার মা। তিনি নিজে আমাকে তাই বললেন। তিনি কাঁদছিলেন।

কাঁদছিলেন ? অতিথি আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার মা তো এখন স্বর্গে আছেন। তার মতো ভাল মহিলারা মৃত্যুর পর স্বর্গেই যান। স্বর্গে তো কেউ কাঁদে না।

কাল্পনিক স্বর্গে কেউ কাঁদে না। কিন্তু প্রকৃত স্বর্গে আত্মারা কাঁদে। আমরা অর্থাৎ মর্ত্যের মানুষেরাই তাদের কাঁদাই। তিনি এক বার্তা রেখে গেছেন।

আমাকে সেই বার্তাটা দিন।

মিডিয়াম বললেন, তিনি আপনাকে সম্বোধন করে বললেন, ও জ্যাক, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ, ক্রমশই আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছ।

একথা শুনে অতিথি এক অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি করল।

অতিথি অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বলতে লাগল, আমি নিতান্তই বোকা বলে এখানে আসার আগে নামটা আপনাকে জানিয়েছিলাম তারপর নিশ্চয় আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে এই সব তথ্য জেনেছেন। আপনি আমার সঙ্গে ছলচাতুরী করবেন না। আমি এ সব অনেক দেখেছি।

এই ভাবে সেইদিন সকাল বেলায় দ্বিতীয়বার এক ক্রুদ্ধ অতিথি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

মিঃ লিনডেন তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেন, লোকটা তার বাণীটাকে গ্রাহ্য করল না। তবে সে তার মার কথাটা শুনে এমন তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে না দিলে ভাল করত।

তারা যদি না মানে তবে সেটা তোমার দোষ নয়। যাইহোক দু'জন মহিলা বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা অবশ্য আগে ওদের পরিচয় দিয়ে যোগাযোগ করেনি। তবে ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা বিপন্ন।

গতরাতের কাজের পর থেকে আমার মাথাটায় ব্যথা করছে। সেটা এখনও সারেনি। যাইহোক এই দু'জন মহিলার কাজ সেরে আজ আর কারও সঙ্গে দেখা করব না। পারলে মানুষের দুঃখ দূর করাই উচিৎ। যথাসাধ্য ওদের দুঃখের প্রতিকার না করে ওদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

দু'জন মহিলাকে ভেতরে আনা হলো। তাদের চোখে মুখে ছিল কড়া ভাব। তারা কালো পোশাক পরে এসেছিল। তাদের একজনের বয়স পঞ্চাশ আর একজন তার অর্ধেক।

বয়স্ক মহিলাটি লিনডেনকে বলল, আপনার ফী এক পেনি। এই বলে সে একটা পেনি টেবিলের উপর রাখল।

লিনডেন বললেন, এই ফীটা তাদের জন্য যারা সেটা দিতে পারে।

ওই মহিলাটি বলল, আমি তা দিতে পারি। এই ফী দেবার ক্ষমতা আমার আছে। আমি একটা দুঃখে বড় বিপন্ন বোধ করছি। লোকে আমায় বলল, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

হ্যাঁ অবশ্যই করব, যদি তা পারি। এটাই তো আমার কাজ।

সেই বয়স্কা মহিলা বলল, আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। তিনি ইপপ্রেসের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। আমি কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?

মিডিয়াম বললেন, আমার মনে হয় আপনি তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। আমি বিশেষ ভাল বুঝছি না। এ বিষয়ে আমি কাউকে বশীভূত করতে পারি না। তবে আমি নামটা জানতে পেরেছি, নামটা হলো এডমন। এটা কি সত্যিই আপনার স্বামীর নাম?

মহিলা বলল, না।

তাহলে কি অ্যালবার্ট?

মহিলা আবার উত্তর করল, না।

মিডিয়াম তখন বললেন, আমি দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। হয়ত উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। টেলিগ্রাফের তারের মতো দু'জনের দুটো বাণী মিশে গিয়ে ওলোটপালোট হয়ে গেছে। নামটা পেড্রো হলে কি আপনার কাজ হবে?

পেড্রো? না তো। পেড্রো কি বেশি বয়সের লোক ছিল?

মিডিয়াম উত্তরে বললেন, না বেশি বয়সের লোক না। আমি তো কোনও সাড়া পাচ্ছি না। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে না।

মহিলা বলল, আমি আমার মেয়ের জন্যই স্বামীর একটা পরামর্শ চাই। আমার স্বামী এ ব্যাপারে কি করতে হবে তা বলে দিত। আমার মেয়ে একটি যুবককে ভালবেসে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলেছে। ছেলেটি পেশাগতভাবে একজন ফিটার। কিন্তু এ বিষয়ে দু'-একটা বাধা আছে। তাই আমি জানতে চাই আমি কি করব।

মহিলা এবার কড়া দৃষ্টিতে মিডিয়ামের দিকে তাকিয়ে বলল, দয়া করে আপনি এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিন।

আমি পারলে তা অবশ্যই দেব। আপনি স্বামীকে সত্যিই ভালবাসেন?

হ্যাঁ, তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভালই ছিল।

তিনি এবার মহিলার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই ছেলেটিকে ভালবাস?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ, ছেলেটি ভাল। তার সাথে আমার সম্পর্ক ভালই আছে।

মিডিয়াম মেয়েটিকে বললেন, যদি তুমি তোমার অন্তর দিয়ে ঠিকমতো ভালবাসতে না পার তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এই ধরনের বিয়ের ফল ভাল হয় না। দুঃখ ছাড়া সুখ আসে না।

এবার মহিলা বলল, তাহলে তার ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ আছে বলে মনে করেন ?

না একটা ভাল সম্ভাবনাও আছে। তবে মেয়েটিকে সাবধানে থাকতে হবে।

মহিলা প্রশ্ন করল, ওর জীবনে অন্য কোনও ছেলের আবির্ভাব হবে ?

যে কোনও মেয়ে বা পুরুষ জীবনে কোথাও না কোথাও তার সাথী খুঁজে পায়।

মহিলা বলল, তাহলে ও তার জীবনসাথী পাবে ?

নিশ্চয়ই পাবে।

এবার মহিলার মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, আমার জীবনে কি ঘর-সংসার হবে ?

মিডিয়াম জোর দিয়ে বলল, শুধু তাই নয়। আরও অনেক কিছু হবে।

মেয়েটি বলল, কিন্তু টাকা ? আমরা টাকা পাব তো ? টাকার অভাবেই আমরা দুঃখ বোধ করছি। আমাদের এখন কিছু—

এমন সময় একটা আশ্চর্যজনক বাধা এসে উপস্থিত হলো। দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। আর মিসেস লিনডেন ব্যস্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখখানা ম্লান দেখাচ্ছিল এবং চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছিল।

মিসেস লিনডেন বললেন, এরা নারীপুলিশ, টম। আমি এ বিষয়ে সাবধান বাণী পেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা যখন আসে তখন ওদের চিনতে পারিনি।

এই বলে মিসেস লিনডেন সেই মহিলা ও মেয়েকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ভণ্ড প্রতারক কোথাকার। এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও এখনই। হায়, হায় আমি কি নির্বোধ। তোমরা কে তা চিনতে পারিনি।

মহিলা ও তার মেয়ে তখন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিলা মিসেস লিনডেনকে বলল, আপনার আসতে দেরী হয়ে গেছে মিসেস লিনডেন। আমরা টাকা দিয়ে দিয়েছি।

মিসেস লিনডেন বললেন, ও টাকা ফিরিয়ে নাও, টাকাটা টেবিলেই আছে।

মহিলা বলল, না, আমরা টাকা দিয়ে দিয়েছি। আমাদের যা জানার জেনে নিয়েছি। এ বিষয়ে আপনি পরে সবকিছু জানতে পারবেন, মিঃ লিনডেন।

তোমরা এভাবে এসে চরম প্রতারণা করেছ। উনি শুধু করুণার বশবর্তী হয়েই তোমাদের কথা শুনেছেন।

আমাদের ভর্ৎসনা করে কোনও লাভ নেই। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। দেশের আইনকে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে। আমরা এ বিষয়ে যা জেনেছি তা সব হেডকোয়ার্টারে জানাব।

মিঃ লিনডেন এই আঘাতে ভেঙে পড়লেন। নারী-পুলিশ দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সে তার ক্রন্দনরত স্ত্রীকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

মিসেস লিনডেন বললেন, পুলিশ অফিস থেকে আমাদের আগেই সতর্কবাণী পাঠিয়েছিল, কিন্তু আমরা তা শুনিনি। এই দ্বিতীয়বার আমরা ভুল করলাম। এর মানে তোমার সশ্রম কারাদণ্ড।

মিঃ লিনডেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, দুঃখ করো না প্রিয়তমা। আমরা যখন

জানি আমরা কোনও অন্যায় করিনি। আমরা শুধু যথাশক্তি ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজই করেছি। তখন যা কিছু হবে সব সহ্য করতে হবে আমাদের।

কিন্তু তোমার গাইড কোথায় ? কেন তুমি এই অবস্থার মধ্যে পড়লে ?

মিঃ লিনডেন মাথা নেড়ে বললেন, তুমি তো তখন ছিলে না। তুমি তো আমাকে সাবধান করে দিতে পারতে। তুমি জান ডাক্তার যেমন নিজের রোগ নিজে সারাতে পারে না তেমনি মিডিয়াম এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যখন তার বাড়িতে অনেকে তাদের নানা সমস্যা নিয়ে আসে। এখানে আমি পরলোক থেকে কাউকে আহ্বান করতে পারি না বা কোনও বাণী শুনতে পাই না। আমি শুধু নির্বোধের মতো করুণাবসে অতিথিদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। এখানেই হলো আইনের বাধা। যাইহোক যা হবার হয়ে গেছে। এখন সাহসের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনও হতে পারে ওরা আমার বিরুদ্ধে কোনও মামলা করবে না। সব কিছু হয়তো শান্তিতে মিটে যাবে। তবে আশা হারালে চলবে না এবং ভালর আশাই করতে হবে।

এইসব সাহস এবং আশ্বাসের কথা মিডিয়াম নিজমুখে বলা সত্ত্বেও মিডিয়াম মিঃ লিনডেন এই ঘটনার আঘাতে কাঁপছিলেন। তিনি নিজের মনকে শক্ত করতে পারছিলেন না কিছুতেই। মিসেস লিনডেন তার কাঁধের উপর হাত রেখে তার মধ্যে দৃঢ়তা আনার চেষ্টা করছেন। তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে সুসনি এই ঘটনার কিছুই জানত না। এই সময়—সে একজন নতুন অতিথিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। সে অতিথি হলো এড্ওয়ার্ড ম্যালন।

ম্যালনকে দেখে মিসেস লিনডেন বললেন, মিডিয়াম আজ অসুস্থ। আজ সকালে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

কিন্তু লিনডেন অতিথিকে দেখেই চিনতে পারলেন।

মিঃ লিনডেন এবার স্ত্রীকে তার পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনি হচ্ছেন ডেইলি গেজেট-এর মিঃ ম্যালন। গত রাতে আমাদের প্রেত চর্চার আসরে ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই বলে তিনি ম্যালনের দিকে তাকিয়ে বললেন, গতকাল অধিবেশনটা ভালই হয়েছিল। তাই নয় কি ?

ম্যালন উত্তর করল, চমৎকার। কিন্তু আজকে এসব কি ঘটল ?

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ম্যালন তখন বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলল, কি নোংরা কাজ। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আইন বলবৎ আছে। জনসাধারণ তা জানে না। জানলে গোলমাল করবে। এ বিষয়ে এই উত্তেজনাজনক পুলিশী হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ ন্যায় বিচারের বিরোধী। সে যাই হোক মিঃ লিনডেন আপনি হচ্ছেন একজন প্রকৃত ও সৎ মিডিয়াম। মিথ্যাচারী ও ভণ্ড মিডিয়ামদের দমন করার জন্য আইনটা করা হয়েছে।

মিঃ লিনডেন আক্ষেপ করে বললেন, ব্রিটিশ আইনে প্রকৃত মিডিয়াম হওয়ার কোনও অবকাশ নেই। মিডিয়াম হিসাবে আপনি যত বেশি প্রকৃত সততার সঙ্গে

কাজ করবেন ততই আপনার অপরাধ বাড়বে। মিডিয়াম টাকা নিলেই আইনত দোষী হবে। কিন্তু টাকা না নিলে মিডিয়াম বাঁচবে কেমন করে। এই কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয়। দিনরাত তাকে এই নিয়ে চিন্তা করতে হয়। আপনি সারাদিন কাঠের মিস্ত্রীর কাজ করে রাত্রিতে মিডিয়ামের কাজ ভাল করে করতে পারেন না।

কি নিষ্ঠুর আইন। বোঝা যাচ্ছে, এই আইন মানুষের পরলোকগত আত্মাদের বাস্তব প্রকাশের পথ বন্ধ করে দিতে চাইছে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। শয়তান আইন পাশ করলে এমন আইনই হয়। জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। অথচ জনগণের কেউ এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেনি। এ সব হচ্ছে পুলিশের কারসাজি অথচ পুলিশও জানে যে চার্চের চ্যারিটি গার্ডেনগুলোতে পরলোকের বাণী শোনার ও ভাগ্য গণনা কাজের লোকের অভাব নেই।

মিঃ লিনডেন বললেন, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর, এখন কি হবে সেটাই হচ্ছে কথা।

ম্যালন বলল, আমার মনে হয় প্রথমে একটা শমন আসবে। তারপর কোর্টে মামলা রুজু হবে। তারপর বিচারে হয় জরিমানা না হয় জেলের হুকুম হবে।

মিঃ লিনডেন বললেন, একবার ওরা আমাকে সর্তক করে দিয়েছিল, এটা দ্বিতীয়বার।

ম্যালন আশ্বাস দিয়ে বলল, আপনার বন্ধুরা আপনার হয়ে সাক্ষ্য দেবে এবং আমরা আপনার পক্ষে সওয়াল করার জন্য একজন ভাল লোককে নিযুক্ত করব।

লিনডেন কিছুটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কান দুটো নাড়ালেন। তারপর আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, আপনার প্রকৃত বন্ধুকে তো আপনি চিনতেই পারবেন না। বিপদের সময় তারা জলের মতোই হাতের মুঠো থেকে চলে যান।

ম্যালন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমি কিন্তু সেরকম বন্ধু নই। কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তবে আজ আমি এসেছি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য।

লিনডেন বললেন, কিন্তু আমি দুঃখিত। আজ এখন কথা বলার সামর্থ্য আমার নেই।

ম্যালন বলল, না না, পরলোকের কোনও কথা নয়। আমি শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি কোনও সংশয়বাদী অবিশ্বাসী ব্যক্তির উপস্থিতি আপনার বা মিডিয়ামের কি বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

না, বিঘ্ন ঠিক করতে পারে না, তবে আমাদের কাজকে কঠিন করে তোলে। যদি তারা শান্তভাবে থাকে এবং যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে তাহলে আমরা আমাদের কাজের ফল ঠিক পাই। কিন্তু তারা কোনও নিয়মকানুন জানে না। তারা আসরটা পন্ড করে দিতে চায়। আগে একদিন বয়ঃপ্রবীণ ডাক্তার শারব্যাঙ্ক একটা কাজ করে বসেছিলেন। সেদিন হঠাৎ টেবিলের উপর একটা ঠোকরানোর শব্দ হয়। কি একটা বস্তু টেবিলটাকে ঠোকরাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ শারব্যাঙ্ক লাফিয়ে উঠে পিছন দিকে দেওয়ালে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'এবার তাহলে আমার তালুতে

ঠোকারাও দেখি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে।' কিন্তু কোন ঠোকরানি না পেয়ে তিনি বললেন, 'যত সব বাজে লোকের মিথ্যাচার।' এই বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সব কিছুরই একটা নিয়ম কানুন আছে। কিন্তু ওই সব অবিশ্বাসী সংশয়বাদী লোকেরা কোনও নিয়ম মেনে চলবে না। এ বিষয়ে বা অন্য যে কোনও বিষয়ে বিধিবদ্ধ কোনও নিয়মকানুন ওরা মানতে চায় না।

ম্যালন বলল, এ কথা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তবে আমি যে লোকের কথা ভাবছিলাম তিনিও শারব্যাঙ্কের মতো কথায় ও কাজে যুক্তিহীনতার পরিচয় দেন না। আমি যার কথা বলছি তিনি হচ্ছেন খ্যাতনামা অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার।

শুনেছি তিনি নাকি খুব নাম করা লোক। ম্যালন জিজ্ঞাসা করল তাকে কি একবার আপনার সঙ্গে বসতে দেবেন ?

যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে অবশ্যই দেব।

ম্যালন বলল, তিনি কিন্তু আপনার বাড়িতে বা আপনার মনোনীত কোনও জায়গায় আসবেন না। তিনি ভাবেন সবাই আজেবাজে কথা বলে অযথা তাঁকে বিরক্ত করার চেষ্টা করে। আপনাকেই তাঁর দেশের বাড়িতে যেতে হবে।

তিনি যদি চান তাহলে আমি যেতে অসম্মত হব না।

তাহলে কখন যাবেন ?

মিঃ লিনডেন বললেন, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কিছু করতে পারব না। এটা মিটতে মনে হয় একমাস দু'মাস সময় লাগবে।

ম্যালন বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলব। এ ব্যাপারটা মিটে গেলে এই সব ঘটনার কথা আমি তাকে জানাব এবং এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। ইতিমধ্যে আপনি বলুন কিভাবে আপনার আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করে এরকম হিতৈষী বন্ধুদের নিয়ে একটা কমিটি করব। যা করা অবশ্যই দরকার।

৭
এক কুখ্যাত অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি লাভ

আমাদের এই কাহিনীর নায়ক নায়িকা তাদের গবেষণার কাজে কতটুকু এগলো সেটা দেখার আগে আমরা দেখব দুষ্ট প্রকৃতির অপরাধী টম লিনডেনের উপর ব্রিটিশ আইনে কি শাস্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সেই দুই নারী-পুলিশ লিনডেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিজয়গর্বে সোজা বার্ডলে স্কোয়ার স্টেশনে চলে গেল। সেখানে পুলিশ ইনস্পেক্টর মার্ফি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই তাদের এ কাজে পাঠায়। মার্ফির মুখখানা ছিল লাল। নাকের নিচে কালো মোঁচ। তাকে আনন্দচঞ্চল বলে মনে হয়। নারীদের প্রতি আচরণে তার একটা পিতৃত্ব সুলভ ভাব ছিল যেটা তার বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না। সে তার অফিস ঘরে টেবিলের ধারে বসেছিল। টেবিলের উপর অনেক কাগজপত্র ছড়ানো ছিল।

নারী-পুলিশ দু'জন ঘরে ঢুকতেই সে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর মেয়েরা ? তোমাদের ভাগ্য কেমন ?

বয়স্ক মহিলাটি বলল, খবরটা ভালই। আপনি যা খবর চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেছি।

ইনস্পেক্টর তার ডেস্ক থেকে একটি লিখিত প্রশ্নের তালিকা তুলে নিল। তারপর প্রশ্ন করল, তোমরা তাহলে আমার নির্দেশ মতো এগিয়েছ।

মহিলা বলল, হ্যাঁ আমি বলেছিলাম আমার স্বামী আপপ্রেসের যুদ্ধে মারা গেছে।

ইনস্পেক্টর আবার প্রশ্ন করল, তখন সে কি করল ?

সে তখন আমার জন্য দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হলো।

ইনস্পেক্টর বলল, এবার সে নিজের জন্য দুঃখিত হবে। আচ্ছা সে তোমাকে বলেনি যে তুমি একজন নিঃসঙ্গ মহিলা এবং তোমার কোনও স্বামী নেই ?

না।

এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। আর কি খবর আছে ?

মহিলা আরও বলল, সে আমার স্বামীর কতগুলো নাম করল একের পর এক। কিন্তু সেগুলো সব ভুল।

মহিলা আবার বলল, আমি যখন বললাম, এই বেলিংগার আমার মেয়ে, সে তখন আমার কথা বিশ্বাস করল।

ইনস্পেক্টর বলল, তুমি তাকে পেড্রোর কথাটা বলে চমক দেবার চেষ্টা করনি ?

হ্যাঁ, কিন্তু এর থেকে আমি কিছু পাইনি। তবে নামটা আমি বলেছিলাম আর সে নামটা মন দিয়ে শুনেছিল।

ইনস্পেক্টর মার্ফি বলল, এটা দুঃখের বিষয়, পেড্রো যে তোমার অ্যালসেসিয়ান কুকুরের নামও জানত না। নামটা তার মনে রেখাপাত করেছে, এটাই যথেষ্ট। জুরিরা হাসবে এবং তুমি ভালই রায় পাবে। এবার তোমার ভাগ্যগণনার কথা বল। তুমি কি আমার নির্দেশ মতো করেছিলে ?

হ্যাঁ করেছিলাম। আমি অ্যামির যুবকের কথা বলেছিলাম। কিন্তু সে যা বলল, তাতে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না।

সুচতুর শয়তান। সে তার ব্যবসা ঠিক বোঝে।

কিন্তু সে বলেছিল যে অ্যামি ছেলেটিকে বিয়ে করে সুখী হবে না।

তাই নাকি ? আমরা যা চেয়েছিলাম তার কিছুটা পেয়েছি। যাইহোক তোমার রিপোর্টটা ভাল করে লিখে একবার পড়ে শুনিয়ে দাও। তারপর দু'জনে বেরিয়ে গিয়ে দেখ কি করে কি করা যায়। অ্যামিও একটা রিপোর্ট লিখবে।

মহিলা বলল, খুব ভাল কথা মার্ফি।

মার্ফি বলল, এবার তাহলে আমরা কোর্টে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য আবেদন করব। তবে সেটা নির্ভর করছে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর এই মামলার ভার পরে। গত মাসে মিঃ ড্যালারেট নামে এক ম্যাজিস্ট্রেট একজন মিডিয়ামকে ছেড়ে দেয়।

সুতরাং তাকে দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। ল্যানসিং আবার পরলোকবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তিনি ওদের দলেই। সুতরাং তাকে দিয়েও কিছু হবে না। একমাত্র মিঃ মেলরোজ কড়া বস্তুবাদী। আমরা কেবল তারই উপর নির্ভর করতে পারি। সুতরাং আমরা টম লিনডেনের জন্য গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বার করতে সময় পাব। একবার গ্রেপ্তার করতে পারলে তার দণ্ড অনিবার্য।

মহিলা বলল, এ বিষয়ে জনসমর্থন পাওয়া যাবে না।

ইনস্পেক্টর হেসে বলল, আমাদের কাজ দেখে মনে হবে আমরা জনগণের স্বার্থই রক্ষা করছি। অর্থাৎ জনগণ যাতে বিভ্রান্ত হয়ে ওদের খপ্পরে না পড়ে। কিন্তু জনগণ তো এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ করেনি। তারা তো আমাদের কাছে এসে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে বলেনি। সুতরাং আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। এ বিষয়ে যে আইন আছে সে আইন যথারীতি কার্যকরী করতে হবে। যতদিন এই সব প্রেতচর্চার কাজ চলবে ততদিন আমাদেরও আইন রক্ষা করে চলতে হবে। ঠিক আছে তোমরা এখন যাও। বেলা চারটের মধ্যে রিপোর্টটা আমাকে দিও।

বয়স্ক মহিলাটি মৃদু হেসে বলল, তারজন্য ভাববার কিছু নেই।

নারী পুলিশ দু'জন উঠে দাঁড়াতেই ইনস্পেক্টর আবার তাদের বলল, এতে যদি পঁচিশ পাউন্ড জরিমানা হয় তাহলে সে টাকাটা সরকারি তহবিলে যাবে। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। যাইহোক তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও।

পরদিন সকালে মিঃ লিনডেন যখন তাঁর সাজানো গোছানো পড়ার ঘরে বসেছিলেন তখন তাদের নারী ভৃত্য বিরক্তির সঙ্গে ঘরে ঢুকে বলল, একজন অফিসার এসেছেন।

মেয়েটির পিছনেই নীল পোশাক পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মিঃ লিনডেন? এই বলে সে লিনডেনের হাতে একটা কাগজ দিয়ে চলে গেল।

বিপদাপন্ন যে দম্পতি অজস্র লোকের দুঃখে সান্ত্বনা দান করার কাজেই জীবন যাপন করেন আজ তাদের নিজেদের দুঃখেই সান্ত্বনা প্রয়োজন। কিন্তু সে সান্ত্বনা আজ কে তাদের দেবে। মিসেস লিনডেন একটা হাত দিয়ে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। মিঃ লিনডেন কাগজটা পড়তে লাগলেন।

৪০, টিউলিস স্ট্রীট-এর বাসিন্দা টমাস লিনডেনের কাছে আজ এই মর্মে একটি পত্র পাঠান হচ্ছে যে, আপনি আপনার উপরিউক্ত বাসভবনে গত ১০ই নভেম্বর হেনরিয়াটা ড্রেসার ও অ্যামি বোলঞ্জলারের কাছে স্বীকার করেছেন আপনি তাদের ভাগ্য গণনা করে দিতে পারেন। এইভাবে আপনি দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এই কারণে আগামী ১৭ তারিখে বেলা এগারোটার সময় পুলিশ কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনার উপস্থিতির জন্য সমন জারি করা হলো।

১০ নভেম্বর।

(স্বাক্ষর) বি, জে, উইথারস্

ওইদিন বিকালেই মেইলি ম্যালনের সঙ্গে দেখা করে এই সমন নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারপর তারা দু'জনে পরলোক তত্ত্বের নতুন ছাত্র ও একজন দক্ষ সলিসিটার বা কৌঁসুলি সামারওয়ে জোনস্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সামারওয়ে জোনস্ সমনটা পরেই ভ্রূ-কুঞ্চন করে বলল বেচারাকে সমন দেওয়া হয়েছে, এটা তার সৌভাগ্য। এই সব ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হাজতে সারারাত আটক রাখা হয়। পরদিন সকালে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার কেউ থাকে না। এই সব মেনে পুলিশ সুচতুর হওয়ায় বেছে বেছে কোনও রোমান ক্যাথলিক বা বস্তুবাদী ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরবে। কারণ এরা পরলোক বা প্রেতচর্চার বিরোধী। তারপর হয়ত প্রধান বিচারপতি রায় দেবে মিডিয়ামের কাজ আইনের দিক থেকে অপরাধ। মিডিয়ামের সততা এখানে বড় কথা নয়। সুতরাং বিচারে কোনও ভাল ফল পাওয়া যাবে না। পরলোকতত্ত্ব বা প্রেতচর্চা নিয়ে যারা কাজ করে তারা ধর্মবোধ থেকেই এটা করে। কিন্তু পুলিশ আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর পীড়ন চালায়। জনগণ এ বিষয়ে উদাসীন। তারা এই আইন নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা শুধু তাদের ভাগ্য গণনার জন্য আগ্রহী। তারা শুধু তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য প্রেতচর্চার আসরে যায়। সব মিলিয়ে ব্যাপারটার মধ্যে কোনও সার বস্তু নেই।

এ নিয়ে আইন প্রণয়ন করা মানে আইন-এর সম্মান হানি করা।

ম্যালনের ভিতরটা চাপা আগুনে জ্বলছিল। সেই আগুনের তাপে মুখখানা লাল হয়ে গেল। আমি এ নিয়ে কাগজে লিখব।

সলিসিটার জোন্স বলল, এ বিষয়ে দুটো আইন আছে। দুটো আইনের কোনওটাই ভাল নয়। এই আইন তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই যখন পরলোক তত্ত্বের কথা শোনাই যায়নি। দ্বিতীয় জর্জের আমল থেকে ডাইনী সম্বন্ধে একটা আইন আছে। এখন সে আইন অবান্তর হয়ে পড়েছে। এরপর আছে ১৮২৮ সালের ভবঘুরে আইন। এই আইন তৈরি হয়েছিল পথের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান ভ্রাম্যমান জিপসী বা বেদেদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কোনও লোক যদি ভাগ্য গণনার নামে সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে দেশের মানুষকে প্রতাড়িত করে তাহলে তাকে দুর্বৃত্ত বা ভবঘুরে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মেইলি জিজ্ঞাসা করল, এক্ষেত্রে তাহলে আমাদের কি করনীয় ?

সলিসিটার মাথা চুলকে বলল, আমি কি বলব কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছি।

ম্যালন বলল, এত সহজে তো আমরা আশা ছাড়তে পারি না। আমরা জানি লোকটি সৎ। আমরা জানি উনি একজন প্রকৃত সৎ লোক।

সঙ্গে সঙ্গে মেইলি আবেগে ম্যালনের একটা হাত জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, এখনও আমরা তোমাকে ঠিক পরলোকবাদী বলতে পারি না। কিন্তু তোমার মতো লোকই আমরা চাই। এমন অনেক লোক আছে যারা ভাল সময়ে মিডিয়ামের সামনে

ভীড় জমায়। কিন্তু এই ধরনের বিপদের আভাস পেলেই তাকে ছেড়ে চলে যায়। তবে ব্রুকস্, ব্যাড়উইন এবং জোনস্-এর মতো কিছু বড় মাপের মানুষও আছেন। যারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। আমাদের মধ্য থেকেই এই ধরনের এক্শ' দুশো লোক জোগাড় করতে পারি।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সলিসিটার বলল, তাই নাকি। তাহলে আমি টাকা নিয়ে তোমাদের কাজ করব।

একজন কে. সি-র ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

হ্যাঁ তবে ওরা পুলিশ কোর্টে ওকালতি করে না। আপনারা যদি আমার হাতে এই কেসটা ছেড়ে দেন তাহলে আমি অন্য যে কোনও উকিলের মতোই কাজ চালিয়ে যাব। তাতে খরচও কম হবে।

মেইলি বলল, হ্যাঁ আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আশা করছি আরও কিছু ভাল লোক আমাদের দলে পাব।

ম্যালন বলল, আমরা কিছু না পারলেও ব্যাপারটা প্রচার করতে পারব। কাজের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে পারব। দেখতে বোকা ও মন্দগতি হলেও আসলে তারা ঠিক আছে, তারা কোনও অন্যায় সহ্য করবে না। তবে এ বিষয়ে যেটা সত্য সেটা তাদের মাথায় একবার ঢুকিয়ে দিতে হবে।

সলিসিটার বলল, যাইহোক আপনারা আপনাদের কাজ করে যাবেন। আর আমি আমার কাজ করে যাব। তারপর দেখা যাবে কি হয়।

সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি এসে গেল। মিডিয়াম মিঃ লিনডেনকে পুলিশ কোর্টে নিয়ে-গিয়ে হাজির করাল। তিনি মধ্যবয়সী পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মেলরোজের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। মিসেস লিনডেন কাঠগড়ার তলায় একদিকে দাঁড়িয়ে নিজের একটা হাত স্বামীর একটা হাতের উপর মাঝে মাঝে রাখছিলেন।

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মেলরোজের ভাগ্যগণনাদের প্রতি কঠোরতার একটা খ্যাতি ছিল। যদিও তিনি নিজে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই ভাগ্য গণনার বই পড়তেন।

কোর্ট ঘরটা জনতার ভীড়ে ভরে গিয়েছিল। মিঃ লিনডেনের অনেক মক্কেল ও শুভার্থী তার প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য কোর্ট ঘরে হাজির হয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মেলরোজ জিজ্ঞাসা করলেন এই মামলায় বিবাদী পক্ষের কেউ দাঁড়াচ্ছে কিনা।

বিবাদীপক্ষের উকিল সামারওয়ে জোন্স উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ হুজুর মামলা শুরু হবার আগে আমি কি একটা আপত্তি তুলতে পারি?

মেলরোজ বললেন, 'আপনি যদি এক্ষেত্রে তা সময়োপযোগী মনে করেন তাহলে তা অবশ্যই তুলতে পারেন।

জোন্স বলল, মামলাটি বিধিবদ্ধভাবে সাজানোর আগে হুজুরের কাছে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে এই অনুরোধ করতে চাই যে, তিনি যেন মামলা রুজু করার আগে আমার মক্কেলের কথাটা একবার ভেবে দেখেন। আমার মক্কেল একজন ভবঘুরে

নয়। তিনি সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য যিনি তার নিজস্ব বাড়িতে নিয়মিত কর দিয়ে বাস করেন। দেশের অন্যান্য নাগরিকের মতো তিনিও সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আজ তিনি ১৮২৪ সালে প্রণীত 'ভবঘুরে আইন'-এর চতুর্থ ধারায় অভিযুক্ত। এই আইন যতসব অলস, ভবঘুরে ও দুর্বৃত্তদের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল। সেই সময় বেআইনীভাবে চলাফেরা করতে থাকা যে সব বেদে ভবঘুরে ও দুর্বৃত্তদের দ্বারা সারা দেশ ভরে গিয়েছিল তাদের নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এই আইনের উৎপত্তির কারণ। মহামান্য হুজুরের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আমার মক্কেল এই আইনের আওতায় পড়েন না এবং তিনি এই আইনের বিধিবদ্ধ কোনও শাস্তির যোগ্য নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট ঘাড় নেড়ে বললেন, এই আইন প্রয়োগের বহু নজির আছে। এক্ষেত্রে সেগুলির ব্যাখ্যা করে দেখতে হবে। পুলিশ কমিশনারের পক্ষে যে সলিসিটার আসামীকে এই মামলায় অভিযুক্ত করেছেন তাকে সাক্ষী দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ষাঁড়ের মতো মোটাসোটা ও দাঁড়কাকের মতো কণ্ঠবিশিষ্ট একজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, আমি হেনরিয়াটা ড্রেসারকে ডাকছি।

বয়স্কা একজন নারী পুলিশ হাতে খোলা নোট বই নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

সলিসিটার তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো একজন নারী পুলিশ। তাই নয় কি ?

নারী-পুলিশ উত্তর করল, হ্যাঁ স্যার।

সলিসিটার আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি কি আসামীর বাড়িতে যাবার আগের দিন তার বাড়িটি লক্ষ্য করেছিলেন ?

হ্যাঁ স্যার।

কতজন লোক সেই বাড়ির ভিতরে গিয়েছিল ?

চোদ্দজন, স্যার।

সলিসিটার বলল, চোদ্দজন এবং আসামীর গড়পড়তা ফী হলো ষোলো পেনি।

সাক্ষী মহিলা পুলিশ বলল, হ্যাঁ।

তাহলে একদিনে সাত পাউন্ড ভালই পারিশ্রমিক। ভাল রোজগার। অথচ কত সৎ লোককে দিনে পাঁচ সিলিং পেয়ে খুশি থাকতে হয়।

মিঃ লিনডেন চিৎকার করে বললেন, ওরা ব্যবসায়ী।

এবার সাক্ষী মহিলা পুলিশ হেনরিয়াটা ড্রেসারকে অভিযোগকারী সলিসিটার জিজ্ঞাসা করল, যখন সে ও অ্যামি বেলিঙ্গার লিনডেনের বাড়িতে গিয়েছিল তখন কি কি ঘটেছিল ?

মহিলা পুলিশ তার নোট বই থেকে ঘটনার যে বিবরণ পড়ে শোনাল তা মোটামুটি সত্যি। সে বিবাহিতা মহিলা ছিল না। কিন্তু মিডিয়ামকে বলেছিল সে একজন বিবাহিতা মহিলা এবং তার সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে তার নিজের মেয়ে। মিঃ লিনডেন

এ ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। মহিলা পুলিশ তার বিবরণে যে সব নামের উল্লেখ করল তাদের তিনি চেনেন না। তিনি শুধু তার মেয়ের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনে সে সুখী হবে না। এখন বুঝলেন সে অবিবাহিত এবং তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট এবার আসামী পক্ষের উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কোনও প্রশ্ন করবেন মিঃ জোন্স?

মিঃ জোন্স মহিলা পুলিশকে প্রশ্ন করল, আপনি তাহলে আসামীর কাছে কোনও দুঃখের সান্ত্বনা পাবার জন্য গিয়েছিলেন এবং আসামী তা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

সাক্ষী মহিলা পুলিশ উত্তর দিল, আপনি তা অবশ্য মনে করতে পারেন।

আমার মনে হচ্ছে আপনি তার কাছে কোনও বিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

হ্যাঁ, আমি তার মনে ঐ ভাবই জাগাতে চেয়েছিলাম।

এটা কি আপনি ভণ্ডামি বলে মনে করেন না?

যা আমার কর্তব্য আমি তাই করেছিলাম।

সলিসিটার এবার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তখন আসামীর পরলোক বা প্রেততত্ত্ব অথবা তার কোনও অস্বাভাবিক আচরণ দেখেননি?

না, তাকে দেখে একজন ভদ্র সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

অ্যামি বিলিঞ্জার ছিল পরের সাক্ষী। সে তার নোট বই হাতে নিয়ে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

মিঃ জোন্স ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা হুজুর, এই সাক্ষীর কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়ার কি কোনও বৈধ অধিকার আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কেন নেই? প্রকৃত তথ্য কি আপনি চান না?

অভিযোগকারী সলিসিটার বলল, হয়ত মিঃ জোন্স তা চান না।

মিঃ জোন্স বলল, এই দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ এমনভাবে সাজান হয়েছে যাতে এদের কথার সঙ্গে অপরের মিল থাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, পুলিশ এইভাবেই তাদের কেস সাজায়। এটাই স্বাভাবিক। আশা করি এ বিষয়ে আপনার বলার কিছুই নেই, মিঃ জোন্স। এবার এই সাক্ষীর কাজ শুরু হোক।

এই সাক্ষীর কাজ আগের সাক্ষীর মতোই চলল। মিঃ জোন্স জিজ্ঞাসা করল, আপনি আপনার প্রেমিকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু আপনার কোনও প্রেমিক নেই।

হ্যাঁ, তাই।

তাহলে আপনারা দু'জনেই এক দীর্ঘ মিথ্যা কাহিনী বলেছিলেন।

হ্যাঁ বলেছিলাম এক ভাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

আপনি তাহলে উদ্দেশ্যের কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন উদ্দেশ্য ভাল হলে উপায় যাই হোক না কেন ক্ষতি নেই।

আমাদের এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল। এবং আমরা সেই মতোই কাজ করেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মহিলা পুলিশ সাক্ষী দু'জন ভালই সাক্ষ্য দিয়েছে। মিঃ জোন্স বিবাদী পক্ষের কোনও সাক্ষী আছে?

এরপর মিঃ জোন্স বলল, এই কোর্টঘরে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আসামীর মিডিয়াম সংক্রান্ত কাজকর্মের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। আমি একজন মহিলার নিজস্ব বিবরণ থেকে জেনেছি আসামীর কথা শুনে তিনি আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করেন, এবং এই ভাবে তার জীবন রক্ষা হয়। আমি আর একজন ব্যক্তিকে চিনি যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নাস্তিক এবং যিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সমস্ত আশা ও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু এই আসামীর পরলোক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও কাজকর্ম দেখে তাঁর মত পরিবর্তন করেন। আমি বিজ্ঞান ও সাহিত্য জগতের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকেও সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাতে পারি যারা আসামীর পরলোক তত্ত্ব বিষয়ে সঠিক মতামত দেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন মিঃ জোন্স এই ধরনের সাক্ষীর কোনও প্রয়োজন নেই এই মামলায়।

মহামান্য প্রধান বিচারপতি এই আইন প্রসঙ্গে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন কোনও রকমের অতিপ্রাকৃত শক্তি কোনও ব্যক্তি দ্বারা পরিচালনা করার ক্ষমতা কিছুতেই স্বীকৃত হবে না আইনে। এই ক্ষমতা থাকার ভান করে যদি কেউ কারও কাছ থেকে কোনও টাকা পয়সা নেয় তাহলে তা অবশ্যই অপরাধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং আপনি যে-সব সাক্ষীদের আনার কথা বললেন তাদের দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ালে তাতে কোনও ফলই হবে না। কেবল আদালতের বেশ কিছু সময় নষ্ট হবে। তবে অবশ্য অভিযোগকারী সলিসিটার সওয়াল করার পর আপনি যা বলবেন আমি তা শুনব।

মিঃ জোন্স এবার বলল, আমি কি এ বিষয়ে একটা কথা বলতে পারি হুজুর? এই আইন তাহলে সমস্ত ধর্মীয় ও পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিদের একই সঙ্গে অস্বীকার করছে ও ধিক্কার জানাচ্ছে। তাই নয় কি? এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিদেরও বাঁচতে হবে এবং বাঁচতে হলেই কিছু টাকা পয়সা পেতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আপনি কি ধর্মগুরুর ভবিষ্যৎ বক্তাদের কথা উল্লেখ করছেন! যদি তা করেন তাহলে আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সে যুগ গত হয়েছে এবং রাণী এ্যানিও আর বেঁচে নেই। এই যুক্তি আপনার বুদ্ধির উপযুক্ত নয়। আচ্ছা আর আপনার কিছু বলার আছে?

অভিযোগকারী সলিসিটার ম্যাজিস্ট্রেটের এই কথায় উৎসাহিত হয়ে অল্পকথায় তার বক্তব্য শেষ করল। সে বলল, আসামীর মতো এই ধরনের কাজ যারা করে তারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। তারা কাজের কাজ কিছু করে না। মহিলা পুলিশ দু'জন আসামীকে টাকা দিয়ে কি পেয়েছিল? আসামীর গতি প্রকৃতিকে লোক সমক্ষে তুলে ধরার জন্য মিথ্যা কথা বলে তার মন জয় করেছিল। এটা তাদের বাহাদুরি বলতে হবে। আসামীর মতো অনেকে মৃত্যু শোকগ্রস্থ পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে

ঠকিয়ে জীবিকাঅর্জন করে। এটা তাদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই আসামীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিৎ যাতে এই সব অসাধু লোকেরা এই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনও সৎ ব্যবসায়ে মন দিতে পারে।

এবার জোন্স তার কথা বলতে শুরু করল, সে প্রথমেই বলল, এই আইন এমন সব ব্যাপারে প্রয়োগ করা হচ্ছে যা এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের আওতায় পরে না।

মিঃ জোন্স-এর কথা শেষ না হতেই তার মাঝখানে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এ কথা আগেই আপনি উত্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে তো যে কেউ সমালোচনা করতে পারত। পুলিশ যা সাক্ষী দিয়েছে তাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অপরাধ নিবারণই পুলিশের কাজ। কারণ একজনের অপরাধ অন্যদের প্ররোচিত করে। এইভাবে অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যায়। সুতরাং পুলিশ যেখানেই অপরাধ দেখবে সেখানেই তা দমন করার চেষ্টা করবে। আপনি নিশ্চয় পুলিশের সততার উপর নিন্দা আরোপ করতে চান, মিঃ জোন্স।

মিঃ জোন্স বলল, পুলিশরাও মানুষ, সুতরাং যেখানে তাদের স্বার্থ সেখানেই তারা নাক গলাবার চেষ্টা করবে। এই সব মামলাই কৃত্রিমভাবে সাজানো। এই সব মামলার কোনও ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি অথবা কেউ তাদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়নি। সব পেশাতেই প্রতারণার ব্যাপার কিছুটা জড়িয়ে থাকে। কেউ যদি কোনও ভণ্ড মিডিয়ামকে স্বেচ্ছায় এক পেনি দিয়ে কিছু জানতে চায় তাহলে তার বলার কিছু থাকে না, যেমন কোনও লোক ফাটকা বাজারে ভুল করে কোনও কোম্পানিতে টাকা লগ্নি করলে তার বলার কিছু থাকে না। পুলিশ যখন এই সব মামলায় মিথ্যা সময় নষ্ট করছে এবং অযাচিতভাবে কল্পিত প্রতারিতদের জন্য কুম্ভীরাশ্রুপাত করছে, তখন এমন সব অপরাধ ঘটে চলেছে যেগুলোতে তাদের মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। আইন এখানে স্বেচ্ছাচারিতার কাজ করে চলেছে। পুলিশরা নিজেরাও তাদের ভাগ্যগণনা বা হস্তরেখা বিচার না করে থাকতে পারে না।

কয়েক বছর আগে 'ডেইলি মেল' পত্রিকা ভাগ্যগণনাকারীদের বিরুদ্ধে সোরগোল তোলে। মহান লর্ড ভূতপূর্ব নর্থক্লাইফ বিবাদীপক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে ওঠেন। তখন দেখা যায় যে তাঁর অপর একটি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ভাগ্যগণনার একটি কলাম ছাপা হয়। এমনকি লর্ড নিজেও এই সব গণনায় বিশ্বাস করতেন। আমি তার নাম উল্লেখ করে তার আত্মার কোনও অবমাননা করতে চাইনি। আজকাল কি অবান্তরভাবে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। তা দেখানোর জন্যই এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলাম।

এই আদালতের বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের ব্যক্তিগত মতবাদ যাই হোক না কেন, এ কথা অবিসম্বাদি যে, সমাজের একটা বড় অংশ অর্থাৎ বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও কৃতি নাগরিক মিডিয়ামদের এই শক্তিকে পরলোকগত আত্মার শক্তির উল্লেখযোগ্য প্রকাশ বলে মনে করে। পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার যে ক্ষমতার

পরিচয় মিডিয়ামরা দেয় তা মানব জাতির একটি বিশেষ দিকের উন্নতিকে সূচিত করে। আত্মার যে শক্তির উন্নততর প্রকাশ মানবজাতির এক নবজন্ম ঘটাতে পারত আজকের বস্তুবাদ সেই শক্তিকে আইনদ্বারা নিষ্পেষিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতি কি আত্মঘাতী ও মারাত্মক রীতি নয়? নারীপুলিশ দু'জন যে তথ্য দান করেছে তা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। তাদের মিথ্যা উক্তিগুলি বিচার করে দেখার বা তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরলোক তত্ত্বের এই নিয়ম যে, কোনও বিষয়ে সঠিক ফল পেতে হলে উভয় পক্ষকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। কোনও এক পক্ষ যদি প্রতারণা করে অর্থাৎ মিডিয়ামের কাছে যে ব্যক্তি আসে সে যদি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে মিথ্যা কথা বলে তাহলে মিডিয়াম কি করতে পারে। সঠিক ফল কি ভাবে পাওয়া যেতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য মাননীয় আদালত যদি পরলোকবাদীদের কথাটা ভেবে দেখেন তাহলে বুঝবেন, দু'জন ভাড়া করা মিথ্যাচারীর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য পরলোকগত কোনও আত্মা স্বর্গের দেবদূতের মতো নেমে এসে মিডিয়ামের মাধ্যমে কথা বলবে, একথা মনে করা কত অবান্তর।

এই ভাবে সংক্ষেপে বিবাদীপক্ষের জবাব দিলেন জোন্স। তার কথায় আসামী লিনডেনের চোখে জল এল। ম্যাজিস্ট্রেটের কেরাণী ঘুমিয়ে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট এবার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত টানার জন্য সচেষ্ট হলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আইনের সঙ্গে আপনার যে বিবাদ তার মিমাংসা করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমি যা দেখছি বা বুঝছি সেই মতোই আইনের প্রয়োগ করছি। তবে আমি এতে সম্পূর্ণ একমত। বিবাদীপক্ষের লোকেরা ঘৃণ্য পরজীবি যারা সমাজে দুর্নীতিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। তাদের নোংরা কাজগুলোকে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কাজের সঙ্গে তুলনা করতে চায়। তাদের এই অভিপ্রায়কে সকল সৎ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করা উচিৎ। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিনডেনের দিকে কড়াভাবে তাকিয়ে বললেন, আপনি একজন পাকা অপরাধী, যেহেতু আগে একবার আপনাকে সতর্ক করা হলেও আপনি আপনার জীবনের পথ পরিবর্তন করতে পারেননি, সেহেতু আমি আপনাকে দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি। জরিমানা দিয়ে এই দণ্ড হতে অব্যাহতি পাবার কোনও অবকাশ থাকবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট এই রায় ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস লিনডেনের মুখ থেকে এক আর্ত চিৎকারের ধ্বনি বেরিয়ে এল।

মিঃ লিনডেন কাঠগড়ার পাশে একবার তাকিয়ে বললেন, বিদায়। দুঃখে কাতর হয়ো না। এরপর একমুহূর্তের মধ্যে তাকে দ্রুত কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো।

জোন্স, মেইলি ও ম্যালন আদালত ঘরের মাঝখানে একসঙ্গে মিলিত হলো। তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর মেইলি দুঃখে কাতর মিসেস লিনডেনকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

মিসেস লিনডেন আর্তনাদের সুরে বললেন, সকলকে তাদের দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তিনি কি এমন করেছেন। এই বিরাট শহরে তার থেকে ভাল লোক আর কে আছে?

মেইলি তখন বলল, আমি মনে করি না তার মতো জনগণের উপকারী বন্ধু আর একজনও আছে। আমি সাহস করে একথা বলতে পারি যে, ক্রাকফোর্ড-এর আর্চ বিশপের নেতৃত্বে সমস্ত চার্চের জাজকগণ মিঃ লিনডেনের মতো ধর্মকথা প্রমাণ করতে পারেনি। লিনডেন যেভাবে কত নাস্তিককে ধর্মান্তরিত করেছে তেমন আর কেউ পারেনি। আমি নিজে তা দেখেছি।

ম্যালন উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, লজ্জার কথা! এক জঘন্য লজ্জার কথা।

এক্ষেত্রে নোংরামি উল্লেখ করা হাস্যকর ব্যাপার। যাইহোক আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এমন যে হবে তা আগে থেকেই জানতাম। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। বৃথা সময় নষ্ট হলো।

ম্যালন জোর দিয়ে বলল, মোটেই নয়। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমাজের মধ্যে যে একটা অশুভ শক্তি গোপনে কাজ করে চলেছে সেটার কথা প্রকাশ হলো। এই আদালতে অনেক সাংবাদিক আছে। তারা নিশ্চয় এই অন্যায় সমর্থন করবে না।

মেইলি বলল, তাদের কথা বলবেন না। তাদের কাছ থেকে কোনও আশা করবেন না। সংবাদপত্র তার দায়িত্ব পালন করে না। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।

আমি ব্যক্তিগত দায়িত্বে এটা প্রকাশ করব। অন্যান্য সংবাদপত্রও এটা প্রকাশ করবে। তুমি যতটা মনে কর, সংবাদ তার থেকে অনেক বেশি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও বুদ্ধিমান।

মেইলিও মিসেস লিনডেনকে ম্যালন তার নির্জন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফ্লীট স্ট্রীটে 'প্ল্যানেট' নামে একটা সংবাদপত্র কিনল। সংবাদপত্রটা খুলতেই বড় হরফে ছাপা একটা সংবাদ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল :

পুলিশ আদালতে প্রতারক

কুকুরকে মানুষ বলে ভুল

কে ছিল পেড্রো?

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ম্যালন কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে হাতের মধ্যে ধরে ভাবল যে পরলোকবাদীরা এই ঘটনায় বিরক্তি বোধ করবেই তারা কিছুতেই এটাকে ভালভাবে নেবে না।

বেচারা টম লিনডেন কিন্তু সংবাদপত্রের কোনও সমর্থন পেলেন না। ব্যাপক নিন্দার মধ্যে দিয়ে তার কারাবাস শুরু হলো। প্ল্যানেট হচ্ছে এমন এক সান্ধ্য পত্রিকা যা খেলার খবরের উপর নির্ভর করে। খেলার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করলেও ভাগ্যগণনার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী অবান্তর বলে তারা মন্তব্য করতে লাগল। 'অনেস্ট জন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মন্তব্য করল যে টম লিনডেনের অসততা জনগণের নিন্দার বিষয়। গ্রামাঞ্চল থেকে একজন 'দি টাইমস' পত্রিকায় তার ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করে লিখলেন যে আত্মার দাম টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা অন্যায়। ধর্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকা 'চার্চম্যান' মন্তব্য করল যে ধর্ম সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বস্ততাই এই

ঘটনার কারণ। 'ফ্রীথিংকার' পত্রিকা এই মত প্রকাশ করল যে, এই ঘটনায় জানা যায়, বোঝা যায় যে মানুষ আবার অন্ধ কুসংস্কার রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। এই ভাবে সংবাদ পত্র জগতে যেন এক তুমুল ঝড় বয়ে গেল। এইভাবে ভাগ্য এগিয়ে চলল আর টম লিনডেন তাঁর দুর্ভাগ্যের বোঝা বয়ে যেতে লাগলেন।

৮
তিনজন তদন্তকারীর আবির্ভাব

মধ্য আফ্রিকায় বড় রকমের এক শিকারে যোগদান করার পর লর্ড রক্সটন দেশে ফিরে এসেছে। সে শিকারের সময় পর পর অনেকবার আলপাইন পর্বতে উঠেছে। সে দেশে ফিরে এসে বলেছে, পর্বতারোহণ ব্যাপারটা এখন আর তেমন দুঃসাধ্য নয় মানুষের পক্ষে। এখন আল্পস পর্বতের চূড়ায় একটা ভাল বাগান বানানো যায়। এভারেস্টের চূড়াটাও এখন আর গোপন ব্যাপার নয়।

লর্ড রক্সটন দেশে ফিরে এলে লন্ডনের হেভী গেম সোসাইটি 'ট্রাভলার্স' হোটেলে তার সম্মানার্থে এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করে। ওই সভায় শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করে। কিন্তু কোনও রিপোর্টার বা সাংবাদিক ছিলনা সেখানে। তবে লর্ড রক্সটন সেই সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিল সেই বক্তৃতার কথাগুলো ঘরভর্তি শ্রোতাদের মনে অক্ষয়ভাবে গাঁথা আছে। এই সভায় বহু ফুলের মালার ভারে সে বিব্রত বোধ করতে থাকে। সভায় সভাপতি আবেগের সঙ্গে তার গৌরব গান করতে থাকে।

লর্ড রক্সটনের দেশে ফিরে আসার ব্যাপারটা ম্যালন প্রথম জানতে পারে ম্যাকআর্ডল-এর মাধ্যমে। ম্যাকআর্ডল ছিলেন একজন নিউজ এডিটর বা সংবাদ সম্পাদক। তিনি যখন একমনে টেবিলে বসে একরাশ কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন তখন তাঁর টাক মাথাটা লাল গম্বুজের মতো চকচক করতো। তিনি আজ সকালে ম্যালনকে ডেকে পাঠান। ম্যালন তাঁর কাছে যেতেই তিনি বলেন, তুমি কি জান রক্সটন দেশে ফিরে এসেছে?

ম্যালন বলল, আমি তো সে কথা শুনিনি।

ম্যালনের কথায় আশ্চর্য হয়ে সংবাদ সম্পাদক ম্যাকআর্ডল বললেন, তুমি হয়ত শুনেছ গত যুদ্ধের সময় তিনি মধ্য আফ্রিকায় এক সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। তখন সহসা একটা বড় বুলেট এসে তাঁর বুকে লাগে। তিনি তাতে আহত হন। কিন্তু পরে সেরে ওঠেন। এখন আবার তিনি কত পাহাড়ে উঠছেন। তিনি সবসময় নতুন একটা কিছু করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে চান।

ম্যালন সম্পাদকের হাতে কাগজের একটা টুকরো দেখে জিজ্ঞাসা করল, তার সবশেষ কাজটা কি?

আমি সে কথাই তোমায় বলে দিতে চাই। সান্ধ্য কাগজ 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড'-এ একটা সম্পাদকীয় বেরিয়েছে।

সম্পাদক ম্যালনের হাতে কাগজটা দিয়ে বললেন, ঘটনাটা এখানে দেওয়া আছে:

পত্রিকার শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে যে পমফ্রেটের ডিউকের তৃতীয় পুত্র খ্যাতনামা জন রক্সটন এই পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে যোগদান করার পর ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে আবার এক নতুন ভাগ্য জয় করতে চাইছেন। তিনি এবার পরলোক গবেষণার অন্ধকার অস্পষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন বিষয়গুলির দিকে মন দিয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে তিনি যেন ভূতুরে বাড়ির একটা প্রতীক। তিনি বলে দিয়েছেন, যে কোনও বাড়িতে কোনও ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক ভৌতিক ক্রিয়া কাণ্ডের খবর পেলে তার তদন্ত করবেন। জন লর্ড রক্সটন দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। সারা ইংল্যান্ডে রিভলবার চালনায় তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। সুতরাং কেউ যেন তাঁর ব্যাপারে নাক গলানোর দুঃসাহস না দেখায়।

সংবাদ সম্পাদক ম্যাকআর্ডল মুচকি হেসে ম্যালনকে বললেন, এখন কি করবে দেখ। এ বিষয়ে তোমার মতামত কি ?

আমি যে কোনও দিন লর্ড রক্সটনের সঙ্গে দেখা করতে পারি। মনে হয় তিনি এখন আলবেনির পুরনো বাড়িতেই আছেন। আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

সেদিন বিকালে ম্যালন ভিগো স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে একটি পুরোন আমলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে লর্ড রক্সটনের বসার ঘরে চলে গেল। লর্ড রক্সটন সেই ঘরেই ছিলেন। তাঁর কাছে এক ভদ্রলোক ছিল। ম্যালন প্রথমে একটা কার্ড যোগাড় করল। যদিও তার আগে একজন ভদ্রলোকের আসার কথা ছিল তবু লর্ড তার সঙ্গে আগে দেখা করবেন বলে জানিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে একটি বিলাসবহুল ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই ঘরে যুদ্ধে ও শিকার কার্যের স্মারক হিসাবে কতকগুলি ট্রফি সাজান ছিল। এই সব ট্রফির অধিকারী লর্ড রক্সটন তখন সেই ঘরের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চেহারাটা লম্বা কিন্তু তেমন মোটাসোটা নয়। তার মুখটা প্রাচীন কালের ডন কুইকজোটের মতো এবং তার মধ্যে একটা খামখেয়ালীর ভাব ছিল। তার নাকটা ছিল খাঁড়া আর অশান্ত চোখ দুটোর উপর ভ্রূ দুটো ছিল ঘনসংবদ্ধ।

ম্যালনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড রক্সটন বলে উঠলেন, কি হে ছোকরা, আমি অফিসে আসার সময় তোমাকে দেখেছিলাম। এসো, ভিতরে এস। তোমার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন রেভারেন্ড চার্লস ম্যাসন।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে দেহটাকে গুটিয়ে কুঁকড়ে বসে থাকা লম্বা ও রোগা চেহারার একজন পাদ্রী ভাল করে উঠে বসে তার ডান হাতটা নবাগত ম্যালনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ম্যালন বুঝতে পারল ধূসর রঙের একজোড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। সেই সঙ্গে দু'পাটী দাঁতের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসা একমুখ প্রশান্ত হাসি তাকে নীরব অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। লর্ডের মুখ দেখলে বোঝা যায় সে মুখের উপর দিয়ে অনেক সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার ঝড় বয়ে গেছে। সে মুখে আজও লেগে আছে

এক নিবিড় ক্লান্তির ছাপ। মনে হয় তিনি একজন আত্মিক যোদ্ধা। যিনি বহু আত্মার সঙ্গে লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে সে মুখে আবার দেখা যায় সঙ্গীপ্রিয়তার একটা ভাবও ফুটে আছে। ম্যালন অনেক আগেই শুনেছিল যে এই মানুষটি একজন গ্রাম্য জমিদার হিসাবে খীস্ট ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকবাদ প্রচারের একটি চার্চ নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন, আজ স্বেচ্ছায় সেই সব ফেলে এসেছেন। তিনি চেয়েছিলেন খ্রীস্ট ধর্ম তারই এক অঙ্গ হিসাবে পরলোক তত্ত্বকে মেনে নেবে।

ম্যালন বলল, আমি ত কখনও পরলোকবাদ হতে দূরে চলে আসিনি।

পাদ্রী সাহেব মুচকি হেসে বললেন, আপনি কখনই তা পারবেন না মিঃ ম্যালন। যতদিন না জগতে মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত এই জ্ঞানকে নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে পারছে ততদিন জগতের মুক্তি নেই। এটা এতই বড় ব্যাপার যে আপনি এটা কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না। আজ এই মুহূর্তে এই বিশাল শহরে এমন কোন স্থান নেই যেখানে নর-নারী মিলিত হয়ে এই কথা আলোচনা করছে না। তবু একথা আপনি কোন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারবেন না।

ম্যালন বলল, আপনি অন্য কোন কাগজের অপদার্থতা আমাদের 'ডেলি গেজেট'-এর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। সম্ভবত আপনি সম্প্রতি প্রকাশিত আমার বর্ণনামূলক লেখা পড়েছেন।

পাদ্রী সাহেব উত্তর করলেন, হ্যাঁ পড়েছি। মাঝে মাঝে লন্ডনের সংবাদ পত্রগুলো যতসব আজেবাজে কথা লিখে এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ছড়ায়। তার থেকে আপনার লেখা ভাল। "দি টাইমস" পড়লে আপনার মনে হবে এই পরলোকবাদীদের নিয়ে কোন আন্দোলনই হয়নি। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে যাতে বলা হয়েছে ওরা এই পরলোকবাদে তখনই বিশ্বাস করবে যখন বিশ্বাস করার মতো ভিত্তি খুঁজে পাবে।

লর্ড রক্সটন বললেন, আমিও এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।

পাদ্রী সাহেবের মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এটাই হলো আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। এই বলে তিনি ম্যালনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমি একটা বিজ্ঞাপন দেখে লর্ড রক্সটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। উনি এখন পরলোক তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান। তাঁর এই অভিপ্রায় খুবই ভাল এবং এর থেকে ভাল কাজ জগতে আর থাকতে পারে না। আগে তিনি কোন পশু শিকার করতে গিয়ে যেমন সাদা গণ্ডারের পিছনে ছুটতেন তেমনি খেলার ছলে কোন মৃত আত্মার পেছনে ছুটলে সেটা আগুন নিয়ে খেলা হয়ে যাবে।

লর্ড রক্সটন বললেন, ঠিক আছে পাদ্রী সাহেব, আমি ত সারাজীবন ধরেই আগুনের সঙ্গে খেলা করে আসছি। সুতরাং এটা নতুন কিছু নয়। ধর্ম নিয়ে কারবারের বিষয়ে যদি জানতে চান তাহলে আমি এই কথাই বলব যে, আমি ইংলণ্ডের চার্চের অধীনে মানুষ হয়েছি। এখন আমি এই তত্ত্বানুসন্ধানের একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আপনি বললেন এর মধ্যে আছে বিপদের ঝুঁকি। তা যদি থাকে তো ভালই হবে।

পাদ্রী রেভারেন্ড চার্লস দাঁত বের করে নীরবে একটু মৃদু হাসি হাসলেন। তারপর ম্যালনকে বললেন, ওর মতে চলতে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। ওর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ ওকে দিয়ে করানো যাবে না। তাই নয় কি? এই বলে তিনি লর্ডকে বললেন, যাই হোক ব্যাপারটা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝলাম।

লর্ড রক্সটন ব্যস্তভাবে পাদ্রীকে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন পাদ্রী সাহেব। আমি যখন কোন অভিযান শুরু করি তখন আমি কোন বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তির উপর নির্ভর করি। আমার মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষ। যিনি ঘটনাক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছেন। আপনি কি এই অভিযানে আমার সঙ্গে যাবেন?

পাদ্রী সাহেব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যেতে হবে?

লর্ড বললেন, বসুন বলছি, একগোছা চিঠি নাড়াচারা করে কি খুঁজতে লাগলেন. তারপর একটা চিঠি হাতে নিয়ে বললেন, আপনি এটা পড়ে দেখুন—'নিশিথ রাত্রি। সবাই ঘরে খিল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। একজন এক ভয়ঙ্কর ভূত দেখল পাগলা হয়ে গেল।' এবার বলুন ব্যাপারটা কি?

পাদ্রী চিঠিটা পরে ভুরু কোঁচকালেন। তারপর বললেন, ব্যাপারটা খারাপ বলে মনে হচ্ছে।

লর্ড বললেন, আপনি হয়তো একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পাদ্রী সাহেব তাঁর পকেট থেকে একটা ছোট ক্যালেন্ডার বার করে বললেন, বুধবার সামরিক বিভাগের ভূতপূর্ব-অফিসারের জন্য একটি কাজ এবং ওই দিন সন্ধ্যায় আমার একটা বক্তৃতা আছে।

কিন্তু আমরা আমাদের কাজ আজই শুরু করতে পারি। জায়গাটা হলো ডর্স্টেশায়ার, তিন ঘন্টার পথ।

আপনার পরিকল্পনাটা কি?

একটা নির্জন ভূতুড়ে বাড়িতে একরাত্রি থাকতে হবে।

পাদ্রী সাহেব বললেন, যদি হতভাগ্য আত্মা বিপদে পড়ে তবে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিৎ। ঠিক আছে আমি আসব।

ম্যালন অনুনয়ের সুরে বলল, নিশ্চয় সেখানে আমার একটা জায়গা হবে।

লর্ড রক্সটন বললেন, অবশ্যই হবে যুবক। তোমাদের অফিসের লাল মাথাওয়ালা লোকটা তোমাকে ত এই জন্যই পাঠিয়েছে। তুমি এই অভিযানের কথা লিখবে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে একটা ট্রেন আছে। সেখানেই আমাদের দেখা হবে।

ওরা তিনজনে রওনা হলো। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় উঠে তিনজন ডিনার করল। লর্ড রক্সটন একটা চুরুট ধরালেন। তিনি চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা বলছিলেন।

তিনি বললেন, বয়োপ্রবীণ ভদ্রলোক ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। আগের মতোই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দু' তিনবার আমার মাথাটা চিবিয়ে খেলেন। তিনি

ওসব ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না। ভূতের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তিনি এক বোতল ক্লোরিন দিতে চাইছিলেন আমাকে। আমি বললাম, ভূত যত ভয়ঙ্করই হোক তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আমার অটোমেটিক রিভলবারটাই যথেষ্ট। বলুন পাদ্রী সাহেব এই ধরনের অভিযান এটাই কি আপনার প্রথম ?

পাদ্রী সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে দেখছেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন পরিষ্কার অভিজ্ঞতা নেই। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে, আমি কয়েকবার এই ধরনের ঘটনায় মানুষকে সাহায্য করতে গেছি।

ম্যালন তার রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো লিখে রাখছিল। সে পাদ্রীকে বলল, আপনি তাহলে ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন।

খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি।

এই সব ভূত-প্রেতের প্রভাব সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?

পাদ্রী সাহেব বললেন, এ বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার আমার নেই। তুমি নিশ্চয় ব্যারিস্টার ওলগারনন মেইলিকে চেন। তিনি তোমাকে এ বিষয়ে বেশকিছু তথ্য প্রমাণ দিতে পারবেন। আমি ব্যাপারটাকে মানব মনের গূঢ় প্রবৃত্তি ও আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। মেইলির একটা বক্তৃতার কথা মনে আছে, মেইলি অধ্যাপক বেড়ানোর ভূত-প্রেতের উপর লেখা একটা বই সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তার বক্তৃতায় সেই বইয়েতে পাঁচশোরও বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সহ ভৌতিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সব ঘটনা মানুষকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত করতে সাহায্য করে। এই সব বইতে যে সব সাক্ষ্য ও তথ্য প্রমাণ দেওয়া আছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ম্যালন বলল, আমি বোজানি ও ফ্ল্যামারিয়নের লেখা পড়েছি। আমি শুধু এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত জানতে চাই।

আমাকে বলতে বলছ বটে, কিন্তু আমি নিজেকে এ বিষয়ে খুব একটা অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী বলে মনে করি না। পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে আমার থেকে আরও জ্ঞানী লোক আছেন যাঁরা অনেক ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। তবু আমি যা দেখেছি আমার সেই অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তার মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত এই যে, পরলোকতত্ত্ববাদীদের মৃত্যু সম্বন্ধে আত্মা ও দেহের ধারণাটির মধ্যে সত্য আছে। তাদের মতে মৃত ব্যক্তির আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। মৃত্যুতে দেহের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। অনেকে মনে করে এগুলো সব বাজে কথা কারণ এগুলো জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কথা নয়। তবে এই কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই সব কথা যারা বলে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি খুব বেশি নেই এবং মনে হয় তারা শুধু তাদের ধারণার কথাটাই বলে। কিন্তু এই ধারণাটা কোন পরীক্ষিত সত্য নয়।

কিন্তু এই ধারণাটাই বা হবে কেন ?

হ্যাঁ, সেটাই হলো প্রশ্ন। সাধারণত এটাই মনে করা হয় যে, আমাদের এই প্রাকৃতিক

দেহ মৃত্যুতে বিনষ্ট হয়ে মাটিতে মিশে যায় কিন্তু আত্মিক দেহটা নিরাকার অবস্থায় বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। তার বায়বীয় সত্ত্বাটা শূন্যে থেকে কাজ কর্ম করে চলে। এই ব্যাপারটার মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। আমাদের দেহটাকে তিনভাগে ভাগ করে দেখা হয়—প্রাকৃতিক দেহ, মানসিক দেহ ও আত্মিক দেহ। পেঁয়াজের খোলার মতো এগুলো পরপর সাজান থাকে। মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন তার দেহ, মন দুটোই কাজ করে। চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতি প্রভৃতি মনের কাজ। মানুষের মৃত্যুর পর একমাত্র তার আত্মিক দেহ কাজ করে। মৃত্যুর পর আত্মিক দেহের মধ্যে মনের চিন্তা ধারণা প্রভৃতি সঞ্চারিত হয় না। মানুষের আত্মা দেহ-মনের অতীত।

ম্যালন বলল, তাহলে তো একটা সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ইহ জীবনের সবকিছু ভুলে যায় আর এটাই স্বাভাবিক। মৃত্যুর পর কোন অপরাধী তার কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা করে যাবে এটা কখনও হতে পারে না।

ঠিক বলেছ যুবক। আর্কি সোমস্ নামে এক ভদ্রলোকের বার্কশায়ারে একটি বাড়ি আছে। নেল গিয়ানি নামে আর এক মহিলা সেখানে বাস করত। আর্কি শপথ করে বলত, রাত্রির অন্ধকার গলিপথে সে বহুবার পরলোকগত নেলের প্রেতকে দেখেছে।

পাদ্রী সাহেব বললেন, কিন্তু নেল-এর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলার প্রেতাত্মা মৃত্যুর পর একশ' বছর ধরে অন্ধকার গলিপথে ঘুরে বেড়াবে এটা কল্পনা করতে পারা যায় না। তবে ঘটনাক্রমে যদি এটা হয়ে থাকে যে নেল-এর জীবিতকালে কোন দুশ্চিন্তা বা বিষাদের উত্তাপ তার অন্তরটাকে কুরে কুরে খেয়েছিল তাহলে অবশ্য মৃত্যুর পর সে তার একটা সত্তাকে ত্যাগ করে গেছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ম্যালন বলল, আপনি বলেছেন আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে।

পাদ্রী বললেন, পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানার আগেই আমার একটা অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আশা করতে পারি না যে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু ঘটনাটা যে সত্যি একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। বহুদিন আগে উত্তর অঞ্চলে একটি গ্রাম্য চার্চে আমি এক তরুণ কিউরেট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেই গ্রামে এক বাড়িতে এক প্রেত থাকত। সেই প্রেতটি অনেক ক্ষতিকারক কাজকর্ম করে অনেককে নানাভাবে জ্বালাতন করত। কিউরেট বা ওঝার কাজে নিযুক্ত ছিলাম বলে আমি তখন নিজে থেকে সেই বাড়িতে ভূত ছাড়াতে গেলাম। চার্চ থেকে আমার একজন সহকারী আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমি একা ছিলাম না। আমরা দু'জনে ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা সেই ভূতুরে বাড়িটার বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওই ঘরটাই ছিল সবচেয়ে উপদ্রুত জায়গা। ভূতের যতকিছু উপদ্রব ও অত্যাচারের কেন্দ্রস্থল ছিল ওই ঘরটা। আমি সেই ঘরে যেতে আমার চারদিকে বাড়ির লোকেরা নতজানু হয়ে বসল। আমি মন্ত্র পড়তে লাগলাম। তারপরে কি হলো বলত?

একটু হেসে নিজেই বলে যেতে লাগলেন পাদ্রী সাহেব, আমি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের

পর যেই 'আমেন' কথাটি উচ্চারণ করলাম তখন ভূতুরে জন্তুটা দূরে চলে যাওয়ার বদলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ একথা বলতে লজ্জা করছে যে আমি তখন দুই লাফে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম আর বুঝতে পারলাম যে কোন ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড বা মন্ত্রপাঠ ভূত-প্রেতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তাহলে কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

দয়া এবং যুক্তিবোধ কিছুটা করতে পারে। দেখবেন এর একটা বিশেষ প্রভাব আছে। এই পৃথিবীতে কিছু পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্ত ব্যক্তি থাকা স্বাভাবিক যাদের মন কখনও মাটির পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধে উঠতে পারে না। কিন্তু সবাই পার্থিব মনোভাবাপন্ন নয়। এছাড়া অনেক স্বভাবত ভাল ও ঊর্দ্ধগতি সম্পন্ন মানুষ আছে। যেমন ধর গ্লাস্টনবেরীর সন্ন্যাসীরা। যাঁরা গত কয়েক বছর ধরে অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন এবং যাঁদের কথা ব্লাইবন্ড নথিভুক্ত করে রেখেছেন। তাঁরা পৃথিবীতে সব সময় এক ধর্মভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। আবার এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে যারা এই পৃথিবীতে সব সময় নানা পার্থিব লাভের তাড়নায় চারদিকে ছুটে চলে এবং দরকার বুঝলে পরের অপকার করে। তাদের মন কখনও পার্থিব স্তরের ঊর্দ্ধে উঠতে পারে না। বস্তুর ভারে ও চাপে তাদের মন এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে তাদের আত্মার সূক্ষ্ম কাজকর্ম কারও চোখে ধরা পড়ে না। তার প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও চতুর এবং পরকে আঘাত করার ক্ষমতাই তার বেশি। এই সব দানবিক ও অশুভ শক্তিসম্পন্ন মানুষগুলির সৃষ্টি হয় আমাদের শিরচ্ছেদমূলক দণ্ডদানের ব্যবস্থা থেকে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে সব ব্যক্তির অকালে মাথা কাটা যায়, তাদের অব্যবহৃত ও অকালে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া প্রাণশক্তি পরজন্মে প্রসারিত হয়ে এক ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ বাসনায় পরিণত হয়।

লর্ড রক্সটন বললেন, হ্যাঁ ব্যাপারটা খুবই খারাপ।

পাদ্রী সাহেব বললেন, তাই আমি এই ধরনের লোকদের কোনরূপ প্রশ্রয় দানের পক্ষপাতী নই। এই ধরনের লোকেরা সেই অক্টোপাশের মতো যা সমুদ্রের গভীরে কোন এক গুহার মধ্যে থাকে এবং এক-এক সময় হঠাৎ বেরিয়ে এসে ডালের উপর ভাসতে ভাসতে কোন সাঁতার কাটতে থাকা মানুষকে আক্রমণ করে। এই সব প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতাত্মারা শূন্যে ওঁত পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পেলেই জীবিত মানুষের ক্ষতি করে।

ম্যালন তার হাঁ করা চোয়াল দুটো বন্ধ করে আশ্চর্য হয়ে বলল, তাহলে এইসব ক্ষতিকারক অশুভ প্রেতাত্মাদের হাত থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই?

পাদ্রী সাহেব বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। তা যদি না থাকত তাহলে এইসব অশুভ আত্মারা পৃথিবীকে একেবারে ধ্বংস করে দিত। আমাদের রক্ষার উপায় এই যে, কৃষ্ণকুটিল অশুভ আত্মাদের মতো শুচিশুভ্র অনেক শুভ আত্মাও আছে। আমরা ক্যাথলিকবাদের মতো বলতে পারি 'রক্ষাকারী দেবদূত' আমাদের রক্ষা করে চলে। তাদের যে নামেই ডাকি না কেন, তাদের অস্তিত্ব আছে এবং যতসব অশুভ শক্তির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে চলেছে। ঊর্দ্ধে এক আধ্যাত্মিক স্তরে তারা থাকে।

আচ্ছা পাদ্রী সাহেব, প্রেতাত্মা যখন আপনার উপর চাপল তখন আপনাদের গাইড কোথায় ছিল ?

গাইডের ক্ষমতা আমাদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। মন্দ প্রেতাত্মারা জীবিত মানুষদের উপর সাময়িক প্রভুত্ব দেখায় ঠিকই কিন্তু তাদের এই প্রভুত্ব বেশিক্ষণ খাটে না। শেষের দিকে ভালরই জয় হয়। এটা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা।

লর্ড রক্সটন মাথা নাড়লেন তারপর বললেন, যদি শেষ কালে ভালর জয় হয় তাহলে সে জয় দেখার জন্য আমাদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে হয়ত আমাদের জীবনেরও শেষ হয়ে যাবে। পুটোমায়ো নদীর ধারে যে শয়তানগুলোর সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল তারা এখন কোথায় ? তারা হয়ত এখন প্যারিসে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। আর যে হতভাগ্য নিগ্রোদের তারা বধ করেছিল তাদের খবর কি ?

পাদ্রী সাহেব বললেন, আমাদের কিছুটা বিশ্বাস দরকার। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে আমরা কোন জীবনেই শেষ দেখতে পাই না। এই জীবনের পর আর এক জন্ম ও জীবন আছে। তারপর আর এক। এটাই হলো সব জীবনের সিদ্ধান্ত। সব জীবনের শেষ যেখানে সেখান থেকে শুরু হবে আর এক জীবন। আর এই জন্যই পরলোকের বৃত্তান্ত জানার জন্য মানুষের এত আগ্রহ। পরলোকের মূল্যই এখানে। পরলোক চর্চার দ্বারা আমরা অন্তত মৃত্যুর পর জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের কথা জানতে পারি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, সে অধ্যায় আমরা কোথায় পাব ?

পাদ্রী সাহেব বললেন, পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্যজনক বই আছে, যদিও ইহজগতের লোকেরা সেই সব বই পড়তে শেখেনি আর তা বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। এই সব বইয়ে আছে পরলোকের বৃত্তান্ত আর পরলোকবাসীদের জীবনের বিবরণ। একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমার মনে আছে। তুমি এটা ইচ্ছা করলে এক ধর্মীয় কথামৃত বলে মনে করতে পার। কিন্তু আসলে এটা তার থেকে আরও কিছু এক বাস্তব ঘটনা। এক মৃত ধনী ব্যক্তির আত্মা একটি সুন্দর বাসভবনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গাইড এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তাকে বলল, 'এ বাড়ি তোমার জন্য নয়। এটা তোমার বাগানের মালীর জন্য।' এরপর গাইড সে আত্মাকে একটা বালির বস্তা দেখিয়ে বলল, 'তুমি বাড়ি তৈরি করার জন্য এছাড়া আর কোন ব্যবস্থা করে যাওনি। আমাদের পক্ষে এর থেকে ভাল কিছু করার ছিল না। যা পেরেছি তাই করেছি। এটা কোন ধনী ব্যবসায়ীর জীবনের পরের অধ্যায় হতে পারে।

লর্ড রক্সটন বিষাদের হাসি হাসলেন। তিনি বললেন, আমি কিন্তু আমার প্রতিবেশীদের নিজের মতন করে ভালবাসি না এবং তা পারবও না। আমি তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু লোককে বিষের মতো ঘৃণা করি।

আমাদের পাপকে ঘৃণা করা উচিৎ। আমার কিন্তু পাপী আর পাপকে পৃথক করার ক্ষমতা নেই কারণ আমি নিজে একজন রক্ত মাংসের মানুষ। আর পাঁচ জনের মতোই দুর্বল তাই আমি কি করে ধর্মকথা প্রচার করব ?

লর্ড রক্সটন বললেন, এই ধরনের প্রচারই আমি শুনতে চাই। চার্চের মঞ্চ থেকে যারা প্রচার করে আমাদের মনে হয় তারা আমার মাথার উপর থাকে। যদি তারা মাথার উপর থেকে আমাদের স্তরে নেমে আসে তাহলে তাদের কথা আমাদের কাজে লাগবে। আমার মনে হয় আজকে রাতে আমাদের ঘুম হবে না। সেখানে পৌঁছুতে আমাদের আরও একঘণ্টা লাগবে। সুতরাং এই সময়টাকে কাজে লাগান উচিৎ।

সেদিন ছিল তুষারে আচ্ছন্ন এক শীতের রাত। ওরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছল তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। তখন স্টেশনটা প্রায় ফাঁকা। সহসা বেঁটেখাটো চেহারার লোমের ওভারকোট পরা এক মোটা ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা ট্রেন থেকে নামতেই ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি হচ্ছি বাড়ির মালিক মিঃ বেলচেম্বার। আমি আপনাদের তার পেয়েছি। ভদ্রমহোদয়গণ, কেমন আছেন? লর্ড রক্সটন আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনি দয়া করে আমার কষ্ট লাঘব করার জন্য এসেছেন এজন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মিঃ বেলচেম্বার অতিথিদের সঙ্গে করে ছোট স্টেশনটার লাগোয়া একটা হোটেলে উঠলেন। সকলের জন্য স্যান্ডউইচ ও কফির অর্ডার দিলেন।

পরে তিনি বলতে লাগলেন, আমাকে লোকে ধনী বলেই মনে করে, তাই নয় কি? আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। আমার যা কিছু সঞ্চয় তিনটে বাড়ির পিছনে খরচ করেছি। আজ যে বাড়িতে যাচ্ছি সেটি হলো আমার তিনটে বাড়ির একটি। বাড়িটির নাম হলো ভিলা ম্যাজিওর। বাড়িটা আমি কিনেছি ঠিকই কিন্তু এর সঙ্গে যে একটা পাগলা ডাক্তারের কাহিনী জড়িয়ে আছে তা কি করে জানব বলতে পারেন?

লর্ড রক্সটন একটা স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বললেন, সেটাই তো আমরা জানতে চাই।

বেলচেম্বার বললেন, ওই পাগলা ডাক্তারটা রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে ওই বাড়িতেই থাকত। আমি নিজে তাকে দেখেছি। লম্বা ও রোগা-রোগা চেহারার গোমড়া মুখ ভদ্রলোকের। তার পিঠটা ছিল একটু কুঁজো এবং চলার গতিটা ছিল বড় অদ্ভুত মন্থর। লোকে বলত ওই ডাক্তার ভদ্রলোক সারাজীবন ভারতে কাটিয়ে শেষে দেশে ফিরে আসে। কেউ কেউ ভাবত লোকটা কোন অপরাধ করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ সারা গ্রামের মধ্যে কেউ তার মুখ দেখতে পারত না। রাত্রির অন্ধকার ঘন না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সে বাড়ি থেকে বেরোত না। একবার সে পাথর দিয়ে একটা কুকুরের পা ভেঙে দেয়। যাই হোক লোকটাকে সবাই ভয় করত। এবং তাকে এড়িয়ে চলত। সে শুধু তার বাড়ির জানলার ধারে একা-একা চুপচাপ বিষাদগম্ভীর মুখে বসে থাকত। তার চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলত। গ্রামের ছেলেরা তাকে দেখলেই পালিয়ে যেত। প্রতিদিন একজন তার বাড়িতে দুধ দিয়ে যেত। একদিন সে দুধ নেবার জন্য দরজা খোলেনি। পরদিনও লোকটা এলে সে দরজা খুলে দুধ নেয়নি। তখন পাড়ার

লোকেরা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। অবশেষে তার স্নানের ঘরে ঢুকে তারা দেখে সেই পাগলা ডাক্তারের দেহটা রক্তস্নাত অবস্থায় পড়ে আছে। সে তার হাতের শিরা কেটে দিয়ে আত্মহত্যা করে। লোকে তার কথা ভুলবে না।

লর্ড রক্সটন বেলচেম্বারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাহলে বাড়িটা কিনেছিলেন ?

হ্যাঁ আমি কিনেছিলাম কিন্তু বাড়িটা মেরামত ও রং করে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। যদি তখন দেখতেন তাহলে বলতেন এটা নতুন বাড়ি। তারপর আমি এক মদের দোকানের মালিক মিঃ জেনকিনস্‌কে ভাড়া দিই। তিনি মাত্র তিনদিন ও বাড়িতে ছিলেন, এর বেশি টিকতে পারেননি। এরপর আমি ও বাড়ির ভাড়া কমিয়ে দিয়ে বীল নামে এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিই। বীল ছিল এক অবসরপ্রাপ্ত মুদী। সে এক সপ্তাহ কোনরকমে ওই বাড়িটাতে কাটিয়ে শেষে পাগল হয়ে যায়। একেবারে বদ্ধ পাগল। এরপর থেকে বাড়িটাকে আমি নিজের হেপাজতেই রেখেছি। বাড়িটা থেকে এখন কোন আয় হয় না। এর ট্যাক্স বিল প্রভৃতি যাবতীয় খরচ আমার নিজস্ব আয় থেকে খরচ করতে হয়। এখন হে ভদ্রমোহদয়গণ, দেখুন যদি কিছু আপনারা করতে পারেন।

শহরের ধারে ছোট পাহাড়টার ঢাল থেকে আধ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল ভিলা ম্যাজুয়োর নামে সেই অভিশপ্ত বাড়িটা।

মিঃ বেলচেম্বার ওদের পথ দেখিয়ে সেই বাড়িটার হলঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। আকাশে ছিল আধখানা চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় ওরা দেখতে পেল বাড়ির বাগানটা শীতের নানা সব্জিতে ভরে গেছে। সেই সব সবজির লতা পাতায় পথটা ঢেকে গেছে। চারদিকে ছায়া-নিবিড় অন্ধকারে ভরা। এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল গোটা বাগানটায়। তার কাছে গেলেই এক অজানা আশংকায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল সকলের মন।

বাড়ির মালিক বেলচেম্বার বললেন, বাড়ির দরজায় তালা নেই। সামনের বসার ঘরে চেয়ার ও টেবিল পাতা আছে। ডানদিকে হল ঘর। আমি আগুন জ্বেলে রেখে দিয়েছি এছাড়া এক বালতি কয়লাও রেখে দিয়েছি। আপনারা বেশ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নেই। আমি থাকতে না পারার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমার মাথার স্নায়ুগুলোর উত্তাপ এখনও কাটেনি।

এই বলে বাড়ির মালিক চলে গেলে ওরা তিনজন বসার ঘরে বসে কাজের কথা ভাবতে লাগল।

লর্ড রক্সটন একটা ইলেকট্রিক টর্চ এনেছিলেন। বাড়ির দরজা খুলেই একটা অন্ধকার গলিপথের উপর সেই টর্চের আলো ফেললেন তিনি। গলিপথে কোন কার্পেট পাতা ছিল না। সেই পথ দিয়ে কিছুটা গিয়ে কাঠের সিঁড়ি পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ওরা কতগুলো ঘর দেখতে পেল। একটা পথ ধরে অল্প কিছুটা যেতেই ওরা একটা হলঘর আর তার পাশে একটা বসার ঘর দেখতে পেল। চুল্লীতে আগুন জ্বলছিল। তার পাশে এক বালতি কয়লা ছিল। পাদ্রী সাহেব ও ম্যালন আগুনটা জোর করে

দিলেন, কারণ তখন দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। লর্ড রক্সটন তাঁর ব্যাগ খুলে অটোমেটিক রিভলবারটা বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। একতাল তার বার করে ঘরের দু'ধারে কিছুদূর পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলেন। ঘরের মধ্যে একটা তেলের বাতি জ্বলছিল। একদিকে কিছু বই-পত্র স্তূপাকৃত করা ছিল। লর্ড রক্সটন তাঁর ব্যাগ থেকে মোমবাতি বার করলেন। তারপর বললেন, আমাদের মধ্যে একজনকে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে নজর রাখতে হবে। আর দু'জনকে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে কি হয় অর্থাৎ যেকোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ওরা সিঁড়িটার কাছে এল। সিঁড়ির মাথার দু'দিকে দুটো ঘর দেখতে পেল। অব্যবহৃত ঘরদুটো ধুলোয় ভরা। দেওয়ালে কতগুলো কাগজ আঁটা ছিল। একটা ঘরের পাশেই ছিল সেই অভিশপ্ত স্নানের ঘর যেখানে একদিন পাগলা ডাক্তারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। দেওয়ালে দু'-এক জায়গায় এখনও রক্তের ছাপ দেখা যায়।

ম্যালন দেখল ঘরে ঢুকেই পাদ্রী সাহেব হঠাৎ টলতে টলতে দরজাটা ধরে ফেললেন। তাঁর মুখখানাকে ভয়ঙ্করভাবে সাদা দেখাচ্ছিল। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ছিল। বাকি দু'জন পাদ্রীকে ধরে ধরে চেয়ারওয়ালা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ম্যালন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভয়ের কিছু অনুভব করছেন ?

পাদ্রী সাহেব বললেন, আমি মাঝে মাঝে প্রেতচর্চার জন্য মিডিয়ামের কাজও করি। পরলোক থেকে আসা যে কোন প্রেতকে আমি দেখতে পাই। কিন্তু এখন যা দেখলাম তা এতই ভয়ঙ্কর যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

কি দেখলেন পাদ্রী সাহেব ?

আমি যা দেখলাম তা বর্ণনা করা খুবই দুঃসাধ্য। আমার হৃৎস্পন্দন থেমে আসছিল। এক অসহায় একাকীত্বের বিপন্ন অনুভূতিতে তোলপাড় হচ্ছিল আমার মনটা। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিকল হয়ে আসছিল। আমার চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমি নাকে কিসের একটা গন্ধ পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমার দেহের সব শক্তি যেন বেরিয়ে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস করুন লর্ড রক্সটন, আজ রাতে যে বস্তুর সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমরা, সেটাকে মোটেই হালকা ভাববেন না।

শিকারী লর্ড অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীর হয়ে উঠলেন। হ্যাঁ আপনার কথাগুলো ভেবে দেখছি পাদ্রী সাহেব। আপনি কি মনে করেন যে আপনি একাজের উপযুক্ত ?

পাদ্রী সাহেব বললেন, আমার এই দুর্বলতার জন্য আমি দুঃখিত। যেকোন বস্তুর ভিতরটা বা স্বরূপটা আমি দেখতে পাই। তবে ঘটনাটা যতই খারাপ হবে ততই আমার সাহায্যের দরকার হবে। এখন আমি সুস্থ আছি। এই বলে পকেট থেকে আধপোড়া কাঠ বার করে বললেন, এটা হলো স্নায়ুকম্পন সারাবার সবচেয়ে ভাল ডাক্তার। আমি এখানে বসেই ধূমপান করব। আমাকে কোন প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।

ম্যালন লর্ড রক্সটনকে জিজ্ঞাসা করল, প্রেতটা কি ধরনের রূপ ধারণ করবে বলে আপনি আশা করছেন ?

এমন একটা কিছু যা অবশ্যই তোমার চোখে ধরা পড়বে।

চোখে ধরা পড়লেও এবং খুঁটিয়ে দেখেও আমি ঠিক বুঝতে পারি না। চোখে ধরা প্রেততত্ত্বের যারা চর্চা করে তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সব প্রেতমূর্তির একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। আর এই বাস্তব ভিত্তিটা মানুষের দেহ থেকে নেওয়া হয়। আপনি এটাকে এক্টোপ্লাজম বা যে কোন নাম দিতে পারেন। আসলে যে কোন প্রেতমূর্তি এক জীবিত মানব দেহেরই দান। তাই নয় কি ?

লর্ড উত্তর করলেন, নিশ্চয়।

তাহলে আমরা কি মনে করব ডাঃ নিমানির প্রেতটা আমার ও আপনার দেহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মূর্তি ধারণ করবে ?

পাদ্রী ম্যাসন উত্তর করলেন, আমি যতদূর বুঝি সব প্রেতাত্মারাই তাই করে। কোন দর্শক যখন ভূত দেখে অনুভব করে যে তার শরীর হিম হয়ে আসছে। তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে তখন সে বুঝতে পারে প্রেত প্রাণশক্তিটা তার থেকে টেনে নিয়েছে আর এই প্রাণশক্তি হরণের জন্য সেই ব্যক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়ে, আবার কোনও কোনও সময় মৃত্যুও ঘটে। আমার মনে হয় এই ভাবে প্রেতটা যখন আমার প্রাণশক্তিটা টেনে নিচ্ছিল তখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।

মনে করুন আমরা মিডিয়ামের ভূমিকায় কাউকে চাই না। অর্থাৎ মিডিয়াম ছাড়াই কাজ করতে চাই। মনে করুন আমরা কিছুই প্রকাশ করতে চাই না।

এ বিষয়ে পুরো ঘটনা আমি বইয়ে পড়েছি। আইসল্যান্ডের প্রফেসার মিঃ নেলশন ঘটনাটা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্ত করে। সে ক্ষেত্রে অশুভ প্রেতাত্মাটা শহরের এক ফটোগ্রাফারের ক্যামেরাতে ধরা পড়ে। এবং তার থেকেই তার মূর্তির উপাদানটা টেনে নেয়। এবং সেখান থেকে ফিরে সেই উপাদানটা কাজে লাগিয়ে একটা রূপ ধারণ করে। প্রেতটা তখন খোলাখুলি বলেছিল, আমাকে নেমে যাওয়ার সময় দাও। তারপর আমি দেখাব কি করতে পারি। প্রেতাত্মাটা ছিল বড়ই ভয়ঙ্কর এবং তাকে বশীভূত করতে ওদের খুবই বেগ পেতে হয়।

লর্ড রক্সটন বললেন, তুমি জান না কত বড় কাজের ঝুঁকি তুমি নিয়েছ।

ম্যালন বলল, আমরা যা করেছি তা পারব বলেই করেছি। যাই হোক আমাদের সামনের পথটা ভালভাবেই আলোকিত আছে। দরজা ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কেউ আসতে পারবে না। এখন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

সুতরাং ওরা অপেক্ষা করে যেতে লাগল। প্রতিটা মুহূর্ত ক্লান্তিকর বলে মনে হচ্ছিল ওদের। একটা বড় ঘড়ি রঙচটা দেরাজের উপর রাখা ছিল। তার কাঁটা দুটো সমানে টিকটিক করে যাচ্ছিল। পাদ্রী সাহেব তখন চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। ম্যালন একটানা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। লর্ড রক্সটন একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। নিশুতি নির্জন রাত্রি। কোথাও কোন শব্দ নেই। কেবল একটা পেঁচা ভয়ঙ্করভাবে ডাকছিল। যে ছোট গ্রামের রাস্তাটার ধারে বাড়িটা অবস্থিত ছিল সে রাস্তা একেবারে জনমানব শূন্য। মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ চারদিকে নৈশ নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে ওদের কানে এসে বাজছিল।

কে যেন একজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ প্রতিটা পদক্ষেপ ছিল স্পষ্ট এবং প্রতিটা পদক্ষেপেই জুতোর একটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছিল। কে যেন সিঁড়ি থেকে নেমে সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনায় সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। লর্ড রক্সটন তাঁর অটোমেটিক রিভলবারটা শক্ত করে ধরলেন। ম্যালনের শরীরটা যেন আরও হীন হয়ে পড়ল। সে কাঁপছিল। পাদ্রী তাঁর চেয়ারে খাঁড়া হয়ে বসে রইলেন। ওরা সহসা বুঝতে পারল এই বাড়িতে ওরা একা নেই। ওদের অলক্ষে কে বা কারা যেন ওদের উপর নজর রেখে চলেছে।

ওরা তিনজন নীরবে বসে থেকে একে অন্যের উপর তাকাতে লাগল। লর্ড রক্সটন বললেন, হা ভগবান! তার মুখটা ম্লান হয়ে গেলেও দৃঢ়তার ভাব ছিল। ম্যালন একটা কাগজ বার করে সময়টা লিখে রাখল। পাদ্রী সাহেব চেয়ারে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

লর্ড রক্সটন বলতে লাগলেন, আমরা এ ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়ব। আমরা কখনই এটাকে ছেড়ে চলে যাব না। আপনাকে এটা না বলে পারছি না পাদ্রী সাহেব যে, আমি একবার এক গভীর জঙ্গলে একটা আহত বাঘের অনুসন্ধান করেছিলাম কিন্তু তখন আমার মধ্যে এ ধরনের কোন অনুভূতি জাগেনি। তবু যতক্ষণ আমার মধ্যে চেতনা থাকবে আমি ওদের খুঁজে বার করবই। আমি যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে তার দু'জন সঙ্গীও চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, আমরাও যাব।

লর্ড বললেন, না, আপনারা থাকুন। তিনজন হলে বেশি শব্দ হবে। আমি একা গিয়ে ব্যাপারটা দেখব। যদি প্রয়োজন বুঝি তাহলে আপনাদের ডাকব। আমি নিঃশব্দে ওঁত পেতে থেকে অপেক্ষা করে যাব।

ওরা তিনজন দু'পাশের ঘরের মাঝখানে যে সরু পথটা ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে সিঁড়িটা শুরু হয়েছে। দুটো বাতির আলো সিঁড়ির উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। রক্সটন সিঁড়ির মাঝখানে গিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। তারা তখন ঘরে গিয়ে আগুনের ধারে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা কি পৌনে এক ঘণ্টা কেটে গেল। একজনের উপরে ওঠার পদশব্দ শোনা গেল। পিস্তল থেকে গুলি করার শব্দ হলো। তার পরই দু'জনের মধ্যে জোর ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং এরপরে পড়ে যাবার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওরা দু'জন হল ঘরে ছুটে গেল। কারণ ওখান থেকেই শব্দ আসছিল। গিয়ে দেখল লর্ড রক্সটন নোংরা ধূলোবালিতে ভরা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওরা দু'জনে তাকে ধরে তুলল। দেখল তাঁর মুখ ও হাতের দু'জায়গা ছিঁড়ে গেছে ও চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

লর্ড রক্সটন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি এখন ঠিক আছি।

ওরা উপর দিকে তাকিয়ে দেখল একটা কালো ছায়া ছাদের কাছে ঘন হয়ে জমে আছে।

ওরা লর্ড রক্সটনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

লর্ড বললেন, আমি আবার ওর সঙ্গে লড়াই করব। ও যদি শয়তান না হয় তা হলে আর কোন শয়তান পৃথিবীতে আসেনি কোনদিন।

ম্যালন বলল, এবার কিন্তু আপনি একা যাবেন না।

পাদ্রী সাহেব বললেন, হ্যাঁ। একা কখনই যাবেন না। আগে কি ঘটেছে বলুন।

লর্ড রক্সটন বললেন, আমি এই ঘটনার বিশেষ কিছু জানি না। আমি যখন একা বসেছিলাম তখন আমার ডান দিকে মাথার উপর একরাশ অন্ধকারকে জমাট বাধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে গুলি করি। তারপর কারা যেন আমাকে শিশুর মতো হল ঘরে বয়ে নিয়ে মেঝের উপর ফেলে দেয়। আমি মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকি। তোমরা সেই অবস্থায় আমাকে দেখতে পাও। এর বেশিকিছু আমি জানি না।

ম্যালন বলল, আপনি যখন বুঝতে পারছেন এটা কোন মানুষের কাজ নয়, অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ঘটনা, কেন তবে এ বিষয়ে আরও অগ্রসর হতে চাইছেন ?

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ম্যালন বলল, আপনি অভিজ্ঞতায় যা লাভ করার তা তো করেছেন। তবে আর কি চান ?

ঠিক আছে আমি আর একটা জিনিস চাই।

ম্যালন বলল, কিন্তু তা যদি চান তাহলে আমাদের সাহায্য দরকার হবে।

লর্ড রক্সটন তাঁর হাঁটুটা ঘষে বললেন, মনে হচ্ছে সাহায্যের দরকার হবে। তবে তার আগে ডাক্তারকে দেখতে হবে। অবশ্য পাদ্রী আপনি যখন রয়েছেন তখন যা হোক করে চালিয়ে নেব। তুমি কি বল যুবক ?

একটার পর একটা বিপদের আভাষ ম্যালনের আইরিশ রক্তের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল।

লর্ড রক্সটন বললেন, আমি একাই যাব। এই বলে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পাদ্রী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বললেন, না না আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

লর্ড রক্সটন চিৎকার করে বললেন, না আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।

তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

পাদ্রী সাহেব বললেন, আমি ছাড়া আপনি যেতে পারবেন না। যাওয়া উচিৎ হবে না। দুটো ঘরের মাঝখানে সরু পথটার উপর ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যালন দেওয়ালের উপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা দেখল সিঁড়ির উপরে একটা কালো ছায়া ঘন হয়ে চাপ বেধে আছে। এটা কিভাবে কোথা থেকে এল তা কেউ বুঝতে পারল না। পরে দেখল ছায়াটা একটা বাদুড়ের রূপ নিয়েছে। ওরা তখন সিঁড়ি বেয়ে বেগে নীচের তলায় ছুটে গেল।

হা ভগবান ! অন্ধকার রাত্রির মতো কালো। কিছুই বোঝা যায় না। কিছুটা মানুষের মতো, কিছুটা শয়তানের মতো। কি জঘন্য মূর্তি। ওরা তিনজন ভয়ে চিৎকার করতে

করতে নেমে এল। লর্ড রক্সটন সদর দরজাটা খোলার জন্য হাতল ধরে টান দিলেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই কিম্ভূতকিমাকার কালো ছায়া-মূর্তিটা ওদের উপর এসে পড়ল। ওরা সেই মূর্তিটার স্পর্শ পেল। একটা বিশ্রী গন্ধ ওদের নাকে এসে লাগল। কিন্তু সেই মূর্তিটা মানুষের না জন্তুর ওরা তা বুঝতে পারল না। মুখখানা অর্ধেকটা মানুষের মতো কিন্তু হাত-পাগুলো জন্তুর মতো। ওরা ভাল করে কিছু বোঝার আগেই ওদের অর্ধচেতন দেহগুলো কারা যেন সদর দরজার বাইরের পথের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা তিনজন পূর্ণচেতনা ফিরে পেয়ে একে-একে উঠে দাঁড়াল। ম্যালন ও লর্ড রক্সটন রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। কিন্তু পাদ্রী সাহেব চুপ করে রইলেন। তারা তিনজনে অম্লান চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। বন্ধ দরজাটার উপর চারকোনা এক চাপ অন্ধকার জমাট বেধে ছিল। ওদের দেহগুলো তখনও ভয়ে কাঁপছিল। দেহগুলোর কয়েক জায়গায় ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছিল। দেহের কোন ক্ষত বা জ্বালা যন্ত্রণাতে ওরা তেমন বিচলিত না হয়ে শুধু ভাবছিল ওদের উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার কথা।

লর্ড রক্সটন বলে উঠলেন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

ম্যালন বলল, যথেষ্ট মানে তার থেকেও বেশি। ফ্লীট স্ট্রীট আমাকে যাই দিক বা যাই বলুক কোন কিছুর বিনিময়ে আমি আর ওই বাড়িতে ঢুকবো না।

লর্ড রক্সটন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আহত ?

না, আহত নয় অবশানিত হয়েছি। দেহটা অশুদ্ধ ও অপবিত্র হয়েছে। ওহঃ কি ঘৃণ্য ব্যাপার।

লর্ড রক্সটন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সেই বিশ্রী গন্ধজাত উষ্ণ স্পর্শটা পেয়েছিলে ?

বিতৃষ্ণার সঙ্গে এক অস্ফূট চিৎকার করে ম্যালন বলল, এক ভয়ঙ্কর চোখমুখ থাকলেও প্রেতটা কোন স্পষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি। যেটা পেরেছে সব মিলিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর।

কিন্তু আলো তো নেভেনি। এখনও বোধহয় জ্বলছে।

রেখে দিন আলোর কথা। আলো জ্বলে জ্বলুক। আমি আর ও বাড়িতে যাব না।

বাড়ির মালিক বেলচেম্বার বোধহয় হোটেলেই আছেন। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

হ্যাঁ সেখানেই ফিরে যাওয়া যাক। মানুষের সংস্পর্শে ফিরে যাওয়াই ভাল।

ম্যালন ও লর্ড রক্সটন দু'জনে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু পাদ্রী সাহেব সেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি পকেট থেকে ছোট ক্রশটা বার করে বললেন, তোমরা যাও; আমি ওই বাড়ির ভিতরেই যাব।

লর্ড রক্সটন বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, কি ? বাড়ির ভিতরে ?

হ্যাঁ বাড়ির ভিতরে।

পাদ্রী সাহেব, এটা হচ্ছে পাগলামি। আপনার ঘাড় ভেঙে দেবে। ওর হাতে আমরা একটা খেলার পুতুল মাত্র।

পাদ্রী দৃঢ়ভাবে বললেন, আমার ঘাড় ভাঙে ভাঙুক। আমি ওই বাড়ির ভিতরে যাচ্ছি।

লর্ড চিৎকার করে ম্যালনকে বললেন, শোন ম্যালন, ওকে ধর।

কিন্তু দেরী হয়ে গেল ম্যালনের। পাদ্রী সোজা দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন। পরমুহূর্তে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। দরজার কপাটের উপর লেটার বাক্সটার পাশে একটা ফাঁক ছিল। লর্ড রক্সটন সেখানে মুখ লাগিয়ে পাদ্রীকে ফিরে আসার জন্য বারবার অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। পাদ্রী বাড়িতে ঢুকেই দরজায় খিল দিয়ে দিল।

পাদ্রী সাহেব ভিতর থেকে কড়াভাবে বললেন, তোমরা ওখানেই থাক। আমাকে আমার কাজ করতে হবে। কাজ হয়ে গেলেই আমি চলে যাব।

এক মুহূর্ত পরেই বাইরে থেকে শোনা গেল পাদ্রী সাহেব যেন কার সঙ্গে মধুর ও স্নেহশীল কণ্ঠে ঘরোয়াভাবে কথা বলছেন। আর তার সেই কথাগুলো হলঘরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ম্যালন দরজার সেই ফুটো দিয়ে দেখল সিঁড়ির উপর কালো চাপ অন্ধকারের মতো অদ্ভুত আকারের সেই প্রেতটার দিকে নির্ভীকভাবে তাকিয়ে পাদ্রী সাহেব সেই ছোট ক্রস সহ তাঁর ডানহাতটা উপরে তুলে ধরেছেন।

এরপরই দেখা গেল পাদ্রীর কথা আর শোনা যাচ্ছে না। সব চুপচাপ। এরপরই যা ঘটল তা হচ্ছে, সেই রাত্রে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও ঐন্দ্রজালিক ঘটনা।

ম্যালন ও লর্ড রক্সটন দু'জনে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে পেলেন, বাড়ির ভিতরে কার এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর পাদ্রীর কথার উত্তর দিচ্ছে। সে কণ্ঠস্বর এমনি ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সংক্ষেপে কি বলল তা বোঝা গেল না। তবে পাদ্রী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিল। আবেগে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠস্বর।

পাদ্রী সাহেব যা বলছিলেন তা হচ্ছে নীতি উপদেশের কথা। আর তাঁর সেই সব কথার উত্তর দিচ্ছিল সেই অদৃশ্য অশরীরী কণ্ঠস্বর। বারবার পাদ্রীর সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরের কথাবার্তা হচ্ছিল। সে কথা কখনও সংক্ষিপ্ত আবার কখনও দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। সেই সব কথাবার্তার মধ্যে কখনও ছিল অনুরোধের সুর, কখনও তর্ক-বিতর্কের সুর, কখনও সান্ত্বনার সুর, আবার কখনও বা প্রার্থনার সুর। কিন্তু কখনও কোন ভর্ৎসনার সুর ছিল না। সেই অকল্পনীয় কথাবার্তা শোনার জন্য ম্যালন ও লর্ড রক্সটন দরজার কপাটের উপর জরসড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই সব কথাবার্তা পুরো শুনতে না পারলেও তার কিছু কিছু টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছিল। প্রায় একটা ঘণ্টা কেটে গেল।

তারপর পাদ্রী উচ্চকণ্ঠে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে বারবার "আমাদের পরমপিতা"

বলতে লাগলেন। অন্ধকারে তাঁর এই কথার প্রতিধ্বনি হলো কিনা ওরা তা বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরেই জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর ছটাটা বন্ধ হয়ে গেল। পাদ্রী সাহেব দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে লর্ড রক্সটনকে ডাকলেন। তিনি বাইরে এসে দাঁড়াতেই চাঁদের আলোয় তাঁর মুখখানা দেখা গেল। তাঁর মুখখানা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে একটা ব্যস্ততা ও কর্ম তৎপরতার ভাব ছিল। তবে দেখে মনে হলো তিনি তাঁর কাজে খুশী।

এরপর পাদ্রী সাহেব লর্ড-এর হাতে একটা ব্যাগ তুলে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে সবকিছু পাবেন। ম্যালন ও লর্ড রক্সটন দু'জনে তাঁর হাত ধরে তাঁকে রাস্তায় নিয়ে গেল।

লর্ড বললেন, পাদ্রী সাহেব, আপনি আর আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবেন না।

আপনার অনেকগুলো সম্মানজনক বিজয়ী ক্রস পাওয়া উচিৎ।

পাদ্রী বললেন, না, না এটা আমার কর্তব্য। বেচারাকে সাহায্যের দরকার ছিল। যদিও আমি নিজেও পাপী ছাড়া কিছুই না। তবু তাকে আমি সাহায্য করেছি।

লর্ড জিজ্ঞাসা করলেন, এতে কি তার ভাল হবে?

পাদ্রী বললেন, আমি বিনয়ের সঙ্গে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমি সেই আশাই করি। আমার কোন শক্তি নেই। আমি শুধু উর্ধ্বতন এক শক্তির যন্ত্র বিশেষ। বাড়িটাতে আর কোন ভূত-প্রেতের আনাগোনা হবে না। যদিও আমি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। কিছুদিনের মধ্যেই তা দেখা যাবে।

ওরা তিনজন যখন সশরীরে ও সুস্থভাবে সেই হোটেলে পৌঁছল তখন বাড়ির মালিক ও তার নারী ভৃত্য ওদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারা ওদের মুখপানে তাকাল। ওদের তিনজনকে দেখেই মনে হচ্ছিল এক রাতের মধ্যেই ওদের বয়স পাঁচ বছর করে বেড়ে গেছে। পাদ্রী ম্যাসন রাত্রিতে ভূত ছাড়াবার জন্য যে পরিশ্রম করেছিলেন তার জন্য তিনি বিশেষভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই সে কফিরুমের মধ্যে ঘোড়ার চুল দিয়ে বানানো একটা নরম সোফার উপর সটান শুয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ম্যালন বলল, আহা বেচারা! ওঁর মুখখানা বিকৃত ও একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো মৃত লোকের মতো দেখাচ্ছে।

লর্ড রক্সটন ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনে হাতটা গরম করতে করতে বললেন, ওকে এখন গরম চা খাওয়াতে হবে। আমাদের নিজেদের অবস্থাও কম খারাপ হয়নি। যুবক ম্যালন, আমাদের উদ্দেশ্য একরকম সিদ্ধ। তুমি তোমার লেখার খোরাক পেয়ে গেছ আর আমিও এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

আমাদের কাজের তুলনায় পাদ্রীর কাজ আরও বড় কারণ উনি একটি বিপন্ন আত্মাকে উদ্ধার করেছেন।

ওরা লন্ডন যাবার জন্য সকালের ট্রেনটা ধরল। পথে পাদ্রী ম্যাসন কোন কথাই বললেন না। তিনি সব সময় এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন।

হঠাৎ পাদ্রী সাহেব তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, আপনারা কি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগদান করবেন?

লর্ড রক্সটন মুখ ভাড় করে বললেন, কিন্তু পাদ্রী সাহেব, প্রার্থনা করার অভ্যাস আমার নেই।

তবু আপনারা আমার মতো নতজানু হয়ে বসুন। আমি আপনাদের সাহায্য চাই।

ওরা তিনজন পাশাপাশি নতজানু হয়ে বসল। পাদ্রী মাঝখানে বসলেন।

ম্যালন প্রার্থনার কথাগুলো মনে মনে মুখস্থ করে নিল।

"হে পরম পিতা, আমরা তোমার সন্তান, অসহায়, হতভাগ্য ও দুর্বল প্রাণী। আমরা সকলে সময় ও ভাগ্য দ্বারা চালিত। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, রুপার্ট ট্রমেন নামক লোকটির আত্মার উপর তোমার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এই লোকটি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। সে এখন অন্ধকারের গভীরে ডুবে আছে। তার অন্তরটা ছিল অহঙ্কারে ভরা। আর মনটা ছিল নিষ্ঠুর এবং মানুষের প্রতি অহেতুক ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তার কঠিন অন্তর কিছুতেই নরম হতে চায় না। এখন সে অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে আলোর দিকে উঠে যেতে চায়। আমি তার জন্য তোমার সাহায্য চাই। এম্মা নামে এক মহিলার জন্যই তোমার সাহায্য চাই। এই মহিলাটি ভালবাসার খাতিরে ওই লোকটাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে অন্ধকারে নেমে যায়। মহিলাটি অতীতে একদিন তার স্বামীকে সমস্ত নীচতা থেকে উপরে তোলার চেষ্টা করে। আজ যেন সে এই কাজে সফল হয়। যে অশুভ স্বশক্তির বন্ধন মৃত্যুর পরও তাদের মনকে এই পৃথিবী ও এই পার্থিব বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে সেই স্বশক্তির বন্ধন ছিন্ন করে তারা যেন এক আলোক উজ্জ্বল গৌরবময় ঊর্দ্ধলোকে উঠে যেতে পারে। যে পবিত্র আলো ঊর্দ্ধলোক হতে নেমে এসে প্রতিটি অন্ধকার বস্তুকে আলোকিত করে সেই আলো আজ ওদের উপরেও যেন ঝরে পড়ে।"

প্রার্থনার শেষে সবাই উঠে দাঁড়াল।

পাদ্রী সাহেব বুক চাপড়ে এবং দাঁত বের করে মুচ্‌কি হেসে বললেন, প্রার্থনাটা ভালই হলো। হে ভগবান কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!

৯

কিছু অবয়বধারী প্রেতের ঘটনাবলী

ম্যালন লিনডেনের কথাটা না ভেবে পারে না। লিনডেনের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনটাকে কেমন যেন জড়িয়ে ফেলেছে ওতপ্রোতভাবে। সে জানত লিনডেন জেলে যাবার আগে সে তার দুর্জন ভাই-এর সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

সেদিন সকালে ম্যালনের ঘরে হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ম্যালন ফোন ধরে মেইলির গলা শুনতে পেল।

মেইলি জিজ্ঞাসা করল, বিকালে তোমার সময় হবে? হাতে কোন কাজ নেই তো?

না, তুমি যা বলবে তাই করব।

মেইলি আবার বলল, ম্যালন তুমি বড় হটকারী। তুমি আয়ারল্যান্ডের লোকদের মতো যখন তখন যেকোনও বিপদের ঝুঁকি নাও।

ম্যালন টেলিফোন ধরে মুচকি হাসল। বলল, তা অবশ্য বলতে পার।

মেইলি বলল, এটা কিন্তু ভয়ের ব্যাপার। তুমি পুরস্কারের জন্য যেকোনও প্রতিযোগিতায় নেমে যেতে পার।

ম্যালন আনন্দের সঙ্গে বলল, ঠিকই বলেছ।

মেইলি বলল, আমাদের কাজের জন্য একটা লোকের দরকার। তুমি কি এমন কোন লোককে জান যে, যে কোন দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য এগিয়ে আসবে। তবে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকলে ভাল হয়।

ম্যালন প্রথমে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। পরে ভাবতে ভাবতে একটা কথা মনে এল । সে বলল, হ্যাঁ রক্সটন এ ব্যাপারে যোগ্য লোক। তাঁর প্রকৃতিটা মুরগীর ছানার মতো নয়। যে কোন প্রতিকূল ঘটনার মুখোমুখি হবার সাহস তাঁর আছে। মনে হয় তাঁকে পেয়ে যাব। ডর্সেটশায়ারের অভিজ্ঞতার পর থেকে তিনি তোমার এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

মেইলি উৎসাহিত হয়ে বলল, ঠিক আছে তাঁকে নিয়ে এস। যদি তিনি আসতে না পারেন তাহলে কাজটা আমাদেরই করতে হবে। ৪১, বেলশ গার্ডেন্স, এস, ডব্লু। আলস্ কোর্টের নিকটে। বেলা তিনটের সময় যেতে হবে।

ম্যালন সেই মুহূর্তে লর্ড রক্সটনকে ফোন করল। সেই সঙ্গে তার পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

লর্ড রক্সটন বললেন, কি ব্যাপার যুবক বন্ধু!

ম্যালন ফোনে তাঁকে সব কথা জানালে তিনি বললেন, আজ বিকালে রিচমন্ডে ডিয়ার পার্কে আমার একটা গলফ্ ম্যাচ ছিল। তবে তোমার ব্যাপারটাকে আরও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। নির্দিষ্ট স্থানে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

অবশেষে বেলা ঠিক তিনটের সময় নির্দিষ্ট স্থানে ওরা মিলিত হলো। মেইলি, রক্সটন ও ম্যালন বসার ঘরে আগুনের ধারে বসে কথা বলতে লাগল। এইটা হলো ব্যারিস্টার মেইলির বাড়ি। তার সুন্দরী স্ত্রী রক্সটন ও ম্যালনকে অভ্যর্থনা জানাল। তার ব্যবহারটা ছিল বেশ মিষ্টি। মেইলির স্ত্রী ছিল তার সত্যিকারের সহধর্মিণী। সে ছিল একাধারে তার জীবনসাথী আর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই সাহায্যকারী বন্ধু।

মেইলি তার স্ত্রীকে বলল, কিছু মনে কর না প্রিয়তমা, এসব কাজ তোমার নয়। আমরা অভিযানে গেলে তুমি ঘরে ডানা গুটিয়ে বসে থাকবে। ওসব ঝামেলা সহ্য করতে পারবে না।

তার স্ত্রী বলল, তবু আমার চিন্তা হয়। তোমার আঘাত লাগতে পারে।

মেইলি জোরে হেসে উঠল, বলল, তোমার ভয়ের কিছু নেই। উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তাহলে কাজ সফল হবেই।

তার স্ত্রী বিতৃষ্ণার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেইলি হাসতে হাসতে বলল, আমার স্ত্রী হয়ত পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে গেছে। যাইহোক এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন আমাদের অন্য কথা ভাবতে হবে। এখন আমার স্ত্রীর কথা ছেড়ে এবার এক ভয়ঙ্কর ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকের কথা ভাবতে হবে। সেটা হলো লিনডেনের ভাইয়ের কথা।

ম্যালন বলল, আমি লোকটার কথা শুনেছি। সাইলাস লিনডেন ওয়েলটার-এর প্রায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে উঠেছিল।

এই সেই লোক। সে তার কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। তখন সে মিডিয়ামের কাজ শিখে এই কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। আমি ও অন্যান্য পরলোকতত্ত্ববাদীরা তার কথাটাকে গুরুত্ব দিই। কারণ আমরা প্রত্যেকেই তার ভাই লিনডেনকে ভালবাসি। লিনডেনের পেশাগত বুদ্ধি ও ক্ষমতা তার পরিবারের লোকদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে এই ভেবে সাইলাসের দাবিকে যুক্তিপূর্ণ বলে বিবেচনা করি। এই জন্যই গতরাতে তাকে একটা পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিই।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কি বুঝলে ?

আমি প্রথম থেকেই লোকটাকে সন্দেহ করেছিলাম। তুমি হয়ত জান কোন এক অভিজ্ঞ পরলোকবাদীকে ঠকানো কোন মিডিয়ামের পক্ষে সম্ভব নয়। মিডিয়াম যদি প্রতারণা করতে চায় তাহলে সে বাইরের লোকদের সঙ্গেই প্রতারণা করে। আমি প্রথম থেকেই তার উপর কড়া নজর রেখেছিলাম। আমি মিডিয়ামের পর্দা ঘেরা ঘরের পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ সে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আমার স্ত্রীও আমার পাশে বসে ছিল। সাইলাস যখন সাদা পোশাকে গা মুখ ঢেকে প্রেত সেজে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তখন সে আমাকে দেখতে পায়নি। আমার পকেটে একটা কাঁচি ছিল। সে যখন আমার পাশ দিয়ে দর্শকদের সামনে যেতে থাকে তখন আমি কাঁচি দিয়ে তার পোশাকের একটা অংশ কেটে নিয়ে রেখে দি।

মেইলি তার পকেট থেকে একটুকরো তিনকোণা কাপড় বার করে তা দেখিয়ে বলল, এই সেই কাপড়। আমার মনে হয় লোকটা নাইটগাউন বা রাত্রি পোশাক পরে ছিল।

লর্ড রক্সটন জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা সবাইকে তখন জানালেন না কেন ?

মেইলি বলল, ঘরেতে শুধু কতকগুলো মহিলা ছিল। আমি ছিলাম একমাত্র শক্ত সমর্থ পুরুষ।

তুমি কি করতে চাও এখন ?

আমি তাকে সাড়ে তিনটের সময় এখানে আসতে বলেছি। এখনি সে এসে পড়বে। সে এই কাপড়ের টুকরোটা দেখা না পর্যন্ত সন্দেহ করবে না। আমি কেন তাকে ডেকেছি তা সে বুঝতে পারবে না।

কি করবে তাকে নিয়ে ?

মেইলি বলল, সেটা নির্ভর করছে তার উপর। তাকে যেমন করে হোক থামাতে হবে। এ কাজ তার দ্বারা হবে না। এই সব লোকের জন্য আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কতগুলো দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান লোক টাকার জন্য মিডিয়ামের কাজটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করে অথচ তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না। এই সব শয়তানদের জন্য সৎ ও দক্ষ লোকেদের সব কাজ বিনষ্ট হয় এবং তারা যথাযোগ্য মূল্য পায় না। জনগণ অবশ্য ওইসব অযোগ্য অসৎ মিডিয়ামদের চিনে রাখে। আমি তোমাদের সাহায্যে লোকটার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। আমার একার দ্বারা এটা সম্ভব হত না। এই যে ও এসে গেছে।

ঘরের বাইরে ভারী জুতোর শব্দ হলো। ভণ্ড মিডিয়াম সাইলাস লিনডেন ঘরে ঢুকেই কুটীল দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে মেইলির সামনে মাথা নত করে তাকে অভিবাদন জানাল। সে মেইলিকে বলল, মিঃ মেইলি, গত কাল সন্ধ্যাটা আমাদের ভালই কেটেছে তাই নয় কি ?

মেইলি একটা চেয়ার দেখিয়ে সাইলাসকে বলল, বস লিনডেন। গতরাতের কথাটা বলব বলেই আজ আমি তোমাকে ডেকেছি। তুমি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ।

সাইলাস লিনডেনের ভারী মুখখানা রাগের আগুনে জ্বলে উঠল।

সাইলাস তীক্ষ্নভাবে চিৎকার করে বলে উঠল, প্রতারণা! তার মানে ?

তুমি নিজে প্রেত সেজে প্রেতাত্মার ভান করে আমাদের ঠকিয়েছ।

সাইলাস বলল, তুমি হচ্ছ চরম মিথ্যাবাদী। আমি এ ধরনের কোন কাজ করিনি।

মেইলি তার পকেট থেকে লিনেন কাপড়ের একটা টুকরো বার করে হাঁটুর উপর রাখল। তারপর বলল, এটা তোমার পোশাক থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। এবার কি বলবে ?

সাইলাস বলল, তাতে কি হয়েছে ?

মেইলি বলল, গত রাতে তোমার যে সাদা গাউনটা থেকে এটাকে কেটে নেওয়া হয়েছে তুমি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। যাইহোক তার আর দরকার নেই। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের এখানেই শেষ। এটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

প্রথমে সাইলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তারপর এক ভয়ঙ্কর রাগে ফেটে পড়ল। তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। সেই চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে বলল, কিসের কথা বলছ ? তুমি একটা বাজে লোকের উপর আমার পরীক্ষার ভার দিয়েছ। এটা সাজানো ব্যাপার।

মেইলি শান্তভাবে বলল, গোলমাল বা চিৎকার চেঁচামিচির কোন প্রয়োজন নেই। আমি আগামী কালই তোমাকে পুলিশ কোর্টে তুলতে পারি। তোমার ভাইয়ের খাতিরে আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি এই কাগজটায় সই না করে ঘর থেকে যাবে না।

সাইলাস বলল, কে আমাকে আটকাবে ?

মেইলি বলল, আমরা।

ওরা তিনজন অর্থাৎ মেইলি, ম্যালন ও রক্সটন দরজার কাছে গিয়ে সাইলাসের পথ আটকে দাঁড়াল। সাইলাস তখন ছিল ঘরের মাঝখানে। সে ঘুষি পাকিয়ে চোখদুটো বড় বড় করে বলল, তোমরা আমাকে আটকাবে? ঠিক আছে, দেখ তবে।

ওরা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তিনজনে মিলে এমনভাবে যুদ্ধের গর্জন করে উঠল যা আগে কেউ কোথাও শোনেনি।

পরমুহূর্তেই সাইলাস ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দু'-হাতে ঘুষি পাকিয়ে মেইলিকে আক্রমণ করল। যৌবনে মেইলি বক্সিং করত। সে হাত দিয়ে সাইলাসের একটা ঘুষিকে আটকাল। কিন্তু অন্য ঘুষিটা তার উপর পড়তেই সে মাটিতে পড়ে গেল। লর্ড রক্সটন একটা দিকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ম্যালন ফুটবল খেলোয়াড়ের তৎপরতার সঙ্গে মাথা নীচু করে সাইলাসের দুটো জানুর মাঝখানে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে তুলে ফেলল। তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সাইলাস। একটা হাঁটু তখনও ধরে ছিল ম্যালন। সাইলাস একটা চেয়ার ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ম্যালন তাকে আবার ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লর্ড রক্সটন শক্ত দুটো হাত দিয়ে সাইলাসের গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। এবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল সাইলাস। লর্ড রক্সটন বললেন, এবার ওকে তোল। যথেষ্ট হয়েছে।

সাইলাস তখনও পড়েছিল। রক্সটন তার গলাটা ছেড়ে দিলেন। মেইলি এবার উঠে গা হাত পা ঝেড়ে বলল, আমি ঠিক আছি।

দরজার বাইরে একজন স্ত্রীলোকের শব্দ শোনা গেল। মেইলির স্ত্রী বলল, না না ঠিক নেই, পরে তোমাকে দেখতে হবে।

মেইলি এবার সাইলাসকে বলল, তোমাকে এখন উঠতে হবে না। তুমি শুয়ে শুয়েই কথা বলতে পারবে। তুমি এই কাগজটাতে সই না করে ঘর থেকে যেতে পারবে না।

সাইলাস গম্ভীরভাবে বলল, কি কাগজ?

মেইলি একটা কাগজ ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে বলল, কাগজটা আমি তোমাকে পড়ে শোনাব।

মেইলি পড়তে লাগল, "আমি সাইলাস লিনডেন, এতদ্বারা স্বীকার করছি যে আমি মিডিয়ামের কাজ করতে গিয়ে নকল প্রেত সেজে দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমার এই কাজ দুর্বৃত্তজনোচিত ও কাপুরুষোচিত। আমি শপথ করে বলছি যে আমি আমার জীবনে কখনও মিডিয়ামের কাজ করার কোন চেষ্টা করব না। যদি আমি এই শপথ ভঙ্গ করি তাহলে আমার এই স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারোক্তি প্রকাশ্য আদালতে আমাকে দণ্ডদানের জন্য ব্যবহৃত হবে।"

কাগজটা পড়া শেষ হলে মেইলি সাইলাসকে বলল, এবার তুমি সই করবে?

সাইলাস বলল, না আমি সই করব না। সই করলে আমার খারাপ হবে। আমাকে যাহান্নামে যেতে হবে।

লর্ড রক্সটন মেইলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি আর একবার ওর গলাটা চেপে ধরব। মনে হয় ওর শ্বাসরোধ না হলে চৈতন্য হবে না।

মেইলি বলল, না মোটেই নয়। আমার মনে হয় পুলিশ কোর্টের এই কেসটা তোলাই ভাল। তাহলে জনগণ জানতে পারবে ভণ্ড ও প্রতারক মিডিয়ামদের তাড়িয়ে পরলোকচর্চার আসরগুলোকে পরিষ্কার করে তুলতে চাইছি আমি।

এরপর মেইলি সাইলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে বিবেচনার জন্য এক মিনিট সময় দিচ্ছি, লিনডেন। তারপর পুলিশকে ফোন করব।

কিন্তু ভণ্ড প্রতারক সাইলাসের মনস্থির করতে এক মিনিটও লাগল না। সে বলল, ঠিক আছে আমি সই করব।

সাইলাসকে এবার উঠে দাঁড়াতে অনুমতি দেওয়া হলো। তবে সাবধান করে দেওয়া হলো সে যদি কোন চাতুরী খেলে তাহলে তাকে সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সাইলাস নীরবে উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে সই করল। তারপর ওরা তিনজন সাক্ষী হিসাবে সই করল।

মেইলি এরপর সাইলাসকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বেরিয়ে যাও। ভবিষ্যতে কোন সাধু ব্যবসা অবলম্বন করে সৎভাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা কর।

সাইলাস বলল যে সে এ বিষয়ে কোনও কথা বাইরে প্রকাশ করবে না। এই বলে রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বাইরে তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। সাইলাস চলে যেতেই মেইলির স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকে ভাঙা চেয়ারটার জন্য কিছু দুঃখ প্রকাশ করে পরক্ষণেই আত্মস্থ হলো।

মেইলি তার স্ত্রীকে বলল, দুঃখ কর না প্রিয়তমা। শয়তানটাকে তাড়াতে পেরেছি এই যথেষ্ট। তার তুলনায় এই অল্প ক্ষতিটা কিছুই নয়। যেও না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মেইলির স্ত্রী বলল, চা আসছে।

মেইলি বলল, এখন কিন্তু কড়া মদ হলে ভাল হত।

ওরা তিনজনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মেইলি কোনওরকমে জোর আঘাত থেকে বেঁচে গেছে। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ম্যালন বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একমাত্র রক্সটন শিকার অভিযানের মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে উপভোগ করছিলেন। একমাত্র তিনি তখনও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিলেন। এরপর ওরা সবাই মিলে আগুনের ধারে গিয়ে বসল।

মেইলি বলল, আমি দুঃখিত। ওই শয়তানটা টম লিনডেনের কাছ থেকে তার কত কষ্টের পয়সা বছরের পর বছর আদায় করেছে। শয়তানটা টম লিনডেনকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে এই কাজ করেছে।

এবার মেইলি টম লিনডেনের উপর পুলিশি আক্রমণের ব্যাপারটা উল্লেখ করল। শহরে এত মিডিয়াম থাকতে শুধু লিনডেনকে পুলিশ ধরল কেন ?

আমি শুনেছি টম লিনডেনকে সাইলাস মিডিয়ামের কাজ শেখাতে বলেছিল। টম লিনডেন তাতে রাজি হয়নি।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, টম লিনডেন কি তার ভাইকে একাজ শেখাতে পারতো ?

মেইলি এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর বলল, হয়ত সে পারতো। কিন্তু ভণ্ড মিডিয়াম সাইলাস সত্যিকারের মিডিয়াম হলেও কম বিপজ্জনক হত না।

আমি তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।

মিসেস মেইলি বলল, মিডিয়ামের কাজে আরও উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। অনেকে এটাকে পেশা হিসাবে লোভনীয় মনে করে।

মেইলি বলল, ইচ্ছা করলেই আমরা একাজে উন্নতি করতে পারি না। এর জন্যে চাই নিষ্ঠা। কোন পুরুষ বা নারী যদি একজন প্রকৃত মিডিয়ামের কাছে বসে প্রেত আবাহনের শক্তির কথা ভাবতে থাকে তাহলে পরলোক থেকে একটা শক্তি আসবেই।

এরপর ম্যালন আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু একথা তুমি কেন বললে যে প্রকৃত মিডিয়াম ও সৎ মিডিয়াম ভণ্ড---অসৎ মিডিয়ামের থেকে অনেক খারাপ।

মেইলি বলল, কারণ প্রকৃত ও সৎ মিডিয়ামদের লোকে কু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে। ব্ল্যাক ম্যাজিকও এই জাতীয় নানা অলৌকিক ঘটনার থেকেই উদ্ভব হয়। এগুলো শত্রুদের রটনা নয়। তবে সাধারণত এই সব ঘটনা দুষ্ট মিডিয়ামদের ঘিরেই ঘটে থাকে। এর থেকেই ডাইনিগিরিরও উদ্ভব হয়। তবে সৎ ও প্রকৃত মিডিয়ামরা সজ্ঞানে এসব কাজ করে না। শুধু খারাপ স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ব্যবহার করে। তাদের দিয়ে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে।

মিসেস মেইলি বলল, খারাপ খারাপকেই আকর্ষণ করে। যে যার যোগ্য সে তাই পায়। এর একটা বিপজ্জনক দিকও আছে।

মেইলি বলল, জগতে এমন কোন জিনিস আছে কি যার কোন বিপজ্জনক দিক নেই। আসলে কোন জিনিস ঠিকমতো ব্যবহার করার ওপর তার গুণাগুণ নির্ভর করে। কোনও জিনিস খারাপভাবে করলে বা তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তার ফল খারাপ হয়। প্রাচীন গোঁড়া পরলোকবাদের মধ্যেও একটা বিপজ্জনক দিক আছে। আমাদের জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা এই সব ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে।

লর্ড রক্সটন কথার মাঝখানে বললেন, আমি বিশ্বাস করি মধ্যযুগের ডাইনিদের ব্যাপারটা ও তাদের কলাকৌশল প্রকৃত ঘটনা। এই ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ডাইনিদের কাজের সময় পরোলোকের প্রেতদের শক্তিকে আহ্বান করা।

গতবছর আমি যখন প্যারিসে গিয়েছিলাম তখন একটি লোককে দেখেছিলাম। তার নাম লা পে। সে ব্ল্যাক ম্যাজিক নিয়ে কারবার করত। সে একটা ঘরে বসে তার কিছু পরিচিত লোক নিয়ে কাজ করত। তা হলেও তার কাজকর্মের মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু দেখিনি। তবে বলতে পার তার কাজের মধ্যে পরলোকতত্ত্ব বলে কিছু ছিল না।

ম্যালন বলল, আমি হচ্ছি একজন সাংবাদিক তাই কোন ঘটনার বিবরণ দিতে হলে আমাকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে হবে।

ঠিক বলেছ, টেবিলের সব তাসগুলোই আমাদের পেতে হবে।

রক্সটন এবার ম্যালনকে বললেন, হে আমার যুবকবন্ধু, যদি তুমি একটা সপ্তাহের মতো সময় করে নিতে পার তাহলে আমি তোমাকে প্যারিসে নিয়ে গিয়ে লা পের সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারি।

মেইলি বলল, ব্যাপারটা সত্যিই বড় অদ্ভুত। তাছাড়া প্যারিসে যাবার ইচ্ছাটা আমার আগেই ছিল কারণ সেখানে আমার কিছু বন্ধু আছে। সেখানে মেটাসাইকিক (পরলোকতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্ব) ইনস্টিটিউটের প্রধান মপুই আমাকে তার কাজকর্ম দেখার জন্য আমাকে যেতে বলেছেন। তিনি গ্যালিসির একজন মিডিয়ামকে নিয়ে প্রেততত্ত্ব নিয়ে কিছু গবেষণার কাজ করেছেন। এই ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা ধর্মের দিক আছে সেই ধর্মগত দিকটার প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। এই মহাদেশে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের মধ্যে এই ধর্মের দিকটারই অভাব আছে। পরলোকতত্ত্বের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যাপারে এই পরলোকবাদীরা বেলফাস্টের ক্রফর্ড ছাড়া আর সবাইয়ের থেকে এগিয়ে আছে। আমি ডঃ মপুইকে তার কাছে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় তিনি তাঁর গবেষণার কাজে বেশ কিছু ভয়াবহ তথ্য নিয়ে আমার প্রতীক্ষায় আছেন।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, ভয়াবহ কেন?

মেইলি বলল, কারণ, সম্প্রতি তিনি প্রেতদের ছায়াকে যে মূর্তিদান করেন তা কোন মানুষের মূর্তি নয়। ক্যামেরার ছবিতে তা ধরা আছে। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলব না। যদি তুমি সেখানে খোলা মন নিয়ে যাও তাহলে সব কিছু দেখতে পাবে।

আমি অবশ্যই যাব। আমার অফিসের প্রধান নিশ্চয় এটা চাইবে। এমন সময় চা আসায় ওদের আলোচনা বাধা পেল। এইভাবে আমাদের দেহগত প্রয়োজন অনেক সময় আমাদের উচ্চচিন্তা ও কর্মের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে।

কিন্তু ম্যালন তার কাজের কথা ছাড়ল না। সে মেইলিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি অশুভ আত্মাদের কথা বললে, তুমি কি কখনও তাদের দেখেছ?

মেইলি তার স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে মৃদু হাসল। আগের কথার জের টেনে বলল, এটা আমাদের কাজের একটা অংশ। আমরা এতে অভিজ্ঞ।

ম্যালন বলল, আমি এটা আগেই বুঝেছিলাম। দেখেছিলাম যখন কোন নিচু স্তরের প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হয় তখন তুমি কিভাবে তার সঙ্গে মোকাবিলা কর।

মেইলি বলল, যদি আমরা পারি তো কোন নিচু স্তরের প্রেতাত্মাকে সাহায্য করি। তাকে তার কষ্ট বা সমস্যার কথা খুলে বলার উৎসাহ দিই। তারা সবাই দুষ্ট প্রকৃতির নয়। তারা অজ্ঞ। অসহায় জীব যারা এই জগতের পূর্ব জন্মে যে সব দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে এবং একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে এখন তার ফল ভোগ করছে। আমরা তাদের মনকে উন্নত করে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি।

কি করে তাদের সাহায্য কর? আর কি করেই বা তা জানতে পার?

জানতে পারি যখন তারা আমাদের সাহায্যের ফলে তাদের কতখানি উন্নতি হচ্ছে

তা আমাদের কাছে এসে ব্যক্ত করে। আমাদের যেসব লোকেরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের বলে 'রেসকিউ সার্কেল' বা 'উদ্ধার চক্র'।

ম্যালন বলল, আমি এই উদ্ধারচক্রের কথা শুনেছি, কিন্তু দেখিনি। কোথায় তা দেখতে পাব বলতে পার। এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই আকর্ষণ করে। নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তুমি যদি এই চক্রের অনুষ্ঠান দেখাতে পার তাহলে সেটাকে বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করব।

মেইলি কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, আমরা কিন্তু সেই সব অসহায় জীবদের নিয়ে প্রদর্শনী করতে চাই না। যদিও আমরা তোমাকে প্রকৃতপক্ষে পরলোকতত্ত্ববাদী বলে স্বীকার করতে পারি না তথাপি তুমি আমাদের কাজগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছ।

এই বলে মেইলি তার স্ত্রীর মুখপানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল এবং তার স্ত্রী সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। তারপর ম্যালনকে বলল, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হলো। আমাদের একটি রেসকিউ সার্কেল আছে। আজই বেলা পাঁচটার সময় আমাদের বাড়িতে এই চক্রের অনুষ্ঠান হবে। মিঃ টার্বেন আমাদের মিডিয়াম। আমরা সাধারণত পাদ্রী চার্লস ম্যাসন ছাড়া আর কাউকে এই অনুষ্ঠানে আসতে বলি না। কিন্তু আপনারা দু'জন এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান তাই আপনারা থেকে যান। আপনারা থাকলে আমি খুশী হব। মিঃ টার্বেন কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়বে। সে একজন রেলের কুলী। তার কাজ সেরেই চলে আসবে। প্রেতচর্চা বা মিডিয়ামগিরির ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই দেখা যায়। তারা নিম্নশ্রেণীর হলেও প্রথম থেকেই এ বিষয়ে একটা প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায়। তাদের মনটা সেইভাবে প্রথম থেকে গড়ে ওঠে। প্রেতচর্চার ইতিহাস এই কথাই বলে। জেলে, কাঠের মিস্ত্রী, উঠ চালক প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক লোক অতীতে ভবিষ্যৎ বক্তা ও প্রেতচর্চার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। শেষে মিডিয়াম হিসাবে টম লিনডেনও নাম করেছে।

১০

কিছু অসহায় প্রেতাত্মার কাহিনী

ওরা যখন বসার ঘরে চা খাচ্ছিল তখন পাদ্রী চার্লস ম্যাসন ঘরে এসে ঢুকল। পরলোক তত্ত্বের অনুসন্ধানের মতো আর কোনও বিষয় পরস্পরের এত কাছে টানে না। ম্যালন ও রক্সটন পাদ্রী ম্যাসনের সঙ্গে মাত্র একটি ঘটনায় পরিচিত হয়। তাকে একবারই দেখেছে। তবু কিন্তু যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে মিশে আসছে তাদের সকলের থেকে ম্যাসনকে সব চেয়ে কাছের মানুষ বলে মনে হলো। কোনও দুঃসাহসিক অভিযানে একসঙ্গে কাজ করতে পারাটাই এই ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগের বৈশিষ্ট্য। পাদ্রী ম্যাসনের রোগা চেহারাটা যখন দেখা গেল তখন শীর্ণ মুখটা মৃদু হাসির দ্বারা আলোকিত ও তার আন্তরিক দৃষ্টির দ্বারা এক স্নিগ্ধগম্ভীর মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠল। তখন তাকে উভয়েই ভাবল তাদের অনেক দিনের এক পুরনো বন্ধু

এসেছে। ওরা তাকে অভিবাদন জানাতেই ম্যাসনও বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গেই অভিবাদন জানালেন।

ম্যাসন ওদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন, এখনও পর্যন্ত পরিকল্পনা চলছে। আশা করি, তোমাদের নতুন অভিযান আগেরটার মতো স্নায়ুপীড়ক হবে না।

রক্সটন বললেন, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি পাদ্রী সেই থেকে আমি আমার মাথার টুপীটা আপনার জন্য ধরে আছি।

মেইলি আগ্রহের সঙ্গে বলল, কেন উনি এমন কি করেছেন?

পাদ্রী ম্যাসন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, এমন কিছু নয়। আমি আমার সাধ্যমতো অন্ধকারে নিমগ্ন এক আত্মাকে আলোর পথ দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। ওসব কথা এখন আর বলে লাভ নেই। আজ আমরা ঐ ধরনের একটা কাজের জন্য সমবেত হয়েছি এখানে। আমার সব বন্ধুরা প্রতি সপ্তাহে এই ধরনের একটি করে কাজ করে থাকেন। আমি মিঃ মেইলির কাছ থেকেই এই কাজের প্রেরণা পাই এবং কিভাবে ওই সব অসহায় আত্মাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে হয় তা শিখি।

মেইলি বলল, এই ধরনের কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।

ম্যাসন বলল, এ বিষয়ে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

ম্যালন বলল, আমি সেই সব আত্মাদের স্বচক্ষে দেখিনি। আপনারা কি আমার মনটাকে সংশয়মুক্ত করতে পারেন। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের একটা কথা মেনে নিচ্ছি। আমরা সব সময় মর্ত্যগামী মৃত আত্মাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছি যারা এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। তারা জীবিতদের কাছ থেকে পরামর্শ চায়, পথ খুঁজে পেতে চায়। তারা তাদের কষ্টের কথা কিছুটা ব্যক্ত করতে পারে কিছুটা পারে না। তাই নয় কি?

মেইলি ও তার স্ত্রী ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল।

তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনদের আত্মা বোধহয় পরলোকে আছে এবং তারাও তাদের অবস্থার কথা জানে। তারা প্রকৃত সত্য জানে। আর সেই জন্যই তারা কি আমাদের থেকে এই সব সমস্যাজর্জরিত আত্মাদের দুঃখ আরো ভালভাবে দূর করতে পারে না?

মেইলি বলল, এটা সত্যিই এক স্বাভাবিক প্রশ্ন। আমরা প্রশ্ন করে তাদের কথা জেনে নিতে পারি। আমাদের কথার উত্তরে তারা যা বলে তা মেনে নিতে হবে। ওই সব মর্ত্যগামী আত্মারা এই পৃথিবীতে এসে কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। এই বিশাল মর্ত্যভূমিটা ওদের কাছে ক্রমশই এক ভারী বস্তু যেটাকে তোলা বা যার রহস্য ভেদ করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাকী সব উন্নত আত্মারা যে স্তরে আছে সেখানে ওরা যেতে পারে না। এই মর্ত্যলোকের বহু ঊর্দ্ধে যে এক আধ্যাত্মিক জগৎ আছে সেখানে যাবার ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা এই মর্ত্যভূমির আশেপাশে অদৃশ্য ও অশরীরী অবস্থায় আমাদের কাছে কাছে ঘোরাঘুরি করছে। ওরা আমাদের সব

কিছু জানে। কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কিছু জানে না। সেই জন্য আমরাই তাদের জন্য কিছু করতে পারি। কারণ ওরা আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে।

মেইলি আরও বলল, এই ধরনের অনেক অসহায় নিম্নস্তরের আত্মাও আছে। আমার স্ত্রী ছোট বড় নির্বিশেষে সবাইকেই ভালবাসে। সে ওই মৃত আত্মাদের মধ্যে যারা দুষ্ট প্রকৃতির তাদের সঙ্গেও কথা বলতে সমর্থ।

মেইলির স্ত্রী বলল, সত্যিই তারা করুণা ও ভালবাসার পাত্র। যে অসহায় আত্মাটির কথা একটু আগে আমার স্বামী বললেন, সে যেন অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে এসেছিল। একদিন সে আবেগের সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, 'আমার মা এসেছে। এখানেই আছে।' আমরা তাকে বললাম, 'তোমার মা আগে আসেনি?' সে বলল, 'কি করে আসবে? আমি এমন এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে থাকতাম যার মধ্যে আমাকে কেউ দেখতে পেত না।'

ম্যালন বলল, খুব ভাল কথা। তবে যতদূর তোমাদের পদ্ধতির কথা শুনেছি ঊর্দ্ধে এক উচ্চস্তরের উন্নত আত্মা আছে যে সমস্ত ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যে দুঃখভোগী নিম্নস্তরের আত্মাদের তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছে।

এমন সময় ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে জন টার্বেন আসাতেই ওদের আলোচনা থেমে গেল। এই স্টেশনেই তার কাজ ছিল। তার পরনে রেলকুলীর পোশাক ছিল না। তার চেহারাটা ছিল গোলগাল তবে তার দাড়ি কামানো মুখখানাকে ম্লান ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তার চোখ দুটোতে এক স্বপ্নালু ভাব।

সে এসেই প্রশ্ন করল, আপনারা আমার রেকর্ডটা রেখেছেন?

মিসেস মেইলি তাকে একটা খাম দিয়ে বলল, খামটা আমরা তৈরি করেই রেখেছিলাম, কিন্তু তুমি ওটা বাড়িতে গিয়ে পড়বে।

মিসেস মেইলি এবার অন্যদের বুঝিয়ে বলল, মিঃ টার্বেন যখন ধ্যান সমাহিত হয়ে মিডিয়ামের কাজ করে তখন জাগতিক কোন ব্যাপার দেখতে বা জানতে পারে না। তাই প্রতিটি অধিবেশনের শেষে সমস্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা আমরা ওর জন্য লিখে রাখি।

মিঃ টার্বেন বলল, খামের ভিতরের লেখাটা যখন পড়ি তখন খুবই বিস্মিত হয়ে পড়ি।

পাদ্রী ম্যাসন বললেন, নিশ্চয় গর্বিতও হও।

টার্বেন বিনীতভাবে বলল, আমি তা বলতে পারি না। যেমন টুলের উপর বসে কেউ কাজ করলে টুলের সেব্যাপারে গর্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে এটা এক বিশেষ সুযোগের ও ভাগ্যের কথা।

পাদ্রী ম্যাসন রেলকর্মী টার্বেনের কাঁধের উপর হাত রেখে স্নেহের সঙ্গে বললেন, স্বাগত সদাশয় টার্বেন! মিডিয়াম যত ভাল হবে ততই সে নিঃস্বার্থ হবে। একজন ভাল মিডিয়াম পরের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে। নিজেকে ক্ষয় করে পরকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। এটাই আমার অভিজ্ঞতা। যারা খুব বেশি স্বার্থপর তারা

কখনও ভাল মিডিয়াম হতে পারে না। আমি মনে করি এখনি আমাদের কাজ শুরু করা উচিৎ তা না হলে চ্যাং আমাদের ভর্ৎসনা করবে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কে সে?

ম্যাসন বললেন, শীঘ্রই তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। টেবিলের চারধারে চক্রাকারে বসার প্রয়োজন নেই। বরং আগুনের ধারে অর্ধচক্রাকারে বসলেই হবে। আগুনের আলোতেই কাজ হবে টার্বেন। তুমি আসনে বস।

মিডিয়াম টার্বেন ঘরের এক কোণে একটা নরম শোফার উপর বসল। ম্যালন ও মেইলি তার কিছুদূরে নোট বই নিয়ে নতজানু হয়ে বসে রইল। টার্বেন সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানস্থ হয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ টার্বেন সোফার উপর খাড়া হয়ে বসল। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে সে সচকিত হয়ে উঠল। তার ব্যক্তিত্ব সংযত ও শক্ত হয়ে উঠল।

সহসা এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা গেল টার্বেনের উপর। এক দ্ব্যর্থবোধক হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। তার চোখ দুটো ভাল করে খোলা হয়নি। তার আধ-খোলা দৃষ্টিটাকে তির্যক দেখাচ্ছিল। তার হাত দুটো কোটের আস্তিনার মধ্যে ঢোকান ছিল। এবার মিডিয়াম কেমন যেন হেঁয়ালির সঙ্গে কাটা-কাটা ভাষায় বলতে লাগল, সান্ধ্য নমস্কার। নতুন মুখ দেখছি এরা কারা?

এবার বাড়ির মালিক আগন্তুককে আহ্বান করে বলে উঠল, সান্ধ্য নমস্কার চ্যাং। এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দিচ্ছি। ইনি হচ্ছেন ম্যালন একজন সাংবাদিক হিসাবে আমাদের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করছেন। ইনি হচ্ছেন পাদ্রী ম্যাসন, তুমি তাঁকে চেন। ইনি হচ্ছেন লর্ড রক্সটন আজ আমার একটা কাজে সাহায্য করেছেন।

প্রত্যেকটি নাম উল্লেখ করার সময় টার্বেন কপালে হাতটা ঠেকিয়ে ভারতীয় কায়দায় নমস্কার করছিল। তার সমস্ত চেহারাটা গম্ভীর ও সম্ভ্রমবোধে দৃঢ় হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল একটু আগে বেঁটে খাটো যে মানুষটি সোফার উপর বসেছিল এ সে মানুষ নয়।

মিডিয়াম এবার কথা বলতে শুরু করল, লর্ড রক্সটন, আমি লর্ড ম্যাকাটকে চিনতাম। আমি তাকে একজন বিদেশী শয়তান বলতাম। এখন দেখছি চ্যাঙেরও অনেক কিছু শেখার আছে।

মেইলি ব্যাখ্যা করে বলল, চ্যাং মিডিয়ামের মুখ দিয়ে লর্ড ম্যাকার্টনির কথা বলছে। সে আজ প্রায় একশো বছর আগের কথা। চ্যাং তখন ছিল জীবিত দার্শনিক।

যে প্রেতাত্মা এই প্রেত চর্চার অনুষ্ঠানটাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল সে বলল, এখন সময় নষ্ট কর না। আজ অনেক কাজ আছে। আজ অনেকের ভীড় লেগেছে। তাদের মধ্যে কেউ নতুন কেউ পুরনো। আমার জালে আজ অনেকে এসে পড়েছে। যাই হোক আমি এখন যাচ্ছি। এই বলে সে বালিশে হেলান দিয়ে বসল। এক মিনিট পরে সে উঠে বসল এবং শুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় বলতে লাগল, আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি দু'সপ্তাহ আগে এসেছিলাম। তোমাদের কথা আমি ভেবে দেখেছি। পথটা অনেক সহজ মনে হচ্ছে।

তুমি কি এমনি এক প্রেতাত্মা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি রাগের মাথায় একথা বলেছিলাম। আমি তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অফুরন্ত অন্তহীন সময় কাটতেই চায় না। হাতে কোন কাজ না থাকায় শুধু অনুশোচনা আর অনুতাপে বুক ভরে থাকত। সেই অনুশোচনাই ক্রমশ ভারী হয়ে আমার বুকের উপর চেপে বসে থাকত। আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তোমরাই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলে। তুমি আর চিনদেশীয় প্রেতাত্মাটা আমাকে অনেক সদয় কথা বলেছিলে। আমি আমার মৃত্যুর পর থেকে এই ধরনের দয়ার কথা কারও কাছ থেকে শুনিনি। দয়ার দৃষ্টিতে কেউ আমাকে দেখেনি।

কখন তোমার মৃত্যু হয়?

মনে হয় অনন্তকাল আগে। আমরা তোমাদের মতো সময়কে ভাগ করে দেখতে পারি না। অন্তহীন এক ভয়ঙ্কর স্বপ্নের মতো সমস্ত কালকে মনে হয়—যে স্বপ্নের মধ্যে কোনও ছেদ নেই, কোনও শেষ নেই।

তোমার যখন মৃত্যু হয় তখন ইংল্যান্ডের রাজা কে ছিল।

তখন ছিল রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল। আমি শুধু বর্তমানের যত সব পার্থিব ভোগসুখেই মত্ত হয়ে থাকতাম। কোনও দিনও ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবিনি। আমি নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি কত ভুল আমি করেছি।

এখন যেখানে আছ সেই জায়গাটা কি খারাপ?

হ্যাঁ, সমস্ত জায়গাটাই খারাপ। সব অন্ধকার। চারদিকের পরিবেশ খুবই ভয়ঙ্কর।

কিন্তু সেখানে তো আরও অনেকে আছে। তুমি তো একা নও।

হ্যাঁ আরও অনেকে আছে। কিন্তু তারা আমার থেকে বেশি জানে না। তারাও আমার মতো সংশয়ে আচ্ছন্ন, আমার মতোই দুঃখী।

শীঘ্রই তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে।

ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি। এই মুক্তি লাভের জন্য তোমরা আমাকে সাহায্য কর।

আহা বেচারা! মিষ্টি করুন কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির সঙ্গে মিসেস মেইলি কথাটা বলল। সে আরও বলল, তুমি অনেক দুঃখ ভোগ করেছ। কিন্তু শুধু নিজের কথা ভাবছ কেন? অপরের কথা চিন্তা কর। তোমার মতো একজনকে নিয়ে দেখবে তুমি নিজেকে নিজেই সবচেয়ে ভাল সাহায্যদান করতে পারছ।

ধন্যবাদ, হে মহিলা! এখানে একজন আছে যাকে আমি এনেছি। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে পথ চলতে থাকব। একদিন হয়ত আমরা আলো খুঁজে পাবই।

তুমি কি চাও আমরা তোমার জন্য প্রার্থনা করি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই তাই চাই।

ম্যালন বলল, আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব। এই বলে ম্যালন সেই সার্বজনীন প্রার্থনা উচ্চারণ করে যেতে লাগল। কিন্তু তার প্রার্থনা শেষ হবার আগেই টার্বেন তার আসনে মূর্ছিত হয়ে ঢলে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে চ্যাং-এর মতো উঠে বসল।

কন্ট্রোল বলল, আরও যে সব প্রেতাত্মা অপেক্ষা করছে ও এখন তাদের সময় দিতে চাইছে। এটা ভাল কথা। আমার হাতে এখন কঠিন কাজ।

অসমর্থনের সুরে জোরে চিৎকার করে উঠল মিডিয়াম।

পরক্ষণেই সে উঠে বসল। দেখা গেল তার মুখটা ভারী ও ফুলে ফুলে উঠেছিল। তার হাতের তালু দুটো জোড়া আছে।

সে কড়া গলায় বলল, এসব কি হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন অধিকারে এই চীনা লোকটা আমাকে এখানে ডেকে আনল ? হয়ত তোমরা আসল কথাটা জানতে পারবে।

মনে হয় এ বিষয়ে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারব।

যখন আমার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় তখন আমি সাহায্য চাই। এখন সাহায্যের প্রয়োজন নেই তাই আমি ইচ্ছা করি না। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটার মধ্যে আছে প্রচুর স্বাধীনতার অবকাশ। এই চীনা লোকটি যতদূর আমাকে বুঝেছে তা হল এই যে, আমি হচ্ছি এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনিচ্ছুক দর্শক।

মেইলি বলল, আমরা হচ্ছি পরলোকবাদী প্রেতচক্রের লোক।

প্রেত বলল, তার মানেই তোমরা এক দুষ্টচক্রের লোক। এসব কাজ ঈশ্বর দ্রোহীতার কাজ। একজন গ্রাম্য যাজক হিসাবে বিনয়ের সঙ্গে ধর্মের এই অপবিত্রকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারছি না।

শোন বন্ধু, তোমার এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তুমি পিছিয়ে পড়েছ, তোমার উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে তুমিই কষ্ট পাচ্ছ। আমরা তোমাকে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে চাই। তুমি তোমার পূর্বজীবন শেষ করে পরলোকে গেছ, এটা বুঝতে পারছ।

তুমি বাজে কথা বলছ।

তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি মৃত ?

যদি আমি মৃত হই তবে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কিভাবে।

কারণ তুমি এই লোকটির দেহ ব্যবহার করেছ।

আমি নিশ্চয় ঘুরতে ঘুরতে একটা আশ্রমে চলে এসেছি।

হ্যাঁ, তা বটে তবে এ আশ্রম খারাপ কাজের জন্য। আমার ভয় হচ্ছে তুমি তাদের একজন। তুমি এখন যেখানে আছ সেখানে সুখেই আছ তো ?

সুখী ? না, স্যার। আমি বর্তমানে যে পরিবেশের মধ্যে থাকি সে পরিবেশের কথা বুঝিয়ে বলা যায় না।

তুমি অতীতে যে কঠিন অসুখে ভুগেছিলে তার কোন কথা মনে আছে কি ?

সে ছিল খুবই কঠিন অসুখ।

এমনই কঠিন ছিল যার ফলে তোমার মৃত্যু হয়।

আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই। জ্ঞানবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছ।

কি করে জানলে যে তুমি মৃত নও ?

স্যার, আমি আপনাদের কিছু ধর্মপোদেশ দান করতে চাই। এক সম্মানিত জীবনযাপন করার পর কোন মানুষের মৃত্যু হলে সে গৌরবোজ্জ্বল দেহ ধারণ করে এবং দেবদূতদের সঙ্গে বাস করে। পূর্বজীবনে আমার যে দেহ ছিল এখন আমার অবিকল সে দেহই আছে। আমি এখন এক নীরস, নিরানন্দ বাজে জায়গায় বাস করি। যাদের সঙ্গে আমাকে বাস করতে হয় তাদের সঙ্গে বাস করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার বর্তমান সেই সব সঙ্গীদের কেউ কখনও দেবদূত বলে অভিহিত করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের অনুমান অবান্তর তাই মোটেই মানা যায় না।

বারবার নিজের সঙ্গে প্রতারণা কর না। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে না পারলে আমরা এ বিষয়ে কিছুই করতে পারব না।

তোমরা খুব বেশি আমার ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করছ।

এই সময় মিডিয়াম তার আসনের উপর ঢলে পড়ল। চ্যাং নামে চীন দেশীয় যে প্রেতটি কন্ট্রোলের কাজ করছিল, সে চক্রের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে বলল, লোকটা ভাল ও নিশ্চয় সব কিছু বুঝে নিতে পারবে; ওকে আর একবার নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ঈশ্বর ওকে সাহায্য কর। ওকে করুণা কর।

মিডিয়াম এবার সোফার উপর চিত হয়ে, উপর দিকে মুখ করে সটাং শুয়ে পড়ল। তার মুখ থেকে এমন এক চিৎকারের ধ্বনি বেরিয়ে এল যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উপস্থিত সকলে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। মিডিয়ামের কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মতো শোনাতে লাগল। 'একটা করাত আন। একটা করাত' এই বলে সে চিৎকার করতে লাগল।

এমন কি মেইলিও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বাকি সকলে ভয় পেয়ে গেল। মেইলি বলল, মনে হয় কোন পাগল প্রেতাত্মা ওকে আঘাত করেছে।

পাদ্রী ম্যাসন মেইলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মেইলি বলল, একটু অপেক্ষা করুন এখনি ঠিক হয়ে উঠবে। দেখি কি হয়।

মিডিয়ামের দেহটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছিল। সে হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে বলল, 'বলছি একটু করাত আন। হকিন্স এই কাজ করছে। সে আমার বুকের ভিতরের হাড়গুলোকে ভেঙে দিচ্ছে। সে নিচ থেকে আমাকে টানছে। না না আরও খারাপ। আগুন সত্যি কি ভয়ঙ্কর!'

মিডিয়ামের এই আর্তনাদ শুনে সকলের গায়ের রক্ত হিম হয়ে জমাট বেধে যাচ্ছিল। এই সময় সেই চিনা কন্ট্রোল মেইলির দিকে মিটমিট করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, এ বিষয়ে তুমি কি মনে করছো?

মেইলি উত্তর করল, এটা তো এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন এমন হচ্ছে?

ম্যালনের দিকে ঘাড় নেড়ে চ্যাং বলল, সে সংবাদপত্রে কাহিনী চায় আর আমি তাকে তা দিয়েছি। সে এটা বুঝবে। এখন অপেক্ষা করার মতো বেশি সময় নেই। এরপর একজন নাবিক আসবে। এই তো এসে গেছে।

এই বলে চ্যাং চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়ামের দেহ মোচড়ানী বন্ধ হয়ে গেল। তার মুখে কিছুটা খুশীর ভাব দেখা গেল। মুচকি হাসির একটা ক্ষিণ রেখা ফুটে উঠল। সে মাথা চুলকাতে লাগল। এইবার মিডিয়ামের মুখ দিয়ে এক নতুন প্রেত এসে বলল, আমি কখনও ভাবতে পারিনি একজন চীনা লোকের হুকুম আমাকে মানতে হবে। যাইহোক আমি এসেছি। বল তোমরা কি চাও ?

আমরা কিছুই চাইনি।

ঠিক আছে ওই চীনা লোকটি হয়তো ভেবেছিল আপনারা কিছু চান তাই আমাকে এখানে আসতে বলেছিল।

বরং তুমিই আমাদের কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলে।

আমি আমার শরীরটাকে হারিয়েছি এটা সত্য। আমি মারা গেছি কারণ আমি এক বন্দুকের কারখানায় একটা চোরকে চুরি করতে দেখেছিলাম। অনেকগুলো বন্দুকের গুলিতে তার দেহটি টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যায়। তার যদি মৃত্যু হয় তাহলে সেখানে উপস্থিত আমাদের সকলের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পাইলট অর্থাৎ জাহাজের চালক বেঁচে যায় এবং সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

তোমার জাহাজের নাম কি ?

মনমাউথ।

জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে কি জাহাজটা ডুবে যায় ?

হ্যাঁ দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রে ডুবে যায়। যেখানে জাহাজটা ডুবে যায়, সে জায়গাটা ছিল সাক্ষাৎ নরক।- মৃত নাবিকের প্রেত আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে উঠল। আবেগে তার কণ্ঠ কাঁপছিল। এরপর সে বেশ কিছুটা আনন্দের সঙ্গে বলল, শুনেছি আমাদের সঙ্গীরা সবাই সেই নরকে গিয়ে সবার সঙ্গে মিশে যায়। তাই নয় কি ?

হ্যাঁ, তারা সকলেই সমুদ্রের তলদেশে চলে যায়।

আমরা এই মর্ত্যভূমিতে তাদের দেখতে পাইনি তবে তাদের কথা ভুলিওনি।

মেইলি বলল, তাদের খবর তোমাকে জানতেই হবে। আর এই জন্যই তোমাকে ডাকা হয়েছে। এই জন্যই চীনা কন্ট্রোল চ্যাং তোমাকে ডেকে এনেছে। আমরা তোমাকে কিছু শিক্ষা দান করতে চাই। তুমি আমাদের কথা তোমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে জানাবে। আমাদের বাণী তোমাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

আপনাদের মঙ্গল হোক, ওরা এখানে আমার পিছনেই আছে।

মেইলি বলল, তাহলে আমি তোমাকে ও তাদের একথা বলছি যে, যতকিছু দুশ্চিন্তা, জাগতিক দুঃখ কষ্ট ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের কাল শেষ হয়েছে। এখন তোমাদের দৃষ্টিকে সামনের দিকে প্রসারিত করতে হবে, পিছনের দিকে নয়। এই জগৎ ছেড়ে তোমাদের চলে যেতে হবে। কারণ এই জগৎই যতসব দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বন্ধনে তোমাদের বেধে রেখেছে। এখন তোমাদের সমস্ত কামনা বাসনাকে ঊর্দ্ধে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে এক উচ্চতর সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে, বুঝতে পারলে ?

আমি তোমাদের কথা শুনলাম, আমার সঙ্গীরাও শুনল। এখন আমাদের ঠিকপথে চালিত করার মতো লোক চাই। আমরা এতদিন ভুল নির্দেশে চলছিলাম। আমরা কখনও আশা করতে পারিনি আমাদের জীবন এইভাবে কু-পথে চালিত হবে। আমরা স্বর্গের কথা শুনেছি, নরকের কথাও শুনেছি। আমাদের কাছে এই দুইয়ের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই চীনা ভদ্রলোক বলেছেন এখন সময় হয়েছে। সব কিছু জানতে ও শিখতে হবে। ঠিক আছে। পরে আবার আমরা এসে সব কিছু জানাব। আমি আমার নিজের ও সঙ্গীদের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার আসব।

এরপর সব চুপচাপ হয়ে গেল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ম্যালন বলে উঠল, কি অবিশ্বাস্য আলোচনা! যদি আমি এই মৃত নাবিকের সব কথাগুলো ঠিকমতো লিখে প্রকাশ করি, তাহলে সেটা পড়ে সাধারণ মানুষ কি বলবে?

মেইলি কিছুটা হতাশভাবে কাঁধ দুটো নাড়ল। তারপর বলল, জনগণ কি বলল না বলল তাতে কি আসে যায়? এখন আমাকে অনেক সংবাদপত্রের আক্রমণ সহ্য করতে হয়। আমার কাজ হলো সত্যের সন্ধান। যে কোনও ব্যাপারে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে পারলেই হলো। তারপর যে যা বলে বলবে।

লর্ড রক্সটন বললেন, আমি এই সব বিষয়ে বেশি কিছু জানতে চাই না। তবে একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি এই সব নিচুস্তরের প্রেতাত্মারা মানুষ হিসাবে খুবই ভালো ছিল। তারা লেখাপড়া তেমন না শিখলেও সরল প্রকৃতির ছিল। তবে কেন তারা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে? আবার কেন চীনা কন্ট্রোল চ্যাং তাদের এখানে ধরে নিয়ে আসবে? যখন জীবনে তারা কারও কোন ক্ষতি করেনি?

মেইলি এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলল, তারা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় কারণ মৃত্যুর পরও এই পৃথিবীর ও পার্থিব ভোগবাসনার প্রতি তাদের প্রবল আসক্তি কিছুমাত্র কমেনি। এর টানেই তারা পরলোক থেকে বারবার এখানে আসে। তাছাড়া ন্যূনতম আধ্যাত্মিক চেতনাও নেই তাদের মধ্যে। এইসব প্রেতাত্মাদের মধ্যে একজন আছে চার্চের পাদ্রী। যার মনে আছে প্রথাগত ধর্মের কতকগুলো সূত্র আর আছে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের অভিজ্ঞতা। আর একজন আছে বস্তুবাদী যার মন বস্তু ছাড়া কিছুই জানে না। আর একজন নাবিক আছে যার মনে আছে শুধু প্রতিহিংসার চিন্তা। এরকমের লক্ষ লক্ষ প্রেতাত্মা আছে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, তারা কোথায় আছে?

মেইলি উত্তর করল, তারা সব এখানেই আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অশরীরী অবস্থায়। তুমি নিজেই সেটা দেখেছ। তুমি যখন ডর্সেটশায়ারে গিয়েছিলে তখন পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে একজন প্রেতকে শরীরী অবস্থায় দেখেছ। এসব স্থূল ব্যাপার। তুমি প্রেতের ছায়াটাকে স্পষ্টতই দেখেছ। তবে এসব ব্যাপার ও নিয়ম সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত নয়। এইসব পৃথিবীমুখী কামনাসর্বস্ব প্রেতদের দ্বারা সারা

পৃথিবী উপদ্রুত। যখন সংস্কার সাধন করা হয়, তখন তারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে যেতে পারে। এইভাবে এইসব সংস্কার কার্যের দ্বারা জীবিতরাও উপকৃত হতে পারে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, এই ধরনের কিছু আসন্ন ঘটনার কথা কি ভাবছেন ?

ম্যাসন বলল, সে এক অন্য প্রসঙ্গ।

মেইলি বলল, সেটা এখন বলার পক্ষে একটা বিশাল প্রসঙ্গ। আরে এই তো চ্যাং আবার এসে গেছে।

চীনা কন্ট্রোল ওদের আলোচনায় যোগদান করল। সে বলল, তোমরা যা বলেছ, আমি এখানে বসে থেকে সব শুনেছি। এখন বল কি কাজ করতে হবে ? যা হবার হোক। যা ঘটে সব কিছুই ভাল। এখনও সময় হয়নি, সময় হলে যা জানার জানবে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি কখনও ভুল করেন না।

এখানে আরও অনেকে আছে যারা তোমাদের সাহায্য চায়। আমি যাচ্ছি।

কয়েকজন প্রেতাত্মা পরপর এল। তাদের মধ্যে একজন ছিল স্থপতি। সে বলল, সে ব্রিস্টলে বাস করত। সে তার কাজে তেমন দক্ষ ছিল না। সে হতাশ হয়ে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা ত্যাগ করেছিল। এখন সে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য একজনের সাহায্য চায়। অন্য একজন বার্মিংহামে বাস করত। সে ছিল একজন শিক্ষিত লোক কিন্তু বস্তুবাদী। মেইলির কোন আশ্বাস বাক্যে সে বিশ্বাস করতে চায়নি। সে যে মৃত একথা সে বুঝতে পারেনি। তারপর এল ভয়ঙ্করভাবে বিক্ষুব্ধ এক আত্মা। সে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ‘এখানে এই সব লোকের ভীড় কেন ? যত সব বাজে লোক।’

মেইলি বলল, বাজে লোক নয়, আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্য এখানে আছি।

সেই প্রেতাত্মা বলল, কে শয়তানের সাহায্য পেতে চায় ?

সম্ভবত কোনও আত্মা বিপদে পড়লে শয়তানও তাকে সাহায্য করতে পারে।

এটাও শয়তানের প্রতারণা, জেনে রাখ, আমি এতে আর কখনও অংশগ্রহণ করব না।

এক ঝলক চকিত আলোর মতো শান্ত প্রকৃতির খেয়ালী চ্যাং ঘরে এসে ঢুকল।

সে বলতে লাগল, লোকটি ভাল, কিন্তু নির্বোধ। এখনও অবশ্য প্রচুর সময় আছে। একদিন সে নিশ্চয় সব শিখে নিতে পারবে। যাই হোক আমি একটা খারাপ ব্যাপার নিয়ে এসেছি।

এরপর সে আসনে মাথা নিচু করে বসল। একজন নারীর কণ্ঠস্বর না শোনা পর্যন্ত সে মাথা তুলল না। হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠস্বর ‘ডোনেট ডোনেট’ বলে চিৎকার করে বলতে লাগল, সকালের চা কোথায়, আমি তোমায় কত ডাকছি কিন্তু কোন সাড়া নেই। এটা অসহ্য।

মিডিয়াম এবার খাড়া হয়ে বসে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। সেই নারীর প্রেতাত্মা

মিডিয়ামের মুখ দিয়ে বলতে লাগল 'কে তুমি? এখানে আসার কি অধিকার আছে? তুমি কি জান না যে এটা আমার বাড়ি!'

মেইলি বলল, না বন্ধু এটা আমার বাড়ি।

তোমার বাড়ি! কি করে তা হতে পারে। যখন এটা আমার শোবার ঘর। এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও।

না বন্ধু, তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না।

আমি তোমাদের ঘর থেকে বার করে দেব। কি ঔদ্ধত্য! জেনেট! জেনেট! আজ সকালে কি আমার দেখাশোনার কেউ নেই?

হে ভদ্র মহোদয়া, ভাল করে বুঝুন ব্যাপারটা। এটা কি আপনার শোবার ঘর?

টার্বেন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল।

এই ঘর আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আমি কোথায়?

আপনাকে দেখে তো সদয় ভদ্রমহিলা বলে মনে হচ্ছে। এসব কথার অর্থ কি? আমি খুব ভয় পেয়েছি। জন আর জেনেট কোথায়?

আপনার জীবনের শেষ কথা কি মনে আছে?

আমার মনে আছে আমি প্রায়ই জেনেটের সঙ্গে কথা বলতাম। তোমরা জান জেনেট আমার নারী ভৃত্য। এখন সে কর্তব্যে বড় অবহেলা করে। তার কাজে মন নেই। তার জন্য আমি খুব রেগে উঠি। আমি তার উপর এত রেগে যাই ও উত্তেজিত হয়ে পড়ি, যে, আমি একদিন পীড়িত হয়ে পড়ি। আমি অতিশয় অসুস্থ বোধ করতে থাকায় বিছানায় শুয়ে পড়ি। ওরা আমায় বলল, আমি যেন উত্তেজিত না হই। কারণ উত্তেজনাই হলো আমার অসুস্থতার কারণ। কিন্তু রেগে গেলে কেউ উত্তেজিত না হয়ে পারে কি? আমার মনে আছে একদিন আমার চোখ থেকে সব আলো নিভে যায় তখন আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ি।

রাত্রিকালেই আপনার জীবনাবসান হয়।

জীবনাবসান মানে? তোমরা কি মনে কর আমি মরে গেছি?

হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়া। আপনি মারা গেছেন।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে নিরবতা বিরাজ করতে লাগল সমস্ত ঘরখানায়। সব চুপচাপ। তারপর সহসা এক তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। না, না, আমি মড়িনি। এটা একটা স্বপ্ন। একটা দুঃস্বপ্ন। আমাকে এই দুঃস্বপ্ন থেকে জাগাও। কি করে আমি মরতে পারি। আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম না, মরতে চাই না। আমি মৃত্যুর কথা কখনও ভাবিনি। যদি আমার মৃত্যু হয় তবে আমি স্বর্গে বা নরকে নেই কেন? তবে আমি এই ঘরখানায় আছি কেন? এই ঘরখানা তো একেবারে বাস্তব।

হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়া, আপনাকে এখানে আনা হয়েছে এবং এক পুরুষের দেহ ধারণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

একজন পুরুষের দেহ? এই বলে সে এক প্রবল মানসিক আলোড়নের সঙ্গে তার গায়ের কোটটা ভাল করে দেখে তার মুখের উপর হাত বোলাতে লাগল। তারপর

বলল, সত্যি তো এটা পুরুষের দেহ, তাহলে সত্যিই তো আমি মৃত। আমি এখন আসতে পারি ?

আপনাকে এখানে আনা হয়েছে বোঝাবার জন্য। বিগত জীবনে আপনি ছিলেন এমনি মহিলা যিনি পার্থিব ভোগসুখ ছাড়া জীবনে আর কিছু চাননি।

না, না। আমি প্রতি রবিবার চার্চে যেতাম। যেতাম সেন্ট জেভিয়ার চার্চে।

ওটা এমন কিছুই নয়। কারও মানসিক ইচ্ছা ও আভ্যন্তরীণ জীবনই বড় কথা। আপনি একেবারে বস্তুবাদী। আপনি এখন এই নরজগতে নেমে এসেছেন। আপনি এই পুরুষের দেহটা ত্যাগ করলেই আপনি আপনার নিজস্ব দেহ পাবেন এবং নিজের পরিবেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না। কারণ আপনার দেহটাকে সমাহিত করা হয়ে গেছে। তবু আপনার অশরীরী সত্তাটা আগের মতোই থেকে যাবে।

আমাকে কি করতে হবে ? আমি কি করতে পারি ?

ভাল আত্মারা যা বলবে আপনি তাই করবেন। আপনার মনের সংস্কারসাধনের জন্য এটা দরকার। আমরা কেবল দুঃখ ভোগের দ্বারা অসংযত কামনার পীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি। সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করব।

হ্যাঁ, তাই করুন, তাই করুন। আমার এটা দরকার। এই বলে কণ্ঠস্বরটি মিলিয়ে গেল।

চীনা কন্ট্রোল চ্যাং বলল, ব্যাপার খুবই খারাপ। মেয়েটা খারাপ ও স্বার্থপর। শুধু আনন্দের জন্য বাঁচতে চায়। তার চারপাশে যারা থাকে তাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তাকে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। তবে তোমরা তাকে ঠিকপথে চলতে সাহায্য করেছ। এখন আমার মিডিয়াম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হয়েছে। আজ আর নয়।

আমরা কি ভাল কাজ করলাম চ্যাং ?

অনেক ভাল কাজ, অনেক ভাল কাজ।

এইসব আত্মারা কোথায় থাকে চ্যাং ?

আমি তোমাদের আগেই বলেছি।

কিন্তু এইসব ভদ্রলোকদের কথা আমি শুনতে চাই।

এই পৃথিবীকে ঘিরে সাতটা স্তর আছে। পৃথিবীর ঠিক উপরেই প্রথম স্তর। এইসব লোকেরা পৃথিবীর উপরিস্তরেই আছে। প্রতিটি স্তর অন্য স্তর থেকে পৃথক। সুতরাং এই উপরকার স্তরের লোকদের অন্যসব স্তরের লোকদের সাথে যোগাযোগ করা অনেক সহজ।

এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলা তাদের পক্ষেও সহজ হবে।

তোমরা যখন জান না কার সঙ্গে কথা বলছ, তখন কথা বলার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

আচ্ছা চ্যাং—তুমি কোন স্তরে বাস কর ?

আমি চার নম্বর স্তর থেকে এসেছি।

প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা সুখী স্তর কোনটি ?

সেটা হলো তিন নম্বর স্তর। তার নাম হলো সামারল্যান্ড। বাইবেল এটাকে তৃতীয় স্বর্গ বলেছে। বাইবেল গ্রন্থে চমৎকার জ্ঞানের কথা আছে। লোকে তা বোঝে না।

আর সপ্তম স্বর্গ ?

ওই স্তরেই তো খ্রীস্টরা থাকে। সকলেই মৃত্যুর পর সেখানে যায়। তুমি আমি আর সকলেই পরিশেষে সেখানে যাবে।

তারপর ?

খুব বেশি প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে মেইলি। এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। বিদায়, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি যাচ্ছি।

উদ্ধার চক্রের অধিবেশন এখানেই শেষ হলো। কয়েক মিনিট পরে টার্বেন উঠে বসল। তার মুখে হাসি থাকলেও তাকে সচকিত দেখাচ্ছিল। তবে যে সব ঘটনা একটু আগে ঘটে গেছে সে সব কথা তার মনে আছে বলে হয় না। এখন তার হাতে আর সময় নেই। সে দূরে বাস করে তাই তাকে এখনই চলে যেতে হবে। যাদের সাহায্য করেছে তাদের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাবে না সে।

চক্রের অধিবেশনটা কিন্তু তখনই ভাঙল না। অতিথিরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। মেইলিরা সে সব কথা শুনতে চাইছিল।

বক্সটন বললেন, আমি বলতে চাই যে এইসব ব্যাপারগুলো খুবই আগ্রহজনক। তবে এর মধ্যে এক ধরনের বৈচিত্র্য আছে। যা একেবারে অভিনব। তবে এগুলো প্রকৃত পক্ষে সত্য কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

ম্যালন বলল, আমিও তাই মনে করি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখতে এটা এতই ভালো যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই ঘটনার গুরুত্ব এত বেশি যে এর তুলনায় অন্যান্য ঘটনা অতি সাধারণ। কিন্তু মানুষের মন বড় অদ্ভুত। আমি মোর্টন প্রিন্স ও মিস বোচ্যম্প-এর মামলার কথা পড়েছি। তাছাড়া আমি হিপনোটিক স্কুলে চারকট-এর কথাও পড়েছি। ওরা যে কোন মানুষকে যে কোন বস্তুতে পরিণত করতে পারে। তাদের মনগুলো দড়ির মতো। যে দড়িটার পাকগুলো খুলে সূতোগুলোকে পৃথক করা যায়। আর সেই সব সূতোগুলোর প্রত্যেকটিতে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্ব। যা এক-এক সময় এক-এক রকম নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করে, অভিনয় করে ও কথা বলে। চ্যাং নামে ওই লোকটা সৎ বলেই মনে হয়। সে এতসব কাণ্ড করতে পারে না। কিন্তু কেমন করে বুঝবে যে, সে নিজেই যাদুকরের মতো মায়া জানে না এবং সে নিজেই এক-একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কখন চ্যাং আবার কখনও নাবিক বা কখনও একজন নারীতে পরিণত হচ্ছে না ?

মেইলি হাসতে হাসতে বলল, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা রহস্য আছে। কিন্তু এটা একটা যুক্তিপূর্ণ আপত্তি। সুতরাং তার সমাধান করতে হবে। আমরা কয়েকটি

ঘটনার অনুসন্ধান করে দেখেছি। ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। নাম, ঠিকানা সব পাওয়া গেছে।

ম্যালন বলল, টার্বেন-এর স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়টাও খতিয়ে দেখতে হবে। তবে আমার মনে হলো একজন রেলের কুলী এই ধরনের খবর সংগ্রহ করতে পারে।

মেইলি বলল, তুমি তার কেবল একটা অধিবেশন দেখেছ। তুমি যদি আমাদের মতো বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তার কাজকর্ম দেখতে তাহলে তোমার মনে কোনো সংশয় থাকত না।

ম্যালন বলল, এটা খুবই সম্ভব। এ বিষয়ে আমার সংশয়টা তোমাদের পক্ষে বিরক্তিকর। তবে জানবে সংশয় থাকলেও আমার সততা আছে এ ব্যাপারে। কারণ যাই হোক, একটা কথা স্বীকার না করে পারছি না যে, এমন একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা জীবনে আগে কখনও দেখিনি। এটা যদি সত্যি হয় তবে সেটা হবে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যদি তোমাদের এই রকম হাজারটা চক্র থাকত তাহলে বহু প্রেতাত্মাই নবজীবন লাভ করত।

মেইলি ধীর স্থিরভাবে বলল, ভবিষ্যতে এই চক্রের সংখ্যা আরও বাড়বে এবং আশাকরি তোমাকে সেই সব চক্রের অধিবেশনে দেখতে পাব। তবে যদি এই ঘটনা জোর করে তোমার মনে একটা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় তাহলে আমি দুঃখিত হব। যাই হোক তুমি আবার এসো।

সেদিন সন্ধ্যাতেই অদ্ভুতভাবে বিশ্বাসের প্লাবন বয়ে গেল ম্যালনের মধ্যে দিয়ে। ম্যালন তার অফিসে ফিরে গিয়ে তার টেবিলে সবে মাত্র বসে যখন তার নোট বই থেকে দুপুরবেলা ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বিবরণগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল তখন হঠাৎ মেইলি ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল। উত্তেজনায় তার হলুদ দাড়িটা কাঁপছিল। তার হাতে 'ইভিনিং নিউজ' নামে একটি পত্রিকা ছিল। সে ম্যালনের পাশে বসে পত্রিকাটা খুলে একটা খবর পড়তে লাগল :

শহরে দুর্ঘটনা

আজ অপরাহ্নে ৫টার পর পঞ্চাশ শতাব্দীর একটি পুরাতন বাড়ি সহসা ভেঙ্গে পড়ে। বাড়িটি লেসার কলম্যান স্ট্রীট ও ইলিয়াড স্কোয়ারের মাঝখানে অবস্থিত। তার পাশেই আছে পশু চিকিৎসালয়ের হেড় কোয়ার্টার। বাড়িটাতে আগেই কিছু ফাটল দেখা যায়। আর তার ফলে বাড়ির অধিবাসীরা আগেই সতর্কবার্তা স্বরূপ বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। কিন্তু জেমস বীল, উইলিয়াম মুরসন ও একজন অজ্ঞাতনামা মহিলা বাড়িতে চাপা পড়ে। এদের মধ্যে দু'জন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। তৃতীয়জন জেমস বীল উপর থেকে পড়া কড়ি কাঠের দ্বারা আহত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন। একটি করাত আনা হয়। বড় ভারী কড়িকাঠ জেমস বীলের উপর এমনভাবে পড়ে যে তিনি তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। স্যামুয়েল হকিন্স নামে ওই বাড়িরই এক বাসিন্দা এসে সাহসের সঙ্গে উদ্ধারের কাজে লেগে যান। তিনি যখন করাত দিয়ে কড়িকাঠ কেটে বিলকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন,

তখন সহসা নিকটবর্তী ভগ্নস্তূপে আগুন জ্বলে ওঠে। হকিন্সের দেহটা সেই আগুনের তাপে দগ্ধ হতে থাকে। তথাপি তিনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শেষে তিনি ব্যর্থ হন। বিল শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মারা যান। স্যামুয়েল হকিন্স অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং তাকে লন্ডন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মেইলি খবরটা পড়ার পর পত্রিকাটা ভাঁজ করে বলল, এই হলো খবরটা। এর সিদ্ধান্তের ভার তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। এই বলে অত্যুৎসাহী মেইলি যেমন ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকেছিল তেমনি ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১১

সাইলাস লিনডেনের শেষ কেরামতি

বহু পুরস্কার বিজয়ী ভণ্ড মিডিয়াম সাইলাস লিনডেনের জীবনে ভাল দিক অনেক এসেছে। কিন্তু কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সৌভাগ্যের দিন কখনও আসেনি তার জীবনে। চিত্তসুদ্ধ না হলে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া খুবই বিপজ্জনক। সাইলাস লিনডেনের নামটা এই দৃষ্টান্তে সর্বাগ্রে যুক্ত করা উচিত। তার পাপের পেয়ালাটা কানায় কানায় এমনই পূর্ণ হয়েছিল যে তার বিচার শেষ হবার আগেই পেয়ালা উপছে পড়তে থাকে।

সাইলাস লিনডেন সেদিন মেইলির ঘর থেকে যখন বেরিয়ে গিয়েছিল তখন তার মনে এই ভয় ছিল যে লর্ড রক্সটনের পেশীবহুল হাত দুটো তাকে একবার ধরলে আর ছাড়বে না। মারামারির উত্তেজনায় সে তার আঘাতের পরিমাণ তখন ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। সে দরজার বাইরে গিয়ে তার গলার ক্ষতটার উপর হাত দিয়ে কর্কশ স্বরে গালাগালি দিতে লাগল। ম্যালন তার বুকের উপর হাত দিয়ে চাপ দেওয়ায় তার মুখটাতেও ব্যথা করছিল। যে হাত দিয়ে সে মেইলিকে ঘুষি মেরেছিল তার সেই হাতটাতেও ব্যথা করছিল। যাই হোক, এইসব কারণেই সাইলাসের মন মেজাজটা সেদিন ভালো ছিল না।

সে তখন তার শুয়োরের মতো চোখ দুটো দিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে আপন মনে গর্জন করে বলেছিল, 'আমি তোমাদের একদিন না একদিন কাছে পাবই। এখন অপেক্ষা কর বাছাধনরা। তখন মজা দেখাব।' তারপর সে হঠাৎ কি মনে করে বড় রাস্তা দিয়ে সোজা বার্ডস্লে থানায় গিয়ে দেখল কালো মোঁচওয়ালা পুলিশ ইন্সপেক্টর মার্ফি তার টেবিলে বসে আছে।

তাকে দেখেই ইন্সপেক্টর কিছুটা রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও ?

সাইলাস উত্তর করল, শুনেছি আপনারা মিডিয়াম টমাস লিনডেনকে ধরেছেন।

হ্যাঁ, এবং আমরা জেনেছি যে সে তোমার ভাই।

সাইলাস কিছুটা রাগের সঙ্গে বলল, ওই ধরনের কোন লোকের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখি না। কিন্তু যাইহোক, আপনারা আসামীকে ধরেছেন। কিন্তু এতে আমার পাওনাটা কোথায়।

ইন্সপেক্টর বলল, এক সিলিংও পাবে না।

কি? আমি কি আপনাদের খবর দিইনি? আমি সব তথ্য না জানালে আপনি কি কিছু করতে পারতেন?

যদি কিছু জরিমানা আদায় করতে পারতাম তার থেকে তোমাকে কিছু দিতে পারতাম। কিন্তু মেলরোজ ওকে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। জরিমানা আদায় হলে তার থেকে আমরা কিছু পেতাম আর তুমিও কিছু পেতে। কিন্তু এখন কিছুই পাবে না।

আপনারা তা বলছেন বটে, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনি ও সেই মেয়ে দুটো কিছু পেয়েছেন। তাহলে কেন আমি আপনাদের মতো অবিবেচক লোকদের জন্য আমার ভাইকে ধরিয়ে দেব। এবার থেকে আপনারা নিজেরা যাকে ধরার ধরবেন।

মার্ফি ছিল রুক্ষ মেজাজের লোক। তাঁর নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সব সময় সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর আসনে বসে থাকা কালে তাঁকে কেউ এসে শাসাবে এটা তিনি চান না। মার্ফি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখটা। তিনি বললেন, আমি বলে দিচ্ছি সাইলাস লিনডেন আমি এই ঘরে বসেই দোষীদের ধরব। কোথাও যাব না। আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি বরং এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাও। তা না হলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে অনেক বেশি সময় এখানে থাকতে হবে। তুমি তোমার নিজের ছেলে মেয়ের সঙ্গে যে নির্দয় ব্যবহার কর সে বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি আমরা। শিশুরক্ষার ভার যাদের উপর আছে এ বিষয়ে তাদের নজর পড়েছে। আমরা কিন্তু এসব দেখি না।

সাইলাসের মেজাজটা আগের থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সে ঘর থেকে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। বাড়ি যাবার পথে একজায়গায় দু'-এক পাত্র কড়া মদ খেল। কিন্তু সাইলাস এমনি লোক যে রাগের সময় মদ পাণ করলেও তাঁর উত্তপ্ত মেজাজ শান্ত বা শীতল হওয়ার পরিবর্তে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাঁর পরিচিত সঙ্গীরা কেউ তাঁর সঙ্গে মদ পাণ করতে চাইল না।

সাইলাস বাস করত টটেনহাম কোর্ট রোডের পিছন দিকে সারবন্দী কতকগুলো ছোটখাটো ইটের বাড়িতে। ছোট ছোট ইটের বাড়ির গা ঘেঁসে একটা মদের কারখানার উঁচু পাঁচিল খাড়া হয়ে ছিল। ঘরগুলোর মধ্যে জায়গা খুব কম ছিল। তাই বাসিন্দারা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু নির্বিশেষে বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে কাটাত। সাইলাস যখন তার ঘরে গেল তখন তার প্রতিবেশীদের অনেকে বাইরে বসে ছিল। তারা তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এই সব লোকদের কোন নীতিজ্ঞান ছিল না। তার বউ লেখাপড়া জানে না। সাইলাসের তো কথাই নেই। সাইলাস যে ঘরে থাকত তার পাশের ঘরে থাকত এক ইহুদি মহিলা। তার চেহারাটা ছিল রোগা রোগা কিন্তু চোখদুটো ছিল ভয়ঙ্কর। সেই ইহুদি মহিলার নাম ছিল রেবেকা লেডি। সাইলাস যখন তার ঘরে গেল তখন সেই মহিলা তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। একটি শিশু তার জামা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

সাইলাস যখন তার ঘরে ঢুকছিল তখন সেই মহিলা বলল, মিঃ লিনডেন, তোমার ছেলেমেয়েরা মোটেই যত্ন পায় না। শিশুকন্যা মার্গেরী এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই শিশু পেট ভরে খেতে পায় না।

সাইলাস গর্জন করে বলে উঠল, তোমার নিজের কাজে মন দাও। আমি তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি। আমার ব্যাপারে নাক গলাবে না। তুমি যদি পুরুষ হতে কিভাবে অপরের সঙ্গে কথা বলতে হয় শিখিয়ে দিতাম।

মহিলা বলল, যদি আমি পুরুষ হতাম তুমি আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলতে সাহস করতে না। তুমি যে ভাবে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার কর সেটা সত্যিই লজ্জার। এ নিয়ে পুলিশ কোর্টে মামলা হলে কিভাবে কথা বলতে হয় দেখিয়ে দিতাম।

জাহান্নামে যাও।

এই বলে সাইলাস তার ঘরের দরজায় লাথি মেরে ঘরে ঢুকল। ভেতর থেকে কোন ছিটকিনি আটা ছিল না। তার বসার ঘরে দরজার কাছে মোটাসোটা চেহারার একজন মহিলা বিগত যৌবনের কিছু অবশিষ্ট সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সাইলাসকে দেখেই বলল, ও তুমি ?

সাইলাস কড়াগলায় বলল, তুমি কি ভেবেছিলে ওয়েলিংটনের ডিউক ?

আমি তো ভেবেছিলাম একটা পাগলা ষাঁড় গলি থেকে এসে দরজা ঠেলছে।

বেশ মজার কথা বলেছ তো।

কিন্তু এখানে মজার কথা বলার কিছু নেই। ঘরে এক সিলিংও নেই। কিছু মদ কেনার পয়সাও নেই। তার উপর তোমার এই অভিশপ্ত ছেলেমেয়েরা আমাকে বিব্রত করে তুলতে চাইছে।

সাইলাস দাঁত খিঁচিয়ে বলল, কি করেছে তারা ?

নিজেদের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটির পর তারা দু'জনে ছেলেদের প্রসঙ্গ তুলে কথা বলতে লাগল। তারপর সাইলাস ঘরে ঢুকেই একটা কাঠের আর্মচেয়ারে বসে পড়ল।

মহিলা বলল, এই ভাবে বসে না থেকে কিছু কাজের কাজ করতে পারত।

সাইলাস বলল, আমার ভাই যা করে আমি তাই করতে চেয়েছিলাম। আমার ছেলেটা হয়েছে তার কাকার মতো। ও যেন ওর কাকার প্রতিমূর্তি। মাঝে মাঝে ও ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে।

সাইলাস বলল, পুলিশ আমাদের পিছনে লেগেছে। ওরা যদি এসব জানতে পারে তাহলে তুমি আমি ধরা পড়ব। সাইলাস আরও বলল, তুমি আমার সন্তানদের সৎমা। তারা ভুল করলে তাদের সংশোধন করানো উচিৎ। ওদের মা এনি খুব ভাল মেয়ে ছিল। সে থাকলে এমন হত না।

এনি যখন বেঁচে ছিল তখন তার প্রতি তোমার কোনও দরদ ছিল না। তখন এমন দরদ দেখাওনি। ছেলে-মেয়েদের দেবার মতো ঘরে কিছু খাবার চাই। এখন কি করতে পারি আমি।

সাইলাস রেগে উঠে বলল, খুব হয়েছে চুপ কর। আজ আমাকে বিরক্ত করার মতো অনেক কথা বলেছ। আসল কথা তুমি আমার আগের স্ত্রীর উপর ঈর্ষান্বিত।

মহিলা এগিয়ে এসে সাইলাসের একটা হাত ধরে বলল, কিছু মনে কর না সাইলাস। আমি পাঁচ বছর ধরে তোমার সঙ্গে ঘর করছি। তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেই।

সাইলাস বলল, এখন এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। তুমি বরং উইলি আর মর্গোরিকে আমার কাছে নিয়ে এস।

মহিলা বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘরের মধ্যে ফিরে এল। তার পর সাইলাসকে নিয়ে পিছনের দিকে রান্না ঘরে গেল। সেখানে গিয়ে ওরা দেখল চুল্লীর আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই আগুনের ধারে একটা চেয়ারে দশ বছরের একটি ছেলে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার চেহারাটা রোগারোগা। সে তার শীর্ণ মুখখানা উপরে ছাদের দিকে তুলে সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তার চোখ দুটো ছিল আধখোলা। সেই চোখের শুধু সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছিল। গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল তার শরীরটা। ঘরের এক কোণে তার থেকে দুই-এক বছরের ছোট একটি বালিকা বিষণ্ণ মুখে ভয়ে ভয়ে তার দাদার দিকে তাকিয়ে ছিল।

মহিলা সাইলাসকে বলল, ওকে কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, তাই নয় কি ? মনে হচ্ছে ও যেন এ জগতের লোকই নয়। এতে কার কি ভালো হয় তার কিছুই বুঝি না।

সাইলাস ধ্যানমগ্ন ছেলেটার কাঁধ দুটো ধরে জোরে নাড়া দিয়ে বলল, ওঠ বাছাধন জেগে ওঠ। কিন্তু ছেলেটার ঘুম ভাঙল না। সে যেন নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিল। তার হাত দুটো কোলের উপর নামান ছিল। লাল একটা কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার হাত দুটো ঢাকা ছিল।

আচ্ছা সারা তুমি কি এর আগে ওকে জাগাবার জন্য ওর উপর গরম মোমটা ঢেলে দিয়েছিলে ?

মহিলা বলল, আমি হয়ত কিছুটা বেশিই ঢেলেছিলাম। কিন্তু তাতেও জাগেনি। ও এই অবস্থায় থাকলে কোনও কিছু অনুভব করে না। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি ওর কানের উপর যতই গর্জন কর সব ব্যর্থ হবে। ছেলেটার মাথার চুলগুলো শক্ত করে ধরে জোরে নাড়া দিতে লাগল। ছেলেটা না জেগেই ভাবের মধ্যেই আর্তনাদের মতো এক অস্ফুট চিৎকার করে উঠল এবং তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তারপরই সে আবার ভাবের মধ্যে ডুবে গেল।

সাইলাস তার ছেলের থুতনিটা ধরে নাড়া দিয়ে বলল, ঠিকমতো যদি কাজে ল্যাগানো যায় তাহলে এর থেকে টাকা রোজগার হবে। লোকে জানে ওর কাকা একজন দক্ষ মিডিয়াম। আমার ছেলে ওই কাজ করলে সকলেই তাকে বিশ্বাস করবে।

সারা বলল, ব্যবসা করতে হয় তুমি করবে।

সাইলাস রাগের সঙ্গে বলল, ওসব কথা আমাকে বলবে না। আমার দ্বারা ও

ব্যবসা হবে না। কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমি একবার একাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই। এ বিষয়ে আর কিছু বলে আমার রাগ বাড়িয়ে দিও না। তাহলে তার প্রতিফল পেতে হবে।

এই বলে সাইলাস ছেলেটার কাছে গিয়ে তার একটা বাহুতে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর একটা চিম্‌টি কাটল। তারপর বলল, আশ্চর্য! দেখা যাক এর শেষ কোথায়। এরপর সে চুল্লীর কাছে গিয়ে চিমটে দিয়ে আধপোড়া একটা কাঠ তুলে নিল। তারপর সেই জ্বলন্ত অঙ্গারটা ছেলেটার মাথার উপর রাখল। প্রথমে চুল পোড়ার গন্ধ আসতে লাগল। তার পর চামড়া পোড়ার গন্ধ। অবশেষে ছেলেটা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে উঠে পড়ল। তার সব ভাবের ঘোর কেটে গেল।

ছেলেটা মা মা বলে চিৎকার করতে লাগল। তার যন্ত্রণাকাতর চিৎকারের ধ্বনি শুনে ঘরের কোণে বসে থাকা মেয়েটি ছুটে এল। তখন ছেলেটি ও মেয়েটি একযোগে দুটি মেষ শাবকের মতো চিৎকার করতে লাগল।

মহিলা ছোট মেয়ে মার্গেরির মুখে একটা চর বসিয়ে দিয়ে তার জামার কলার ধরে নাড়া দিয়ে বলল, চুপ কর পাজি মেয়ে কোথাকার। এমন সময় ছেলেটা মার্গেরিকে লাথি মারতে লাগল। তখন সাইলাস একটা ঘুষি মেরে ছেলেটাকে ফেলে দিল। সে মেঝের উপর পড়ে গেল। তারপর সাইলাস পশুর মতো রাগে উন্মত্ত হয়ে একটা ছড়ি তুলে ছেলে ও মেয়ে দু'-জনকেই মারতে লাগল। দু'জনেই চিৎকার করতে করতে তাদের ছোট ছোট হাত দিয়ে ছুরির আঘাত থেকে দেহটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করল।

এমন সময় দরজার কাছে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, থামো থামো।

মহিলা বলল, এই কণ্ঠস্বর হচ্ছে সেই ঝগড়াটে ইহুদি মেয়েটার।

আগন্তুক রান্না ঘরের দরজার সামনে এসে বলল, পাগলের মতো কি করছ তোমরা। পশুর মতো অকারণে নিষ্ঠুরভাবে মারছ নিজেরই ছেলেমেয়েদের। ওসব এখনই বন্ধ কর। তা না হলে এর ফল খুব খারাপ হবে।

আমি যদি বাচ্চাগুলোকে আর একবার চিৎকার করতে শুনি তাহলে আমি পুলিশ ডাকতে যাব।

মিসেস লিনডেন ইহুদি মহিলাকে বলল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ইহুদি মহিলা রেগে গিয়ে তার নখ দিয়ে সারার মুখখানাকে ছিঁড়ে দিল। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বার হচ্ছিল। তা দেখে সাইলাস ছুটে এসে ইহুদি মহিলার কোমরটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে বাড়ির বাইরে ফেলে দিল।

তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ঘটনার কারণ জানতে চাইল।

মিসেস লিনডেন জানলা দিয়ে দেখতে পেল ইহুদি মহিলার আঘাত গুরুতর হয়নি। তা দেখে সে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। ইতিমধ্যে সে উঠে তার ঘরের দিকে যেতে লাগল এবং সেখান থেকে লিনডেনদের নাম ধরে গালাগালি করতে লাগল।

সারা এবার তার স্বামীকে বলল, আমি ভাবছিলাম তুমি মেয়েটাকে হত্যা করেছ।

সাইলাস বলল, ওকে খুন করাই উচিত ছিল। ও কেন নিজে থেকে আমার ঘরে এসে ঝগড়া করতে লাগল। এই সব কিছুর মূলে হচ্ছে উইলি। কোথায় সে ? আমি ওর মাথা কেটে ফেলব।

ওরা ওদের ঘরে চলে গেল।

সাইলাস বলল, আমি শুনেছি ওরা ঘরে তালা দিয়েছে।

সারা বলল, এখন আমি ওদের ঘাঁটাবো না। প্রতিবেশীরা সবাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন গোলমাল বা চেঁচামেচি করা ঠিক হবে না।

সাইলাস বিরক্তির সঙ্গে বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এরকমই থাক।

তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

আমি যাচ্ছি অ্যাডমিরাল ভারনন-এর কাছে। সেখানে লঙ ডেভিসের সহকর্মী হিসেবে একটা কাজ পাবার কথা আছে। ডেভিস সোমবার ট্রেনিং-এ যাচ্ছে। তাই আমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন একটা লোকের দরকার।

আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আশা করি কাজটা হয়ে যাবে। আমি অ্যাডমিরালকে চিনি।

সাইলাস বলল, আমার মনে হয় ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিরাট পৃথিবীর ওই স্থানে আমি কিছুটা শান্তি ও বিশ্রাম পাব। মনে হয় বেতন ভালই পাব। তোমাকে বিয়ে করার পর থেকে এরকম কোনও কাজ আমি পাইনি।

এই বলে সাইলাস টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের বাইরে কাঠের পাটাতনের উপর তার ভারী জুতোর শব্দ হতে লাগল।

একটা খড়ের গদিওয়ালা বিছানার ধারে জানালার পাশে ছোট ছেলেমেয়ে দুটি বসে ছিল। তাদের হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তাদের গাল দুটো পরস্পরের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল আর তার ফলে তাদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মিশে যাচ্ছিল। শব্দ হওয়ার ভয়ে তারা নীরবে কাঁদছিল। পাছে তাদের কান্নার শব্দ বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রাক্ষসটাকে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে, এই ভয়ে তারা চিৎকার করে কাঁদতে পারছিল না। মাঝে মাঝে তারা কান্নার বেগ দমন করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠছিল। তাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে ফিসফিস করে বলছিল, চুপ চুপ। এমন সময় তারা সদর দরজায় ভারী জুতোর শব্দ শুনতে পেল। তারা আনন্দে পরস্পরকে চিমটি কাটতে লাগল। হয়ত ওদের বাবা সাইলাস ফিরে এলে ওদের বধ করবে। কিন্তু ফিরে না আসা পর্যন্ত ওরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওদের বিমাতা মহিলাটি ওদের ঘৃণা করে এবং ওদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে ঠিক, কিন্তু সে ওদের বাবার মতো মারাত্মক বা ভয়ঙ্কর নয়। মনে হয় ওদের বাবা ওদের হত্যা করে কবরে মার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

ঘরটা ছিল একেবারে অন্ধকার। ধুলোয় ভরা জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে এক

টুকরো আলো এসে ঘরের মেঝের উপর পড়েছিল। কিন্তু তার চারপাশটা ছিল অন্ধকার। হঠাৎ ছেলেটার দেহটা শক্ত হয়ে উঠল। সে তার বোনের দেহটাকে জড়িয়ে ধরল আরও নিবিড়ভাবে। ঘরের অন্ধকার দিকটায় সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সে বিড়বিড় করে বলল, আমাদের মা আসছে।

ছোট বোন মার্গেরি তার দাদাকে জড়িয়ে ধরল। সে বলল, ও উইলি, ও কি আমাদের মা ?

উইলি বলল, হ্যাঁ মার্গেরি, হলুদ রঙের সুন্দর একফালি আলো দেখতে পাচ্ছ না ?

কিন্তু জগতের সাধারণ লোকদের মতো মার্গেরির পরলোক সম্বন্ধে কোন অন্তর্দৃষ্টি ছিল না। তার কাছে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছিল না।

মার্গেরি ফিসফিস করে বলল, বল উইলি, সত্যি কি আমাদের মা এসেছে ?

মৃত মার কথায় মার্গেরি কিন্তু ভয় পায়নি। কারণ এর আগেও মা অনেকবার তার নিপীড়িত সন্তানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য এসেছে।

উইলি বলল, হ্যাঁ আমাদের মা আসছে, আমাদের মা।

মা কি বলছে উইলি ?

উইলি বলল, আমাদের মাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মা কাঁদছে না। হাসি-খুশিতে তার মুখটাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ছবিতে দেখা দেবদূতের মতো লাগছে মাকে। মা বলছে আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। মা হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে আবার বলছে আমাদের দুঃখের অবসান হয়েছে। মা দরজার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

ও উইলি, আমার দেখতে সাহস হচ্ছে না।

উইলি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, মা আমাদের ঘাড় নেড়ে কি বলছে। মা আমাদের ভয় করতে নিষেধ করছে। এস মার্গেরি, উনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। দেখ দেখ এখন না দেখলে আর দেখতে পাবে না।

দুই ভাই-বোন দরজার কাছে গেল। উইলি দরজাটা খুলল। দেখল ওদের মা আলো হাতে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলছে। ওরা ওদের মার পিছু পিছু রান্নাঘরে ঢুকল। ওদের বিমাতা তখন রান্নাঘরে ছিল না। ঘরখানা খালি ও নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। ওদের মার প্রেতাত্মা আলো দেখিয়ে ইশারায় আরও এগিয়ে যেতে বলল।

উইলি বলল, আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে হবে। উনি আলো হাতে আমাদের পথ দেখাচ্ছেন। উনি হাসি মুখে হাত নাড়ছেন।

মার্গেরি বলল, বাইরে গেলে বাবা আমাদের বধ করবে।

উইলি বলল, মা মাথা নেড়ে বলছে, আমরা যেন কোনও কিছুকে ভয় না করি।

ওরা সদর দরজা খুলে বড় রাস্তায় চলে গেল। তার পর ওদের মার আলোকিত প্রেতাত্মার পিছু পিছু টটেনহাম কোর্টে গিয়ে পড়ল। রাস্তায় চলমান জনস্রোতের মধ্যে দু'-একজন লোক থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে লাগল। তাদের মনে হচ্ছিল তারা

যেন এক দেবদূতকে আর তার পিছু পিছু দুটি ছেলেমেয়েকে কোথায় যেতে দেখছে। ছেলেটি স্থির দৃষ্টিতে নিবিষ্ট মনে সামনের দিকে চেয়ে পথ চলছে। আর মেয়েটি ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে ছেলেটির কাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে।

লম্বা রাস্তাটাকে পার হয়ে ওরা আবার একটা নিম্নশ্রেণীর বস্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানেও সারি সারি অনেকগুলো ইটের ঘর ছিল। এই ধরনের একটি বাড়ির সামনে এসে প্রেতাত্মা থমকে দাঁড়াল।

উইলি বলল, এই দরজায় কড়া নাড়তে হবে।

মার্গেরি বলল, ও উইলি, আমরা ওদের চিনি না। ওরা দরজা খুললে কি বলব ওদের ?

দরজায় আমাদের করাঘাত করতে হবে। উইলি বারবার এই কথাটা বলতে লাগল।

সেই বাড়ির একটা ঘরে টম লিনডেনের স্ত্রী কারাবাসরত তার স্বামীর কথা ভাবছিল। এমন সময় তাকে কে যেন ডাকল। সে দরজা খুলেই তার স্বামীর ভাইয়ের ছেলে উইলি আর তার ছোট বোনকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তার নারীসুলভ মাতৃসত্তা জেগে উঠল। সে দু'হাত দিয়ে স্নেহভরে দুঃস্থ ছেলেমেয়ে দুটির গলা জড়িয়ে ধরল। ছেলেমেয়ে দুটির মনে হলো এক বিশাল বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ওরা যেন এক শান্তির বন্দরে এসে পড়েছে। যেখানে আর কোন ঝড়ের আঘাতে জর্জরিত হতে হবে না ওদের।

সেদিন রাতে বলটোন কোর্টে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

সাইলাসের প্রতিবেশীদের অনেকে ভাবতে লাগল তারা যখন এক জায়গায় বাস করছে তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। তাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ করা উচিৎ তাদের। আবার কেউ কেউ ভাবল যার যা খুশি করতে পারে। কারও কোন ব্যাপারে নাক গলানো উচিৎ নয় তাদের।

সেদিন রাতে ইহুদী মহিলা রেবেকা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। সে তার ঘরের জানলা দিয়ে একা বাড়িগুলোর সামনে উপর থেকে আসা ল্যাম্পের আলোর হলুদ বৃত্তটার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসেছিল। এমন সময় সাইলাস লিনডেন এসে ঘরে ঢুকল। সে যা আশা করে গিয়েছিল তা হয়নি। সে এবার এক বক্সিং খেলায় যোগদান করে কিছুই লাভ করতে পারেনি। শুধু কয়েকটা আঘাত পেয়েছে। তার মনের অবস্থাটা তখন খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। আসার পথে একটা মদের দোকানে এক পাত্র কড়া মদ পান করেছিল কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি হয়নি। তার প্রতিবেশীদের বিশেষ করে তার পাশের ঘরে সেই ইহুদী মহিলার উপর মনোভাবটা হিংস্র হয়ে উঠল। সে ভাবল সে তার ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা মতো শাসন করবে। এটা তার অধিকার। তার এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার কারও নেই। সে যখন তার ছেলেমেয়েদের শাসন করবে তখন প্রতিবেশীদের কেউ তাদের সামনে এসে ঝগড়া করে কোন অধিকারে ? সে তাই ঠিক করল আগামী কাল সকালে সে তার ছেলেমেয়ে দুটোকে ঘর থেকে রাস্তায় টেনে এনে প্রতিবেশীদের সামনে দারুণভাবে

প্রহার করবে। শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। তখন তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা কার আছে দেখে নেবে।

সাইলাস আবার ভাবল কাল সকালে কেন আজ এই নিশীথ রাতে এখনি তো সে কাজটা করা যায়। সে তার ছেলেমেয়ে দুটিকে বাইরে এনে প্রহার করবে। তাদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা সবাই জেগে উঠবে। সেটাই তো ভাল হবে। দেখা যাবে কে তাকে বাধা দিতে আসে।

এই ভেবে আরও জোরে পা চালিয়ে দিল সাইলাস।

সেদিন রাতে এক দারুণ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সাইলাস। নেশার ঘোরে বাড়ি ঢোকার পথে মদের কারখানার একটা শুকনো চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে গেল সে। সাধারণত সেটা কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢাকা থাকে। কিন্তু সেদিন ঢাকনাটা দেওয়া হয়নি কেন তা কেউ বলতে পারে না। ফলে সাইলাস অতর্কিতে আঠারো ফুট নিচে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের নিচে পড়ে যায়। তার পিঠের মেরুদণ্ডটা ভেঙে যায়। রাত্রিবেলায় সেই অবস্থায় কেউ তাকে দেখতে পায়নি। সাইলাস একাই অন্ধকারে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে লড়তে রক্তবমি করতে থাকে। রক্তের সঙ্গে কিছু মদও বেরিয়ে আসে। ক্রমে তার ভারী ও বলিষ্ঠ চেহারাটা নিথর ও নিস্পন্দ হয়ে যায় সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে।

এই রকম এক শোচনীয় অবস্থায় সাইলাসের নোংরা জীবনের অবসান হয়। সারা নামে যে মহিলাটি তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে থাকত, তার প্রতি কেউ সহানুভূতি জানাল না। তার ভার নেবার কেউ ছিল না। ফলে যেখান থেকে সাইলাস শুধু গায়ের জোর দেখিয়ে তাকে এনেছিল, সে নীরবে সেইখানে চলে গেল। সারা আগে পেশাদার গাইয়ে ছিল। বিভিন্ন হলঘরে মঞ্চের উপর বসে শ্রোতাদের সামনে গান গাইত। সেখান থেকে একদিন সাইলাস তার ষাঁড়ের মতন দৈহিক শক্তির ঐশ্বর্য দেখিয়ে সারাকে নিয়ে আসে। সাইলাসের মৃত্যুর পর তার আগের পেশায় ফিরে গেল সারা। কিন্তু তার আগেকার খ্যাতি সে ফিরে পেল না। কিছুদিন পর তাকে আর দেখা গেল না। তার নামও আর শোনা গেল না। জীবনের চোরাবালিতে কখন কিভাবে সে ডুবে গেল তা কেউ জানতে পারল না।

১২
উচ্চতা ও গভীরতা দুইই আছে

ওয়াগরাম অ্যাভেনিউতে অবস্থিত মেটা সাইকিক ইনস্টিটিউটটা ছিল ব্যারনদের প্রাসাদের মতো পাথর দিয়ে গাঁথা একটা বড় বাড়ি। তার দরজাগুলো ছিল আকারে যেমন বড় তেমনি ভারী। সেদিন সন্ধ্যার সময় তিন বন্ধু একযোগে বাড়িটার সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই দারোয়ান তাদের সঙ্গে করে অভ্যর্থনা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ইনস্টিটিউটের কর্তা ডাক্তার মপিউ তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরলোক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ডঃ মপুই পরলোক ও প্রেততত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণায় রত

ছিলেন। তাঁর চেহারাটা ছিল বেটেখাটো ও মোটাসোটা, তাঁর দাড়িকামানো মুখে ছিল জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত পরার্থপরতার একটা ভাব। আগন্তুক তিনজনের বন্ধু ছিল মেইলি, লর্ড রক্সটন ও ম্যালন। ডঃ মপুই মেইলি ও লর্ড রক্সটনের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলোচনা করছিলেন।

মেইলি ও রক্সটন ফরাসী ভাষায় ভালোই কথা বলতে পারে। কিন্তু ডঃ মপুইকে ম্যালনের সঙ্গে কথা বলার সময় ভাঙা ভাঙা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছিল। ম্যালন ভাঙা ভাঙা ফরাসী ভাষায় কথা বলছিল। ডঃ মপুই একজন ফরাসী ভদ্রলোক হিসাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, তিনি তাদের আগমনে বিশেষ আনন্দিত। এরপর তিনি মিডিয়াম প্যানবেকের আশ্চর্যজনক গুণাবলীর সম্বন্ধে কিছু বললেন। পরে তিনি অতিথিদের সঙ্গে করে নিচুতলায় একটা ঘরে নিয়ে গেলেন যেখানে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা হবে। ডঃ মপুই-এর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখে অতিথিরা বুঝতে পারলেন যারা মনে করেন ডঃ মপুই প্রতারকদের শিকারের বস্তু তাদের কথা বিশ্বাস করা কত বিপজ্জনক। ঘোড়ানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারা নিচের তলার একটা বড় ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটাকে এক নজরে দেখে মনে হচ্ছিল সেটাই যেন রাসায়নিক গবেষণাগার। দেয়ালের তাকগুলোতে বোতল, ওজন দণ্ড ও নানা যন্ত্রপাতি সারবন্দিভাবে সাজানো আছে। ঘরের মাঝখানে ওক কাঠের একটা বড় টেবিল ছিল। আর তার চারপাশে দেয়ালে বেশকিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির বড় বড় ছবি ছিল। টেবিলের চারদিকে পাতা চেয়ারে কয়েকজন ভদ্রলোক কথা বলছিলেন। তারা আলোচনায় এমনি মত্ত ছিলেন যে নবাগতদের দিকে তারা ভাল করে তাকালেনই না।

ডঃ মপুই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ভদ্রলোকদের বললেন, এই তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আপনাদের মতোই এ বিষয়ে আগ্রহী। ঘরের মধ্যে দু'জন গবেষণাগারের কর্মী ও প্যারিস শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। মতিন পত্রিকার সহ-সম্পাদক মিঃ ফোর্তে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চেহারাটা ছিল লম্বা এবং গায়ের রঙটা ছিল তামাটে। তাঁকে দেখে অবসরপ্রাপ্ত এক সেনাপতির মতো মনে হচ্ছিল। এরপর ডঃ মপুই মেইলিদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হচ্ছেন অধ্যাপক চার্লস রির্চেট যিনি এ বিষয়ে বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। মনে রাখবেন আমরা এই ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মকে যত কম ব্যবহার করব ততই চার্চের ঝামেলা কম হবে। কারণ এদেশে চার্চ খুবই শক্তিশালী। উঁচু কপাল বিশিষ্ট ঐ ভদ্রলোক হচ্ছেন কাউন্ট দ্য গ্রামাউন্ট। তাঁর পাশে জুপিটারের মতো মাথা এবং সাদা দাড়ি যুক্ত। ঐ ব্যক্তি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ডঃ মপুই এবার গলা উঁচিয়ে বললেন, হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আসন গ্রহণ করলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।

ভদ্রলোকেরা এখানে-সেখানে বসে পড়লেন। ব্রিটেন থেকে আসা তিনজন অতিথি এক জায়গায় বসলেন। ঘরের একদিকে একটা ছোট টেবিলে দুটো দস্তার বালতি ছিল। বড় টেবিলটার একধারে ডঃ মপুই গিয়ে বসলেন। তাঁর ডান পাশে টাকমাথা ও মোচওয়ালা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। তাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছিল।

ডঃ মপুই এবার সকল অতিথিদের সঙ্গে মিঃ প্যানবেককে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বললেন, আপনাদের মধ্যে অনেকেই মঁসিয়ে প্যানবেককে দেখেননি। আপনাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তিনি পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে তাঁর সমস্ত উদ্যম ও শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের সাহায্য করছেন। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন এবং আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর বয়স এখন সাতচল্লিশ। তাঁর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক তবে কিছুটা বাতের ভাব আছে। মাঝে মাঝে তিনি কিছুটা স্নায়বিক উত্তেজনায় ভোগেন। তবে তাঁর রক্তচাপ স্বাভাবিক। তাঁর স্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন বাহাত্তর। কিন্তু প্রেতচর্চার সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই স্পন্দন বেড়ে গিয়ে একশ' হয়। তাঁর চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক। আর কিছু বলার আছে বলে মনে করি না।

প্রফেসর রিচেট বললেন, মিঃ প্যানবেক কবিদের মতোই অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ। গুণই বলুন দোষই বলুন এগুলো কবিদের থাকে। একজন বড় দরের মিডিয়াম একজন বড় দরের শিল্পীর সমান। একই মাপকাঠিতে দু'জনকে বিচার করা চলে।

মিডিয়াম এবার মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে বললেন, উনি আমার সবচেয়ে খারাপ কাজ দেখার জন্য আপনাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুললেন।

এ কথায় উপস্থিত সকলে হেসে উঠলেন। এ হাসির মধ্যে দিয়ে মিডিয়ামের প্রতি সকলে সহানুভূতি দেখাল।

ডঃ মপুই নিরস ও আবেগহীন ভাষায় বললেন, আজ আমরা এখানে এই আশায় বসে আছি যে, আজ আবার প্রেতাত্মাকে মূর্তিদানের এমন এক ঘটনা দেখাব যা এক নজির হয়ে নথিভুক্ত হয়ে থাকবে। প্রেতাত্মাকে দেওয়া মূর্তি বা আকার যত ভয়াবহ হোক না কেন, আমি সকলকে অনুরোধ করছি তারা যেন কোনও ভয়কে প্রশ্রয় না দেয়। ভয় হলেও তারা যেন সে ভয়কে দমন করতে পারে। এ বিষয়ে এক শান্ত পরিবেশ দরকার যাতে মানুষের বিচারবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন আমরা উজ্জ্বল সাদা আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুধু ক্ষীণ লাল আলোটা জ্বেলে রাখব যতক্ষণ না আলো জ্বালার প্রয়োজন হয়।

ডঃ মপুই আলো নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। প্রথমে সাদা আলোটা নিভিয়ে দিতেই সমস্ত ঘরখানা অন্ধকারে ডুবে গেল। তার পর একটা লাল আলোর শিখা ঘরের একটা কোণ থেকে আসতে লাগল। সেই আলোকছটায় দর্শকদের মাথাগুলোকে শুধু দেখা যাচ্ছিল। কোনও গানবাজনার শব্দ বা কোনও ধর্মীয় তৎপরতা ছিল না।

ম্যালন বলল, এটা ইংরেজ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মেইলি বলল, আমার মনে হচ্ছে আমরা যে কোনও বিপদের সামনে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে ওরা বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পারছে না।

কি ধরনের বিপদ আসতে পারে?

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যতখানি বুঝি, আমরা যেন এমন একটা পুকুরের কিনারায়

বসে আছি যে পুকুরে নির্দোষ ব্যাঙ থাকতে পারে আবার মানুষ-খেকো কুমীরও থাকতে পারে। আপনারা বলতে পারেন না সে পুকুরে কি আছে?

প্রফেসর রিচেট ইংরাজী ভাষায় ভালই কথা বলতে পারতেন। তিনি মেইলির কথাগুলো শুনলেন।

তিনি এবার বললেন, আমি আপনার দৃষ্টিমত বুঝি। মনে ভাববেন না যে আমি ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিচ্ছি। প্রফেসর রিচেট আরও বললেন, আপনি ব্যাঙ ও কুমীরের যে দৃষ্টান্ত দিলেন তার তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছি। আমি এ ব্যাপারে এমন কিছু দেখেছি যার ফলে আপনার কথার গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম। আমি জানি এই ঘরে এমন কিছু জীব আছে যারা রেগে গেলে আমাদের পরীক্ষাকার্য বিপজ্জনক করে তুলবে। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে খারাপ লোকেরা যে কোনও কাজে খারাপ প্রভাব বিস্তার করে।

মেইলি বলল, আমি আনন্দিত যে, আপনি আমাদের দিকেই এগোচ্ছেন।

অন্যান্য সকলের মতো মিঃ মেইলিও প্রফেসর রিচেটকে জগতের মহান ব্যক্তিদের অন্যতম বলে মনে করে।

রিচেট বললেন, আপনাদের দিকেই এগুচ্ছি বটে তবে এখনও আপনাদের কাছে গিয়ে একসঙ্গে প্রেতাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এত বেশি আশ্চর্যজনক যে, তারা এমন সব ঊর্ধ্বতন স্তরে উঠে গিয়ে বিচরণ করে যেখানে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে যেতে পারে না বা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে না। একজন পুরনো বস্তুবাদী হিসাবে আমি এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ইঞ্চি দখল করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও কয়েকটা জায়গা আমি হারিয়েছি। একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি যে আমার সুযোগ্য বন্ধু চ্যালেঞ্জার এই ক্ষেত্রের সামনের দিকটা দখল করে আছে।

ম্যালন বলল, হ্যাঁ, স্যার—তবু আমি কিছুটা আশা করি।

মপুই সহসা আগ্রহের সঙ্গে বললেন, চুপ।

সমস্ত ঘরখানা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হয়ে উঠল। তারপরই একটা পাখির পাখা নাড়ার মতো শব্দ হলো। ভীতিবিহ্বল এক দর্শক ফিস ফিস করে বলল, একটা পাখি।

তারপর আবার সব চুপ হয়ে গেল। সহসা আবার এক পাখির ডানার শব্দ হল।

মনে হলো পাখির মতো একটা জীব যেন পাখা নেড়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ডঃ মপুই বললেন, তুমি কি সম্পূর্ণ প্রস্তুত রেনি?

সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তাহলে তোমার ক্যামেরার কাজ শুরু কর।

হঠাৎ ক্যামেরার শাটার থেকে এক ঝলক আলো বেরিয়ে এল। সেই আলোর ঝলকানিতে দর্শকরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল।

মিডিয়াম তার হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তাকে অচেতন বলেই মনে হচ্ছিল। তার কাঁধের উপর একটা বড় শিকারী পাখি বসে ছিল। সেটা ছিল একটা ঈগল বা বাজপাখি। এই অদ্ভুত দৃশ্যটা মুদ্রিত হয়ে গেল দর্শকদের মনে।

আবার অন্ধকারে ঘন হয়ে উঠল ঘরখানা। কেবল দুটো লাল বাতি জ্বলতে লাগল। মনে হলো যেন একটা দানব ঘরের এক কোণে তার রক্তলাল দৃষ্টি মেলে বসে আছে।

ম্যালন ব্যস্ত হয়ে মেইলিকে বলল, দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ পুকুর থেকে আসা একটা কুমীর।

প্রফেসর রিচেট বললেন, তবে কুমীরটা কোন ক্ষতি করবে না। এর আগে আমরা কিছুক্ষণ ধরে একটা পাখি দেখেছি। পাখিটা তার ডান দিকে ছিল। এরপর আমরা আরও বিপজ্জনক অতিথিকে দেখতে পাব।

এরপর দর্শকরা প্রায় পনের মিনিট ধরে নীরবে বসে রইল। তারপর প্রফেসর রিচেট মেইলির একটা হাত ধরলেন। আপনি কিছুর গন্ধ পাচ্ছেন, মঁসিয়ে মেইলি?

মেইলি বাতাসটা শুঁকে দেখল। তারপর বলল, একটা গন্ধ পাচ্ছি এবং এই গন্ধটা লন্ডন জু-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কুকুর কোথায়?

না, কুকুর নয়। একটু অপেক্ষা করুন।

পশুদের গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। অস্পষ্ট আলোর ছটায় ম্যালন দেখল টেবিলের উপর বড় জন্তুর মতো কি একটা মানুষের মতো ঘোরাফেরা করছে। দেখতে বিকৃত দেহ এক মানুষের মতো, মাথাটা সরু, ঘাড়টা ছোট, কান দুটো চওড়া, দেহটা মোটা।

ম্যালন দেখল সেই অদ্ভুত জীবটা ধীর গতিতে চলার পর থেমে গেল। ভয়ে ও বিস্ময়ে দর্শকরা চিৎকার করে উঠল।

ডঃ মপুই সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভীত হবেন না। এটা হচ্ছে পিথিক্যানথ্রোপাস। এটা মোটেই ক্ষতিকারক নয়।

একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল, এর নখগুলো লম্বা লম্বা। ওই নখগুলো আমার কাঁধের উপর রেখেছিল।

হ্যাঁ, ও আদর করতে চেয়েছিল। ওকে বিরক্ত করো না। আমাদের মতো ওরও অনুভূতি আছে। এখন ও ভাল মেজাজে আছে। কিন্তু রেগে গেলে তার ফল খারাপ হতে পারে।

সেই অদ্ভুত প্রাণীটা এবার টেবিলের উপর আবার চলতে শুরু করল। কিছুটা পরে সে টেবিলের একধারে লন্ডন থেকে আসা তিন বন্ধুর পিছনে বসল। তার নিঃশ্বাস ওদের পিঠের উপর ঝরে পড়ছিল। লর্ড রক্সটন একবার বিরক্তিতে চিৎকার করল।

ডঃ মপুই বললেন, শান্ত হও।

রক্সটন বলল, ও আমার হাত চাটছে।

এক মুহূর্ত পরে ম্যালন অনুভব করল সেই বিকৃতদেহ জন্তুটা রক্সটন ও তার মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিয়েছে। ম্যালন তখন তার বাঁ হাতটা পিছন দিকে বাড়িয়ে দিতেই জন্তুটার গায়ের লোমগুলোতে লাগল। জন্তুটা তখন তার জিব দিয়ে হাতটা চেটে আদর করতে লাগল।

সে চিৎকার করে বলল, ঈশ্বরের নামে জিজ্ঞাসা করছি এটা কি ?

মিডিয়ামের মুখ দিয়ে কে যেন বলল, আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে ওর যেন ফটো তোলা না হয়। ক্যামেরার আলো দেখলে ও ক্ষেপে উঠবে। আমরা শুধু বলতে পারি ও হচ্ছে বানরের মতো এক মানুষ অথবা মানুষের মতো বানর। আমরা এর আগে আরও ভাল করে দেখেছি। ওর গা-টা লোমে ঢাকা। মুখটা এক ধরনের বানরের মতো। চোখের ভুরুগুলো সরল রেখার মতো সোজা। হাতগুলো লম্বা।

মেইলি চুপি চুপি বলল, টম লিনডেন এ ধরনের একটা জীবকে আরও ভাল করে দেখিয়েছিল।

মেইলি কথাগুলো খুব নিচুস্বরে বললেও রিচেটের কানে গেল।

রিচেট বললেন, প্রকৃতির সব কিছুই আমাদের জানার বিষয়। আমরা গাছের অবহেলা করে ফুলের শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি না।

কিন্তু আপনি স্বীকার করেছেন এটা বিপজ্জনক।

প্রথমে এক্সরে নিয়ে কাজ করা অর্থাৎ বুকের ফটো তোলার ব্যাপারটা ছিল বিপজ্জনক। কত লোক তাদের হাত হারিয়েছে এ কাজে। কিন্তু বিপদটা বুঝতে পারার পর কাজটা সহজ হয়ে যায়। আমরা যদি জগৎকে দেখাতে পারি পিথিক্যানথ্রোপাস নামে এই জীবটা এক অদৃশ্য জগৎ থেকে আমাদের কাছে এসে তার জায়গায় ফিরে যায়। তাহলে সেই জ্ঞানটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে যে জন্তুটা যদি তার থাবার ধারালো নখ দিয়ে আমাদের দেহগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে তবু আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কারণ এটা আমাদের কর্তব্য।

মেইলি বলল, বিজ্ঞান যে বীরের মতো অনেক বড় কাজ করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে ! তবু আমি বিজ্ঞানীদের মুখে শুনেছি যখন আমরা পরলোকের প্রেতাত্মাদের সংস্পর্শে আসি, তাদের নিয়ে কাজ করতে যাই তখন আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিকেই বিপন্ন করে তুলি। যদি আমরা দেখি মানবজগতে পার্থিব উন্নতির মতো আত্মিক উন্নতির ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারব তাহলে হয় আমরা যুক্তি না হয় আমরা জীবনকে বলি দেব।

আবার আলো জ্বলে উঠল। বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া হলো। এরপর আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে ঘরে উপস্থিত দর্শকরা ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আজকের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চাপা গলায় আহ্লাদ করতে লাগল। আলোকিত ঘরের আধুনিক যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল একটু আগে স্বপ্নালোকিত ঘরে ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা সেই ঈগলের মতো বড় পাখিটা অথবা সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটা স্বপ্নের মতোই অলীক। তথাপি তারা ছিল একেবারে বাস্তব। ফটোগ্রাফারের ছবি দেখে তা বেশ বোঝা যায়। ফটোগ্রাফারকে প্রথমে ছবি তুলতে নিষেধ করলেও পরে পাশের ঘর থেকে ছবি তুলতে অনুমতি দেওয়া হয়।

মিডিয়াম তার টাকওয়ালা মাথাটা তার দুটো হাতের মধ্যে ধরে রেখে তখনও আধশোয়া অবস্থায় ছিল। এমন সময় ডঃ মপুই আনন্দে তাঁর মোটা ছোট হাত দুটো

ঘষতে লাগলেন। যে কোনও ক্ষেত্রের অন্যান্য অগ্রণীদের মতো ডঃ মপুইকে ও প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোর পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে।

মিডিয়াম উঠে বসল, তার সামনে কিছু বিস্কুট ও এক পাত্র মদ রাখা ছিল। ম্যালন তার কাছে এগিয়ে গেল। সে দেখল মিডিয়াম জাতিতে ফরাসী হলেও আগে আমেরিকায় ছিল এবং কিছু ইংরাজী ভাষা জানে।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ক্লান্ত ? এই ঘটনাটা কি আপনার উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করেছে ?

মিডিয়াম উত্তর করল, না। এমন কিছু না। সপ্তাহে দুটো করে অধিবেশনে আমায় কাজ করতে হয়। আমি সামান্য একটা বৃত্তি পাই। ডঃ মপুই এর চেয়ে বেশি দেবেন না।

আপনার কি কোনও ঘটনার কথা মনে আছে ? ম্যালন জিজ্ঞাসা করল।

এখানে-সেখানে লাভ করা অভিজ্ঞতাগুলো আমার তো স্বপ্নের মতো মনে হয়।

এক অলৌকিক শক্তি কি সব সময় আপনার উপর ভর করে থাকে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, শৈশব থেকেই এটা হয়ে আসছে। আমার বাবা-মা অনেক কল্পলোকের কথা বলত, আমার মন এমনভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে যে একা যে কোনও বনে গিয়ে বসলে আমার চারদিকে বনের সব জন্তুরা এসে বসবে। ছোটবেলায় যখন দেখতাম অন্যান্য শিশুরা আমার মতো নয় তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম।

ডঃ মপুই দস্তার বালতির কাছে গিয়ে এক স্পিরিটের বাতি জ্বালালেন, বললেন, হে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সকলকে এই পরীক্ষাকার্যে সহযোগিতা করতে হবে আমাদের। আপনারা দেখবেন, আমাদের পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ না হয় তাহলে সমস্ত জগৎ একদিন এগিয়ে এসে আমাদের কাজ দেখবে এবং আমাদের দেখানো প্রেত মূর্তিগুলো দেখবে। সেই সব মূর্তির আকার সম্বন্ধে অনেকের সংশয় থাকলেও আমাদের উদ্দেশ্য একই। আমাদের কাজের গুরুত্ব ম্লান হবে না।

ডঃ মপুই এবার দুটো বালতির একটিকে ধরে বললেন, প্রথমে আমি আপনাদের কাছে এই দুটি বালতির গুরুত্বের কথা ব্যাখ্যা করব। প্রথমে এই বালতিটি আমি গরম করছি। তাতে আছে মোম যা এখন গলতে শুরু করেছে। অন্য বালতিতে আছে জল। যারা আগে কোনওদিন আমাদের এই ধরনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না তাদের বোঝা উচিৎ প্যানবেক-এর প্রেতচর্চার প্রদর্শনী প্রত্যেকবার এইভাবেই ঘটে। আজকের এই সন্ধ্যায় এই মঞ্চে আমরা এক বৃদ্ধের প্রেতকে আশা করছি। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি এবং আশা করছি আমরা তাকে আমাদের প্রেততত্ত্ব গবেষণার ইতিহাসে অমর করে তুলব। আমি আমার আসনে পুনরায় বসছি এবং বসার আগে তিন নম্বর লাল বাতিটা জ্বেলে দিচ্ছি। যাতে করে আরো স্পষ্ট সবকিছু দেখা যাবে।

ঘরের মধ্যে টেবিলের ধারে চক্রাকারে বসে থাকা দর্শকদের দেখা যাচ্ছিল। মিডিয়াম সামনের দিকে ঝুঁকে বসে ছিল এবং নাক ডাকছিল। তার থেকে বোঝা যাচ্ছিল

সে আগেই ধ্যান-সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে। সকলের দৃষ্টি মিডিয়ামের উপর নিবদ্ধ হলো। কারণ এখানে প্রেতাত্মাদের বিচিত্র আকারে মূর্ত করে তোলার পদ্ধতি বড় আশ্চর্যজনক। প্রথমে একঝলক আলো দেখা দিল তাদের সামনে। তারপর একরাশ বাষ্প জমে উঠল মিডিয়ামের মাথার চারদিকে। এবার তার পিছনে একটা কাপড়ের আঁচল দেখা গেল, ক্রমে সেটা ঘন ও শক্ত হয়ে উঠল। ক্রমে তা একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করল। প্রথমে মানুষের একটা মাথা দেখা দিল। এরপর দুটো হাত কাঁধ থেকে বেরিয়ে এল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে একটা মানুষের মূর্তি গড়ে উঠল। তাতে কোন সংশয় রইল না। দেখা গেল সেটা একটা বৃদ্ধ লোকের মূর্তি। একটা চেয়ারের পেছনে মূর্তিটা দাঁড়িয়ে ছিল। সে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। তার হাবভাব দেখে মনে হলো সে বলতে চাইছে, আমি কোথায়? আমি কি জন্য এখানে এসেছি?

ডঃ মপুই বললেন, ও কথা বলতে পারে না, কিন্তু অপরের কথা শুনতে পায়। ওর বুদ্ধি আছে।

ডঃ মপুই এবার সেই প্রেতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, স্যার, আপনি এখানে আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকার্যে সহায়তা করার জন্য এসেছেন। আমরা কি আপনার সহযোগিতা আশা করতে পারি?

প্রেতমূর্তিটি সম্মতিসূচক ভঙিতে মাথাটা নত করল।

ধন্যবাদ। যখন আপনি পূর্ণশক্তি অর্জন করবেন, তখন আমাদের সাহায্য করবেন। এখন আপনি মিডিয়ামের কাছ থেকে সরে যান।

প্রেতমূর্তি আবার মাথা নত করল তারপর স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ল। ম্যালন লক্ষ্য করল মূর্তিটা প্রতিমুহূর্তে আরও ঘন হয়ে উঠছে। সে তার মুখখানা চকিতে একবার দেখল। দেখল সেটা সত্যিই এক বৃদ্ধের মুখ। মুখখানা ভারী। লম্বা নাক। নিচের দিকের ঠোঁটটা বড় অদ্ভুত। সেটা বাইরে কিছুটা বেরিয়ে আছে। সহসা মূর্তি ব্যস্তভাবে প্যানবেকের কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘরের ভিতর চলে এল।

ডঃ মপুই এবার বললেন, এখন আমি আপনাকে অনুরোধ করছি স্যার, আপনি বাঁদিকে যে বালতিটা দেখছেন, এগিয়ে গিয়ে সেই বালতির মধ্যে ডান হাতটা ডুবিয়ে দিন।

প্রেতমূর্তিটি এগিয়ে গেল। তারপর ডঃ মপুই-এর নির্দেশ মতো সেই বালতির মধ্যে হাতটা ডুবিয়ে দিল।

ডঃ মপুই উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা কণ্ঠস্বরে বললেন, চমৎকার। এবার স্যার, আমি বলছি আপনার হাতটা পাশের বালতিতে রাখা ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিন।

প্রেতমূর্তি তাই করল।

এবার স্যার আমাদের পরীক্ষাকার্য আপনার সহায়তায় পূর্ণ সাফল্যলাভ করবে যদি আপনি আপনার হাতটা টেবিলের উপর রাখেন এবং ধীরে ধীরে নিজের দেহটা বিলোপ সাধন করে আবার মিডিয়ামের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন।

প্রেতমূর্তি কথাটা বুঝতে পারল এবং সম্মতিসূচকভাবে মাথা নত করল। সে ধীরে

ধীরে এগিয়ে এসে টেবিলের কাছে থামল। তারপর হাতটা বাড়িয়ে টেবিলের উপর রেখে সকলের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। মিডিয়ামের শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারী শব্দটা থেমে গেল। সে অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া করতে লাগল। মনে হলো সে যেন সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠতে চাইছে। ডঃ মপুই এবার সাদা আলোটা জ্বেলে দিয়ে আনন্দে বিস্ময়ে হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন। সেই চিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল দর্শকদের মধ্যে। চকচকে কাঠের টেবিলটার উপর যেখানে সেই বৃদ্ধের প্রেতটা হাতটা রেখেছিল সেখানে গলিত মোমের একটা হলুদ দাগ ছিল। মোপুই তখন সেই মোম-এর একটু টুকরো ভেঙে তার এক সহকারীর হাতে দিলেন। সহকারী সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডঃ মপুই চিৎকার করে বললেন, এটাই হলো চূড়ান্ত পরীক্ষা। এবার তারা কি বলবে? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে ঘটনা দেখলেন, তার কি ব্যাখ্যা করবেন? একটি প্রেত বালতি থেকে গলিত মোম এনে টেবিলে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা কি সেই প্রেতের বাস্তবরূপ ধারনের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নয়?

রিচেট বলল, এর আমি অন্য কোন ব্যাখ্যা দেখছি না। তবে কিছু একগুঁয়ে ও বিদ্বেষভাবাপন্ন লোক আছে যারা এ ঘটনাটা অস্বীকার করবে না আবার পুরোপুরি মেনেও নেবে না।

ডঃ মপুই আরও বলতে লাগলেন, এখানে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা আছেন। সাংবাদিকরাই জনসাধারণের প্রতিনিধি। এখানে একজন ইংরেজ সাংবাদিকও আছেন। মিঃ ম্যালন আপনি কি বলেন?

ম্যালন বলল, আমি কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

এরপর ডঃ মপুই মতিন পত্রিকার প্রতিনিধিকে বললেন, আর আপনি?

ফরাসী সাংবাদিক বললেন, আমরা যারা সকলে এখানে উপস্থিত রয়েছি, সকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। তবে আপনাদের কিছু আপত্তির সম্মুখীন হতে হবেই। সাধারণ লোক বলবে এটা মিডিয়ামেরই কলা-কৌশল।

ডঃ মপুই বিজয়গর্বে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। এমন সময় তাঁর সহকারী পাশের ঘর থেকে একটুকরো কাগজ এনে তাঁর হাতে দিল।

তিনি তখন হাত তুলে কাগজটা দেখিয়ে বলে উঠলেন, আপনাদের সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর পাওয়া গেছে। আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম তাই দস্তার বালতিতে গলিত মোমের সঙ্গে কিছু কলেস্টারিন আছে। আপনারা দেখেছেন আমি টেবিলের উপর থেকে শক্ত হয়ে যাওয়া মোম থেকে একটা টুকরো নিয়ে পাশের ঘরে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কলেস্টারিন পাওয়া গেছে।

ফরাসী সাংবাদিক বললেন, চমৎকার! আপনি শেষ ছিদ্রটাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর আর কি আছে?

ডঃ মপুই বললেন, আমরা যা একবার করেছি, তা আবার করতে পারি। এবার আমরা গলানো মোম দিয়ে কতগুলো ছাঁচ তৈরি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

রাজধানীগুলোতে পাঠিয়ে দেব। যাতে বিভিন্ন দেশের লোকেরা আমাদের পরীক্ষাকার্যের সত্যতার কথাটা বুঝতে পারে। যাতে এ বিষয়ে তাদের কোন সংশয় না থাকে। ব্যাপারটা সূক্ষ্ম ও জটিল। কিন্তু এটা করা যায়।

রিচেট অত্যুৎসাহী মপুইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, খুব বেশি আশা করবেন না।

মেইলি বলল, আমাদের অগ্রগতিকে মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। আমাদের কথা যাতে লোকে বুঝতে পারে তার জন্য তাদের চিন্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

রিচেট মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন, মঁসিয়ে মেইলি উর্ধ্ব জগতের লোক। উনি যা কিছু চোখে দেখেন তার থেকে অনেক বেশি কিছু মনশ্চক্ষুতে দেখেন। উনি বিজ্ঞানকে দর্শনে পরিণত করেছেন। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি যুক্তিপূর্ণ ?

মেইলি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বলল, প্রফেসর রিচেট, যে প্রশ্ন আগে আমাদের করা হয়েছিল এখন আমি সেই প্রশ্ন আপনাকে করব। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে এবং আপনার নিখুঁত কর্মনৈপুণ্যের প্রতিও সহানুভূতি আছে। আপনি যে অবস্থায় এখন এসে পড়েছেন তাতে আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এক বুদ্ধিমান প্রেত মানুষের আকার ধারণ করে (যাকে এক্টোপ্লাজম নামে কথিত বস্তু থেকে রূপ দান করা হয়) ঘরের মধ্যে চলাফেরা করে এবং নানা নির্দেশ পালন করে। তখন মিডিয়াম আমাদের চোখের সামনে শুয়ে থাকে। তবু আপনি এ কথা ঘোষণা করতে ইতস্তত করছেন প্রেতাত্মাদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এটা কি যুক্তিসঙ্গত ?

রিচেট এ কথার উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন। তারপর তিনি ডঃ মপুইকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই অধিবেশন ভঙ্গ হলো। আমাদের অতিথিরা সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিযোগে দ্রুতবেগে হোটেলে চলে গেল। ম্যালন আজ সন্ধ্যায় যা যা দেখেছে তাতে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বসে তার অভিজ্ঞতার কথাগুলোকে সংবাদ হিসাবে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করছিল। সে তার সংবাদের সঙ্গে সেই সব সম্মানিত লোকের নাম জড়িয়ে দিচ্ছিল, যারা ঘটনাগুলোকে সমর্থন করেছে, যাদের কাছে নির্বুদ্ধিতা বা প্রতারণার কোন স্থান নেই।

সে স্বপ্ন দেখছিল এটা যেন এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণ। দু'দিন পর ম্যালন লন্ডন ডেইলি পত্রিকার পাতাগুলো একটার পর একটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রতিটা পাতার প্রতিটা স্তরের বিষয়বস্তুগুলো ভাল করে দেখল। এরপর সে টাইমস পত্রিকার পাতাগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু সে রাতে সেই প্রেতচর্চা অধিবেশনে যে আশ্চর্য ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সে সম্বন্ধে কোন খবরই নেই। ম্যালন তার বিষণ্ন মুখকে নিজেই উপহাস করতে লাগল।

সে নিজের মনে বলল, সমস্ত জগৎটা যেন পাগল হয়ে গেছে। বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেছে। তবে জগতের এখানেই তো শেষ নয়।

১৩
প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের রণক্ষেত্রে গমন

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মন মেজাজ যখন খুবই খারাপ থাকে তখন ভয়ে কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস পায় না। তাঁর এই মেজাজের উগ্রতা ও উত্তাপটা কেবল বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিরুদ্ধ মতবাদীদের আক্রমণ করে লেখা তাঁর অনেক উত্তপ্ত চিঠি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দেবরাজ জোভ যেমন স্বর্গের সিংহাসনে বসে বজ্রনিক্ষেপ করেন মাঝে মাঝে তেমনি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারও ভিক্টোরিয়ার এক উঁচু ফ্ল্যাটে আপন আসনে বসে বিরোধীদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যালেঞ্জার যখন তাঁর ঘরের টেবিলে বসে কাগজপত্র পড়তেন তখন কেউ ঘরে ঢুকতে পারত না। তাঁকে দেখে মনে হতো কোনও ক্ষুধার্ত সিংহ সামনে পড়ে থাকা হাড়-কঙ্কালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রক্ত-মাংসের খোঁজ করছে। একমাত্র এনিডই সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারত। তবু ঘরে ঢোকার সময় তার হৃৎপিণ্ডটা কেঁপে উঠত। ঠিক যেমন সবচেয়ে সাহসী পশুপালক কোনও হিংস্র জন্তুর খাঁচা খোলার সময় হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটা ভয়ের কম্পন অনুভব করে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দন্ত-জিহ্বার তীক্ষ্ণ আক্রমণ তাকে মাঝে মাঝে সহ্য করতে হত। তবে তার হাতে মার খাবার ভয় ছিল না যে ভয়টা অন্যদের ছিল।

চ্যালেঞ্জার পরলোকতত্ত্বের ব্যাপারটাকে অভিশপ্ত কুসংস্কার বলে মনে করতেন, তথাপি তিনি এটাকে কিছুতেই মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে তার থেকে দূরে থাকতে পারতেন না। তিনি অনেক সময় পরলোকের বিষয়টাকে ছি ছি করে তুচ্ছজ্ঞান করতেন। তবু আবার অনেক সময় এই বিষয়টা কোথা থেকে এসে তার মন জুড়ে বসত।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার শনিবার এ বিষয়ে তাঁর যে সব বই আছে সেই সব বইয়ের উপর কিছু লিখবেন। তারপর রবিবার আবার এই নিয়ে বসবেন। তবে পরলোকতত্ত্বের সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে অবান্তর বলে মনে হয়। এ বিষয়ে কিছু লেখা বা চিন্তা করার কাজটাকে তাঁর মনে হয় যেন জগতের নানা সমস্যার কথা এড়িয়ে গিয়ে অনেক নীচে এক অন্ধকার লোকে নেমে গিয়ে যত সব ভূত-প্রেতের কাহিনী নিয়ে নাড়াচাড়া করা।

তাঁর মতে ব্যাপারটা ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে। যে ম্যালন একদিন ঠাণ্ডা মাথা ও পরিষ্কার যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিল, আজ সে ওই সব পরলোকবাদীদের শয়তানিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের ভুল মতবাদের কবলে পড়ে গেছে। তারপর তাঁর মেয়ে যে এনিড বাইরের মানব সমাজের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র সেই এনিডও ওদের মতবাদের উপর কুলোষিত হয়ে পড়েছে। সে ম্যালনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছে এবং সে নিজে এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছে। তিনি একটা বিষয়ে তদন্ত করে সংশয়াতিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে সেক্ষেত্রে মিডিয়াম সুপরিকল্পিতভাবে শয়তানী করে এক বিধবার মৃত স্বামীর বাণী এনে সেই বিধবাকে তার আয়ত্তাধীনে আনে।

কিন্তু তার এই প্রমাণকার্যে কোনও ফল হয়নি। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টা বিচার করতে নারাজ হয়। এনিড বা ম্যালন তাদের মতে জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রতারক আছে। যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বর্তমানের লাভ-লোকসান দিয়ে বিচার করে।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা তখন ঘটল যখন পরলোকবাদীরা প্রকাশ্যে প্রফেসরের নামে অপমানজনক কথা বলতে শুরু করল। এই ব্যাপারে যে পরলোকবাদীদের নেতৃত্ব দিল সে এমনই একজন যার ন্যূনতম শিক্ষা-দীক্ষা নেই।

অবশেষে চ্যালেঞ্জার বিরোধীদের উচিত শিক্ষা দান করার জন্য বিষয়টা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান সংগ্রহ না করেই অলিম্পাস-এর চূড়া থেকে নেমে এক বিতর্কসভায় যোগ দিতে চাইলেন, যেখানে তিনি বিরোধী দলের মনোনীত প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তিনি লিখেছেন আমি এ বিষয়ে সচেতন যে আমি অন্যান্য সমপর্যায়ের বিজ্ঞানীদের মতো আমার আসন থেকে নেমে গিয়ে এই বিতর্কে যোগ দিয়ে একটা অবান্তর ও অদ্ভুত বিষয়কেই মর্যাদা দান করতে চলেছি। এতে আমাদের মস্তিষ্কেরই শক্তির যে অপচয় হয় তা আর কিছুতে হতে পারে না। কিন্তু কাজটা যতই নোংরা হোক জনসাধারণকে প্রকৃত সত্য বোঝানোর জন্য এটা করতেই হচ্ছে। এই ভাবে মাঝে মাঝে হাতের যত সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে কুসংস্কারের ধুলোবালি থেকে জমে ওঠা মাকড়সার জালগুলোকে ঝাঁটা দিয়ে দূর করে দিতে হয়। কুসংস্কারের আবর্জনা একমাত্র বিজ্ঞানের হস্তক্ষেপ ছাড়া কখনও দূরীভূত হয় না। এই ভাবে চ্যালেঞ্জার এক ক্ষুদ্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেন। পরলোক ও প্রেতাত্মাদের সম্বন্ধে তিনি কি বলেন তা শোনার জন্য সবাই অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই বিতর্কসভায় যা যা ঘটেছে বা যে সব কথা বলা হয়েছে তা সব গোপনে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সব কথা বলা যাবে না। সে সব কথা বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই চলবে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চ্যালেঞ্জার তাঁর যুক্তিবাদী সমর্থকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কুইন্স হলে প্রবেশ করলেন। তিনি কিভাবে কল্পনাপ্রবণ পরলোকবাদীদের আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করে গেলেন তা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল সবাই। সভায় উপস্থিত লোকজন মতের দিক থেকে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তারা সকলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল। মঞ্চে অনেক যুক্তিবাদী অজ্ঞেয়বাদী চ্যালেঞ্জারকে তাদের বিশ্বাসী মনের ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে 'লিট্যারেরি গেজেট' ও 'ফ্রী থিঙ্কার' কাগজের পাঠকও ছিলেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন যোসেফ বমার যিনি ধর্মের অবান্তরতা সম্বন্ধে এক বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এড্ওয়ার্ড মোল যিনি মানবজাতি সম্বন্ধে এক জোরালো বক্তৃতা দেন। অন্য দিকে মেইলি ও তার স্ত্রী বসেছিল। মেইলির হলুদ দাড়িটা আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করছিল। এছাড়া ছিলেন মর্ভেইন নামে এক সাংবাদিক আর কুইন্স স্কোয়ার-এর স্পিরিচুয়াল অ্যালায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা। তাছাড়া সাইকিক কলেজ,

স্টেট ব্যুরো ও আউটলাইন চার্চের লোকজনও বক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য উপস্থিত ছিল। বলশোভার যার বাড়িতে অনুষ্ঠানে বসত সেই বলশোভারের উৎফুল্ল মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। তিনি তার হ্যামার স্মিথের বন্ধুদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। রেলকুলি মিডিয়াম টার্বেন ও তার স্ত্রী, পাদ্রী সাহেব রেভারেন্ড চার্লস ম্যাসন, লর্ড রক্সটন, ম্যালন, ডঃ অ্যাটকিংসন প্রভৃতি আরও অনেকে সেই সভায় চেনা-অচেনা ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

দুই মতবাদে বিভক্ত দুটি দলের এই বিতর্কসভায় কুইন্স বেঞ্চ-এর বিচারপতি গেভারসন সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি গম্ভীরভাবে তাঁর আসনে বসেছিলেন। এই সমালোচনামূলক বিতর্কসভায় ধর্মের মূল প্রাণকেন্দ্রটি-ই যেন বিচার্য বিষয় ছিল। অথচ সুসংগঠিত চার্চ এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। চার্চের প্রতিনিধিরা অর্ধচেতন ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঝিমোচ্ছিল। তারা এটা বুঝতে পারছিল না যে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই সভায় উপস্থিত হয়ে সমগ্রভাবে চার্চ ও ধর্মবিশ্বাসের উপর তদন্ত চালিয়ে নির্ণয় করবেন চার্চের অস্তিত্ব থাকবে কিনা। ধর্মের প্রয়োজন আছে কিনা অথবা ধর্ম বা চার্চ অন্যরূপ পরিগ্রহ করে বেঁচে থাকবে কিনা।

প্রথম সারির বাঁদিকে শিষ্যগণসহ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বসে ছিলেন। তার দাড়িটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সামনের দিকে উঁচু করা ছিল। তার মুখে ছিল আধফালি হাসি আর তার ধূসর মুখে ফুটে উঠেছিল অসহিষ্ণুতার ভাব। তার পাশে বিনীতভাবে বসে থাকা এক ভদ্রলোকের মাথার উপর চ্যালেঞ্জারের টুপিটা প্রায়ই ঠেকছিল। সেই ভদ্রলোক প্রায়ই ভয়ে ভয়ে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে তার দক্ষ শক্তিমান বিরোধীর দিকে তাকাচ্ছিল। আতঙ্কে তার মুখখানা ম্লান হয়ে উঠেছিল। এই বিনয়ী ভদ্রলোকের নাম জেমস্ স্মিথ। যারা জেমস্ স্মিথকে চেনে তারা জানে এই সরল সাদাসিধে মানুষটির বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ চেহারার অন্ধকারে আজকের সভার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তত্ত্বমূলক জ্ঞান তার যথেষ্ট আছে—যে জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জেমসের মতো যারা হাতে-কলমে প্রেতচর্চা করেন তাদের তুলনায় শিশুমাত্র। অদৃশ্য অশরীরী আত্মাদের সঙ্গেই অতিবাহিত হয় জেমসের সময়। জেমসের মতো লোকেরা যে জগতে বাস করে সেই জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না এবং দৈনন্দিন বাস্তব জগতে তারা কোনও কাজে লাগে না। তবু কিছু সংবাদপত্রের সম্পাদক ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত এক বিরাট জনমতের দ্বারা স্মিথের পা দুটিকে এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করেছে। স্মিথের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি বহুমুখী শিক্ষার দ্বারা কলুষিত হয়নি। আর তার ফলে তিনি সহজেই জ্ঞানের একটি বিশেষক্ষেত্রে মনসংযোগ করতে পেরেছেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের উপর মনসংযোগের নিবিড়তা মানুষকে এক বিশেষ বুদ্ধি দান করে। চ্যালেঞ্জার এটা বুঝতেই পারেননি যে আজকের বিতর্কটা হলো এক উজ্জ্বল বুদ্ধি ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন একদল শৌখিন গবেষক বা তাত্ত্বিক আর বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন একদল পেশাদারের মধ্যে।

সভার সকলেই এ কথা স্বীকার করে যে চ্যালেঞ্জার সভার উদ্বোধন করার পর

থেকে আধঘণ্টা কেবল বাগ্মিতার আড়ম্বর ও যুক্তিজাল বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো গম্ভীর কণ্ঠস্বর একমাত্র পঞ্চাশ ইঞ্চি চওড়া বক্ষস্থল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। তার এই কণ্ঠস্বর এক ছন্দোময় তালে ওঠানামা করে, যা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তিনি যেন সমগ্র মানবজাতির এক নেতা এবং যে কোনও জনসভাকে স্বমতে চালিত করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বর্ণনাশক্তিরও অধিকারী এবং পরিহাসরসিক। মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম।

তিনি প্রথমে সভ্যতাবর্জিত বর্বর আদিবাসীদের জীবন নিয়ে বলতে শুরু করলেন। বললেন, এই সব আদিবাসীরা যারা মুক্ত আকাশের তলে পশুর মতো বাস করে তাদের মধ্যে প্রাণের বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে। তারা বজ্র ও বৃষ্টিপাতের কারণ কিছুই বোঝে না। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে কোনও উপকারী অথবা হিংসা ভাবাপন্ন শক্তি কাজ করছে কিনা তাও তারা জানে না। বিজ্ঞান প্রকৃতির এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার শ্রেণীবিন্যাস করে তার ব্যাখ্যা করেছে।

সুতরাং আমাদের জগতে বাইরে কোনও আত্মা বা অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস এক মিথ্যা আশ্রয়ের উপর গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসই বর্তমান সমাজে স্বল্প শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে পরলোকবাদ হিসাবে ফিরে এসে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের কাজ হলো এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা। বিজ্ঞানের কর্তব্য মানেই বিজ্ঞানীর কর্তব্য। আর এই কর্তব্যের খাতিরেই তিনি বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তার পড়ার ঘর থেকে এই প্রকাশ্য জনসভার মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এরপর তিনি এমন এক গল্প বলতে শুরু করলেন যেটা খুব আস্বাদনীয় নয়। গল্পটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ভূতকে নিয়ে। তিনি এক দৃশ্যের কথা বললেন, যে দৃশ্যের একদিকে ছিল কোনও এক মৃতলোকের কিছু হাড়। অন্যদিকে এক বিধবা বসে বসে চোখের জল ফেলছিল। এই সব লোকগুলো মানবজাতির মতে হায়না জন্তুর মতো। যারা মৃতলোকদের কবরগুলো নিয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া করে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের এই কথায় যুক্তিবাদীরা হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং পরলোকবাদীদের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল।

এই শ্রেণীর মানুষদের সকলেই কিন্তু দুর্বৃত্ত বা দুষ্ট প্রকৃতির নয়।

এই কথায় বিরোধীদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ধন্যবাদ প্রফেসর।

প্রফেসর আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু তারা নির্বোধ। যে লোক বিশ্বাস করে যে তার ঠাকুরমা খাবার টেবিলের তলা থেকে পরলোকের সংবাদ পেত! তাকে নির্বোধ বললে কি অত্যুক্তি করা হয়? কোন অসভ্য বর্বর উপজাতির লোক কি এই ধরনের অদ্ভুত কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বরে ভেসে এসেছে? কিন্তু এইসব লোকেরা মৃত্যুর মর্যাদা কেড়ে নিয়ে সমাধিস্তম্ভের মধ্যে প্রশান্ত বিস্বস্থির মধ্যে তাদের নোংরা কাজগুলোকে ঢুকিয়ে দেয়। এইসব কথা বলা একটা ঘৃণ্য কাজ। তবু আমাকে তা করতে হচ্ছে। কারণ একমাত্র ধারাল ছুড়ি ছাড়া ক্যান্সার নামক দূষিত ঘায়ের বৃদ্ধিকে

রোধ করা যায় না। পরলোকে মৃত মানুষেরা যে জীবন যাপন করে সেই জীবনের প্রকৃতি নিয়ে অদ্ভুত জল্পনা-কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন নেই জীবিত মানুষদের। এ জগতে আমাদের অনেক কাজ করার আছে। এ জীবন বড় সুন্দর। যাদের জীবনের কর্তব্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বোধ আছে তারা কখনও এমন কোনও বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না যার উৎসাহ হচ্ছে প্রতারণা। এই প্রতারণার জাল শত শত বার ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে তবু এই প্রতারণামূলক কাজ নতুন করে বহু মানুষকে আকর্ষণ করে। বহু নির্বোধ মানুষকে আকর্ষণ করে। এই সব লোকদের উন্মাদসুলভ অন্ধ বিশ্বাস আর যুক্তিহীন সমস্যার জন্য অপরের কোনও যুক্তিকে তারা মানতেই চায় না।

এই হলো প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের শক্তিশালী মতবাদের আসল সংক্ষিপ্তসার। তাঁর এইসব কথা শুনে বস্তুবাদীরা জোড় উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল। পরলোকবাদীদের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। অবশেষে তাদের এক মুখপাত্র উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখখানা ম্লান দেখালেও এক প্রবল বিরোধী আক্রমণের উত্তর দেবার জন্য সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল সে মুখ।

এই মুখপাত্র ভদ্রলোকের চেহারা এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কোনও গুণ ছিল না যা চ্যালেঞ্জারকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু তাঁর কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল এবং তিনি এমনভাবে যুক্তিগুলোকে উত্থাপন করছিলেন যাতে মনে হচ্ছিল তিনি এই কাজে দক্ষ। মনে হচ্ছিল তিনি এমনই একজন সুদক্ষ কর্মী যাঁর কোথায় কি যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আছে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমাটা এমন ভদ্র ও ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বিনয়ী যা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন যুদ্ধের আগেই পরাজিত হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন এই অনুভব করছেন যে তিনি নিজের ক্ষমতার পরিমাপ না করেই এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এসেছেন যাকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা করেন। তিনি হয়ত ভাবছিলেন যে সব কৃতিত্বের জন্য প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের নাম সারা জগতে প্রতিটি ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়, সেই সব কৃতিত্বের দীর্ঘ তালিকায় একটি মাত্র অভাব আছে আর সেই অভাবটাকে তুলে ধরার জন্যই আজকের এই সভায় তার বক্তব্য জানাতে এসেছেন।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বক্তৃতা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। তাঁর বাগ্মিতা প্রশংসনীয়। তবে তাঁর বক্তৃতার কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি পরলোকবাদ বিরোধীদের দ্বারা প্রদত্ত বিকৃত তথ্য থেকে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেছেন। পরলোকবাদীদের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় যে সব তথ্য আছে সে সব তথ্য তিনি পড়েননি অথবা পড়েও গ্রাহ্য করেননি।

মধ্য ভিক্টোরিয় যুগে প্রতারণামূলক বিভিন্ন ছলচাতুরির উৎস ছিল অজ্ঞতা। চ্যালেঞ্জার টেবিলের পায়ায় হাত দিয়ে পরলোকবাসী যে মহিলার প্রেতাত্মার কথা বলেছেন, সে মহিলা পরলোকতত্ত্বের প্রবক্তা নয়। সুতরাং তার কথা এখানে উল্লেখ করা অবান্তর।

এইসব কথা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো ব্যক্তির মুখে শোভা পায় না। তাঁর এটা জানা উচিৎ প্রতারক মিডিয়ামরা পরলোকবাদীদেরই সবচেয়ে বড় শত্রু। কোন এক মিডিয়ামের প্রতারণার কাজ ধরা পড়লে পরলোকবাদীদের পক্ষ থেকে তাকে ধিক্কার দেওয়া হয়। পরলোকবাদীদের দ্বারাই সে নিন্দিত হয়। প্রতারক মিডিয়ামের প্রতারণার কলা-কৌশল পরলোকবাদীরাই ধরে ফেলে এবং তারাই ঘৃণা ও ক্রোধের সঙ্গে ওই প্রতারকদের হায়নার সঙ্গে তুলনা করে। কেউ যদি স্বাক্ষর জাল করে ছলনার দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে তাহলে কেউ কি ব্যাঙ্ককে দোষ দেয়? এই ধরনের নির্বাচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভায় এই রকম নিম্নবর্ণের বিতর্কে নামা বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যদি পরলোকবাদের সঙ্গে ধর্মের জটিল সম্পর্কটাকে অস্বীকার করতেন অর্থাৎ পরলোকবাদকে ধর্ম থেকে একদম বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন তাহলে তার বক্তব্যের জবাব দেবার কাজটা আরো কঠিন হত। কিন্তু তিনি বস্তুবাদী হিসাবে ধর্ম ও পরলোকতত্ত্ব দুটোকেই অস্বীকার করেছেন। ফলে নিজের অবস্থাকে হেয় করে তুলেছেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যে বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ প্রফেসর রিচেটের লেখা পড়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রফেসর রিচেটের কাজ তিরিশ বছর ধরে চলে আসছে। রিচেট পরলোকতত্ত্বের সব দিকগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হয়তো শ্রোতৃবর্গকে জানাবেন তাঁর কোন্ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য তিনি রিচেট এবং কুকস্‌কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বর বলার সাহস পেলেন। তাঁর বিরোধীরা গোপনে যে সব গবেষণা করেছেন জনগণ সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। সেই ক্ষেত্রে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার নিজে এ বিষয়ে গবেষণা করে জগৎকে জানাতে পারতেন। তা না করে যারা এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বাইরের জগতে তা প্রকাশ করেছে তাদের উপহাস করা এক অবৈজ্ঞানিক ও অশোভন কাজ।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বক্তৃতায় বাগ্মিতা যাই থাক, সে বক্তৃতায় এমন অনেক কথা বলেছেন যা উত্তরের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হলো তার উত্তর তিনি নিজেই জানেন না। সে উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই। তিনি শুধু নিজের মতের কথাই বলেছেন। বিপক্ষদের মতামত গ্রাহ্য করেননি। মনে হয় তিনি শুধু সেই সব পরলোকবাদী ও অবিমৃষ্যকারী লেখকদের লেখাই পড়েছেন যারা কোনও বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান না করে বা তার গভীরে না গিয়ে কেবল উপরিপৃষ্ঠে বিচরণ করেন।

চ্যালেঞ্জার উত্তর দান না করে রেগে ওঠেন। সিংহের মতো কেশর দুলিয়ে গর্জন করতে থাকেন। তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত হলঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তিনি বলে ওঠেন, কোন অধিকারে তারা আশা করে যে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে তাদের উন্মাদসুলভ অনুমানগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য সময় নষ্ট করবে? কতকগুলো জিনিস স্বতঃপ্রমাণিত তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বক্তার উক্তির

মধ্যে থাকে প্রমাণের বীজ। যদি কোন ভদ্রলোক যার নাম জনসাধারণের কাছে পরিচিত নয়, দাবি করেন যে তিনি পরলোক থেকে প্রেতাত্মাদের আনতে পারবেন, তাহলে এই বিজ্ঞ ও সংস্কারমুক্ত দর্শকদের সামনে তাকে তা করতে দিন। যদি তিনি বলেন তিনি পরলোকের বাণী শুনতে পান তাহলে আমাদের সেই বাণী শোনাতে দিন।

পরলোকবাদীরা এই কাজ প্রায়ই করে থাকেন।

চ্যালেঞ্জার বললেন, আপনি তা বললেও আমি তা স্বীকার করব না। আমি আপনার দায়িত্বহীন মন্তব্যগুলো শুনতে এতই অভ্যস্ত যে সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে পারি না।

বক্তার এই কথায় সভায় এক সোরগোল উঠল। বিচারক গ্রেভারসন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

বক্তা আবার আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, যদি তিনি বলেন ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে তাঁরা প্রেরণা পান তাহলে পেখহ্যাম রাই খুনের রহস্য উদ্ঘাটন করুন। যদি স্বর্গের দেবদূতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে তাহলে তিনি আমাদের এমন দর্শনতত্ত্ব যা কোনও সত্যভাবের দ্বারা উদ্ভাবিত কোন তত্ত্ব থেকে অনেক উচ্চস্তরে। বিজ্ঞানের এই মিথ্যা আড়ম্বর অজ্ঞতারই এক ছদ্মরূপ। পরলোক সম্বন্ধীয় কল্পনাজনিত যতসব ভূতপ্রেত ও এক্টোপ্লাজম নিয়ে এইসব দুর্ভেদ্য কথার কচকচানি কু-সংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকার দ্বারা সৃষ্ট এক অবৈধ সন্তান ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে কোনও ঘটনার বিষয় প্রমাণিত হয়েছে, সেখানে কোনও কোনও লোক দুর্নীতির কথা তুলেছে। প্রতিটি মিডিয়াম হলো প্রতারক।

এমন সময় মিডিয়াম লিনডেনের প্রতিবেশী এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "আপনি মিথ্যাবাদী।"

সভাগৃহ পরলোকবাদের সমর্থকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

বক্তৃতাটা ছিল খুবই জোরালো কিন্তু দর্শকদের উপর তার বিশেষ প্রভাবটা দেখা গেল না। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার নামে মহান ব্যক্তিটি কিছুটা ঘা খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত হাতিয়ার বা সাজ-সরঞ্জামের বস্তু সংগ্রহ করে আসা উচিৎ ছিল তাঁর। তা না থাকায় তিনি কতগুলো ক্রুদ্ধ বাক্যবিন্যাস আর কতগুলো দায়িত্বহীন মন্তব্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ ও দায়িত্বহীন মন্তব্য একমাত্র সেখানেই করা যায় যেখানে এই সব কথার সুযোগ নেবার মতো বিপক্ষদলের কেউ নেই। পরলোকবাদীরা ক্রুদ্ধ না হয়ে আনন্দিতই হলো। বস্তুবাদীরা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

এমন সময় জেমস স্মিথ তাঁর শেষ কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখে ছিল দুষ্টু হাসি। তাঁর গোটা চেহারাটার মধ্যে ত্রাস সঞ্চারকারী একটা ভাব ছিল।

তিনি বললেন, আমরা এই সুযোগ্য বিরোধীর কাছ থেকে আরও বৈজ্ঞানিক মনোভাব আশা করেছিলাম। এটা আশ্চর্য ঘটনা যে যখন কোনও বিজ্ঞানী ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন তখন তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের প্রতি হাস্যাস্পদ বিরোধিতায় ফেটে পড়েন।

তাঁর মনে রাখা উচিৎ তাঁর প্রতিপক্ষরা কোনও বিষয়ে পরীক্ষা না করে সেটাকে বাজে বলে বাতিল করেন না। আমরা সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে বেতার দেখছি। এইভাবে কত অসম্ভব বস্তুকে সম্ভব হতে দেখেছি আমরা। আগে থেকে এ কথা বলা খুবই বিপজ্জনক যে কোন জিনিস অসম্ভব। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এই ভুলের মধ্যে পড়ে গেছেন। তিনি তাঁর সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করেছেন যে জ্ঞান তিনি তাঁর নিজস্ব বিষয়ের বুৎপত্তি থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু যে বিষয়ে তাঁর বুৎপত্তি নেই, সে বিষয়ে তাঁর নিন্দা করা উচিৎ নয়। আসল কথা এই যে তিনি একজন শরীরতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি পরলোকতত্ত্বের উপর ইচ্ছামতো মন্তব্য করবেন এবং তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করবেন।

এটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার নিজেকে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে ভাব দেখাচ্ছেন সেই বিষয়ে লিখিত প্রামাণ্য লেখাগুলো পড়েননি। তিনি কি দর্শকদের বলতে পারেন স্কেনেক নটজি মিডিয়াম হিসাবে কেমন ? তিনি কি বলতে পারেন লিপজিগে প্রফেসর জোলনার-এর পরীক্ষাকার্যের বিষয়বস্তু কি ? কি এখনও নীরব ? কিন্তু এগুলো হলো আলোচ্য বিষয়ের এক-একটি দিক। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ব্যক্তিগতভাবে সরল মন নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাননি। কিন্তু তাঁর দিক থেকে সরলতার প্রয়োজন ছিল। প্রফেসর কি জানেন, যে এক্টোপ্লাজামকে তিনি উপহাস করেছেন সেই এক্টোপ্লাজম-এর অস্তিত্ব কুড়িজন বিশিষ্ট জার্মান প্রফেসর স্বীকার করেছেন ? এই সব ভদ্রমহোদয়গণ যা জোর দিয়ে বলেছেন এবং যে মত প্রকাশ করেছেন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার কেমন করে তা অস্বীকার করবেন ? তিনি কি তাদের বিরোধিতা করে বলবেন, তারা অপরাধী অথবা নির্বোধ! আসল কথা এই যে তিনি আলোচ্য বিষয়টা ভালভাবে না জেনে এই হলঘরে বক্তৃতা দিতে এসেছেন এবং এই প্রথম বিষয়টা' শিখছেন। একটা কথা তাঁর জানা নেই যে পরলোকতত্ত্বের ব্যাপারটাকে এই আলোকিত হলঘরে সকলের সামনে প্রকাশিত করা যায় না। তিনি তা জানলে কখনই এই অসঙ্গত অনুরোধ করতেন না। পরলোকতত্ত্বের প্রতিটি শিক্ষার্থী একথা জানে যে পরলোক থেকে আগত কোনও প্রেত আলোর মধ্যে মিলিয়ে যায়। অশরীরী প্রেত কোনও প্রকারে শরীর ধারণ করলেও সে শরীর আলো সহ্য করতে পারে না। যেমন পেকহাম রাই মার্ডার কেসের ক্ষেত্রে কেউ দাবি করে না যে দেবদূতদের জগৎ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সন্নিহিত কোনও স্থান। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো ব্যক্তির পক্ষে এইভাবে জনসাধারণের চোখে ধুলো দেওয়া উচিৎ কাজ হয়নি।

এমন সময় এক বিস্ফোরণ ঘটল। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর চেয়ার ঘসতে লাগলেন। তিনি তাঁর দাড়িটা নিয়ে নিজেই টানাটানি করতে লাগলেন। তিনি চোখদুটো বড় বড় করে বক্তার দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর তিনি হঠাৎ আহত সিংহের মতো লাফ দিয়ে সভাপতির টেবিলের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। সভাপতি ভদ্রলোক

তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর হাত দুটো কোলের উপর জড়ো করা ছিল। হঠাৎ এক প্রেতমূর্তির মতো চ্যালেঞ্জার তাঁর সামনে এসে পড়তেই তিনি ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। আর তার ফলেই তিনি অর্কেস্ট্রার উপর পড়ে গেলেন।

সভাপতি চ্যালেঞ্জারকে বললেন, বসুন স্যার, বসুন।

চ্যালেঞ্জার গর্জন করে বলে উঠলেন, না, আমি বসব না। সভাপতি হিসাবে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং প্রশ্ন করছি, আমাকে কি এখানে অপমান করার জন্য আনা হয়েছে? সভার এইসব কাজকর্ম অসহ্য। আমি আর সহ্য করব না। আমার ব্যক্তিগত সম্মান নিয়ে যেখানে টানাটানি হয় সেখানে নিজের হাতে ব্যাপারটা তুলে নেওয়াই হবে আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কাজ।

যারা অপরের মতামত সহ্য করতে পারেন না চ্যালেঞ্জার তাঁদের অন্যতম। অপরের কেউ তাঁর মতের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। বিরোধী বক্তার আক্রমণাত্মক বাক্যগুলি কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চ্যালেঞ্জারকে। তিনি সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আর কোনও কথা না বলে সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে একটা ঘুষি তুললেন। তাঁর প্রতিপক্ষ বক্তার মুখে উপহাসের হাসি ফুটতেই তা দেখে চ্যালেঞ্জার আরও রেগে গিয়ে স্থূলদেহী সভাপতিকে মঞ্চের উপর টেনে আনলেন। সভায় তুমুল গণ্ডগোল শুরু হলো। যুক্তিবাদীদের অর্ধেক নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল এবং বাকি অর্ধেক তাদের নেতার সমর্থনে 'শেম' 'শেম' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বস্তুবাদীদের অনেকে ধিক্কারসূচক চিৎকারে ফেটে পড়ল। এবং তাদের অনেকেই তাদের নেতাকে দৈহিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মঞ্চের দিকে ছুটে গেল।

লর্ড রক্সটন ম্যালনকে বললেন, আমাদের প্রিয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি ওকে সরিয়ে নিয়ে না যাই তাহলে উনি কাউকে খুন করে বসবেন। বৃদ্ধ হলেও ওঁর কোনও দায়িত্ববোধ নেই। রাগের মাথায় হঠকারিতার সঙ্গে কোন কাজ করে ফেললে পরে ওকে দুঃখভোগ করতে হবে। গোটা মঞ্চটা ক্রুদ্ধ জনতার ভিড়ে ভরে উঠল। পরস্পরের মধ্যে বিরাট বাক্‌যুদ্ধ চলতে লাগল। সে তুলনায় শ্রোতারা অনেকেই শান্ত ছিল। এই সময় লর্ড রক্সটন ও ম্যালন তাদের কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে মঞ্চের উপর চ্যালেঞ্জারের পাশে গেলেন। তারপর কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সাহায্যে তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলেন। চ্যালেঞ্জার তখনও রাগে গর্জন করতে করতে তাঁর অভিযোগের কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হলো।

পরদিন সকালে 'দি টাইমস্' পত্রিকা এই ঘটনাটিকে সবচেয়ে শোচনীয় এক ঘটনা বলে মন্তব্য করল। এই ঘটনা বিতর্কসভার বিপদের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিল।

এই সভায় এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় যা বক্তা অথবা শ্রোতাদের একটা বিদ্বেষের আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর তাঁর প্রতিপক্ষকে কদর্য ভাষায় গালি দেন। এর দ্বারা বোঝা যায় দুই পক্ষের বিতর্ক-বিবাদ বক্তাদের কত নীচে নিয়ে যেতে পারে।

এই ঘটনার পরদিন সকালে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর ঘরে বসে দি টাইমস পত্রিকাটি খুলে তাতে প্রকাশিত সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার বিবরণ পড়লেন, তখন তাঁর মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল এবং তাঁর ভ্রূ-দুটো কুচকে উঠল। কিন্তু ম্যালন তাঁর এই মন-মেজাজের অবস্থার কথা না জেনেই বা না ভেবেই নিতান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য ঘরে ঢুকল। পরে বুঝল এই মুহূর্তে প্রফেসরের ঘরে ঢোকাটা তার পক্ষে বিচক্ষণতার কাজ হয়নি। তবে এই মুহূর্তটা বেছে নেবার একটা কারণও আছে। চ্যালেঞ্জার মানুষটা বদমেজাজী হলেও তাঁর প্রতি তার একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব আছে। আর এই জন্যই সে জানতে চায় গত রাতের জনসভায় ঘটে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনাটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাঁর মনে।

ম্যালনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার "অসহ্য" বলে চিৎকার করে উঠলেন।

ম্যালনের মনে হলো তিনি সারা রাতই বারবার এ কথাটা গর্জন করেছেন।

তিনি আবার ম্যালনকে বললেন, তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলে। ওইসব লোকগুলোর প্রতি তোমার তো আবার ঢালাও সহানুভূতি আছে। একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে সভায় ওদের আচরণ একেবারে অসহ্য। সভার কাজকর্ম সবই আমার পক্ষে অপমানজনক। তাই আমার প্রতিবাদ যে অতি অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। অবশ্য আমি চেয়ারম্যান-এর সামনের টেবিলটা সাইকিক কলেজের প্রফেসরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অশোভন কাজ করেছি। কিন্তু ওরা আমাকে অতিমাত্রায় উজ্জীবিত করে তোলে বলে আমি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমার হয়ত সে লোকটার বক্তৃতার কথা মনে আছে। লোকটার নাম স্মিথ বা ব্রাউন। যাই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। লোকটার এতদূর স্পর্ধা যে বলে, আমি এ ব্যাপারে অন্ধ। আমি নাকি জনসাধারণের চোখে ধুলো দিচ্ছি।

ম্যালন বলল, সত্যিই তাই, আপনি দু'-একটা আঘাতও পেয়েছেন দেহে।

চ্যালেঞ্জারের চেহারাটা একটু নত হলো। তিনি আনন্দের সঙ্গে হাত দুটো ঘষতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমার কয়েকটা ঘাইও ওদের গায়ে লেগেছে ওরা তা ভুলতে পারবে না। তখন ওরা কুকুরছানার মতো চিৎকার করছিল। ওরা জানে না, আমার বিরুদ্ধে বই না পড়ার অভিযোগ কত বিপজ্জনক। সে যাই হোক তুমি আজ সকালে এসে ভালোই করেছ। এখন বল গতকাল আমি সভায় যা বলেছি তা তোমার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ওদের বিষয়ে তোমার মতামত

পুনঃবিবেচনা করতে রাজী আছ কি না? আমি মনে করি ওদের প্রতি তোমার সহানুভূতিসূচক অভিমত তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের উপর বড়ই চাপ সৃষ্টি করছে।

ম্যালন এবার সাহস করে একটা কিছু বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সে বলল, আজ আপনাকে অন্য একটা কথা বলব মনে করে ঘরে ঢুকেছিলাম। আপনি জানেন আপনার মেয়ে এনিডের সঙ্গে কিছুদিন ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আপনার মেয়ে এখন বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে না পাওয়া পর্যন্ত সুখী হতে পারব না। আমি ধনী নই কিন্তু কোনও কাগজের সহ সম্পাদকের একটা চাকরির প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে। এখন আমি অবশ্যই বিয়ে করতে পারি। আপনি আমাকে অনেকদিন ধরে চেনেন এবং আমার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি এ ব্যাপারে আপনার সমর্থন আমি পাব।

আমার দৃষ্টিশক্তি এত ক্ষীণ নয় যে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু এই প্রসঙ্গটির সঙ্গে আমাদের বর্তমান আলোচিত প্রসঙ্গটি নিবিড়ভাবে জড়িত। তোমাদের এই সম্পর্কটা এমনই এক ভুল ও কুসংস্কারের মধ্যে গড়ে উঠেছে যার বিরুদ্ধে আমি সারাজীবন লড়াই করে চলেছি। এই দুর্বল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা তোমাদের এই সম্পর্কটাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তাই আমি তোমার কাছে একটা নির্দিষ্ট মতবাদ চাই যে মতবাদে ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি আমার মেয়ের কাছ থেকেও একই কথা জানতে চাইব।

সহসা ম্যালনের মনে হলো জগতের যতসব মহান শহিদ নামের তালিকায় তার নামটা অন্তর্ভুক্ত হলো। ব্যাপারটা খুবই সঙ্কটজনক তবু সত্যিকারের পুরুষের মতো সেই সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে উঠল।

আমি আমার মতবাদের কথা প্রকাশ করলে আপনি নিশ্চয় আমাকে ভাল বলবেন না। তবে সে মতামত সত্য মিথ্যা যাই হোক আমি তা পরিবর্তন করতে পারব না। আমার মনে হয় এনিডও এই মতই পোষণ করবে।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনে কর গত রাতে আমার বক্তৃতাটা ভাল হয়নি?

ম্যালন বলল, আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই বাগ্মিতাপূর্ণ হয়েছিল বলেই মনে করি।

আমার কথা আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পেরেছি তো?

আমার বুদ্ধি আপনার কথাগুলো ঠিক ধরতে পারেনি।

অথচ কোনও মায়াবী যাদুকর তোমার বুদ্ধিকে সহজেই প্রতারিত করতে পারে।

আমার মনে হয় স্যার আমি এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছি।

চ্যালেঞ্জার এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ম্যালনের দিকে কটমট করে গর্জন করে বলে উঠলেন, তাহলে আমিও আমার মনস্থির করে ফেলেছি। তুমি এ বাড়িতে ঢুকবে না। একমাত্র যেদিন তুমি তোমার বুদ্ধি ফিরে পাবে সেই দিনই তুমি এ বাড়িতে ঢুকতে পারবে।

ম্যালন বলল, মুহূর্তের জন্য আমার একটা কথা শুনুন স্যার। আমার প্রার্থনা আপনি এতখানি কড়া হবেন না। আমি আপনার বন্ধুত্বকে এমনই মূল্যবান মনে করি যে এই বন্ধুত্ব হারানোর ব্যাপারটাকে পরিহার করতে চাই। আমার মনে হয় আপনি যদি বন্ধুভাবে আমাকে এ বিষয়ে পরিচালনা করেন তাহলে আমি এই সব বিষয়গুলোকে আরও ভাল করে বুঝতে পারব যে সব বিষয় এখন আমাকে হতবুদ্ধি করে তুলেছে। যদি আমি আপনার গবেষণাগারে আপনার কাজ দেখার সুযোগ পাই তাহলে আপনার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি যথেষ্ট আলোকপাত করবে যে সব বিষয় আমি এখন বুঝতে পারছি না ঠিকমতো।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তোষামোদ খুবই পছন্দ করতেন। তিনি ম্যালনের কথা শুনে আনন্দ-চঞ্চল কোনও এক পাখির মতো ডানাগুলো নাড়তে লাগলেন।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবার অনেকখানি নরম হয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় ম্যালন, আমি তোমাকে এ বিষয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি। আমরা পরলোকতত্ত্বের এই ব্যাপারটাকে কি বলব ?—'মাইক্রোবাস স্পিরিচুয়ালেনেসিস'। আমি তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি আমার অবসর সময়ের কিছুটা সময় ব্যয় করে সেইসব বড় বড় ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেব যে ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছ তুমি অতি সহজেই। আমি বলছি না যে তোমার মস্তিষ্কে বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তবে তুমি সরল প্রকৃতির মানুষ হওয়ার জন্য যে কেউ তোমাকে বাজে কথা বুঝিয়ে দেয়। অর্থাৎ তোমার বিচারশক্তি নেই। আমি চাই তুমি আমার কাছ থেকে গবেষণাগারে ব্যবহৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করে তদন্ত কার্য শুরু কর। এইক্ষেত্রে আমি আমার স্বভাবমতো বিশারদ হিসেবেই কাজ করতে চাই।

ম্যালন বলল, আমি এটাই চাই।

তাহলে তুমি এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা করলে আমি ঠিক সেখানে উপস্থিত থাকব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি চাই যে তুমি ও এনিড তোমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটাকে আর টানবে না।

ম্যালন একটু ইতস্তত করে বলল, আমি ছ'মাসের জন্য কথা দিতে পারি।

ছ'মাস পরে তুমি কি করতে চাও ?

সেটা আমি তখনই চিন্তা করব। এই বলে ম্যালন অতি সহজে কঠিন পরিস্থিতিটা এড়িয়ে গেল।

ম্যালন যখন বারান্দায় লিফটের জন্য দাঁড়াল, তখন বাজার করে ফিরে আসা এনিডকে লিফটের মধ্যে দেখতে পেল। সে এনিডকে তার সাথে নিচে নামতে বলল। ম্যালন এনিডকে নিয়ে লিফটে ঢুকে লিফট চালিয়ে দিল কিন্তু নিচের তলায় পৌঁছবার আগেই যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য লিফটটা আটকে গেল। প্রায় পনের মিনিট লিফটটা আটকে থাকার পর দু'জনে যখন আপন আপন গন্তব্যস্থলে চলে গেল তখন প্রেমিক প্রেমিকা দু'জনেই ছয় মাস অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তারা এই আশায় রইল যে তাদের পরীক্ষাকার্য সফল হবে।

১৪
চ্যালেঞ্জার এক অদ্ভুত সহকর্মীর সাক্ষাৎ পেলেন

চ্যালেঞ্জার এমনি একজন মানুষ যিনি সহজে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে আগে তাকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে হবে। তিনি কোনও সম্পর্ককে স্বীকার করতে পারেন না। তবে কারও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না। তিনি যখন দেবরাজ জোভের মতো কাউকে সাহায্য করতে নেমে আসেন তখন তাঁর মুখে লেগে থাকে এক কৌতুকের হাসি। তখন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বে অনুগৃহীত ব্যক্তিত্ব সহজেই বশীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যাই হোক তাঁর কতগুলো মানবিক গুণের দরকার ছিল। কারও নির্বুদ্ধিতা দেখলেই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠতেন। কারও দেহটা কুৎসিত বা খারাপ দেখলেই তিনি বিরূপ হয়ে উঠতেন তার প্রতি। জগতের যে লোককে সবাই প্রশংসা করত সেই ব্যক্তির সঙ্গ লাভের জন্য মনে মনে লালায়িত হতেন তিনি। তবে সেই ব্যক্তি যদি তাঁর মধ্যে যে অতিমানব আছে বলে তাঁর প্রশংসা না করত তাহলে সে ব্যক্তির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতেন না তিনি। অর্থাৎ যিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন তাকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জারকে প্রশংসা করতে হবে। তা না করলে চ্যালেঞ্জার তাকে কখনও খাতির করবেন না। এইসব দিক থেকে ডঃ রস স্কটন ছিলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের অন্যতম প্রিয় ব্যক্তি।

ডঃ রস স্কটন দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ভুগে মরণাপন্ন হয়ে উঠেছেন। সেন্ট মেরী হাসপাতালে ডাঃ অ্যাটকিংসন তাঁর চিকিৎসা করে আসছেন। ডাঃ অ্যাটকিংসনও পরলোকতত্ত্বের ব্যাপারে কিছু কাজ করেছেন। তিনি চিকিৎসক হিসাবে ডঃ রসের অবস্থা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। চ্যালেঞ্জার জানেন ডাঃ অ্যাটকিংসন অহেতুক ভয় দেখাননি। রোগীর আরোগ্যলাভের আশা খুবই কম। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যান যে, ডঃ রসের মতো কৃতী যুবক যিনি এরই মধ্যে 'দি এমর্বিওলজি অফ্ দি সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম' ও 'দি ফ্যালাসি অফ্ দি অবসনিক ইনডেক্স' এই দুটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখে নাম করেছেন, তাঁর জীবন এখনই শেষ হতে চলেছে। তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি তাঁর দেহগত রসায়নের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং তাঁর ব্যক্তিগত দেহ ও আত্মা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। তথাপি প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তাঁর কাঁধ দুটোকে ঝাঁকিয়ে ও ভারী মাথাটা নেড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমোঘ অপরিহার্যকে মেনে নিলেন।

প্রতিদিনই যে খবর আসতে থাকে সে খবর আগের খবরের থেকেও খারাপ। অর্থাৎ রোগীর অবস্থা খারাপ থেকে আরও বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল আর কোনও খবর নেই। কুলক্ষণা কিন্তু এক দীর্ঘ নিরবতা। অবশেষে একদিন আর থাকতে না পেরে তিনি গাওয়ার স্ট্রীটে তাঁর প্রিয় যুবক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেলেন। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। সে কথা বলা তো দূরের কথা তা মনে করতেও খারাপ লাগে চ্যালেঞ্জারের। তিনি বুঝতে পারলেন রোগীর দেহে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে

অথচ রোগী কোনওরূপ চিৎকার বা আর্তনাদ করতে পারছে না। আর্তনাদ করতে পারলে যন্ত্রণা কিছুটা উপশম হত। কিন্তু রোগী তা করছে না কারণ তাতে তাঁর পৌরুষে বাধছে। সে ঠোঁট দুটো কামড়ে আর্তনাদ চেপে রাখছে। জলে ডুবে যেতে থাকা কোনও ব্যক্তি যেমন সামান্য এক কাঠের টুকরোকেও জড়িয়ে ধরে, রোগী তেমনি বিছানার একটা বালিশকে বারবার জড়িয়ে ধরছিল।

অবশেষে রোগী চ্যালেঞ্জারকে বললেন, আপনি সত্যি কি কোনও উপায় দেখছেন না। আমাকে কি দীর্ঘকাল ধরে এই অসহনীয় যন্ত্রণার পীড়ন সহ্য করতে হবে? আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে আপনি কি কোনও আলো দেখতে পাচ্ছেন না?

ঘটনা যতই দুর্বিষহ হোক না কেন তার সম্মুখীন হতে হবে বাছা। হালকা কল্পনার সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়ার থেকে বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হওয়া অনেক ভাল।

অবশেষে রোগীর চেপে রাখা ঠোঁট দুটো হঠাৎ খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর থেকে এক গভীর চাপা অন্ধকার ফেটে বেরিয়ে এল। চ্যালেঞ্জার রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন সকালে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। ঘটনার সূত্রপাত হলো মিস ডেলিসিয়া ফ্রিম্যান নামে এক মহিলার আবির্ভাবে। একদিন সকালে ভিক্টোরিয়া ফ্ল্যাটের দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। অস্টিন নীচে চোখ নামিয়ে দেখল দরজার সামনে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলার চেহারাটা ছোটখাটো। তার মুখটা রোগা-রোগা কিন্তু চোখ দুটো তীক্ষ্ণ। সে তার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে উপরের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে।

মহিলা বলল, আমি প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উপর থেকে কে বলল, তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না। মহিলা এই ভেবে এখানে এসেছে যে এই বাড়িতে প্রফেসরের সান্নিধ্যে এসে সে কিছু কাজ করতে পাবে।

"আমাকে অবশ্যই দেখা করতে হবে।" এই বলে মিস ফ্রিম্যান চাকরের বাধা ঠেলে ফ্ল্যাটে গিয়ে এক অভ্রান্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটি গোপন পড়ার ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় একবার করাঘাত করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ছড়ানো কাগজপত্রে ভরা একটা টেবিলের পাশ থেকে সিংহের মতো গম্ভীরভাবে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ ও জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহিলার দিকে তাকালেন প্রফেসর।

প্রফেসর সিংহের মতোই গর্জন করে উঠলেন, বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশের অর্থ কি?

কিন্তু মহিলা এই কথায় কোনওরূপ লজ্জা বা ভয় পেল না। সে মুখে একফালি মিষ্টি হাসি নিয়ে প্রফেসরের জ্বলন্ত চোখ দুটোর পানে তাকাল। তারপর মহিলা শান্তকণ্ঠে বলল, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাই। আমার নাম ডেলিসিয়া ফ্রিম্যান।

প্রফেসর চিৎকার করে ভৃত্য অস্টিন-এর নাম ধরে ডাকলেন। দরজার কোণে

ভৃত্য অস্টিন-এর মুখ দেখা গেল। প্রফেসর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এই মহিলা কিভাবে এখানে এল?

অস্টিন আর্তনাদের সুরে বলল, উনি আমার বাধা মানেননি।

এবার মহিলা প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নির্ভীকভাবে বলল, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না স্যার। আমি লোকমুখে শুনেছি আপনি নাকি এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। সিংহের মতোই ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমি মনে করি আপনি হরিণের মতো শান্ত।

প্রফেসর মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কি চাও? তুমি কি জান না আমি লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ।

মিস ফ্রিম্যান কোন কথা না বলে তার ব্যাগটার মধ্যে কি খুঁজতে লাগল। তার ব্যাগে নানা ধরনের পুস্তিকা, প্রচারপত্র ও পরলোকতত্ত্বের ইস্তাহার ছিল। সে একটা হিজিবিজি হাতে লেখা কাগজ বের করল। কাগজটা বের করে বলল, এটা ডঃ রস স্কটন পাঠিয়েছেন।

লেখাটা এত খারাপ যে বোঝাই যায় না। তাছাড়া কাগজটা ব্যস্ততার সঙ্গে ভাঁজ করা হয়েছে।

হে আমার বন্ধু ও পরিচালক, দয়া করে শুনবেন কি এই মহিলা কি বলে? আমি জানি তার কথা হবে আপনার মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাই মোটেই আপনার তাকে ভাল লাগবে না। আপনি নিজেই বলেছিলেন আমার বাঁচার কোনও আশা নেই। কিন্তু আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং কিছুটা আশা পেয়েছি। আমি জানি আশার কথাগুলো উন্মাদের মতো মনে হবে আপনার কাছে। কিন্তু কোনও আশা না থাকার চেয়ে যেকোনও ভাবে পাওয়া একটা আশা থাকা ভাল। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও তাই করতেন। আপনি কি আপনার সমস্ত বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে সাদা মন নিয়ে একবার দেখতে আসবেন না? ডঃ ফেলকন তিনটের সময় আসবেন।

রস স্কটন।

চ্যালেঞ্জার রস স্কটনের চিঠিটা দু'বার পড়লেন। চিঠির বিষয়বস্তুর উপর তার মাথাটা গুলিয়ে গেল। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপারটা বলত, তুমি বল আমি শুনব। তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বল।

মহিলা বলল, আমি বলছি এক প্রেত ডাক্তারের কথা।

চ্যালেঞ্জার তাঁর চেয়ারে বসে চমকে উঠলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, হা ভগবান! এইসব বাজে ব্যাপারগুলো থেকে আমি কি কখনও নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব না? ওরা কি লোকটাকে মৃত্যু শয্যায় শান্তিতে শুয়ে থাকতে দেবে না? যতসব ভূতপ্রেতদের টেনে এনে ওর উপর ছলচাতুরি করবে।

এই কথা শুনে মিস ডেলিসিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখমুখ।

মিস ডেলিসিয়া বলল, তিনি কিন্তু আর মৃত্যুশয্যায় নেই, তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কে একথা বলেছে?

ডঃ ফেলকিন বলেছেন, তিনি কখনও ভুল করেন না।

চ্যালেঞ্জার কোনও কথা না বলে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন।

ডেলিসিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সম্প্রতি রোগীকে দেখেছেন?

কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখিনি।

আপনি এখন তাকে দেখলে চিনতেই পারবেন না। তার সব রোগ প্রায় সেরে গেছে।

সেরে গেছে মানে? কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেক্লরোসিস রোগ থেকে সেরে উঠেছে?

আপনি গিয়ে দেখুন।

তুমি আমাকে নরকে গিয়ে অনুসন্ধান করতে বলছ? ওইসব বাজে লোকগুলো তাদের প্রমাণপত্রে আমার নামটাও যুক্ত করে দেবে। আমি ওদের চিনি। যদি আমি সেখানে যাই তাহলে রোগীটার গলা ধরে তাকে উপর থেকে সিঁড়ির নিচে ফেলে দেব।

মহিলা প্রাণখুলে হাসতে লাগল। তারপর বলল, রোগী তাহলে আপনাকে বলবে আমাকে আঘাত করার আগে আমার কথা শুনুন। আগে আপনি তার কথা শুনবেন। আপনার ছাত্ররা আপনারই প্রকৃত প্রতিরূপ। আপনার ছাত্র বলেই এইভাবে এক যুক্তিহীন উপায়ে আরোগ্যলাভ করায় তিনি লজ্জিত। আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডঃ ফেলকিনের কাছে গিয়েছিলাম।

ও, তুমি তাহলে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলে। তুমি কিন্তু একটা বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলে।

আমি যতক্ষণ বুঝব আমি ঠিক করছি ততক্ষণ যেকোনও দায়িত্বভার নেবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। আমি ডাঃ অ্যাটকিংসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জানেন। আপনাদের মতো বিজ্ঞানীদের থেকে তিনি অনেক কম বিদ্বেষভাবাপন্ন। তিনি আমাকে বললেন, একটা মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাবার জন্য যে কোন কিছুর আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। ডঃ ফেলকিন এসেছিলেন।

আচ্ছা বলত কিভাবে হাতুড়ে ডাক্তারটা রোগের চিকিৎসা করতে লাগল?

এই জন্যই তো ডঃ রস স্কটন আপনাকে ডেকেছেন।

এই বলে মহিলা তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা হাতঘড়ি বার করে সময় দেখতে লাগল। আমি আপনার বন্ধুকে বলেছিলাম আপনি একঘন্টার মধ্যে তার কাছে যাবেন। আপনি অবশ্যই যাবেন স্যার। আপনি তাকে নিরাশ করবেন না। এই বলে মিস ডেলিসিয়া তার ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেটা দিয়ে বলল, বেসারাবিয়ান প্রশ্নের উপর সম্প্রতি একটা সেট বেরিয়েছে। এটা কত গুরুত্বপূর্ণ লোকে তা ভাবতেই পারে না। আপনি আমাদের ওখানে যাবার আগে এটা পড়ে নেবেন। বিদায় প্রফেসর, এই বলে মহিলা গর্জনরত সিংহস্বরূপ প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিস ডেলিসিয়া যে কাজের জন্য এসেছিল সে কাজ সফল করে গেল। তার মুখে এমন একটা ভাব ছিল যা দেখে যে কেউ বশীভূত হতে পারত। মনে হয় যেকোনও দস্যু বা বয়ঃপ্রবীণ ব্যক্তিকেও বশে আনতে পারার শক্তি তার আছে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারও মহিলার এই ঘায়ে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি সোজা রস স্কটনের বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তার শোবার ঘরে ঢুকেই দেখলেন তার প্রিয় ছাত্র রস স্কটন বিছানায় লাল ড্রেসিং গাউন পরে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। ছাত্রের মুখপানে তাকিয়েই বিস্ময়ে ও আনন্দে চমকে উঠলেন প্রফেসর। তিনি দেখলেন আগে একদিন যে মুখে হতাশা আর মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল আজ সে মুখে আলো ও প্রাণচঞ্চলতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

ডঃ রস বললেন, ব্যাপারটা আমি বলছি শুনুন, যে মুহূর্তে ডঃ ফেলকিন ডাঃ অ্যাটকিংসনের সঙ্গে প্রথম আমার ব্যাপারে আলোচনা করেন সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করি আমার প্রাণশক্তি ফিরে আসছে আমার মধ্যে। রস বললেন, রাত্রিতে যখন রোগ জীবাণুগুলো দেহের ভিতরটাকে কুরে কুরে খায় তখন সারা রাত বিছানায় শুয়ে থাকা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমি যেন রোগ জীবাণুগুলোর শব্দ শুনতে পেতাম। তাদের কামড়ানিতে আমার ক্রমাগত কঙ্কালের মতো চেহারাটা মুচড়ে উঠত। এখন সেই প্রিয়বন্ধু ফেলকিনের সহায়তায় সেই সব যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্ত। এখন অল্পকিছু পেটের অসুখ ছাড়া তো আমার আর কোনও রোগই নেই।

এই বলে রস হাত দিয়ে কাকে যেন দেখাতে চাইলেন। চ্যালেঞ্জার ভাবলেন রস হয়ত কোনও ডাক্তারকে দেখাতে চাইছেন কিন্তু সেখানে কোনও ডাক্তার নেই। কেবল শীর্ণ দেহ এক মহিলা আছে। দেখে নার্স বলে মনে হয়। একমাথা বাদামী চুল নিয়ে ঘরের এককোণে ঝিমোচ্ছিল। মিস ডেলিসিয়া হাসি মুখে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

চ্যালেঞ্জার বললেন, তুমি ভাল হয়ে উঠেছ দেখে আমি আনন্দিত। তবে যুক্তিবোধকে বিসর্জন দিও না। এই সব রোগ স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে-কমে।

রুক্ষ রস বললেন, ডঃ ফেলকিন আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। ওর মন থেকে সংশয় দূর করুন।

চ্যালেঞ্জার দেখলেন তাঁর ছাত্র কোনও ডাক্তারকে সম্বোধন করে কথা বলছে। অথচ সেখানে কোনও ডাক্তারকে দেখা যাচ্ছে না।

চ্যালেঞ্জার তখন ভাবলেন বাতাসে ভেসে বেড়ান কোনও অদৃশ্য প্রেত হয়ত তার ছাত্রের রোগ সারাচ্ছে। দুষ্টু হাসি হেসে মিস ডেলিসিয়া চ্যালেঞ্জারকে বলল, এবার আমি ডঃ ফেলকিনের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

"কি পাগলামির ব্যাপার!" এই বলে চিৎকার করে উঠলেন চ্যালেঞ্জার।

সেই নার্স এবার ঘরের কোণ থেকে উঠে তার পোশাকের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে কি যেন বলল, তারপর অধৈর্যভাবে হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করল।

এরপর নার্স বলে যেতে লাগল, আমি ল্যানেক-এর আগের যুগের। আমি একটা

নস্যির বাক্স নিয়ে চিকিৎসা করে বেড়াতাম। তখন স্টেথোস্কোপ ছিল না। তবে রোগ নির্ণয়ের একটা ব্যাটারি ছিল। আর যা কিছু ওষুধপত্র সেই নস্যির বাক্সটার মধ্যেই থাকত। তাতেই রোগীর শান্তি হত। আমি তোমাকে সেই সর্বরোগহর ওষুধ দিয়েছি।

এই সব কথা যখন বলা হচ্ছিল তখন চ্যালেঞ্জার স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁর নাসারন্ধ্র দুটো ফুলে উঠেছিল। এক অপার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ছিলেন তিনি। এরপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে বিছানার দিকে তাকালেন। তারপর রসকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি বলতে চাও এই তোমার ডাক্তার আর এরই পরামর্শ তুমি গ্রহণ কর।

নার্সটি ঘাড় শক্ত করে বলল, আমি আপনার সঙ্গে উত্তপ্ত কথা বলতে চাই না। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করছি আপনি পার্থিব বিষয় ও বাস্তবজ্ঞানের মধ্যে এমনভাবে ডুবে আছেন যে, আত্মার ক্রিয়াকর্ম জানার ব্যাপারে কোনও সময় দিতে পারেন না।

চ্যালেঞ্জার বললেন, বাজে কাজে মন দেবার মতো সময় আমার নেই।

বিছানা থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে রোগী বলল, হে আমার গুরু, আমি আপনাকে একথা মনে করার জন্য অনুরোধ করছি যে ডঃ ফেলকিন আমার জন্য এরই মধ্যে অনেক কিছু করেছেন। ডঃ ফেলকিন আমার পরম বন্ধুরূপে আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না।

মিস ডেলিয়িসা বলল, আমাদের প্রিয় ডঃ ফেলকিনের কাছে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

চ্যালেঞ্জার গর্জন করে বলে উঠলেন, এটা হচ্ছে একটা পাগলা গারদ।

চ্যালেঞ্জার এবার চিন্তান্বিত অবস্থায় শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বসে রইল। কোনও বিক্ষুব্ধ ছাত্র তাঁর কথা না শুনলে এই রকমই ভাব দেখান তিনি।

রোগী এবার বিছানায় উঠে বসে কাঁধ দুটো কানের কাছে এনে বলল, হে পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার এই অধম ছাত্রকে বিনীতভাবে বসে কিছু শিক্ষা ও উপদেশের কথা শুনতে অনুমতি দিন।

নার্স বলল, ঠিক বলেছ, যাও ঘরের এক কোণে গিয়ে বস। এখন সব কথা বন্ধ কর। আমাকে এই কাজ করার সময় সমস্ত মন-প্রাণকে সংযত করতে হয়।

এবার সে তার রোগীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, ঠিক আছে। তুমি সুস্থ হয়ে আমার ক্লাসে যোগদান করবে।

রস স্কটন কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, না না, তা অসম্ভব।

তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি জোর দিয়ে বলছি। আমি কখনও কাউকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না।

এরপর ডেলিসিয়া অদৃশ্য কোনও প্রেতকে সম্বোধন করে বলল, হে আমাদের প্রিয় ডাক্তার, আপনি যখন জীবিত ছিলেন তখন আপনি কি করতেন ?

অদৃশ্য প্রেত মিডিয়াম নার্সের মুখ দিয়ে বলতে লাগল, আমার কথা লোকে আগেও বলাবলি করত, এখনও করে। না না, এখন ওসব কথা থাক। এখন আমাকে এই

যুবক বন্ধুকে দেখতে হবে। এখন রোগীর নাড়ী ঠিকই আছে। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। রোগীর দেহের তাপ স্বাভাবিক, রক্তের চাপ আমি যা চাই তার থেকে কিছুটা উচ্চ। হজমশক্তি কিছুটা বাড়াতে হবে। অর্থাৎ এখন উপবাস করা অসঙ্গত হবে না। আধুনিক কালে মানুষেরা যাকে বলে ক্ষুধার ধর্মঘট। রোগীর সাধারণ অবস্থা চলনসই, তবে কোথা থেকে রোগীর ক্ষতি হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। তোমার গায়ের শার্টটা নামিয়ে দাও। তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শোও।

এরপর সে রোগীর মেরুদণ্ডের উপর দিকটায় তার নিজের আঙুল দিয়ে এমনভাবে চাপ দিল যে রোগী চিৎকার করে উঠল।

মেরুদণ্ডের অবস্থা কিছুটা ভাল। স্নায়ুকেন্দ্রের অবস্থা এখনও কিছুটা খারাপ আছে। যেহেতু এই কেন্দ্রের স্নায়ুগুলো প্রাণশক্তি পরিবহন করে, এইজন্য এই কেন্দ্রে কিছু গোলমাল থাকলে অন্যান্য চেতনাবাহী স্নায়ুগুলোর উপর চাপ পড়ে। আর তার ফলে শরীরের অন্যান্য অংশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। আমার চোখের দৃষ্টি দিয়ে এক্সরের মতো তোমার দেহের ভিতরকার সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে এবং মারাত্মক যন্ত্রনাবোধটা কেটে গেছে।

এরপর সে চ্যালেঞ্জারকে লক্ষ্য করে বলল, আমি আশা করি স্যার রোগীর অবস্থা আপনি এখন বুঝতে পারছেন।

চ্যালেঞ্জার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রূঢ় ভঙ্গিমায় তাঁর বিরোধিতা ও অসম্মতি প্রকাশ করলেন।

তোমার শরীরের ছোটখাট অসুবিধাও আমি নিরসন করব। হে আমার প্রিয় যুবক, এখন তুমি আমার কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছ এবং তোমার উন্নতিতে আমি আনন্দবোধ করছি। তুমি আমার পক্ষ থেকে আমার এই মর্ত্যের সহকর্মী ডাঃ এটকিংসনকে অভিনন্দন জানাবে। আমার মিডিয়াম এক বালিকা, সুতরাং আজ আর তাকে কষ্ট দেব না।

আপনি কিন্তু বলেছিলেন আপনি কে তা বলবেন।

এ বিষয়ে বলার আমার বিশেষ কিছু নেই। আমি ছিলাম এক অখ্যাত চিকিৎসক। আমি যৌবনে অ্যাবারনেথির অধীনে চিকিৎসার কাজ শিখতাম। এবং তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির কিছুটা রপ্ত করেছি। এরপর ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গিয়েও আমি পড়াশুনা করতে থাকি এবং উপযুক্ত মাধ্যম পেলে মানবজাতির কিছু উপকার করতে পারি। এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো একমাত্র সেবা এবং আত্মত্যাগের দ্বারাই আমরা উর্ধ্বলোকে যেতে পারি। এই হচ্ছে আমার সেবা। আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে আমি এই বালিকার মধ্যে এমন একজনকে পেয়েছি যার কম্পাঙ্ক আমার কম্পাঙ্কের সমধর্মী। তাই আমি সহজেই তার দেহটাকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

রোগী তখন জিজ্ঞাসা করল, তাহলে সে এখন কোথায়?

সে আমার পাশেই আছে এবং এখনই সে তার নিজের দেহে আবার প্রবেশ করবে।

এরপর সেই অদৃশ্য প্রেত চ্যালেঞ্জারকে বলল, আপনি স্যার সচ্চরিত্র ও বিদ্বান।

কিন্তু আপনি এমনই এক বস্তুবাদী ভাবধারার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন যা আপনার বয়সের একটা ধর্ম। আমি একটা কথা বলতে পারি, স্যার, কিছু নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির জন্য চিকিৎসাবিদ্যা এ জগতে বিশেষ উন্নতি লাভ করলেও আপনাদের মতো বস্তুবাদীরা মানুষের আত্মিক দিকটা দেখেন না এবং পরলোকগামী আত্মাদের কাজকর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু জানবেন আত্মিক ক্রিয়াকর্ম ওষুধের যে কোনও দামী উপাদানের থেকে অনেক বড়। প্রাণের একটা শক্তি আছে স্যার এবং এই প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে ভবিষ্যতের ঔষধ। আপনারা যদি এ বিষয়ে চোখ বন্ধ করে রাখেন তাহলে জনগণের বিশ্বাস সেই সব মানুষদের উপর পড়বেই যারা যেকোনও উপায়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করে।

যুবক রস স্কটন এই দৃশ্যটা জীবনে কখনও ভুলতে পারেনি। রস স্কটন দেখল তার গুরু ও অধ্যাপক তার সামনে আধখোলা মুখে এবং স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন। তিনি যখন এইভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে চেয়ারে বসেছিলেন তখন তার সামনে এক বেঁটেখাটো রোগা-রোগা চেহারার এক যুবতী তার একরাশ বাদামী চুল সহ মাথাটা নারাচ্ছে আর তাঁর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে কী যেন বলছে, ঠিক যেমন কোনো পিতা তার বিক্ষুব্ধ পুত্রকে বোঝায়।

ঐ যুবতীর শক্তি এত বেশি যে সেই মুহূর্তে প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো ব্যক্তি সেই বাস্তব অবস্থার সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তিনি হাঁপাতে লাগলেন, অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো স্পষ্ট প্রত্যুত্তর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল না। মেয়েটি উঠে একটি চেয়ারে বসল।

মিস্ ডেলিসিয়া বলল, উনি চলে যাচ্ছেন।

ডঃ ফেলকিন নামে সেই প্রেতাত্মা বলল, হ্যাঁ আমাকে যেতেই হবে, কারণ আমার অনেক কাজ করার আছে। এই মেয়েটি আমার আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যমও নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে এডিনবরা যেতে হবে। কিন্তু হে যুবক, মনটাকে ভালো করে তোলো। অন্তর থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দাও। আমি আরও দুটি ব্যাটারির সাহায্যে তোমার প্রাণশক্তি বাড়াবার চেষ্টা করে যাব। অবশ্য তোমার শরীর যতটা সহ্য করতে পারে।

এইবার চ্যালেঞ্জারকে লক্ষ্য করে ফেলকিন বলল, আমি আপনাকে বলছি স্যার, আপনি আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত আত্মঅহংকার ও বুদ্ধির আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতি সতর্ক হন। অতীতের যা কিছু ভাল তা সঞ্চয় করুন তবে যা কিছু নূতন তাকে বরণ করে নিন। কোনও বস্তুকে আপনার ইচ্ছার মাপকাঠিকে দিয়ে বিচার করবেন না, বিচার করবেন ঈশ্বরের ইচ্ছার মাপকাঠি দিয়ে।

এই বলে মিডিয়াম মেয়েটি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। সে চেয়ারের উপর মাথাটা তার বুকের উপর নামিয়ে বসে রইল। সমস্ত ঘরখানা একেবারে মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতবুদ্ধির মতো তার নীল চোখ দুটি মেলে ধরল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এরপর শান্ত নারীসুলভ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ডঃ ফেলকিন কি চলে গেছে?

হ্যাঁ, চলে গেছেন। তিনি সত্যিই মহৎ, তিনি আমাকে বলেছেন, আমি দুই মাসের মধ্যে একেবারে সুস্থ হয়ে ক্লাসে যোগদান করতে পারব।

মিডিয়াম বলল, চমৎকার! তিনি কি আমার জন্য কোনও খবর রেখে গেছেন?

না বিশেষ কিছু নয়। তিনি আমার জন্য নতুন স্পিরিট ব্যাটারির প্রয়োগের ব্যবস্থা করছেন। অবশ্য, যদি আমি তা সহ্য করতে পারি।

তিনি নিশ্চয় বেশি বিলম্ব করবেন না।

হঠাৎ ডেলিসিয়ার চোখের দৃষ্টি চ্যালেঞ্জারের উপর পড়ল। সে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। তারপর বলল, এ হলো নার্স আরসুলা। আরসুলা, এক বিখ্যাত অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

চ্যালেঞ্জার মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ করে সে মেয়ে যদি সুন্দরী যুবতী হয় তাহলে বেশ কিছুটা উদারতা দেখান। তিনি আরসুলার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি আরসুলার একটা হাত ধরে তার মাথার চুলের উপর পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর বললেন, তোমার দেখছি বয়স খুবই কম এবং দেখতেও সুন্দরী। এইসব লোক ঠকানো কাজ তোমার দ্বারা ভালই হবে। আর তুমি হয়ত এইসব কাজ ভালই করে আসছ। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একজন ভাল নার্স হয়ে তোমার যৌবন ও সৌন্দর্যের সৎ ব্যবহার কর এবং ভবিষ্যতে একজন ভাল ডাক্তার হওয়ার জন্য সচেষ্ট হও। আচ্ছা তুমি কি নার্সের সব কাজ ঠিক মতো শিখেছ?

নার্স অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। তার মনে হলো হঠাৎ কোন এক গরিলা এসে তার হাত ধরেছে।

রোগী রক্সটন বিছানা থেকে চ্যালেঞ্জারকে বলল, আপনার কথা ও একটা শব্দও ও বুঝতে পারল না। হে আমার গুরু, আমার অনুরোধ আপনি প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হোন। আমার এক-এক সময় মনে হয় আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় এই দুই জগতের মিলন ঘটাই। আমার মনে হয় যত দিন না আপনি আত্মা বা পরলোকের ব্যাপারটা ভাল করে না দেখছেন না বুঝছেন, ততদিন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতালাভ করবে না।

চ্যালেঞ্জারের মনোযোগ তখনও নার্সের উপরে নিবদ্ধ ছিল। যদিও আরসুলা নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। চ্যালেঞ্জার এবার বললেন, শোন শোন মেয়ে, আমার কথার উত্তর দাও। যে চতুর ডাক্তারের অধীনে তুমি কাজ কর সে তোমাকে কি শিখিয়েছে? আমার কাছে সব কথা খুলে বল। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

সহসা অপ্রত্যাশিত বাধা এসে উপস্থিত হলো চ্যালেঞ্জারের কাছে। তিনি যখন আরসুলার কাছ থেকে তার জীবনের কথা জানতে চাইছিলেন, হঠাৎ তখন রোগী তার বিছানার উপর উঠে বসল। তার সারা মুখে একটা লাল আভা দেখা যাচ্ছিল। সে এমন উদ্যমের সঙ্গে কথা বলতে লাগল যাতে বেশ বোঝা গেল তার রোগ অনেকটা সেরে গেছে।

রোগী এবার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার, আপনি কিন্তু আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে অপমান করছেন। আমি চাই সে অনন্তকাল এই ঘরে আপনাদের মতো বিজ্ঞানীদের ঘৃণা ও বিদ্রূপের আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। যদি আপনি আরসুলার সঙ্গে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে না কথা বলতে পারেন তাহলে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন।

চ্যালেঞ্জারের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। এমন সময় ডেলিসিয়া শান্তির জন্য এগিয়ে এল।

সে রোগীকে বলল, তুমি অনেক হঠকারিতার পরিচয় দিচ্ছ। প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ব্যাপারটা বোঝাবার মতো সময় পাননি। তুমি কেন তাঁকে দোষ দিচ্ছ।

ডঃ রস স্কটন বলল, হে হে ঠিক বলেছ! আমার মনে হয় এ বিষয়ে ওরা শত প্রশ্ন করলেও ওদের প্রশ্ন শেষ হবে না।

ডেলিসিয়া বলল, একটা জিনিস আমি ভালোই জানি যে এতদিন যদিও আমি অন্ধ ছিলাম তথাপি আজ আমি সব দেখতে পাচ্ছি। হে প্রফেসর, আপনি ভ্রূযুগল তুলে, আপনার কাঁধ দুটো বাঁকিয়ে আমাদের তুচ্ছজ্ঞান করতে পারেন তথাপি আজ দুপুরে আপনার মনে এমন একটা প্রশ্নের দাগ পড়ল যার শেষ না দেখে আপনি থাকতে পারবেন না। এই বলে সে তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বার করে চ্যালেঞ্জারের হাতে দিয়ে বলল, হে প্রিয় প্রফেসর, "মস্তিষ্ক বনাম আত্মা" এই লেখাটা পড়ে দেখবেন।

১৫
বড় রকমের অনুসন্ধানের জন্য ফাঁদ পাতা

ম্যালন কথা দিয়েছিল চ্যালেঞ্জার কন্যা এনিডের সঙ্গে আর কোন প্রেমের কথা বলবে না। কিন্তু তাদের দেখা হলেই চোখের দৃষ্টিতে কথা হতো, কারণ নিরব দৃষ্টিরও একটা ভাষা আছে। তাই তাদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। এছাড়া সে অন্য সবদিকে চুক্তি মতো কাজ করে যেত, যদিও পরিস্থিতিটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। চুক্তির শর্ত মেনে চলা সত্যিই কঠিন ছিল ম্যালনের পক্ষে। কারণ, ম্যালনকে প্রায়ই চ্যালেঞ্জারের বাড়িতে যেতে হত। তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনা যখন শেষ হয়ে যেত তখন সে সময়টা বড় ভাল লাগত ম্যালনের। ম্যালন শুধু যে পরলোকতত্ত্বের বিষয়টা তার মনটাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে যে বিষয়টার প্রতি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো একজন মহান ব্যক্তির একটুখানি সহানুভূতি আশা করত। এই আশাপূরণের জন্য একই সঙ্গে তৎপরতা এবং সতর্কতার সঙ্গে এগোত। সে জানত যে কোনও সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। একাধিকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটতে গিয়েও ঘটেনি। এর আগে দু'-একবার যখন বিস্ফোরণ ঘটবার উপক্রম হয়েছে তখন তা বুঝতে পেরে ম্যালন সমস্ত তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে দিত। তবে এর জন্য তাকে বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হয়েছে।

ম্যালন চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় বিশেষ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। ম্যালনের অন্যতম কৌশল ছিল বিজ্ঞানের কোনোও বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জারের সঙ্গে আলোচনা করা। যেমন পশুবিজ্ঞান বা কীটবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা। শেষে চ্যালেঞ্জার তাকে বলতেন, আমাদের এ বিষয়ের সব জ্ঞান আলফ্রেড রাফেল ওয়ালেস যা বলেছেন তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ম্যালন তখন নিরীহ লোকের মতো কিছু না জানার ভান করে প্রশ্ন করতো, যে ওয়ালেস পরলোকবাদী ?

চ্যালেঞ্জার তখন রেগে গিয়ে প্রসঙ্গ পালটে দিতেন।

কখনও কখনও ম্যালন চ্যালেঞ্জারকে ফাঁদে ফেলার জন্য লজ-এর প্রসঙ্গ তুলত। বলত, আমি মনে করি এর প্রতি আপনার একটা উচ্চ ধারণা আছে।

চ্যালেঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতেন, সারা ইউরোপের মধ্যে উনিই হলেন প্রথম বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাই নয় কি ? তিনিই এর সম্বন্ধে প্রথম সবচেয়ে বড় প্রামাণ্য তথ্য তুলে ধরেন।

ম্যালন বলল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে অবশ্য আমি তাঁকে তাঁর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কাজের জন্যই চিনি।

এরপর চ্যালেঞ্জার কথা বন্ধ করে দিতেন। ম্যালন কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করত এবং মাঝে মাঝে মন্তব্য করত, আপনি কি লম্ব্রসো-এর সঙ্গে কখনও দেখা করেছেন ?

চ্যালেঞ্জার বলতেন, হ্যাঁ মিলান-এর কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়।

ম্যালন বলল, আমি এখন তাঁর একখানা বই পড়ছি।

আমার মনে হয় বইখানা অপরাধতত্ত্বের উপর।

ম্যালন বলল, না, বইটার নাম 'আফটার ডেথ' অর্থাৎ মৃত্যুর পরে।

চ্যালেঞ্জার আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি ? আমি বইটার নামই শুনিনি।

বইটাতে পরলোকতত্ত্বের উপর আলোচনা আছে। পরলোক সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর আছে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, তার মানে তুমি বলতে চাও লম্ব্রসের মতো এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তার বইটিতে এই সব ভিত্তিহীন বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

না, না, বইটি লেখা হয়েছে পরলোকবাদীদের সমর্থনে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক সময় কোনও কোনও বুদ্ধিমান ও মহান ব্যক্তি এমন দুর্বলতার পরিচয় দেন যা ব্যাখ্যা করা যায় না।

অপরিসীম ধৈর্য ও চাতুর্যের সঙ্গে ম্যালন এক-এক বিন্দু করে যুক্তির ঔষধ ঢেলে পরলোক সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জারের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষের ভাবটাকে কাটিয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু এত সত্ত্বেও তার কোনও সুফল দেখা গেল না। তাই ম্যালন ভাবল এর থেকে আরও শক্তিশালী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ম্যালন তাই মনে মনে এই সংকল্প করল যে, পরলোকবাদীদের প্রেত সম্পর্কিত কিছু কাজকর্ম প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জারকে দেখতে হবে। কিন্তু কোথায় এবং কবে তা হবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মেইলির সঙ্গে তাকে আলোচনা করতে হবে।

তখন ছিল বসন্তকাল। একদিন বিকালে ম্যালন, মেইলিকে তার বসার ঘরে সেইখানে বসে থাকতে দেখল যেখানে একদিন মেঝের উপর পাতা কার্পেটের উপর সাইলাস লিনডেনের সঙ্গে তার ধস্তাধস্তি হয়। ম্যালন আরও দেখল সেখানে পাদ্রী চার্লস্ ম্যাসন ও সেদিনকার কুইন্স হল বিতর্কসভার নায়ক জেমস্ স্মিথ মেইলির সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করছে। মনে হলো তাদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের কাছে। পরলোক সম্বন্ধে চার্চ ও ধর্মের মতামত নিয়ে স্মিথ ও ম্যাসন দুই ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে যখন তর্ক-বিতর্ক চলছিল, তখন মেইলি রেফারির মতো দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।

পাদ্রী ম্যাসন বললেন, জনসাধারণ বড় রকমের কোনও পরিবর্তন চায় না। আর সেটার প্রয়োজনও নেই। আমরা শুধু সেন্টদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। অতীতের সেন্টরা আজও মাঝে মাঝে চার্চে আবির্ভূত হয়ে নানা নির্দেশ দান করেন। এইভাবে আমরা সেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা এমন এক প্রেরণা ও শক্তি পাই—যা ধর্মের মধ্যে পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারে। তোমরা অতীতের কোনও বিষয়ের মূলটাকে একেবারে উৎপাটিত করতে পার না। প্রাচীনকালের ধর্মীয় নেতারাও তা করেননি। তাই তাঁরা তাঁদের চারপাশের সব ধর্মগোষ্ঠীগুলোকে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন।

সেই কারণেই তাদের চরম সর্বনাশ হয়।

এইভাবে দু'জনের মধ্যে তর্কবিতর্ক বেড়ে চলল এবং মেইলি দু'জনকে থামাতে সচেষ্ট হল কিন্তু স্মিথ এ ব্যাপারে ছিল একেবারে খাড়াখাড়ি আপোসহীন, বুল-ডগের মতো একগুঁয়ে।

সে বলল, যে লোক তার নিজের পরিবারের অর্ধেকটাকে নিজের হাতে ধ্বংস করে, সে লোককে তুমি আর কী নামে ভূষিত করতে পারো ?

অবশ্য তার ব্যক্তিগত চরিত্র এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা আলোচনা করছি চার্চের সংগঠনের কথা।

আমি খুব সরলভাবে কথা বলছি। আমার এই সরলতার জন্য কিছু মনে করবেন না, মিঃ ম্যাসন।

পাদ্রী ম্যাসন তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে আনন্দের হাসি হাসলেন। তিনি বললেন, যতদিন পর্যন্ত নিউ টেস্টামেন্ট-এর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তোমরা কি কর না কর সে বিষয় আমি গ্রাহ্য করি না। তোমরা যদি জার্মানির ড্রুস-এর মতো একথা প্রমাণ কর যে ঈশ্বর এক কাল্পনিক রূপকমাত্র তাহলেও তোমাদের কথা আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত আমি বাইবেলের মহান শিক্ষায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল থাকব ততদিন আমি কোনওভাবেই বিচলিত হব না। আমি কোথাও না কোথাও থেকে এই জগতে এসেছি এবং এই জগতের জীবনকে বরণ করে নিয়েছি এবং এটাই আমার ধর্ম।

স্মিথ বলল, এ বিষয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন কিছু মতপার্থক্য নেই।

যদি এর থেকে ভাল শিক্ষা থাকে তো ভাল। তবে সেটা আমি এখনো দেখিনি। সুতরাং যে শিক্ষা আমি হাতের কাছে পাচ্ছি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই ভাল এবং মঙ্গলজনক। তবে আমরা এই শিক্ষার মধ্যে যে সব বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি আছে সেগুলোকে ছেঁটে ফেলতে চাই। কিন্তু এইসব কোথা থেকে আসে? এই বাড়াবাড়িটা এসেছিল অন্য সব ধর্মের সঙ্গে আপোষ থেকে। আমাদের বন্ধু কনস্টানস্টাইন তাঁর জগৎজোড়া সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একরূপতার সন্ধান করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে জোড়াতালি দেওয়ার মতো একটা কাজ করেন। তিনি মিশরের ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড ও পোশাক-আশাকগুলোকে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ঈস্টার উৎসব তাঁর কাছে ছিল পেগানদের ভারনাল ইকুইনিক্স বা বসন্ত উৎসবের মতো। কনফারমেশান, ব্যাপটিজম্ প্রভৃতিরও কোন দাম ছিল না তাঁর কাছে। বলির রক্তকে তিনি জল মনে করতেন।

ম্যাসন তাঁর কানে আঙুল দিলেন। তারপর হেসে বললেন, তোমার কথাগুলো পুরোনো বক্তৃতার মতো। একটা হলঘর ভাড়া নাও, কিন্তু কোনো লোকের ব্যক্তিগত বাড়িতে যাবে না। সত্যি কথা বলছি স্মিথ, এগুলো সব হচ্ছে মূল প্রশ্নের আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এটা যদি সত্যি হয় অর্থাৎ তোমাদের চেষ্টা যদি সফল হয় তাতে আমার অবস্থার কিছু ক্ষতি হবে না। কারণ, আমাদের এমন কতগুলো জোড়ালো নীতি ও তত্ত্ব আছে যা যুগযুগ ধরে অসংখ্য মানুষের দ্বারা বন্দিত হয়ে আসছে এবং এই নীতি বা তত্ত্বকে খর্ব করা উচিত হবে না। এ বিষয়ে অবশ্য তুমি একমত হবে।

স্মিথ-বলল, না। তুমি তোমাদের চার্চের ভক্তদের অনুভূতির কথাই শুধু ভাবছ। কিন্তু প্রতি দশজনের মধ্যে সেই নয়জনের কথাও তোমাকে ভাবতে হবে যারা কখনো চার্চে যায় না। যুক্তিহীন ও অদ্ভুত যতসব ধারণা তাদের কণ্ঠরোধ করে আছে। যদি তুমি সেই একই যুক্তিহীন, অদ্ভুত ও আজগুবি জিনিস তাদের শেখাও তাহলে কী করে তাদের মন পাবে? যদি অবশ্য তুমি তোমার শিক্ষার সঙ্গে আত্মার কিছু শিক্ষা মিশিয়ে দাও তাহলে কিছুটা কাজের কাজ হয়। যাই হোক যদি তুমি এই সব অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকদের কাছে গিয়ে বলো, এসব শিক্ষা অসত্য এবং হিংসা-প্রতিহিংসার এক দীর্ঘ ইতিহাসের দ্বারা কলুষিত, তাহলে আমি তোমার সাথে একমত হব। এখানে আমাদের কাজের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ অভিনব বস্তু আছে যার বলে আমি ওদের কান ধরে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মের মূল বিষয়ে ফিরিয়ে আনব। যাতে ওরা হিংসা-প্রতিহিংসার দ্বারা ওদের নিজেদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে। তোমাদের প্রচারিত ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে ওরা নিজেদের ধর্মেরই ক্ষতি করেছে।

মেইলি কথাগুলো শুনতে শুনতে তার দাড়িটা ধরে টানাটানি করছিল। সে দেখল স্মিথ ও ম্যাসনের দু'জনের কথাই পরস্পরবিরোধী। দু'জনের মতের মধ্যে কোনও মিল নেই। স্মিথ খ্রীস্টকে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন এক মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে আর ম্যাসন খ্রীস্টকে মানুষরূপী ঈশ্বর হিসাবে শ্রদ্ধা করে। সুতরাং দু'জনের মতপার্থক্য যথেষ্ট রয়েছে। দু'জনের অনুগামীদের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য। সুতরাং আপস অসম্ভব।

ম্যালন বলল, একটা কথা আমি বুঝতে পারি না। আপনারা কেন আপনাদের প্রেতাত্মা বন্ধুদের এই কথাটা জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলেন না।

মেইলি উত্তর করল, তুমি কাজটা যত সহজ ভাবছ ততটা সহজ নয়। আমরা সকলেই মৃত্যুর পর এই মর্ত্য জীবনের ভাবধারা ও যত সব বিদ্বেষ ভাব পরলোকে বহন করে নিয়ে যাই। আমাদের আত্মা পরলোকে গিয়ে দেখে সেখানেও মর্ত্যলোকের মতোই একই আবহাওয়া বিরাজ করছে। তাই আমরা যখন পরলোক থেকে আগত কোনও প্রেতাত্মাকে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করি তখন সে তার পূর্বজন্মের ভাবধারার প্রতিধ্বনি করে। কালক্রমে সেই প্রেতাত্মার ভাবধারা সমস্ত সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে প্রসারিত হয়। সে তখন বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরের পরম পিতৃত্বের কথাই বলে। আমি সবচেয়ে গোঁড়া লোকদের কথা শুনেছি। কিন্তু তাদের কথা কিন্তু তারা পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারে না। তাদের সব কথা হেঁয়ালিতে ভরা।

ম্যালন বলল, আমিও বলেছি এবং সবকিছু শুনে এই কথাই আমারও মনে হয়। কিন্তু বস্তুবাদীদের খবর কি? তারা তো আর সারা জীবন অপরিবর্তিত থাকতে পারে না।

তারা মনের ভুলবশত নিষ্ক্রিয় ও জড় অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে। পরে অবশ্য তাদের চৈতন্য হয়। এই সব বস্তুবাদীরা সকলেই ভাল চরিত্রের লোক এবং তারা কোনও না কোনও উন্নত ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পাদ্রী ম্যাসন বলল, হ্যাঁ তারা হচ্ছে পৃথিবীর লবণের মতো।

স্মিথ বলল, আমাদের আন্দোলনে তারাই হচ্ছে সবথেকে ভাল হাতিয়ার। তাদের কথাবার্তা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে তারা বুদ্ধিমান। বাইরে থেকে কি একটা শক্তি যেন তাদের বুদ্ধি দেয়। আপনারা যারা ধর্মের লোক তারা বুঝতে পারেন না, কোনও ব্যক্তি যদি শূন্যতার মধ্যে থাকে এবং সহসা সেই শূন্যতা পূরণের একটি বস্তুকে খুঁজে পায় তাহলে তার মনের অবস্থা কি হয়। যখন আমি কোনও লোককে অন্ধকারে কোনও কিছুর জন্য হাতড়ে বেড়াতে দেখি তখন আমি তার হাতে সেই জিনিসটা তুলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

এমন সময় একই সঙ্গে মিসেস মেইলি ও চা এসে পড়ল। কিন্তু আলোচনা থামল না। যারা পরলোকতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করে তাদের এটাই হলো বৈশিষ্ট্য। এই পরলোকতত্ত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং এই সব দিকগুলো জানার আগ্রহ তাদের এমনই নিবিড় যে যখনই তারা পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী লোকদের পেয়ে যায় তখনই তারা নানা আলোচনার মধ্যে ডুবে যায়। এই আলোচনাটা তাদের কাছে খুবই মনোরম হয়ে ওঠে। তারা পরস্পরের সঙ্গে মত বিনিময় করতে থাকে এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করতে থাকে।

অবশেষে বেশ কিছুটা কষ্ট করে ম্যালন আলোচনার ধারাটাকে ঘুরিয়ে অন্য একটা বিষয়ের দিকে নিয়ে এল যে বিষয়টা জানার জন্যই সে এ বাড়িতে এসেছে। সে

এইসব লোকদের থেকে পরলোকতত্ত্বে অভিজ্ঞ লোক আর কোথাও পাবে না। এরা প্রত্যেকেই পরলোকতত্ত্বে আগ্রহী। তাই ম্যালন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের সামনে একটা পারলৌকিক অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব দিল। চ্যালেঞ্জারের মতো একজন মহান ব্যক্তিকে যে হাতের কাছে পাওয়া যাবে এটা ভেবে সকলে খুবই উৎসাহ বোধ করল।

ওরা সবাই একটা বিষয়ে সম্মত হলো। সেটা হলো এই যে চ্যালেঞ্জারের সামনে একটা প্রেতচর্চার অনুষ্ঠান করতে হবে। অনুষ্ঠানটা কোথায় হবে সে বিষয়েও ওরা ঠিক করলো যে সাইকিক কলেজের প্রদর্শনী ঘরে অনুষ্ঠানটা হবে। সারা লন্ডন শহরের মধ্যে প্রেতচর্চার পক্ষে সেই ঘরটাই সবদিক থেকে ভাল। কিন্তু অনুষ্ঠানটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। এ বিষয়েও ওরা একমত হলো। ওরা বলাবলি করতে লাগল, যে কোনো পরলোকবাদী, যে কোনো মিডিয়াম এই অনুষ্ঠানের কথা শুনলে সব কাজ ফেলে রেখে সে অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

কিন্তু মিডিয়াম কে হবে ? এক্ষেত্রে বলসোভার চক্রই আদর্শ। এই চক্র অবৈতনিক এবং এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বলসোভারের মেজাজটা বড় উগ্র এবং চ্যালেঞ্জারের কথাগুলো বড় অপমানজনক এবং বিরক্তিকর। অধিবেশনটা গোলমালের মধ্যে দিয়ে পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ ধরনের ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জারকে কি প্যারিসে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে ? কিন্তু এইরকম একটি ষাঁড়কে প্যারিসে ডঃ মপুই-এর কাছে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার দায়িত্বটা কে নেবে ?

মেইলি বলল, চ্যালেঞ্জার বোধহয় পিথিক্যানথ্রোপাসের গলাটা টিপে ধরে সেই ঘরের উপস্থিত সকলের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবেন।

না না, এসব ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল—ওদের মধ্যে কে একজন বলল।

স্মিথ বলল, ব্যান্ডারবি হচ্ছে দেহগত সামর্থ্যের দিক থেকে ইংলন্ডের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম। কিন্তু আমরা সবাই জানি তার ব্যক্তিগত চরিত্র কী রকম। তোমরা তার উপর নির্ভর করতে পারো না।

ম্যালন জিজ্ঞাসা করল, কেন পারি না ? তার দোষটা কোথায় ?

স্মিথ তার হাত তুলে ঠোঁট দুটোর উপর রাখল। তারপর বলল, অন্য সব মিডিয়াম যে পথে চলে সেও সেই পথেই চলে।

ম্যালন বলল, ব্যাপারটা আমাদের স্বার্থের বিরোধী কি না তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। ফল যদি খারাপ হয় তাহলে সে কাজ ভাল হবে কী করে ?

তুমি কি কাব্যকে ভাল জিনিস মনে করো ?

ম্যালন বলল, আমি অবশ্যই কবিতা ভালবাসি।

কবি পো ছিলেন মদ্যপায়ী, মাতাল ও বদমেজাজী। বায়রন ছিলেন খুবই হঠকারী আর ভারলেইন ছিলেন দুশ্চরিত্র। কিন্তু আসল কথা হলো মানুষকে তার কাজ থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। মানুষের প্রকৃতি যাই হোক না কেন সে তার কাজের দিক থেকে কতটা দক্ষ সেটাই দেখতে হবে। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই তার অস্থির

ও বদমেজাজের জন্য মূল্য দিতে হয়। একজন বড় দরের মিডিয়াম যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির থেকেও বেশি সংবেদনশীল। তাদের কারও কারও জীবন সুন্দর হয়। আবার কারও কারও জীবন সুন্দর হয় না। আর তার কারণও আছে। তাদের পেশাটা এমনই কঠিন যে তাদের দেহমনের সব শক্তিকে এই কাজের মধ্যে সংহত করতে হয়। আর এর জন্য জোড়ালো উদ্দীপকের দরকার হয়। এই জন্য তারা অনেক সময় তাদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। তবু তাদের দেহকে কাজ করে যেতে হয়।

এই কথা বলতে গিয়ে ব্যান্ডারবির কথাটা মনে পড়ে গেল। তুমি হয়ত তাকে দেখনি ম্যালন। লোকটা বড় অদ্ভুত। লোকটাকে দেখতে বেশ মজা লাগে। লোকটা বেঁটে, মোটা এবং গোলাকার। মনে হয় সে নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলটা দেখতে পায় না। মদ খেয়ে মাতাল হলে তার অবস্থাটা আরও মজার হয়ে ওঠে। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি জরুরি খবর পাই যে সে কোনও একটা হোটেলে গিয়ে খুব বেশি মদ খেয়ে এমনই মাতাল হয় যে সে বাড়ি ফিরতে গিয়ে অন্যদিকে অনেক দূরে চলে যায়। এই কথা শুনে আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে যাই এবং অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে পেয়ে তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। এই লোকটা প্রেতচর্চার অধিবেশনে তাকে ডাকার জন্য আমাদের বহুবার বলেছিল। আমরা তাকে সংযত করার চেষ্টা করলাম কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন একটা অধিবেশনে এসে সে কাজ করতে লাগল। প্রেতচর্চার টেবিলের উপর একটা ছোট জার ঢাকা ছিল। ব্যান্ডারবি আলো নিভিয়ে দিয়ে সেটা বাজাতে লাগল। এমন সময় তার কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণকর্তা প্রেত প্রিন্সেপ এসে তার কাজে বাধা দিয়ে বলল, পাজি বদমাস কোথাকার। কোন সাহসে তুমি এ কাজ করছ? এই বলে প্রিন্সেপ জারটা কেড়ে নিতেই ব্যান্ডারবি রাগে গর্জন করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন আমরাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

পাদ্রী ম্যাসন বললেন, যাই হোক ব্যান্ডারবি তখন মিডিয়াম ছিল না। কিন্তু কোন অধিবেশনে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার থাকলে সেখানে ব্যান্ডারবি মিডিয়ামের কাজের ঝুঁকি নেবে না।

মিসেস মেইলি বলল, টম লিনডেনের খবর কি?

মিঃ মেইলি মাথা নাড়ল। তারপর বলল, কারাবাসের পর থেকে টম লিনডেন আর আগের মতো নেই। যে সব নির্বোধ লোকগুলো তাকে জেলে ঢুকিয়েছিল, তারা শুধু আমাদের শক্তিশালী ও জ্ঞানী মিডিয়ামকে নির্যাতিত করেনি, তার আত্মিকশক্তিগুলোকেও নষ্ট করে দিয়েছে। একটা ক্ষুরকে ভিজে জায়গায় রাখলে তার ধার তীক্ষ্ণ হবে এটা কখনও আশা করা যায় না।

কি? টম লিনডেন তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে?

মেইলি বলল, আমি অবশ্য সে কথা বলছি না। তবে তার শক্তি আগের মতো নেই। টম লিনডেন এখন যে কোনও অধিবেশনে তার সামনে বসে থাকা অতিথিদের মধ্যে ছদ্মবেশী পুলিশকে দেখে। তার মনে হয় আবার হয়ত কোনও পুলিশ এই

সভায় অতিথিরূপে এসে তাকে ধরতে এসেছে। তবুও মিডিয়াম হিসাবে একমাত্র সেই-ই নির্ভরযোগ্য এবং এখন আমাদের তারই খোঁজ করা উচিৎ।

সেই অধিবেশনে গ্রাহক কে হবে? আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জার তার দু'-একজন বন্ধুকে আনতে পারে।

তারা এলে মিডিয়ামের কাজে ভয়ঙ্কর বাধা সৃষ্টি করবে। সে জন্য আমাদের দিক থেকে কিছু সহানুভূতিশীল লোক থাকা উচিৎ। ডেলিসিয়া ফ্রি-ম্যান আসবে, আমি নিজেও আসব। ম্যাসন, আপনি আসবেন তো?

অবশ্যই আমি আসব।

স্মিথ, তুমি?

স্মিথ বলল, না, না, পরের সপ্তায় আমার অনেক কাজ। দুটো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, একটা বিয়ে, পাঁচটা মিটিং। এছাড়া কিছু কাগজপত্র দেখতে হবে।

ম্যাসন বলল, পরের সপ্তাহে তোমার সব দিন কাজ থাকলেও একটা দিন আমরা অবশ্যই পাব। আট হচ্ছে লিনডেন-এর প্রিয় সংখ্যা। সুতরাং শোনো ম্যালন, এখন তোমাকে সেই মহান ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি নিয়ে সুবিধা মতো তারিখটা ঠিক করতে হবে।

ম্যাসন আরও বলল, এতে তাঁর সমর্থন আছে কিনা সেটা ভাল করে দেখবে। এ ব্যাপারে আমাদের কাজের অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে।

ম্যালন বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই তা করতে হবে। এটাই হবে ঠিক পথ। এবার থেকে আমরা কী হয় তার জন্য-অপেক্ষা করব।

সেদিন সন্ধ্যায় ম্যালনের জন্য সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ঘটনা অপেক্ষা করছিল। দৈবাৎ সেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনের পথ খুলে দিল। সেদিন সন্ধ্যায় সে যখন নির্ধারিত সময়ে গেজেট-এর অফিসে গেল তখন তাকে জানানো হলো মিঃ বেমন্ট তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ম্যালনের উপরওয়ালা ছিলেন সহ সম্পাদক ম্যাক আরডেল্। তিনি ছিলেন জাতিতে স্কচ। প্রধান সম্পাদক সবার উপরে তাঁর উর্ধ্বতন পদে আসীন থাকতেন এবং তিনি খুব কমই তাঁর নিচের তলার কর্মীদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। সেই মহান সম্পাদক তাঁর পবিত্র ঘরটিতে ওক্ কাঠের দামী আসবাবপত্রে পরিবৃত হয়ে তাঁর আসনে বসে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ম্যালন যখন তাঁর ঘরে ঢুকল তখন তিনি একখানি চিঠি লিখছিলেন। কয়েক মিনিট পর তিনি তাঁর ধূসর চোখের দৃষ্টি মেলে ম্যালনের দিকে তাকালেন।

সম্পাদক বললেন, এই যে ম্যালন, আমি অল্প কিছুক্ষণের জন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তুমি বসবে না? পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যে সব রচনা লিখেছ সেই সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে চাই। তুমি প্রথমে এ বিষয়ে সংশয়ের সঙ্গে লিখতে শুরু করেছিলে। তার ফলে তোমার সেই লেখাগুলো আমার ও আমাদের কাগজের পাঠকবর্গের কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি তোমার আগেকার সেই মতের পরিবর্তন হয়েছে এবং তুমি এখন প্রেতচর্চার যারা

অনুষ্ঠান করে এবং পরলোক নিয়ে যারা মাথা ঘামায় তাদের কিছুটা সমর্থন করছ। এটা আমাদের কাগজের নীতি নয়। কারণ আমরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে চাই এবং আমরা আগেই ঘোষণা করেছিলাম, এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের উপর ভিত্তি করে আমাদের কাগজে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু রচনা প্রকাশিত হবে। এসব রচনা অবশ্যই প্রকাশিত হবে তবে লেখার সুরটার পরিবর্তন করতে হবে।

ম্যালন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তাহলে কী করতে হবে স্যার ?

তোমাকে আবার আগেকার সেই কৌতুকজনক ভঙ্গিতে লিখতে হবে। অর্থাৎ জনগণ এই পরলোক বিষয়ে মজার দিকটাই দেখতে ভালবাসে। কেবল মজার দিকটা তুলে ধরবে। কুমারী আন্টের হাস্যকর কথা স্মরণ কর এবং তাকে দিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলাও। তুমি আমার কথার অর্থ বুঝতে পারলে ?

আমার মনে হয় স্যার, এটা আমার কাছে আর কৌতুক বলে মনে হয় না। আমি বরং এটাকে ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।

সম্পাদক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাগজের গ্রাহকরা কি সব করেছে তা দেখ।

তার সামনে পাঠকদের একগাদা চিঠি টেবিলের ওপর। তারপর একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন: 'আমি আপনাদের কাগজকে ধর্মভীরু কাগজ হিসেবেই ভাবতাম। কিন্তু বর্তমানে পরলোক নিয়ে যা প্রকাশিত হচ্ছে তা সবদিক থেকেই নিষিদ্ধ। কেউই এই কাজ সমর্থন করবে না। যদি আমি গ্রাহক হিসাবে এই কাগজে প্রকাশিত লেখা পড়ি তাহলে অবশ্যই এই পাপের অংশীদার হতে হবে আমাকে।'

ম্যালন বিড় বিড় করে বলল, এসব গোঁড়ামি।

সেই গ্রাহক হয়ত ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ভুগছে। কিন্তু সেই গোঁড়া গ্রাহকের পয়সার দাম অন্য যেকোনও ব্যক্তির পয়সার সমান।

এই বলে সম্পাদক আর একটি চিঠি বার করে ম্যালনের হাতে দিয়ে বলল, স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের আলোর এই বিকাশের যুগে তুমি নিশ্চয় সেই আন্দোলনকে সাহায্য করতে চাইবে না যে আন্দোলন দেবদূত ও শয়তান সম্বন্ধীয় অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ভাবধারার জগতে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। যদি তা চাও তাহলে আমি বলব আপত্তিকারী গ্রাহকদের সঙ্গে তুমি আলোচনা কর।

ম্যালন বলল, তাহলে আপত্তিকারী সব গ্রাহকগুলোকে একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হবে যাতে তারা নিজেরাই সব বিতর্কের মীমাংসা করতে পারে। এটা কিন্তু সত্যিই মজার ব্যাপার স্যার।

তা হয়ত হতে পারে মিঃ ম্যালন কিন্তু আমাদের গেজেটের প্রচারের সংখ্যাটাও ভেবে দেখতে হবে।

আপনি এটা ভেবে দেখছেন না স্যার যে জনসাধারণের মতের ঠিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। কিছু চরমপন্থী গ্রাহকদের অন্তরালে আছে বিশাল জনসাধারণ যারা এই সব প্রেতচর্চার কাজ দেখে মুগ্ধ হয়। অনেক সম্মানীয় ব্যক্তি এই সব কাজ দেখেছেন

এবং এই বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেছেন। সুতরাং জনগণকে বোকা না বানিয়ে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তাদের জানানো কি আমাদের কর্তব্য নয়?

সম্পাদক তার কান দুটো বাঁকিয়ে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, পরলোকবাদীদের নিজেদেরই দায়িত্বে লড়াই করতে হবে বিপক্ষের সঙ্গে। আমাদের কাগজ প্রচারভিত্তিক কোনও সংবাদপত্র নয়। জনসাধারণকে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে পরিচালনা করা আমাদের কাজ নয়।

ম্যালন বলল, না, না, আমি বাস্তব তথ্য ও ঘটনার কথা বলতে চাইছি। একবার ভেবে দেখুন কেমন বিধিবদ্ধভাবে জনগণকে এ ব্যাপারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যখন কেউ লন্ডনের কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত এক্টোপ্লাজম-এর উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পাঠ করেন, তিনি ভেবে দেখেন এই রচনার বিষয়বস্তু বিজ্ঞানের লোকদের দ্বারা পরীক্ষিত ও সমর্থিত হয়েছে এবং লেখকের বক্তব্য প্রমাণিত করার অসংখ্য ছবি তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

বেমন্ট অধৈর্য হয়ে বলল, ঠিক আছে এখন আমি এমন ব্যস্ত যে এ বিষয়ে বিতর্ক করার মতো সময় আমার নেই। তোমাকে এখানে ডাকার কারণ হলো এই যে আমি মিঃ কর্নেলিয়াসের কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি পেয়েছি যে তোমাকে অবিলম্বে অন্য মত অবলম্বন করতে হবে।

মিঃ কর্নেলিয়াস গেজেট পত্রিকার মালিক। তিনি তার ব্যক্তিগত কোনও গুণের জোরে এই মালিকানা লাভ করেননি। তাঁর বাবা কয়েক মিলিয়ান টাকা রেখে যান আর এই টাকার জোরেই তিনি এই মালিকানা পেয়েছেন। তিনি এই পত্রিকার অফিসে বিশেষ আসেন না। দরকার হলে অফিসের কর্মচারীদের ডেকে পাঠান। মিঃ কর্নেলিয়াসের মস্তিষ্কে জ্ঞানবুদ্ধি বলে কিছু নেই। তাঁর চরিত্র গৌরবজনক নয়। তবু মাঝে মাঝে জনসাধারণ সম্পর্কিত কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামত পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়। মিঃ কর্নেলিয়াস টাকার জোরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই কিছু শৃঙ্খলতা দোষ এসে গেছে তাঁর চরিত্রে।

বেমন্ট বললেন, তাহলে সব কথা হয়ে গেল।

তাঁর কথা শুনে মনে হলো তিনি এইখানেই সব বিতর্কের অবসান করে দিলেন।

ম্যালন বলল, সব কথা এমনভাবে শেষ হলো যাতে আপনার পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও শেষ সূচিত হলো। এই পত্রিকার সঙ্গে আমার ছয় মাসের চুক্তি আছে। এই ছয় মাস শেষ হলেই এই পত্রিকার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আমি চলে যাব।

মিঃ বেমন্ট একমনে লিখে যেতে যেতে বললেন, শান্ত হও ম্যালন।

ম্যালনের মুখের উপর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ ফুটে ছিল। সে তখনই সহসম্পাদক ম্যাকআর্ডেল-এর ঘরে চলে গেল। স্কচ ম্যাকআর্ডেল ম্যালনের মুখে সব কথা শুনে বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমার রক্তটা আইরিশ বলে এমন হলো। তুমি জাতিতে স্কচ হলে এমন হতো না। তুমি এখনই গিয়ে বল তুমি পুনর্বিবেচনা করে দেখবে।

ম্যালন বলল, না, আমি কখনই তা করব না। ভুঁড়ি মোটা, লালমুখো কর্নেলিয়াসের মতো লোকের মত আমি কখনই মেনে নেব না। এই লোকটা আমাকে পৃথিবীর সব চেয়ে পবিত্রতম বস্তুকে হাসির খোরাকে পরিণত করে তুলতে বলছে। তার কাছে এটা যেন এক কৌতুকজনক ব্যাপার।

ম্যাকআর্ডেল বললেন, শোন শোন, হঠকারিতা করো না। নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ করো না।

এই কারণে সর্বনাশ ঘটাও ভাল। আর আমি একটা অন্য চাকরিও পাব।

না, কর্নেলিয়াস মনে করলে অন্য কোনও চাকরির পথ বন্ধ করে দিতে পারে। মালিকের কথা শোননি এই অপবাদ একবার যদি রটে যায় তাহলে এই ফ্লীট স্ট্রীটে তোমার আর স্থান হবে না।

ম্যালন বলল, এটা একসঙ্গে অভিশাপ আর লজ্জার কথা। আজ আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হলো তা সাংবাদিকদের পক্ষে অপমানের বিষয়। শুধু বৃটেন নয়। আমেরিকার অবস্থা আরও খারাপ। সংবাদপত্র জগতে কর্নেলিয়াসের মতো নীচলোক আর একটাও পাবে না। ওর অন্তরটা পশুর মতো। আত্মা বলে কোনও জিনিস নেই, অথচ এরাই সমাজের নেতা।

সহসম্পাদক ম্যাকআর্ডেল পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে তাঁর একটা হাত যুবক ম্যালনের উপর রাখলেন। তারপর বললেন, জগৎকে যেভাবে দেখব সেই ভাবেই তাকে গ্রহণ করব। আমরা জগৎ সৃষ্টি করিনি সুতরাং সেটাকে ভাল করার দায়িত্ব আমাদের নেই। সেটা যেমন আছে তেমনি থাক, অপেক্ষা কর কালক্রমে যা হবার হবে। আমাদের শুধু দৌড়ে যেতে হবে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাব, তোমার তরুণী প্রেমিকার কথা ভাব, তারপর যথারীতি বাস্তব জগতে ফিরে এসো এবং যে রুটি আমরা সকলে চিবোচ্ছি সেটাতে মন দাও। জগতের মধ্যে আমাদের টিকে থাকতে হবে, আপন আপন জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকতে হবে।

১৫

চ্যালেঞ্জার তাঁর সারা জীবনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন

শিকারের সব ব্যবস্থাই করা হলো। ফাঁদ বা জাল পাতা হলো। নীচে গর্ত খনন করা হলো। উৎকৃষ্ট শিকারের পশু যাতে সেই গর্তের মধ্যে পড়ে সেজন্য শিকারীরা সব প্রস্তুত হয়ে রইল।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এই যে শিকার শিকারীদের দ্বারা ঠিক মতো তাড়িত হয়ে এই দিকে আসবে কি না? যদি চ্যালেঞ্জারকে বলা হয় যে একটি অনুষ্ঠান করা হচ্ছে পরলোকবাসী প্রেতাত্মাদের যোগাযোগের বোধগম্য সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর সামনে উপস্থাপিত করার জন্য তাহলে তাঁর বুকের মধ্যে ক্রোধ ও উপহাসের এক মিশ্রিত অনুভূতি জাগবে। কিন্তু চতুর ম্যালন এনিডের সহায়তায় চ্যালেঞ্জারের কাছে এই যুক্তি দেখাল যে তাঁর উপস্থিতি প্রেতচর্চার আসরে সম্ভাব্য প্রতারণার হাত থেকে

দর্শকদের রক্ষা করবে। তিনি সেখানে নিজে উপস্থিত থেকে সবকিছু দেখে কিভাবে দর্শকরা মিডিয়াম ও কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রতারিত হয় তা দেখিয়ে দেবেন। এই কথা বুঝে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ম্যালনের প্রস্তাবে ঘৃণার সঙ্গে নিতান্ত অনুগ্রহ করার ভাব দেখিয়ে সম্মতি দিয়ে তাঁর এই উপস্থিতি দ্বারা অধিবেশনকে সম্মানিত করতে রাজি হলেন। তবে তাঁর মতে এই ধরনের সভা আদিকালের প্রস্তর যুগের বর্বর অধিবাসীদের মধ্যে কোনও পাথরের ঘরে অনুষ্ঠিত হলেই ভাল হত। তাঁর মতো একজন ব্যক্তি যার মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সুফলগুলি দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত হয়েছে তার পক্ষে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া মানায় না। অর্থাৎ তিনি নিজেকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি হিসাবে মনে করেন।

এনিড তার বাবার সঙ্গে সভায় গেল। মিঃ চ্যালেঞ্জার তাঁর সঙ্গে আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। একে ম্যালন ও অন্য সকলের অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল। এই সঙ্গীটি ছিল একজন স্কচ যুবক। তার চেহারাটা ছিল লম্বা ও মোটাসোটা, হাড় শক্ত ও বলিষ্ঠ। তার মুখখানা ছিল নিরেট গাম্ভীর্যে ভরা। কোনও দিকেই তার দৃষ্টি ছিল না। এই পরলোকতত্ত্বের ঠিক কোন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল তা তাকে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তার কাছ থেকে জানা যায় তার নাম নিকল।

ম্যালন ও মেইলি হল্যান্ড পার্কে নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। যেখানে ডেলিসিয়া আগে থেকে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এছাড়া সেখানে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন রেভারেন্ড চার্লস ম্যাসন, সাইকিক কলেজের মিঃ ও মিসেস অগিলিভি, হ্যামারস্মিথের মিঃ বলশোভার আর লর্ড রক্সটন যিনি পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে খুবই আগ্রহী এবং এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এই সব সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কোনও মতের মিল ছিল না। কোনও বিষয়ে তাঁরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতেন না।

অধিবেশনের হলঘরে টম লিনডেন প্রবেশ করে একটা আর্মচেয়ারে বসলেন। এরপর কয়েকজনের সঙ্গে লিনডেনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে অনেকেই আগের থেকেই তাঁর চেনা এবং তাঁর বন্ধু।

মিঃ চ্যালেঞ্জার এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলেন যাতে মনে হয় তিনি কোনও বাজে জিনিস সহ্য করবেন না। তিনি অসন্তোষের সঙ্গে টম লিনডেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি মিডিয়াম?

টম লিনডেন বললেন, হ্যাঁ।

চ্যালেঞ্জার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁকে কি সার্চ করে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা?

না এখনও সার্চ করা হয়নি।

কে তাকে সার্চ করবেন?

দু'জন লোককে এই কাজের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জারের মনে সন্দেহের আভাস পাওয়া গেল।

সেই দু'জন লোক কে ?

পরামর্শ করে ঠিক করা হয়েছে আপনি ও আপনার সঙ্গী নিকল এই কাজ করবেন। পাশের ঘরটাই হলো শোয়ার ঘর।

বেচারা লিনডেন দু'জনের মাঝখানে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি যেন তাঁর কারাকক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আগে থেকেই তাঁর ভয় করছিল। তার উপর এই সার্চের পরীক্ষা আর মিঃ চ্যালেঞ্জার-এর মতো উগ্র প্রকৃতির লোকের উপস্থিতি তাঁর ভয়টাকে আরও বাড়িয়ে দিল। তিনি মেইলিকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে সকরুণভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, আমার মনে হয় আজকের এই অধিবেশনে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। আমার মতে আজকের অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিৎ।

মেইলি লিনডেনের কাঁধের উপর হাত বোলাতে লাগল। আর মিসেস লিনডেন তার একটা হাত ধরল।

মেইলি বলল, সব ঠিক আছে টম, ভয়ের কিছু নেই। মনে রাখবে তোমার একদল বন্ধু তোমাকে ঘিরে আছে। যারা তোমার উপর কোনও দুর্ব্যবহার সহ্য করবে না। এরপর মেইলি চ্যালেঞ্জারকে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, একটা কথা মনে রাখার জন্য অনুরোধ করছি, স্যার। মনে রাখবেন মিডিয়াম হচ্ছে গবেষণাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মতোই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। খুবই সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। ওরা তিনজন ফিরে এলে মেইলি জিজ্ঞাসা করল, আমার মনে হয় এর কাছে আপনি আপত্তিকর কিছুই পাননি।

চ্যালেঞ্জার বললেন, না কিছুই পাইনি স্যার আর উনি তো বলেই দিয়েছেন আজকের অধিবেশনে কোনও ফল পাওয়া যাবে না।

মেইলি বলল, উনি একথা বলছেন কারণ আপনার আচরণে উনি বিচলিত হয়ে পড়েন। আপনার ওর সঙ্গে আরও শান্তভাবে ব্যবহার করা উচিৎ ছিল।

চ্যালেঞ্জার তাঁর জীবনে এর আগে তাঁর কোনও কাজের সংশোধন করেছেন এরকম কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। এমন সময় তাঁর দৃষ্টি মিসেস লিনডেনের উপর পড়ল।

উনি হয়ত মিডিয়ামের স্ত্রী। সুতরাং ওকেও সার্চ করা উচিত।

মিঃ অগিলিভি বললেন, হ্যাঁ তা অবশ্যই করতে হবে। আমার স্ত্রী এবং আপনার কন্যা দু'জনে মিলে এই মহিলাকে সার্চ করে দেখবেন। আমার অনুরোধ স্যার আপনি একটু সহানুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন। মনে রাখবেন আমরাও আপনার মতো এ বিষয়ে সমানভাবে আগ্রহী। যদি আপনি এই অধিবেশনে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন তাহলে এখানে সমবেত সকলেই দুঃখ পাবে।

বলশোভার এমন গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, যাতে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন। তিনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি প্রফেসর চ্যালেঞ্জারকে সার্চ করে দেখা হোক।

চ্যালেঞ্জারের দাড়িটা রাগে কাঁপতে লাগল।

আমাকে সার্চ! কি বলতে চান আপনি ?

বলশোভার ভয় পাবার মতো লোক নয়। তিনি বললেন, আপনি এই সভায় শত্রুরূপে এসেছেন, বন্ধুরূপে নয়। আপনি যদি এই সভায় কারও কোনও প্রতারণা প্রমাণ করতে পারেন তবে সেটা হবে আপনার ব্যক্তিগত জয়ের কারণ।

চ্যালেঞ্জার ঢাকের মতো গর্জন করে বললেন, আপনি কি বলতে চান আমি প্রতারণা করতে পারি ?

মেইলি মৃদু হেসে বলল, আমরা সকলেই স্যার এই অপরাধে অভিযুক্ত।

চ্যালেঞ্জার তাঁর চারদিকে ক্রুদ্ধ ও জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, এটা এক ভয়ঙ্কর প্রস্তাব।

অগিলভি ছিলেন একজন একগুঁয়ে স্কট। তিনি সহজে ছাড়বার পাত্র নন।

তিনি চ্যালেঞ্জারের কথার উত্তরে বললেন, অবশ্য আপনি ইচ্ছা করলে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। তবে আপনি যদি এখানে বসে থাকতে চান তাহলে আমাদের শর্ত মেনে নিতে হবে। এটা কখনও বিজ্ঞান সম্মত হবে না যে, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি তীব্রভাবে শত্রুভাবাপন্ন, তিনি এই ঘরে আমাদের মধ্যে অন্ধকারে বসে থাকবেন তার পকেটে কি আছে, তা না দেখিয়েই।

ম্যালন চিৎকার করে বলল, শোন শোন, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং তাঁর সেই সম্মানের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করতে পারি।

বলশোভার বল্ল, খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি তো মিঃ চ্যালেঞ্জারকে মিঃ ও মিসেস লিনডেনের সম্মানের উপর আস্থা স্থাপন করতে দেখিনি।

অগিলভি বললেন, আমাদের সতর্ক হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি অনেক মিডিয়াম যেমন প্রতারণামূলক আচরণ করে তেমনি অনেকে আবার মিডিয়ামদের উপরে প্রতারণামূলক আচরণ করে। আমি এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। না স্যার আপনাকে অবশ্যই সার্চ করতে দিতে হবে।

লর্ড রক্সটন বললেন, এতে এক মিনিটও সময় লাগবে না।

ম্যালন বলল, ঠিক আছে, চলে আসুন।

স্ফীত নাসারন্ধ্রদ্বয়সহ লাল চক্ষু এক ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো চ্যালেঞ্জারকে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাথমিক কাজকর্ম সব শেষ হয়ে গেল। এবার প্রেতচর্চার আসর শুরু হলো।

কিন্তু তার আগেই আসরের অনুকূল আবহাওয়াটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষকরা কোনও মিডিয়ামকে প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ পরীক্ষা করতে গিয়ে তার অবস্থাকে বলির মুরগির মতো করে তোলে। তাঁরা মিডিয়ামের উপর সব সময় সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখেন তার ফলে মিডিয়াম ক্রমাগত বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করতে করতে আসল কাজটাই মাটি করে ফেলে। কিন্তু ছিদ্রান্বেষী

গবেষকরা একথা বুঝতে পারেন না যে তাঁদের সহানুভূতি ও মানুষের প্রতি স্বাভাবিক মমতার অভাবেই কোনও আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল না।

এর ফলে সারা দেশের মধ্যে ছোটখাট যে সব প্রেতচর্চার আসর বসে সেগুলিতে একটা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার আবহাওয়া থাকে। সেখানে মিডিয়ামরা মুক্ত মনে অবাধে কাজ করতে পারে। কিন্তু নীরস হৃদয়হীন বিজ্ঞানীদের পক্ষে সেইসব আসর দেখা সম্ভব হয় না।

উপবিষ্ট সকলে দেখল প্রাথমিক তর্কবিতর্কের আঘাতে তাদের মন মথিত হয়েছে। কিন্তু সংবেদনশীল ব্যক্তিদের কাছে এইসব তর্কবিতর্কের কোনও অর্থ ছিল না। তাদের শুধু মনে হচ্ছিল পরলোক থেকে আসা যাওয়া করছে। তারা এদিক-ওদিক করছে। কিন্তু নায়াগ্রার জলপ্রপাতের নীচে খরস্রোতা নদীতে যেমন কোনও নৌকা স্থির হতে পারে না, তেমনি এই আসরের বিক্ষুব্ধ পরিবেশে প্রেতাত্মারা স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছিল না।

মিডিয়াম হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল। ঘরের অবস্থাটা ছিল গোলমালে ভরা। মিডিয়াম ধ্যানাবিষ্ট হয়ে পরলোকের উপর তার মনকে নিবিষ্ট করল। তবে তার মুখ দিয়ে যে সব কথা বেরিয়ে আসছিল তা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। মিডিয়ামের মুখে জন কথাটা বেরিয়ে আসছিল। একসময় সে জিজ্ঞাসা করল, জন নামে কারও কোনও মৃত আত্মীয় আছে?

সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জারের মুখ থেকে হাসির শব্দ বেরিয়ে এল। কেউ কোনও উত্তর দিল না। এরপর মিডিয়াম নামের শেষে চ্যাপমান এই উপাধিটা জুড়ে দিল। 'মেইলি চ্যাপম্যান নামে এক বন্ধুকে হারায়। মেইলির চ্যাপম্যান নামে এক বন্ধুর মৃত্যু হয়।' মিডিয়ামের মুখ থেকে পরলোক থেকে আসা কিছু বাণী বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতাদের কারও জীবনের সঙ্গে সে সব বাণী খাপ খেল না। সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। ম্যালনের সব উৎসাহ-উদ্যমের বেলুনটা একেবারে চুপসে গেল। চ্যালেঞ্জার একবার জোর উপহাসের হাসি হাসলেন যে অগলিভি তার প্রতিবাদ করল। তিনি বললেন, আপনার আচরণই ব্যাপারটাকে খারাপ করে তুলছে স্যার। আমি আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনও মিডিয়ামকে এতখানি হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে দেখিনি। আপনার আচরণই এর কারণ বলে আমি মনে করি।

চ্যালেঞ্জার সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তা তো বটেই।

মিসেস লিনডেন তার স্বামীকে বলল, আমার মনে হয় এ সবের কোনও দরকার নেই। এখন তুমি কেমন বোধ করছ প্রিয়তম? তুমি কি এখন কাজ বন্ধ করে দিতে চাও?

কিন্তু তার বহিরঙ্গটা শান্ত দেখালেও টম লিনডেন ছিল একজন যোদ্ধা। সে কোনও প্রতিকূল পরিবেশে হার মানে না। সে তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলল, কাজ বন্ধ করব না। আমার মনটা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল এই যা। আমি ধ্যানে বসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার শরীরটাও ঠিক হয়ে উঠবে। আলোটা কমিয়ে দেওয়া

হলো এবং তা এক ক্ষীণ লাল আভায় পরিণত হলো। মিডিয়ামের ছোট বসার ঘরের পর্দাটা উঠে গেল। দেখা গেল টম লিনডেন ধ্যানে আবিষ্ট হয়ে জোর নিঃশ্বাস ফেলছে। সে কাঠের চেয়ারের উপর হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আছে। তার স্ত্রী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রহরীর মতো। কিন্তু কিছুই ঘটল না। দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে গেল তবু সমবেত দর্শকবৃন্দ ধৈর্য ধারণ করে রইল। একমাত্র চ্যালেঞ্জারই শুধু অধৈর্যভাবে নড়াচড়া করতে লাগলেন। ঘরখানার মধ্যে সবকিছুই মৃত্যুর মতো স্তব্ধ ও শীতল হয়ে গেল যেন। কোনও কিছু ঘটার সব প্রত্যাশা নিঃশেষিত হয়ে গেল।

অবশেষে মেইলি বলল, এর আর দরকার নেই।

আমি তা মনে করি না, ম্যালন বলল।

মিডিয়াম নড়াচড়া করতে লাগল। তার মুখ থেকে আর্তনাদের মতো ধ্বনি বেরিয়ে এল। তারপর উঠে বসে সে ধীরে ধীরে জেগে উঠল।

চ্যালেঞ্জার বিস্তের মতো হাই তুলে বললেন, এটা বৃথা সময়ের অপচয় নয়?

মিসেস লিনডেন মিডিয়ামের মাথায় ও ভুরুতে হাত বোলাতেই মিডিয়াম চোখ খুলল। মিসেস লিনডেন তখন তাকে বললেন, এর আর দরকার নেই টম। এ কাজ আজকের মতো স্থগিত রাখতে হবে।

মেইলি বলল, আমিও তাই মনে করি।

চ্যালেঞ্জারের দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে সে বলল, এই প্রতিকূল পরিবেশ মিডিয়ামের উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করছে। তার ফলে ওর পক্ষে কোনও কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মিসেস লিনডেন আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, আমিও তাই মনে করি। আপনি ঠিক বলেছেন।

টম লিনডেন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলল, অবস্থা ও পরিবেশটা খারাপ। যে সব স্পন্দন আসছে তা সঠিক নয়। যাই হোক আমি একবার আমার ঘরে গিয়ে চেষ্টা করি। তাতে শক্তি সংহত হতে পারে।

মেইলি বলল, এটা হলো শেষ সুযোগ, আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে।

মিডিয়ামের আর্মচেয়ারটা তাঁর ছোট ঘরটাতে ঢোকান হলো। মিডিয়াম সে ঘরে ঢুকে পর্দাটা টেনে দিলেন।

অগিলভি মিডিয়ামের এই কাজের ব্যাখ্যা করে বললেন, ওর এই চেষ্টার ফলে পরলোক থেকে আগত প্রেতাত্মা মুক্তি লাভ করতে পারে।

চ্যালেঞ্জার বললেন, তা হয়ত হতে পারে তবে সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কাজ করতে করতে মিডিয়ামের দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাওয়াটা দুঃখজনক ব্যাপার।

মেইলি কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে বলল, দয়া করে আবার বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি করবেন না। এখন ওর কাজের ফল কিছু পেতে দিন। পরে বিচার করে দেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

তারপর আবার সেই ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা। এরপর মিডিয়ামের সেই ঘর থেকে একটা ফাঁপা আর্তনাদের শব্দ হলো। তার সঙ্গে পরলোকবাদীরা কিছু একটার আশায় খাড়া হয়ে বসল।

অগিলভি বলল, একেই বলে প্রেতাত্মাদের আকর্ষণ। এটা মিডিয়ামদের পক্ষে বিশেষ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অগিলভির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কে যেন জোর করে মিডিয়ামের ঘরের পর্দাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে লাগল। পর্দাটা সরে যেতে অন্ধকারে অস্পষ্ট সাদা একটা মূর্তি দেখা গেল। মূর্তিটা ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে তখন ক্ষীণ লাল আলোটা জ্বলছিল। তাই অন্ধকারে মূর্তিটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল চলমান একতাল সাদা কি একটা বস্তু। ক্রমে মূর্তিটা কিছুটা কুণ্ঠা ও ত্রাসের সঙ্গে প্রফেসরের বিপরীত দিকে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা গর্জন শোনা গেল। এরপরই সভায় ভয়বিহ্বল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আমি তাকে পেয়েছি। আর একজন বলল, আগে হলুদ আলোটা জ্বেলে নাও। খুব সাবধান। দর্শকদের মধ্যে আর একজনকে বলে উঠল, খুব সাবধান। মিডিয়ামের মৃত্যু হতে পারে। চক্রটা ভেঙে গেল। চক্রাকারে উপবিষ্ট দর্শকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এখানে সেখানে চলে গেল। চ্যালেঞ্জার নিজে উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলেন। সমস্ত ঘরখানা আলোয় আলোকিত হলো। দর্শকরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতেই পারল না।

আলোয় পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে দর্শকরা ভাল করে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে এক শোচনীয় দৃশ্য। সকলে দেখল মিডিয়াম টম লিনডেন মেঝের উপর কাতরভাবে পড়ে আছে।

সাদা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখখানা। তার পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল বিশালাকার সেই স্কচ যুবক। যে তাকে চেয়ার থেকে তুলে এনে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। মিসেস লিনডেন তার স্বামীর পাশে এসে নতজানু হয়ে বসে সেই আঘাতকারী স্কচ যুবকের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ হয়ে ছিল। সহসা প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের কথায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো।

চ্যালেঞ্জার বলতে লাগলেন, হে ভদ্রমহোদয়গণ, মিডিয়ামের প্রতারণা ফাঁস হয়ে গেছে। আমরা এবার তোমাদের প্রেতের প্রকৃতি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যুবক নিকল তাকে ধরে এনে মেঝের উপর বসিয়ে দেয়। এরপর তাকে আইনে সোপর্দ করা হবে। নিকল খুব তাড়াতাড়ি নির্দেশ মতো কাজ করেছে।

লম্বা যুবকটা বলল, আমি তার জামার কলার ধরে নামিয়ে এনেছি। ওর দেহটা খুব হাল্কা।

চ্যালেঞ্জার তাকে বললেন, তুমি একজন ভণ্ড প্রতারককে লোকসমক্ষে ধরিয়ে দিয়ে জনসাধারণের উপকার করেছ।

মেইলি এবার এমন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এল যে চ্যালেঞ্জার তার কথা শুনতে বাধ্য হলো।

মেইলি বলতে লাগল, আপনার ভুলটা অস্বাভাবিক নয়। তবে আপনি অজ্ঞতাবশত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা মিডিয়ামের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারত।

চ্যালেঞ্জার বললেন, আমার অজ্ঞতাই বটে! তুমি যদি আমাকে এ কথা বল তাহলে আমি বলে দিচ্ছি আমি তোমাদের প্রতারণার শিকার হয়ে থাকব না।

আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এবং এই প্রশ্নের উত্তরটা সরাসরি পেতে চাই। আপনি আলো জ্বালার আগে আমরা যে সাদা মূর্তিটা দেখেছিলাম এবং যেটা মিডিয়ামের ঘর থেকে এসে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা কি তা ভেবে দেখেছেন?

হ্যাঁ, একটা সাদা মূর্তি ছিল।

আপনি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ামের পরনে রয়েছে কালো পোশাক। তাহলে সাদা পোশাকটা এল কোথা থেকে?

সাদা পোশাক কোথা থেকে এল সেটা আমার কাছে অবাস্তব কথা। হয়ত মিডিয়াম ও তার স্ত্রী এ ব্যবস্থা করে রেখেছিল। এসব ব্যবস্থা তাদের আগে থাকতে করা। যাই হোক কোথা থেকে কি পোশাক এল এ প্রশ্নের উত্তর ওরা আদালতে দেবে।

ঘরটা খুঁজে দেখুন কোথায় সাদা পোশাক আছে।

আমি ঘরের কোথায় কি আছে জানি না। আমি আমার সাধারণ জ্ঞান থেকে একথা বললাম। তোমাদের এই মিডিয়াম লোকটাই সাদা পোশাক পরে প্রেতরূপ ধারণ করেছিল। এখন সে তার ছদ্মবেশটা কোথায় কোন গহ্বরে ফেলে রেখেছে, আমার কাছে তার কোনও গুরুত্ব নেই। সে ধরা পড়ে গেছে এটাই যথেষ্ট।

গুরুত্বহীন তো নয়ই বরং এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আপনি স্বচক্ষে যে সাদা মূর্তিটা দেখেছেন সেটা কোনও প্রতারণা বা ছলনার ব্যাপার নয়। এক বাস্তব ঘটনা।

চ্যালেঞ্জার জোর হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, বাস্তব ঘটনাই বটে। তোমরা যেটা প্রেতাত্মাকে মূর্তিদান বল, সেটা পোশাক পালটিয়ে এক বেশ থেকে অন্য বেশ ধারণ করা ছাড়া কিছুই নয়। একটা কথা বোঝার চেষ্টা করবে, এই ধরনের আসরে যারা প্রেতচর্চার কাজ পরিচালনা করে তারা মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে যেসব সন্দেহ বা সংশয় জাগতে পারে তা গ্রাহ্য করে না। তারা শুধু এই সব আসরে কিছু একটা ফল পেতে চায় অর্থাৎ কোনও না কোনও ভাবে দর্শকদের সামনে একটা প্রেতমূর্তি খাড়া করতে চায়। এক্ষেত্রে যা হয়েছে শোন। এই আসরে প্রতিকূল পরিবেশের জন্য কোনও প্রেতমূর্তি আসা সম্ভব হয়নি। তাই ক্যাবিনেট বা ছোট্ট ঘরটার মধ্যে অচেতন মিডিয়ামের উপর একটা সাদা পোশাক দিয়ে ঢেকে তাকে ভূতের মতো করে তাকে ঘরের মাঝখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতারণাটা হয়েছে অন্য দিক থেকে।

টম লিনডেন বলল, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি আমার ঘরে প্রবেশ করার পর থেকে মেঝেতে পরে যাওয়া পর্যন্ত কি ঘটেছে না ঘটেছে তা কিছুই জানি না।

এই বলে সে উঠে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। সে হাঁটতে পারছিল না। তার স্ত্রী তাকে এক গ্লাস জল দিলে সেই জলের গ্লাসটাও সে ধরতে পারছিল না।

চ্যালেঞ্জার টমকে বললেন, তুমি যে অজুহাত দেখাচ্ছ তা আবার নতুন করে বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল ধরাচ্ছে। আমার কর্তব্য আমি বুঝে নিয়েছি এবং তা ঠিকমতোই পালন করব। তোমার যা বলার আছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বলবে। তিনি যা করার করবেন। এই বলে প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বিজয় গৌরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। অর্থাৎ তিনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছিলেন সে কাজ করতে পারার জন্য সাফল্যের গৌরব বোধ করছিলেন।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা এমনই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ও নাটকীয় যে দর্শকরা কি করে কি হলো বুঝতেই পারল না।

চ্যালেঞ্জারের কথার উপর কেউ কিছু বলার সাহস করল না। দর্শকরা সকলে উঠে দাঁড়াল। একমাত্র এনিডই চেয়ারে বসে রইল। সে একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

চ্যালেঞ্জার বললেন, ও ঘুমুচ্ছে, ওকে জাগিয়ে দাও। এনিড আমি যাচ্ছি।

এনিডের কাছ থেকে কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মেইলি এনিডের উপর ঝুঁকে কি দেখতে লাগল।

তারপর মেইলি বলল, চুপ সব চুপ করো, উনি ধ্যান করছেন। উনি ধ্যানস্থ।

চ্যালেঞ্জার এনিডের কাছে ছুটে গেলেন। বললেন, তোমরা সব কি নারকীয় ব্যাপার করে তুলেছ ও তা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

মেইলি তার চোখের পাতাটা তুলে ধরল। তারপর চ্যালেঞ্জারকে বলল, না, না, ও সত্যি ধ্যানস্থ। ওর চোখের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ঘোরানো। মিঃ চ্যালেঞ্জার আপনার মেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম।

চ্যালেঞ্জার আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। ওঠ এনিড, জেগে ওঠ।

মেইলি বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি, ওকে ছেড়ে দিন। যদি তা না করেন তাহলে সারা জীবন আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কোনও মিডিয়ামের ধ্যান হঠাৎ জোর করে ভঙ্গ করা মোটেই নিরাপদ নয়।

চ্যালেঞ্জার হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আজ জীবনে এই প্রথম উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। এটা কি সম্ভব যে তার সন্তান এক রহস্যময় খাড়াই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনি একটু ঠেলা দিলেই সে এক অতল গহ্বরে পড়ে যাবে।

তিনি অসহায়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কি করব?

কোনও ভয় করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বসুন।

মেইলি এবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা এবার সকলেই বসে পড়ুন। হ্যাঁ এবার মিডিয়াম কথা বলবেন।

এনিড এতক্ষণ চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে ধ্যানস্থ হয়ে ছিল। এবার তার দেহটা নড়েচড়ে উঠল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। তার একটা হাত চ্যালেঞ্জারের দিকে বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল, আমি তাকে বলছি তিনি যেন আমার মেডিকে কোনওভাবে আঘাত না দেন। তার জন্য একটা বাণী আছে।

দর্শকদের মধ্যে যারা এনিডের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে এক শ্বাসরুদ্ধ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

মেইলি এনিডের দিকে তাকিয়ে বলল, কে কথা বলছে?

এনিড ধ্যানাবিষ্ট অবস্থাতেই বলল, ভিক্টর কথা বলছে, সে আমার মেডিকে আঘাত করবে না। তার জন্য বাণী আছে।

কি সেই বাণী?

তার স্ত্রী এখানে এসেছেন।

তাই নাকি!

ধ্যানস্থ এনিড বলে যেতে লাগল, ওর স্ত্রী বলছেন, তিনি আগে একবার এসেছিলেন এক বালিকার রূপ ধরে। তিনি দরজায় কড়া নেড়েছিলেন কিন্তু তার স্বামী সে শব্দ শুনেও বুঝতে পারেননি। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তিনি এক বালিকারূপে এসেছিলেন।

এসব কথা ও এই ঘটনার কি কোনও অর্থ আছে আপনার কাছে, প্রফেসর চ্যালেঞ্জার?

চ্যালেঞ্জারের জিজ্ঞাসু ও সন্দিগ্ধ চোখ দুটোর উপর বড় ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত ও জড়োসড়ো হয়ে উঠল। তিনি তার চারদিকে সমবেত সকলের দিকে বেকায়দায় পড়া পশুর মতো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। তার দৃষ্টি একে একে সকলের উপর পড়ছিল। তিনি ভাবলেন এ এক ছলনা, শয়তানসুলভ জঘন্য ছলনা। ওরা তার মেয়েকে বশীভূত করে হাত করেছে। এটা জঘন্য কাজ। তিনি ওদের প্রত্যেকের ছলনা প্রকাশ করে দেবেন। এ বিষয়ে ওদের কোনও প্রশ্ন তিনি করবেন না। তার কোনও অর্থও হয় না। তিনি সব কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছেন। তার মেয়েকে ওরা বশ করেছে। তিনি এটা বিশ্বাস করতেই পারছেন না। তবু ব্যাপারটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনিড এ কাজ ম্যালনের খাতিরেই করছে। একজন নারী তার প্রেমিকের জন্য যেকোনও কাজ করতে পারে। তবে কাজটা খুবই খারাপ। এই ঘটনার আঘাতে চ্যালেঞ্জার কিছুমাত্র নরম না হয়ে আগের থেকে আরও কঠোরভাবে প্রতিশোধাত্মক হয়ে উঠলেন। প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত মুখ আর তার ভাঙা ভাঙা কথা, তার মনের দৃঢ় প্রত্যয়কে প্রকাশ করছিল।

তবু এনিডের একটা হাত তার সামনে মিঃ চ্যালেঞ্জারের দিকেই বাড়ানো ছিল।

আর একটা বাণী আছে।

কার জন্য সে বাণী?

এ বাণী তার জন্য, যে ব্যক্তি আমার মেডির মনে আঘাত দিয়েছে এ বাণী তারই জন্য। আমার মেডিকে আঘাত করা তার কখনই উচিৎ নয়। এ কাজ যেন তিনি কখনও আর না করেন। একটি লোক—দুটি লোক—এই বাণী তাকে দিতে চায়।

ঠিক আছে ভিক্টর, সে বাণী আমাদের শোনাও।

প্রথম লোকটির নাম....এই কথা বলেই এনিডের মাথাটা একদিকে ঘুরে গেল। তার একটা কান খাড়া হয়ে উঠল। মনে হলো সে যেন কারও কথা শুনছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি পেয়েছি। তার নাম হলো অল...অল...অলড্রিজ।

একথার কি কোনও অর্থ আছে আপনার কাছে? কিছু বুঝতে পারছেন?

চ্যালেঞ্জার টলতে লাগলেন, তাঁর সারা দেহটা টলে উঠল। এক পরম বিস্ময় স্পষ্ট ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

চ্যালেঞ্জার জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বিতীয় লোকটার নাম কি ?

ওয়্যার, হ্যাঁ ঠিক তাই—ওয়্যার।

চ্যালেঞ্জার দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বসে পড়লেন। তিনি তাঁর হাত দুটো তুলে ভ্রূ-যুগলের উপর রাখলেন। তাঁর সমস্ত মুখখানা ম্লান হয়ে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। ঘামে তাঁর কপাল ও মুখ ভিজে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাকে চেন ?

আমি এই নামের দু'জনকে চিনতাম।

তারা আপনার জন্য কিছু বাণী রেখে গেছে।

মনে হলো চ্যালেঞ্জার কোনও এক আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন।

ঠিক আছে, কি সেই বাণী ?

সে বাণী খুবই গোপন। এত লোকের কাছে বলা যাবে না।

মেইলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমরা সকলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করব। বন্ধুগণ, আপনারা সকলে বাইরে চলুন। প্রফেসরকে সে বাণী শুনতে দিন।

ঘর থেকে সকলে বেরিয়ে গেল। চ্যালেঞ্জার তাঁর মেয়ের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। এক অবাঞ্ছিত আশঙ্কা চ্যালেঞ্জারের শক্ত মনটাকে ধরে তার উপর চাপ দিতে লাগল।

তিনি ম্যালনকে ডেকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক।

এরপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। সেই ঘরের মধ্যে কেবল তিনজন পাশাপাশি বসে রইল।

বাণীটা কি ?

বাণীটা হচ্ছে একটা পাউডার সম্বন্ধে।

চ্যালেঞ্জার স্বীকার করে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ধূসর রঙের পাউডার ?

হ্যাঁ। সে দুটি প্রেতাত্মা যে বাণী আপনার জন্য রেখে গেছেন তা হলো এই যে আপনি তাদের হত্যা করেননি।

চ্যালেঞ্জারের গোটা দেহটা উত্তেজনার এক প্রবল আবেগে কাঁপছিল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের জিজ্ঞাসা করো ওরা কিভাবে মরেছে।

ওরা অসুখে মরেছে।

কি রোগ ?

নিউ, নিউ...

রোগটা কি ?

নিউমোনিয়া।

চ্যালেঞ্জার এবার হাঁপ ছেড়ে এক পরম স্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর কপালের ঘাম মুছে বলে উঠলেন, হে ঈশ্বর !

এরপর তিনি ম্যালনকে বললেন, এবার ওদের বাইরে থেকে ডেকে আন।

এতক্ষণ ধরে দর্শকরা ঘরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছিল; ম্যালনের কথায় ব্যস্ত হয়ে তারা সবাই ঘরে এসে ঢুকল। চ্যালেঞ্জার চেয়ার থেকে উঠে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে টম লিনডেনের সঙ্গে কথা বললেন। তখন তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর সব দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর কণ্ঠস্বরটা তখন কাঁপছিল।

আমি আপনাকে একটা কথা বলছি স্যার। আমি আপনাকে আর বিচার করতে চাই না। যে সব ঘটনা ঘটে গেল সে ঘটনা যেমন অদ্ভুত তেমনই নিশ্চিত। আমার যুক্তিসিদ্ধ বিচারবুদ্ধি পরীক্ষা করে দেখেছেন। আপনার আগেকার কাজকর্ম ব্যাখ্যা করে আমাকে যা বলা হয়েছিল এখন তা আমি অস্বীকার করছি না। আমি আপনার মনে আঘাত দিয়ে যে সব কথা বলেছি তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

টম লিনডেন প্রকৃতিগতভাবে ছিলেন এক সৎ খ্রীস্টান। ক্ষমাগুণ তার সব সময়ই ছিল। তার এই ক্ষমাগুণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং তার মধ্যে কোনও নিষ্ঠার অভাব ছিল না।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার বলতে লাগলেন, আমার কন্যা এক অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে যা মিডিয়াম হিসাবে আপনার ক্ষমতার সমতুল। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। মেইলি প্রথম আমার মেয়ের এই ক্ষমতার কথা বলে। বিজ্ঞানী হিসাবে ন্যায়সঙ্গতভাবেই পরলোক সম্বন্ধে সংশয়বাদী ছিলাম। কিন্তু আজ আপনারা পরলোক সম্বন্ধে এক অবিসংবাদিত সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার সামনে তুলে ধরলেন।

মেইলি বলল, আমরা সবাই এই এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, প্রফেসর। অনেক বিষয়ে আমরা অপরের কাজকর্মকে সন্দেহ করি। তেমনি আমাদের কাজেও অনেকে সন্দেহ করে।

মিঃ চ্যালেঞ্জার আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে বললেন, আমার ধারণা এ বিষয়ে আমি যা বললাম, সে কথা কেউ সন্দেহ করবে না। আমি সমস্ত দায়িত্বের সঙ্গে সত্যিই বলছি, আজকের এই রাতে এমন একটা জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পেরেছি যে বিষয়ের কথা এই পৃথিবীর কোনও মানুষের পক্ষে আমাকে জানানো সম্ভব নয়। মর্ত্যের কোনও জীবিত মানুষ এ খবর আমাকে দিতে পারত না। সুতরাং এটা হচ্ছে সকল প্রশ্নের অতীত।

মিসেস লিনডেন বললেন, তরুণী এখন অনেকটা ভাল।

এনিড তখন তার ধ্যান থেকে জেগে উঠেছে। সে চেয়ারে বসে চারদিকে তাকাচ্ছিল। সে বলল, কি হয়েছে বাবা, আমার মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

চ্যালেঞ্জার বললেন, সব ঠিক আছে বাছা। পরে এ বিষয়ে কথা হবে। এখন আমার সঙ্গে বাড়ি চল। এখন আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। আশা করি তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে ম্যালন।

চ্যালেঞ্জার এবার তাঁর মেয়েকে বললেন, এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলার আছে। যে ঘটনা ঘটেছে সেটা ব্যাখ্যা করে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

চ্যালেঞ্জার তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকেই ভৃত্য অস্টিনকে বললেন, তাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

এই বলে তিনি সোজা ম্যালন ও এনিডকে নিয়ে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর বড় আর্মচেয়ারটার বাঁদিকে ম্যালন ও ডানদিকে এনিড বসল। তিনি তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে এনিডের একটা হাত ধরলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আজ প্রথম জানলাম তুমি এক অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী। আজ রাতে তার পূর্ণ পরিচয় আমি পেয়েছি। এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। যেহেতু তোমার এই শক্তি আছে সেইহেতু এ শক্তি যে অপরের থাকতে পারে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। এই সূত্রে মিডিয়ামের কাজ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখন বুঝতে পারছি এটা সম্ভব। এখন এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনা করব না কারণ এখন আমার সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমার এ বিষয়ে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হলে আমি তোমার ও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। এখন এ বিষয়ে আমি একটি কথাই বলব যে, আমার মন আজ একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে এবং জ্ঞানের একটা নতুন পথ আমার সামনে খুলে গেছে।

আমরা যদি কোনও প্রকারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি তাহলে নিজেদের গর্বিত বোধ করব।

চ্যালেঞ্জার এক নীরস হাসি হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমার কাগজে বড় বড় অক্ষরে 'প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের ভাবান্তর', এই মর্মে একটা খবর বার হবে। তবে আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এ খবর এখন প্রকাশ করো না, কারণ এখনও আমি এতদূর অগ্রসর হইনি।

চ্যালেঞ্জার আরও বললেন, তুমি আগে থেকে কিছু করবে না এবং এ বিষয়ে তোমার ব্যক্তিগত মতামত গোপন রাখবে।

যখন আমার মনের মধ্যে কোনও মত গড়ে উঠে তখন সে মত বাইরে ঘোষণা করার মতো নৈতিক সাহসের কোনও অভাব হয় না আমার। কিন্তু এখন সে সময় আসেনি। যাই হোক আমি আজ রাতে দুটি বাণী পেয়েছি এবং এই বাণী যারা দিয়েছে তারা হলো দুটি বিদেহী আত্মা এবং আমি তা মেনে নিয়েছি। এনিড তুমি তখন অচেতন হয়ে ছিলে।

এনিড বলল, সত্যি বলছি বাবা, আমি এ সব কিছুই জানি না।

হ্যাঁ, তোমার মধ্যে প্রতারণার কিছু ছিল না। তোমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। প্রথমে তোমার মার কাছ থেকে এক বাণী আসে। তিনি আমাকে বলেন, একদিন যে শব্দ এবং যার কথা তোমাকে বলেছিলাম সে শব্দ তিনিই সৃষ্টি করেন। এটা এখন পরিষ্কার যে তুমি ছিলে মিডিয়াম এবং তোমার মাধ্যমেই সে বাণী আসে আমার কাছে। তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে না, ধ্যানস্থ ছিলে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এবং অদ্ভুতভাবে আশ্চর্যজনক। তবু এটা সত্যই মনে হয়।

ম্যালন বলল, ক্রুকস্ এসব কথাগুলোই ব্যবহার করেছেন, তিনি লিখেছেন 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য।'

চ্যালেঞ্জার বললেন, তার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। আর অনেক সদাশয় ব্যক্তির কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

ম্যালন বলল, এই সব লোকেরা কখনই আপনার ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করবে না। তারা সে প্রকৃতির লোকই নয়।

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া করে বললেন, এরপর আমি দ্বিতীয় বাণীটি ব্যাখ্যা করব। তবে ব্যাপারটা খুবই গোপন। এটা হচ্ছে এমনই ব্যাপার যার কথা আমি কাউকে কোনওদিন বলিনি এবং যা এ পৃথিবীর কোনও লোক জানে না। যেহেতু তুমি অনেক কিছু শুনেছ সেহেতু এটাও তোমার শোনা উচিৎ।

প্রফেসর বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা ঘটেছিল যখন আমি ছিলাম এক যুবক চিকিৎসক। এটা বলা বাহুল্য যে ব্যাপারটা আমার মনকে সেই থেকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে। সে মেঘ আজ রাতে অপসারিত হয় আমার মন থেকে। অনেকে এই ঘটনাটাকে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ বা অবচেতন মনের ক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তারা যে ভাবে ব্যাখ্যা করে করুক। তবে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এই সব বাণী এসেছে পরলোকবাসী মৃত আত্মাদের কাছ থেকেই। একটা নতুন অসুখের কথা সেই সময় আমি শুনতে পাই। সেকালে একটা বংশের লোকেরা কিছু মারাত্মক বিষ ও শক্তিশালী ওষুধ সরবরাহ করত। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কথাগুলো বলার প্রয়োজন নেই, তোমরা তা- বুঝতে পারবে না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই ধরনের একটা ওষুধ সর্বপ্রথম আমার হাতে আসে। আমি সেই ওষুধের প্রথম আবিষ্কারক হিসাবে আমার নামটা তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলাম। আমি সেই ওষুধ ওয়্যার ও অলড্রিজ নামে দুই রোগীর উপর প্রয়োগ করি। ওষুধ আমি কম মাত্রাতেই প্রয়োগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম এটা নিরাপদ। এরা দু'জনই তখন সরকারী হাসপাতালে আমার অধীনে ভর্তি ছিল। পরদিন সকালেই সেই দু'জন রোগীর মৃত্যু হয়।

আমি সেই ওষুধ ওই দু'জন রোগীকে গোপনে দিয়েছিলাম। কেউ তা জানত না। রোগী দু'জন গুরুতর রোগে পীড়িত ছিল তাই সকলে তাদের মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে। এই কারণে আমাকে কোনও নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়নি। তাদের মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলে সকলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আমার নিজের অন্তরে একটা ভয় ছিল। আমার প্রায়ই মনে হত বিযাক্ত ওষুধ দিয়ে আমি ওই দু'জনকে হত্যা করেছি। সমস্ত ব্যাপারটাই এক অন্ধকার পটভূমি হিসাবে বিরাজ করতে থাকে আমার জীবন জুড়ে। তোমরা আজ রাতে শুনেছ যে রোগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে, ওষুধ থেকে নয়।

এনিড তার বাবার হাতখানার উপর হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, আহা বাবা, তুমি কত মনোকষ্ট ভোগ করেছ।

চ্যালেঞ্জার এমনই একজন লোক যিনি কারও কোনও দয়া বা করুণা সহ্য করতে পারেন না, এমন কি নিজের মেয়েরও নয়। তিনি তাঁর হাতটা টেনে সরিয়ে নিলেন তাঁর মেয়ে এনিডের কাছ থেকে।

এরপর তিনি বললেন, আমি বিজ্ঞানের জন্য কাজ করেছি। বিজ্ঞানীদের ঝুঁকি নিতেই হবে। আমি জানতাম আমি দোষের কিছু করিনি। সে যাই হোক আজ রাতে আমার ভারী অন্তরটা খুবই হাল্কা হলো।

১৭
কুয়াশা কেটে গেল

ম্যালন তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। তার চাকরি ছাড়ার কথা সারা ফ্লীট স্ট্রীটে ছড়িয়ে গেছে সুতরাং ফ্লীট স্ট্রীটের পথ বন্ধ তার কাছে। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে তার স্থান এক ইহুদী যুবক দখল করেছে। পরলোক সম্বন্ধে অতিশয় হাস্যরসাত্মক কিছু রচনা ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিখে সে এই চাকরি পায়। সে আরও যোগ করে যে পরলোকতত্ত্বের ব্যাপারটাকে সে খোলা ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখেছে। সেই ইহুদী যুবকটা কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করে এই মর্মে ঘোষণা করে যে প্রেতাত্মারা যদি আসন্ন ডার্বি রেস খেলায় তিনটি নির্দিষ্ট ঘোড়াকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হিসাবে স্থান দিতে পারে তাহলে পরলোকবাদীদের পাঁচ হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। সে আরও প্রকাশ করে যে এক্টোপ্লাজমের ব্যাপারটা মিডিয়ামদের কলাকৌশল ছাড়া কিছুই নয়। মিডিয়ামরা যেন এই ব্যাপারটাকে একটা বোতলে ভরে ছিপি দিয়ে আটকে রেখেছে। আসল ব্যাপারটাকে তারা প্রকাশ করতে চায় না।

কিন্তু ম্যালনের যে পথ একদিক দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, অন্য দিক দিয়ে খুলে যায়। চ্যালেঞ্জারের মনে ছিল দুঃসাহসিক কিছু স্বপ্ন এবং কিছু গবেষণা মূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইচ্ছা। সারা জগৎ জুড়ে তাঁর বহু ব্যবসা ছড়িয়ে ছিল। এইসব দেখাশোনা করার জন্য একজন কর্মঠ ও স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের দরকার ছিল। এই অভাবটা তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে যে সব কাজ করেছেন সেই সব কাজের জন্য বেশ কিছু আয় হত তাঁর। কিন্তু সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত পেটেন্ট স্বরূপ। অগভীর জলে ভাসমান জাহাজের জন্য তার আবিষ্কৃত অটোমেটিক অ্যালার্ম, টরপেডোকে লক্ষভ্রষ্ট করার কৌশল, বাতাস থেকে নাইট্রোজেনকে পৃথক করার এক নতুন ও স্বল্পব্যয়সাধ্য পদ্ধতি, বেতারে সংবাদ প্রেরণের উন্নতি সাধন—এই সবই এক-একটা আয়ের উৎস ও অর্থোপার্জনের পথ। কর্নেলিয়াসের ভাবগতিক দেখে রেগে গিয়ে চ্যালেঞ্জার তাঁর এইসব কার্জের ভার ভাবী জামাতা ম্যালনের উপর ন্যাস্ত করেন। ম্যালন বিশেষ গুরুত্বসহকারে এইসব বিষয়ে তাঁর স্বার্থ রক্ষা করে চলতে থাকে।

চ্যালেঞ্জার নিজেও একেবারে বদলে গেলেন। তিনি হয়ে উঠলেন যেন অন্য মানুষ। তাঁর সহকর্মীগণ ও যারা তাঁর কাছাকাছি থাকত তারা তাঁর এই পরিবর্তন

দেখে এর কারণ কিছু বুঝতে পারল না। তিনি হয়ে উঠলেন আগের থেকে অনেক শান্ত, বিনয়ী ও পরলোকতত্ত্ববাদী। তাঁর আত্মার গভীরে এই প্রত্যয় দানা বেঁধে উঠল যে তিনি এতদিন ধরে বিজ্ঞানের নামে যে সব কাজ করে এসেছেন, সে পদ্ধতি আসলে অবৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, সে পদ্ধতি আত্মার উন্নতির পথে ভয়ানকভাবে বাধা সৃষ্টি করে এসেছেন। এই আত্মধিক্কারই তাঁর চরিত্রের পরিবর্তনকে সূচিত করেছে। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দেশ্যের সঙ্গে তিনি এই পরলোকতত্ত্ব বিষয়ের অনেক বই খোলা মনে পড়তে থাকেন। এখন তাঁর মনে আর কোনো বিদ্বেষ নেই, আগে যে বিদ্বেষ তাঁর মনকে ও বুদ্ধিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। উজ্জ্বল তথ্য প্রমাণাদিসহ হেয়ার, দ্য মরগ্যান, ক্রুকস, লম্ব্রসো, ব্যারেট, লজ এবং আরও অনেক উচ্চস্তরের লেখকদের বই তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি আগে একথা কখনো ভেবে দেখেননি যে, এতগুলি মতের সমন্বয় কখনো ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। চ্যালেঞ্জার স্বভাবত উগ্র প্রকৃতির হলেও তিনি যে কোনোও কাজ সমস্ত অন্তর দিয়ে করেন। এবার তিনি পরলোকতত্ত্ব বিষয়টাকে গ্রহণ করলেন। একদিন তিনি যে ব্যস্ততা সহকারে এ বিষয়টার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছিলেন, আজ সে বিষয়টাকে সেই একই ব্যস্ততার সঙ্গে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন। এমনকি এখন এই প্রবীণ সিংহ পুরুষটি তাঁর অতীতের বস্তুবাদী সহচরদের প্রতি মাঝে মাঝে অ-সহিষ্ণু হয়ে দাঁত বার করে গর্জন করতে থাকেন।

স্পেকটেটর পত্রিকায় প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের রচনা প্রকাশ শুরু হলো। একটি রচনায় তিনি লিখলেন, 'সুদূর অতীতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে ব্যক্তি গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দূরবীন দিয়ে চাঁদ-সূর্যের অবস্থান নিরীক্ষণ করতে অস্বীকার করতেন, আজকের বিংশ শতাব্দীর অনেক বিজ্ঞানীর কুসংস্কার অতীতের সেই সব বিজ্ঞান-বিমুখ ব্যক্তিদের কুসংস্কারকে ছাড়িয়ে গেছে। এইসব তাত্ত্বিক বস্তুবাদীরা কিছু না জেনেই পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম ভাবাপন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি তা পরীক্ষা করে দেখার মতো সময় বা ইচ্ছা তাদের নেই।' রচনার শেষ বাক্যে তিনি তাঁর এই দৃঢ় বাক্য প্রকাশ করেন যে, 'তাঁর বিরোধীরা আসলে এই বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তাঁরা যেন প্রাচীন অন্ধকার যুগের মাটি খুঁড়ে বার করা একটা ফসিল বা জীবাশ্ম।' সমালোচকেরা চ্যালেঞ্জারের এই রচনার বলিষ্ঠ ভাষা দেখে অবাক হয়ে গেল এবং ভয় পেয়ে গেল। তারা এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল যে এই চ্যালেঞ্জারই এতদিন পরলোকতত্ত্বের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীদের অর্থাৎ পরলোকতত্ত্ববাদীদের উপর প্রচণ্ড বেগে আঘাত চালাতেন। যাই হোক চ্যালেঞ্জার নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। এই পুরুষ সিংহের কালো কেশর ধীরে ধীরে ধূসর হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের বুদ্ধি আরও শক্তিশালী হয়েছে। পরলোকতত্ত্বের মতো একটি সমস্যাকে হাতে পেয়ে তাঁর সেই বুদ্ধি হয়ে উঠেছে আরও তীক্ষ্ণ ও আক্রমণাত্মক। আসলে এই সমস্যাটা ভবিষ্যতের মানুষদের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যাটা এখন আর সংকীর্ণ মৃত্যুপুরীর মধ্যে বা পরলোকের

মৃত আত্মাদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই। এটা এখন সেই সীমানা অতিক্রম করে এক অনন্ত সম্ভাবনায় ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়ে তার প্রাণময় অস্তিত্বকে ঘোষণা করছে। আজ অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কৃতী পুরুষ এই নিয়ে কাজ করছেন। মানুষ আজ পরলোকের মধ্যে নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। এ বিষয়ের চর্চা করতে করতে মানুষের জ্ঞানের জগতে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত।

হোয়াইট হলে এক শান্ত নিরব পরিবেশে ম্যালন আর এনিডের বিবাহ সম্পন্ন হল। এনিডের বাবা কাদের আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং কারা অতিথি হিসাবে সেখানে সমবেত হবেন তা কারো জানা ছিল না। রেভারেন্ড চার্লস ম্যাসন বিয়ের আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁর কাজ দেখে মনে হলো যেন কোন সেন্টের আশীর্বাদ সকালে অনুষ্ঠিত এই বিবাহকার্যকে পবিত্র ও ধন্য করে তুলো। চার্লস ম্যাসন তাঁর কালো পোশাক পরে জনতার মধ্যে পায়চারি করতে করতে সকলের কাছে যেন শান্তি-করুণার বাণী বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হলুদ দাড়ি বিশিষ্ট মেইলি তার স্ত্রীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে যেন ছিল পরলোকতত্ত্বের এক বীর যোদ্ধা। বিরোধীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হলেও আরও সংগ্রাম করার জন্য সে যেন সতত উন্মুখ। তার অস্ত্র সব সময়ের জন্যই শাণিত আছে। এছাড়া ছিলেন প্যারিস থেকে আগত ডঃ মপুই। তিনি খাওয়ার পর পরিচারকের কাছ থেকে কফি চাইলে তাঁকে তার পরিবর্তে টুথপিক দেওয়া ভুল। লর্ড রক্সটন তা দেখে ঠাট্টা করছিলেন এবং বেশ মজা পাচ্ছিলেন। এছাড়া ছিলেন হ্যামারস্মিথ চক্রের বলশোভার ও তার সঙ্গীরা। সস্ত্রীক টম লিনডেন ও অনমনীয় তর্কযোদ্ধা জেমস- স্মিথও উপস্থিত ছিলেন। স্মিথ ছিলেন উত্তরাঞ্চলের লোক। এই অনুষ্ঠানে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ অ্যাটকিংসন, সাইকিক পত্রিকার সম্পাদক মার্ডিন ও তার স্ত্রী, অগিলভি দম্পতি, মিস ডেলিসিয়া। সম্পূর্ণ সুস্থ নীরোগ রস স্কটন এবং নার্স আরসুলা, যে পরলোকবাসী মৃত ডঃ ফেলকিনের মর্ত্য প্রতিনিধি রূপে ডঃ রসের রোগ সারায়। এছাড়া আরও কতজন সে অনুষ্ঠানে এসে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে যায় তা কে জানে।

এই বিয়ের অনুষ্ঠান বর্ণনা শেষ করার আগে একটি দৃশ্যের কথা বলা উচিৎ বলে মনে করি। কোকস্টোনে অবস্থিত ইমপিরিয়াল হোটেলের বসার ঘরের একটি দৃশ্যের কথা বলছি। সেই ঘরে তখন এডওয়ার্ড ম্যালন ও তার স্ত্রী জানলার ধারে বসেছিল। তারা দু'জনেই খোলা জানলা দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন আকাশটা ছিল দুর্যোগঘন। চ্যানেলের খালের এইদিকে একটা নৌকা ঝড় ও ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। চ্যানেলের কয়েকটা জাহাজ আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে চ্যানেলের মাঝামাঝি এসে জড়সড়ো হয়ে ছিল। আকাশের ভয়াবহ অবস্থাটা নৌকা ও জাহাজ চালকদের সকলের অবচেতন মনে সমানভাবে কাজ করছিল।

ম্যালন এবার এনিডকে বলল, পরলোক সম্বন্ধে তোমার সেই দিনকার অভিজ্ঞতার কথা তোমার নিশ্চয়ই এখনও স্পষ্ট মনে আছে। এবার সব বল।

এনিড বলল, কি আশ্চর্যের কথা এই মুহূর্তে আমি যে কথা ভাবছিলাম তুমি

সেই কথাই তুললে। একই সময়ে একই প্রশ্ন কিভাবে দুটি মানুষের মধ্যে জাগতে পারে ? এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা। একেই হয়ত বলে ভাবানুষঙ্গ। আমি মিরোমার-এর কথা ভাবছিলাম। মিরোমার অর্থাৎ সেই রহস্যময় অদ্ভুত মানুষটা যে সব সময় ধ্বংসের কথা বলে।

আমিও তাই ভাবছিলাম।

তারপর থেকে তুমি কি তার কথা শুনেছ ?

শুধু একবার, একবারই শুনেছিলাম। সেদিন ছিল রবিবারের সকাল। হাইড পার্কে সে তখন একদল লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। আমিও জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে তার কথা শুনতে লাগলাম। সেই একই সাবধান বাণী।

লোকে তার কথাগুলো কিভাবে নিল ? তারা কি হাসাহাসি করেছিল ?

তুমি তো তার কথা অনেক শুনেছ। তার কথা শুনে হাসতে পেরেছ ?

এনিড বলল, তা অবশ্য পারিনি তবে তার কথায় কোনও গুরুত্ব দিতেও পারিনি। তাই নয় কি নেড ? তুমি ইংল্যান্ডের বহু দিনের পুরনো এই শহরটাকে দেখছ। এই ইম্পিরিয়াল হোটেল ও ওই মানুষগুলিকে দেখছ, সকালের তাজা খবরের কাগজগুলোকেও দেখছ এবং এই সভ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত সব বস্তুকে আমরা রোজই দেখছি। তুমি ভাবতে পার, হঠাৎ কোনও কিছু এসে এই প্রতিষ্ঠিত জগতের সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে ?

কে জানে ? কে তা বলতে পারে ? কিন্তু মিরোমারই তো একমাত্র লোক নয় যে একথা বলে।

ও কি এটাকে পৃথিবীর শেষ বলতে চায় ?

না না, এটা হবে পৃথিবীর পুনর্জন্ম—এরপর নতুন করে যে জগতের জন্ম হবে সেটাই হবে প্রকৃত জগৎ, আদর্শ জগৎ। আসলে প্রথম সৃষ্টির সময় এই জগৎ যা হতে চেয়েছিল।

এটা এক ভয়ঙ্কর বাণী। কিন্তু এর মধ্যে কি কোন ত্রুটি নেই ? এই ধরনের ভয়ঙ্কর বিচার কে করল এবং কোথা থেকেই বা এই বিচারের বাণী এল ?

বস্তুবাদ চার্চের নীরস আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম। আত্মা থেকে বিচ্ছিন্নতা। চোখে যা কিছু দেখা যায় না যা কিছু অদৃশ্য ও ইহলোকের বাইরে তাকে স্বীকার না করা। নতুন বিপ্লবের পরিহাস। তার মতে এগুলোই হলো জগতের ধ্বংসের কারণ।

এটা অবশ্য ঠিক জগৎটা আগের থেকে অনেক খারাপ হয়ে উঠেছে, তাই নয় কি ?

কিন্তু মানুষের এত শিক্ষা, এত জ্ঞান ও সভ্যতা এই জগতের অনেক উন্নতি সাধন করতে পারত। এই জগৎকে অনেক উচ্চস্তরে তুলে নিয়ে যেতে পারত। একবার ভাল করে চেয়ে দেখ। কিভাবে সব কিছু অশুভ হয়ে উঠেছে। আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার অপপ্রয়োগ করছি আমরা। আমরা বিমান তৈরি করতে পেরেছি, কিন্তু সেই বিমানের সাহায্যে আমরা শহরে বোমা ফেলছি। আমরা সমুদ্রের তলায় জাহাজ চালিয়ে

নিয়ে যেতে শিখেছি কিন্তু সেই জ্ঞান দিয়ে আমরা সমুদ্রের নাবিকদের হত্যা করছি। আমরা রাসায়নিক দ্রব্যের উপর আধিপত্য করতে শিখেছি। কিন্তু সেই সব রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত বিস্ফোরক গ্যাস সৃষ্টি করছি। এইভাবে অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি একে অন্যকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্ত করছে। এই জন্যই কি ঈশ্বর পৃথিবীরূপ এই গ্রহটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কি জগতের এই ক্রমাবনতি অনুসন্ধান করছেন ?

কে কথা বলছে ? তুমি না মিরোমার ?

আমি তার কথাগুলো ভাবছি এবং ভেবে দেখছি তার সিদ্ধান্তগুলি কত সঠিক। চার্লস ম্যাসন লিখিত কোনও এক প্রেতাত্মার বাণী পড়েছিলাম। যখন কোনও মানুষের বুদ্ধির দিকটা আত্মার দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত হয় তখন তার অবস্থা হয়ে ওঠে খুবই ভয়ঙ্কর। মর্ত্য জগতের অবস্থা কি এ রকম নয় ?

এ জগতের সুদিন কিভাবে আসবে ?

তাহলে মিরোমারের কথাগুলোরই পুনরুক্তি করতে হয়। এই জগৎ ধ্বংস হলে যে জগতের জন্ম হবে সে জগতে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, প্রভৃতি কিছুই থাকবে না। সেখানে বিরাজ করবে শুধু অফুরন্ত শান্তি ও গৌরব।

আকাশের দুর্যোগটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। এনিড ভয় পেয়ে গেল।

ম্যালন বলল, জগতের অবস্থা যাই হোক, একটা জিনিস আমরা শিখেছি। তা হলো এই যে যদি দুটি আত্মার মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা থাকে তাহলে সেই আত্মা দুটি সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জন্ম-জন্মান্তর ধরে টিকে থাকবে। চিরকাল বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি বা আমি মৃত্যুকে কেন ভয় করব ? যেসব বিপদআপদ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় আমাদের অমর আত্মা তাদের কিছুতেই ভয় করবে না।

এনিড মৃদু হেসে ম্যালনের হাতে একটা হাত রেখে বলল, সত্যিই তো কেনই বা আমরা ভয় করব ?

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

।। সমাপ্ত ।।

অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ

ওয়ার অ্যান্ড পীস

বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের অখণ্ড সংস্করণ। অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত। দাম ১৫০ টাকা।

ক্যান্টারবেরি টেলস্

চসারের মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন মণীন্দ্র দত্ত। দাম ৩০ টাকা।

মিলটন রচনাবলী

প্যারাডাইস লস্ট সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে। অনুবাদ: সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। দাম ৪০ টাকা।

মার্ক টোয়েন গল্প সমগ্র

এক খণ্ডে সমগ্র গল্প। অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত। দাম ৫০ টাকা।

চেখভ গল্প সমগ্র

দুই খণ্ডে সমগ্র গল্প। অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত। দাম প্রতি খণ্ড ৬০ টাকা।

ও. হেনরী গল্প সমগ্র

দুই খণ্ডে সমগ্র গল্প। অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত। দাম প্রতি খণ্ড ৬০ টাকা।

গ্যেটে রচনা সমগ্র

ফাউস্ট সহ সমগ্র রচনা। অনুবাদ: সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। দাম ৬০ টাকা।

মপাসাঁ রচনাবলী

দুই খণ্ডে সমগ্র গল্প ও উপন্যাস। সম্পাদনা তীর্থপতি দত্ত। দাম প্রতি খণ্ড ৬০ টাকা।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র